শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

দ্বিতীয় খণ্ডম্
(দ্বিতীয় ভাগ)

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ
সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

Scanned by CamScanner

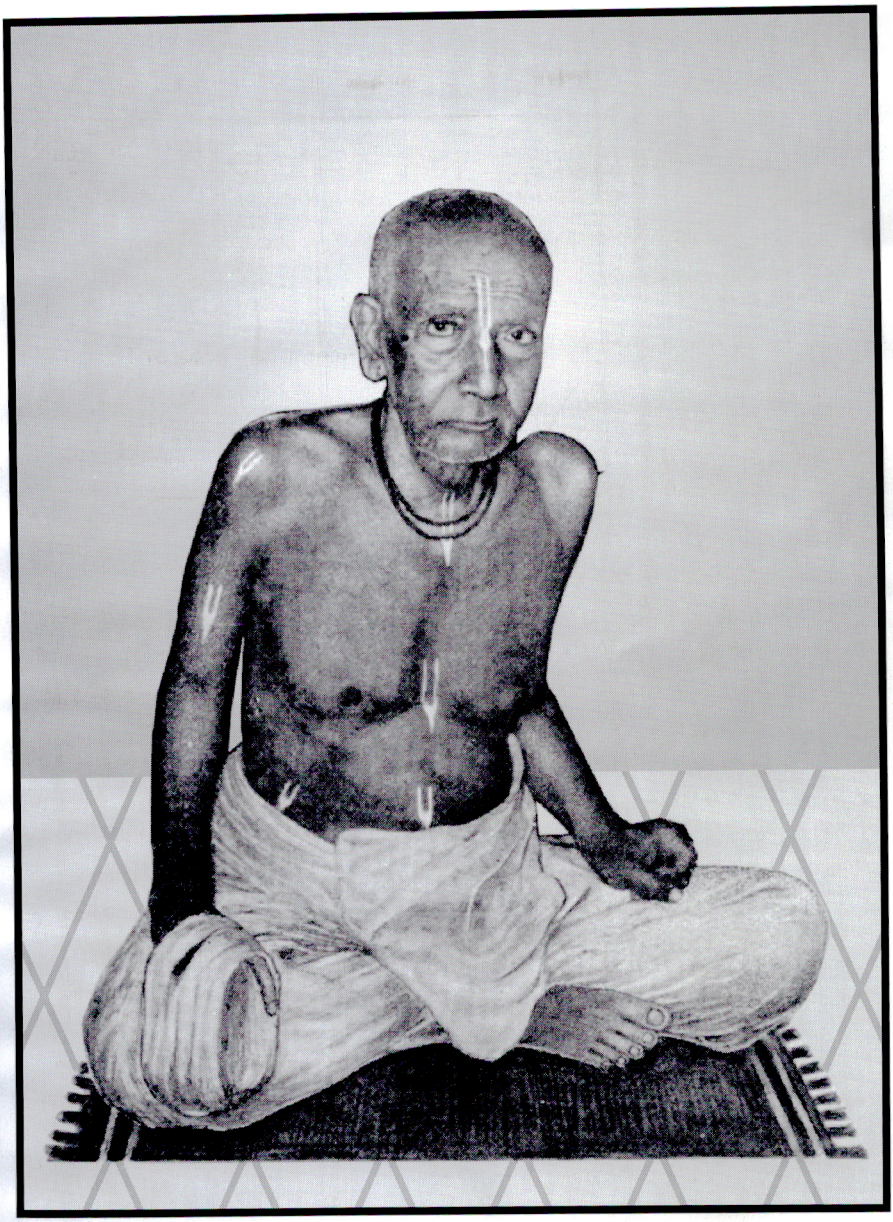

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী—(প্রেমানন্দ দাস বাবাজী)

আবির্ভাব—১২৯৮, ১০ পৌষ কৃষ্ণানবমী

তিরোভাব—১৩৯০, ১৪ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাতৃতীয়া

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

(দ্বিতীয় খণ্ডম্)

[দ্বিতীয় ভাগ]

শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ প্রণীতম্

(তৎকৃত দিগদর্শিনী নাম্নী টীকা সমেতঞ্চ)

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামিনা

দ্বিতীয়খণ্ডস্য টীকা-তাৎপর্য-বঙ্গানুবাদ-সারশিক্ষাঞ্চ
বিলিখিতম্ ; প্রথমখণ্ডস্য দ্বিতীয় সংস্করণে
তৎকৃত টীকা-তাৎপর্য-বঙ্গানুবাদ-
সারশিক্ষাঞ্চ সন্নিবেশিতম্।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশক ঃ
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
ব্রজমোহন দাস
পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন ঃ ৭২১৪৬৬

গ্রন্থস্বত্ত্ব ঃ সাউরী প্রপন্নাশ্রম

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪১ বঙ্গাব্দ—১৩৩৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৭০ বঙ্গাব্দ—১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫১০ বঙ্গাব্দ—১৪০২
চতুর্থ সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫৩০ বঙ্গাব্দ—১৪২৩

মুদ্রক ঃ
পান প্রিন্টার্স
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ঘোষ এন্টারপ্রাইজেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আনুকূল্য ঃ পাঁচশত টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পোঃ—সাউরী
জেলা—পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন—৭২১৪৬৬
মোঃ—৮০১৬৮৩২৪৪৩, ৮৯৭২৩৬৪৭০০

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

দীনস্বরূপ দাস বাবাজী
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ—রাধাকুণ্ড
জেলা—মথুরা, ইউ. পি.
পিন—২৮১৫০৪

মহেশ লাইব্রেরী
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপার করুণায় 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য খণ্ডটি ৭টি অধ্যায়ে পুনঃ প্রকাশিত হইলেন। বহুদিন যাবৎ এই গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা পাঠকবর্গের পুনঃ পুনঃ পত্রাদি মাধ্যমে জানান সত্ত্বেও অর্থাভাববশতঃ প্রথম খণ্ড ১৪০২ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

অতীব আনন্দের বিষয়, এই সংস্করণে শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত মূল দিগ্‌দর্শিনী টীকা সহ শ্রীমদ্ পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী (পরে) প্রেমানন্দ দাসবাবাজী কৃত মূলানুবাদ টীকার তাৎপর্য্য অনুবাদ সারশিক্ষা সহ দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতেই প্রকাশিত হইলেন।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর শততম আর্বিভাব উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ পরিভ্রমণ করায় তত্তৎ স্থানের বিদ্যোৎসাহী ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হাওড়া জেলার কামদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল এবং প্রভুপাদের অভিন্ন সুহৃদবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভাগবতভূষণ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত রামজীবনপুর নিবাসী শ্রীমান নিমাইচন্দ্র লৌহ উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। তাহাদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টাই এই বিরাট কলেবর গ্রন্থ প্রায় ২ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ভক্ত পাঠকগণের উৎকণ্ঠা পরিপূরণ করিল। শেষের দিকে কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমরা পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত গ্রাহকদের নিকট গ্রন্থ দিতে বদ্ধপরিকর।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রন্থ মুদ্রণে সাহায্যকারী সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। বিশেষতঃ নির্মলা প্রেসের কর্ণধার শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষভাবে তাহার নিকট ঋণী। করুণাময়ের নিকট তাহার ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই। বিশেষতঃ গ্রন্থপ্রকাশে যাহারা অর্থানুকূল্য করিয়াছেন নিঃস্বার্থভাবে, তাহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম।

প্রমাদবশতঃ মুদ্রণ-এর শুদ্ধি জন্য, শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভক্তিভারতী মহাশয় প্রভূত পরিশ্রমে সংশোধন করাতে তাহার নিকট ঋণী রইলাম। সঙ্গে সহযোগিতায় শ্রীমান নিতাইগোপাল চন্দর ভক্তিবর্ধনের জন্য শ্রীগোপীনাথের নিকট প্রার্থনা জানাই।

আমার মত বৃদ্ধ অবস্থায় এই দুরূহ সেবা কার্য সম্পাদন অসম্ভব ছিল, যাহা হউক শ্রীনারায়ণ মণ্ডল ও শ্রীনিমাইচন্দ্র লৌহ উভয়ে আগ্রহী হইয়া ভক্তগণের দ্বারস্থ, পরিশেষে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য করিয়া ও সাময়িকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রণ সমাপ্ত করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কীর্তি বিস্তার-রূপ সেবা সম্পাদনের জন্য শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর শ্রীচরণে ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই।

বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। কৃপাময় পাঠকবর্গ আমার অনবধানতা অজ্ঞতা মনে করিয়া গ্রন্থ পাঠে কেহ উপকৃত হইলে শ্রীশ্রীপ্রভুবর্গের আশীর্বাদ জানিবেন। অদোষদরশী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের নিকট প্রকাশের বিলম্বাদির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

প্রকাশন তিথি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরত্নপ্রভুর
আবির্ভাব তিথি
কৃষ্ণাদশমী
৩রা ভাদ্র, ১৪০২

বৈষ্ণব পদরজঃ প্রার্থী
দীন প্রকাশক
শ্রীললিতগোপাল ভক্তিমিত্র
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় এবং শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের পরম আগ্রহাতিশয্যে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থটি সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে পরিমার্জিত হইয়া নতুন কলেবরে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণম্,
শ্রেয়ো কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

যিনি আমাদের মত জীবের চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য বিদূরিত করেন, দুঃখরূপ ভীষণ দাবদাহ নির্বাপিত করেন। যেরূপ চন্দ্রের কিরণস্পর্শে কুমুদ অর্থাৎ কমল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ যাঁহার অভ্যুদয়ে অর্থাৎ প্রকাশে আমাদের মত জীবের সতত শ্রেয়ঃসিদ্ধি হয়। যিনি পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই আমাদের হৃদয়ে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে, এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই অমৃতের আস্বাদ হয়। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে প্রীতিরসে পরিস্নাত করিয়া সর্বদাই আমাদের হৃদয়কে সুশীতল করেন—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণগান কীর্তন করিয়া ভক্তগণ বিজয়লাভ করুন।

এই কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণগান কীর্তন করা এবং নাম গুণগান আস্বাদন করা প্রতিটি জীবের একমাত্র উপাদেয় ও একান্ত কাম্য হওয়া উচিত। তাই কলিহত জীবগণের মায়াকবলিত জীবনে পারমার্থিক শান্তি লাভ করিবার জন্য এই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ গ্রন্থখানি পাঠ করার অনুরোধ জানাই।

বর্তমানে কাগজের মূল্য অধিক হওয়ায় এবং মুদ্রণের আনুষঙ্গিক ব্যয়

বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই গ্রন্থের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। এর জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যে যাঁহারা একান্তভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন, শ্রীগৌর-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তি-লাভের প্রার্থনা জানাই।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন, এই গ্রন্থের মুদ্রণে যাহা কিছু ভুল-ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহা কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া সার সংগ্রহ করিবেন—এই কামনা করি।

প্রকাশন তিথি
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার
সাউরী প্রপন্নাশ্রম

নিবেদন ইতি—
বৈষ্ণবদাসানুদাস
ব্রজমোহন দাস
সাউরী প্রপন্নাশ্রম

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

(দ্বিতীয় খণ্ডম্)

[দ্বিতীয় ভাগ]

(শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য)

বিষয়-সূচী

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ
পঞ্চম অধ্যায় (প্রেম)	
১। শ্রীগোপকুমারের দ্বারকা প্রবেশ, যাদবদিগের দর্শন, সুধর্মা-সভা আনয়ন ও সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। শ্রীউদ্ধব কর্তৃক তৎসামীপ্যপ্রাপ্তি, করগ্রহণপূর্বক শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ, গোপকুমারের হস্ত হইতে বংশীগ্রহণ, গোপকুমারের দ্বারকানাথে গোকুললীলা দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবনান্তে উদ্ধবের নিজগৃহে গোপকুমারকে আনয়ন...	১-৩১
২। শ্রীউদ্ধবগৃহে গোপকুমারের অবস্থান, দ্বারকেশ দর্শন, বালগোপাল-লীলার অদর্শনে অতৃপ্তি, নারদের আগমন ও তৎকর্তৃক উদ্ধব সমীপে গোপকুমারের পরিচয় প্রদান, গোপকুমারের প্রতি নারদের উপদেশ...	৩২-৭৬
৩। শ্রীনারদ কর্তৃক সর্বোত্তম গোলোকবৈভব বর্ণন, ভৌম মাথুর-গোকুলে অসুরমারণ এবং গোপ-গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যপর লীলাপরম্পরা কথন, গোলোক-গোকুলের অভেদ প্রদর্শন ও তৎপ্রাপ্তির উপায়...	৭৭-১৮১
৪। গোপকুমারের নিকট ব্রজাঙ্গনাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট সেবা-সৌভাগ্য প্রশংসন ও তাঁহাদের সেবা দর্শন-অনুসরণ-সৌভাগ্যের দুর্লভত্ব কথন...	১৮২-২০৮
৫। গোপকুমারকে পুরুষোত্তমে গমনোপদেশ, উদ্ধবের দ্বারকা-মাহাত্ম্য বর্ণনান্তে গোপকুমারের অভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত ব্রজগমনে সম্মতি প্রদান, 'অপ্রাকৃত দৈন্যের সহিত শ্রীনামকীর্তনে নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ ভজনরহস্য' জ্ঞাপন। গোপকুমারের প্রেমমূর্ছিতাবস্থায় ব্রজলাভ...	২০৯-২৬০

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

ষষ্ঠ অধ্যায় (অভীষ্ট লাভ)

১। গোপকুমারের শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তিবশতঃ মোহ, স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক সংজ্ঞা সম্পাদন, পুনঃ তদন্তর্ধানে মোহযুক্ত অবস্থায় গোপকুমারের যমুনাপতন ও বৈকুণ্ঠগমন... ১-১৩

২। গোলোকীয় মাথুরবৈভব দর্শন, শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বিরহার্তা গোপীদের দর্শন ও প্রেমমোহ... ১৪-৪০

৩। গোপকুমার কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা, প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণার্থ বনগমনবার্তা, সায়ংকালে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে প্রত্যুদ্গমন জন্য ব্রজবাসীগণের সম্ভ্রম, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সরূপ নামক গোপকুমারের কণ্ঠালিঙ্গন... ৪১-৬০

৪। শ্রীকৃষ্ণের মোহলীলা ও তদ্দর্শনে ব্রজবাসীগণের শোকমগ্নাবস্থা... ৬১-৭০

৫। সরূপের পরিচর্যাতে শ্রীকৃষ্ণের মোহভঙ্গ ও নন্দব্রজে প্রবেশ... ৭১-৭৯

৬। মাতৃযুগলের পরিচর্যা ও শ্রীরাম-কৃষ্ণের স্নপন, গোপীগণ কর্তৃক নীরাজন ও বেশাদিবিন্যাস... ৮০-১১১

৭। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-শয়নাদি লীলা ও গোপীগণ কর্তৃক তাঁহার বিবিধ পরিচর্যা সম্পাদন... ১১২-১৪৫

৮। শ্রীদাম কর্তৃক সরূপকে নিজগৃহে আনয়ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাত-কালীন লীলা ও গোচারণার্থ গমন... ১৪৬-১৯০

৯। বিরহবৈচিত্র্যবর্ণন, ভক্তগণের সুখবৈচিত্র্য, অবতারতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকৃপার চমৎকারিত্ব... ১৯১-২১৯

১০। শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালীয়দমনলীলা, কেশী-অরিষ্টবধলীলা, করুণলীলা, মাথুরলীলা ও নবনবায়মান গোলোকলীলা... ২২০-৩৮০

সপ্তম অধ্যায় (জগদানন্দ)

১। শ্রীরাধার আদেশে মাথুরবিপ্র জনশর্মার প্রতি কৃপা, সরূপের মত তাঁহার প্রেমবিকার... ১-১৮

২। শ্রীগুরু-শিষ্যের শ্রীগোপাল সাক্ষাৎকার, জনশর্মার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা... ১৯-৪৩

৩। শ্রীকৃষ্ণের জলবিহার... ৪৪-৫১

৪। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নভোজনলীলা, বিশ্রামকেলি, গোচারণ ও উত্তর-গোষ্ঠলীলা... ৫২-৭৩

৫। মাতার প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের উপদেশ উপসংহার, জৈমিনী কর্তৃক জনমেজয় সমীপে গোলোক-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক কথন... ৭৪-১৫৪

৬। শ্রীজৈমিনীর প্রতি শ্রীজনমেজয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ... ১৫৫-১৫৭

॥ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে বাসুদেবায় ॥

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

দ্বিতীয় খণ্ডম্

(দ্বিতীয় ভাগ)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১। অথ তত্র গতো বিপ্রৈঃ কিয়দ্ভির্মাথুরৈঃ সহ।
যাদবান্ ক্রীড়তোঽদ্রাক্ষং সঙ্ঘশঃ সকুমারকান্॥

২। পুরা ক্বাপি ন দৃষ্টা যা সর্বতো ভ্রমতা ময়া।
মধুরিম্ণাং পরাকাষ্ঠা সা তেষ্বেব বিরাজতে॥

৩। সর্বার্থো বিস্মৃতো হর্ষান্ময়া তদ্দর্শনোদ্ভবাৎ।
তৈস্ত্বাকৃষ্য পরিষ্বক্তঃ সর্বজ্ঞ-প্রবরৈরহম্॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! অতঃপর আমি সেই দ্বারকাপুরী গমন করিয়া দেখিলাম, নিজ নিজ যূথে বিভক্ত যাদবকুমারগণের সহিত কতিপয় মাথুর দ্বিজপুত্র ক্রীড়া করিতেছেন।

২। আমি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই যাদববর্গে যে মাধুরী পরাকাষ্ঠা বিরাজিত, তাদৃশ মাধুরী কুত্রাপি অবলোকন করি নাই।

৩। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার যাদৃশ হর্ষোদয় হইয়াছিল, তাহাতে আমি প্রণামাদি সমস্ত কর্তব্যবিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম, পরন্তু সেই সর্বজ্ঞপ্রবর যাদব-কুমারগণ আমাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

পঞ্চমে দ্বারকানাথে দৃষ্টে গোলোক-কীর্তয়ে।
ভৌমগোকুল-তৎক্রীড়া-তল্লোক-মহিমোচ্যতে॥

১। তত্র দ্বারাবত্যাং গতঃ সন্ মাথুরৈর্বিপ্রৈঃ সহ বর্তমানান্ ক্রীড়তঃ অত্যন্ত-পরমমহানন্দপরিপূর্ণতয়া নৈশ্চিন্ত্যেন সদা বিচিত্রবিহারং কুর্বতঃ সঙ্ঘশঃ নিজনিজ-বর্গ্যপার্থক্যেন বহুলসমূহতয়া যাদবানদ্রাক্ষম্। সকুমারকান্ কুমার বর্গ সহিতান্॥

২। তে কীদৃশা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—পুরেতি। যা মধুরিম্ণাং মাধুরীণাং পরা পরমা অন্ত্যা বা কাষ্ঠা সীমা ক্বাপি শ্রীবৈকুণ্ঠাদাবপি ন দৃষ্টা, তেষু যাদবাদিষ্বেব॥

৩। তেষাং দর্শনাদেবোদ্ভবো যস্য তস্মাদ্ধর্ষাদ্ধেতোর্ময়া সর্বোঽর্থস্তন্নমনাদি-প্রয়োজনং বিস্মৃতঃ। তৈস্তু যথোচিতমেব ব্যবহৃতমিত্যাহ—তৈরিতি সার্ধেন। সর্বজ্ঞেষু প্রবরৈঃ শ্রেষ্ঠতরৈর্যোঽয়ং যতো যদর্থং বা গতঃ। যদ্বা, ময়ি কৃত্যং তদাদিকং সর্বমপি তত্ত্বতো নিতরাং জানদ্ভিরিত্যর্থঃ। অতএবা-কৃষ্য বলাদগৃহীত্বা তৈর্যাদবাদিভিরহং পরিষ্বক্তঃ আলিঙ্গিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীগোপকুমারের শ্রীদ্বারকানাথ-দর্শন, শ্রীনারদকর্তৃক শ্রীগোলক-মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ভৌম গোকুল ও তথায় শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া এবং তল্লোকবাসীগণের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। দ্বারাবতী গমন করিয়া দেখিলাম, কতিপয় মাথুর বিপ্রপুত্রের সহিত যাদবকুমারগণ নিজবর্গ সহ যূথে যূথে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত পরমানন্দপূর্ণ এবং নিশ্চিন্তের সহিত সেই প্রকার বিচিত্র বিহার করিতেছেন।

২। যদি বল, তাঁহারা কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'পুরা' ইত্যাদি। পূর্বে আমি বৈকুণ্ঠাদি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ মাধুরী অন্য কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। বাস্তবিক তাঁহারাই যেন মাধুরীর চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। তাঁহাদের দর্শনোদ্ভব হর্ষ-হেতু আমি সর্বার্থ বিষয় বিস্মৃত অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রণামাদিরূপ নিজ কর্তব্যসকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার যথোচিত ব্যবহারের অপেক্ষা না করিয়াই সেই যাদবকুমারগণ আমাকে বলাৎকারে আলিঙ্গন করিলেন। যেহেতু, তাঁহারা সর্বজ্ঞপ্রবর অর্থাৎ এই আগন্তুক কে? কেনই বা এখানে আসিয়াছে? অথবা যাঁহারা আমার কৃত্যাদির বিষয় সমস্তই অবগত আছেন।

৪। গোবর্ধনাদ্রি-গোপাল-পুত্রবুদ্ধ্যা প্রবেশিতঃ।
অন্তপুরং করে ধৃত্বা স্নেহপূরার্দ্রমানসৈঃ॥

৫। পশ্যামি দূরাৎ সদসো মহীয়সো,
মধ্যে মণিস্বর্ণময়ে বরাসনে।
তুলীবরোপর্যুপবিশ্য লীলয়া,
বিভ্রাজমানো ভগবান্ স বর্ততে॥

মূলানুবাদ

৪। তাঁহারা আমাকে গোবর্ধন-পর্বতবাসী গোপপুত্র বুদ্ধি করিয়া স্নেহার্দ্রপূর্ণ-মানসে হস্তধারণ করতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

৫। আমি দূর হইতে দেখিলাম, সুধর্মা-নামক সভামধ্যে মণিখচিত রত্নসিংহাসনে পরমোৎকৃষ্ট তুলিকার উপরি আপন গৌরবোপযুক্ত লীলাসহকারে শ্রীভগবান বিরাজমান রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। কিঞ্চ, অন্তঃপুরং প্রবেশিতঃ। তত্র হেতুঃ—গোবর্ধনাদ্রের্গোপালস্য তত্রত্য-গোপস্য পুত্রোঽয়মিতি বুদ্ধ্যা নিশ্চয়েন। অতঃ করে মম ধৃত্বা গৃহীত্বা। অতএব স্নেহপূরেণ আর্দ্রাণি মানসানি যেষাং তথাভূতৈঃ সদ্ভিঃ, তল্লক্ষণাভিব্যক্তেঃ॥

৫। ততশ্চ দূরাৎ পশ্যামি, সমীপ্যে বর্তমানা। কিন্তদাহ—সদস ইত্যষ্টভিঃ। স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ তুলীবরায়াঃ পরমোৎকৃষ্টতুলিকায়া উপরি লীলয়া উপবিশ্য বিরাজমানো বর্ততে। কুত্র? মহীয়সঃ মহত্তরস্য সদসঃ সুধর্মাখ্য-সভায়া মধ্যে যৎ মণিস্বর্ণময়ং তত্তদ্বিকাররচিতং বরাসনং তস্মিন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। আরও বলিতেছেন, তাঁহারা আমায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। তাহার হেতু এই যে, আমি গোবর্ধন-পর্বতবাসী গোপকুমার নিশ্চয়ে আমার হস্তধারণ করিয়া, অতএব স্নেহার্দ্রপূর্ণ মানসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

৫। অনন্তর দূর হইতে কি দেখিলাম (সামীপ্যে বর্তমান প্রয়োগ) তাহাই 'সদস' ইত্যাদি আটটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমোৎকৃষ্ট তুলিকার উপরি লীলায় বিরাজমান রহিয়াছেন। কোথায় বিরাজ করিতেছেন? মহত্তর সুধর্মাখ্য সভামধ্যে মণিখচিত সুবর্ণ সিংহাসনোপরি সুবিরচিত বরাসনে।

৬। বৈকুণ্ঠনাথস্য বিচিত্রমাধুরী-
সারেণ তনাস্ত্যখিলেন সেবিতঃ।
কেনাপি কেনাপ্যধিকাধিকেন সো-
হমুষ্মাদপি শ্রীভরসঞ্চয়েন চ॥

মূলানুবাদ

৬। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সমগ্র বিচিত্র মাধুরীসারে সুশোভিত হইলেও কোন কোন মাধুর্যবিশেষে এবং শোভাতিশয়-সমুদয়ে বৈকুণ্ঠনাথ হইতেও অধিক মাধুরী-বিশিষ্ট।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬। তমেব বিশিনষ্টি—বৈকুণ্ঠেতি—দ্বাভ্যাম্। তেন অনিরূপ্যেণ পূর্বোক্তেন বা, বৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীনারায়ণস্য বিচিত্রাণাং মাধুরীণাং সারেণ অখিলেন নিঃশেষেণ সেবিতো নিত্যমাদরেণাশ্রিতোঽস্তি। শ্রীমুখলোচনাদীনামাকারাদীনাং ভূষণাদীনাঞ্চ, তত্তৎদ্রব্য-জাতীয়ত্বাদিনা লীলাদীনামপি উপবেশতাম্বূলচর্বণাদিরূপত্বেন কিঞ্চিৎ সাম্যম্, তেন সহ লভমানানামপি, তত্তদ্‌গতেনৈব কেনচিন্মাধুর্য বিশেষণায়ং ততোঽপি পরমমনোহর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তস্মাদতান্তভিন্নোঽপি বহুবিধঃ শোভাতিশয়োঽস্মিন্ বিভাতীত্যাহ—কেনাপীতি। অমুষ্মাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদপি অধিকাধিকেন পরমাতিরিক্তেন, শ্রীভরসঞ্চয়েন চ শোভাতিশয়সমুদায়েন স ভগবান্ শ্রীদ্বারকানাথঃ সেবিতোঽস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। তাহাই 'বৈকুণ্ঠনাথস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বিশেষরূপে বলিতেছেন। বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের বিচিত্র মাধুর্য-সারসমূহ দ্বারা সুশোভিত অর্থাৎ সর্বদা আদরের সহিত সেবিত হইতেছেন। যদিও ইঁহার শ্রীমুখলোচনাদি ও ভূষণাদি এবং তত্তৎদ্রব্যজাত তাম্বূলচর্বণাদি ও উপবেশনাদিরূপ লীলাবিষয়ে সাদৃশ্য বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণেও বিদ্যমান আছে, তথাপি কোন কোন মাধুর্যবিশেষে ও শোভাতিশয় সমুদায়ে এই ভগবান শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ হইতেও পরম মনোহর। অর্থাৎ বহু বিষয়ে অত্যন্ত অভিন্ন হইয়াও ইনি শোভাতিশয় সমুদায়ে পরম মনোহর।

৭। কৈশোরশোভার্দ্রিতযৌবনার্চিতো,
ভক্তেষ্বভিব্যঞ্জিতচারুদোর্যুগঃ।
মাধুর্য্য-ভঙ্গীহ্রিয়মাণসেবক-
স্বান্তো মহাশ্চর্য্যবিনোদসাগরঃ॥

৮। শ্বেতাতপত্রং বিততং বিরাজতে,
তস্যোপরিষ্টাৎ বরচামর-দ্বয়ম্।
পার্শ্বদ্বয়ে বিভ্রমদগ্রতোঽস্য চ,
শ্রীপাদুকে হাটকপীঠমস্তকে॥

মূলানুবাদ

৭। কৈশোরশোভা-সমন্বিত যৌবন অর্চকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নিজ ভক্তের জন্য তাঁহার চারু ভুজ যুগল সতত উদ্যত রহিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য-লাবণ্যাদির মাধুর্যভঙ্গি সেবক সকলের অন্তঃকরণবৃত্তি হরণ করিয়া লইতেছে। এইরূপে তিনি মহা আশ্চর্য বিহারবিনোদের সাগরস্বরূপ হইয়াছেন।

৮। শ্রীভগবানের মস্তকোপরি বিশাল শ্বেত ছত্র শোভা পাইতেছে এবং দুই-পার্শ্বে শ্বেত চামর আন্দোলিত হইতেছে। প্রভুর অগ্রে সুবর্ণপাদপীঠে শ্রীপাদুকাযুগল বিরাজ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭। তদেবাহ—কৈশোরেভি, কৈশোরস্য শোভয়া আর্দ্রিতং মিশ্রিতং সরসীকৃতং বা যদ্‌যৌবনং তেন অর্চিতঃ উপাসকেনেব ভক্ত্যা নিত্যমাশ্রিতঃ। কিঞ্চ, ভক্তেষু নিজপ্রিয়তমেষু অভিব্যঞ্জিতং সর্বভাবেন প্রকটিতং চারু মনোহরং দোর্যুগং ভুজদ্বয়ং যেন সঃ, অতোঽন্যেষু চতুর্ভুজত্বেনৈব সদা প্রকাশমান ইতি ভাবঃ। নন্বেবং বয়োরূপয়োর্বিশেষতঃ শোভাতিশয়ো জ্ঞাতঃ। সৌন্দর্য লাবণ্যাদিকমপি বিশেষতো নির্দিশ্যতাম্ ; তত্রাহ—মাধুর্যেতি, মাধুর্যাণি কান্তিলাবণ্যাদীনি হসিতালাপভ্রূভঙ্গ-কটাক্ষাদীনি চ তেষাং ভঙ্গীভিঃ পরিপাটীভির্হ্রিয়মাণম্ আকৃষ্যমাণং সেবকানাং স্বান্তং যেন সঃ। অতস্তদীয়প্রিয়জনহৃদয়ৈকগম্যমেব তদিতি বিশেষেণ বর্ণিতং ন স্যাদিতি ভাবঃ। মহাশ্চর্যস্য বাঙ্‌মনসবৃত্ত্যতীতস্য বিনোদস্য সাগরঃ গভীরস্থিরাশ্রয়ঃ, অতস্তদ্বিনোদোঽপি বিশেষতো বর্ণয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ॥

৮। এবং সংক্ষেপেণ তস্য স্বরূপং বর্ণয়িত্বা পরিচ্ছদান্ বর্ণয়তি—শ্বেতেতি

সার্ধেন। বিততং বিস্তীর্ণং শিক্ষাবিশেষেণ বিস্তারিতং বা শ্বেতমাতপত্রং তস্য ভগবত উপরিষ্টাৎ শ্রীমস্তকোপরি বিরাজতে। বরং শ্বেতকান্তি-বৃহদাকারাদিনা শ্রেষ্ঠং চামর-দ্বয়ঞ্চ বিভ্রমৎ বীজনেন বিচিত্রং ভ্রমৎ ক্রীড়দ্বা, তস্যপার্শ্বদ্বয়ে বিরাজতে। শ্রীযুক্তে পাদুকে চ অস্য ভগবতোঽগ্রতঃ পুরতঃ হাটকপীঠস্য স্বর্ণনির্ম্মিতাসনবিশেষস্য মস্তকে উপরি বিরাজতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭। তাহাই বলিতেছেন, কৈশোরের সভা-কর্তৃক আদৃত বা সরসীকৃত যে নবযৌবন, তাহা যেন উপাসকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর নিজ প্রিয়তম ভক্ত সকলের জন্য তাঁহার চারু ভুজযুগল সদা সর্বভাবে প্রকটিত রহিয়াছে, পরন্তু অন্যের সম্বন্ধে তিনি চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হয়েন। যদি বল, এতাদৃশ বয়স, রূপ বিশেষতঃ শোভাতিশয় জ্ঞাত হইলাম। অতঃপর সৌন্দর্য-লাবণ্যাদির বিশেষ নির্দেশ করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, তাঁহার মাধুর্য অর্থাৎ কান্তি লাবণ্যাদি এবং হাস্যযুক্ত বাক্যালাপ, ভ্রূভঙ্গি বিলাস কটাক্ষাদির মাধুর্যভঙ্গি সেবকসকলের অন্তরেন্দ্রিয় হরণ করিয়া লইতেছে। কিন্তু তদীয় প্রিয়জন-হৃদয়ই সেই মাধুর্যভঙ্গি অনুভব করিতে পারে। বস্তুতঃ তিনি এইরূপ মহাশ্চর্য অর্থাৎ বাক্য ও মানসবৃত্তির অগোচর গভীর স্থিরাশ্রয় বিনোদের সাগরস্বরূপ। অতএব সেই বিনোদ-লাবণ্য-বিশেষ বর্ণন করিতে অক্ষম।

৮। এইরূপ সংক্ষেপে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিয়া ইদানীং পরিচ্ছদাদির বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবানের মস্তকোপরি এক বিশাল শ্বেতছত্র বিরাজ করিতেছে। (এই ছত্র শিক্ষাবিশেষে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে) তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতবর্ণের বৃহদাকার শ্রেষ্ঠ চামরদ্বয় বিচিত্রভঙ্গিতে আন্দোলিত হইতেছে। শ্রীভগবানের সম্মুখে স্বর্ণনির্মিত আসনবিশেষের উপরি শ্রীপাদুকাযুগল বিরাজ করিতেছে।

৯। **শ্রীরাজরাজেশ্বরতানুরূপা, পরিচ্ছদালী পরিতো বিভাতি।**
নিজানুরূপাঃ পরিচারকাশ্চ, তথা মহাবৈভবপঙ্‌ক্তয়োঽপি॥

মূলানুবাদ

৯। শ্রীরাজরাজেশ্বরতার অনুরূপ পরিচ্ছদাদি চতুর্দিকে প্রকাশ পাইতেছে এবং নিজ অনুরূপ পরিচারকবর্গও চতুর্দিকে নিজ নিজ পরিচর্যায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আর মহাবৈভবসমূহ চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। অন্যেঽপি ভূষণায়ুধাদয়ো বহবো বিচিত্রাঃ পরিচ্ছদা বর্তন্ত ইত্যাহ—শ্রীরাজেতি। পরিচ্ছদানাং তেষাং রূপমাত্রাপেক্ষয়ৈব শ্রীরাজরাজেশ্বরতানুরূপত্বং, ন তু তত্ত্ববিচারেণ। শ্রীদ্বারকানাথস্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদপি সচ্চিদানন্দময়বৈভববিশেষবত্ত্বাৎ। যদ্বা, শ্রীরাজরাজেশ্বরশব্দেন যোগরূঢ্যা শ্রীদ্বারকানাথ এবাভিধীয়ত ইতি দিক্। ইদানীং পরিবারান্ বক্ষ্যন্নাদৌ চামরবীজনাদি-নিকটসেবাপরানাহ—নিজেতি। পরিচারকাঃ সেবকাঃ, পরিতশ্চতুর্দিক্ষু বিভান্তি। কীদৃশাঃ? নিজানুরূপা অনুপমাঃ, তস্য ভগবত এব যোগ্যা ইতি বা ; অতস্তেঽপি তাদৃগ্‌রূপাদিমন্ত এবেত্যর্থঃ। তথেতি সমুচ্চয়ে, সাদৃশ্যে বা। মহতাং বৈভবানাং রথাশ্বনিধিপারিজাতাদীনাং গীত-নৃত্যাদীনাঞ্চ বিভূতীনাং পঙ্‌ক্তয়োঽপি পরিতো বিভান্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। আর অন্যান্য ভূষণ, আয়ুধাদি ও বহুতর পরিচ্ছদসমূহ চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সেই সকল পরিচ্ছদাদি তাঁহার শ্রীরাজরাজেশ্বরতার অনুরূপেই শোভা পাইতেছে—তত্ত্ববিচারে নহে। যেহেতু, সেই শ্রীদ্বারকানাথের সচ্চিদানন্দময়বৈভব শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ হইতেও অধিক বিশেষযুক্ত। অথবা শ্রীরাজ-রাজেশ্বর শব্দের যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে শ্রীদ্বারকানাথই লক্ষিত হইতেছেন। ইদানীং তাঁহার পরিকরবর্গের পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত প্রথমতঃ নিকট সেবাপর চামর বীজনাদিনিরত সেবকগণের বিষয় বর্ণন করিতেছেন 'নিজানুরূপ' ইত্যাদিতে। নিজানুরূপ অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদির সদৃশ সেবকগণ চতুর্দিকে স্ব-স্ব সেবাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। আর তাঁহার মহতী বৈভবসমূহ অর্থাৎ রথ অশ্ব নিধি ও পারিজাতাদি এবং গীত-নৃত্যাদি মহাবিভূতি শ্রেণী চতুর্দিকে (স্ব-স্ব যোগ্য স্থানে) প্রকাশ পাইতেছে।

১০। স্ব-স্বাসনে শ্রীবসুদেব-রামাক্রূরাদয়ো দক্ষিণতো নিবিষ্টাঃ।
বামেঽস্য পার্শ্বে গদ-সাত্যকী চ, পুরো নিধায়াধিপমুগ্রসেনম্॥

১১। মন্ত্রী বিকদ্রুঃ কৃতবর্মণা সমং, তত্রৈব বৃষ্ণি-প্রবরৈঃ পরৈরপি।
শ্রীনারদো নর্ম-সুগীত-বীণাবাদ্যৈরমুং ক্রীড়তি হাসয়ন্ সঃ॥

মূলানুবাদ

১০-১১। শ্রীভগবানের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও অক্রূরাদি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বামপার্শ্বে রাজা উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া গদ ও সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের বামপার্শ্বে মন্ত্রী বিকদ্রু কৃতবর্মার সহিত অন্যান্য যাদবশ্রেষ্ঠ ও রাজন্যবর্গ শোভা পাইতেছেন। শ্রীনারদজী কৌতুকের সহিত নৃত্য, গীত ও নর্মবচনসহ বীণাবাদ্যে প্রভুকে হাস্যরস উপভোগ করাইতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০-১১। পার্ষদানাহ—স্বেতি সপাদদ্বয়েন। অস্য ভগবতো দক্ষিণতঃ দক্ষিণে পার্শ্বে শ্রীবসুদেবাদয়ঃ স্ব-স্বাসনে পৃথক পৃথক নিজনিজোচিতাসনে নিবিষ্টাঃ সন্তি, বিভাস্তীত্যেব বা। এবমগ্রেঽপি। আদিশব্দাৎ সান্দীপনি গর্গাদয়ঃ বামপার্শ্বে চ উগ্রসেনং পুরোঽগ্রে বিধায় গত-সাত্যকী নিবিষ্টৌ। তস্য পুরোবিধানে হেতুঃ—অধিপং রাজানম্ ; তত্র বামপার্শ্ব এবং কৃতবর্মণা সেনাপতিনা সমং বৃষ্ণিষু যাদবেষ্বেব প্রবরৈঃ শ্রেষ্ঠতমৈর্ভোজান্ধকাদিভিঃ, পরৈরন্যৈর্নৃপাদিভিরপি সমং বিকদ্রুর্নিবিষ্টঃ। যতো মন্ত্রী সচিবশ্রেষ্ঠঃ, আধিকারিভিঃ সহ মন্ত্রিণো রাজান্তিক এবোপবেশ-যোগ্যত্বাৎ। যো বৈকুণ্ঠাদৌ দৃষ্টঃ, সএব শ্রীনারদশ্চ, অমুং ভগবন্তং নর্মাদিভির্হাসয়ন্ ক্রীড়তি। বিচিত্রানুকার-প্রত্যেক যাদবশ্লাঘনাদিনা বিবিধ বিনোদেন সকৃদুত্থায় পরিতো ভ্রমন্নস্তীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০-১১। এক্ষণে পার্ষদগণের কথা বলিতেছেন। এই শ্রীভগবানের দক্ষিণপার্শ্বে নিজ নিজ উৎকৃষ্ট আসনে শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীঅক্রূরাদি উপবিষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপ সকলেই পৃথক পৃথক নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। (ইহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে) আদি-শব্দে সান্দীপনি ও গর্গাদি মুনি সকলকেও জানিতে হইবে। বামপার্শ্বে রাজা উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া গদ ও সাত্যকি উপবিষ্ট হইয়াছেন।

উগ্রসেনকে পুরোভাগে স্থাপনের হেতু এই যে, তিনি রাজা। তাঁহার বামপার্শ্বে সেনাপতি কৃতবর্মার সহিত বৃষ্ণি, যাদবপ্রবরাদি ও শ্রেষ্ঠতম ভোজ ও অন্ধকাদি এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মন্ত্রী বিকদ্রু উপবিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু, তিনি সচিবশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী, এজন্য অধিকারীগণের সহিত রাজার নিকটে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন—ইহাই মন্ত্রীর যোগ্যস্থান। আর যাঁহাকে শ্রীবৈকুণ্ঠাদি সর্বত্র দর্শন করিয়াছি, সেই শ্রীনারদ এই দ্বারকায়ও প্রভুর নিকট বর্তমান থাকিয়া নানাবিধ কৌতুককর গীতের সহিত বীণাবাদ্যে পরিহাসভঙ্গিদ্বারা ও বিচিত্রভাবের অনুকরণ দ্বারা প্রত্যেক যাদবের প্রশংসাদির ছলে বিবিধ বিনোদ-কৌতুক প্রদর্শন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণাদি দ্বারা প্রভুকে হাস্য করাইয়া ক্রীড়া-সুখ প্রদান করিতেছেন।

১২। তিষ্ঠন্ পুরঃ শ্রীগরুড়োঽস্তি তং স্তুবন্,
পাদাব্জ-সম্বাহনকৃত্তথোদ্ধবঃ।
রহস্যবার্তাভিরসৌ প্রিয়াভিঃ,
সন্তোষয়ন্নস্তি নিজেশ্বরং তম্॥

১৩। নিরীক্ষ্য দীর্ঘাত্ম-দিদৃক্ষিতাস্পদং,
দূরেঽপতং প্রেম-ভরেণ মোহিতঃ।
স তূদ্ভটস্নেহ-রসেন পূরিতো,
মন্নায়নায়োদ্ধবমাদিদেশ॥

মূলানুবাদ

১২। শ্রীভগবানের অগ্রে শ্রীগরুড় যোড়করে উপবিষ্ট হইয়া স্তব করিতেছেন, প্রিয়তম শ্রীউদ্ধব প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সম্বাহন করিতে করিতে প্রভু-প্রিয় রহস্যবার্তা-বিজ্ঞাপনে নিজ ঈশ্বরের সন্তোষ বিধান করিতেছেন।

১৩। যাঁহাকে আমি দীর্ঘকাল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি, সেই পরমাস্পদ প্রভুকে দূর হইতে অবলোকন করিয়াই প্রেমভরে মূর্ছিত হইলাম। ইত্যবসরে সেই প্রভু উদ্ভট স্নেহরসে আপ্লুত হইয়া আমাকে নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীউদ্ধবকে আদেশ প্রদান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২। শ্রীগরুড়স্তু তং ভগবন্তং স্তুবন্ পুরোঽগ্রে তিষ্ঠন্নস্তি। অথ নিকটবর্তিনাং পরিচারকাণাং মধ্যেঽন্তর্ভূতমপ্যুদ্ধবং সেবাবিশেষেণ পৃথঙ্‌নির্দিশতি—পাদাব্জেতি। অসৌ ভগবৎপ্রিয়তমসেবকত্বেন প্রসিদ্ধ উদ্ধবঃ, প্রিয়াভিঃ গোকুলাদি সম্বন্ধেন ভগবন্মনোঽনুকূলাভিঃ, অতো রহস্যাভির্বার্তাভির্গোষ্ঠীভিঃ, তং ভগবন্তং সন্তোষয়ন্নস্তি। ননু রহস্যাশ্চেত্তর্হি সভামধ্যে প্রকাশয়িতুং ন যোগ্যাঃ, তত্রাহ—পাদাব্জয়োঃ সম্বাহনং করোতীতি তথা সঃ, অতোঽত্যন্তসন্নিহিতত্বাত্তেনোচ্যমানা কথা ভগবতৈব শ্রূয়তে, নান্যৈরিতি ভাবঃ। যদ্বা, তত্তৎপরিহারায়ৈবাসাবিতি পদং দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ অসৌ বাক্‌পতিশিষ্যঃ পরমাভিজ্ঞবরো মন্ত্রিপ্রবর ইত্যর্থঃ। অতো বিচিত্রসঙ্কেতচাতুর্যাদিনা ক্রিয়মাণা সা বার্তা ন কেনাপ্যন্যেন বোদ্ধুং শক্যত ইতি ভাবঃ। নন্বেবং কথং সম্ভবেত্তত্রাহ—নিজেশ্বরং পরমবিদগ্ধশিরোমণিম্, যদ্বা, স্বাধীনং প্রভুমিত্যর্থঃ॥

১৩। এবং দীর্ঘস্য চিরকালীনস্যাত্মদিদৃক্ষিতস্য মদ্‌দিদৃক্ষায়া আস্পদং বিষয়ং নিরীক্ষ্য স ভগবাংস্তু উদ্ভটেন প্রস্ফুটেন স্নেহরসেন পূরিতঃ সন্ ; মন্নায়নায় মাং স্বনিকটং নায়য়িতুম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। দেখিলাম, শ্রীগরুড় সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সেই শ্রীভগবানকে স্তব করিতেছেন। আর নিকটবর্তী পরিচারকগণের মধ্যে শ্রীমান্ উদ্ধবের সেবা বিশেষ-পূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ, শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীভগবানের প্রিয়তম সেবকরূপে প্রসিদ্ধ। সেই শ্রীউদ্ধব প্রভুর পাদসম্বাহন করিতেছেন এবং পাদসম্বাহন কালে ভগবানের মনোহারিণী গোকুলসম্বন্ধী অতি অনুকূল নিগূঢ় রহস্যময়ী বার্তা বিজ্ঞাপনে নিজ ঈশ্বরের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। যদি বল, গোকুলসম্বন্ধী নিগূঢ় রহস্যবার্তা সভামধ্যে কিরূপে প্রকাশ করিতেছেন? হে মহাভাগ! এরূপ আশঙ্কা করিও না। শ্রীমান্ উদ্ধব যে সময়ে শ্রীভগবানের পাদসম্বাহন করিতেছিলেন, সেই সময়েই উক্ত নিগূঢ় রহস্য বিজ্ঞাপিত করিতেছিলেন। অত্যন্ত নিকটবর্তী-হেতু সভাস্থ লোকসকল সেই রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই, কেবলমাত্র শ্রীভগবানই শ্রবণ করিয়াছিলেন। অথবা এই আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত 'অসৌ' পদ ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন, সেই শ্রীমান্ উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য এবং পরম অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিপ্রবর, অতএব তিনি এমনই বিচিত্র সঙ্কেতচাতুর্যাদি দ্বারা বাগ্‌বিন্যাস করিতেছেন যে, অপরে তাঁহার বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতেও সমর্থ না হয়। যদি বল, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, নিজেশ্বর অর্থাৎ এই ভগবান পরম বিদগ্ধ শিরোমণি। অথবা স্বতন্ত্র প্রভু, তাঁহার ইচ্ছা বিনা কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

১৩। যাঁহাকে আমি চিরকাল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি এবং হৃদয়ে উৎকট উৎকণ্ঠা পোষণ করিয়া আসিতেছি, সেই দর্শনের আস্পদ হৃদয়েশ্বরকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই প্রেমভরে মূর্ছিত হইলাম। তখন সেই শ্রীভগবানও উদ্ভট স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নিকটে আনয়ন নিমিত্ত শ্রীমান্ উদ্ধবকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

১৪। মামুদ্ধবো গোপকুমারবেশমালক্ষ্য হৃষ্টো দ্রুতমাগতোঽসৌ।
উত্থাপ্য যত্নাদথ চেতয়িত্বা, পাণ্যোর্গৃহীত্বানয়দস্য পার্শ্বম্॥

মূলানুবাদ

১৪। শ্রীউদ্ধব দ্রুতগতিতে আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমার গোপবেশ দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। পরে আমার চেতন করিয়া হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক শ্রীভগবানের পার্শ্বে লইয়া গেলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। অসৌ গোকুললোকপ্রিয়ঃ ভগবৎপাদসম্বাহনরতো বা উদ্ধবশ্চ। গোপকুমারস্যৈব বেশো যস্য তং মামালক্ষ্য লক্ষণেন গোকুলভবং জ্ঞাত্বা হৃষ্টঃ সন্ চেতয়িত্বা সংজ্ঞাং প্রাপ্য অস্য ভগবতঃ পার্শ্বমনয়ৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। তখন সেই গোকুল-লোকপ্রিয় শ্রীভগবানের পাদসম্বাহনে রত শ্রীমান্ উদ্ধব দ্রুতগতিতে আমার নিকট আগমনপূর্বক আমায় গোপকুমারবেশ অবলোকন করিয়া এবং লক্ষণদ্বারা আমায় গোকুলোদ্ভব জানিয়া পরম হৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে আমায় চেতন করাইয়া আমার হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক শ্রীভগবানের পার্শ্বে আনয়ন করিলেন।

১৫। নিজান্তিকে মন্নয়নার্থমাত্মনৈ-
বোত্থাতুকামেন পুরোঽর্পিতস্য।
পাদাম্বুজস্যোপরি মচ্ছিরো বলাৎ,
স্ব-পাণিনাকৃষ্য বতোদ্ধবো ন্যধাৎ॥

১৬। স প্রাণনাথঃ স্ব-করাম্বুজেন মে,
স্পৃশন্ প্রতীকান্ পরিমার্জয়ন্নিব।
বংশীং মমাদায় করাদ্বিলোকয়ং,
স্তূষ্ণীং স্থিতোঽশ্রূণি সৃজন্মহার্তবৎ॥

মূলানুবাদ

১৫। শ্রীভগবান স্বয়ং উত্থিত হইয়া আমায় নিজ নিকটে লইবার নিমিত্ত পদপ্রসারণ করিবামাত্র শ্রীমান্ উদ্ধব বলপূর্বক নিজ হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আমার মস্তক শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মোপরি স্থাপিত করিলেন।

১৬। সেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় করপদ্মদ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও মার্জন করিতে লাগিলেন, পরে তিনি আমার হস্ত হইতে বংশী-গ্রহণপূর্বক একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে মৌনাবলম্বন করিয়া মহা ব্যথিতের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। বত হর্ষে। উদ্ধবো বলাৎ স্বপাণিনা আকৃষ্য গৃহীত্বা মচ্ছিরোঽস্যৈব পাদাম্বুজস্যোপরি ন্যাধাৎ অর্পয়ামাস! কীদৃশস্য? আত্মনা স্বয়মেব ভগবতা নিজান্তিকে মম নয়নার্থম্ উত্থাতুকামেন পরোঽগ্রেঽর্পিতস্য নিহিতস্য। ইত্যাদিকঞ্চ পুরাননুভূত ভগবৎকৃপাতিশয়প্রাপ্তিলক্ষণম্ উন্নেয়ম্॥

১৬। মে মম প্রতীকান্ অন্যানি পরিমার্জয়ন্নিব স্পৃশন্নিবেতি, তত্র সভামধ্যে বস্তুতো রাজভাবাৎ স্পর্শনপ্রকারবিশেষচাতুর্য্যাবোধনার্থং বা। মম করাদ্ বংশীমাদায় তামেব বিলোকয়ন্ সৃজন্ মুঞ্চন্নিত্যর্থঃ। মহার্তবদিতি তত্ত্বতো মহার্ত এব সভায়াং যত্নতঃ সম্বরণাভিপ্রায়েণ বতিপ্রত্যয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। অত্যন্ত হর্ষের সহিত সেই শ্রীউদ্ধব বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবৎ সমীপে লইয়া গিয়া তাঁহার পাদপদ্মোপরি আমার মস্তক স্থাপিত করিলেন। তাহা কি

প্রকার? শ্রীভগবান স্বয়ংই আমায় নিজ নিকটে আনয়নার্থ উত্থিত হওত অগ্রে পাদপ্রসারণ করিবামাত্র শ্রীমান্ উদ্ধব তাঁহার পাদমূলে আমার মস্তক স্থাপিত করিলেন। ইহাই ভগবৎ কৃপাতিশয় প্রাপ্তির লক্ষণ॥ বস্তুতঃ আমি এতাদৃশ কৃপা অন্য কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই।

১৬। সেই প্রাণনাথ স্বীয় করকমল দ্বারা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করতঃ পরিমার্জন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সভামধ্যে রাজভাব বশতঃ তাদৃশ স্পর্শনপ্রকার বিশেষ চাতুর্যেরই বিজ্ঞাপক। পরে সেই ভগবান আমার হস্ত হইতে বংশীগ্রহণ পূর্বক সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে করিতে ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া মহা ব্যথিতের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যই তিনি মহা ব্যথিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সভামধ্যে তাদৃশ ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়, এজন্য যত্নপূর্বক তিনি শোক সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সভামধ্যে যত্নত শোক সম্বরণাভিপ্রায়ে 'মহার্তবৎ' এই 'বতি' প্রত্যয় হইয়াছে।

১৭। ক্ষণাত্তব ক্ষেমমনাময়োঽসি কিং,
ন তত্র কচ্চিৎ প্রভবেদমঙ্গলম্।
এবং বদন্নেব দশাং স কামপি,
ব্রজন্ কৃতো মন্ত্রি বরেণ ধৈর্য্যবান্॥

মূলানুবাদ

১৭। ক্ষণকাল পরে আমায় বলিলেন, হে গোপকুমার! তোমার কুশল ত'? কোন বিষয়ে তোমার অমঙ্গল হয় নাই ত'? এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীভগবান্ বাষ্প-গদগদ-ভাবপরিপূর্ণ কোন এক অপূর্বদশা প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রীবর শ্রীউদ্ধব কোনরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭। ক্ষণাৎ স ভগবান্ কামপি মোহনলক্ষণাং বাষ্পগদ্‌গদাদিলক্ষিত-পরমার্তিলক্ষণাং বা দশাং ব্রজন্ প্রাপ্নুবন্ সন্ মন্ত্রিবরেণোদ্ধবেন ধৈর্য্যবান্ কৃতঃ স্বস্থতাং নীত ইত্যর্থঃ। তথা ব্রজনে হেতুঃ—তবেত্যাদি ; কচ্চিদিতি প্রশ্নে। তত্র গোকুলে অমঙ্গলং কিং ন প্রভবেৎ? এবম্ ইত্যেতদ্ বদন্নেব, যদ্যপি তৎকালীন-ভৌমদ্বারকাবর্তিত্বেনৈবেদং সম্ভবেন্ন ত্বধুনা শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারকাবর্ত্তিতয়া, তথাপি দ্বারকয়োরেতয়োর্লোকদ্বয়বর্তিন্যোরপ্যভেদাভিপ্রায়েণ ভগবতোঽপি সদা তাদৃশ-ভাবানুবৃত্তেঃ সর্বমুপপদ্যত এব। এতচ্চাগ্রে শ্রীনারদোক্ত্যা ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭। ক্ষণকাল পরে সেই ভগবান বলিলেন, হে গোপকুমার! তোমার কুশল ত'? গোকুলে কোন অমঙ্গল হয় নাই ত'? এই কথা বলিতে বলিতে ভগবান বাষ্পগদগদ-ভাবপরিপূর্ণ কোন এক অপূর্ব মোহলক্ষণ দশা প্রাপ্ত হইলেন ; পরন্তু মন্ত্রীপ্রবর শ্রীউদ্ধব তাঁহার ধৈর্য সম্পাদন করাইলেন। যদিও তৎকালীন শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাবর্তি এবং তাঁহার এইরূপ দশা ভৌম দ্বারকাতেই সম্ভূত হইতে পারে, বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাতে সম্ভবপর হইতে পারে না অর্থাৎ ভৌমদ্বারকাবর্তি ব্যবহারজনিত অমঙ্গলাদি আশঙ্কা হইতে পারে না ; তথাপি প্রকট ও অপ্রকট উভয়লোকের ঐক্য-হেতু (বিশেষতঃ সর্বদা শ্রীভগবানের ভৌমলীলাগত আবেশ বশতঃ) তাঁহার তাদৃশ পূর্বভাব অনুবৃত্ত হইয়াছিল। শ্রীনারদ অগ্রে এ বিষয়ে ব্যক্ত করিবেন।

১৮। অগ্রতো দর্শিতাস্তেন সঙ্কেতেন সভাস্থিতাঃ।
যাদবা বাসুদেবাদ্যা নৃপা দেবাস্তথর্ষয়ঃ॥

মূলানুবাদ

১৮। মন্ত্রীবর প্রভুকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতপূর্বক অগ্রস্থিত বসুদেবাদি যাদববর্গকে, উগ্রসেনাদি রাজাকে ও ঋষিদিগকে দেখাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮। ধৈর্যকরণপ্রকারমেবাহ—অগ্রত ইতি, পুরতো বর্ত্তমানা সঙ্কেতেন ভ্রূসংজ্ঞাদি-নৈব তেন মন্ত্রিবরেণ দর্শিতাঃ নৃপাঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, দেবাঃ শক্রাদ্যাঃ, ঋষয়ো গর্গাদ্যাঃ, এতে নৃপাদয়শ্চ ভগবৎপার্ষদা এব ভৌমদ্বারকায়ামিবাত্রাপি ভগবতো লীলাকৌতুক-সম্পত্তয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্য এবং তদ্দ্বারকানিকটে তত্র তত্রোচিতাস্পদে নিবসন্তীতি শ্রীনারদোক্তসিদ্ধান্তানুসারেণোহ্যম্। এবমগ্রে শ্রীগোলোকেঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮। ধৈর্যকরণ প্রকার বলিতেছেন—'অগ্রতো' ইত্যাদিতে। সেই মন্ত্রীবর প্রভুকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত ভ্রূসঙ্কেতাদি দ্বারা পুরোভাগে বর্তমান যুধিষ্ঠিরাদি বান্ধবগণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, গর্গাদি ঋষিগণ এবং ভগবৎপার্ষদ রাজন্যবর্গকে দেখাইয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত করাইলেন। এই বৈকুণ্ঠ-দ্বারকায়ও ভৌমদ্বারকার মত ভগবানের লীলাকৌতুক-সম্পাদনের নিমিত্ত নিকটে শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতি পার্ষদগণের যথাযোগ্য বাসস্থান বিরাজমান রহিয়াছে—ইহা শ্রীনারদোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ব্যক্ত হইবে এবং শ্রীগোলোকেও এইরূপ সংস্থান জানিতে হইবে, তাহাও অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

১৯। উন্মীল্য পদ্মনেত্রে তানালোক্যাগ্রে প্রযত্নতঃ।
সোঽবষ্টভ্যেষদাত্মানং পুরান্তর্গন্তুমুদ্যতঃ॥

মূলানুবাদ

১৯। অতঃপর শ্রীভগবান প্রযত্ন সহকারে পদ্মনেত্র উন্মীলন করিয়া সভাস্থ যাদবাদিকে অবলোকন করিবামাত্র আত্মসম্বরণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। ততশ্চ স ভগবান্ তান্ যাদবাদীন্ অগ্রে পুরত আলোক্য ঈষৎ মনাক্ আত্মানং প্রযত্নাদবষ্টভ্য স্থিরীকৃত্য উদ্যতঃ মতিং চক্রে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। অনন্তর সেই শ্রীভগবান কমলনয়ন উন্মীলন করিয়া যাদবাদি রাজন্য-বর্গকে সম্মুখে অবলোকন করতঃ প্রযত্ন সহকারে আত্মসম্বরণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

২০। চিরাদভীষ্টং নিজ-জীবিতেশং, তথাভিলভ্য প্রমদাব্ধিমগ্নঃ।
কিমাচরাণি প্রবদানি বা কিমিতি স্ম জানামি ন কিঞ্চনাহম্॥

২১। ততো বহির্নিঃসরতো যদূত্তমান্, সম্মান্য তাম্বুল-বিলেপনাদিভিঃ।
বিধৃত্য মাং দক্ষিণপাণিনাঞ্জলৌ, রামোদ্ধবাভ্যামবিশৎ পুরান্তরম্॥

মূলানুবাদ

২০। চিরকালের অভীষ্ট নিজ জীবিতেশকে লাভ করিয়া প্রমোদসাগরে নিমগ্ন হইলাম। সেই সময় আমি কিরূপ আচরণ করিব, কি কথা বলিব, কিছুই জানিতে পারি নাই।

২১। তদনন্তর শ্রীভগবান অন্তঃপুর প্রবেশকালে বহির্নিঃসরণোন্মুখ শ্রেষ্ঠ সভাসদ্ যাদবদিগের প্রত্যেককে তাম্বুল ও বিলেপনাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আমার অঞ্জলিবদ্ধ করধারণপূর্বক শ্রীবলরাম ও শ্রীউদ্ধবাদি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০। ননু তদানীং ত্বয়া কিং কৃতমিত্যপেক্ষায়ামাহ—চিরাদিতি। তথা তেনোক্ত-প্রকারেণ। তথাপি অভিতঃ তাদৃশভাববিশেষানুভবনাদিনা সর্বতোভাবেন লব্ধ্য প্রমদাব্ধৌ আনন্দসমুদ্রে মগ্নঃ সন্ কিঞ্চন ন স্ম জানামি জ্ঞাতবানস্মি॥

২১। ততো ভগবৎপুরান্তর্গমনাদ্ধেতোর্নিঃসরতঃ সভায়া বহির্ভবতঃ, মামঞ্জলৌ ভক্ত্যা সংহতয়োহস্তয়োরেব দক্ষিণপাণিনা বিধৃত্য গাঢ়ং ধৃত্বা শ্রীরামেণ উদ্ধবেন চ সহ পুরস্য অন্তরং মধ্যং প্রাবিশৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। যদি বল, তদানীন্তন আপনার কি অবস্থা হইয়াছিল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'চিরাদভীষ্টং' ইত্যাদি। চিরকালের অভীষ্ট নিজ প্রাণবল্লভকে তাদৃশ ভাববিশিষ্ট অবলোকন করিয়া এবং তাদৃশ ভাববিশেষ অনুভবাদি দ্বারা প্রমোদসাগরে নিমগ্ন হইলাম। বস্তুতঃ সেই সময় কি করিব, কি বলিব, কিছুই জানিতে পারি নাই।

২১। অনন্তর শ্রীভগবান অন্তঃপুরে প্রবেশকালে সভা হইতে স্ব স্ব ভবনে গমনোন্মুখ যদূত্তমদিগকে তাম্বুল ও বিলেপনাদি দ্বারা সম্মানন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার বদ্ধাঞ্জলি-হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীরাম ও শ্রীউদ্ধবের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

২২। শ্বশ্রূং পুরস্কৃত্য সরোহিণীকাং, শ্রীদেবকীং সাষ্টশতোত্তরাণি।
প্রভুং সহস্রাণ্যথ ষোড়শাগ্রেঽভ্যয়ুঃ সভৃত্যাঃ প্রমুদা মহিষ্যঃ॥

২৩। রুক্মিণী সত্যভামা সা দেবী জাম্ববতী তথা।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা ভদ্রা চ লক্ষণা॥

মূলানুবাদ

২২। তথায় শ্রীরোহিণীমাতার সহিত শ্বশ্রূ শ্রীদেবকীমাতাকে অগ্রে করিয়া ষোল সহস্র অষ্টশত মহিষী নিজ নিজ দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া পতির অভ্যর্থনা নিমিত্ত অগ্রগমন করিয়াছিলেন।

২৩। ভগবৎপ্রিয়তমা শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামাদেবী, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষণা এই অষ্ট প্রধানা মহিষী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২। অথ পুরান্তঃপ্রবেশানন্তরমেব প্রমুদা পরমহর্ষেণ সাষ্টিশতোত্তরাণি অষ্টসহিত-শতাধিকানি ষোড়শসহস্রাণি মহিষ্যঃ শ্রীভগবৎপত্ন্যঃ, সভৃত্যাঃ নিজনিজদাসীভিঃ সহিতাঃ, প্রভুং নিজভর্তারম্, অগ্রে অভ্যয়ুঃ অভিজগ্মুঃ। কিং কৃত্বা? রোহিণ্যা সহিতাং শ্বশ্রূং স্বভর্তৃমাতরং শ্রীদেবকীং পুরস্কৃত্য অগ্রতো বিধায়॥

২৩। তা এব নির্দিশতি—রুক্মিণীতি সপাদেন। সা ভগবৎপ্রিয়তমত্বেন প্রসিদ্ধা সত্যভামা দেবী পরমেশ্বরী। অস্য পদস্য সর্বত্রৈব সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। অতঃপর শ্রীভগবান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে পরম হর্ষের সহিত অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী নিজ নিজ দাসীগণের সহিত নিজ পতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার? রোহিণী প্রমুখ মহিষীগণ শ্বশ্রূ শ্রীদেবকীকে অগ্রে করিয়া পতির অভিমুখে অগ্রগমন করিয়াছিলেন।

২৩। সেই মহিষীগণের নাম নির্দেশ করিতেছেন—'রুক্মিণী' প্রভৃতি। সা—ভগবৎপ্রিয়তমত্বে প্রসিদ্ধা পরমেশ্বরী শ্রীসত্যভামা দেবী। এই পদের সহিত সর্বত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে।

২৪। অন্যাশ্চ রোহিণীমুখ্যাস্তস্যৈবোচিততাং গতাঃ।
সর্বাঃ সর্বপ্রকারেণ তুল্যদাসীগণার্চ্চিতাঃ॥

মূলানুবাদ

২৪। তথা রোহিণী প্রমুখ অন্যান্য প্রেয়সীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ গুণে পরিপূর্ণা এবং তাঁহারা নিজ নিজ অনুরূপ দাসীগণ-কর্তৃক সেবিত হইতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪। ভৌমগৃহাদাহৃতানাং কন্যানাং মধ্যে প্রধানা যা রোহিণীতে সংজ্ঞা তদুক্তং শ্রীশুকেন শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যষ্টমহিষীতনয়কথনানন্তরম্—'দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ' (শ্রীভা ১০।৬১।১৮) ইতি, তাশ্চ রুক্মিণ্যাদ্যাঃ। কীদৃশ্যঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তস্যেতি। সর্বাস্তাঃ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ সর্বেণ প্রকারেণ তস্য ভগবত এব উচিততাং যোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ, অতো যাদৃগসৌ ভগবান্ সর্বতোঽধিকোৎকর্ষপূর্ণঃ তা অপি তাদৃশ এব সর্বতোঽধিকোৎকর্ষপরিপূর্ণা ইত্যর্থঃ। তুল্যৈর্নিজনিজানুরূপৈর্দাসীগণৈরর্চিতাঃ, তাম্বূলার্পণাতপত্রধারণচামরান্দোলনাদিনা সেবিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। যাঁহাদিগকে ভগবান নরকাসুরের গৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই কন্যা সকলের মধ্যে যিনি প্রধানা, তাঁহার নাম শ্রীরোহিণী। শ্রীরুক্মিণী আদি মহিষীদিগের তনয়সকলের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন, রোহিণীর গর্ভে শ্রীহরির দীপ্তিশালী তাম্রতপ্ত প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যদি বল, সেই শ্রীরুক্মিণী আদি মহিষীগণ কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই শ্রীরুক্মিণী আদি মহিষীসকল শ্রীভগবানের অনুরূপ গুণে পরিপূর্ণা। সেই ভগবান যাদৃশ সর্বতোধিক উৎকর্ষপূর্ণ, তাঁহার মহিষীসকলও তাদৃশ সর্বতো অধিক উৎকর্ষপরিপূর্ণা। তাঁহারা নিজ নিজ অনুরূপ দাসীগণকর্তৃক অর্চিতা। অর্থাৎ তাম্বূলার্পণ, ছত্রধারণ ও চামর আন্দোলনাদি দ্বারা সেবিতা।

২৫। তাভ্যামমূভিশ্চ সলজ্জমাবৃতঃ, কুমার-বর্গৈরপি শোভিতোঽবিশৎ।
প্রাসাদমাত্মীয়মথাসনোত্তমে, নিহ্নুত্য ভাবং নিষসাদ হৃষ্টবৎ॥

মূলানুবাদ

২৫। এইরূপে মাতৃবর্গ, সলজ্জ মহিষীবর্গ ও কুমারবর্গ কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া শ্রীভগবান নিজ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ ভাব গোপন করতঃ হৃষ্টবৎ উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫। তাভ্যাং শ্রীদেবকীরোহিণীভ্যাং সহ অমূভির্মহিষীভিশ্চ সলজ্জং যথা স্যাত্তথা বৃতঃ সন্ কুমারবর্গৈঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নসাম্বাদিভিরপি শোভিতঃ সন্ আত্মীয়ং নিজং প্রাসাদং প্রাবিশৎ। অথ অনন্তরং আসনোত্তমে নিষসাদ উপবিষ্টঃ। কিং কৃত্বা? ভাবং গোকুলস্মরণবিশেষেণ জাতং নিজমনোবৃত্তিবিশেষং শোকাকুলতারূপং নিহ্নুত্য সম্বৃত্য, অতএব হৃষ্টবৎ। এতচ্চ শ্রীদেবক্যাদীনাং প্রীত্যর্থং কৃতমপি তস্য গোপ-কুমারস্য হর্ষবিশেষার্থমেব জাতং, ভগবতো হৃষ্টতয়া গোকুলবর্তিতাসাদৃশ্যস্য সম্যক্-সিদ্ধেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। এইরূপে শ্রীদেবকী ও শ্রীরোহিণী সহিত সলজ্জ মহিষীবর্গ কর্তৃক আবৃত এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও সাম্বাদি কুমারবর্গে পরিশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি গোকুল-স্মরণ-জনিত শোকাকুলতারূপ নিজমনোবৃত্তিবিশেষ সংবরণপূর্বক বাহিরে হৃষ্টবৎ উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। অতএব বাহিরে হৃষ্টবৎ প্রতীতি শ্রীদেবকীদেবী প্রভৃতির প্রীতির কারণ হইলেও শ্রীগোপকুমারের কিন্তু গোকুলস্মরণজনিত হর্ষবিশেষ জাত হইল। কারণ, শ্রীভগবানের হৃষ্টতা কেবল গোকুল-সম্বন্ধিনী, ইহা তিনি অবগত আছেন।

২৬। তং শ্রীযশোদাখিলগোপসুন্দরী, গোপার্ভবর্গৈরিব ভূষিতং ত্বহম্।
পশ্যন্ সমক্ষং ধৃতবেণুমাত্মনো, ধ্যেয়ং পুনর্হর্ষ-ভরেণ মোহিতঃ॥

২৭। কৃপাভর-ব্যগ্রমনাঃ সসম্ভ্রমং, স্বয়ং সমুত্থায় স নন্দ-নন্দনঃ।
করাম্বুজ-স্পর্শবলেন মেঽকরোৎ, প্রবোধমঙ্গানি মুহুর্বিমার্জয়ন্॥

মূলানুবাদ

২৬। আমি কিন্তু সেই সময় দেখিলাম, শ্রীদেবকী শ্রীযশোদারূপিণী হইয়াছেন, মহিষীগণ গোপসুন্দরী ও কুমারগণ গোপবালকের ন্যায় হইয়াছেন। আর স্বয়ং দ্বারকানাথ আমার হস্তস্থিত বেণু গ্রহণ করিয়া আমার ধ্যেয় শ্রীমদনগোপালরূপে গোকুলের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই ধ্যেয় স্বরূপ দর্শন করিয়া আনন্দভরে পুনরায় মূর্ছিত হইলাম।

২৭। সেই শ্রীনন্দনন্দন কৃপাভরে ব্যগ্র হইয়া স্বয়ং সসম্ভ্রমে সমুত্থান পূর্বক স্বীয় করকমলের দ্বারা বারবার আমার গাত্র মার্জন করিতে করিতে আমায় প্রবোধিত করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬। ততোঽহন্তু শ্রীমদ্‌যশোদাদিভিরিব ভূষিতং সমক্ষং সাক্ষাত্তমেব পশ্যন্ হর্ষভরেণ আনন্দাতিশয়াবির্ভাবেণ পুনর্মোহিতঃ মূর্চ্ছাং প্রাপিতঃ। কুতঃ? আত্মনো মম ধ্যেয়ং হৃদি চিন্ত্যম্ ; অতস্তস্য সাক্ষাদবলোকনেনানন্দবিশেষো জায়ত ইতি ভাবঃ। ননু তব ধ্যেয়ঃ শ্রীমদনগোপালদেবো বংশীবিলসৎকরঃ, শ্রীদ্বারকানাথশ্চায়ং ন তাদৃক্, ইত্যত আহ—ধৃতো মৎকরাদাদায় স্বহস্তকমলে ন্যস্তো বেণুর্যেন তম্ ; এবং শ্রীদেবক্যা যশোদাসাদৃশ্যেন, শ্রীমহিষীণাঞ্চ গোপীগণসাদৃশ্যেন, শ্রীপ্রদ্যুম্ন-সাম্বাদীনামপি গোপকুমারবর্গসাদৃশ্যেন, সপরিবারস্যাপি ধ্যেয়স্য সাদৃশ্যসিদ্ধিঃ। রোহিণী চ শ্রীবলরাম-মাতা, তত্রাত্রাপি সৈব তথা শ্রীভগবদাকার-সৌন্দর্যাদিকঞ্চ নিত্যমবিকারি তদেব বর্তত ইতি দিক্। তচ্চ কেবলং পূর্বতো বিলক্ষণং যজ্ঞোপবীতং শ্রীভগবতি বর্ততে, তচ্চ তদ্বৎ পরিহিতেনোত্তরীয়বস্ত্রেণাচ্ছাদিত্বান্নৈব কিল দৃশ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্॥

২৭। ততশ্চ স ভগবান্ সসম্ভ্রমং স্বয়মেব সমুত্থায় করাম্বুজস্পর্শস্য বলেন শক্ত্যা মে মম প্রবোধং সংজ্ঞামকরোৎ। কিং কুর্বন্? অঙ্গানি মে মুহুর্বিশেষতো মার্জয়ন্। কুতঃ? নন্দনন্দন-তদ্ব্রজজনানন্দক ইত্যর্থঃ ; অতএব কৃপাভরেণকারুণ্যাতিশয়েন ব্যগ্রং ব্যাকুলং যস্য সঃ ; অন্যথেচ্ছামাত্রেণৈব প্রবোধনসম্ভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬। আমি সেই সময়ে শ্রীমদ্ দ্বারকানাথকে যশোদাদি গোকুল-পরিকরভূষিত আশ্চর্যরূপে দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয়ের আবির্ভাবে পুনরায় মূর্ছিত হইলাম। মূর্ছার হেতু কি? যাঁহাকে চিরকাল হৃদয়ে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাঁহাকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া আনন্দবিশেষের আতিশয্যে মূর্ছিত হইয়াছিলাম। যদি বল, আপনার ধ্যেয় শ্রীমদনগোপালদেব বংশীবিলাসকর, কিন্তু এই শ্রীদ্বারকানাথ তাদৃশ বংশীধারী নহেন। ইহাতেই বলিতেছেন, সেই শ্রীদ্বারকানাথ আমার হস্তস্থিত বেণু-গ্রহণ করিয়া স্বীয় করকমলে ধারণ করতঃ গোকুলভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর শ্রীদেবকী শ্রীযশোদারূপিণী হইয়াছিলেন। শ্রীবলরাম-মাতা শ্রীরোহিণীদেবী পূর্বের ন্যায়ই ছিলেন। শ্রীমহিষীগণ গোপীগণের ন্যায় হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও সাম্বাদি কুমারবর্গ গোপবালকের ন্যায় হইয়াছিলেন। এইরূপ সপরিকর শ্রীদ্বারকানাথে আমার ধ্যেয় স্বরূপের সাদৃশ্য সিদ্ধি-হেতু শ্রীভগবদাকার ও সৌন্দর্যাদি যে নিত্য অবিকারি তাহা প্রতিপন্ন হইল। তবে পূর্ব হইতে বিলক্ষণ যে যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান ছিল, তাহা কিন্তু তৎকালে শ্রীভগবান স্বীয় উত্তরীয় বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৭। তখন সেই শ্রীভগবান্ নন্দনন্দন স্বয়ং সসম্ভ্রমে সমুত্থান করতঃ স্বীয় করকমলের স্পর্শবলে আমায় প্রবোধিত করিলেন। কি প্রকারে? মদীয় অঙ্গ মার্জন করিতে করিতে আমার সংজ্ঞা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কি জন্য? সেই শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনের আনন্দবর্ধনকারী বলিয়া কৃপাভরে ব্যগ্র হইয়া তিনি স্বয়ংই আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিলেন। অন্যথা ইচ্ছামাত্র প্রবোধন অসম্ভব।

২৮। বৃত্তে ভোজনকালেঽপি ভোক্তুমিচ্ছামকুর্বতা।
মাতৃণামাগ্রহেণৈব কৃত্যং মাধ্যাহ্নিকং কৃতম্॥

২৯। দৈবকী-নন্দনেনাথ তেন কিঞ্চিৎ স্ব-পাণিনা।
ভোজিতোঽহং স্বয়ং পশ্চাদ্ভুক্তং সন্তোষণায় মে॥

মূলানুবাদ

২৮। ভোজনকাল উপস্থিত হইলেও তিনি ভোজনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু মাতৃগণের আগ্রহে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপন করিলেন।

২৯। অনন্তর শ্রীদেবকীনন্দন নিজ হস্তদ্বারা আমায় ভোজন করাইলেন এবং আমার সন্তোষের নিমিত্ত পশ্চাৎ তিনি কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। ভোজনানিচ্ছা চ গোকুলবিরহতাপানুবৃত্তেরেবেত্যুহ্যম্। মাতৃণামিতি বহু-বচনং শ্রীবসুদেবস্য পত্নীনাং বহুত্বাৎ। কৃত্যম্ অবশ্যকর্তব্যং স্নানাদি॥

২৯। দৈবকীনন্দনেনেতি কেবলং তস্যা হর্ষার্থমেব ভোজনে প্রবৃত্তিরিতি সূচয়তি। ননু তথাপি কুমারবর্গাদীনাং ভোজনার্থং তত্র প্রবর্ততাং, স্বয়ন্তু কথম-ভুঙ্‌ক্ত? তত্রাহ—মৎসন্তোষণায়েতি ; যদ্বা, তাদৃশলীলয়া যদ্ভুক্তং তন্মত্তোষণায়ৈবেতি পরেণ সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। গোকুল-বিরহতাপ ব্যাকুলতা প্রযুক্ত তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ভোজনকাল সমাগত হইলেও ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। কেবল মাতৃগণের আগ্রহাতিশয়ে অবশ্য কর্তব্য স্নানাদি মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিলেন। শ্রীবসুদেব মহাশয়ের বহু পত্নী, এজন্য 'মাতৃণাম্' বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে।

২৯। শ্রীদেবকীনন্দন কেবল তাঁহার জননীগণের হর্ষনিমিত্ত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাপি যদি বল, কুমারবর্গের ভোজনার্থ তাঁহার ভোজনে প্রবৃত্তি, স্বয়ং তাঁহার ভোজনে প্রবৃত্তি কোথায়? তাহাতেই বলিতেছেন, আমার সন্তোষের নিমিত্তই তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথবা গোকুল-সদৃশ লীলা সহকারে ভোজনই আমার ও তাঁহার হার্দ বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

৩০। কুমার-মণ্ডলী-মধ্যে নিবেশ্য নিজমগ্রজম্।
পরিবেশয়তা স্বেন পূর্ববদ্বাল্যলীলয়া॥

মূলানুবাদ

৩০। তিনি কুমারমণ্ডলী মধ্যে নিজ অগ্রজ শ্রীবলরামকে উপবেশন করাইয়া বৃন্দাবনের বাল্যলীলা প্রকটন পূর্বক স্বয়ংই পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০। তৎপ্রকারমাহ—কুমারেতি। অগ্রজং শ্রীবলরামং, স্বেন আত্মনৈব পরিবেশয়তা অন্নাদিপরিবেশনং কুর্বতা বাল্যলীলয়া ভুক্তমিতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ, পূর্ববদিতি। যথা গোপকুমারমণ্ডলীমধ্যে শ্রীবলরামং বিকচকমলমধ্যে কর্ণিকারমিব নিবেশ্য সখিগণহাস্য-বিস্তারকবিচিত্র-নর্মোক্ত্যাদিলীলয়া গোকুলে বনমধ্যে মধ্যাহ্নে পূর্বং ভুক্তং তথোতি। যচ্চ 'বিভ্রদ্বেণ্যুং জঠরপটয়োঃ' ইত্যাদিনা শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৩।১১) স্বয়মেবাসৌ 'মধ্যে তিষ্ঠন্নভুঙ্‌ক্ত' ইতি যদুক্তং, তচ্চ শ্রীবলরামরহিত-দিনে তথৈবেতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। সেই ভোজনলীলার প্রকার বলিতেছেন। অগ্রজ শ্রীবলরামকে উপবেশন করাইয়া বাল্যলীলাক্রমে স্বয়ং অন্নাদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পূর্বে গোকুল বনমধ্যে মধ্যাহ্নে যেরূপ ভোজন করিতেন, সেইরূপ বাল্যলীলা বিস্তার করিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। কুমারমণ্ডলী যেন গোপকুমারমণ্ডলী আর সেই মণ্ডলী যেন একটি বিকশিত কমলদল এবং সেই কমলের কর্ণিকা মধ্যে শ্রীবলরামকে উপবেশন করাইয়া চতুর্দিকে উপবিষ্ট সখাগণ সহ হাস্য-পরিহাস্য বিস্তারক বিচিত্র নর্মোক্তি আদি লীলাসহকারে ভোজন আরম্ভ করিলেন। "তাঁহাদের জঠরপটের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ, বাম হস্তে বেত্র, অঙ্গুলিসকলে গ্রাসোচিত বিবিধ ফল এবং দক্ষিণ হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করিয়া মধ্যভাগে কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিতিপূর্বক আপন পরিহাস বাক্যে আপনার চতুর্দিকে উপবিষ্ট সখাগণকে হাস্য করাইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত এই ভোজনলীলা শ্রীবলরাম-রহিত দিনে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু এখানে শ্রীবলরাম সহ অন্য দিনের ভোজনলীলা জানিতে হইবে।

৩১। মহাপ্রসাদমুচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা স্ব-গৃহমানয়ৎ।
ভগবদ্ভাববিজ্ঞোঽসাবুদ্ধবো মাং বলাদিব॥

মূলানুবাদ

৩১। ভগবদ্‌ভাব-বিজ্ঞ সেই শ্রীউদ্ধব ভগবদুচ্ছিষ্টরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার পর পরম অন্তরঙ্গজ্ঞানে বলপূর্বক হস্তধারণ করিয়া আমাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১। অসৌ পূর্বোদ্দিষ্টঃ উদ্ধবস্তু বলাদিব মাং স্বগৃহমানয়ৎ। কুতঃ? ভগবতো ভাবস্য অভিপ্রায়স্য বিজ্ঞঃ, অত্যন্ত পারমৈশ্বর্য্য-বিশেষ-প্রকাশময়েঽন্তঃপুরেঽস্মিন্ অস্যাবস্থিত্যা যথেষ্টং সুখং ন ন্যূনং সম্পৎস্যতে। অন্যশ্চ কশ্চিদপ্যস্য ভাবমভি-প্রেত্য তাদৃশং সুখং কর্তুং ন ক্ষমঃ। অতস্তদ্‌গোকুল-লোকৈকপ্রিয়স্যোদ্ধবস্যৈব গৃহমস্য নিবাসোচিতমিত্যাদিকং ভগবদ্ভাবমভিজানন্নিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা? মহাপ্রসাদ-রূপমুচ্ছিষ্টং ভগবতো ভোজনোচ্ছেষং ভুক্ত্বা। ইবেতি ন কেবল বলাৎ কিন্তু ভগবদিচ্ছানুমত্যাপীতি সূচয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। অতঃপর পূর্বোদ্দিষ্ট সেই ভগবদ্ভাববিজ্ঞ শ্রীউদ্ধব বলপূর্বক আমাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কি জন্য? অত্যন্ত পরমৈশ্বর্যবিশেষের প্রকাশময় এই অন্তঃপুরে অবস্থান করিলে ইহার যথেষ্ট সুখানুভব হইবে না,—এইরূপ শ্রীভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া এবং আরও কিছু তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরম অন্তরঙ্গ জ্ঞানে আমায় নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এই যে, গোকুললোকের একমাত্র প্রিয় এই উদ্ধবের গৃহে গোপকুমারের একত্র স্থিতি পরম সুখকর হইবে। পরে সেই শ্রীউদ্ধব ভগবদ্‌উচ্ছিষ্টরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া বলপূর্বক আমাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। ইহাকে কেবল বলপূর্বক বলা যায় না, পরন্তু ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারই সূচিত হইল।

৩২। তদানীমেব যাতোঽহং সম্যক্ সংজ্ঞাং ততোঽখিলম্।
তত্রানুভূতং বিমৃশন্ মুহুর্নৃত্যন্নমংস্যদঃ॥

মূলানুবাদ

৩২। আমি শ্রীউদ্ধবগৃহে গমন করিয়া সম্যক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম এবং যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলাম, সেই সকল বিষয় বিচার করিয়া বারবার নৃত্য করিয়াছিলাম এবং মনে ভাবিয়াছিলাম যে, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২। ননু তত্র কথং তব সম্মতিঃ সম্ভবেৎ, পরমানন্দভরেণ মোহিতত্বাৎ? ইত্যাহ—তদানীমিতি। উদ্ধবগৃহে গতে এবং সংজ্ঞাং বোধং সম্যক্ সম্পূর্ণতয়া প্রাপ্তঃ। ততঃ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব তত্র ভগবদন্তিকে দ্বারকায়াং বা অনুভূতমখিলং নিঃশেষং বিমৃশন্ বিচারয়ন মুহুর্নৃত্যন্, অদঃ বক্ষ্যমাণং অমংসি মন্যে স্ম।

টীকার তাৎপর্য্য

৩২। যদি বল, তাহাতে আপনার সম্মতি হইল কিরূপে? যেহেতু, আপনি ভগবদ্দর্শনজনিত পরমানন্দভরে মোহিত। ইহাতেই বলিতেছেন, আমি উদ্ধবের গৃহে গমন করিয়া সম্যক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম। অতঃপর সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর দ্বারকানাথের অন্তঃপুরে ভগবদ্ সমীপে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত অনুভূত বিষয় বারম্বার বিচার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বিষয় মনে চিন্তা করিয়াছিলাম।

৩৩। মনোরথানাং পরমং কিলান্তমহো গতোঽদ্যৈব যদিষ্টদেবম্।
প্রাপ্তোঽপরোক্ষং ব্রজনাগরং তং হৃদ্ধ্যায়মানাখিলমাধুরীভিঃ॥

৩৪। প্রস্থায়োদ্ধবসঙ্গত্যা স্ব-প্রভুং তং বিলোকয়ম্।
নাশকং হর্ষবৈবশ্যাৎ কিঞ্চিৎ কর্তুং পরং ততঃ॥

৩৫। বিচিত্রং তস্য কারুণ্য-ভরং সন্তত মাপ্নুবন্।
বসংস্তত্র মহানন্দ-পুরাননুভবামি যান্॥

মূলানুবাদ

৩৩। অহো! কি আনন্দের কথা! আজ আমার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল। আজ আমি নিজ ইষ্টদেব ব্রজনাগরকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদিন হৃদয়ে যে রূপ-মাধুরী ধ্যান করিতাম, সেই অখিল মূর্ত-মাধুরী অদ্য সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম।

৩৪। যখন যখন শ্রীউদ্ধবের সহিত গমন করিয়া নিজ প্রভুকে দর্শন করিতাম, তখন তখন আনন্দভরে (উক্ত প্রকারে) পরিপূর্ণ হইয়া যাইতাম ; সেই সময় প্রভুর দর্শনাতিরিক্ত স্তুতি আদি কিছুই করিতে পারি নাই।

৩৫। এইরূপে তথায় আমি প্রভুর বিবিধ প্রকার কৃপারাশি নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং প্রবাহরূপ মহানন্দ-পরম্পরা অনুভব করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩। অহো বিস্ময়ে পরমহর্ষে বা। মনোরথানাং পরমমন্তং সীমামদ্যৈব প্রাপ্তাঃ। কিল নিশ্চয়ে ; অধুনৈব পূর্বপূর্ব-কৃত-নিজাশেষমনোরথ-পরিপূর্ণতা জাতেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাৎ তং নিজচিরন্তনদিদৃক্ষাবিষয়ং ইষ্টদেবং নিজপ্রিয়তমোপাস্যং ব্রজনাগরং গোকুললম্পটম্ অপরোক্ষং সাক্ষাৎ প্রাপ্তঃ। তত্রাপি হৃদি নিজচিত্তে ধ্যায়মানাভির-খিলাভির্মাধুরীভির্বিশিষ্টং যদ্‌যত্তস্য বিচিত্রং মাধুর্য্যমন্তশ্চিন্ত্যতে, তৎ সর্বমপি সাক্ষাদনু-ভূতমিত্যর্থঃ॥

৩৪। এবং প্রথমদিনানুভূতং তত্রত্যপরমানন্দবিশেষং সংক্ষেপেণোদ্দিশ্য দিনান্তরীণমপ্যাহ—প্রস্থায়েতি। ততস্তদ্বিলোকনাৎ পরমন্যৎ কিঞ্চিৎ কর্তুং নাশকম্। অতস্তদ্দর্শনাতিরিক্তা কাচিৎ সেবা ন বৃত্তেতি চ সূচিতম্॥

৩৫। হর্ষবৈবশ্যাদিত্যনেন সূচিতং কিঞ্চিদানন্দবিশেষমেব দর্শয়তি—বিচিত্রমিতি চতুর্ভিঃ। তস্য শ্রীদ্বারকানাথস্য ; আপ্নুবন্ লভমানঃ ; তত্র দ্বারকায়াম্ ; মহত আনন্দস্য পুরান্ প্রবাহরূপেণ পরম্পরাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। অহো! (বিস্ময়ে বা পরম হর্ষে) আমি মনোরথের পরম অন্ত্যসীমা প্রাপ্ত হইয়াছি। (কিল শব্দ নিশ্চয়ে) পূর্ব-পূর্ব কৃত-অশেষ মনোরথ অধুনা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যেহেতু, অদ্য আমি চিরন্তন দর্শনের বিষয় নিজ প্রিয়তম উপাস্য সেই ব্রজনাগর গোকুল-লম্পটকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর নিজ-হৃদয়ে ধ্যায়মান অখিল মাধুরীও অদ্য সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম।

৩৪। এইরূপ তথায় প্রথমদিনে যে পরমানন্দবিশেষ অনুভব হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে দিনান্তরে পরমানন্দানুভূতির কথা বলিতেছেন। পরদিন স্বীয় প্রভুকে অবলোকন করিতে করিতে যে হর্ষবৈবশ্যতা উপস্থিত হইল, তাহাতে কেবল ভগবদ্দর্শন ভিন্ন অর্থাৎ দর্শনাতিরিক্ত অন্য কোনও সেবার অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই।

৩৫। সেই হর্ষবৈবশ্যতাদি হইতে সূচিত কিঞ্চিৎ আনন্দবিশেষ প্রদর্শিত হইতেছে এবং তাহার 'বিচিত্র' ইত্যাদি চারটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই শ্রীদ্বারকানাথের অবিচ্ছিন্ন বিচিত্র কারুণ্যরাশি লাভ করিয়াছিলাম এবং সেই দ্বারকায় অবিশ্রান্ত প্রবাহরূপ মহানন্দ-পরম্পরা অনুভব করিয়াছিলাম।

৩৬। তেষাং নিরূপণং কর্তুং বাচা চিত্তেন বা জনঃ।
ব্রহ্মায়ুষাপি কঃ শক্তো ভগবদ্ভক্তিমানপি॥

৩৭। মোক্ষে সুখং ননু মহত্তমমুচ্যতে
যত্তৎকোটিকোটিগুণিতং গদিতং বিকুণ্ঠে।
যুক্ত্যা কয়াচিদধিকং কিল কৌশলায়াং,
যদ্দ্বারকাভবমিদং তু কথং নিরূপ্যম্॥

মূলানুবাদ

৩৬। সেই মহানন্দ-পরম্পরা বাক্য ও মনের দ্বারা স্বয়ং বাক্‌দেবীও নিরূপণ করিতে পারেন না ; এমনকি ভগবদ্ভক্তিমান মহাত্মাগণও ব্রহ্মার আয়ুপরিমাণ কাল বর্ণন করিলেও সীমা প্রাপ্ত হইবেন না।

৩৭। মুমুক্ষুগণ মোক্ষে যে মহোত্তম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি-কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুণ্ঠে বর্তমান আছে এবং সেই বৈকুণ্ঠসুখ হইতেও অযোধ্যার সুখ অধিক বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণ নিশ্চয় করিয়াছেন ; পরন্তু দ্বারকাতে যে সুখ, সেই সুখের স্বরূপ বা পরিমাণ কেহই কোন প্রকারে নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬। তেষাং মহানন্দপুরাণাম্। অস্তু তাবদ্দূরে পরমজ্ঞাননিষ্ঠো ব্রহ্মানুভববাংশ্চ, ভগবদ্ভক্তিমানপি কো জনঃ শক্ত ইত্যপি-শব্দার্থ ; তেষামবাঙ্‌মনসবিষয়ত্বাৎ॥

৩৭। তদেবাহ—মোক্ষ ইতি দ্বাভ্যাম্। ননু বিতর্কে। মোক্ষে যন্মহত্তমং পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্তং সুখমুচ্যতে মুমুক্ষুভিঃ, তস্মাৎ সুখাৎ কোটিকোটিগুণৈরধিকং বিকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠলোকে সুখং গদিতং ভগবদ্ভক্তৈঃ। কোশলায়ামযোধ্যায়াঞ্চ কয়াচিৎ পরমগম্ভীরয়া যুক্ত্যা ন্যায়েন ততোঽপ্যধিকং সুখং গদিতম্। কিলেতি ন্যায়ে সমুচ্চয়ে বা। যত্তু দ্বারকাভবম্ ইদমনুভূয়মানং সুখং তৎ কথং কেন যুক্তিপ্রকারেণ নিরূপ্যম্? অয়মর্থঃ—মোক্ষেঽপি সুখস্য পরা কাষ্ঠা কশ্চিন্মন্যতে ; ততো বিচিত্রযুক্তিভিস্তন্মতং নিরস্য দুঃখাভাবমাত্রমেব তত্র সুখং, শ্রীবৈকুণ্ঠ এব সুখস্য পরা কাষ্ঠেত্যস্মাভির্নিরূপিতম্ ; অতস্তস্মাৎ পরং সুখমস্তীতি ন সঙ্গচ্ছত এব, পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাৎ,

অন্যথাঽনবস্থাদোষপ্রসঙ্গাৎ। তথাপ্যযোধ্যায়াং পরমৈকান্তিকতারূপ-সেবারসনিষ্ঠা-বিশেষেণ সুখবিশেষস্যাপ্যুপপত্তের্বৈকুণ্ঠাদপ্যাধিক্যমুক্তম্, দ্বারকাসুখন্তু কয়াঽন্যয়া যুক্ত্যা নিরূপয়িতুং শক্যম, ন চ ভক্ত্যা তস্য স্তুতিমাত্রতা জ্ঞেয়া সাক্ষাদনুভূয়-মানত্বাদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। সেই মহানন্দ-পরম্পরা বাক্য ও মনের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। পরম জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা দূরে থাকুক, ভগবদ্ভক্তিমান ব্যক্তিরও বাক্য ও মনের অবিষয়।

৩৭। তাহাই 'মোক্ষে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। (সাধারণতঃ নূতন কথা আরম্ভ সূচনার জন্য 'ননু' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু) এস্থলে 'ননু' শব্দ বিতর্কে বুঝিতে হইবে। মুমুক্ষুগণ মোক্ষে যে মহত্তম সুখ নিশ্চয় করিয়া থাকেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুণ্ঠলোকে বর্তমান আছে, ভগবদ্ভক্তগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন। আবার কোন পরম গম্ভীর যুক্তিবলে সেই বৈকুণ্ঠ-সুখ হইতেও অযোধ্যায় অধিক সুখ বর্তমান আছে, এইরূপ কথাও বলিয়াছেন। অতএব এই দ্বারকায় যে সুখ অনুভব হইতেছে, সেই সুখের পরিমাণ বা স্বরূপ অপর কোন্ যুক্তিবলে নির্ণীত হইবে? তাৎপর্য এই যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষেই সুখের পরাকাষ্ঠা, আবার কেহ কেহ ততোধিক বিচিত্র যুক্তি-পরম্পরায় উক্ত মত খণ্ডন করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন যে, মোক্ষে দুঃখাভাব মাত্র, বস্তুতঃ মোক্ষে কোন সুখ নাই ; পরন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেই সুখের পরাকাষ্ঠা। অতএবং সেই বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অধিক কি সুখ থাকিতে পারে? যেহেতু, পূর্বে আমরাই নিরূপণ করিয়াছি যে, শ্রীবৈকুণ্ঠসুখই পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। যদি বা স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ তদুপরি অধিক সুখের নির্ধারণ করা হয়, তবে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তথাপি শ্রীঅযোধ্যায় পরম ঐকান্তিকতারূপ সেবারসনিষ্ঠাবিশেষ হইতে তথায় পরমসুখবিশেষের অবস্থান স্থাপন করিয়াছেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এই দ্বারকাতে যে সুখ বর্তমান আছে, সেই সুখের স্বরূপ বা পরিমাণ নিশ্চয় করিতে কোন যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ, সমস্ত যুক্তি মুক্তি আদি সুখের নিরূপণ প্রসঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা ভক্তি-প্রবণতা বা স্তুতিমাত্র নহে ; বস্তুতঃ সাক্ষাৎ অনুভূয়মান সিদ্ধান্তবিশেষ।

সারশিক্ষা

৩৭। মন-বুদ্ধির দ্বারা যুক্তি-তর্ক করিয়া মানুষ কখনও সুখের স্বরূপ বা পরিমাণ নিশ্চয় করিতে পারে না। কারণ, মানবীয় মন-বুদ্ধির শক্তি সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত কামনা বাসনা আদিও প্রতি মুহূর্তে মানববুদ্ধিকে বিপর্যস্ত অর্থাৎ নিজের দিকে টানিয়া স্বীয় বাসনা তৃপ্তির পথে পরিচালিত করে ও যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া নিজের অশুদ্ধ মন-বুদ্ধির যুক্তি-তর্ক দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করতঃ প্রতি মুহূর্তে সঙ্কটে পাতিত করে।

এজন্য ভক্তিরসাস্বাদন সর্ব সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। যাঁহাদের সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত পরিমার্জিত হইয়াছে অর্থাৎ রাগদ্বেষরূপ চিত্তকষায় ও কাম-ক্রোধাদি চিত্ত মলদোষ বিদূরিত হইয়াছে এবং শুদ্ধ সত্ত্বময় ভাবাবির্ভাবের যোগ্যতা সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রানুশীলনে অনুরাগ এবং তজ্জাতীয় রসিক ভক্তসঙ্গে আসক্তি ও ভগবদ্ নামকীর্তন লীলাস্মরণাদি হইতে ভক্তিরস আস্বাদন হয়। কিন্তু এতাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে প্রাক্তন ও আধুনিকী সংস্কারদ্বয়ের বিদ্যমানতা আবশ্যক, নতুবা ভক্তিরসাস্বাদন কোনরূপেই হইবে না।

৩৮। তত্রাপি তচ্চিরদিদৃক্ষিতজীবিতেশ,
প্রাপ্ত্যা তদেকদয়িতস্য জনস্য যৎ স্যাৎ।
বৃত্ত্যা কয়াস্তু বচসো মনসোঽপি বাত্তং,
তদ্বৈ বিদুস্তদুচিতাত্মনি তদ্বিদস্তে॥

মূলানুবাদ

৩৮। তথাপি চিরকাল যাঁহার দর্শন বাঞ্ছা করিয়া আসিতেছিলাম, সেই জীবিতেশ শ্রীনন্দকিশোরকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলে একমাত্র তাঁহারই প্রিয়তম সেবকের হৃদয়ে যে সুখ অনুভব হয়, তাহা কি মন বা বাক্যের বৃত্তিবিশেষ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে? তবে যাঁহারা সেই সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই যথোপযুক্ত চিত্তে উহা আস্বাদন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৮। তত্রৈব কেনাপি হেতুবিশেষেণ কমপি বিশেষমাহ—তত্রাপীতি তৎসুখেঽপি তস্য অনির্বচনীয়-বিচিত্রমহিম্নঃ চিরদিদৃক্ষিতস্য জীবিতেশস্য প্রাণনাথস্য শ্রীনন্দকিশোরস্য প্রাপ্ত্যা। স জীবিতেশ এবৈকো দয়িতঃ প্রিয়ো ন ত্বন্যৎ কিঞ্চিদপি যস্য তাদৃশস্য জনস্য সেবকস্য যৎ যাদৃশং সুখং স্যাৎ তদ্বচসো মনসোঽপি বা কয়া বৃত্ত্যা আত্তং গৃহীতমস্তু? অপি তু ন কয়াপি বিষয়ীকৃতং স্যাদিত্যর্থঃ। ননূক্ত-ন্যায়েনাসম্ভবান্নাস্তীতীব প্রসজ্যেত, তত্রাহ—তদিতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ। তস্য সুখস্য উচিতে গ্রহণযোগ্যে আত্মনি মনসি তদ্বিদস্তদনুভবিন এব, বিদুরনুভবেয়ুরিত্যর্থঃ। আতোঽন্যেষাং তদনুভবাসম্ভবান্নাস্তীতি জ্ঞানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। যদ্বা, অনেন বচোমনোবৃত্ত্যগোচরস্যাপি তৎসুখস্বরূপস্য উপাসকানামুৎসাহবিবৃদ্ধয়ে যুক্তি-বিশেষেণ নিরূপণং কৃতমিত্যুহ্যম্। এতদুক্তং ভবতি—যথা সেবারসবিশেষনিষ্ঠয়া-যোধ্যায়াং বৈকুণ্ঠতোঽপি সুখাধিক্যং ঘটেত, তথা দ্বারকায়ামপি সৌহৃদরসবিশেষ-নিষ্ঠয়াযোধ্যাতোঽপি সুখবিশেষঃ সিধ্যত্যেব ; এবং শ্রীগোলোকেঽপি প্রেমরস-বিশেষনিষ্ঠয়া দ্বারকাতোঽপি সুখবিশেষ উহ্যঃ ; তত্রৈব চ সুখস্য পরমান্ত্যকাষ্ঠায়া নিষ্ঠেত্যপি জ্ঞেয়ম্। সর্বোৎকৃষ্টরসবিশেষপরমান্ত্যকাষ্ঠায়াঃ সর্বোৎকৃষ্টসুখবিশেষ-পরমান্ত্যকাষ্ঠাসিদ্ধ্যুপপত্তেরিতি দিক্। এতচ্চ প্রাগুদ্দিষ্টমেবাস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। তন্মধ্যে কোন এক হেতুবিশেষ দ্বারা কোন অনির্বচনীয় সুখবিশেষের ইঙ্গিত করিতেছেন। সেই অনির্বচনীয় মহিমা মণ্ডিত চিরআকাঙ্ক্ষিত দর্শনীয় প্রাণনাথ

শ্রীনন্দকিশোরকে প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র তাঁহারই প্রিয়তম সেবকের যাদৃশ সুখ অনুভব হয়, মন বা বাক্যের কোন্ বৃত্তি দ্বারা তাহা বর্ণন করা যাইতে পারে? কিন্তু তাঁহার একমাত্র দয়িত অর্থাৎ প্রিয়তম ভক্ত ব্যতীত অপরের পক্ষে তাদৃশ সুখানুভব সম্ভব নহে। যদি বল, পূর্বোক্ত ন্যায়ানুসারে বস্তুর সুখরূপত্ব কিরূপে স্থির থাকিবে? অর্থাৎ পূর্ব যুক্তি অনুসারে অনবস্থা দোষের ব্যাপ্তি হেতু এই দ্বারকাতেও কোনরূপ সুখের অস্তিত্ব বিষয়ে স্বতঃই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই সুখ-গ্রহণযোগ্য মনের দ্বারাই তাহা আস্বাদ্য। অর্থাৎ যাঁহারা সেই সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই যথোপযুক্ত হৃদয়ে উহা আস্বাদন করিতে পারেন। অপরের অনুভব-সামর্থ্য নাই বলিয়াই তাহারা সেই সুখাস্বাদনে বঞ্চিত, এজন্য তাহারা যে বস্তুর অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে। অথবা সেই সুখ অন্যের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও উপাসকসকলের উৎসাহ বর্ধনার্থ যুক্তিবিশেষের দ্বারাও নিরূপণ করা যাইতে পারে। অতএব এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ কর। যেমন সেবারস-বিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা বৈকুণ্ঠ হইতেও অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বারকাতে সৌহৃদরস-বিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা অযোধ্যা হইতেও সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শ্রীগোলোকেও প্রেমরস বিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা দ্বারকা হইতেও সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সেই শ্রীগোলোকেই সুখের পরমান্ত্যকাষ্ঠার নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত আছে, জানিতে হইবে। যেহেতু, সর্বোৎকৃষ্টরসবিশেষ পরমান্ত্যসীমায় সর্বোৎকৃষ্টসুখবিশেষেরও পরমান্ত্য-কাষ্ঠা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই বিচার অনুসারে শ্রীগোলোকেই সুখের চরমসীমা অর্থাৎ পরিপাক দশায় অধিষ্ঠিত চরম সুখবিশেষের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ জানিতে হইবে। ইহা পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

৩৮। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এইরূপ—ব্রহ্মানন্দ অনির্বাচ্য, তাহা হইতেও অধিকতর ভক্তিজনিত আনন্দ অনির্বাচ্যতর, তথা প্রেমানন্দ অনির্বাচ্যতম। আবার সেই প্রেম বিরহজাত আনন্দ হইলে কোন পরম মহা অনির্বাচ্যতম অবস্থায় উন্নীত হইয়া থাকে। অতএব রসবিচারে বিপ্রলম্ভ রসই সর্বোৎকৃষ্টতার চরম ও পরম কক্ষায় অবস্থিত।

প্রেমের উত্তরোত্তর গাঢ়তায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যা হইয়া থাকে। প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেই স্নেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। স্নেহাবস্থায় প্রিয় বস্তুর ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। স্নেহ পরিপক্ক হইয়া নূতনতর মাধুর্য আস্বাদন জন্য কৌটিল্যভাব ধারণ করিলেই তাহাকে মান বলা হয়।

মান যখন গৌরবরহিত হইয়া বিষয় ও আশ্রয়ের সর্বথা একত্ব স্থাপন করে, তখন উহাকে প্রণয় বলা হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে যখন চিত্তে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন উহাকে রাগ বলা হয়। রাগের পরিপাকই অনুরাগ। অনুরাগে সদা অনুভূত প্রিয় বস্তুও নিত্য নবীভূতরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তি অর্থাৎ ইয়ত্তার অন্ত্যসীমা প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংবেদ্যদশা লাভ করে (নিজের বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাদি ভাবসমূহ দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে) তখন উহাকে ভাব বলা হয়। এই ভাব শ্রীগোলোকস্থ ব্রজদেবীগণে প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ভাবই কোন বিশেষ পরিপাকদশায় মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর ব্রজদেবীগণের ভাবই মহাভাব দশা লাভ করে। এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাবই বিরহে মোহন নামে উক্ত হইয়া থাকে। মোহনে দিব্যোন্মাদ দশা হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর যে অবস্থায় নিমেষমাত্র কালও (শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে) সহ্য হয় না, তাহারই নাম রূঢ় মহাভাব। আর যে অবস্থায় ঐ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন অতিশয় পীড়াদায়ক হয়, সেই অবস্থার নাম অধিরূঢ় মহাভাব। মোদনাখ্য মহাভাবে বিরহ হয় না। ইহা ব্যতীত মহাভাবের আরও একটি সর্বোচ্চতম বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকে মাদনাখ্য মহাভাব বলা হয়। এই মাদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এমনকি বৈকুণ্ঠাদি শ্রীভগবদ্ ধামসমূহের এবং শ্রীদ্বারকাস্থ কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মাদনাখ্য মহাভাবদশাতেই সর্বভাবের উদ্গম হইয়া থাকে।

রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ এতদুভয়ের প্রকাশভেদে প্রেমের অবস্থানদ্বয় সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং প্রকাশভেদে অভিমান ভেদ-হেতু, যে প্রকাশে সংযোগ, তাহাতে সংযোগিনী, আর যে প্রকাশে বিরহ, তাহাতে বিরহিনী, এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে ; কিন্তু মাদনে সমকালেই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভরস আস্বাদন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্ভোগানুভব মধ্যেই বিবিধ বিয়োগানুভব হইয়া থাকে—একের প্রকাশে প্রকাশদ্বয়ের ধর্মানুভব হইয়া থাকে। ইহাই মাদনের বিলক্ষণতা। আবার ইহার অনুভবও প্রত্যক্ষরূপা অর্থাৎ স্ফূর্তি বা আবির্ভাবাদির মত নহে। আরও বিলক্ষণতা এই যে অনুভব দ্বয়ও কখন সাঙ্কর্য প্রাপ্ত হয় না। যেমন, 'উপবিশ্য ভুঙ্‌ক্তে' 'চক্ষুর্নিমীল্য হসতি' 'ঝনৎ কৃত্য পততি' ইত্যাদি স্থলে সমকালে উভয় ক্রিয়া। অবশ্য ইহা 'তদ্রসিকৈকবেদ্য'। তথাপি প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, অগ্নির প্রতিযোগী ঘন হিমাদি স্পর্শেও পাদাদি অঙ্গে মহা জাড্যতাময় জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখঘন পদার্থই দুঃখের আকার সুতীব্র সুখরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাই বিপ্রলম্ভরসের রহস্য এবং এই রসেরও গোলোক ব্যতীত অন্যত্র স্থিতি নাই।

৩৯। **এবং বসন্তং মাং তত্র শ্রীমদ্‌যাদবপুঙ্গবাঃ।**
বিশ্ববাহ্যান্তরানন্দ-দিদৃক্ষার্দ্রহৃদোঽব্রুবন্॥

মূলানুবাদ

৩৯। এইরূপে তথায় আমি বাস করিতে করিতে কোন সময়ে বিশ্ববাসীর অন্তর ও বাহিরের আনন্দ-দর্শনেচ্ছায় করুণার্দ্র-হৃদয় শ্রীযাদবপুঙ্গবগণ বলিতে লাগিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৯। এবং তাদৃশসুখানুভবপ্রকারেণ তত্র দ্বারকায়াং বসন্তং মামব্রুবন্ ; যতঃ বিশ্বেষাং সর্বেষাং লোকানাং সর্বস্য বা বাহ্যস্য বিচিত্র ভোগভূষণবিলাসাদি-রূপস্য, আন্তরস্য চ প্রেমসম্পত্ত্যাদিরূপস্য আনন্দস্য দিদৃক্ষায়ামার্দ্রং সরস্যং হৃদ্‌যেষাং তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯। এইরূপে তাদৃশ সুখানুভব করিতে করিতে তথায় বাস করিলে কোন একদিন বিশ্ববাসীর অন্তর ও বাহ্য আনন্দ অর্থাৎ বাহ্যে বিচিত্র ভোগ-ভূষণ-বিলাসাদি-রূপ আনন্দ এবং অন্তরে প্রেমসম্পত্তিরূপ আনন্দ দর্শনেচ্ছায় সেই আর্দ্রহৃদয় শ্রীমদ্ যাদবপুঙ্গবগণ বলিতে লাগিলেন—

শ্রীযাদবা ঊচুঃ—

৪০। **বৈকুণ্ঠতোঽপ্যুত্তমভূতিপূরিতে,**
স্থানে ত্বমেত্যাত্র সখেঽস্মদন্বিতঃ।
যদ্বন্য-বেশেন সুদীনবদ্বসে-
র্মন্যামহে সাধু ন তৎ কথঞ্চন॥

মূলানুবাদ

৪০। শ্রীযাদবগণ বলিলেন—হে সখে! বৈকুণ্ঠ হইতেও উত্তম বিভূতিপূর্ণ এই দ্বারকাপুরীতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়াও কি জন্য বন্যবেশে দীনবৎ অবস্থান করিতেছ? তোমার এই দীনবেশ আমাদের ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। হে সখে! উত্তমাভিরুৎকৃষ্টাভির্বিভূতিভিঃ পারমৈশ্বর্য্যসম্পত্তিভিঃ পুরিতে অত্র অস্মিন্ দ্বারকাখ্যে স্থানে বিষয়ে, ত্বম্ এত্য আগত্য অস্মাভিঃ সহ বর্তমানঃ সন বন্যবেশেন বনবাসিজনোচিতচ্ছন্দেন হেতুনা সুদীনবৎ পরমদুঃখিত ইব যদ্বসেঃ অত্র বসসি, তদ্বয়ং কথঞ্চিদপি সাধু ভদ্রং ন মন্যামহে। বতিপ্রত্যয়শ্চ তদ্বতস্তত্র কথঞ্চিদপি দুঃখপ্রসঙ্গাভাবাৎ। এবমগ্রেঽপি ইবেত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। শ্রীযাদবগণ বলিলেন—হে সখে। সর্বোৎকৃষ্ট পারমৈশ্বর্যসম্পত্তি পরিপূর্ণ এই দ্বারকাপুরীতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়াও কিজন্য বনবাসিজনোচিত সুদীনবৎ পরম দুঃখিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? তোমার এইরূপ দীনবৎ অবস্থান আমাদের ভাল মনে হইতেছে না। 'সুদীনবৎ' পদের 'বতি' প্রত্যয়ের তাৎপর্য এই যে, এই দ্বারকাপুরীতে কথঞ্চিৎ দুঃখ-প্রসঙ্গেরও অভাব। অর্থাৎ এখানে কাহারও কোনরূপ দুঃখ-সম্বন্ধ হইতে পারে না।

৪১। চিত্তে দুঃখমিবাস্মাকমপি কিঞ্চিদ্ভবেদতঃ।
স্বতঃ সিদ্ধং তমস্মাকমিব বেশাদিকং তনু॥

মূলানুবাদ

৪১। তোমার এই বন্যবেশ দেখিলে আমাদের চিত্তে কিঞ্চিৎ দুঃখই যেন অনুভব হয়। অতএব তুমি আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বেশ গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪১। কিঞ্চ, অতোঽস্মাদ্‌বন্যবেশেন দীনবদ্বাসাৎ অস্মাকমপি নিরন্তরপরমা-নির্বচনীয়ানন্দবিশেষবতামপি চিত্তে কিঞ্চিদ্দুঃখমিব ভবেৎ, পরেষাং দীনসাদৃশ্যস্যাপ্য-সহিষ্ণুত্বাৎ। অতোঽস্মাকমিব অস্মদ্বেশাদিসদৃশং বেশভোগবিলাসাদিকং তনু প্রকটয়ে-ত্যর্থঃ। ননু কুতো ময়া প্রাপ্তং, যৎ তনুয়ামিত্যত আহ—স্বতঃসিদ্ধমেতৎপদস্বভাবেন স্বয়মেব সম্পন্নমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। আরও বলিতেছেন, অতএব আমরা নিরন্তর পরম অনির্বচনীয় আনন্দ-বিশেষযুক্ত হইয়াও তোমার এই প্রকার দীনবৎ বন্যবেশ অবলোকন করিয়া চিত্তে কিঞ্চিৎ দুঃখই অনুভব করিতেছি। অর্থাৎ গোপকুমারের দীনজন সাদৃশ্য বেশ দর্শনে অসহিষ্ণুত্ব হেতু তাঁহারা যেন ব্যথিতের ন্যায় হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তথায় দুঃখের কোন কারণ নাই। অতএব তুমি আমাদের সদৃশ বেশ ও ভোগবিলাসাদিযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার কর। যদি বল, এতাদৃশ ভোগসামগ্রী আমি কোথায় প্রাপ্ত হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই দ্বারকাপুরীর পদস্বভাবে তাহা স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছা করিবামাত্র স্বতঃই সেই সকল ভোগসামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৪২। তেষাং তত্রা গ্রহেণাপি স্ব-চিত্তস্যাচ্যুতস্য চ।
অলব্ধ্বা স্ব-রসং তেষু নীচাকিঞ্চনবৎ স্থিতঃ॥

৪৩। অসীনস্য সভা-মধ্যে সেবিতস্য মহর্দ্ধিভিঃ।
পার্শ্বে ভগবতোঽথাহং গন্তুং লজ্জে বিভেমি চ॥

মূলানুবাদ

৪২। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিলেও আমার চিত্ত তাহা সমর্থন করে নাই, বিশেষতঃ শ্রীঅচ্যুতের অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়াতেই তাঁহাদের মধ্যে অকিঞ্চনের ন্যায়ই অবস্থান করিয়াছিলাম।

৪৩। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মহা ঋদ্ধিগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইতেন, সেই সময় তাঁহার নিকট যাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২। তেষাং শ্রীমদ্‌যাদবপুঙ্গবানামাগ্রহেণাপি নীচস্তেভ্যো ন্যূনকক্ষাং প্রাপ্ত ইব অকিঞ্চনো দীন ইব চ ; যদ্বা, নীচশ্চাসাবকিঞ্চনশ্চ তদ্বত্তেষু শ্রীমদ্‌যাদবপুঙ্গবেষু মধ্যে স্থিতোঽবসমিত্যর্থঃ। কুতঃ? স্বচিত্তস্য মন্মনসঃ, অচ্যুতস্য চ শ্রীভগবতঃ তত্র তাদৃশস্য বেশাদিবিস্তারণে, স্বরসমনুমতিমলব্ধ্বা ন প্রাপ্য॥

৪৩। ইদানীং পুর্ববদুত্তমপদান্তরপ্রাপ্তয়ে তত্র বাসে নির্বেদোৎপত্তিং বক্তুং তদ্ধেতুন্ শ্লোকত্রয়েণাক্ষিপন্নাদৌ তাদৃশবেশাদ্যনাবির্ভাবণেন স্বয়মেবোত্থাপিতং নিজমনোদুঃখহেতুকমেকেনাহ—আসীনস্যেতি। অথ অনন্তরম্, অতো নীচাকিঞ্চনবৎ স্থিতের্হেতোরিতি বা। ভগবতঃ শ্রীদ্বারকানাথস্য পার্শ্বে নিকটে গন্তুমহং লজ্জে বিভেমি চ, তেন বেশাদিনা তত্র গমনাযোগ্যত্বাৎ ; যদ্বা, অযোগ্যকর্মণা তেন লজ্জাং লভে, ভয়ঞ্চ অত্যন্তপারমৈশ্বর্যবিশেষবীক্ষণাৎ, নৃপ-মুনি-দেবগণাদি-মহাসম্মর্দতো বা। তদেব দর্শয়িতুং ভগবন্তং বিশিনষ্টি—মহতীভিঋদ্ধিভিঃ পারমৈশ্বর্যবিভূতিভিঃ সেবিতস্য! কুতঃ? সভামধ্যে আসীনস্য সতঃ। অন্যদা তু তৎপার্শ্বাপগমনাদিকং পূর্ববৎ সম্পদ্যত এবেতি সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। সেই শ্রীযাদবপুঙ্গবগণ অতিশয় আগ্রহপ্রকাশ করিলেও আমার মন কিন্তু

তাহা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, কাজেই তাঁহাদের মধ্যে ন্যূনকক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ অকিঞ্চনের ন্যায়ই অবস্থান করিতে লাগিলাম। কি জন্য? স্ব চিত্তের বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের তাদৃশ বেশাদি ধারণের সরস অনুমতি বা ইঙ্গিতাদি প্রাপ্ত হই নাই।

৪৩। ইদানীং পূর্ববৎ উত্তম পদান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত দ্বারকাবাসে নির্বেদ উৎপত্তির হেতু বলিবার জন্য তিনটি শ্লোকের অবতারণা। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীযাদবদিগের মত আমার বেশ-ভূষাদি না থাকা প্রযুক্ত স্বয়ং উত্থিত নিজ মনোদুঃখের হেতু বলিতেছেন। অনন্তর নীচ অকিঞ্চনের ন্যায় অবস্থান হেতু আমি ভগবান শ্রীদ্বারকানাথের নিকট গমন করিতে লজ্জিত ও ভীত হইতাম। কারণ, দীনবৎ অকিঞ্চনবেশে তথায় গমন অযোগ্য। অথবা যখন তিনি রাজসভা মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং নৃপ, মুনি ও দেবগণ-কর্তৃক সেবিত হইতেন, সেই সময় তাঁহার অত্যন্ত পারমৈশ্বর্যবিশেষ অবলোকন করিয়া তাদৃশ মহাসম্পদসেবিত রাজসভা-মধ্যে এতাদৃশ দীনবৎ অকিঞ্চন বেশে গমন অযোগ্য ভাবিয়া লজ্জিত ও ভীত হইতাম। পরন্তু অন্য সময়ে তাঁহার নিকট পূর্ববৎ গমনাদি করিতাম।

৪৪। **চতুর্বাহুত্বমপ্যস্য পশ্যেয়ং তত্র কর্হিচিৎ।**
ন চ ক্রীড়াবিশেষং তং ব্রজভূমিকৃতং সদা॥

মূলানুবাদ

৪৪। কখন বা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ স্বরূপ দর্শন করিতাম, কিন্তু সেই সময় তাঁহার ব্রজসম্বন্ধী লীলাবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইত না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪। কিঞ্চাস্য ভগবতঃ কর্হিচিৎ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যনুনয়নে শ্রীনারদার্জুনাদিসঙ্গমে বা তৎ প্রসিদ্ধং নিজেষ্টতমং বা ক্রীড়াবিশেষঞ্চ গোচারণাদিনা শ্রীবৃন্দাবনবিহারাদিকং সদা না পশ্যেয়ম্ নানুভবামি। সদেতি তত্র বিরচিতবৃন্দাবনে কদাচিত্তাদৃক্‌ক্রীড়ানুভবং সূচয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। আরও বলিতেছেন, কোন সময়ে বা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির অনুনয়ে, কখন বা শ্রীনারদ বা শ্রীঅর্জুনাদির সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিজ প্রিয়তম প্রসিদ্ধ সেই শ্রীভগবানকে চতুর্ভুজরূপে অবলোকন করিতাম। এজন্য কখন কখন নিজাভীষ্ট ক্রীড়াবিশেষ সম্পাদনে অর্থাৎ গোচারণাদি শ্রীবৃন্দাবন-বিহারাদির অনুষ্ঠানে বিরত হইতেও দেখিতাম। 'সদা' এই বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে, কখন কখন তথায় বিরচিত শ্রীবৃন্দাবনলীলার অনুভব হইত, কিন্তু সর্বদা তাদৃশ ক্রীড়া অনুভব হইত না।

৪৫। কদাচিদেষ তত্রৈব বর্ত্তমানানদূরতঃ।
পাণ্ডবানীক্ষিতুং গচ্ছেদেকাকী প্রিয়বান্ধবান্॥

৪৬। ইত্থং চিরন্তনাভীষ্টাসম্পূর্ত্যা মে ব্যথেত হৃৎ।
তাদৃগ্‌রূপগুণস্যাস্য দৃষ্ট্যৈবাথাপি শাম্যতি॥

মূলানুবাদ

৪৫। কোন কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অদূরস্থিত প্রিয়বান্ধব পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য একাকীই গমন করিতেন।

৪৬। এইরূপে চিরন্তন অভিলাষ পূর্ণ হইত না বলিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইত ; তথাপি প্রভুর তাদৃশ রূপ দর্শনে এবং গুণের স্মরণে আমার সেই চিত্তবেদনা প্রশমিত হইত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৫। কিঞ্চ, এষ ভগবান্ পাণ্ডবান্ বীক্ষিতুমেকাকী কদাচিদ্‌গচ্ছেৎ। ননু পৃথিব্যা-মিতি চেন্ন ঘটেত, তেষাং তাবৎকালং তত্র বাসানুপপত্তেঃ। তত্র কুত্রেত্য-পেক্ষায়ামাহ—তত্র শ্রীবৈকুণ্ঠ এব অদূরতঃ দ্বারকাসমীপে বর্তমানান্ ; যদ্বা, তদ্দ্বার-কায়ামেব অদূরত ইতি বৈকুণ্ঠস্যানবচ্ছিন্নবিস্তারাভিপ্রায়েণ দূরে বর্তমানস্যাপি পাণ্ডবগৃহস্য নৈকট্যাৎ। গমনে হেতুঃ—প্রিয়বান্ধবানিতি। অতস্তদানীং তৎসন্দর্শনা-ভাবাদিতি ভাবঃ॥

৪৬। চিরন্তনস্যাভীষ্টস্য নিজপরমবাঞ্ছিতার্থস্যাসম্পূর্ত্যা সম্যক্‌পূর্ত্যভাবেন। অথাপি এবং সত্যপি অস্য ভগবতো দৃষ্ট্যা দর্শনপ্রাপ্ত্যৈব শাম্যতি মনোব্যথোপরমতি। যতঃ তাদৃক্ উক্তপ্রকারকমনির্বচনীয়ং বা রূপং সৌন্দর্যাদিকং গুণশ্চ কারুণ্যাদির্যস্য তস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। আরও বলিতেছেন, কোন সময়ে বা এই শ্রীভগবান নিজ প্রিয় বান্ধব পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য একাকীই গমন করিতেন। যদি বল, পৃথিবীর অন্তর্বর্তি হস্তিনাপুরে গমন করিতেন, তাহা সম্ভবপর নহে। যেহেতু, তৎকালে তথায় তাঁহাদের বাস উৎপত্তি হয় না। তবে কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই অনবচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠের অসীম বিস্তীর্ণতা-হেতু হস্তিনাপুর বহুদূরবর্তি হইলেও অল্পদূরে অনুভব হইত, এজন্য সেই দ্বারকার অতি অল্পদূরে

বর্তমান হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগৃহে গমন করিতেন। গমনের হেতু এই যে, তাঁহারা প্রিয় বান্ধব। অতএব প্রভু পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে গমন করিলে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিত না।

৪৬। এইরূপে চিরন্তন অভীষ্টের সম্যক্ পূর্তির অভাবে অর্থাৎ বাঞ্ছিতের অসম্পূর্ণতা-হেতু আমার মন ব্যথিত হইত ; তথাপি শ্রীভগবানের দর্শন প্রাপ্তি মাত্র সেই মনোব্যথা প্রশমিত হইত। যেহেতু, সেইপ্রকার সর্ববিস্মারক তাঁহার অনির্বচনীয় রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্যাদি এবং কারুণ্যাদি গুণে আমার সেই ব্যথা তিরোহিত হইত।

সারশিক্ষা

৪৫। "পৃথিবীতে যে সকল ভগবৎপুরী আছেন, শ্রীবৈকুণ্ঠেও তদ্রূপ ভগবৎপুরীসকল যথাযথরূপে বর্তমান রহিয়াছেন।" স্কন্দপুরাণের এই উক্তি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক ভগবৎপুরীর বৈকুণ্ঠ ও পৃথিবী—উভয়ত্র স্থিতি।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ এক হইয়াও বহু হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহার ধামও এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এইজন্য ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকে যুগপৎ স্থিতি বিরুদ্ধ হইতেছে না।

শ্রীধাম বিভু বস্তু বলিয়া অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্ব-হেতু আবির্ভাব জন্য স্থানান্তর হইতে তদীয় আগমনের প্রয়োজন হয় না। আবার সেই ধাম অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু হইয়াও শ্রীভগবানের লীলা অনুসারে কখন বিস্তৃত কখন সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এজন্য এই দ্বারকার একটিমাত্র পাদপীঠেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ও লোকপালসকলের সংস্থানের কথা শাস্ত্রাদি ঘোষণা করিয়াছেন এবং এবিষয় চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্বয়ংই অনুভব করিয়াছেন।

শ্রীধামের আর একটি অচিন্ত্য স্বভাব এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট গত উভয়বিধ লীলা একই ধামে সমকালে বর্তমান। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার্থ বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন এবং প্রত্যেক প্রকাশমূর্তিই যুগপৎ বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল ও পরম সত্যস্বরূপে বিদ্যমান, তদ্রূপ তাঁহার লীলার অধিষ্ঠানভূত শ্রীধামও যুগপৎ প্রকাশভেদ আবিষ্কার করেন এবং পরম সত্যরূপে অবস্থান করেন।

৪৭। তস্য বাগমৃতৈস্তৈস্তৈঃ কৃপাভিব্যঞ্জনৈরপি।
ভবেৎ সুখবিশেষো যো জিহ্বা স্পৃশতু তং কথম্॥

মূলানুবাদ

৪৭। তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিত কৃপাযুক্ত বচনে আমি যে সুখবিশেষ লাভ করিতাম, আপন জিহ্বা তাহা বর্ণন করিয়া সেই সুখ কিরূপে লাভ করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭। ন কেবলং হৃদ্‌ব্যথাশান্তিরেব, পরমানির্বচনীয়ঞ্চ সুখঞ্চ সম্পদ্যত ইত্যাহ—তস্যেতি। তৈস্তৈঃ পূর্বোদ্দিষ্টপ্রকারৈরনির্বাচ্যৈরিতি বা।

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। কেবল যে হৃদয়-ব্যথা শান্তি হইত তাহা নহে, পরম অনির্বচনীয় সুখও সঞ্চারিত হইত। 'তৈস্তৈঃ'—পূর্বোদিষ্ট প্রকারে অর্থাৎ সেই অনির্বচনীয় কৃপাভিব্যঞ্জক বচনামৃতধারায় আমি যে সুখবিশেষ লাভ করিতাম—

৪৮। এবমুদ্ধব-গেহে মে দিনানি কতিচিদ্‌যযুঃ।
যদি স্যাৎ কোঽপি শোকস্তং সম্বৃণোম্যবহিত্থয়া॥

৪৯। একদা নারদং তত্রাগতং বীক্ষ্য প্রণম্য তম্।
হর্ষেণ বিস্ময়েণাপি বেষ্টিতোঽবোচমীদৃশ্যম্॥

মূলানুবাদ

৪৮। এই প্রকারে শ্রীউদ্ধবগৃহে আমি কতিপয় দিবস যাপন করিলাম। যদিও কোন কোন সময়ে ব্রজভূমির স্মরণজনিত শোকের উদয় হইত, তথাপি আমি যত্নের সহিত তাহা গোপন করিতাম।

৪৯। একদা সেই দ্বারকাপুরীতে সমাগত শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম এবং হর্ষ-বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলাম—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৮। এবমুক্তপ্রকারেণ হৃদ্‌ব্যথায়াং জাতায়ামপি তচ্ছান্ত্যা সুখবিশেষোদয়েন চেত্যর্থঃ। কোঽপি নিজভূমিস্মরণকৃতো নিজেষ্টদেববিনোদ-বিশেষদর্শনাভাবাদি-কৃতো বা শোকো যদি স্যাৎ, তদা তং শোকম্ অবহিত্থয়া আকার-গুপ্ত্যা সংবৃণোমি আচ্ছাদয়ামি পরদুঃখকাতরাণাং তত্রত্যানাং দুঃখোৎপত্তেঃ, পরমগোপ্যনিজভাব-বিশেষপ্রকাশভয়াচ্চ॥

৪৯। ইদানীং নিজ-চিরন্তনাভীষ্ট-সম্পূর্তিকারক-শ্রীগোলোকপ্রাপ্তয়ে তদীয়-মাহাত্ম্যবিশেষকীর্তনপূর্বকং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং বক্তুং তদুপযুক্তপ্রসঙ্গমুপন্যস্যতি—একদেত্যাদিনা। তত্রোদ্ধবগৃহে ; তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠকৃতোপদেশম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। এই প্রকারে হৃদয়-ব্যথা জাত হইলেও তাহার শান্তি এবং সুখবিশেষ আস্বাদন করিতে করিতে কতিপয় দিন অতিবাহিত করিলাম। যদিও কোন কোন সময়ে নিজভূমি (ব্রজভূমি) স্মরণজনিত শোক উদ্গত হইত, তথাপি আমি সেই শোকচিহ্নসকল যত্নপূর্বক সম্বরণ করিতাম। কারণ, আমার দুঃখ দেখিলে পরদুঃখ-কাতর তত্রত্য যাদবগণের দুঃখোৎপত্তি হইতে পারে। বিশেষতঃ পরমগোপ্য নিজ-ভাববিশেষ প্রকাশ হইতে পারে, এই ভয়েও সর্বদা গোপন করিতাম।

৪৯। ইদানীং নিজ চিরন্তন অভীষ্ট-সম্পূর্তিকারক শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি এবং তদীয় মাহাত্ম্যবিশেষ কীর্তনপূর্বক তৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন এবং তদুপযুক্ত প্রসঙ্গ উপন্যস্ত হইতেছে। তাহাই 'একদা' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। একদা সেই শ্রীউদ্ধব গৃহে সমাগত শ্রীনারদকে দর্শন করিলাম।

৫০। মুনীন্দ্রবেশ প্রভু-পার্ষদোত্তম,
স্বর্গাদিলোকেষু ভবন্তমীদৃশম্।
বৈকুণ্ঠলোকেঽত্র চ হন্ত সর্বতঃ,
পশ্যাম্যহো কৌতুকমাবৃণোতি মাম্॥

মূলানুবাদ

৫০। হে মুনীন্দ্রবেশ প্রভু পার্ষদোত্তম! স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ ও এই দ্বারকাদি ধামে সর্বত্র এই প্রকার বীণা-বাদনাদি দ্বারা আপনি শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। আপনার এতাদৃশ অভাবনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি এবং সেই রহস্য জানিবার জন্য আমার কৌতুক হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। তত্রাদৌ শ্রীনারদস্যৈব তস্য মাহাত্ম্যবিশেষাভিব্যঞ্জনায় তন্মুখেনৈব তত্তত্ত্বং নিরূপয়িতুং, কিংবা 'দৃশ্যমানস্য কৃষ্ণস্য পার্ষদানাং পদস্য চ। একত্বমপ্যনেকত্বং সত্যত্বঞ্চ সুসঙ্গতম॥' ইত্যনেন বৈকুণ্ঠে সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ নারদেনোক্তং পার্ষদাদীনাং তত্ত্বং শ্রীনারদসন্দর্শনজাত-হর্ষভরেণ পুনর্বিশেষতো বিস্তারেণ শ্রোতুং তৎপ্রশ্নং কুর্বন্নিবাহ—মুনীন্দ্রেতি, মুনীন্দ্রস্য নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণ ইব বেশা এব ন তু ভাবো মহিমা বা যস্য তস্য সম্বোধনম্। কুতঃ? প্রভোর্ভগবতঃ পার্ষদেষু উত্তম! শ্রেষ্ঠ! হন্ত হর্ষে ; ঈদৃশং যাদৃশোঽয়ং ভবান্ দৃশ্যতে, তাদৃশমেবেত্যর্থঃ। রূপনির্বিকারতাদিনা বীণাবাদনাদিকৌতুকাদিনা চ সর্বত্রৈকরূপত্বাত্তত্র দ্বারকায়াঞ্চেতি সর্বত্রৈব পশ্যামি। অহো আশ্চর্যে। অতো মাং কৌতুকং বিস্ময় আবৃণোতি ব্যাপ্নোতি, একস্যৈব সর্বত্রাপি দৃশ্যমানত্বাত্তত্রাপ্যেকরূপত্বাচ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। প্রথমতঃ শ্রীনারদের মাহাত্ম্যবিশেষ অভিব্যঞ্জনা নিমিত্ত তাঁহারই মুখে তদীয় তত্ত্ব নিরূপণ, কিংবা দৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পার্ষদবর্গের স্থিতিস্থান সমূহের একত্বেও বহুত্ব ও সত্যত্ব ইত্যাদি সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে। যাহা বৈকুণ্ঠে (এই শ্রীনারদ) বিবৃত করিয়াছিলেন, অধুনা সেই পার্ষদবর্গের তত্ত্ব বিশেষরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শ্রীনারদ দর্শনজাত-হর্ষভরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

'মুনীন্দ্রবেশ' ইত্যাদি। হে মুনীন্দ্রবেশ! আপনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেশমাত্র ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার তাদৃশ ভাব নাই। অর্থাৎ নামে মাত্র ব্রহ্মচারী, কিন্তু কার্যতঃ নহে। কি জন্য? আপনি প্রভুর পার্ষদ সকলের মধ্যে উত্তম! (শ্রেষ্ঠ!) অতএব হে প্রভু-পার্ষদোত্তম! ('হন্ত' শব্দ অতিশয় হর্ষে সমুদ্গত) কি আশ্চর্য! আপনাকে এখন যেরূপ দর্শন করিতেছি, সদা সর্বত্র এইরূপেই দর্শন করিয়াছি, সুতরাং এই রূপের নির্বিকারতা এবং বীণাবাদনাদি কৌতুকাদিরও সর্বত্র একরূপত্ব-হেতু আপনাকে স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠাদি লোকেও এই প্রকার বীণাবাদনাদি কৌতুক দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদনে তৎপর দেখিয়াছি। কি আশ্চর্য! অধুনা এই দ্বারকালোকেও অবিকল সেইরূপেই দর্শন করিতেছি। অহো! (আশ্চর্যে) এই অভাবনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতুক ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি এক হইয়াও কিরূপে সর্বত্র দৃশ্যমান হয়েন? আবার সদা সর্বদা একরূপই বর্তমান।

শ্রীনারদ উবাচ—

৫১। **গোপবালক এবাসি সত্যমদ্যাপি কৌতুকী।**
পূর্বমেব ময়োদ্দিষ্টমেতদস্তি ন কিং ত্বয়ি॥

মূলানুবাদ

৫১। শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপবালক! তুমি সত্যই গোপবালক, এখানে বাস করিয়াও অদ্যাপি গোপজাতি-সুলভ কৌতুক ত্যাগ করিতে পার নাই? আমি কি তোমায় পূর্বে এই রহস্য বিজ্ঞাপিত করি নাই?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫১। অদ্যাপি বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাবাসে বৃত্তেঽপি কৌতুকী লীলাবিশেষবান্ গোপবালক এক সত্যমসি। গোপবালকস্য সদা কৌতুকশীলত্বাৎ সিদ্ধান্তশ্রবণেন স্বানুভবেন চ বিজ্ঞাতেঽপার্থে সংশয়রূপ-কৌতুকবিশেষসম্ভবাৎ। ননু ন মম বিনোদ-বিশেষেণেদং কৌতুকং কিন্তজ্ঞানাদেবেতি চেত্তত্রাহ—পূর্বমিতি, পূর্বং শ্রীবৈকুণ্ঠ এতন্মাদৃশাং তত্ত্বং ময়া ত্বয়ি কিং নোদ্দিষ্টমস্তি? অপি তু সংক্ষেপেনোক্তমস্ত্যেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। শ্রীনারদ বলিলেন,—অদ্যাপি বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাবাসেও কৌতুকী লীলা-বিশেষবান? অর্থাৎ এখনও গোপজাতি-সুলভ কৌতুক ত্যাগ করিতে পার নাই? অতএব তুমি সত্য সত্যই গোপবালক। গোপবালকের স্বভাবসুলভ সদা কৌতুক-শীলত্বহেতু সিদ্ধান্ত শ্রবণে এবং নিজে সমস্ত অনুভব করিয়াও সংশয়রূপ কৌতুকবিশেষ ত্যাগ করিতে পার নাই। যদি বল, আমি অজ্ঞতাবশতঃই আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছি, কৌতুকবশতঃ নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন, হে গোপকুমার! ইতিপূর্বে শ্রীবৈকুণ্ঠে আমি কি তোমাকে এই রহস্য বলি নাই? স্মরণ কর। তথাপি তোমার কৌতুক নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে এই রহস্য ব্যক্ত করিতেছি।

সারশিক্ষা

৫১। শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তথাপি তাঁহার যে পূর্বজন্মে সাধকরূপে সাধনাদির কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীভগবানের ন্যায় স্বেচ্ছাবশতঃ অথবা লোক

সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাদের অংশাবতার দ্বারা সাধকজীবে আবেশহেতু তাঁহাদেরই আবির্ভাব সূচিত হইয়া থাকে। আবার সেই শ্রীনারদ যখন স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন উক্ত অংশ বা আবেশাবতারাদি তাঁহাতে প্রবেশ করেন। এজন্য কখন কখন অংশ ও অংশীতে অভিন্নরূপে শাস্ত্রাদির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীব্রহ্মার শাপে শ্রীনারদ গন্ধর্বলোকে জন্মগ্রহণ করেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীনারদ উপবর্হণ নামক গন্ধর্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণের শাপে দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরিশেষে শ্রীসনকাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়া সাধনক্রমে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ শ্রীনারদত্বরূপ পার্ষদদেহ লাভ করেন।

আবার শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিত আছে—কোন কোন কল্পে কোনও যোগ্য জীব নারদত্ব লাভ করেন এবং তৎ কল্পীয় শ্রীনারদ শ্রীভগবানের আবেশাবতাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই আবেশাবতার শ্রীনারদের কথাই বর্ণিত হইয়াছে এবং এই শ্রীনারদেরই শাপপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত ও সিদ্ধিপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দাসীপুত্র শ্রীনারদই শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ শ্রীনারদের সহিত ঐক্য বা সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির প্রথমে শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরগণের অংশ বা আবেশ-অবতারাদি লীলায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন, পরন্তু নিত্য সিদ্ধ পার্ষদবৃন্দের লীলা প্রভৃতি সমস্তই নিত্যরূপে বিরাজিত। কেবলমাত্র আবির্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি কল্পে কল্পে নূতন বলিয়া বোধ হয়।

৫২। যথা হি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ।
বহুস্থানেষু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্॥

মূলানুবাদ

৫২। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে এক মূর্তিতে বিরাজিত হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সেবক আমরাও বহুস্থানে বহু মূর্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫২। তদেবাহ—যথেতি ত্রিভিঃ। তথা বয়মপি প্রত্যেকং বহুমূর্তিভির্বহুস্থানেষু বর্তামহে, যতস্তৎসেবকাঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। তাহাই 'যথা হি' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—তথা আমরাও প্রত্যেকেই বহুস্থানে বহুমূর্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি। যেহেতু, আমরা তাঁহার সেবক।

৫৩। শ্রীসুপর্ণাদয়ঃ সর্বে শ্রীমদ্ধনূমদাদয়ঃ।
উদ্ধবোঽপি তথৈবায়ং তাদৃশা যাদবাদয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৫৩। এই প্রকার শ্রীগরুড়, শ্রীহনুমান ও শ্রীউদ্ধবাদি যাদববর্গ সকলেই এক হইয়াও সেবার জন্য বহুস্থানে বহু মূর্তিতে একই সময়ে বিরাজমান রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। তানেব নির্দিশতি—শ্রীসুপর্ণেতি। আদি-শব্দেন শেষাদয়ঃ ; এতে বৈকুণ্ঠনাথস্য পার্ষদাঃ। শ্রীমন্তো হনূমদাদয়শ্চ শ্রীরঘুনাথস্য ; আদি-শব্দেন জাম্ববদাদয়ঃ। অতঃ শ্রীহনূমতো ভূমৌ কিম্পুরুষবর্ষে নিত্যং স্থিতিস্তথা শ্রীরামচন্দ্রকীর্তিকথনস্থানাদৌ, অত্র শ্রীবৈকুণ্ঠাযোধ্যায়ামপি সঙ্গচ্ছতে। উদ্ধবাদয়শ্চ, শ্রীদ্বারকানাথস্য, অয়ং সাক্ষাদ্বর্তমানঃ সামান্যরূপেণ দৃশ্যমান ইতি বা। তথা তাদৃশ এব যাদবাদয়শ্চ তাদৃশাঃ শ্রীভগবৎসদৃশা এব ; আদি-শব্দেন পাণ্ডবাদয়ঃ। শ্রীগোলোকবাসিনোঽপ্যেতে নৈবোদ্দিষ্টাঃ স্ফুটঞ্চ ন নির্দিষ্টাঃ, পরমগোপ্যত্বেনেদানীং তৎপ্রসঙ্গাযোগ্যত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্দেশ করিতেছেন। যথা, 'শ্রীসুপর্ণা' ইত্যাদি। আদি-শব্দে শেষ প্রভৃতি পার্ষদগণ। 'এতে'—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদসকল। 'শ্রীমন্তো'—শ্রীরঘুনাথের শ্রীহনুমৎ এবং আদি-শব্দে শ্রীজাম্ববান প্রভৃতি। অতএব শ্রীহনুমান কিম্পুরুষবর্ষে নিত্য অবস্থান করিয়াও যে যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি-বর্ণন হয়, সেই সেই স্থানেও নিত্য অবস্থান করেন। সেইরূপ শ্রীদ্বারকানাথের এই শ্রীমান্ উদ্ধবাদি (আদি-শব্দে পাণ্ডবাদি) যাদববৃন্দও ইঁহারা সকলেই তাদৃশ অর্থাৎ শ্রীভগবানের ন্যায় এক হইয়াও বহুস্থানে বহুমূর্তিতে বিরাজ করেন। এই শ্রীউদ্ধব সাক্ষাৎ বর্তমান বলিয়া সামান্যরূপে দৃশ্যমান, তাদৃশ যাদববৃন্দ ও পাণ্ডবাদি পার্ষদগণও সেইভাবেই এখানে বিরাজ করেন। শ্রীগোলোকবাসীর তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখ করিলেন না। অর্থাৎ স্পষ্টরূপে নির্দেশ না করিয়া উপলক্ষণে ব্যক্ত করিলেন। কারণ, সেই শ্রীগোলকতত্ত্ব গোপ্য হইতেও পরম গোপ্য বলিয়া সেই প্রসঙ্গ স্ফুটরূপে ব্যক্ত করিলেন না।

৫৪। **সর্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ,**
সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ।
প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তো-
ঽপ্যৈকং ভজানো ভগবান্ যথাসৌ॥

মূলানুবাদ

৫৪। আমরা সকলেই শ্রীপ্রভুর নিত্য পার্ষদ এবং সর্বদা তাঁহার সেবাতৎপর। প্রভু যখন যে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, আমরাও তদনুসারে অর্থাৎ প্রভুর ক্রীড়নক-অনুরূপ হইয়া থাকি। এই জন্যই আমরা ভগবানের ন্যায় একরূপ হইয়াও বহুরূপ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৪। তস্য ভগবতঃ পার্ষদাঃ সর্বেঽপ্যেতে বয়ং নিত্যং প্রত্যেকং বহুরূপ-বন্তোঽপি ঐক্যং ভজামঃ, একরূপা এবেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অসৌ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথেতি। অত্র যুক্তিস্তু প্রাগুক্তৈব। বহুলরূপত্বে হেতুঃ—সেবাপরাঃ সতত-তদীয়ভজনপরায়ণাঃ, অতএব ক্রীড়নকানি ক্রীড়াসাধনানি ; যদ্বা, ক্রীড়নং ক্রীড়া তদ্রূপং যৎ কং সুখং তদনুরূপাঃ ; অতস্তস্য বহুরূপত্বেনাস্মাকমপি বহুল-রূপত্বমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। এবমহমেক এব ভগবৎসেবার্থং তত্র তত্রানেকরূপঃ সন্ বর্তে। ইত্যতো মা বিস্ময়ং কার্ষীরিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। পরন্তু আমরা সকলেই সেই শ্রীভগবানের পার্ষদ বলিয়া আমরাও শ্রীভগবানের ন্যায় প্রত্যেকেই নিত্য বহুরূপ হইয়াও একরূপ এবং সর্বদা তাঁহার ভজন-তৎপর। তাহার দৃষ্টান্ত—এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন যেরূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তদনুসারে তদনুরূপ ক্রীড়নক হইয়া থাকি। এ বিষয়ে যুক্তি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বহুল রূপত্বের হেতু এই যে, আমরা সতত তদীয় ভজনপরায়ণ বলিয়া তাঁহার ক্রীড়নক অর্থাৎ ক্রীড়াসাধনযোগ্যস্বরূপ হইয়া থাকি। যেহেতু, বহুরূপত্ব ব্যতীত বহুল ক্রীড়া নিষ্পন্ন হয় না। অথবা ক্রীড়ানক-সুখ যেরূপ হয়, তদ্রূপ (সুখ-অনুরূপ) হইয়া থাকি। সেইজন্য প্রভু যেরূপ বহুমূর্তি প্রকটন করেন, আমরা সেবক বলিয়া তদনুরূপ সেবা নিষ্পাদন জন্য সেই সেই স্থানে সেই

সেই সেবার জন্য বহুমূর্তি আবিষ্কার করিয়া থাকি। অতএব তোমার বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে।

সারশিক্ষা

৫৪। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিভু বলিয়া মূল রূপের সহিত প্রকাশিত রূপের যেমন কোন পার্থক্য থাকে না সুতরাং সকল প্রকাশিত-রূপও মূলস্বরূপ, এই প্রকার তাঁহার পার্ষদগণেরও আবির্ভূত রূপের সহিত মূলস্বরূপের কোন পার্থক্য থাকে না, কিন্তু সেই সকল প্রকাশরূপের পৃথক পৃথক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

যদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণ বিভু বলিয়া সর্বত্র তাঁহার একরূপ প্রকাশই সম্ভব, অর্থাৎ সেই প্রকাশসমূহে কোন পার্থক্য থাকা সম্ভব নহে, তথাপি তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশে যুগপৎ বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশও পরম সত্য। শ্রীকৃষ্ণ এক বিগ্রহে যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়, তাঁহার প্রকাশরূপও তদ্রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়। এজন্য আবির্ভূত প্রকাশমূর্তির সহিত মূলস্বরূপগত ক্রিয়াসমূহের কোন বিরোধ ঘটে না। এই প্রকার প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানত্ব-হেতু লীলারস পোষণের জন্য সেই প্রকাশসমূহে অভিমান-ভদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায় অবস্থাটিও স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন। সেই প্রকার তাঁহার পরিকরগণও (তাঁহার স্বরূপশক্তি বলিয়া) নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকটনে সমর্থ। আবার প্রকাশ-ভেদে ভাব-ভেদ অভিমান-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকাশ-ভেদ-হেতু অভিমান-ভেদ হইতে ক্রিয়া-ভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে।

৫৫। নানাবিধাস্তস্য পরিচ্ছদা যে, নামানি লীলাঃ প্রিয়ভূময়শ্চ।
নিত্যানি সত্যান্যখিলানি তদ্বদ্বেকান্যনেকান্যপি তানি বিদ্ধি॥

মূলানুবাদ

৫৫। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ পরিচ্ছদ, নাম, লীলা ও প্রিয়ভূমি সকল এক হইয়াও বহুরূপ ; অতএব ইঁহারা সকলেই নিত্য সত্য। অর্থাৎ ইঁহারা নানা-প্রকারে নানারূপে প্রতীত হইলেও একরূপ বলিয়া ধারণা কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। প্রসঙ্গাদন্যান্যপ্যতিদিশতি—নানেতি। পরিচ্ছদাঃ কৌস্তুভসুদর্শনাদয়ঃ, লীলা আচরিতানি, প্রিয়ভূময়ঃ শ্রীমথুরাদ্যাঃ। ভূমি-শব্দেনাত্র স্থানমাত্রমভিধীয়তে ; অতো বৈকুণ্ঠদায়শ্চ গ্রাহ্যাঃ। তানি পরিচ্ছদাদীনি, অখিলান্যপি নিত্যানি সত্যানি চ। তথা অনেকান্যপ্যনেকান্যেব তদ্বদ্‌ভগবন্তমিব বিদ্ধি প্রতীহি, সর্বেষামেব তেষাং সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য লীলাস্পদ দ্রব্যাদির বর্ণনা করিতেছেন। কৌস্তুভ সুদর্শনাদি নানাবিধ পরিচ্ছদ এবং আচরিত-লীলাসমূহ, নানাবিধ নাম, শ্রীমথুরা প্রভৃতি প্রিয়ভূমি। এখানে প্রিয়ভূমি বলিতে প্রত্যেক ভগবদ্-লীলাস্থান, অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামও গ্রহণীয়। ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের মত নিত্য সত্য। অতএব ইঁহাদিগকে অনেকরূপে দেখিলেও একরূপ বলিয়া জানিবে। যেহেতু, ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দময়।

৫৬। আশ্চর্যমেতত্ত্বমপীদৃগেব সন্, পূর্ব-স্বভাবং তনুষেঽত্র লীলয়া।
পরং মহাশ্চর্যমিহাপি লক্ষ্যসেঽতৃপ্তার্তচেতা ইব সর্বদা ময়া॥

মূলানুবাদ

৫৬। হে গোপকুমার! তুমিও আমাদের ন্যায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠবাস প্রাপ্ত হইয়াছ ; তথাপি পূর্ব স্বভাবানুরূপ লীলারস বিস্তার করিতেছ, ইহাতেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আরও এক পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, তুমি এই দ্বারকাতে অবস্থান করিয়াও সর্বদা অতৃপ্ত ও আর্তের ন্যায় অবলোকিত হইতেছ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৬। ত্বমপীদৃক্-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদিনা অস্মাভিঃ সদৃশ এব সন্ শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তেঃ পূর্বস্বভাবং কৌতুকিগোপবালক-প্রকৃতিমত্র বৈকুণ্ঠদ্বারকায়ামপি লীলয়া বিনোদনে যত্তনুষে বিস্তারয়সি, সর্বথা জ্ঞায়মানেঽপ্যর্থে অজ্ঞানাদিব কৌতুক-ভরোক্তেঃ। এতদেবাশ্চর্যং মম কৌতুকমিত্যর্থঃ। পরমন্যচ্চ মহদাশ্চর্যম্, তদেবাহ— অতৃপ্তমপরিপূর্ণম্ আর্তং দুঃখিতমুদ্বিগ্নং বা চেতো যস্য স ইব ইহ শ্রীবৈকুণ্ঠ-দ্বারকায়ামপি সর্বদা ময়া ত্বং লক্ষ্যসে, তত্তদ্বোধক-চিন্তাধোমুখতা-শূন্যদৃষ্ট্যাদি-লক্ষণৈর্জ্ঞায়সে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬। হে গোপকুমার! তুমিও আমাদের সদৃশ বৈকুণ্ঠবাস প্রাপ্ত-হেতু সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, তথাপি তোমার পূর্ব স্বভাব কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাস হইল না? এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকায়ও কৌতুকী গোপবালক-স্বভাব-সুলভ লীলাকৌতুক বিস্তার করিতেছ? সর্বভাবে জ্ঞাত তত্ত্বেও অজ্ঞাতের ন্যায় প্রশ্ন করিতেছ? ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আরও একটি পরমাশ্চর্যের কারণ এই যে, তুমি এই বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাতে অবস্থান করিয়াও সর্বদা অতৃপ্ত ও দুঃখিতের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছ। তোমার চিন্তাক্লিষ্ট অধোমুখ, শূন্যদৃষ্টি ইত্যাদি সেই ভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৫৭। **ময়া সপাদগ্রহমেষ নত্বা, সদৈন্যমুক্তো ভগবংস্ত্বমেব।**
জানাসি তৎ সর্বমিতীদমাহ, স্মিত্বা নিরীক্ষ্যাননমুদ্ধবস্য॥

মূলানুবাদ

৫৭। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অতঃপর আমি শ্রীনারদের পদযুগল ধারণ করিয়া দৈন্যের সহিত নিবেদন করিলাম, হে ভগবন্! আমি কি বলিব, আপনি সমস্তই অবগত আছেন। মুনিবর আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীউদ্ধবের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৭। ভগবন্ হে শ্রীনারদ! তৎ সর্বং মন্মনোঽতৃপ্ত্যাদিকং তৎকারণঞ্চাশেষং ত্বমেব জানাসি। তৎ কিমহং বদামীত্যেতন্ময়োক্তঃ সন্। কিং কৃত্বা? সদৈন্যং দীনতাসহিতং যথা স্যাত্তথা, সপাদগ্রহং তদীয়পাদৌ গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নত্বা নমস্কৃত্য এষ নারদঃ স্মিত্বা পরমদুর্লভার্থ-বিষয়কাগ্রহভরালোচনেন কৌতুকাদীষদ্ধসিত্বা ইদং বক্ষ্যমাণমাহ—কিং কৃত্বা? উদ্ধবস্য তত্রৈবোপবিষ্টস্য মুখং নিরীক্ষ্য সাক্ষিত্বেনে-বোচ্যমানার্থস্য পরমসত্যতা-বোধনায় তদপেক্ষয়া শীঘ্রমস্মদভীষ্টসিদ্ধয়ে শ্রীমদুদ্ধব-সম্বোধনেনোক্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। হে ভগবন্ শ্রীনারদ! আমি কি বলিব, আপনি আমার মনের অতৃপ্তির হেতু সমস্তই অবগত আছেন। কি প্রকারে বলিলেন? শ্রীনারদের পদযুগল ধারণ করিয়া অত্যন্ত দীনতার সহিত বলিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ ঈষৎ হাস্য করিলেন। হাস্যের কারণ এই যে, বালকের দুর্লভ পরমার্থবিষয়ে অত্যাগ্রহ, ইহা আলোচনা করিয়া কৌতুকবশতঃ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। কি প্রকারে বলিলেন? তথায় উপবিষ্ট শ্রীউদ্ধবের মুখের প্রতি ঈষৎ হাস্যপূর্বক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শ্রীউদ্ধবের প্রতি দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য এই যে, তিনি যাহা বলিবেন, সেই পরমার্থের সত্যতা বিষয়ে এবং তাহাতেই শ্রীগোপকুমারের সিদ্ধিলাভ হইবে। এজন্য শ্রীউদ্ধবকে সাক্ষীরূপে স্থাপন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৫৮। উদ্ধবায়মহো গোপ-পুত্রো গোবর্ধনোদ্ভবঃ।
মাদৃশাং ত্বাদৃশানাঞ্চ মৃগ্যন্ বস্তু সুদুর্লভম্॥

৫৯। ইতস্ততো ভ্রমন্ ব্যগ্রঃ কদাচিদপি কুত্রচিৎ।
নাতিক্রামতি চিত্তান্তর্লগ্নং তং শোকমার্ত্তিদম্॥

মূলানুবাদ

৫৮-৫৯। শ্রীনারদ বলিলেন,—হে উদ্ধব! কি আশ্চর্য, এই গোপপুত্র গোবর্ধনবাসী বলিয়া আমাদেরও সুদুর্লভ এমনকি তোমাদেরও দুর্লভ কোন বস্তু বাঞ্ছা করিতেছে ; আর সেই বস্তুর অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি চিত্তের পীড়াদায়ক শোকার্তি পরিহার করিতে পারিতেছে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮-৫৯। অহো বিস্ময়ে খেদে বা। ভো উদ্ধব! অয়ং ত্বদ্‌গৃহাশ্রিতো গোপপুত্র ব্যগ্রো ব্যাকুলঃ সন্ ইতস্ততঃ প্রপঞ্চেষু প্রপঞ্চাতীতেষু চ সর্বত্র ভ্রমন্নপি তমনির্বাচ্যং চিত্তস্যান্তর্লগ্নম্, আর্তিদং পীড়াকরং, শোকং কদাচিদপি কুত্রচিদপি নাতিক্রামতি পরিহর্তুং ন শক্নোতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কুতঃ? মাদৃশাং ভক্তানাং ত্বাদৃশাঞ্চ সুহৃদাং সুদুর্লভং পরমাপ্রাপ্যং বস্তু অর্থন্ মৃগ্যন অন্বিষ্যন্। তত্র হেতুঃ—গোবর্ধনোদ্ভব ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮-৫৯। অহো! বিস্ময়ে বা খেদে। হে উদ্ধব! কি আশ্চর্য! তোমার গৃহাশ্রিত এই গোপবালক ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। এমনকি প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি সেই অনির্বাচ্য চিত্তসংলগ্ন পীড়াকর শোক পরিহার করিতে সমর্থ হইতেছে না। যদি বল, মাদৃশ ভক্তগণেরও দুর্লভ বস্তুর অন্বেষণে ইহার প্রবৃত্তি কিরূপে হইল? তাহার হেতু এই যে, এই গোপবালক গোবর্ধনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৬০। তদেনং বত তত্রত্য-লোকানুগ্রহকাতরঃ।
ভবানপি ন পার্শ্বস্থং প্রতিবোধয়তি ক্ষণম্॥

৬১। পদং দূরতরং তদ্বৈ তৎসুখানুভবস্তথা।
তৎসাধনমপি প্রার্থ্যমস্মাকমপি দুর্ঘটম্॥

মূলানুবাদ

৬০। কি দুঃখের কথা! তুমি ব্রজবাসীদিগের দুঃখে কাতরস্বভাব হইয়াও কিজন্য তোমার পার্শ্বস্থিত এই গোপবালককে ক্ষণকালের জন্যও প্রবোধিত করিতেছ না?

৬১। এই গোপবালক যে পদ প্রার্থনা করিতেছে, সেই গোলোকপদ প্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহার সাধনমাত্র প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু উহা আমাদেরও দুর্ঘট।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬০। তত্তস্মাদ্বত খেদে। এনং গোপপুত্রং তত্রত্যেষু শ্রীমাথুরব্রজভবেষু লোকেষু অনুগ্রহেণ কাতরো ব্যগ্রঃ॥

৬১। কিন্তদাহ—পদমিতি। তৎ শ্রীগোলোকাখ্যং স্থানং দূরতরং শ্রীবৈকুণ্ঠাদপি দুর্লভত্বেন পরমোচ্চত্বাৎ ; অতএব দুর্ঘটং দুঃসাধ্যমিত্যর্থঃ। তথেতি সমুচ্চয়ে। তস্য পদস্য যৎ সুখং তল্লোকনাথ শ্রীনন্দনন্দন-সন্দর্শনসহবিহারাদিরূপং তস্যানুভবশ্চ প্রাপ্তিদুর্ঘটঃ, তস্য সুখস্য পদস্য বা সাধনমপি দুর্ঘটম্ ; যতোঽস্মাকং নিত্যপার্ষদতাদি-মতামপি প্রার্থ্যম্! যদ্বা দুর্ঘটমিত্যস্যাপ্যত্রৈব সম্বন্ধঃ। ততশ্চ দূরতরমিতি, পরমদুর্লভ-মিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। তদ্ শব্দ খেদে, এনং—এই গোপবালককে ; তত্রত্যলোকানুগ্রহকাতরঃ—শ্রীমাথুর-ব্রজবাসীলোকের দুঃখে কাতরস্বভাব।

৬১। কিন্তু সেই শ্রীগোলোকাখ্য স্থান এই শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতেও পরমোচ্চ, অতএব তাহার সন্দর্শন দুর্ঘট। আর সেই শ্রীগোলোকাখ্যপদের যে সুখ বা গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দনের সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত বিহার ইত্যাদিরূপ মাধুর্যানুভবও সুদুর্ঘট। এমনকি সেই পদের সুখানুভবের সাধনও দুর্ঘট। অধিক কি বলিব, আমরা যে নিত্য পার্ষদ, আমাদের পক্ষেও উক্ত সুখানুভবের সাধন প্রার্থনীয়, সুতরাং অন্যের পক্ষে যে পরম দুর্লভ, তাহা আর কি বলিতে হইবে?

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

৬২। ব্রজভূমাবয়ং জাতস্তস্যাং গোপত্বমাচরৎ।
গোপালোপাসনানিষ্ঠো বিশিষ্টোঽস্মন্মহাশয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৬২। শ্রীমন্ উদ্ধব বলিলেন, ইঁহার ব্রজভূমিতে জন্ম, তথায় গোপজাতিসুলভ গোপালনে নিরত, বিশেষতঃ গোপাল-উপাসনানিষ্ঠ বলিয়া এই মহাশয় আমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। অপি-শব্দেন সূচিতং তেভ্যোঽন্যস্য ন্যূনত্বমসহমান উদ্ধবস্তদীয়াভীষ্ট-সিদ্ধয়ে নারদহর্ষার্থমেবাহ—ব্রজেতি। অয়ং গোপপুত্রঃ অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশা-দ্বিশিষ্ট উৎকৃষ্টঃ। তত্র হেতবঃ—তস্যাং ব্রজভূমৌ জাতঃ, গোপত্বং গোপালনাদিকঞ্চ তস্যামাচরৎ অকরোৎ। কিঞ্চ, শ্রীমদনগোপালদৈবত্যদশাক্ষরমন্ত্রবরজপাদিনা তদুপাসনায়াং নিষ্ঠা তস্য সঃ, তত্রাপি মহাশয়ঃ, তদেকাপেক্ষয়া তত্র তত্রাপ্যতৃপ্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। (পূর্বশ্লোকে) অপি-শব্দে সূচিত 'অন্যের পরম দুর্লভ'—এই প্রকার ন্যূনত্বব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এবং শ্রীনারদের হর্ষ বর্ধনের জন্য বলিলেন, 'ব্রজভূমৌ' ইত্যাদি। এই গোপকুমার আমাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, তাহার হেতু এই যে, ইনি ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর তথায় গোপজাতির আচরণ-সুলভ গোপালনাদি করিতেন। আরও বলি, শ্রীমদনগোপালদেবের দশাক্ষর মন্ত্রবর জপাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনায় নিষ্ঠাও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি এই মহাশয় তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত মহা মহা ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া সর্বদা অতৃপ্তের ন্যায় কালযাপন করিতেছেন।

৬৩। সোৎসাহমাহ তং হর্ষাত্তচ্ছ্রুত্বাশ্লিষ্য নারদঃ।
যথায়ং লভতেঽভীষ্টং তথোপাদিশ সত্বরম্॥

মূলানুবাদ

৬৩। শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবের এই কথা শুনিয়া হর্ষভরে আলিঙ্গন করিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন, হে উদ্ধব! এই গোপকুমার যাহাতে সত্বর অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে, তুমি সেইরূপ উপদেশ কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৩। তদুদ্ধব-বাক্যং শ্রুত্বা হর্ষাত্তমুদ্ধবং নারদ আহ। কীদৃশম্? সোৎসাহং গোপপুত্রাভীষ্টসিদ্ধয়ে পরমৌৎসুক্যযুক্তম্ ; ক্রিয়াবিশেষণং বা, উক্তিপরিপাট্যোৎসাহলক্ষণাৎ। এবমেতদর্থমেব প্রাক্ তথোক্তমিত্যুহ্যম্। কিন্তদাহ—যথেতি। অয়ং গোপপুত্রঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে বলিলেন। কি প্রকারে? উৎসাহের সহিত শ্রীউদ্ধবকে আলিঙ্গনপূর্বক এবং এই গোপকুমারের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে পরম ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া কিংবা ক্রিয়াবিশেষণ হইলে উৎসাহলক্ষণ বচনপরিপাটি সহকারে বলিলেন, তুমি সেইরূপভাবে সত্বর উপদেশ কর।

৬৪। অব্রবীদুদ্ধবো জাত্যা ক্ষত্রিয়োঽহং মহামুনে।
উপদেশপ্রদানে তন্নাধিকারী ত্বয়ি স্থিতে॥

৬৫। নারদো নিতরামুচ্চৈর্বিহস্যাবদদুদ্ধবম্।
ন বৈকুণ্ঠেঽপ্যপেতাস্মিন্ ক্ষত্রিয়ত্বমতিস্তব॥

মূলানুবাদ

৬৪। শ্রীউদ্ধব বলিলেন, হে মহামুনে! আমি জাতি-স্বভাববশে ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গের গুরু আপনি উপস্থিত থাকিতে আমার উপদেশ করিবার অধিকার নাই।

৬৫। শ্রীনারদ অতি উচ্চহাস্য করিয়া শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন, এই বৈকুণ্ঠেও তোমার ক্ষত্রিয়ত্বমতি অপগত হইল না?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৪। জাত্যা জন্মনা স্বভাবেনৈব বা ; তত্তস্মাৎ নন্বন্যস্য 'ক্ষত্রিয়স্যাপ্রতিগ্রহঃ' ইত্যেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্ত্যা প্রতিগ্রহমাত্রবর্জনাদুপদেশেঽধিকারোঽস্তি। তত্রাহ—ত্বয়ি ভক্তিমার্গাদিগুরৌ স্থিতে সাক্ষাদ্‌বর্তমানে সতি॥

৬৫। মর্ত্যলোকে ভারতবর্ষান্তরেব জাত্যাদিবিচারঃ, বৈকুণ্ঠে তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ স ন সম্ভবেদেব। তথাপীত্যপি শব্দার্থঃ। ক্ষত্রিয়োঽহমিতি জ্ঞানং তব নাপেতা নাপযাতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। জাতি-স্বভাবে আমি ক্ষত্রিয় অতএব আমার বলিবার অধিকার নাই। যদি বলেন, 'ক্ষত্রিয়ের অপরিগ্রহ' একাদশস্কন্ধের এই ভগবদুক্তি অনুসারে ক্ষত্রিয় যদি প্রতিগ্রহ বর্জন করে, তবে তাহার উপদেশ করিবার অধিকার জন্মে। তথাপি ভক্তিমার্গের গুরু আপনি উপস্থিত থাকিতে আমার বলিবার অধিকার নাই।

৬৫। মর্ত্যলোক ভারতবর্ষের মধ্যেই জাত্যাদি বিচার সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এই বৈকুণ্ঠলোকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বহেতু জাতি বিচার সম্ভব হইতে পারে না। তথাপি তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব বুদ্ধি অপগত হইল না?

৬৬। উদ্ধবঃ সস্মিতং প্রাহ কিং ব্রূয়াং সা ন মাদৃশাম্।
অপেতেতি কিলাস্মাকং প্রভোরপ্যপযাতি ন॥

৬৭। যথা তত্র তথাত্রাপি সদ্ধর্মপরিপালনম্।
গার্হস্থ্যারিজয়জ্যেষ্ঠ-বিপ্রসম্মাননাদিকম্॥

মূলানুবাদ

৬৬। শ্রীউদ্ধব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমাদের কথা কি বলিব, আমাদের প্রভুরও ক্ষত্রিয়ত্ব অভিমান দূর হইল না।

৬৭। ভৌম দ্বারকার মতই এখানেও ইনি সদ্ধর্ম পরিপালন, তথা গার্হস্থ্য-আচরণ, শত্রুজয়, জ্যেষ্ঠ ও বিপ্রগণের সম্মানন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬। সা ক্ষত্রিয়ত্বমতির্মাদৃশাং নাপেতা নাপগতেতি কিং ব্রূয়াম্? কিলেতি বিস্ময়ে নিশ্চয়ে বা ; অস্মাকং প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্যাপি সা নাপযাতি॥

৬৭। তল্লক্ষণমেবাহ—যথেতি। তত্র ভৌমদ্বারকায়াঃ, সতাং ধর্ম আচারঃ তস্য পরিপালনম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়তি—গার্হস্থ্যং গৃহস্থানুরূপব্যবহারঃ, অরিজয়ঃ যুদ্ধ-কৌতুকাদিনা শত্রুনির্জয়ঃ, জ্যেষ্ঠানাং শ্রীবলরামাদীনাং, গুরূণাং বিপ্রাণাঞ্চ সমাধানং তদাদিকং বর্তত ইতি শেষঃ। নাপযাতীত্যনেনৈবান্বয়ো বা। আদি-শব্দেন দশম-স্কন্ধোক্তং ব্রাহ্ম্যমুহূর্তোত্থানাদিরূপাহ্নিকাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। সত্যই, এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ত্ববুদ্ধি অপগত হয় নাই, আমাদের কথা আর কি বলিব, আমাদের প্রভু এই শ্রীকৃষ্ণদেবেরও ক্ষত্রিয়ত্ববুদ্ধি অন্তর্হিত হয় নাই।

৬৭। তল্লক্ষণ বলিতেছেন, ভৌম-দ্বারকার ন্যায় এই বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাতেও ইনি সদ্ধর্মের পরিপালন, গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার, যুদ্ধকৌতুকাদি দ্বারা শত্রুনির্জয়, জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবাদি এবং গুরু ও ব্রাহ্মণগণের সম্মানন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আদি-শব্দে দশমস্কন্ধোক্ত ব্রাহ্মমুহূর্তে উত্থানাদিরূপ আহ্নিক কৃত্যাদি।

৬৮। **তদুক্ত্যা নারদো হর্ষ-ভরাক্রান্তমনা হসন্।**
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য চাক্রোশন্নিদমাহ সুবিস্মিতঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

৬৯। **অহো ভগবতো লীলা-মাধুর্য্যমহিমাদ্ভুতঃ।**
তদেকনিষ্ঠাগাম্ভীর্যং সেবকানাঞ্চ তাদৃশম্॥

মূলানুবাদ

৬৮। শ্রীউদ্ধবের কথা শুনিয়া শ্রীনারদ প্রেমোন্মত্ত হইয়া হাস্যপূর্বক কুর্দন করিতে করিতে বিস্ময়ের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

৬৯। শ্রীনারদ বলিলেন, অহো! শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য-মহিমা যেমন অদ্ভুত, তাঁহার সেবকসকলের তদেকনিষ্ঠার গাম্ভীর্যও তেমনই অদ্ভুত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৮। তয়া উদ্ধবোক্ত্যা হেতুনা। হর্ষভরেণ আক্রান্তং মনো যস্য সঃ। অতএব হসন্ সন্ উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য মুহুঃ কুর্দিত্বা, আক্রোশংশ্চ উচ্চৈঃ শব্দং কুর্বন, সুবিস্মিতঃ পরমাশ্চর্যানুসন্ধানেন পরমবিস্মিতঃ সন্, ইদং বক্ষ্যমাণমাহ॥

৬৯। তদেবাহ—অহো ইত্যষ্টভিঃ। লীলায়া মাধুর্যস্য মহিমাদ্ভুতঃ আশ্চর্যরূপঃ, সেবকানাঞ্চ তস্মিন্নেবৈকস্মিন্নিষ্ঠায়া গাম্ভীর্যং তাদৃশম্ অদ্ভুতমেব ভগবদনুরূপমেবেতি বা, সদা তত্তল্লীলৈকানুসারিত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। শ্রীউদ্ধবের কথা শুনিয়া হর্ষভরে আক্রান্ত-মানস যাঁহার, সেই শ্রীনারদ হাস্যপূর্বক পুনঃ পুনঃ কুর্দন করিতে লাগিলেন এবং পরমাশ্চর্যান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন—

৬৯। তাহাই 'অহো' ইত্যাদি আটটি শ্লোকে বলিতেছেন। অহো! ভগবানের লীলামাধুর্যমহিমা যাদৃশ অদ্ভুত আশ্চর্যরূপ, তাঁহার সেবকগণেরও তদেকনিষ্ঠার গাম্ভীর্যও তাদৃশ অদ্ভুত আশ্চর্যজনক। অর্থাৎ ভগবদনুরূপ কিংবা সর্বদা তাঁহার লীলানুসারি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারসমূহ।

৭০। **অহো অলং কৌতুকমেতদীক্ষ্যতে,**
যথৈষ বিক্রীড়তি মর্ত্যলোকগঃ।
তথৈব বৈকুণ্ঠপদোপরি স্থিতো,
নিজপ্রিয়াণাং পরিতোষহেতবে॥

৭১। **যল্লীলানুভবেনায়ং ভ্রমঃ স্যান্মাদৃশামপি।**
বৈকুণ্ঠদ্বারকায়াং কিং মর্ত্যে বর্তামহেঽথবা॥

মূলানুবাদ

৭০। অহো! আমি বড়ই কৌতুক দেখিতেছি যে এই প্রভু মর্ত্যলোকে যেরূপ ক্রীড়া করেন, বৈকুণ্ঠপদের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত এই দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিয়াও নিজপ্রিয় ভক্তসকলের পরিতোষের নিমিত্ত সেইরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন।

৭১। যে লীলা অনুভব করিয়া আমাদের মত সর্বজ্ঞগণেরও ভ্রম হইতেছে। বলিতে কি, আমরা কোন্ দ্বারকায় অবস্থান করিতেছি? অর্থাৎ ভৌমদ্বারকায় অবস্থান করিতেছি, অথবা বৈকুণ্ঠ-দ্বারকায় অবস্থান করিতেছি? এইপ্রকার নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০। তদেব বিবৃণোতি—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। এষ ভগবান্ মর্ত্যলোকং গতঃ সন্ যথা ক্রীড়তি, বৈকুণ্ঠপদোপরি তদ্দ্বারকায়াং স্থিতো বর্তমানোঽপি তথৈব ক্রীড়তি। নিজপ্রিয়াণাং পরমৈকান্তিনাম্, অন্যথা তদেকনিষ্ঠাতিশয়প্রাপ্তানাং মনঃ-পরিতর্পক-সুখানুদয়াৎ॥

৭১। যস্য ভগবতঃ, যস্যা লীলয়া বা অনুভবেন ; মাদৃশাং সর্বজ্ঞপ্রবরাণামপি। কঃ? বৈকুণ্ঠলোকে যা দ্বারকা, তস্যাং কিং বর্তামহে? অথবা মর্ত্যলোকে যা দ্বারকা, তস্যাং কিং বর্তামহ ইত্যেবম্ এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। তাহাই বিবৃত হইতেছে। এই ভগবান মর্ত্যলোকে গমন করিয়া যাদৃশ ক্রীড়া করেন, বৈকুণ্ঠোপরি এই দ্বারকায় অবস্থিত হইয়াও সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যেহেতু, তাঁহার নিজ প্রিয় পরমৈকান্তিক সেবকগণের তাদৃশী লীলায় একনিষ্ঠতা এবং সেই নিষ্ঠার গাম্ভীর্যই এই প্রকার যে, সেই ভক্তজন-ভক্তিরস-বিভাবিত শ্রীভগবানের পরম স্বতন্ত্রতা সর্বদা ভক্তভাবানুবর্তি হইয়া থাকে। অন্যথা তদেকনিষ্ঠাতিশয়প্রাপ্ত সেবকগণের পরিতোষ হয় না।

৭১। শ্রীভগবানের যে লীলা অনুভব করিয়া আমাদের মত সর্বজ্ঞশিরোমণি-গণেরও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভ্রম কি প্রকার? আমরা কি বৈকুণ্ঠস্থ দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি? অথবা মর্ত্য-দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি?

সারশিক্ষা

৭০। তাৎপর্য এই যে, একই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের অভিমানভেদে দ্বিবিধরূপে অভিব্যক্তি, একটি স্বরূপাভিমানী, অপরটি শক্ত্যাভিমানী, ইচ্ছাপ্রধান স্বরূপাভিমানী পুরুষ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্তিরূপা শক্ত্যাভিমানী শক্তি তখনই তাহা পূর্ণ করেন। যদিও শ্রীভগবানের শক্তি তাঁহারই ইচ্ছার অধীন, তথাপি কখন কখন শক্তি স্বতন্ত্রা বা বলবতী হইয়া ইচ্ছাকে অধীন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা লীলারস আস্বাদনের বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়। ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের হৃদয়ে যখন যে লীলারস আস্বাদনের স্পৃহা হয়, ইচ্ছাপূর্ণকারী শক্তি-হৃদয়ে তখনই সেই লীলারস আস্বাদন করাইবার স্পৃহা বলবতী হয়। এইরূপে ভক্ত ও ভগবান পরস্পরের প্রেম অসীম উল্লাসময় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকারে সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদি আস্বাদনই তাঁহাদের লীলাবিলাস। এইজন্য প্রসিদ্ধ মহাজনবাণী স্মরণ হয়—'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, তৈছে সে করে নৃত্য'॥

৭১। বস্তুতঃ একই দ্বারকাধামের ত্রিবিধ প্রতীতি। (১) অপ্রকট প্রকাশ, (২) দৃশ্যমান প্রকাশ, (৩) প্রকট প্রকাশ। (১) অপ্রকট প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশে গমন করিয়া (এখন) লীলা করিতেছেন, (২) দৃশ্যমান প্রকাশ—এখন আমরা শ্রীদ্বারকার যে প্রকাশ দর্শন করিতেছি, (৩) প্রকট প্রকাশ—এই দৃশ্যমান প্রকাশ শ্রীদ্বারকাতেই দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া পরিকরবর্গের সহিত বিবিধ লীলা করিয়াছিলেন।

দৃশ্যমান প্রকাশ এই শ্রীদ্বারকাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইহা বাস্তবিক (বৈকুণ্ঠ) দ্বারকা নহে, মর্ত্যভূমিস্থিত প্রদেশবিশেষ ; তবে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া এই স্থানে লীলা করিয়াছিলেন। আপাততঃ তাহা সত্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত সত্য নহে। যেহেতু, এই দৃশ্যমান ধামই ত্রিবিধরূপে অবস্থান করিতেছেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও এজগতে প্রকট বিহার করেন এবং নরলীলাহেতু নরবৎ আচরণ করেন, সেইরূপ এই ধামও মায়াতীত চিন্ময় হইয়াও কৃপাবশতঃ মর্ত্যভূমির স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব এই দৃশ্যমান ধামই প্রকট ও অপ্রকটস্বরূপ। এই প্রকাশদ্বয় মর্ত্যলোকস্থ হইলেও অন্তর্ধানশক্তি দ্বারা মর্ত্যভূমি স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট বিহার করেন, তখন তিনি এই দৃশ্যমান প্রকাশ ধামকে স্পর্শ করেন বলিয়া অর্থাৎ এই ধাম স্পর্শ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করা হয় বলিয়া আমরা ধামের প্রকটপ্রকাশ

দর্শন করিয়া থাকি। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর অস্পৃষ্ট প্রকাশে (অপ্রকটপ্রকাশে) বিহার করিতেছেন বলিয়া ঐ ধামও পৃথিবীর অস্পৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন। এজন্য আমরা সেই লীলা দর্শনে বঞ্চিত। অবশ্য লীলা অনুসারেই শ্রীধামের প্রকট ও অপ্রকট-ভেদ হইয়া থাকে। অতএব প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধ। প্রাপঞ্চিক লোকের দৃশ্য লীলাকে প্রকট এবং অদৃশ্য লীলাকে অপ্রকট লীলা বলে। বস্তুতঃ লীলা বিভু বস্তু, লীলার প্রকট বা অপ্রকট হয় না, প্রাপঞ্চিক লোকের দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপেই লীলার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।

অপ্রকট প্রকাশগত লীলায় প্রাপঞ্চিক বস্তুর আকরগত মিশ্রণ নাই এবং ইহার প্রবাহ কাল-হেতুক আদি মধ্য-অন্ত্যরূপ পরিচ্ছেদরহিত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে অনন্তকাল এই লীলা চলিতেছে। এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ যাদববর্গের সহিত অহরহঃ বিরাজমান রহিয়াছেন। আর প্রকটলীলা কালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্নের মত দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য কৈশোরে অবস্থিত হইলেও বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ডাদি লীলার আবিষ্কার করেন অর্থাৎ ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হন, এই প্রকটলীলাও সেইরূপ আদি, মধ্য ও অবসান দেখা যায়। অবশ্য ইহা ভগবদিচ্ছাক্রমে যোগমায়া দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে—কালশক্তিকৃত নহে। এই লীলা প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তুর আকারে (শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলার ন্যায়) ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকাতেই নিত্য অপ্রকটরূপে লীলা বিহার করিতেছেন এবং তিনিই এই দ্বারকাতে জন্মাদি লীলা আবিষ্কাররূপ প্রকট বিহার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি অপ্রকট-প্রকাশে বিহার করিতেছেন, এজন্য (দৃশ্যমান দ্বারকাতে) আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ এখনও এই (দৃশ্যমান) দ্বারকাতেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। অতএব এই দৃশ্যমান দ্বারকারই ত্রিবিধ প্রতীতি। তাই শ্রীনারদ বলিলেন, আমরা কোন্ দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি?

বস্তুতঃ তাঁহার ধাম চিন্ময় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসমূহের আনন্দ বিস্তারের জন্য স্বীয় ধামকে প্রপঞ্চলোকের দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। আর প্রকটলীলাগত সাধারণের অনুকারী-সারপূর্ণলীলায় এবং তদীয় পরিকরবর্গের যেরূপ আবেশ হইয়া থাকে, অপ্রকটগত নিত্যলীলানুসারেও তদ্রূপ আবেশ হয় না। অতএব প্রপঞ্চের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পরিকরগণের আবেশ ও নিত্যকারে (অপ্রকট প্রকাশেও) প্রবেশ হইয়া থাকে এবং পুনর্বার তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি স্বীয় ধামকে প্রপঞ্চ সদৃশরূপে ক্রমশঃ প্রকটিত করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীউদ্ধবাদি তদীয় পরিকরসকলের ক্ষত্রিয়ত্ব অভিমান সর্বাবস্থায় বর্তমান থাকে।

৭২। যুক্তং তদেকা প্রভু-পাদপদ্ময়োঃ,
সপ্রেমভক্তির্ভবতামপেক্ষিতা।
ভক্তপ্রিয়স্যাস্য চ ভক্তকামিত,
প্রপূরণং কেবলমিষ্টমুত্তমম্॥

৭৩। বৈকুণ্ঠবাসোচিতমীহিতং ন বো,
নো মর্ত্যলোকস্থিতিযোগ্যমপ্যতঃ।
ঐশ্বর্যযোগ্যং ন হি লোকবন্ধুতা,
যুক্তঞ্চ তস্যাপি ভবেদপেক্ষিতম্॥

মূলানুবাদ

৭২-৭৩। হে উদ্ধব! তোমাদের মত সেবকসকলের প্রভুপাদপদ্মযুগলের প্রতি এতাদৃশ প্রেমভক্তিই অপেক্ষিত, আর ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবানেরও এতাদৃশরূপে ভক্তাভীষ্ট প্রপূরণই অপেক্ষিত নহে। আর তোমাদের ন্যায় সেবকের বৈকুণ্ঠ-বাসোচিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহাদির অনুরূপ ব্যবহার অথবা মর্ত্যলোকে স্থিতিযোগ্য ব্যবহার অপেক্ষিত নহে। আর সেই শ্রীভগবানেরও ঐশ্বর্যযোগ্য (ঈশ্বরত্ব-উপযোগী) ব্যবহার অথবা লোকবন্ধুতারূপ লৌকিক ব্যবহার অপেক্ষিত নহে। অতএব তোমাদের মত ভক্তসকলের এবং শ্রীভগবানের তদনুরূপ ব্যবহারই উচিত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২-৭৩। ননু তর্হি মর্ত্যলোকে পরমসাধননিচয়েন সাধ্যমানস্য শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকস্য কো বিশেষঃ সিধ্যেত্তত্রাহ—যুক্তমিতি দ্বাভ্যাম্। তৎসেবকানাং প্রভোশ্চ তথা ব্যবহরণং যুক্তমেব, ন তু মর্ত্যবৈকুণ্ঠলোকয়োর্বিশেষাভাবাপত্ত্যানুচিতমিত্যর্থঃ, নিজনিজাভীষ্ট-সংসিদ্ধেঃ। তদেবাহ—প্রভুপাদপদ্ময়োঃ সপ্রেমকা ভক্তিরেবৈকা ভবতাং তৎসেবকানামপেক্ষিতা, ন ত্বন্যৎ কিঞ্চিদপি ; অস্য চ ভগবতঃ ভক্তানাং কামিতস্য অভীষ্টার্থস্য কামস্য বা প্রকর্ষেণ পূরণমেব কেবলমুপদিষ্টং পরমাপেক্ষিতং ন চান্যৎ। যতঃ ভক্তা এব প্রিয়া যস্য তস্য, অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ, বো যুষ্মাকং বৈকুণ্ঠে বাসস্য উচিতং যোগ্যং সচ্চিদানন্দবিগ্রহাদ্যনুরূপম্ ঈহিতং ব্যবহারঃ, নাপেক্ষিতং নাদৃতং ভবেৎ। মর্ত্যলোকে স্থিতের্বাসস্য যোগ্যমপি গৃহস্থপাঞ্চভৌতিকদেহিবদী-

হিতং নাপেক্ষিতং নাদৃতং ভবেৎ। তস্য ভগবতোঽপি ঐশ্বর্যস্য আত্মারামতা-পূর্ণকামতাদিরূপস্য পরমবিভূতিবিস্তারণরূপস্য বা যোগ্যমীহিতং ন হ্যপেক্ষিতং ভবেৎ। লোকবন্ধুতায়া লৌকিকপতিপুত্ররূপায়া উপযুক্তঞ্চ ঈহিতং নাপেক্ষিতং ভবেৎ। অয়ং ভাবঃ—তেষাং, পরমৈকান্তিতয়া তত্তল্লীলাদ্যনুভবেনৈব মনস্তৃপ্ত্যা সুখং স্যাৎ, ভগবতশ্চ তদেকমেব প্রিয়তমম্, অতস্তদনুরূপব্যবহার এব তেষাং তস্য চোচিতঃ স্যাৎ। স চ মর্ত্যলোকে বা বৈকুণ্ঠলোকেঽথবা সিধ্যতু, নাস্তি বিশেষ ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২-৭৩। যদি বল, তাহা হইলে মর্ত্যলোকে পরম সাধননিচয় দ্বারা সাধ্যমান শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে কি বৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হইতে পারে? তাহাই 'যুক্ত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, তোমাদের ন্যায় সেবকগণের প্রভুপাদপদ্মযুগলের প্রতি সপ্রেম ভক্তিই অপেক্ষিত, অন্য অপেক্ষিত নহে। আবার ভক্তিপ্রিয় শ্রীভগবানেরও সর্বদা ভক্তমনোভীষ্ট প্রপূরণই অপেক্ষিত, অন্য অপেক্ষিত নহে। যেহেতু, ভক্তই তাঁহার প্রিয়। আবার তোমাদের বৈকুণ্ঠ-বাসোচিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাদির অনুরূপ ব্যবহার অপেক্ষিত বা আদৃত নহে এবং মর্ত্যলোকবাসের যোগ্য গৃহস্থ-পাঞ্চভৌতিক দেহীর ন্যায় ব্যবহারও অপেক্ষিত বা আদৃত নহে। আর সেই শ্রীভগবানেরও আত্মরামতা পূর্ণকামতাদিরূপ পরম বিভূতি বিস্তারণ রূপাদিও অপেক্ষিত নহে, অথবা লৌকিক পতি-পুত্রাদি প্রিয়তারূপ লোকবন্ধুতাও অপেক্ষিত নহে। তাৎপর্য এই যে, শ্রীউদ্ধবাদির ন্যায় ভক্তসকলের পরম ঐকান্তিকতাহেতু তত্তল্লীলাদির অনুভবে মনস্তৃপ্তিতে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। আর শ্রীভগবানেরও তাদৃশ প্রিয়তম ভক্তসকলের মনোভীষ্ট-প্রপূরণেই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্তসকলের ও শ্রীভগবানের তদনুরূপ ব্যবহারই উচিত হইয়া থাকে। আর ভক্ত ও ভগবানের এতাদৃশ ব্যবহার বৈকুণ্ঠে হউক বা মর্ত্যে হউক, এবিষয়ে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

সারশিক্ষা

৭২-৭৩। শ্রীধামের প্রকট-প্রকাশে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, সেই সমুদয় অপ্রকট-প্রকাশগত বস্তুসকল হইতে পৃথক নহে। আর তাঁহার পরিকরবর্গও প্রকটাপ্রকট উভয় প্রকাশেই বিরাজ করেন অর্থাৎ একই পরিকরবর্গ উভয় লীলায়

বিদ্যমান আছেন। অতএব প্রকাশ-ভেদবশতঃ উভয়-লীলাগত ধাম ও ধামস্থ বস্তুসমূহের ভেদ ব্যবহারও সিদ্ধ হইতেছে। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, ভৌম-দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠ-দ্বারকায় লীলাগত বিশেষ নাই, কেবল নিজ নিজ অভীষ্ট ব্যবহার সংসিদ্ধির নিমিত্তই প্রকট-প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ প্রকটলীলাভিনিবেশহেতু বিচ্ছেদে ভয় হইতে পরম-দৈন্য প্রকাশের সুযোগ হয় বলিয়া প্রকট-প্রকাশের বৈশিষ্ট্য।

ব্রজবাসীদের প্রেম অব্যাহত বলিয়া অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া চরমসীমায় উঠিয়া মহাভাব অবস্থা লাভ করে। আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমানুরূপ পরমোৎকৃষ্ট মাধুরী প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের প্রেমই শ্রীভগবানের মাধুর্যকে আবিষ্কার করে। অর্থাৎ অনন্ত মাধুর্যময় শ্রীভগবান তাঁহাকে ততোধিক মাধুর্য আস্বাদন করান। এইরূপে প্রভুপাদপদ্মে প্রেমই ভক্তের অপেক্ষিত বস্তু, পক্ষান্তরে ভক্তের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূরণ করাই শ্রীভগবানের একমাত্র অপেক্ষিত বস্তু। এইজন্য শ্রীভগবান সেই ব্রজবাসীদিগের সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম অনুসারে তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের নিমিত্তই স্বীয় ঐশ্বর্যাদি পরিত্যাগ করিয়াও লৌকিক বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেন। অপরদিকে তাঁহার লৌকিক আচরণ দ্বারা ব্রজবাসীদিগেরও যেমন প্রেম বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শ্রীভগবানের পরম মাধুর্যও প্রকটিত হয়। যদিও উভয়ই অনন্যসিদ্ধ, তথাপি ভক্তের অভীষ্ট প্রপূরণেই তাঁহার লীলার অভিব্যক্তি।

৭৪। সপ্রেমভক্তেঃ পরমানুকূলং,
দৈন্যং মহাপুষ্টিকরং সদা বঃ।
তস্যাপি তৎপ্রেমবিভাবনেঽলং,
ভোগাকুল-গ্রাম্যবিহার-জাতম্॥

মূলানুবাদ

৭৪। তোমরা সকলে প্রেমভক্তিনিষ্ঠ বলিয়া তোমাদের এই দৈন্য সপ্রেমভক্তির পরম অনুকূল ও মহা পুষ্টিকর। আর সেই ভগবানেরও ভোগাকুল গ্রাম্য বিষয়ী জনের মত বিহারাবলীই তৎপ্রেম বিভাবনে বিশেষ সমর্থ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৪। এবং সামান্যেনোক্তাধুনা প্রেমভক্তিপরিপোষকত্বেন বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহানুরূপ-ব্যবহারাদপি মর্ত্যলোকে পাঞ্চভৌতিকদেহিবদ্‌ব্যবহার এব। তথা ভগবতোঽপি ভক্তেষ্টপরিপূর্তিসম্পাদকত্বেন লৌকিকবন্ধুব্যবহার এব পারমৈশ্বর্য-প্রকটনাদপ্যুৎকর্ষং লভত ইতি। বিশেষমাহ—সপ্রেমেতি। বো যুষ্মাকং প্রেমভক্তি-বিশেষনিষ্ঠাতিশয়বতাং দৈন্যং দীনবদ্‌ব্যবহারঃ সপ্রেমকায়া ভক্তেঃ পরমানুকূলং প্রবৃত্তৌ সাহায্যকরং, মহাপুষ্টিকরঞ্চ পরমবৃদ্ধিসম্পাদকম্, তস্য ভগবতোঽপি ভোগাকুল-গ্রাম্যজনবদ্বিহারজাতং লীলাপটলী, তস্মিন্ ভগবতি তস্য অনির্বচনীয়স্য বা প্রেম্ণো বিভাবনে প্রকাশনে অলং সমর্থম্। যদ্বা, অতিশয়েন পরমানুকূলং মহাপুষ্টিকরঞ্চেতিপূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৪। এই প্রকারে সামান্যরূপে উভয় ধামগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া অধুনা প্রেমভক্তির পরিপোষকত্ব-হেতু বৈকুণ্ঠের সেবক সকলের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহানুরূপ ব্যবহারাদি হইতেও মর্ত্যলোকের পাঞ্চভৌতিক দেহীর ন্যায় ব্যবহারাদি উৎকৃষ্ট, তথা ভগবান ও ভক্তসকলের ইষ্ট পরিপূর্তি-সম্পাদকত্বহেতু লৌকিকবন্ধু-ব্যবহার, পরমৈশ্বর্য প্রকটন হইতেও উৎকর্ষব্যঞ্জক। তাহার বিশেষ সিদ্ধান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্তই 'সপ্রেম' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। প্রেমভক্তি-বিশেষে নিষ্ঠাতিশয়সম্পন্ন তোমাদের এই প্রকার দৈন্য (দীনবৎ) ব্যবহার, সপ্রেম-ভক্তির পরম অনুকূল

(প্রবৃত্তির সাহায্যকর) অর্থাৎ মহাপুষ্টিকর—পরম বৃদ্ধি-সম্পাদক। আর সেই ভগবানেরও বিষয়ভোগী গ্রাম্যজনের ন্যায় ব্যবহাররূপ লীলা-পটলী (সেই ভগবানে) অনির্বচনীয় প্রেম-প্রকটনে বিশেষ সমর্থ। অর্থাৎ অতিশয় পরমানুকূল-মহাপুষ্টিকর।

সারশিক্ষা

৭৪। দীনবৎ ব্যবহার প্রেমের পরম অনুকূল এবং মহাপুষ্টিকর। শ্রীউদ্ধবাদি ভগবৎপরিকর হইলেও অত্যন্ত দৈন্যসমন্বিত। যদিও তাঁহাদের প্রেম ঐশ্বর্যপ্রধান মাধুর্যময়, তথাপি মাধুর্যের অন্তরালে ঐশ্বর্য লুকাইয়া থাকে। ব্রজবাসীর প্রেম পরম দৈন্যময় বলিয়া পরম সমৃদ্ধ, ইহা পরে বলিবেন।

ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করাই শ্রীভগবানের একমাত্র অপেক্ষিত বস্তু। তাদৃশ প্রেমনিষ্ঠ পরিকরগণের অভীষ্ট তিনি পরমেশ্বররূপে পূর্ণ করিতে পারিবেন না। কারণ, ঐশ্বর্য দেখিলে সপ্রেমভক্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সম্ভ্রমপূর্ণ পূজ্যবুদ্ধি করিলে পতি-পুত্রাদিভাবে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং নিঃসঙ্কোচে প্রেমসেবা হইবে না। অপরদিকে শ্রীভগবানেরও যে তাঁহার প্রিয়তম পরিকরগণের প্রতি তাদৃশ প্রেম ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং সেই প্রেম চরম সীমা প্রাপ্ত হইবে না! দৈন্যময় প্রেমে শ্রীভগবানকেও ঐশ্বর্য সঙ্কুচিত করিতে হয় এবং দৈন্য অবলম্বনপূর্বক গ্রাম্য জনোচিত ব্যবহার করিতে হয়।

অধিক কি, সাধন-জগতেও ভক্তের মনে ভক্তির উদয় হইলেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবালাভের জন্য তাঁহার মনে উদ্বেগাদি দৈন্যবৃত্তির উদয় হয়, বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গমাত্র, বাহিরে দৈন্য-ব্যবহার হইলেও অন্তরে পরমানন্দঘন প্রেমরস ভোগ হয়।

৭৫। প্রেমোদ্রেকপরীপাক-মহিমা কেন বর্ণ্যতাম্।
যঃ কুর্যাৎ পরমেশং তং সদ্বন্ধুমিব লৌকিকম্॥

মূলানুবাদ

৭৫। প্রেমোদ্রেকের (উৎকণ্ঠাবিশেষের) পরিপাক-মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? যে প্রেমের মহিমা সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকেও লৌকিক সদ্‌বন্ধুর ন্যায় করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৫। নন্বেতন্মায়য়া বঞ্চনাপি ঘটেত? নেত্যাহ—প্রেমেতি। প্রেম্‌ণ উদ্রেক ঔৎকণ্ঠ্যম্, তস্য পরিপাকঃ নিষ্ঠাবিশেষঃ, তস্য মহিমা মাহাত্ম্যং, কেন বর্ণ্যতাম্? অপি তু ন কেনচিদপি বর্ণয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—তং ভগবন্তং পরমেশ্বরমপি লৌকিকং লোকব্যবহারানুগতং, সদ্বন্ধুং পরমবান্ধবমিব যঃ প্রেমোদ্রেক-পরীপাকমহিমা কুর্যাৎ। অতো ভগবতো ভক্তানাঞ্চ মিথঃ প্রেমোদ্রেক-পরিপাকাদেব ভগবতো নিজৈশ্বর্যাদিপরিত্যাগেনাপি কেবলং ভক্তাভীষ্টপরিপূরণায় লৌকিকবন্ধু-বদ্ব্যবহারঃ, ন তু মায়য়া বঞ্চনায়, তাদৃশ-ভক্তেষু তদ্ সম্ভবাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৫। যদি বল, ভগবন্মায়া-কৃত বঞ্চনা-হেতু এতাদৃশ লৌকিক বন্ধুবৎ ব্যবহার সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহা বলিতে পার না। সেই প্রেমোদ্রেকের উৎকণ্ঠা, তাহার পরিপাক-নিষ্ঠাবিশেষের মহিমা কে বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? অপিচ কেহই সক্ষম হইবে না। যে প্রেমোদ্রেকের পরিপাক মহিমা সেই পরমেশ্বরকেও লৌকিক সদ্বন্ধুর (পরমবান্ধবের) ন্যায় অর্থাৎ লোকব্যবহারানুগত করিয়া থাকে। অতএব ভগবানের ও তদীয় ভক্তসকলের পরস্পর প্রেমোদ্রেক পরিপাক হইতেই সেই ভগবান্ নিজ ঐশ্বর্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তবর্গের অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য লৌকিক বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন। তিনি ভক্তসকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য এতাদৃশ ব্যবহার করেন না। কারণ, এতাদৃশ ভক্তসকলের প্রতি তাঁহার চাতুরী প্রকাশ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ তাঁহাদের সমক্ষেও কোনরূপ চাতুরী স্থির থাকিতে পারে না।

৭৬। **অহো লৌকিকসদ্বন্ধুভাবঞ্চ স্তৌমি যেন হি।**
গৌরবাদের্বিলোপেন কৃষ্ণে সৎপ্রেম তন্যতে॥

মূলানুবাদ

৭৬। অহো! আমি সেই লৌকিক সদ্‌বন্ধু ভাবেরই স্তব করিতেছি, যে ভাব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে তাঁহাকে লৌকিক সদ্‌বন্ধুর ন্যায় করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে ভাব ঈশ্বরত্বাদির গৌরব বিলোপন-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণে সৎপ্রেম বিস্তার করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। ননু পরমৈশ্বর্যবিশেষপ্রকটনাদেব তদীয়মাহাত্ম্যবিশেষজ্ঞানেন প্রেমোদ্রেকো জায়তে, ন চ পুত্রাদিদৃষ্ট্যা লৌকিকবন্ধুভাবেন। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তথা দৃষ্টিস্তু দোষ এব ; যথোক্তং শ্রীবসুদেবেন ভগবদ্‌স্তুতৌ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮৫।১৯)—'তত্তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দমাপন্ন সংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো। এতাবতালমলমিন্দ্রিয়-লালসেন, মর্ত্যাত্মদৃক্‌ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তৎ তস্মাৎ, অরণং শরণম্। ননু ত্বমতিসুখী বৃথা কিং নির্বিদ্যসে? তত্রাহ—এতাবতেতি। ইন্দ্রিয়লালসেন ইন্দ্রিয়ার্থতৃষ্ণয়া। যদ্ যেন ইন্দ্রিয়লালসেন, মর্ত্যে শরীরে আত্মদৃক্ আত্মবুদ্ধিরহং, ত্বয়ি চ পরে পরমেশ্বরে অপত্যবুদ্ধিরস্মি, তেন অলমলং পর্যাপ্তমিতি। তথা বিষ্ণুপুরাণেঽপি—'সাপহ্নবং মম মনো যদেতত্ত্বয়ি জায়তে। দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যদেতৎ মম দেবক্যাশ্চ মনঃ ত্বয়ি আত্মজ ইতি প্রীত্যা সাপহ্নবং ভ্রান্তিযুক্তং জায়তে তদুপহাস্যতৈবেতি। তত্রাহ—লৌকিকে লোকানুসারিণি সম্বন্ধৌ পরমবান্ধবে ইব ভাবং কৃষ্ণে চিত্তবৃত্তিং ব্যবহারং বা ; যেন ভাবেন শ্রীকৃষ্ণে সৎ উৎকৃষ্টং প্রেম তন্যতে বিস্তার্যতে। কথম্? গৌরবাদের্বিলোপেন নিরসনেন। আদিশব্দাদ্ ভয়াবিশ্বাসাদি। গৌরবাদেঃ প্রেমহানিকরত্বাৎ। এতচ্চ প্রাগুদ্দিষ্টমস্তি, অগ্রেঽপি ব্যক্তং ভাবি। অতঃ পরমাপেক্ষিতস্য ভগবতি প্রেমাতিশয়স্য যথা বৃদ্ধিঃ স্যাত্তথাচরণমেবোচিতং গুণশ্চেতি ভাবঃ। শ্রীবসুদেবস্তু শ্রীনন্দযশোদয়োরিব সভার্যস্যাত্মনো ভগবতি প্রীতিবিশেষমনালোচয়ন্ কেবলং তস্মিন্ পুত্রবুদ্ধিমাত্রং কদাচিদেবালোককয়ন্ননুতাপেনৈব তথাবদিতি দিক্। তদপি তস্য বিনয়াতিশয়েন ভক্তিভরস্বভাবজমনোঽতৃপ্ত্যা বেতি মন্তব্যম্। সর্বথা ভগবদনু-গ্রহভরেণ পরিপূর্ণত্বাদিতি তত্ত্বম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। যদি বল, পরমৈশ্বর্যবিশেষের প্রকটন হইতেই তদীয় মাহাত্ম্য বিশেষের জ্ঞান হইলেই প্রেমোদ্রেক হইয়া থাকে, লৌকিক বন্ধুভাবে পুত্রাদি বুদ্ধিতে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরকে তাদৃশ পুত্রবুদ্ধি করিলে দোষেরই উৎপত্তি হয়। যেহেতু, দশমস্কন্ধে ভগবৎস্তুতিতে শ্রীবসুদেব বর্ণন করিয়াছেন—"হে আর্তবন্ধু! এক্ষণে আমরা আপন্নগণের সংসার-ভয়অপহারক পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলাম। এতদিন আমরা ইন্দ্রিয়লালসা দ্বারা মর্ত্য শরীরে আত্মবুদ্ধি করিয়াছি। আর তুমি পরমেশ্বর হইলেও তোমাকে যে পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। অথবা অতএব হে আর্তবন্ধু! আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। যদি বল, তুমি অতি সুখী, কিজন্য বৃথা নির্বেদ প্রাপ্ত হইতেছ? ইন্দ্রিয়লালসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়তৃষ্ণাহেতু এতদিন মর্ত্য শরীরে বৃথা আত্মবুদ্ধি করিয়াছি। তবে তুমি যে পরমেশ্বর তোমাকে যে পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি, তাহাই পর্যাপ্ত।" আবার শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীদেবককীদেবী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! আমার মন তোমাকে আত্মজবুদ্ধিতে প্রীতি করিয়া ভ্রান্তিযুক্ত হইয়াছে।" যদিও শ্রীদেবকীদেবীর এই উক্তি উপহাস্যপর, তথাপি এবিষয়ে সিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ কর। লৌকিক সদ্বন্ধুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব অর্পিত হইয়া থাকে, আমি সেই ভাবেরই স্তব করিতেছি। কারণ, সেই ভাব-কর্তৃক ভয়গৌরবাদি বিলোপ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণে সৎপ্রেম উপপন্ন হইয়া থাকে। আদি-শব্দে ভয় ও অবিশ্বাসাদিও গ্রহণীয়। যেহেতু, ভয় ও গৌরবাদি প্রেমের হানিকর। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে। অতএব পরম প্রার্থনীয় শ্রীভগবানে যে প্রেমাতিশয়, তাহা যেরূপে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করাই কর্তব্য। আর শ্রীবসুদেবোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, তিনি শ্রীনন্দ-যশোদাদির মত স্বীয় ভার্যার সহিত শ্রীভগবানে পুত্রবুদ্ধি মাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং প্রীতিবিশেষের আলোচনা না করিয়া ভক্তিভর-স্বভাবজনিত মনের অতৃপ্তিবশতঃ বিনয়পূর্বক তাদৃশ কীর্তন করিয়াছেন। অতএব তাহাতে ভক্তিভর-স্বভাবজনিত দৈন্য-বিনয়াতিশয়ই সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু, তিনি সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের অনুগ্রহাতিশয়ে পরিপূর্ণ।

সারশিক্ষা

৭৬। শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীদেবীর পূর্বজন্মে সাধকরূপে যে সাধনাদির কথা শুনা যায়, তাহা তাঁহাদেরই অংশাবতার বা সাধক জীবে আবেশহেতু সম্ভাবিত হইয়া

থাকে। আবার শ্রীবসুদেবাদি স্বয়ং যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন উক্তরূপ অংশাদি তাঁহাতে প্রবেশ করেন। এজন্য শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীদেবকীদেবী পূর্বসৃষ্টিতে পৃশ্নি ছিলেন, আর শ্রীবসুদেব মহাশয় সুতপা নামক প্রজাপতি ছিলেন। এস্থলে শ্রীদেবকীদেবীই পৃশ্নি হইয়াছিলেন, কিন্তু যিনি পৃশ্নি ছিলেন তিনি দেবকী হইয়াছিলেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। যেহেতু শ্রীদেবকীদেবী পৃশ্নির অংশিনী, তদ্রূপ শ্রীবসুদেবও সুতপার অংশী।

এস্থলে প্রকট লীলাকালে অংশীতে অংশের প্রবেশ-হেতু অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধগণ জগতে সাধন প্রচার নিমিত্ত একাংশে সাধক হইয়া সাধনানুষ্ঠান করেন বলিয়া শ্রীভগবানে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান পান-ভোজনাদি লীলাদ্বারা যে প্রীতি-ব্যবহার করেন, তাহাই লৌকিকত্ব। আবার পরিকরগণও তাঁহারই মত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও ক্ষত্রিয়াভিমানী মানবের ন্যায় ব্যবহার করেন, ইহাই তাঁহাদের লৌকিকত্ব। আবার তাঁহারা শ্রীভগবানের লীলার সর্বতোভাবে অনুসরণে যে পরম বৈদগ্ধ্যাদি প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদের ঐশ্বর্য। আবার তথায় ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সৌহৃদ্য লৌকিকের ন্যায় বোধ হইলেও অলৌকিক। শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণমাত্রেই তাঁহাদের যেরূপ প্রেমবিকারাদি উপস্থিত হয়, তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া রসতাৎপর্যক শ্রুতিসকলও নীরব হইয়াছেন—স্তম্ভিত হইয়াছেন।

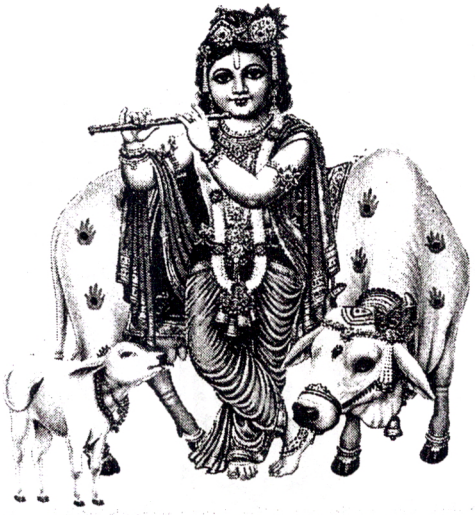

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৭৭। **এবং বদন্ প্রেম-ভরাভিযন্ত্রিতো,**
বিকার-জাতং বিবিধং ভজন্মুনিঃ।
তূষ্ণীমভূদার্তমথাহ মাং পুনঃ,
সাপেক্ষমালক্ষ্য নিজোপদেশেন॥

মূলানুবাদ

৭৭। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! এই প্রকারে শ্রীনারদমুনি প্রেমরহস্য বর্ণন করিতে করিতে প্রেমাতুর হইয়া বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারযুক্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, পরে আমাকে আর্ত ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণে উৎসুক দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৭। প্রেমভরেণ অভিতো যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ সন্ বিকারজাতং কম্পস্বেদ-পুলকাশ্রুপাতাদি ভজন্ সেবমানঃ, অত্যন্তং তদধীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। অথ ক্ষণানন্তরং মামার্তমালক্ষ্য পুনরাহ—নিজং নারদকর্তৃকং যদুপদেশনং উপদেশস্তস্মিন্ সাপেক্ষম্ অপেক্ষাবন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। শ্রীনারদ প্রেমভরে অভিভূত হইয়া বিকারজাত কম্প, স্বেদ, পুলক ও অশ্রুপাতাদি বিকারযুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল মৌন অবলম্বনপূর্বক স্থির হইলেন। পরে আমাকে ব্যথিত দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণে একান্ত আগ্রহশীল লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৭৮। **গোপালদেব-প্রিয় গোপ-নন্দন,**
শ্রীমানিতো দূরতরো বিরাজতে।
গোলোকনামোপরি সর্বসীমগো,
বৈকুণ্ঠতো দেশবিশেষ-শেখরঃ॥

মূলানুবাদ

৭৮। শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপালদেব-প্রিয় গোপনন্দন! এই দ্বারকাপুরী হইতেও দূরতর শ্রীমান্ গোলোক নামে কোন এক ধাম সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন। এই গোলোক বৈকুণ্ঠের দেশবিশেষ অর্থাৎ শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীদ্বারকাদি ধাম সকলেও চূড়ামণিস্বরূপ বলিয়া তাহার উপর আর শ্রেষ্ঠ লোক নাই এবং সেই ধামই সকলের শেষসীমাস্বরূপ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। গোপালদেব এব প্রিয়ো যস্য তস্য সম্বোধনম্। যদ্বা, হে গোপালদেবস্য প্রিয়! যতো হে গোপনন্দন। শ্রীগোবর্দ্ধনাদ্রিগোপকুমার! ইতো দ্বারকাতো দূরতরঃ, শ্রীমান্ সর্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তঃ। গোলোকনামা বৈকুণ্ঠতঃ বৈকুণ্ঠলোকে বর্তমানানাং দেশবিশেষাণামযোধ্যাদীনাং শেখরশ্চূড়ামণিবিরাজতে ; বৈকুণ্ঠত ইতস্য উপরীত্যনেন বা সম্বন্ধঃ। কুতঃ? উপরি বর্তমানায়াঃ সীম্নঃ সীমগঃ পরমান্ত্যং প্রাপ্তঃ, সর্বোৎকৃষ্টতরত্বেন পরমোর্ধ্বতান্ত্যকাষ্ঠাবিশেষনিষ্ঠাপ্রাপ্তেরন্যস্য কস্যচিদপি তদুপরিতনস্য প্রদেশস্যাভাবাৎ। তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং তত্রৈব—'গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তস্য গোলোকস্য তলেঽধঃ, দেবী দুর্গা প্রকৃতির্বা অষ্টমাবরণাধিষ্ঠাত্রী, হরিসদ্ম শ্রীবৈকুণ্ঠলোক ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। হে গোপালদেব-প্রিয়! গোপালদেবই যাঁহার প্রিয়, অথবা যিনি

গোপালদেবের প্রিয়, তাঁহার এই সম্বোধন। অতএব হে গোপনন্দন! শ্রীগোবর্ধন-পর্বতবাসী-গোপকুমার! বৈকুণ্ঠলোকে বর্তমান যে যে অযোধ্যাদি প্রদেশ আছে, তাহাদের সকলের চূড়ামণি এই যে দ্বারকাপুরী, ইহারও দূরদেশে বর্তমান, সকলের শেষ সীমাস্বরূপ অর্থাৎ চরমসীমাপ্রাপ্ত বলিয়া যাহার উপর আর কোন প্রদেশ নাই সেই সর্বোৎকৃষ্টতর এবং পরম উচ্চতর শ্রীমান্ (সর্বশোভা ও অতিশয় সম্পদযুক্ত) গোলোক নামে কোন এক স্থান আছে। সেই প্রকার ব্রহ্মসংহিতায়ও বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার গোলোক নামক নিজ ধাম এবং তাহার সর্ব অধঃদেশে দেবীধাম। দেবী অর্থাৎ দুর্গা বা প্রকৃতি, যিনি অষ্টাবরণের অধিষ্ঠাত্রী। তাহার উপর মহেশধাম, ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক, তদুপরি হরিধাম শোভা পাইতেছে, সেই সমস্ত ধাম ও নিজ ধামের প্রভাবসমূহ যাঁহা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। অতএব শ্রীগোলোকধাম সর্বোপরি বিরাজমান।

৭৯। স মাথুর শ্রীব্রজভূমিরূপস্তত্রৈব দেবী মথুরাপুরী চ।
বৃন্দাবনাদিব্রজভূমিমাত্মসারং বিনা স্থাতুমপারয়ন্তী॥

৮০। সা-গোপ্রধান-দেশত্বাৎ সর্বা শ্রীমথুরোচ্যতে।
গোলোক ইতি গূঢ়োঽপি বিখ্যাতঃ স হি সর্বতঃ॥

মূলানুবাদ

৭৯। সেই গোলোকই মাথুর-ব্রজভূমিস্বরূপ, তথায় দেবী মথুরাপুরী বিরাজ করিতেছেন। সেই মথুরাপুরী আত্ম-সারস্বরূপ বৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি বিনা থাকিতে পারেন না।

৮০। সেই মথুরা গো-প্রধান লোক বলিয়া গোলোক নামে কথিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি ইহা শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলাস্থলী-হেতু অতি গূঢ়, তথাপি গোলোক বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। স শ্রীগোলোক এব মাথুরীয়া শ্রীযুক্তা ব্রজভূমিস্তদ্রূপঃ ; অত-এবাযোধ্যাদিবচ্ছ্রীমথুরা তদ্‌ব্যতিরিক্তা তত্রান্যা নাস্তীতি সূচিতম্। ননু শ্রীমথুরায়া ব্রজভূমিস্তত্রাস্ত্যেব, তত্রত্যা পুরী তু কুত্রত্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—দেবী দ্যোতমানা মধুরা মনোহরা তৎসংজ্ঞকা বা পুরী চ, তত্র শ্রীগোলোক এব বর্ততে। কুতঃ? বৃন্দাবনাদিং ব্রজভূমিং বিনা স্থাতুমপারয়ন্তী ন শক্নুবতী। তৎ কুতঃ? আত্মনঃ মথুরায়াঃ সারং মর্মতরাংশম্॥

৮০। ননু তর্হি অযোধ্যাদিবৎ স দেশঃ শ্রীমথুরেত্যেবাভিধাতুং যুজ্যতে, তৎ কথং গোলোক ইত্যুচ্যতে? তত্রাহ—সেতি, সা সর্বাপি নগর-গ্রাম-বনাদিসহিতা শ্রীমথুরা গো-প্রধানদেশত্বাদ্ গো-লোক ইত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, ঊর্ধ্বলোকে তস্যা গোলোক ইতি প্রসিদ্ধেশ্চেত্যাহ—স গোলোকঃ গূঢ়োঽপি ভগবতো রহস্যক্রীড়াদ্যা-স্পদত্বাদ্রহস্যোঽপি সর্বত্র বিখ্যাতঃ স্বনাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ। যদ্বা বিখ্যাত্যভাবেন প্রাপ্তায়াঃ পরমমাহাত্ম্যবিশেষাভাবশঙ্কায়া নিরাসার্থমাহ—স হি গূঢ়োঽপি সর্বতো বিখ্যাত ইতি। হরিবংশে ইন্দ্রস্তুত্যাদৌ শ্রূয়মাণত্বাচ্চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। সেই শ্রীগোলোকই মথুরামণ্ডলবর্তি শ্রীযুক্তা ব্রজভূমিস্বরূপ, অতএব সেই গোলোকে এই শ্রীমথুরাপুরী বর্তমান। অযোধ্যাদিবৎ বলিতে এই অযোধ্যাদি ধাম

যেরূপ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়াও তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য নহে, তদ্রূপ শ্রীমথুরামণ্ডলও গোলোক ব্যতিরিক্ত অন্য নহে—ইহাই সূচিত হইতেছে। যদি বল, শ্রীমথুরাবর্তি ব্রজভূমি, কিন্তু তথায় তাদৃশ পুরী কোথায়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, তথায় দ্যোতমানা দেবী মথুরা (মনোহরা) পুরী বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং গোলোকেও তদ্রূপ পুরী বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ গোলোক কখন ব্রজভূমি ব্যতীত থাকিতে পারেন না। তাহা কি প্রকার? সেই মথুরাপুরী বৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি বিনা থাকিতে পারেন না। কি জন্য? সেই মধুরাপুরীর সারস্বরূপ (মর্মস্থান) বলিয়া।

৮০। যদি বল, তাহা হইলে অযোধ্যাদির ন্যায় শ্রীমথুরাও প্রদেশবিশেষ, সুতরাং শ্রীমথুরা নামে অভিহিত হইবারই যোগ্য ; তথাপি কিজন্য গোলোক নামে কথিত হয়েন? বলিতেছি শ্রবণ কর। নগর-গ্রাম-বনাদি সুশোভিত শ্রীমথুরা গো-প্রধান দেশ বলিয়াই গোলোক নামে কথিত হয়েন। আরও ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত বলিয়া তাহার গোলোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই গোলোক গূঢ় হইলেও শ্রীভগবানের রহস্য ক্রীড়াদির আস্পদ বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত বা স্বনামপ্রসিদ্ধ অথবা বিখ্যাতির অভাবপ্রযুক্ত গূঢ়, অতএব পরম মাহাত্ম্য বিশেষ-অভাব আশঙ্কা নিরাসার্থ গূঢ় হইয়াও সর্বতো বিখ্যাত। হরিবংশে ইন্দ্রস্তুতি আদিতে এইরূপেই গোলোক-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা যায়।

সারশিক্ষা

হরিবংশে ইন্দ্রস্তুতি যথা—

স্বর্গাদূর্ধ্বং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণ সংবৃতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্॥
উপর্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্॥
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্মণাম্।
ব্রাহ্মা তপসিযুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ।
গবামেব তু যো লোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ॥
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণসীদমানঃ কৃতাত্মনা।
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥

অর্থাৎ, শ্রীইন্দ্র শ্রীভগবানের স্তব করিতেছেন, ব্রহ্মর্ষিগণ-সংস্কৃত ব্রহ্মলোক স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত, তথায় মহাত্মা, জ্যোতিসকলের ও সোমোপাসকগণের গতি হইয়া থাকে। তাহার ঊর্ধ্বদেশে গোগণের লোক, উহা সর্বগত অর্থাৎ মহান্ আকাশ হইতেও মহান্ এবং সর্বোপরি বিরাজমান। সেই স্থানেই তোমার তপোময়ী গতি। পরন্তু পিতামহ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই।

শম-দমাদি-সাধন-সম্পন্ন সুকৃত কর্মপরায়ণগণ স্বর্গে গমন করেন, ব্রহ্মভাবাপন্ন তাপসগণ ব্রহ্মলোকে উত্তমগতি লাভ করেন, পরন্তু গোগণের যে লোক, তাহার গতি দুরারোহ। অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বীর! গোসমূহের বিঘ্ননাশন! হে কৃতাত্মা ধৃতিমান্! সীদমান সেই লোক তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের 'সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি' পদের অর্থ এই যে, সেই ব্রহ্মলোকেরও সর্বোর্ধ্বপ্রদেশে গো-সকলের লোক—শ্রীগোলোক। সেই গোলোক আমাদেরও (প্রাপঞ্চিক দেবগণেরও) প্রসাদনীয় মূল স্বরূপ অর্থাৎ সাধ্যরূপ যে দেবতার আকার-বিশিষ্ট পার্ষদগণ, তাঁহাদের দ্বারাই সেবিত।

'স হি সর্বগতঃ' সেই গোলোক সর্বগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিভু বস্তু। অতএব প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক নিখিল সত্তা ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সর্বব্যাপকতা-হেতু শ্রীগোলোক মহান্ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন।

'উপর্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী'—স্বর্গাদি ধামসমূহের সর্বোপরি বিদ্যমান সেই শ্রীগোলোকেই তোমার গতি। হে শ্রীকৃষ্ণ! যদিও তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে সর্বত্র ক্রীড়নশীল, তথাপি শ্রীগোলোকে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দরূপে নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাক। অতএব সেই গতি বা অবস্থিতি সাধারণী নহে, প্রত্যুত অসাধারণী তপোময়ী অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যময়ী।

'নিঘ্নতোপদ্রবান্' বাক্যে শ্রীগোবর্ধনধারণলীলায় গো-গোপসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত লীলা স্মরণ করিয়াছেন।

৮১। স চ তদ্ব্রজলোকানাং শ্রীমৎপ্রেমানুবর্তিনা।
কৃষ্ণে শুদ্ধতরেণৈব ভাবেনৈকেন লভ্যতে॥

মূলানুবাদ

৮১। যাঁহারা সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকের শ্রীমৎ প্রেমের অনুবর্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধতর ভাবের দ্বারা ভজন করেন, তাঁহারাই সেই গোলোক লাভ করিতে পারেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১। ইদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ—স চেতি। স চ গোলোকঃ শুদ্ধতরেণ কেনচিদপি দোষাস্পৃষ্টেনেত্যর্থঃ। জ্ঞানাদিগন্ধরহিতেনেতি বা। একেন কৃষ্ণে শ্রীনন্দনন্দনে বিষয়ে ভাবেন প্রেম্ণৈব লভ্যতে। কীদৃশেন? তেষাং সু-প্রসিদ্ধানাং ব্রজলোকানাং শ্রীনন্দ-যশোদাদীনাং প্রায়স্তাদৃশপ্রেম্ণি প্রাধান্যাৎ। শ্রীরাধাদীনাং বা যঃ শ্রীমান্ প্রেমা তদনুবর্তিনা তৎসদৃশেনেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। এক্ষণে সেই গোলোক প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন। সেই গোলোক লাভ করিতে হইলে একমাত্র ব্রজবাসীর যে শুদ্ধতর ভাব, সেই ভাবের অনুগমন করিতে হইবে। সেই ভাব দোষাস্পৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানগন্ধাদি-রহিত শুদ্ধতর এবং একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন-বিষয়ক শ্রীমৎ প্রেমের দ্বারাই লভ্য। সেই প্রেম কীদৃশ? সেই প্রেম সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকের অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদির ন্যায় প্রেমের অথবা শ্রীরাধিকাদির নন্দ-নন্দন-বিষয়ক যে প্রেম, সেই প্রেমের অনুবর্তি হইয়া ভজন করিলে শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সারশিক্ষা

৮১। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে চতুর্বিধ প্রেমরস। ভক্ত নিজ অধিকার অনুসারে কোন একটি ভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেমরস আস্বাদন করেন।

যাঁহারা দাস্যভাবে লুব্ধ, তাঁহারা ব্রজের রক্তক পত্রকাদির ভাব ও চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সংস্থাপন করিবেন, যাঁহারা সখ্যভাব-লুব্ধ, তাঁহারা শ্রীসুবলাদির, যাঁহারা বাৎসল্যভাব-লুব্ধ, তাঁহারা শ্রীনন্দ-যশোদাদির, আর যাঁহারা মধুরভাব-লুব্ধ,

তাঁহারা শ্রীরাধিকাদির ভাব ও চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সংস্থাপন করিবেন। কিন্তু উক্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরাদির সহিত তুল্য ভাবনা করিবেন না। অর্থাৎ আপনাতে তাঁহাদের তুল্য অভিমান আরোপ বা ভাবনা করা অত্যন্ত অপরাধজনক। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে অর্থাৎ 'আমিই কৃষ্ণ' এইরূপ মনন করিলে যাদৃশ অপরাধ হয়, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত আপনাকে অভেদ মনন করিলেও তাদৃশ অপরাধ হয়।

বস্তুতঃ এই জাতীয় ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য সিদ্ধ পরিকরগণের কৃপা, আবার এই কৃপাই প্রেমভক্তিরও সাক্ষাৎ পুষ্টিকারিণী। এইজন্যই শ্লোকে বলা হইয়াছে, জ্ঞানগন্ধাদিরহিত দোষ-অস্পৃষ্ট। কারণ, উহা পুরুষ-প্রযত্ন সাধ্য নহে। বিশেষতঃ এই ব্রজজাতীয় ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসীজনাদিতেই বিরাজমানা, সুতরাং এই ব্রজবাসীজনের ভাববিশেষে অর্থাৎ তাঁহাদের সেই ভাবে (ভক্তি পরিপাটীতে) লোভযুক্ত হইয়া (নিজাভিলষিত ব্রজবাসীজনবিশেষের ভাবের অনুসরণপূর্বক) ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহা হইলে ঐ ব্রজবাসীজন হইতে সাধক-হৃদয়ে সেই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ভাবসিদ্ধিতে গোলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৮২। তাদৃগ্‌ভগবতি প্রেমা পারমৈশ্বর্যদৃষ্টিতঃ।
সদা সম্পদ্যতে নৈব ভয়গৌরবসম্ভবাৎ॥

মূলানুবাদ

৮২। যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণে সর্বদা পরমেশ্বর দৃষ্টি থাকে, তাহাতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাদৃশ প্রেম কদাচ লাভ করা যায় না। কারণ, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য অনুভব হইলে ভয় ও গৌরবাদি সঞ্চারিত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮২। ননু স তাদৃক্ কথং সিধ্যেদিত্যত্রাহ—তাদৃগিতি দ্বাভ্যাম্। ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে তাদৃক্ তৎসদৃশঃ প্রেমা চ পারমৈশ্বর্যস্য দৃষ্টিতঃ অনুভবেন জ্ঞানেন বা সদা নৈব সম্পদ্যতে। সদেত্যস্য দ্বিতীয়পাদেন সম্বন্ধঃ, চতুর্থপাদেন বা। কুতঃ? ভয়গৌরব-সম্ভবাৎ পরমেশ্বরতাদৃষ্ট্যা ভগবতি শঙ্কা গুরুভাবশ্চ ঘটেতৈব। ততশ্চ সম্যক্ প্রেমবিশেষসিদ্ধির্ন স্যাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। যদি বল, তাদৃশ প্রেম কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহাই 'তাদৃশ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বর বলিয়া দৃষ্টি করিলে বা অনুভব করিলে তৎসদৃশ প্রেম কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন? পরমেশ্বর বলিয়া দৃষ্টি করিলে ভয়-গৌরবের সঞ্চারহেতু শঙ্কা ও সম্ভ্রমভাব সংঘটিত হইয়া থাকে, এইজন্য সম্যক্ প্রেমবিশেষ সিদ্ধি হয় না।

৮৩। **কেবলং লৌকিকপ্রাণসুহৃদ্বুদ্ধ্যা স সিধ্যতি।**
লোকালোকোত্তরো যোঽসাবতিলোকোত্তরোঽপি যঃ॥

মূলানুবাদ

৮৩। এই প্রেম কেবল লৌকিক প্রাণবন্ধুভাব অর্থাৎ লোক ব্যবহার অনুসারে শ্রীনন্দনন্দনকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া অনুভব করিলেই সেই প্রেম সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু সেই প্রেম লৌকিক সদৃশ হইলেও লোক (পৃথিবী) ও অলোক (অষ্টাবরণ) অতীত বৈকুণ্ঠলোকেও বর্তমান নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৩। তর্হি কথং সম্পদ্যেত? তত্রাহ—কেবলমিতি। লৌকিকো লোকব্যবহারানুসারী যঃ প্রাণসুহৃৎ জীবনবন্ধুঃ, তস্মিন্নিব বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন। যদ্বা, স এবায়মিতি ভগবতি নিশ্চয়েন স প্রেমা সিধ্যতি। ননু তর্হি লৌকিকপ্রিয়বন্ধুবুদ্ধ্যা জায়মানং প্রেমাপি প্রায়িকলোকোচিতো লৌকিক-প্রেমানুসার্যেব সম্পদ্যেত, ন তু লোকাতীতো ভগবদ্‌যোগ্য ইতি চেন্নেত্যাহ—লোকেতি। লোকাশ্চতুর্দ্দশভুবনানি, অলোকা লোকবাহ্যা আবরণাদয়ঃ, তেভ্য উত্তরঃ তত্রত্যেষু বর্তমানাৎ, প্রেম্ণঃ সকাশাৎ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তেভ্যো ভিন্নঃ, তত্রত্যেষু যো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অতিলোকঃ লোকত্বেঽপ্যতিক্রান্তাঃ লোকাঃ প্রাপঞ্চিকাস্তদতীতাশ্চ সর্বেঽপি প্রদেশাস্তত্রত্যা জনা বা যেন সোঽতিলোকো বৈকুণ্ঠতোঽপ্যুত্তরো যঃ প্রেমা তাদৃক্‌প্রকারেণ ভগবতি ক্রিয়মাণঃ সন্ বিষয়মহিম্না তৎপ্রকারমাধুরীমহিম্না চ স্বত এবাশেষলোকাতীততাং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। তাহা হইলে কিরূপে সিদ্ধি হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'কেবলং' ইত্যাদি। কেবল লোকব্যবহার অনুসারে শ্রীনন্দনন্দনকে জীবনবন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলেই সেই প্রেম সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা সেই জীবনবন্ধুই এই নন্দনন্দন, এই ভাবেও সেই প্রেম সিদ্ধ হয়। যদি বল, তাহা হইলে লৌকিক প্রিয় বন্ধু বুদ্ধি দ্বারা যে প্রেম জাত হয়, সেই প্রেমও তদ্রূপ লৌকিকরূপে পরিণত হইবে অর্থাৎ লৌকিক-প্রেমানুসারেই পর্যবসিত হইবে। লোকাতীত ভগবদ্‌যোগ্য হইবে

কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, সেই প্রেম চতুর্দশ ভুবন স্বরূপ যে কোন লোক এবং লোকবাহ্য পৃথিবীর আবরণস্বরূপ অলোক, এইসকল লোকে বর্তমান যে প্রেম আছে, সেই প্রেম হইতেও উত্তর অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট। অথবা সেই প্রেম হইতেও জাতিতে ভিন্ন। আরও বলিতেছেন, এমনকি উক্ত উভয়-লোককে অতিক্রম করিয়াছে যে বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠেও এই প্রেম বর্তমান নাই। যেহেতু, এই শ্রেষ্ঠ প্রেম ব্রজলোকের ভাবানুসারি-বিষয়-মহিমা দ্বারা গরীয়ান্ এবং সেই প্রকার মাধুরীমহিমাসম্পন্ন বলিয়া স্বতঃই অশেষ লোককে অতিক্রম করিয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৮৩। প্রীতি না থাকিলে যেরূপ কোন বস্তুর অনুভব প্রকৃত হয় না, সেইরূপ ভাব ব্যতীত প্রীতিরও সম্যক্ প্রকাশ হয় না। প্রীতির ধর্ম ভাবকে বর্ধন করা এবং ভাবের ধর্ম প্রীতিকে উচ্ছলিত করা। অতএব ভাব ও প্রীতি পরস্পর কার্য-কারণ সম্বন্ধ। ইহা যে কেবল রসশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য, তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রীতিহীন সেবা সেবার ব্যপদেশ মাত্র, প্রীতিহীন সেবা দ্বারা সেব্য ও সেবক কেহই সুখী হইতে পারেন না। আবার এই প্রীতি কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের সহিত সংমিলিত হইলেই প্রগাঢ়তা লাভ করে। পিতা-মাতার সন্তানের প্রতি যে স্নেহ, তাহা বাৎসল্যভাবের সহিত মিলিত না হইলে, সন্তানের লালন-পালন এত প্রগাঢ় বা মধুময় হইত না। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অনুরাগ যদি ভৃত্যের আত্মগত দাস্যভাবের সহিত সংমিলিত না হয়, তাহা হইলে প্রভু ভৃত্যের সেবায় যথোচিত সুখী হইবেন না। সখার প্রতি সখার ব্যবহার যদি আত্মগত সখ্যভাবের সহিত সংমিশ্রিত না হয়, তাহা হইলে প্রতিকার্যের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে, তদ্দ্বারা মৈত্রীভাব ক্ষুণ্ণ হইবে। সেইরূপ রমণীর প্রিয়তম কান্তের প্রতি যে ভক্তি বা প্রীতি, তাহা যদি কান্তাভাবোচিত মধুরভাবে অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি প্রীতি থাকিলেও তাহার দ্বারা প্রিয়তমের মনোমত প্রীতি-সেবা হইবে না। এইরূপে প্রীতি যদি স্বীয় অনুকূল ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা দ্বারা প্রিয়তমের সেবা বিধিপূর্বক হইলেও সম্যক্ প্রীতিজনক হইবে না।

এই যে ভাব ও প্রীতির পরস্পর সাপেক্ষতা কেলিবিলাস, ইহা পরমেশ্বর ও

পরমেশ্বরীস্বরূপে প্রেমক্রীড়া অপেক্ষাও মধুর হইতেও মধুর। প্রীতির প্রাচুর্যে ভাবপ্রবাহ স্ফীত হয়, আবার ভাবধারায় প্রীতি-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়—উভয়েই উভয়ের সহিত ওতপ্রোত সম্পর্কিত, একে অপরের সংবর্ধক। অংশুমালী স্বীয় অংশুমালায় পরিশোভিত না হইলে যেরূপ আত্মসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন না, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নিজ স্বরূপশক্তি-ভাব নিচয়ের দ্বারা পরিশোভিত না হইলে পরম মাধুর্যের বিকাশ হয় না, সুতরাং আনন্দাস্বাদন-বৈচিত্র্যও প্রকাশ পায় না। ব্রজবাসীগণের লোকানুসারিণী ভাব পরম দৈন্যময় বলিয়া শ্রীভগবানকেই ঐশ্বর্য লুকাইয়া দৈন্য অবলম্বনপূর্বক গ্রাম্য গোপবালকের ন্যায় লীলা করিতে হয়। পরন্তু বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদি পরম ঐশ্বর্যময় স্থানে ব্রজবাসীদিগের পরমোৎকৃষ্ট দৈন্যময় প্রেম বিকশিত হইতে পারে না। সেইজন্য সর্বধাম শিরোমণি গোলোক ব্যবস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমুদয় ধামই এই গোলোকের বৈভবস্বরূপ। এখানে ঐশ্বর্য বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও মাধুর্যের অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে। অতএব ভাবের তারতম্যানুসারে প্রেমেরও তারতম্য হয় এবং সেই অনুসারে শ্রীভগবানের মাধুর্য প্রকাশের তারতম্য হয়। ব্রজের প্রেম সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় শ্রীভগবানের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য প্রকাশ।

৮৪। **লোকানুগাপি স্যান্যোন্যং প্রিয়তাতীতলৌকিকা।**
মধুরাত্যদ্ভুতৈশ্বর্যলৌকিকত্ববিমিশ্রিতা॥

মূলানুবাদ

৮৪। সেই প্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসীগণের যে প্রিয়তা, তাহা লোকানুসারী হইয়াও লোকস্বভাব অতিক্রম করিয়া থাকে বলিয়া অলৌকিক এবং অতি অদ্ভুত পরম মধুর ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়াও লৌকিক ভাব বিমিশ্রিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। তত্র হেতুমাহ—লোকেতি। সা অন্যোন্যং প্রিয়তা, তল্লোকনাথস্য তত্রত্যানাঞ্চ লোকানাং মিথঃ সৌহৃদং লোকানুগা লোকানুসারিণ্যপি অতীতম্ অতিক্রান্তং লৌকিকং লোকস্বাভাবিকং যয়া সা, লোকে তাদৃশবন্ধুত্বাবৃত্তেঃ। তথা হি যথা মাতুঃ শ্রীযশোদায়াঃ স্মরণমাত্রেণৈবাকালেঽপি স্তন্যধারাস্রাবাদিকম্, যথা চ পিতুঃ শ্রীনন্দস্যাশ্রুধারাভিষেচনাদিকম্, যথা চ গোপবর্গাণাং কলত্রাদিকমপি সর্বং তৎসুখার্থমেব, নানান্নিজসুখাপেক্ষণং কিঞ্চিৎ। যথা জরতীনাং কাসাঞ্চিদপি শ্রীযশোদাভাবাপত্তিঃ, কাসামপি চ তৎপ্রিয়ার্থং নিজবধূকন্যকাদীনামপি বেশাদিপরতা, যথা চ বয়স্যানাং গোপকুমারাণাং সততদীয়-সন্দর্শনৈকাবলম্বনানাং, কদাচিত্তদীয়গুল্মাদ্যন্তরিততাসহনেঽপ্যসামর্থ্যাদিকম্, যথা চ ভগবতীনাং শ্রীগোপিকানাং তদন্যকিঞ্চিদপ্যনপেক্ষমাণানাং বিচ্ছেদেঽভিসরণে সংযোগেঽপি নিরন্তরং বিবিধদশাভাক্ত্বমিতি দিক্। অতএব মধুরা অত্যদ্ভুতা চ। যতঃ ঐশ্বর্যেণ লৌকিকত্বেন চ বিশেষতো মিশ্রিতা, যদ্বা, মধুরাত্যদ্ভুতাভ্যাম্ ঐশ্বর্যলৌকিকত্বাভ্যাং বিমিশ্রিতা। তত্র ভক্তজনানাং তত্রত্যানামৈশ্বর্যং নাম ভগবতস্তত্তল্লীলায়াঃ সর্বথানুসরণে পরমবৈদগ্ধ্যাদিপ্রকাশনং, লৌকিকত্বঞ্চ সহজভোজন-পানাদি-প্রীতিব্যবহারজাতং স্পষ্টমেব। তথা ভগবতশ্চ পূতনাস্তন্যপানাদিরূপায়াং বাল্যলীলায়ামপি, তয়ৈব মহারাক্ষস্যা অপি তস্যা অলক্ষিতং, প্রাণশোষণসামর্থ্যাদিনা তথৈবোহ্যম্। এতচ্চাশেষমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অতএব শ্রীশুকেনাপ্যুক্তম্ (শ্রীভা ১০।১৫।১৯)—'এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া, গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্। রেমে রমালালিতপাদপল্লবো, গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—গোপাত্মজত্বং নিজগোপকুমারলীলামিত্যর্থঃ। চরিতৈঃ স্বচেষ্টিতৈঃ বিড়ম্বয়ন্, হেতৌ, শতৃঙ্ বিড়ম্বয়িতুং ড়লয়োরেকত্বাৎ বিলম্বয়িতুমাশ্রয়িতুম্, মায়য়া নিজশক্তিবিশেষেণ নিগূঢ়া সম্বৃতা বহির্ন প্রকটিতেত্যর্থঃ ;

আত্মগতির্নিজৈশ্বর্যং যেন তথাভূতঃ সন্ রেমে চিক্রীড়। ঐশ্বর্যাপ্রকাশনেন গোপাত্মজসদৃশলীলয়া লৌকিকত্বম, ঐশ্বর্যঞ্চ তস্যাং তস্যামেব লীলায়ামন্তর্মধুরিমবিশেষপরমকাষ্ঠাপ্রদর্শনাদূহ্যম্। অতএব কৈশ্চিদ্গ্রাম্যৈঃ সমং যথা কশ্চিদ্গ্রাম্যো রমতে, তথৈব মহালক্ষ্মীলালিতপাদপল্লবোঽপি রেমে। এবং গ্রাম্যদৃষ্টান্তেন লৌকিকত্বং, রমালালিতপাদপল্লবত্বেন চ স্বভাবাদৈশ্বর্যমপি সিদ্ধম্। তথা ঈশচেষ্টিত এব গ্রাম্যবদ্রেমে ইত্যপ্যূহ্যম্, গ্রাম্যবৎ ক্রীড়ামপি পূর্বোক্তপ্রকারেণ ঐশ্বর্যস্যাপ্যন্তর্বৃত্তেরিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। তাহার হেতু বলিতেছেন, সেই অন্যোন্যপ্রিয়তা, অর্থাৎ শ্রীগোলোকনাথ ও গোলোকবাসিগণের পরস্পর যে প্রিয়তা, তাহা লোকানুসারিণী হইয়াও লোকস্বভাব অতিক্রম করিয়া থাকে। যেহেতু, লোকে তাদৃশ বন্ধুত্ব হইতে পারে না। যেমন, শ্রীযশোদামাতার পুত্র স্মরণমাত্রে অসময়েও স্তন্যধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। পিতা শ্রীনন্দবাবার নয়নযুগল হইতে এত অশ্রু বর্ষণ হইয়া থাকে যে, তাহাতেই সর্বাঙ্গ অভিসিঞ্চিত হইয়া যায়। গোপবর্গের কলত্রাদি সম্পত্তি সমুদয়ও শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত বিনিয়োজিত, তাঁহাদের নিজ নিজ সুখের জন্য নহে। এমনকি কোন কোন বৃদ্ধা গোপী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীযশোদার ভাব অঙ্গীকার করিতেন। কোন কোন বৃদ্ধা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আচরণার্থ নিজ নিজ বধূ ও কন্যাগণের বেশ রচনা করিয়া দিতেন। বয়স্য গোপকুমারগণ সতত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অভিনিবিষ্টচেতা যে, কদাচিৎ কৃষ্ণদর্শনবিষয়ে গুল্মাদি দ্বারা দর্শন-ব্যবধানও সহ্য করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভগবতী গোপিকাসকলের কথা আর কি বলিব! তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই অপেক্ষা করেন নাই, তাঁহারা বিচ্ছেদকালে, অভিসরণে, এমনকি সংযোগেও নিরন্তর বিবিধদশা ভজনা করিতেন। অতএব তাঁহাদের মধুরারতি অতি অদ্ভুতা। যেহেতু, সেই অন্যোন্যপ্রিয়তা 'ঐশ্বর্য ও লৌকিকত্ব'—এই উভয় ধর্ম বিমিশ্রিতা। অথবা মধুরাদ্ভুতা প্রত্যেক লৌকিক লীলার মধ্যেই নিগূঢ়রূপে ঐশ্বর্য মিশ্রিত আছে বলিয়াই সেই ঐশ্বর্য লৌকিকতায় আবৃত। তত্রত্য ভক্তজন সম্বন্ধে ঐশ্বর্য বলিতে সর্বথা ভগবৎলীলার অনুসরণে পরমবৈদগ্ধ্যাদির প্রকাশনই তাঁহার ঐশ্বর্য। আর সহজ ভোজন ও পানাদি প্রীতিব্যবহারই সুস্পষ্ট লৌকিকত্ব। শ্রীভগবান যেমন পূতনার স্তনপানাদিরূপ বাল্যলীলানুসরণে অলক্ষিতভাবে মহারাক্ষসীর প্রাণ-শোষণ-সামর্থ্য-প্রকটন করিয়াছেন। এই সকল

লীলা অগ্রে বলা হইবে। অতএব শ্রীশুক বলিয়াছেন, কমলা যাঁহার পদ-পল্লব সেবা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য গোপন করিয়া স্বীয় গোপকুমারলীলা আবিষ্কার করিবার জন্য আত্মমায়া দ্বারা ক্রীড়ায় গোপবালকের অনুকরণ পূর্বক সেই সকল গোপবালকের সহিত গ্রাম্যজনের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যিনি নিজ গোপকুমারলীলা আশ্রয় করিবার জন্য নিজমায়া অর্থাৎ (নিজ বলিতে) যে শ্রীনন্দ-যশোদা তাঁহাদের মায়ায় (কৃপায়) মহাবাৎসল্য ভাবের অধীন হইয়া গ্রাম্য বালকের সহিত গ্রাম্যজনের ন্যায় ক্রীড়ায় প্রবর্তিত করায়, তাদৃশ মায়াশক্তিবলে আত্মগতি অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য গোপন করিয়া গোপাত্মজ সদৃশ লীলা দ্বারা লৌকিকত্ব এবং সেই লৌকিকত্ব লীলার মধ্যে নিগূঢ় ঐশ্বর্য অথচ পরম মধুরলীলার প্রকাশ, অথবা প্রকাশ না হইতেই যে লীলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এরূপ লীলা আবিষ্কার করিতেছেন। যদিও শ্রীভগবানের লীলাশক্তিই তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলার সৌষ্ঠবতা সম্পাদন করেন, তথাপি এতাদৃশ ঐশ্বর্য প্রকাশেও গোপকুমার সদৃশ লীলাই লৌকিকত্ব। আর মহালক্ষ্মী-লালিত পদ-পল্লবত্বহেতু স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ গ্রাম্যজনবর্গের সহিত ক্রীড়াদি হইতে যে মধুরিমাবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এখানে উহ্য রহিল।

৮৫। ব্যবহারোঽস্য তেষাঞ্চ সোঽন্যোন্যং প্রেমবর্দ্ধনঃ।
বৈকুণ্ঠে পরমৈশ্বর্যপদে ন কিল সম্ভবেৎ॥

৮৬। তাদৃশী সাপ্যযোধ্যেয়ং দ্বারকাপি ততোঽধিকা।
অতঃ স লোকঃ কৃষ্ণেন দূরতঃ পরিকল্পিতঃ॥

৮৭। সুখক্রীড়াবিশেষোঽসৌ তত্রত্যানাঞ্চ তস্য চ।
মাধুর্যান্ত্যাবধিং প্রাপ্তঃ সিধ্যেত্তত্রোচিতাস্পদে॥

মূলানুবাদ

৮৫। এইজন্য সেই ব্রজবাসী ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরস্পর ব্যবহার পরস্পরের প্রেম বর্ধিত করিয়া থাকে ; কিন্তু এই বৈকুণ্ঠ পরম ঈশ্বরত্ব প্রকাশের স্থান, সুতরাং এইস্থানে তাদৃশ লৌকিক ভাব সংঘটিত হইতে পারে না।

৮৬। আর তুমি যে এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে অযোধ্যাপুরী দেখিয়া আসিয়াছ, তাহাও বৈকুণ্ঠসদৃশ ঐশ্বর্যময় স্থান ; আর এই শ্রীদ্বারকা সেই অযোধ্যা হইতেও অধিক ঐশ্বর্যময় স্থান, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সেই শ্রীগোলোকধাম দূরদেশে তথা পৃথক-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে।

৮৭। তাদৃশ প্রেমের আস্পদ সেই গোলোকধাম, তথায় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরসকলের পরম মাধুর্যের অন্ত্যসীমাস্বরূপ সুখক্রীড়াবিশেষ প্রকটিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৫। ইতো দূরতর ইতি যদুক্তং, তত্র হেতুমাহ—ব্যবহার ইতি দ্বাভ্যাম্। স লৌকিকবন্ধুসদৃশো ব্যবহারঃ, অন্যোন্যং ভগবতো ভক্তানাঞ্চ পরস্পরং প্রেম বর্ধয়তীতি তথা সঃ। বৈকুণ্ঠে ন সম্ভবেৎ, ন যুক্তঃ স্যাৎ, ন সিধ্যতীতি বা। কিল বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। কুতঃ? পরমস্য ঐশ্বর্যস্য পদে তৎপ্রাকট্যাতিশয়বিষয়ে॥

৮৬। ননু তর্হি বৈকুণ্ঠস্যৈব গূঢ়প্রদেশরূপায়াং তস্যামযোধ্যায়ামস্যাং দ্বারকায়াং বা সম্ভবেত্তত্রাহ—তাদৃশীতি। সা ত্বয়া অনুভূতা অযোধ্যাপি তাদৃশী বৈকুণ্ঠসদৃশী এব। ইয়ং দ্বারকাপি ততো বৈকুণ্ঠাদযোধ্যাতো বাঽধিকা শ্রেষ্ঠা, অত্যন্তপারমৈশ্বর্য-বিশেষময়ত্বাৎ। অতোঽস্মাত্তত্র তত্র তদসম্ভবাদ্ধেতোঃ স শ্রীগোলোকেতি বিখ্যাতো লোকঃ পরিকল্পিতঃ ব্যবস্থাপিতঃ॥

৮৭। যতঃ অসৌ পরমানির্বচনীয়ঃ, ত্বয়ানুভবিতুমিষ্যমাণো বা। তত্রত্যানাং শ্রীগোলোকবাসিনাং, তস্য চ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখক্রীড়াবিশেষস্তত্র গোলোক এব সিধ্যেৎ। কুতঃ? উচিতে তদ্‌যোগ্যে আস্পদে স্থানে। কিঞ্চ, মাধুর্য্যস্যান্ত্যাবধিং পরাং সীমাং প্রাপ্তঃ। চকারাবুভয়েষামপি তৎক্রীড়ায়াং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। এই দ্বারকা হইতে সেই গোলোক দূরতর বলিবার তাৎপর্য এই যে, সেই গোলোকনাথের সহিত তাদৃশ (লৌকিকবন্ধুসদৃশ) ব্যবহার এবং যে লৌকিকবন্ধু-সদৃশ ব্যবহার সেই ভগবান ও তত্রস্থ ভক্তের পরস্পর প্রেমবর্ধক অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের প্রেম বর্ধিত হইয়া থাকে, এই বৈকুণ্ঠে তাদৃশ ব্যবহার সম্ভবপর নয়, বা সেরূপ ব্যবহার করা উচিত নয়, কিংবা সেই ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থলে 'কিল' শব্দ নিশ্চয়ে বা বিতর্কে। কি জন্য সেই ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না? এই বৈকুণ্ঠ পরমৈশ্বর্য-প্রকাশাতিশয় পদ, কাজেই তাদৃশ ভাব সংঘটিত হইতে পারে না।

৮৬। যদি বল, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠের মধ্যে গূঢ় প্রদেশরূপে বিদ্যমান যে অযোধ্যা বা দ্বারকা ধাম আছেন, তথায় সেই প্রকার লৌকিক ব্যবহার সম্ভবপর হইতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন 'তাদৃশী' ইত্যাদি। এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে যে অযোধ্যা অনুভব করিলে, সেই অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠ সদৃশী, আর সেই অযোধ্যা হইতেও শ্রেষ্ঠা যে দ্বারকাধাম, সেই দ্বারকাও বিশেষ পরমৈশ্বর্যময়ী। অতএব এই সকল স্থানে তাদৃশ ব্যবহার সম্ভবপর নহে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সেই শ্রীগোলোক দূরতর দেশে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

৮৭। অতএব তাদৃশ পরম অনির্বচনীয় ক্রীড়ার আস্পদস্বরূপ সেই শ্রীগোলোক। সেই শ্রীগোলোকেই শ্রীগোলোকবাসিগণের তথা শ্রীকৃষ্ণের সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কি জন্য? শ্রীকৃষ্ণের সুখক্রীড়াবিশেষের আস্পদ বলিয়া আর তত্রত্য ভক্তবৃন্দেরও মাধুর্যের অন্ত্যসীমাস্বরূপ সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্ত-ভগবানের সুখক্রীড়াবিশেষের প্রাধান্য অভিপ্রায়ে 'চ'কার প্রয়োগ হইয়াছে।

৮৮। অহো কিল তদেবাহং মন্যে ভগবতো হরেঃ।
সুগোপ্যভগবত্তায়াঃ সর্বসার-প্রকাশনম্॥

মূলানুবাদ

৮৮। অহো! অধিক কি বলিব! আমি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীহরি সেই গোলোকেই তাঁহার সুগোপ্য ভাগবত্তার সর্বসার প্রকটিত করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৮। ননু তত্র পারমৈশ্বর্যপ্রকাশনেন ন লৌকিকসাম্যাপত্ত্যা তদীয়তত্রত্যরূপ-গুণাচরিতাদেস্তৎপদস্য চ মাহাত্ম্যবিশেষঃ কথং সিধ্যেত্তত্রাহ—অহো ইতি বিস্ময়ে, কিলেতি নিশ্চয়ে। তৎ শ্রীগোলোকে প্রকাশ্যমানং রূপগুণবিনোদাদিকমেব। যদ্বা, তদিতি তস্মিন্ গোলোক এবেত্যর্থঃ। ভগবতঃ সুগোপ্যায়াঃ পরমরহস্যায়াঃ ভগবত্তায়াঃ, পরমৈশ্বর্যস্য সর্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং প্রকাশনমহং মন্যে। অন্যথা তস্য লোকস্য সর্বোপরিতনত্বানুপপত্তেরপি ; অতএব হরেরিত্যুক্তম্, তেন তেনৈব রূপগুণাদিনা জগতাং মনোহরণাৎ, এতচ্চাগ্রে সপ্রপঞ্চং ব্যক্তং ভাবি। অতো ভগবতোঽন্যত্রাপ্রকাশ্যমানস্য নিজরূপগুণবিনোদাদি-মহিমবিশেষস্য সদা তত্রৈ-বাত্যন্তপ্রকটনাত্তল্লোকস্যাপি সর্বাধিকতরো মহিমবিশেষো ভগবদ্রূপাদেরিব সিদ্ধ এবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৮। যদি বল, তথায় পারমৈশ্বর্য-প্রকাশন-হেতু লৌকিক ব্যবহার-সাম্য হইতেছে না, অতএব তত্রত্য শ্রীগোলোকনাথের রূপ-গুণ-চরিতাদি তথা সেই গোলোকের মাহাত্ম্যবিশেষ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'অহো' ইত্যাদি। অহো! অতি বিস্ময়ে। কিল-শব্দ নিশ্চয়ে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, সেই শ্রীগোলোকেই প্রকাশ্যমান শ্রীহরির রূপ-গুণ-বিনোদাদি অথবা সেই গোলোকেই ভগবানের সুগোপ্য পরম রহস্য ভগবত্তার (পরমৈশ্বর্যের) সর্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা সেই গোলোকের সর্বোপরিতনত্ব উপপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব শ্রীহরির সেই প্রকার রূপ-গুণ-লাবণ্য-বিনোদাদির মহিমাবিশেষ সদা অত্যন্ত প্রকট-হেতু তত্তল্লোকে পরমৈশ্বর্য কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য ভগবানের অন্যত্র প্রকাশমান নিজ রূপ-গুণ-বিনোদাদি হইতেও তথায় সর্বাধিক মহিমা বিশেষ সিদ্ধ হইতেছে।

৮৯। বৈকুণ্ঠোপরিবৃত্তস্য জগদেকশিরোমণেঃ।
মহিমা সম্ভবেদেব গোলোকস্যাধিকাধিকঃ॥

মূলানুবাদ

৮৯। এই গোলোক বৈকুণ্ঠেরও ঊর্ধ্বদেশে বর্তমান, সুতরাং নিখিল জগতের শিরোমণিস্বরূপ, এইজন্য সেই গোলোকের মহিমা যে অধিক হইতেও অধিক হইবে, এবিষয়ে আমি কি অধিক বর্ণনা করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৯। অহো স তাবদ্দূরেঽস্তু, ভৌমমথুরাগোকুলস্যাপি মহিমা সর্বোৎকৃষ্টতর ইত্যাহ—বৈকুণ্ঠেতি দ্বাভ্যাম্। অধিকাদপ্যধিকঃ অত্যন্তপ্রচুর ইত্যর্থঃ। গোলোকস্য মহিমা সম্ভবেৎ উপপদ্যেতৈব। কুতঃ? জগদেকশিরোমণেঃ। তৎ কুতঃ? বৈকুণ্ঠস্যাপ্যুপরি বর্তমানস্য ততোঽপি পরমোৎকর্ষবিশেষবত্ত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। অহো! বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্তমান সেই গোলোকের মাহাত্ম্য বর্ণন দূরে থাকুক, ভৌম মাথুর-গোকুলের মহিমাও সর্বোৎকৃষ্টতর—এই কথা বলিবার জন্য 'বৈকুণ্ঠ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের অবতারণা। সেই গোলোকের মহিমা অধিক হইতেও অধিক অত্যন্ত প্রচুর, অতএব সেই গোলোকের মহিমা আমি অধিক কি বর্ণন করিব? কি জন্য? জগতের একমাত্র শিরোমণি। তাহা কি প্রকার? বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্তমান যে ধামনিচয়, তাহা হইতেও পরমোৎকর্ষবিশেষত্বহেতু।

৯০। মর্ত্যলোকান্তরস্থস্য মথুরা-গোকুলস্য চ।
মাহাত্ম্যং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠমাশ্চর্যং কেন বর্ণ্যতাম্॥

৯১। শৃণু কণ্ডূয়তে জিহ্বা মমেয়ং চপলা সখে।
রত্নমুদ্‌ঘাটয়াম্যদ্য হৃন্মঞ্জুষার্পিতং চিরাৎ॥

৯২। তত্তন্মহাপ্রেমবিহারকামঃ, কস্মিন্নপি দ্বাপরকালশেষে।
গোলোক-নাথো ভগবান্ স কৃষ্ণঃ, কৃৎস্নাংশপূর্ণোঽবতরত্যমুস্মিন্॥

মূলানুবাদ

৯০। এইপ্রকার মর্ত্যলোকের মধ্যে প্রকটিত মাথুরমণ্ডলস্থ ব্রজভূমিও (গোকুলও) স্বীয় মাহাত্ম্যবলে বৈকুণ্ঠাদিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব সেই গোকুলের শ্রেষ্ঠতম অদ্ভুত মাহাত্ম্যই বা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে?

৯১। হে সখে! শ্রবণ কর, এই সময় আমার চপল জিহ্বার কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়াছে ; অগত্যা আমি আমার হৃদয়রত্ন-মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিয়া অর্থাৎ বহুকাল হইতে হৃদয়পেটিকাবদ্ধ মহামণিরূপ গোকুলমাহাত্ম্য তোমার সমীপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৯২। সেই গোলোকনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যাদি সর্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়াও তত্তৎজাতীয় অর্থাৎ বিবিধ প্রকার মহাপ্রেমবিহারে ইচ্ছুক হইয়া কোন এক দ্বাপর শেষে সেই মথুরামণ্ডলস্থ গোকুলে সর্বাংশে পরিপূর্ণরূপে অর্থাৎ অংশাবতারাদিকে আপনার মধ্যে সংযুক্ত করিয়া স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯০। মর্ত্যলোকান্তর্বর্তিনোঽপি মথুরাসম্বন্ধি-গোকুলস্য ব্রজভূমের্মাহাত্ম্যং কেন বর্ণ্যতাম্? অপি তু কেনচিদপি বর্ণয়িতুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? সর্বতঃ বৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠম্ অতএবাশ্চর্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্॥

৯১। তথাপি বর্ণয়িষ্যামি ইত্যাহ—শৃণ্বিতি। ময়োচ্যমানমিদং তন্মাহাত্ম্য-মেবাকর্ণয়। কুতঃ? হে সখে! মমেয়ং জিহ্বা কণ্ডূয়তে ; যতশ্চপলা, নিজানু-চিতকর্মপ্রবৃত্তৌ ধার্ষ্ট্যাননুসন্ধানাৎ। বস্তুতস্তু তন্মাহাত্ম্য-সংকীর্তনেঽতিলম্পটে-ত্যর্থঃ। অতঃ হৃৎ চিত্তমেব মঞ্জুষা রত্নধারণপাত্রবিশেষঃ, তস্যামর্পিতং নিহিতং রত্নং চিরাদুদ্‌ঘাটয়ামি। অয়মর্থঃ—মহামণিরূপমথুরাগোকুলমাহাত্ম্যমেতন্ময়া সংগোপ্য

মনস্যন্তরেব ধৃতমস্তি, ন কদাচিদপি কস্মিংশ্চিৎ প্রকাশিতমাস্তে। তদদ্যৈব নিজ-জিহ্বাধৈর্যাভাবাত্ত্বয়ীদং প্রকাশ্যত ইতি॥

৯২। তদেব তত্তদিত্যাদিনা প্রসন্নং প্রভুং তমিত্যন্তেন প্রপঞ্চয়ন্নাদৌ তন্মাহাত্ম্য-বিশেষসম্পত্তয় এব তদীশ্বরস্য সর্বতোঽধিকোৎকর্ষবিশেষমাহ—তত্তদিতি দশভিঃ। স সুপ্রসিদ্ধো ভগবান্ গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎসংজ্ঞকঃ কৃৎস্নৈঃ সর্বৈরপ্যংশৈ-র্বিভূতিভিঃ ভগবচ্ছব্দার্থৈর্বা নিজৈশ্বর্যাদিভিঃ প্রকটসর্বাংশযুক্তঃ সন্ স্বরূপকথনমাত্রং বেদং, অমুষ্মিন্ মথুরামণ্ডলে মথুরা-গোকুলে বাবতরতি। কুতঃ? তেষু তেষু অনির্বচনীয়েষু মহাপ্রেমবিহারেষু কামো যস্য সঃ। কদা? দ্বাপরস্য তৎসংজ্ঞকযুগস্য যঃ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ চতুঃশতোত্তরদিব্যবর্ষসহস্রদ্বয়পরিমিতঃ কালস্তস্য শেষেঽন্তে, কস্মিন্নপীত্যনেন সর্বস্মিন্নেব দ্বাপরশেষে, কিন্তু কস্মিংশ্চিদ্ব্রাহ্ম্যকল্পে সপ্তমমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগস্যাবসান ইতি বোধ্যতে, তথৈব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০। মর্ত্যলোক মধ্যবর্তি মথুরামণ্ডলস্থ গোকুল বা ব্রজভূমির মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? অপিচ কেহই কোন প্রকারে বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। কিজন্য? স্বীয় মাহাত্ম্যবলে বৈকুণ্ঠাদি ধামকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কাজেই সেই গোকুলের শ্রেষ্ঠতর আশ্চর্য মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে?

৯১। হে সখে! তথাপি আমি বর্ণন করিতেছি, তুমি সাবধানে ধৈর্যের সহিত শ্রবণ কর। কি জন্য? আমার এই চঞ্চল জিহ্বার কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইয়াছে। কি ধৃষ্টতা! নিজানুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতেও কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছে না? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শ্রীনারদের জিহ্বা গোকুল-মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য অতীব লম্পট হইয়াছে। অতএব আমি আমার হৃদয়রত্ন-মঞ্জুষা (রত্নধারণ পাত্রবিশেষ) উদ্ঘাটিত করিতেছি। তাৎপর্য এই যে, মহামণিরূপ মথুরা-গোকুল-মাহাত্ম্য আমি বহুদিন পর্যন্ত সংগোপন করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করিয়া আসিতেছি, কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু অদ্যই নিজ জিহ্বার ধৈর্যাভাব-নিবন্ধন তোমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৯২। তাহাই 'তত্তন্মহা' ইত্যাদি হইতে 'প্রসন্নং প্রভু' পর্যন্ত শ্লোকসমূহে উপন্যস্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম দশটি শ্লোকে সেই গোকুলের মাহাত্ম্যবিশেষ এবং সেই গোকুলনায়কের সর্বাধিক উৎকর্ষবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সুপ্রসিদ্ধ ভগবান গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সমগ্র বিভূতিসহ অর্থাৎ ভগবৎ-শব্দ প্রতিপাদিত সমগ্র

ঐশ্বর্যাদি প্রকটনপূর্বক সর্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়া নিজ পরিকরবর্গের সহিত মথুরা-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিজন্য? কোন এক অনির্বচনীয় মহাপ্রেমবিহারে অভিলাষ করিয়া। কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? দ্বাপরের শেষে, কিন্তু সকল দ্বাপরে নহে, ব্রাহ্মকল্পে সপ্তম মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগবর্তি সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহিত দ্বাপরের শেষে সেই মথুরা-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

৯২। অন্যান্য অবতার যেরূপ ভূমণ্ডলে প্রকট হন, অবতারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ প্রকট হইয়া থাকেন ; অতএব অন্যান্য অবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোনরূপ পার্থক্য নাই বলিয়াই অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারী স্বয়ং ভগবান বলিয়া তৎকালে অন্যান্য অবতার সকল তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকেন!

অতএব অসুর সংহারাদিরূপ ভূভারহরণ স্বয়ং ভগবানের প্রাদুর্ভাবের মুখ্য কারণ নহে। কারণ ভূভারহরণ জগৎপালক বিষ্ণুর কার্য, কেবল কোন এক মহা অনির্বচনীয় প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি প্রকটলীলা বিস্তার করেন, আনুষঙ্গিকরূপে ভক্তেরও আর্তি প্রশমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তকে আনন্দ দান করেন।

ভগবৎশব্দ-প্রতিপাদিত সমগ্র ঐশ্বর্যাদি বলিতে, ঐশ্বর্য (প্রভবাতিশয়), বীর্য (মণি, মন্ত্র ও মহৌষধের ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব), যশঃ (সদ্‌গুণশালী বলিয়া খ্যাতি), শ্রী (সর্ববিধ সম্পত্তি), জ্ঞান (সর্বজ্ঞতা), বৈরাগ্য (প্রপঞ্চে অনাসক্তি)। যদিও প্রত্যেক ভগবদবতারে পূর্ণরূপে ভগবত্তা বিরাজিত, তথাপি এক দীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তি হইলেও যেরূপ মূল দীপের প্রাধান্য আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্যান্য অবতারের অভিব্যক্তি হওয়ায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে স্বতঃই ভগবত্তার আদি ত' থাকিবেই। সাধারণতঃ এরূপ শক্তি অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারেই অবতারত্ব ও অবতারীত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে।

৯৩। নানাত্বমাপ্তৈরিব বর্তমানৈঃ,
সর্বৈঃ স্বরূপৈঃ সমমদ্বয়ঃ সন্।
বৈকুণ্ঠলোকাদিকমাশু হিত্বা,
নিত্যাংশ্চ তত্রত্যপরিচ্ছদাদীন্॥

৯৪। স্ব-পারমৈশ্বর্যমপি প্রসক্তং,
দূরাদুপেক্ষ্য শ্রিয়মপ্যনন্যাম্।
অস্মাদৃশোঽনন্যগতীংশ্চ ভৃত্যান্,
সর্বাননাদৃত্য স যাতি তত্র॥

মূলানুবাদ

৯৩-৯৪। এই সময়ে তাঁহার নানাত্বরূপে বর্তমান বিষ্ণু আদি অবতার-সমূহ স্বীয় স্বরূপে লীন করিয়া এবং বৈকুণ্ঠাদির নিত্য পরিচ্ছদাদি ও গৃহাদি পরিহারপূর্বক এমনকি অনন্যাশ্রিতা মহালক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া, তথা ঐকান্তিক ভক্ত ও মাদৃশ ভৃত্যবর্গকেও অনাদর করিয়া সেই ভৌম মথুরা-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩-৯৪। তত্রাবতরণপ্রকারমেব বিস্তরেণাহ—নানাত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। সর্বৈঃ স্বস্য কৃষ্ণস্য রূপৈঃ শ্রীবিষ্ণ্বাদিভিরবতারৈঃ সমম্ অদ্বয়ঃ সন্, তানি তানি নিজরূপাণি সর্বাণ্যেব স্বস্মিন্নেকীকৃত্যেত্যর্থঃ। স কৃষ্ণস্তত্র মর্ত্যমাথুর-গোকুলে যাতি অবতরতীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কীদৃশৈঃ? নানাত্বমনেকত্বং প্রাপ্তৈরিব তত্র তত্র বর্তমানৈঃ। ইবেতি নানাত্বেঽপ্যেকত্বাভিপ্রায়েণ। কিং কৃত্বা যাতি? তদাহ—বৈকুণ্ঠেত্যাদিনা। আদ্য আদিশব্দঃ স্বর্গালোকমারভ্য বৈকুণ্ঠদ্বারকাপর্যন্তং গৃহ্লাতি। তত্রত্যান্ বৈকুণ্ঠাদিবর্তিনঃ পরিচ্ছদান্ ভূষণায়ুধাদীন্ গৃহাসনাদীন্ বা। দ্বিতীয়াদি-শব্দেন পরিচারকাঃ, প্রসক্তং নীত্বানুষঙ্গি স্বস্য পারমৈশ্বর্যমপি দূরাদুপেক্ষ্য বিহায়। আত্মারামত্বাদীনাং তাদৃশ-মহাবিভূতীনাঞ্চানপেক্ষ্যত্বাৎ। শ্রিয়ং মহালক্ষ্মীমপি অনাদৃত্য সঙ্গেঽনয়নাৎ। কীদৃশীম্? অনন্যাম্—ন বিদ্যতেঽন্যো যস্যাস্তাং তদেকপরামপীত্যর্থঃ ; তথা অস্মাদৃশান্ ভৃত্যান্ নিত্যপার্ষদাংশ্চ সর্বাননাদৃত্য। কীদৃশান্? ন বিদ্যতেঽন্যা গতিরাশ্রয়ো যেষাং তাদৃশানপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩-৯৪। সেই গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রকার বলিতেছেন, নানারূপে বর্তমান বিষ্ণু আদি স্বীয় স্বরূপের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সর্ববতার-স্বরূপের একীকৃতরূপে (নিজ স্বরূপে মিলিতরূপে) সেই শ্রীকৃষ্ণ ভৌম মাথুর-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তৎকালে স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-দ্বারকা পর্যন্ত ধামসমূহে অবস্থিত পরিচারকবৃন্দ এবং তত্রস্থ বৈভব অর্থাৎ ভূষণ, আয়ুধাদি, নিত্যপরিচ্ছদ, গৃহ, আসনাদিও দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। এমনকি নিত্য অনুসঙ্গি পারমৈশ্বর্য এবং অনন্যশরণা মহালক্ষ্মীও অনন্যগতি মাদৃশ ভৃত্যবর্গকেও অনাদর পূর্বক মর্ত্যমাথুর-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৯৫। অন্যৈঃ সহান্যত্র ন লভ্যতে
যল্লব্ধুং সুখং শ্রীমথুরা-ব্রজে তৎ।
তত্রত্যলোকৈরুচিতস্বভাবৈঃ,
সাকং যথেচ্ছং নিতরাং বিহৃত্য॥

মূলানুবাদ

৯৫। বলিব কি, অন্য অন্য ধামে অন্য অন্য পরিকরের সহিত ক্রীড়া করিয়া সেই ব্রজজাতীয় সুখ পান না, তাই তিনি ক্রীড়ার উপযোগী স্বভাববিশিষ্ট ব্রজবাসিগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া সেই ব্রজজাতীয় সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীমাথুর-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৫। 'তত্তন্মহাপ্রেমবিহারকামঃ' ইত্যনেনোক্তমপ্যবতরণপ্রয়োজনং বিস্তার্যাহ—অন্যৈরিতি। অন্যত্র মথুরা-গোকুলাৎ ইতরস্মিন্ স্থানে, অন্যৈস্তত্রত্যেভ্যো ভিন্নৈর্লোকৈঃ সহ যৎ সুখং ন লভ্যতে, তৎ সুখং শ্রীমথুরা-ব্রজভূমৌ লব্ধুম্। শ্রীমথুরা-ব্রজ ইত্যস্য পদস্য পরেণ বা সম্বন্ধঃ। তৎপ্রকারমাহ—যথেচ্ছং নিজেচ্ছানুসারেণ, তত্রাপি নিতরাং সম্যক্‌তয়া বিহৃত্য ক্রীড়িত্বা। কৈঃ সহ? তত্রত্যৈঃ শ্রীমথুরাব্রজবাসিভির্লোকৈঃ সাকম্। কুতঃ? উচিতঃ তাদৃশসুখসম্পাদকনিজেষ্টক্রীড়াবিশেষযোগ্যঃ স্বভাবো যেষাং তৈঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। 'কোন এক অনির্বচনীয় মহাপ্রেমবিহারে অভিলাষই' তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন, ইহারই বিস্তার করিতেছেন। মাথুর-গোকুল ব্যতীত অন্যত্র অন্যের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুখ শ্রীমথুরা-ব্রজভূমিতে ব্রজবাসিগণের সহিত ক্রীড়া দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সেই সুখলাভের প্রকার এই যে, তথায় নিজ ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ যথেচ্ছ বিহার করা যায়। কাহাদের সহিত? তত্রত্য অর্থাৎ শ্রীমাথুর-ব্রজবাসীগণের সহিত। যেহেতু, তাঁহারা সর্বপ্রকারে শ্রীভগবানের যোগ্য-সুখসম্পাদক ক্রীড়াবিশেষযোগ্য স্বভাববিশিষ্ট। অতএব সেই ব্রজবাসীগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া সেই সুখ লাভ করিবার জন্যই তিনি শ্রীমাথুর-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৯৬। তদাতনানাং দৃঢ়ভক্তিভাগ্যবিশেষভাজাং জগতাং হি সাক্ষাৎ।
দৃশ্যো ভবেন্নূনমনন্যকাল,-প্রাদুষ্কৃতেনাত্মকৃপা-ভরেণ॥

৯৭। অতো বৈকুণ্ঠনাথস্য বৈকুণ্ঠেঽপি কদাচন।
দর্শনং নৈব লভ্যেত ভবতাপ্যন্বভাবি তৎ॥

মূলানুবাদ

৯৬। যে কৃপা অন্য কোন কালেও প্রকটিত করেন নাই, ঐ সময়ে তাদৃশ কৃপাতিশয় জগতে প্রকটিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আত্ম-কৃপাভরে জগতে সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। এইরূপে সেই গোলোকনাথ তদানীন্তন দৃঢ়ভক্তিভাগ্যবান-সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

৯৭। হে গোপকুমার! এইরূপে শ্রীভগবান মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন, এইজন্য এই বৈকুণ্ঠে কোন কোন সময়ে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা তুমি পূর্বেও অনুভব করিয়াছ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬। এবং কদাচিচ্ছ্রীগোলোকাদপি ভৌমমাথুরগোকুলস্য মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। অহো তৎকালীনানাং জনানাং সর্বেষামপি ভাগ্যমহিমেত্যাশয়েনাহ—তদেতি। ন অন্যস্মিন্ প্রাদুষ্কৃতো যস্তেন আত্মনো ভগবতঃ কৃপাভরেণৈব তৎকাল-বর্তিনাং জগতাং প্রপঞ্চান্তর্বহির্বর্তিনাং সর্বেষামপি সাক্ষাদ্‌দৃশ্যো ভবেৎ। নূনমিতি বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। কুতঃ? দৃঢ়ভক্তৌ, তদ্রূপো বা যো ভাগ্যবিশেষস্তদ্ভাজাং তেন সংযুতানামিত্যর্থঃ॥

৯৭। অতো মর্ত্যলোকেঽবতরণাদ্ধেতোঃ ন লভ্যেত। বৈকুণ্ঠবর্তিভিঃ তদ্-বৈকুণ্ঠেঽপি কদাচিচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্যাদর্শনং ভবতাপি অন্বভাবি অনুভূতমস্তি। কদাচি-দীশেঽপি নিভৃতং প্রযাতীত্যাদ্যুক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। এইরূপে শ্রীগোলোক হইতেও ভৌম মাথুর-গোকুলের মাহাত্ম্য বিশেষ প্রদর্শিত হইল। অহো! তৎকালীন জনসকলের ভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিবে? যেরূপ কৃপা কোন কালেও প্রকাশিত করেন নাই, তাদৃশ নিজকৃপাভরে প্রপঞ্চান্তর্বর্তি জগতে সাক্ষাৎ দৃশ্য হইয়া সেই গোলোকনাথ দৃঢ়ভক্তিভাক্ সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

৯৭। অতএব মর্ত্যলোকে অবতরণহেতু এই বৈকুণ্ঠে কোন কোন সময়ে সেই বৈকুণ্ঠনাথকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা তুমি পূর্বেও অনুভব করিয়াছ এবং "কখন কখন সেই ভগবান নিভৃতে একাকী গমন করিতেন"—এই সকল উক্তিও স্মরণ কর।

৯৮। অতএবর্ষয়স্তত্তল্লোক-বৃত্তান্ততৎপরাঃ।
বৈকুণ্ঠনায়কং কেচিৎ সহস্রশিরসং পরে॥

৯৯। নারায়ণং নরসখং কেঽপি বিষ্ণুঞ্চ কেচন।
ক্ষীরোদশায়িনং ত্বন্যে কেশবং মথুরাপুরে॥

১০০। অবতীর্ণং বদন্ত্যার্য্যাঃ স্ব-স্ব-মত্যনুসারতঃ।
নির্ণীতেশ্বরমাহাত্ম্য-মাধুর্যাদ্যবলোচনাৎ॥

মূলানুবাদ

৯৮-১০০। কিন্তু তাঁহার পরম স্বরূপের তত্ত্ব নিরূপণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এজন্য কেহ বলেন, বৈকুণ্ঠনাথই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ বলেন, সহস্রশীর্ষা পুরুষ ; কেহ বলেন, নরসখ নারায়ণ ; কেহ বলেন, বিষ্ণু ; কেহ বলেন, ক্ষিরোদকশায়ী ; অন্য কেহ বলেন, কেশবের অবতার মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই প্রকারে আর্য ঋষিগণ নিজ নিজ মতানুসারে ঈশ্বর-মাহাত্ম্য নিরূপণে প্রয়াস বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; পরন্তু তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৮-১০০। অতঃ সর্বৈঃ স্বরূপৈঃ সমমবতরণাদ্ধেতোঃ, ঋষয়ো মন্ত্রাস্তৎপ্রবর্তকা বা মুনয়ঃ কেচিদ্‌বৈকুণ্ঠনায়কং মথুরাপুরে অবতীর্ণং বদন্তীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। পরে চ 'সহস্রশিরসং ব্রহ্মলোকাধিষ্ঠাতারম্', 'সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। কেঽপি চ নরসখং নারায়ণং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।১।৫৭) ধর্মস্য মূর্ত্যাং পুত্রকথনপ্রসঙ্গে—'তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অন্যে চ ক্ষীরোদশায়িনং কেশবং 'সিতকৃষ্ণকেশঃ' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৭।২৬) ব্রহ্মোক্ত্যা সুন্দর-কেশবত্বেন তস্যৈব কেশবসংজ্ঞকত্বাৎ। বিষ্ণুপুরাণাদৌ 'উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। পৃথক্ তথা বদনে হেতুঃ—তেষাং তেষাং বৈকুণ্ঠাদীনাং লোকানাং বৃত্তান্তে তৎপরাঃ তদনুসন্ধানৈকচিত্তাঃ। অতো যে যল্লোকবৃত্তান্তপরাস্তে তল্লোকনাথং তত্রাবর্তমানং বিজ্ঞায় তথা বদন্তীতি ভাবঃ। তত্রাপি হেতুঃ—নির্ণীতং নিশ্চিতম্ ঈশ্বরস্য তত্র তত্র

বর্তমানস্য ভগবতো মাহাত্ম্যস্য মাধুর্যাদি, আদিশব্দেন বিচিত্রত্ব-দুর্বিতর্ক্যত্বাদি। যদ্বা, মাহাত্ম্যং মাধুর্যাদিকঞ্চ, আদিশব্দাৎ সৌন্দর্যলীলাদি, তস্যাবলোচনাৎ বিচারণাৎ। অয়মর্থঃ—যৈর্যাদৃশং যত্র ভগবতো মাহাত্ম্যাদিকমবধারিতমস্তি, তাদৃশস্যৈবাস্মিন্ বিচারেণানুভবাত্তত্রত্যং তমেবাবতীর্ণং বদন্তীতি। এবং পার্থক্যেন বর্তমানমপি তেষাং সর্বেষাং শ্রীভগবদ্রূপাণাং মাহাত্ম্যাদিকমখিলমেকস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব বিরাজত ইতি সিদ্ধেরস্যৈব সর্বোৎকৃষ্টতাপি পরমা সিদ্ধেতি দিক্। ননু সর্বজ্ঞানাং তেষাং কথমেবং সম্ভবেত্তত্রাহ—স্বস্য স্বস্য মতেরনুসারতঃ। যেষাং যাদৃগ্ ভগবজ্জ্ঞানং তেষাং তদনুরূপমেব বচনমপ্যুপপদ্যত ইত্যর্থঃ। ননু তথাপি শাস্ত্রবিদ্ভিস্তৈর্বিচারেণ সর্বং জ্ঞাতুং শক্যতে, তত্রাহ—আর্যাঃ সরলবুদ্ধয়ঃ, অতঃ সূক্ষ্মং তদ্বিচারং কর্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্তত্ত্বং জানন্তোঽপি সরলবুদ্ধিত্বাত্তত্তদ্বিশেষানপেক্ষয়া তেষাং ভগবদ্রূপাণামেকস্যাপি কস্যচিদবতরণোক্ত্যা সর্বেষামেবাবতরণোক্তিঃ সিধ্যতীত্যভিপ্রায়েণ তথা বদন্তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮-১০০। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সর্ব অবতার সংযুক্ত হইয়াই অর্থাৎ অবতার সকলকে স্বীয় স্বরূপের অন্তর্ভূত করিয়াই সেই মর্ত্য মথুরা-গোকুলে সম্যক্ অবতরণ করেন। এইজন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও মন্ত্রপ্রবর্তক মুনিগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বৈকুণ্ঠনাথই মথুরাপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যথা, (শ্রীভা) কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ইত্যাদি। কেহ বলেন, সহস্রশীর্ষা পুরুষ। যথা, "এই সহস্রশীর্ষা পুরুষ ব্রহ্মালোকের অধিষ্ঠাতা।" (এই বিদুর) সহস্রশীর্ষা পুরুষের চরণোপাধান ইত্যাদি। কেহ বা বলেন, নরসখ-নারায়ণ। যথা, চতুর্থস্কন্ধে ধর্মনামক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি—"ভগবান্ হরির সেই অংশ পৃথিবীর ভারহরণ নিমিত্ত সম্প্রতি এই দুই স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, অপর কুরুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জুন।" আবার কেহ বা বলেন, ক্ষিরোদশায়ী কেশবই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে কেশবের সিত-কৃষ্ণ অবতার বলিয়া থাকেন। যথা, ব্রহ্মার উক্তি—'সিত-কৃষ্ণ কেশ' ইত্যাদি। অর্থাৎ সুন্দর কেশবন্ধনহেতু কেশব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—ক্ষিরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীর ভার হরণের জন্য প্রার্থিত হইয়া "আপনার সিত-কৃষ্ণ কেশযুগল ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন।" অভিপ্রায়—ভূভার-হরণ অতি তুচ্ছ কার্য, তাহা আমার এই কেশ হইতেই হইতে পারে। অথবা আমার শিরোভূষণস্বরূপ স্বয়ং ভগবানই এই কার্য করিবেন। যদি বল, মুনিগণের এই প্রকার মতভেদের কারণ কি?

তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা যে যে বৈকুণ্ঠলোকের বৃত্তান্ত গ্রহণে তৎপর (তদনুসন্ধানৈকচিত্ত) তাঁহারা সেই সেই বৈকুণ্ঠলোকে সেই সেই লোকনাথকে দর্শন করিতে না পাইয়া স্ব স্ব মতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাপি নিশ্চিতরূপে হেতু-নির্ণয় প্রসঙ্গে সকলেই বলিয়াছেন, আমাদের উপাস্য ভগবানই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব সেই ভগবানেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য, বিচিত্রত্ব ও দুর্বিতর্কত্বাদি গুণ পরিস্ফুট। আদি-শব্দে লীলাদির সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া স্ব স্ব মতি অনুযায়ী বিচারপূর্বক ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা যে ধামে যে প্রকার ভগবৎ মাহাত্ম্য অবধারণ করিয়াছেন, এই ব্রজরাজনন্দনেও সেই সকল মাহাত্ম্য বিচারপূর্বক উত্তমরূপে অনুভব করিয়া অর্থাৎ সেই ধামের সেই প্রভুই অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব সমুদয় ভগবদ্ স্বরূপের এবং সমগ্র ভগবত্তার অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে জানিবে। তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ভগবদবতারের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যসকল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষতা সিদ্ধ হইল। যদি বল, সেই মুনিগণ সর্বজ্ঞ এবং শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া সর্বপ্রকার বিচারপটু, তথাপি কিজন্য এই রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন, যাঁহার যেরূপ ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান, তাঁহার পক্ষে তদনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করাই স্বাভাবিক। যদি বল, তথাপি শাস্ত্রবিদ্গণ বিচারের দ্বারা সমস্ত রহস্য অবগত হইতে পারিতেন, তদুত্তরে বলিতেছেন, তাঁহারা আর্য, সরল বুদ্ধিত্ব-হেতু (সেই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াও) সেই সেই বিশেষাপেক্ষা না করিয়াই স্থির করিয়াছেন যে, সেই সকল ভগবৎ স্বরূপের যে কোন একটি স্বরূপের অবতরণ অঙ্গীকার করিলেই সর্ব বিষয়েরই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। অথবা অধিকারী ভেদে অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্র লক্ষ্য করিয়া (সর্বত্র রহস্য প্রকাশ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া) এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৯৮-১০০। ক্ষিরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু-কলেবর কখন জরাগ্রস্ত হইতে পারে না। সুতরাং বার্ধক্য-হেতু তাঁহার কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। আর তাঁহার কেশ যে স্বভাবতঃ সিত-কৃষ্ণ, তাহাও বলা যায় না। শ্রীভগবদ্স্বরূপ সর্বদা কৈশোর বয়সে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহার পক্বকেশের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন, 'যত্তু বিষ্ণুপুরাণে যচ্চ উজ্জাহারাত্মনং কেশাবিত্যাদি উক্তং তচ্চ ন কেশাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভূভারাবতারণরূপং কার্যং।

কিয়দেতৎ মৎ কেশাবেব তৎ কর্তুং শক্তারিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণ সূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে'—বিষ্ণুপুরাণে 'শ্রীবিষ্ণু আপনার কেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন',—একথা যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু ভূভার হরণের জন্য দেবগণ প্রার্থনা করিলে শ্রীবিষ্ণু স্বীয় কেশোৎপাটন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, ভূভার হরণ কি কঠিন কার্য? তাহা আমার কেশ হইতেই হইতে পারে। ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের বর্ণ সূচনার জন্য কেশোদ্ধার করিয়াছেন। ঐ কেশযুগলই যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইবেন—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য নহে।

শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় নানামূর্তি প্রকট করিয়া লীলা করেন, তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে অবতার বলা হয়, কিন্তু তাঁহার সকল অবতারের কর্ম সমান নহে। কাজেই পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার ও আবেশাবতার প্রধানতঃ এই ছয় প্রকার অবতার বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সকল অবতারের মূর্তি ও কার্য পৃথক্ হইলেও তত্ত্ব পৃথক নহে। একই ভগবান নানা কার্যের জন্য নানা মূর্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একই শ্রীভগবানের যখন অনন্ত মূর্তি, তখন যে কোন একটি হইলেই হইত, অনন্তের প্রয়োজন কি? অথবা শ্রীভগবান এক হইয়াও যখন বহুমূর্তিতে আছেন, তখন এই বহু মূর্তির মধ্যে কোন্ মূর্তি জীবের ভজনীয়? এই প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, শ্রীভগবান অনন্ত মূর্তিতে অনন্ত লীলা করেন সত্য, কিন্তু যে লীলারসে চিত্ত ডুবিয়া যায় এবং সর্বাপেক্ষা দয়ার প্রাকট্য আধিক্য দৃষ্ট হয়, সেই আনন্দলীলাময় বিগ্রহেরই ভজনা করা উচিত। আবার শ্রীভগবানের যেমনই লীলা, তেমনই মূর্তি, যেমন ভক্তের বাসনা, তেমনই অভিব্যক্তি। শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান হইয়াও নিজ ভক্তিবিনোদন-হেতু নানা লীলা করেন। তবে শ্রীভগবানের সকল লীলা সকলের অনুভব গোচর হয় না। সেইজন্য যিনি যাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন, তিনি তাহাই শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ রূপে নির্দেশ করেন। এইজন্যই নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত মতের মধ্যেই "আমাদের উপাস্য ভগবানই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ইহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন অর্থাৎ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েন, তখন অন্যান্য অবতারসকল তাঁহার স্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। এইজন্যই সকলে মনে করেন, ইনিই আমাদের উপাস্য ভগবান। তবে একথা সত্য যে, শ্রীভগবৎ কৃপায় যিনি যাহা অনুভব করিয়া প্রকাশ করেন, তিনি তাঁহার অনুভবের অবিরোধে ও অননুসন্ধানে সত্য কথাই বলেন। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

১০১। কিন্তু স্বয়ং স এব শ্রীগোলোকেশো নিজং পদম্।
ভূর্লোকস্থমপি ক্রীড়াবিশেষৈর্ভূষয়েৎ সদা॥

মূলানুবাদ

১০১। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, সেই গোলোকেশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিশেষ বিশেষ ক্রীড়াসকল দ্বারা সেই ভূলোকস্থ আপনার নিজ ধাম মাথুর-ব্রজভূমিকে বিভূষিত করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০১। এবং পরেষাং মতমুক্ত্বা স্বমতমেব দ্রঢ়য়তি—কিন্তিতি। স তত্তৎক্রীড়া-লম্পটঃ স্বয়মেব ভূর্লোকে বর্তমানমপি নিজপদং শ্রীমথুরা-ব্রজভূমিরূপং স্থানং সদা ক্রীড়াবিশেষৈঃ অন্যত্রাবিস্তার্যমাণৈর্মহাবিলাসৈর্ভূষয়েৎ অলঙ্করোতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০১। এইরূপে পর মত উল্লেখ করিয়া (পূর্বপক্ষ নিরসন করিয়া) এক্ষণে নিজ মতের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন—'কিন্তু' ইত্যাদিতে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, তত্তৎক্রীড়ালম্পট সেই গোলোকেশই বিশেষ বিশেষ ক্রীড়াসকল দ্বারা ভূলোকে বর্তমান নিজ পদ শ্রীমথুরা-ব্রজভূমি সর্বদা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ক্রীড়াবিশেষ অন্যত্র বিস্তার্যমান নহে, তাদৃশ মহাবিলাস দ্বারা এই ব্রজভূমিকে ভূষিত করিয়া থাকেন।

১০২। নাত্র কোঽপ্যস্তি ভিন্নো যত্তত্রত্যজন-বল্লভঃ।
উদ্ধবস্ত্বঞ্চ তত্রত্যস্তদ্‌গোপ্যং কিঞ্চিদুচ্যতে॥

মূলানুবাদ

১০২। এইস্থানে ব্রজভাববিরোধী কেহ উপস্থিত নাই, তাই আমি কিঞ্চিৎ গোলোকমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। এই শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজবাসিদিগকে হৃদয়বল্লভ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তুমিও ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের নিকট বলিলে কোন হানি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০২। এবং শ্রীগোলোকনাথমাহাত্ম্যমভিব্যজ্য 'অহো কিল তদেবাহ-স্মন্যৈর্ভগবতো হরেঃ। সুগোপ্যভগবত্তায়াঃ সর্বসারপ্রকাশনম্' ইত্যনেন তত্রৈব পারমৈশ্বর্যবিশেষবিস্তারণং যদুদ্দিষ্টং তদেব বিস্তারেণ তাৎপর্যাদ্‌বক্তুমারভতে—নাত্রেতি। অত্রোদ্ধবগৃহে কোঽপি ভিন্নঃ বক্ষ্যমাণার্থ-শ্রবণযোগ্যাৎ ভগবৎপ্রেমভক্তি-বিশেষবতো বা জনাদন্যো জনো যদ্‌যস্মান্নাস্তি, অতো গোপ্যমপি তৎ মন্মনো-মঞ্জুষার্পিতরত্নরূপং কিঞ্চিদুচ্যতে। ননু অয়মুদ্ধবোঽহং চ স্বঃ ; তত্রাহ—তত্রত্যো মাথুরব্রজভুবর্তেব্য জনো বল্লভো যস্য স উদ্ধবোঽস্তি, ত্বন্তু তত্রত্যঃ তদ্‌ব্রজভূমিভব এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। এইরূপে শ্রীগোলোকনাথের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া (পূর্ব-বর্ণিত ৮৮ শ্লোক) "অহো! কি বলিব, আমি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীহরি সেই গোলোকেই তাঁহার সুগোপ্য ভগবত্তার-সর্বসার প্রকাশিত করিয়াছেন।" এই কথা যে উক্ত হইয়াছে, অধুনা আমি বিস্তাররূপে তাহারই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। কারণ, এই উদ্ধবগৃহে উদ্ধব এবং তুমিই বর্তমান রহিয়াছ, অন্য কোন ভিন্ন জন অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ভগবৎপ্রেমভক্তিবিশেষ, বিশেষতঃ ব্রজযুবরাজের নিগূঢ় লীলারহস্য শ্রবণের অযোগ্য পাত্র কেহ নাই। অতএব যাহা চিরকাল হৃদয়-মণি-মঞ্জুষা মধ্যে অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, সেই ব্রজযুবরাজের লীলারত্নসকল উদ্ঘাটন করিব। যদি বল, আমি বা শ্রীউদ্ধবও ত' এইপ্রকার, সুতরাং আমাদের

নিকটেই বা তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিবেন? বলিতেছি, এই শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজবাসিগণকে হৃদয়বল্লভ জ্ঞান করে, আর তুমি স্বয়ংই ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; কাজেই তোমাদের কাছে ব্যক্ত করিলে কোন হানি নাই।

সারশিক্ষা

১০২। নিগূঢ় লীলারহস্য সর্বত্র ব্যক্ত করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রদ্ধাহীন বা যাহাদের চিত্ত অতিশয় কর্কশ ও দুষ্টভাবপূর্ণ, তাহারা যেন কদাচ এই নিগূঢ় লীলার অনুশীলন না করে। তাহারা যদি এই নিগূঢ় রসময়ী লীলাকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কিছুতেই এই লীলার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না ; বরং এই ভুবনপাবনী অপ্রাকৃত লীলাতত্ত্বকে সাধারণ লৌকিক উপন্যাসবিশেষ মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইবে, অথবা লীলার হেয়তা প্রতিপাদনে যত্ন করিবে। পিত্তদুষ্ট রসনায় শর্করাপিণ্ডের মিষ্টতা অনুভব হয় না বলিয়া শর্করার মিষ্টহীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা না করিয়া কিংবা শর্করা পরিত্যাগ না করিয়া পিত্তদোষ নিবারণের জন্য তথা বহির্মুখতা দোষের প্রতিকারই সমীচিন ব্যবস্থা।

১০৩। কাষ্ঠামমুত্রৈব পরাং প্রভোর্গতা, স্ফুটা বিভূতির্বিবিধা কৃপালুতা।
সুরূপতাশেষমহত্ত্বমাধুরী, বিলাসলক্ষ্মীরপি ভক্তবশ্যতা॥

মূলানুবাদ

১০৩। সেই মথুরা-ব্রজভূমিতেই প্রভুর পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা বিবিধপ্রকার মহাবিভূতি, কৃপালুতা, সুরূপতাদি অশেষ মাহাত্ম্য-মাধুরী প্রকটিত ; এমনকি ভক্তবশ্যতাদি বিলাসলক্ষ্মীও বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৩। কিন্তুদাহ—প্রভোরিতি। অমুত্র শ্রীমথুরাব্রজভূমাবেব, প্রভোর্ভগবতঃ, স্ফুটা প্রকটা, বিভূতিরৈশ্বর্যম্। কীদৃশীম্? পরাং পরমাং কাষ্ঠাং নিষ্ঠাং গতা প্রাপ্তা। অস্য বিবিধেত্যস্য চ তথা স্ফুটত্যেস্যাপি সর্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। তথা প্রভোরিতি অমুত্রেবেতি চ সর্বত্র এবানুবর্তনীয়ম্। অগ্রেঽপি শব্দবলাৎ কৃপালুতা দয়াশীলতা, সুশোভনং রূপং শ্রীমূর্তিঃ সৌন্দর্যং বা যস্য তস্য ভাবঃ সুরূপতা, পরম-সুন্দরতেত্যর্থঃ। অশেষাণাং সর্বেষাম্ অশেষা বা সম্পূর্ণা মহত্ত্বানাং মহিম্নাং মাধুরী, বিলাসস্য বিনোদস্য লক্ষ্মীঃ শোভা ভক্তবশ্যতাপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩। পরন্তু সেই শ্রীমথুরা-ব্রজভূমিতেই প্রভুর প্রকট পরমানন্দ মহাবিভূতি-সকল বিরাজ করিতেছে। তাহা কি প্রকার? পরমাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা। এই প্রকার বিবিধ কৃপালুতা, দয়াশীলতা, সুশোভন রূপ, শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য বা সুরূপতা প্রভৃতি অশেষ মহত্ত্বের মাধুরী এবং বিলাসলক্ষ্মী—শোভা ও ভক্তবশ্যতাদি বিবিধ মহিমাও চরম সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১০৪। ব্রজঃ স নন্দস্য গুণৈং স্বকীয়ৈর্বিলাসভূরাস মহাবিভূতেঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষেণ জগদ্বিভূতির্বৈকুণ্ঠনাথস্য গৃহেশ্বরী যা॥

মূলানুবাদ

১০৪। সেই নন্দব্রজ স্বকীয় মহাবিভূতি-প্রভাবেই মহালক্ষ্মীর বিহারভূমি হইয়াছেন। যাঁহারা কৃপা-কটাক্ষপাতে জগতের ব্রহ্মা-রুদ্রাদিরও ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে, সেই বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরীও তথায় অসঙ্কোচে বিলাস করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৪। তাঃ সর্বা এব প্রপঞ্চয়ন্নাদৌ বিভূতিমাহ—ব্রজ ইতি সার্ধেন। স নন্দস্য ব্রজঃ স্বকীয়ৈর্ব্রজ-সম্বন্ধিভিরেব গুণৈঃ সৌশীল্যাদিভির্মহাবিভূতের্মহালক্ষ্ম্যা বিলাসভূঃ ক্রীড়াস্থানম্ আস অভূৎ ; তদুক্তং শ্রীব্যাসনন্দনেনাপি দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৫।১৮)—'তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥' ইতি। যস্যা মহামহীবিভূতেঃ কটাক্ষেণ অপাঙ্গদৃষ্ট্যৈব জগতাং ব্রহ্ম-রুদ্রাদীনাং বিভূতিরৈশ্বর্যম্, এবং ব্রহ্মরুদ্রাদিলোকেভ্যোঽপি অধিকতরা বিভূতির্দর্শিতা। বৈকুণ্ঠাদপ্যাহ—যা মহাবিভূতির্বৈকুণ্ঠনাথস্য গৃহেশ্বরী, অতো গৃহ-কৃত্যাবেক্ষণাদিনা কদাচিত্তত্র বিলাস সঙ্কোচোঽপি ভবেৎ, অত্র চ সদা বিলাস এবেত্যেবং পরমবিভূতিসম্পত্তির্দর্শিতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪। এইপ্রকার বিস্তাররূপে গোকুল-মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ এই শ্লোকে বিভূতি বর্ণন করিতেছেন। সেই নন্দব্রজ স্বকীয় সৌশীল্যাদিগুণ-প্রভাবে অর্থাৎ সতত পরমানন্দময় ভক্তিপীযূষবল্লীর সরসতর মহাবিভূতির বিলাসক্ষেত্র বা মহালক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছেন। তাহাই শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন—"সেই অবধি নন্দ-ব্রজ সর্ব সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল এবং শ্রীহরির নিবাসহেতু তাহা বিশেষ-গুণ-নিচয়ে বিভূষিত হইয়া মহালক্ষ্মীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল।" যে মহালক্ষ্মীর কটাক্ষপাতে জগতের এমনকি ব্রহ্মা-রুদ্রাদিরও বিভূতি বা ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম-রুদ্রাদিলোক হইতেও অধিকতর বিভূতি প্রদর্শিত হইল। আর যে মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী, সুতরাং গৃহ-কৃত্যাদি সমাধানের জন্য বিলাস সঙ্কোচ হওয়া সম্ভব, কিন্তু এখানে সেই মহালক্ষ্মীর সর্বদা বিচিত্র বিলাস, কখনও সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। অতএব বৈকুণ্ঠ হইতেও পরম বিভূতি প্রদর্শিত হইল।

১০৫। যস্যৈকবৃক্ষোঽপি নিজেন কেনাচি-
দ্দ্রব্যেণ কামাংস্তনুতেঽর্থিনোঽখিলান্।
তথাপি তত্তন্ন সদা প্রকাশয়ে-
দৈশ্বর্যমীশঃ স্ববিহারবিঘ্নতঃ॥

মূলানুবাদ

১০৫। যদিও সেই ব্রজভূমিস্থ প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা, অথবা পত্র-পুষ্পাদিরূপ যে কোন একটি দ্রব্যও যাচকের সকলপ্রকার কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ; তথাপি তাঁহারা আপন প্রভুর বিহার-বিঘ্ন বিচার করিয়া মহাবৈভব-প্রকটরূপ ঐশ্বর্য সর্বদা প্রকাশ করেন না ; ক্বচিৎ কোন সময়ে লীলার আনুকূল্য-হেতু প্রকট করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৫। তদেবোপলক্ষয়তি—যস্যেতি। যস্য ব্রজস্য, একঃ কশ্চিদ্বৃক্ষোঽপি, কেনচিৎ পত্র-পুষ্পাদীনাং মধ্যে একেনৈব দ্রব্যেণ, অর্থিনো যাচকস্য, অখিলান্ কামান্ বিভূতিরূপ পুরুষার্থবিশেষান্ কামিতার্থান্ বা বিতনুতে। তদুক্তং শ্রীভগবতৈব (শ্রীভা ১০।২২।৩৪) তত্র—'পত্র-পুষ্প-ফল-চ্ছায়া-মূল-বল্কল-দারুভিঃ। গন্ধ-নির্যাস-ভস্মাস্থি-তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে।" ইতি। ননু কথং তর্হি তাদৃশবিভূতিগোপনম্? যদ্বা, তর্হি পূর্বোদ্দিষ্টপ্রকারা সা লৌকিকলীলা তত্রাপি কথং ঘটেত? তত্রাহ—তথাপীতি। স্বস্য ঈশস্য বিহারেষু বিঘ্নাদ্ধেতোঃ বিঘ্নং পর্যালোচ্যেতি বা, তত্তন্মহাবৈভবপ্রকটরূপম্ ঐশ্বর্যং সদা ন প্রকাশয়েৎ, কদাচিৎ কেনাপি হেতুবিশেষণৈব তত্র প্রকাশয়েৎ। সদা তু লৌকিকবন্ধুতয়া তত্তন্মধুরবিনোদমেব বিস্তারয়তীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৫। তাহাই বলিতেছেন, ব্রজভূমির যে কোন একটি বৃক্ষ বা যে কোন পত্র-পুষ্পাদির মধ্যে যে কোন একটি দ্রব্যের দ্বারাও যাচকের অখিল কামনা বা বিভূতিরূপ পুরুষার্থবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইঁহারা যাচকের সমগ্র অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, (শ্রীভা) ইঁহাদিগের নিকট

হইতে প্রাণিগণ কখনই বিমুখ হয় না। ইঁহারা পত্র, পুষ্প, ফুল, ছায়া, মূল, বল্কল, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, কাষ্ঠ ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা নিরন্তর যাজকের বাসনা পূর্ণ করেন। যদি বল, তাহা হইলে কিজন্য তাঁহারা তাদৃশ বিভূতি গোপন করিয়া থাকেন? অথবা পূর্বোদিষ্ট প্রকারে তাদৃশ লৌকিকলীলা কিরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন, পরমেশ্বর স্বীয় বিহারে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়াই অথবা স্বীয় প্রভুর বিহারে বিঘ্ন পর্যালোচনা করিয়াই শ্রীযোগমায়া তাদৃশ মহাবৈভব প্রকটরূপ ঐশ্বর্য সর্বদা প্রকাশিত করেন না, কিন্তু কদাচিৎ কোন হেতুবিশেষে অর্থাৎ বিশেষ কার্যোপলক্ষে প্রকটিত করিয়া থাকেন। পরন্তু সর্বদা লৌকিক বন্ধুতা রক্ষার নিমিত্তই সেই সেই মধুর বিনোদই সর্বদা বিস্তার করিয়া থাকেন।

১০৬। সদ্বেষ-মাত্রেণ হি বালঘাতিনীং,
তাং রাক্ষসীং মাতৃ-গতিং নিনায় সঃ।
তদ্বান্ধবান্ মুক্তিমঘাসুরাদিকান্,
সাধুদ্রুহস্তাদৃশলীলয়ানয়ৎ॥

১০৭। গোদামবীথাভিরুদূখলাঙ্ঘ্রৌ,
স্বস্যোদরে বন্ধনমাদদেঽসৌ।
প্রোৎসাহনেন ব্রজ-যোষিতাং
তন্নৃত্যাদিকং তাঞ্চ নিদেশবর্তিতাম্॥

মূলানুবাদ

১০৬। সেই ব্রজভূমিতে এইরূপ কৃপালুতা প্রকটন হয় যে, সদ্‌বেশ ধারণমাত্রই সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। অর্থাৎ সেই ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পূতনা-নামক রাক্ষসীকেও মাতৃগতি প্রদান করিয়াছিলেন। এমনকি সেই রাক্ষসীর বান্ধব সাধুদ্রোহী অঘাসুরাদিকেও মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

১০৭। অধিক কি বলিব, ব্রজ-প্রিয় সেই ভগবান্ স্বীয় উদরে উদূখল সংলগ্ন গোদাম (গোবর্ধন-রজ্জু) দ্বারা বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। আর সেই ব্রজযোষিৎ-গণের করতালিতে পরমাদ্ভুত নৃত্যাদি লীলা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৬। কৃপালুতামাহ—সদ্বেষেতি, সতাং ভক্তানামিব যো বেষঃ, কিংবা সদ্বেষঃ পরমোৎকৃষ্টবেশঃ শ্রীযশোদাবেশসাদৃশ্যাৎ, তন্মাত্রেণৈব। তাং পরমদুষ্টাং পূতনাং স ভগবান্ মাতুর্যশোদায়া ইব গতিং নিনায় প্রাপিতবান্। যথোক্তমুদ্ধবেন তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২।২৩)—'অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥' ইতি। কিঞ্চ, রাক্ষস্যা বান্ধবান্ অঘাসুরাদিকান্, আদিশব্দাৎ বককংসাদয়ঃ। তাদৃশ্যা পরম-মহামধুরয়া লীলয়া গোপবালকক্রীড়য়া মুক্তিম্ অনয়ৎ প্রাপয়ামাস। কীদৃশান্? সাধুভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো দ্রুহ্যন্তীতি তথা তানপি। তদুক্তং শ্রীব্রহ্মণাপি ভগবৎস্তুতৌ (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫)—'সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা' ইতি॥

১০৭। সুরূপতাদীনামগ্রে বিস্তরশো বর্ণনীয়ত্বেন তথা কৃপালুতাসাম্যেন প্রসঙ্গ-

সঙ্গত্যা নির্দেশক্রমমুল্লঙ্ঘ্যাদৌ ভক্তবশ্যতামাহ—গোদামেতি, গোদান্নাং বীথীভিঃ কৃত্বা, 'এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।' (শ্রীভা ১০।৯।১৭) ইত্যুক্তেঃ। অসৌ ভগবান্ বন্ধনম্ আদদে স্বীচক্রে। কুত্র? স্বস্য উদরে, তথা উদূখলাঙ্ঘ্রৌ চ, একতো নিজজঠরে অন্যতস্তেনৈব স্বয়ং নবনীত-চৌর্যার্থমারোহণায়ানীতস্যোদূখলস্যাধোভাগ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীবাদরায়ণিনাপি (শ্রীভা ১০।৯।১৮-১৯)—'স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥' ইতি। ব্রজযোষিতাং তৎকৃতেন প্রোৎসাহনেন তৎ পরমাদ্ভুতং নৃত্যাদিকমাদদে, তাঞ্চ পরমাদ্ভুতাং নির্দেশবর্তিতাং তাসামেবাজ্ঞাকারিতামাদদে! তচ্চ তেনৈবোক্তং—"গোপীভিঃ স্তোভিতো নৃত্যন্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ॥ বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমুদ্বহন্। দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্।' (শ্রীভা ১০।১১।৭-৯) ইতি। এষামর্থঃ—স্তোভিতঃ করতালাদিনা প্রোৎসাহিতঃ, দারুযন্ত্রবৎ তাসাং গোপীনাং বশঃ অধীনঃ, অতো মুগ্ধঃ মৌগ্ধ্যবিষ্কারকঃ সন্নিত্যর্থঃ। ইদমানয়েত্যাজ্ঞপ্ত আনেতুমসমর্থ ইব বিভর্তি। কেবলং স্বানাং গোপগোপীনাং প্রীতিং বিস্তারয়ন্, ভগবন্তং তদ্ব্রহ্ম বা বিদন্তীতি তদ্বিদো জ্ঞানপরাস্তেষাং তান্ প্রতি লোকমধ্যে আত্মনো ভগবতো ভৃত্যানামেব বশ্যতাং দর্শয়ন্, 'জ্ঞানাদিনাহং ন সুলভঃ কিন্তু কেবলং ভক্ত্যৈব' ইতি সাক্ষাদ্বোধয়ন্নিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। এক্ষণে কৃপালুতা বর্ণনা করিতেছেন। সদ্‌বেশ বলিতে ভক্তের বেশ কিংবা পরমোৎকৃষ্টবেশ—যে বেশ শ্রীযশোদাদির সাদৃশ্য। সেই ভগবান্ যে সদ্‌বেশমাত্র দেখিয়াই পরমদুষ্টা বালঘাতিনী পূতনাকেও মাতা শ্রীযশোদার ন্যায় গতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন, অহো! সেই ভগবানের দয়ালুতার কথা কি বলিব? দুষ্ট পূতনা তাঁহার প্রাণনাশের বাসনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিষ-লিপ্ত স্তন পান করাইয়াছিল, তাহাতেও সে ধাত্রী সদৃশী গতি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ, কেবল তাহার সদ্‌বেশ অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন। অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া, অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হওয়া যাইতে পারে? আরও বলিতেছেন, বলিব কি, সেই রাক্ষসীর বান্ধব সাধু ও বৈষ্ণবদ্রোহী অঘাসুরাদি। আদি-শব্দে বক ও কংসাদিকেও পরম গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবৎ স্তুতি প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন, হে

দেব! তোমার ভক্তের (সদ্বেষের) অনুকরণমাত্র করিয়া পূতনা, বকাসুর ও অঘাসুর প্রভৃতি রাক্ষসগণ আত্মীয়গণের সহিত তোমাকে লাভ করিয়াছে।

১০৭। ক্রমানুসারে 'সুরূপতা' বর্ণন করিতে হয়, কিন্তু সেই সুরূপতা অগ্রে বিস্তাররূপে বর্ণনীয় বলিয়া এক্ষণে ''কাষ্ঠামমুত্রৈব'' শ্লোকোক্ত ক্রম লঙ্ঘন করিয়াও প্রসঙ্গ সঙ্গতি অনুসারে ভক্তবশ্যতা বর্ণন করিতেছেন। সেই ভগবান স্বীয় উদরে গোবন্ধন-রজ্জু দ্বারা উদূখলের সহিত বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে মা যশোদা আপনার অপরাধী বালককে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিতেছিলেন, কিন্তু সেই বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলী ন্যূন হইয়া পড়িল, এজন্য তাহার সহিত তিনি আরও একগাছি রজ্জু যোগ করিলেন, তাহাও সেই পরিমাণে ন্যূন হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ রজ্জু সংযোগ করিলেন, কিন্তু তাহাও দুই অঙ্গুলী ন্যূন হইল। এইরূপে আপনার গৃহে ও গোপীগণের গৃহে যত রজ্জু ছিল, সমুদয় যোগ করিয়াও যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন লজ্জিত হইলেন এবং গোপীদিগেরও অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। পরে এই ভগবান আদরের সহিত স্বয়ংই বদ্ধ হইলেন। আর যে উদূখলের উপর আরোহণ করিয়া নবনীত চুরি করিয়াছিলেন, পরে সেই উদূখলের উপর উপবেশন করিয়া নবনীত ভোজন করিতে করিতে বানরগণকে সেই নবনীত ভোজন করাইয়াছিলেন। সেই উদূখলই তাঁহার বন্ধনের সহায় হইয়াছিল। অর্থাৎ একদিকে উদূখল, অপরদিকে তাঁহার উদর। তাই শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন, বন্ধন-প্রয়াস-হেতু মা যশোদার গাত্র প্রভৃত ঘর্মে আপ্লুত হইয়াছিল, কবরী হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণ আপন জননীর পরিশ্রম দেখিয়া কৃপাবশতঃ স্বয়ংই বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময় বটেন এবং ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই বশবর্তি, তথাপি তিনি ভক্তবশ, তাহা এইরূপে দেখাইলেন। আবার সেই ভগবান্ গোপীগণের প্রোৎসাহে মুগ্ধ হইয়া কখন অদ্ভুত নৃত্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তি হইয়াছিলেন। তাই শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ-কর্তৃক করতালি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা মুগ্ধভাবে দারুযন্ত্রের ন্যায় তাঁহাদের বশীভূত হইয়া গান করিতেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে যে কোন বস্তু আনয়ন করিতেন। কখন বা স্বীয় অসামর্থ্য বিজ্ঞাপন করিয়া পীঠ-উত্থাপন বা পাদুকাদি ধারণ মাত্র করিতেন। না হয়, তাঁহাদিগের হর্ষ উৎপাদন-পূর্বক কেবল হস্ত প্রসারণ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত মহিমা জানিতেন, তাঁহারাই অনুভব করিতেন যে, 'ভগবান ভক্তের বশীভূত'। এই রহস্য জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান বিবিধ বাল্যলীলায় তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদন করিতেন। এইরূপে শ্রীভগবান জ্ঞানপর সকলকে বিজ্ঞাপিত করাইয়াছিলেন যে, আমি ভক্তেরই বশীভূত। জ্ঞানাদি দ্বারা আমায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তিবলেই আমি অধিকৃত হইয়া থাকি।

১০৮। রূপস্য তস্য মহিমানমলং ন কোঽপি,
বক্তুং তথাপি কথয়ামি যথাত্ম-শক্তি।
তস্যাপি বিস্ময়করং যদুদীক্ষ্য ভাবং,
তং গো-দ্বিজ-দ্রুম-লতা-তরবোঽপ্যগচ্ছন্॥

১০৯। যত্তাত তাসামপি ধৈর্যমোষকং,
যা বৈ কুল-স্ত্রী-কুলপূজিতাঙ্ঘ্রয়ঃ।
রূপেণ শীলেন গুণেন কর্মণা,
শ্রৈষ্ঠ্যং গতা হন্ত মহাশ্রিয়োঽপি যাঃ॥

মূলানুবাদ

১০৮। যদিও সেই অনির্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুরীর মহিমা সম্পূর্ণরূপে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, তথাপি আমি যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। তাঁহার সেই অপূর্ব বিস্ময়কর রূপ দেখিয়া গো, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ ও লতাসকল প্রেম-সাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকেন।

১০৯। হে তাত! শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ গোপিকাদের ধৈর্য হরণ করিয়াছিল। এজন্য এজগতে কুল-পূজিত যত নারী আছেন, তাঁহারা সকলেই সেই গোপিকাদিগের চরণ-বন্দন করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, রূপে, গুণে, শীলে ও বৈদগ্ধ্যাদি কর্মে এই ব্রজাঙ্গনাসকল মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৮। পুনঃ ক্রমমনুসৃত্য সুরূপতামাহ—রূপস্যেতি চতুর্ভিঃ। তস্য অনির্বচনীয়স্য ভগবতো বা রূপস্য শ্রীমূর্তেঃ সৌন্দর্যস্য বা মহিমানং বক্তুং কোঽপি কশ্চিজ্জনশ্চতুর্মুখোঽপি বা ন অলং সমর্থঃ। যতস্তস্য ভগবতোঽপি বিস্ময়করং, অপূর্বাবির্ভূতেঃ। তদুক্তমুদ্ধবেন তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২।১২)—'যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥' ইতি। যৎ রূপম্ উদীক্ষ্য নিরীক্ষ্য, তং পরমদুর্লভং ভাবং প্রেমরূপম্ ; যদ্বা, তং প্রসিদ্ধং সাত্ত্বিকং ভাবং পুলকাশ্রুস্রাবাদিপ্রেমলক্ষণম্ অগচ্ছন্ প্রাপুঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতীভিঃ (শ্রীভা ১০।২৯।৪০)—'ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্' ইতি॥

১০৯। হে তাতেতি, পরমাশ্চর্যশ্রাবণায় সাদরসম্বোধনম্। যদ্রূপং তাসাং শ্রীগোপিকানামপি ধৈর্যস্য মোষকমপহারকম্। ননু স্ত্রীণাং স্বভাবতশ্চাঞ্চল্যেন তৎ সম্ভবেদেব? তত্রাহ—যা ইতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ অসাধারণে বা। কুলস্ত্রীগণৈঃ পূজিতা অঙ্ঘ্রয়ো যাসাং তাঃ ; অতঃ পরমকুলস্ত্রীস্বভাবত্বেন তাসাং ন কদাচিদপি চাপল্যং ঘটত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যা মহালক্ষ্ম্যা নিখিলস্ত্রীগণ-শ্রেষ্ঠায়া অপি সকাশাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তাঃ। কেন? রূপেণ সৌন্দর্যেণ, শীলং স্বভাবো ধৈর্যলজ্জাদিরূপস্তেন, গুণেন বিচার-ব্যবসায়বৈদগ্ধ্যাদিনা কর্মণা চ নিজপ্রিয়ারাধনাদিনা। হন্ত বিস্ময়ে হর্ষে বা ; যা ইতি সামান্যতো নির্দেশা ভক্ত্যতিশয়াৎ। যদ্বা, অগ্রে মহিমবিশেষপ্রসঙ্গশেষে বক্ষ্যমাণত্বেনেদানীং স্ফুটতয়া বিশেষনির্দেশাযোগ্যত্বাৎ। অতস্তাদৃশীনামপি ধৈর্য-মোষণাদ্রূপস্য মহিমভরঃ সিদ্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। পুনরায় ক্রম অনুসরণ পূর্বক সুরূপতা বর্ণন করিতেছেন। সেই অনির্বচনীয় ভগবদ্রূপের অর্থাৎ শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য বা মহিমা কোন্ পুরুষ ব্যক্ত করিতে পারেন? এমন কি চতুর্মুখ ব্রহ্মাও ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহেন। অধিক কি, স্বয়ং ভগবানই নিজ রূপ দেখিয়া নিজেই বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকেন। তাই (শ্রীভা) শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন, "শ্রীভগবানের সেই শ্রীমূর্তি অতি আশ্চর্যজনক! বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণতি নিজ চিচ্ছক্তি যোগমায়াবল প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যেন, তিনি এজগতে নিজ মূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ও মর্ত্য ব্রজলীলার যোগ্য। কি বলিব, "স্বয়ং ভগবানও নিজ মূর্তি দেখিয়া মোহিত হন। অধিক কি, সেই মূর্তির প্রতি অঙ্গই এত সুন্দর যে, তাহা ভূষণ সকলেরও ভূষণস্বরূপ।" বস্তুতঃ শ্রীভগবানের সেই শ্রীমূর্তি অবলোকন করিলে কেহই নয়ন ফিরাইতে পারেন না। স্থাবর, জঙ্গম সর্বচিত্তাকর্ষক মহামাদকস্বরূপ, তাই গো, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ও মৃগাদি সকলও পরম দুর্লভ প্রেমভরে পুলকাশ্রু আদি সাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবতীগণও বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রৈলোক্যমোহন রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন।"

১০৯। হে তাত! বক্তা পরমাশ্চর্য বিষয় ব্যক্ত করিবেন, এজন্য শ্রোতাকে সাদর সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীভগবানের যে রূপ সেই ব্রজসুন্দরী গোপিকাদিগেরও ধৈর্য হরণ করিয়াছিল। যদি বল, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া থাকে, অতএব

তাঁহাদের চিত্ত অপহরণ সম্ভব হইতে পারে। এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু সংসারে যাবতীয় কুলস্ত্রী তাঁহাদের চরণসেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং পরম কুলস্ত্রী-স্বভাববশতঃ কখনই সেই গোপিকাগণের চাপল্য ঘটিতে পারে না। কিংবা কোন পুরুষই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম নহেন। আরও বলিতেছেন, যাঁহারা নিখিল সতীকুল শ্রেষ্ঠা, অধিক কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠা। কেন? রূপে, সৌন্দর্যে, স্বভাবে, ধৈর্য-লজ্জাদিরূপ অশেষ গুণে এবং বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদি কর্ম ও নিজ প্রিয় আরাধনাদি দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। 'হন্ত' বিস্ময়ে বা হর্ষে। যেহেতু, অধুনা এইরূপে সামান্যতঃ ভক্ত্যতিশয় নির্দেশ করিলেন। আর অগ্রেও বক্ষ্যমান মহামহিম প্রসঙ্গবিশেষ সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব তাদৃশ ধৈর্যশীলা ব্রজসুন্দরীগণের স্বভাবসিদ্ধ মহিমাসিন্ধুর কণামাত্র বর্ণনে কে সমর্থ হইবে?

সারশিক্ষা

১০৯। এখানে নিখিল সতীকুলশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতী প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে—"আর্দ্র স্মিতাদ্রশ্রিয়া অরুন্ধতী-হৃদয়মপ্যরুদ্ধানাং"—শ্রীবিল্বমঙ্গল বর্ণিত—যে শ্রীকৃষ্ণ আর্দ্রস্মিত মৃদুল ঈষৎ হাস্যশোভা দ্বারা অরুন্ধতীর হৃদয়কেও রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই নিখিল সতীকুল ললাম অরুন্ধতী প্রভৃতি সেই গোপীগণের শ্রীচরণসেবা করিয়া থাকেন।

১১০। যদ্দর্শনে পক্ষ্মাকৃতং শপন্তি,
বিধিং সহস্রাক্ষমপি স্তবন্তি।
বাঞ্ছন্তি দৃক্ত্বং সকলেন্দ্রিয়াণাং,
কাং কাং দশাং বা ন ভজন্তি লোকাঃ॥

১১১। কিং বর্ণ্যতাং ব্রজভুবো মহিমা স তস্যা,
যত্রৈব তৎ স ভগবান্ বিতনোতি রূপম্।
যত্তাদৃশপ্রকৃতিনাপ্যমুনা সমেতা,
নান্যত্রিকা দধতি ভাবমিমেঽপি তদ্বৎ॥

মূলানুবাদ

১১০। এই ব্রজসুন্দরীসকল তাঁহার রূপ দর্শনে পক্ষ্ম-রচনাকারী বিধাতাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকেও সহস্রাক্ষ বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল কেন নয়নরূপে পরিণত হয় নাই?" কি আর বলিব, তাঁহারা সেই রূপ দর্শনে কি যে অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

১১১। সেই ব্রজভূমির অসাধারণ মহিমা কি বর্ণন করিব? সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে পরমাদ্ভুত যে নিজ সৌন্দর্য প্রকট করিয়া থাকেন, তাদৃশ সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেও অন্য অন্য ধামস্থ পরিকরগণ সেই ব্রজভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র সেই ব্রজভাব আচ্ছাদিত করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১০। কিং বক্তব্যং শ্রীগোপালদেবৈকপ্রিয়াণাং তাসাং তদ্রূপেণ ধৈর্য-হানিরিতি। ইতরজনানামপি কশ্চিদ্ভাববিশেষো জায়ত ইত্যাহ—যদিতি, যস্য রূপস্য দর্শনে বিষয়ে নিমিত্তে বা বিধিং বিধাতারং শপন্তি। কুতঃ? পক্ষ্মাণি করোতীতি তথা তম্, পক্ষ্মভিশ্চক্ষুরাবরণেন তদ্দর্শনবিঘ্নাপাদনাৎ। বিবিধাপরাধাদিনা স্তুত্যযোগ্য-মপি। যদ্বা, গৌতমশাপেন বিরূপতাং প্রাপ্তমপি সহস্রাক্ষত্বালোচনেন স্তবন্তীত্যপি-শব্দার্থঃ, বহুলৈরক্ষিভিস্তদ্দর্শনাধিক্যসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ, সকলানামেবেন্দ্রিয়াণাং দৃক্ত্বং নয়নবাহুল্যেচ্ছয়া। কিংবা, তদিতরেন্দ্রিয়াণামন্যবৃত্ত্যা দর্শনান্তরায়শঙ্কয়া নয়নত্বমেব বাঞ্ছন্তি। অহো বত! কিমপরং বহু বক্তব্যমিত্যাহ—কাং কামিতি॥

১১১। এবং সুরূপতা-প্রসঙ্গমুপসংহরন্নাহ—কিমিতি। সঃ অসাধারণ মহিমা কিং বর্ণ্যতাম্? অপি বর্ণয়িতুং ন শক্য ইত্যর্থঃ। যত্র যস্যাঃ ব্রজভূব্যেব স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎ পরমাদ্ভুতং রূপং নিজসৌন্দর্য্যং তনোতি বিস্তরেণ প্রকটয়তীত্যর্থঃ যদ্যস্মাত্তা-দৃশী ব্রজসদৃশী। যদ্বা, অবস্থাবিকারাদি-রাহিত্যান্নিত্যমেকরূপা প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্য তেন, সদা সহজৈকাবস্থাবতেত্যর্থঃ! অমুনা ভগবতা সহ সমেতা অপি আন্যত্রিকাঃ তদ্ব্রজভূ-ব্যতিরিক্তস্থানীয়াঃ ইমে বৈকুণ্ঠদ্বারকাবাসিনোঽপি তত্তদ্ব্রজভূ-বাসিনামিব ভাবং ন দধতি ন বহন্তীত্যর্থঃ। কস্মিংশ্চিৎ স্থানবিশেষ এব কালাদিবিশেষ ইব ভগবতো নিজমাহাত্ম্যবিশেষ প্রকটনাৎ। অতো ব্রজভূমি-মহিমবিশেষশ্চ সিদ্ধঃ। এবং 'আনন্দক-স্বভাবোঽপি ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। ভক্তান্ হর্ষয়িতুং কুর্যাদ্দুর্ঘটঞ্চ স ঈশ্বরঃ॥' ইতি জনলোকে পিপ্পলায়নেন যদুক্তং, তেন সহাপ্যেকবাক্যতা সিদ্ধা। কেনাপি হেতুনা কুত্রচিৎ প্রকটনাৎ কুত্রর্চিচ্চ নিত্যসিদ্ধস্যাপি স্বভাবস্য নিজশক্তি-বিশেষণাচ্ছাদনাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। এ সম্বন্ধে অধিক কি বর্ণন করিব? শ্রীগোপালদেবের একমাত্র প্রিয় সেই গোপিকাদিগের সেই রূপ দর্শনে যে ধৈর্যহানি হইয়াছিল, তাহার কথা কি বলিব? যাঁহার রূপ দর্শন করিয়া অন্যান্য লোকও ভাববিশেষে অভিভূত হয় এবং সেই রূপ দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষ্ম সকল রচনাকারী বিধাতাকে শাপ প্রদান করিয়া থাকেন। কেন? পক্ষ্ম সকল নিমেষ-উন্মীলন ও নিমীলন দ্বারা চক্ষুকে আবৃত করে, তজ্জন্য ভগবদ্-রূপ দর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; এইজন্যই বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রও সহস্রাক্ষ বলিয়া স্তুতিযোগ্য হইয়া থাকেন। কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রলোচনে ভগবৎ রূপ-মাধুরী উপভোগ করিতে পারেন। বস্তুতঃ গৌতম-শাপে বিরূপতা প্রাপ্ত সহস্রাক্ষ স্তবের অযোগ্য, তথাপি স্তবের উদ্দেশ্য এই যে, বহু নেত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন হয় বলিয়া নয়ন বাহুল্যেচ্ছায় জানিতে হইবে। অথবা তাঁহারা এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলও কেন নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? অহো! সেই সকল লোক ভগবৎরূপ দর্শনে কি অনির্বচনীয় দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! অতএব অধিক কি বর্ণন করিব?

১১১। এইরূপে সুরূপতা প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন, আমি সেই ব্রজভূমির অসাধারণ মহিমা কি বর্ণন করিব? অপিচ বর্ণন করিবার মত শক্তিও নাই। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে যে পরমাদ্ভুত সৌন্দর্য প্রকটন করিয়া থাকেন,

তাদৃশ অর্থাৎ ব্রজসদৃশ প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অবস্থাবিকারাদিরহিত নিত্য একরূপা, তাদৃশ সৌন্দর্য-সুশোভিত হইয়া ব্রজপরিকর সহিত তিনি অন্যত্র গমন করিলেও অন্যস্থানস্থ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদি বাসিগণও ব্রজবাসিগণের তাদৃশ ভাব ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। তাৎপর্য এই যে, কালাদিবিশেষের ন্যায় দেশবিশেষেও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকটিত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রজভূমির মহিমাবিশেষ সিদ্ধ হইল। এইপ্রকার (সেই শ্রীভগবান) ''ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ এবং ভক্তগণকে সুখী করিবার নিমিত্ত অঘট্যসংঘটনকারী সেই ভগবান ঈশ্বর কখন কখন অগ্নির উষ্ণতা স্তম্ভনের ন্যায় নিজ জগদানন্দক-স্বভাব আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন।''—জনলোকে পিপ্পলায়নকথিত প্রমাণের সহিত ঐক্যতা সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য কোন হেতুবিশেষে কোনস্থানে প্রকটিত হয়, আবার কোনস্থানে প্রকটিত হয় না। অর্থাৎ স্থানবিশেষে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ স্বভাবও নিজ শক্তিবলে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে।

১১২। বয়শ্চ তচ্ছৈশবশোভয়াশ্রিতং, সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্।
মনোজ্ঞকৈশোরদশাবলম্বিতং, প্রতিক্ষণং নূতন-নূতনং গুণৈঃ॥

১১৩। যদ্‌যন্ন পূর্বং কৃতমস্তি কেনচিৎ, স্বয়ঞ্চ তেনাপি কথঞ্চন ক্বচিৎ।
তত্তৎ কৃতং সুন্দরবাল্যচেষ্টয়া, তত্র ব্রজে যচ্চ পুরাস দুষ্করম্॥

মূলানুবাদ

১১২। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃ সৌন্দর্য অর্থাৎ শৈশব-শোভা এবং বিবিধ বৈদগ্ধ্যাদি গুণসকল সর্বদাই কৈশোরলীলা দ্বারা আদৃত। অতএব মনোজ্ঞ কৈশোর দশা-কর্তৃক অবলম্বিত সেই বয়ঃক্রম-কান্তি আদি গুণসকল প্রতিক্ষণে নব-নবরূপে প্রতীতি হইতে থাকে।

১১৩। অন্যান্য অবতার লীলায় যাহা পূর্বে কখনও করেন নাই, এমন কি তিনি স্বয়ংও বৈকুণ্ঠাদি কোন স্থানে প্রকট করেন নাই। এতাদৃশ দৈত্যহননাদিরূপ দুষ্কর কর্মসকলও সুন্দর বাল্যচেষ্টাদ্বারা সেই ব্রজে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই নিজ ভক্তিও বিস্তার করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। প্রাগনুর্দিষ্টামপি সৌন্দর্যহেতুত্বেন প্রসঙ্গাদ্‌বয়োলক্ষ্মীমাহ—বয়শ্চেতি। তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি পরমাশ্চর্যমিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্যচাপল্যশ্মশ্রুনুদ্‌গমাদিরূপয়া বাল্যলক্ষ্ম্যা আশ্রিতম্, তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তদুদ্ভেদকভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ ; অতএব মনোজ্ঞয়া জগচ্চিত্তহারিণ্যা কৈশোরদশয়া পঞ্চদশবর্ষবর্ত্যবস্থয়া অবলম্বিতম্, অতএব গুণৈঃ কান্ত্যাদিভিঃ প্রতিক্ষণং নূতনাদপি নূতনম্, কদাচিদপি পরিণামাপ্রাপ্তেঃ, দ্রষ্টৃণামতৃপ্তিকরত্বাচ্চ, তথাবিধাশ্চর্যকরত্বাদপীতি দিক্। যদ্যপি ব্রজে ভগবতঃ কৌমারং পৌগণ্ডং কৈশোরমপি বৃত্তম্, তথাপি তত্র তত্রাপি কৈশোর-লীলা-প্রকাশনাৎ। তথা কেশিবধানন্তরং তেন স্বয়ং তত্র গতেন কৈশোরস্যৈব দর্শনান্নিজ-মনোহরতরত্বাচ্চ কৈশোরমেব বর্ণিতমিতি দিক্॥

১১৩। অধুনা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতি ন্যায়েনাগ্রেঽশেষমহত্ত্বমাধুরীবিবক্ষয়া ক্রমমতিক্রম্য বিলাসলক্ষ্মীং প্রপঞ্চয়িতুম্ আদৌ তন্মাহাত্ম্যমাহ—যদ্‌যদিতি। কেনচিৎ শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদিনাপি শ্রীনরসিংহ-শ্রীরঘুনাথাদিনাপি ইতি বা। তেন ভগবতাপি স্বয়ং যদ্‌যৎ কর্ম ক্বচিদ্‌বৈকুণ্ঠাদাবপি কথঞ্চন কেনচিন্মায়িকত্বাদি-প্রকারেণ না কৃতমস্তি,

যচ্চ মহাদৈত্যহননাদিকং নিজভক্তি-বিস্তারণাদিকং বা পুরা তস্যাপি দুষ্করম্ আস বভূব, তত্তৎ সর্বং সুন্দরবাল্যচেষ্টয়ৈব তত্র ব্রজে তেন কৃতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। পূর্বে নির্দেশ না করিলেও এক্ষণে বয়ঃশোভা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স পরমাশ্চর্য সদা শৈশব শোভাবিশিষ্ট অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্গমাদিরূপ বাল্যলক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত হইলেও বিবিধ বৈদগ্ধ্যাদি কর্তৃক সদা যৌবনলীলা দ্বারা আদৃত। অতএব মনোজ্ঞ জগচ্চিত্তহারি কৈশোর দশা (পঞ্চদশ বর্ষ অন্তর্গত অবস্থা) কর্তৃক অলঙ্কৃত। অতএব সেই কৈশোর বয়সের যাবতীয় গুণ ও কান্তি আদি দ্বারা প্রতিক্ষণ নূতন হইতেও নূতনতর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর সেই নিত্য নূতনতর কোন সময়ে পরিণাম হয় না বলিয়া দ্রষ্টাগণ সেই বয়ঃসৌন্দর্য অবলোকন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, আর সেইরূপ আশ্চর্যকরত্বাদিও জানিতে হইবে। যদ্যপি ব্রজমণ্ডলে ভগবান কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়সোচিত ক্রীড়াই করিয়া থাকেন, তথাপি কৈশোরলীলা প্রকাশনই তাঁহার ভক্ত সকলের অভীষ্ট হইয়া থাকে। তথা, কেশিদৈত্য বধের পর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অন্য-স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য শ্রীনারদ সেই কৈশোরাবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, তাই নিজ মনোহারি কৈশোরদশাই বর্ণন করিতেছেন।

১১৩। অধুনা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই ন্যায়ানুসারে অগ্রে শ্রীভগবানের অশেষবিধ মহত্ত্ব মাধুরী বলিবার ইচ্ছায় ক্রম অতিক্রম করিয়াও তাঁহার বিলাসলক্ষ্মী বিস্তাররূপে বর্ণন করিবার প্রারম্ভে বাল্যচেষ্টা বিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। শ্রীব্রহ্মা-রুদ্রাদি কিংবা শ্রীনৃসিংহ-শ্রীরঘুনাথাদি যাহা পূর্বে করিতে পারেন নাই, এমন কি ভগবান স্বয়ংও শ্রীবৈকুণ্ঠাদি কোনস্থানেই কখনও তাদৃশ লীলা-কৌতুকাদি বিস্তার করেন নাই ; এতাদৃশ মহাদৈত্য-হননাদিরূপ দুষ্কর কর্ম সুন্দর বাল্যচেষ্টা দ্বারা সেই ব্রজে সম্পন্ন করিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে নিজ-ভক্তিরও বিস্তার করিয়াছেন।

১১৪। তত্তদ্বিনোদামৃতসাগরান্তরং, বিভেত্যলং মে রসনাবগাহিতুম্।
সদৈব তত্তন্মধুরপ্রিয়াপি যৎ, কর্ম্মণ্যশক্যেন জনঃ প্রবর্ত্ততে॥

মূলানুবাদ

১১৪। আমার রসনা নিরন্তর মধুর রস পান করিতে ভালবাসে এবং তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-লীলারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করাও যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু আমার জিহ্বা তাহা বর্ণন করিতে ভীত হইতেছে। কারণ, অশক্য কর্মে অযোগ্য পুরুষ কখনও প্রবৃত্ত হইতে চাহে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৪। অতস্তদহং বর্ণয়িতুমযোগ্যাহপি কেবলং তদ্রসলোভেনৈব বর্ণয়িতুং প্রবর্ত ইত্যাহ—তত্তদিতি। স স বিনোদ এবামৃতসাগরস্তস্যান্তরং মধ্যমবগাহিতুং মে মম রসনা অলমত্যর্থং বিভেতি, অযোগ্যত্বেন লজ্জাতো লোকতো বা। তত্তদ্-বিনোদরূপং মধুরদ্রব্যং প্রিয়ং যস্যাঃ সাপি। এষ বাস্তবার্থঃ শ্রৌতশ্চ। পরমমধুর-রসপ্রিয়ায়া অমৃতসাগরাবগাহনং যুক্তমেব ; তথাপি বিভেতীতি রূপকেন লজ্জা-করণমুদ্দিষ্টম্। যদ্‌যস্মাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৪। অতএব আমি সেই সকল লীলা বর্ণনের যোগ্য নহি, তথাপি সেই লীলারস আস্বাদনের লোভে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমার রসনা সেই মধুর রসপ্রিয়া হইয়াও সেই সেই বিনোদরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে ভীত হইতেছে। কারণ, স্বীয় অযোগ্যত্ব-নিবন্ধন লোকলজ্জা অর্থাৎ অযোগ্য কর্মে পুরুষ কখনও প্রবৃত্ত হয় না—ইহাই যথাশ্রুত অর্থ, কিন্তু বাস্তবার্থ এই যে, পরম মধুর রসপ্রিয়া রসনার অমৃতসাগরে অবগাহন করাই যুক্তিযুক্ত। তথাপি ভীত ইত্যাদি রূপকের দ্বারা লজ্জাকরণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

১১৫। পীতং সকৃৎ কর্ণ-পুটেন তত্ত-
ল্লীলামৃতং কস্য হরেন্ন চেতঃ।
প্রবর্ত্তিতুং বাঞ্ছতি তত্র তস্মা-
ল্লজ্জাং ন রক্ষেৎ কিল লোলতা হি॥

১১৬। ত্রৈমাসিকো যঃ শকটং বভঞ্জ,
স্থূলং শয়ানো মৃদুনা পদেন।
স্তন্যায় রোদিত্যুত যঃ প্রসূং দ্বি-
বারৌ মুখে দর্শয়তি স্ম বিশ্বম্॥

মূলানুবাদ

১১৫। তথাপি যে কোনক্রমে কর্ণপুট দ্বারা একবারমাত্র সেই লীলামৃত পীত হইলে, তৎক্ষণাৎ তৃষিত রসনাও সেই লীলামৃত পান করিতে উদ্যত হইয়া থাকে এবং সেই তৃষ্ণার সময় লোলতাই সেই লজ্জাকে অপসারিত করিয়া দেয়। এইজন্যই আমি সেই লীলাশ্রী বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

১১৬। যে ভগবান্ তিনমাসের শিশুরূপে শয়ান থাকিয়া একটি কোমল পদদ্বারাই এক প্রকাণ্ড শকটভঞ্জন করিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ লীলা প্রকটন করিয়াও স্তন্যপান জন্য বারবার রোদন করিয়াছিলেন এবং মাতার স্তন্যপান সময়ে নিজ মুখবিবরের মধ্যেই স্বীয় জননীকে দুইবার সমগ্র বিশ্ব দর্শন করাইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৫। তত্র লীলামৃতে তত্তদ্বিনোদামৃতসাগরাস্তরাবগাহনে বা তদ্বর্ণন ইত্যর্থঃ। প্রবর্তিতুং বাঞ্ছতি মে রসনৈব॥

১১৬। তদেব শ্রীদশমস্কন্ধোক্তক্রমানুসারেণাহ—ত্রৈমাসিক ইত্যাদি সার্ধৈক-বিংশত্যা। অত্র চাপেক্ষিতে বিশেষঃ শ্রীদশমস্কন্ধাদেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র চাদ্যা পূতনা-মোচনলীলা কৃপালুতায়ামেবোদ্দিষ্টা ; ইদানীং শকটভঞ্জনমারভ্যোচ্যতে। যো ভগবান্ স্থূলং বৃহত্তরং, বলিষ্ঠৈর্বহুভির্গোপৈঃ পশ্চাৎ স্থাপিতত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীব্যাসনন্দনেন (শ্রীভা ১০।৭।১২)—'পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্।' ইতি। উত অপি। তস্যায়মর্থঃ—যস্তাদৃশং শকটং মৃদুপদোচ্চালনেনৈব বভঞ্জ, তস্য পরমৈশ্বর্যবতঃ কথং মাতৃস্তন্যপানায় রোদনং সম্ভবেৎ? তথাপি রোদিতি। যদ্বা,

অহো গৃহসর্বস্বরূপং শকটং ভনক্তি, অথ চ স্তন্যায় রোদিতীতি দিক্। কিঞ্চ, যো ভগবান্ দ্বৌ বারৌ স্তন্যপানে মৃদ্‌ভক্ষণে চ মুখমধ্যে বিশ্বং জগৎ প্রসূং শ্রীযশোদামদর্শয়ৎ, এতাদৃশস্য স্তন্যায় রোদনং পরমমদ্ভুতং মধুররসাবহঞ্চেতি ভাবঃ। যদ্যপি তৃণাবর্ত-বধানন্তরমেব বিশ্বরূপ-প্রদর্শনং, পুনশ্চ মৃদ্‌ভক্ষণানন্তরং, তথাপি স্তন্যার্থরোদনস্য পরমাদ্ভুতত্বপ্রদর্শনায়ৈবৈকদা প্রসঙ্গাদদ্বয়মেবোক্তম্। এবং পরমৈশ্বর্যেঽপি পরমলৌকিকত্বেন তত্তল্লীলায়াঃ পরমমাধুরীশোভামাহাত্ম্যং সর্বত্রোহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। তত্তৎলীলামৃতে অর্থাৎ সেই বিনোদরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে বা তদ্‌বর্ণনে কি শ্রবণে বাসনা হইলে, সেই বাসনাই চঞ্চলতা ও লজ্জাকে অপসারিত করিয়া থাকে।

১১৬। তাহাই শ্রীদশমস্কন্ধোক্ত ক্রমানুসারে ('ত্রৈমাসিকো' ইত্যাদি সার্ধ একবিংশতি শ্লোকে) বর্ণন করিতেছেন। (অতএব বিশেষ জিজ্ঞাসায় শ্রীদশমস্কন্ধ দ্রষ্টব্য) পূর্বেই পূতনামোচন লীলায় তাঁহার কৃপালুতার কথা বলা হইয়াছে। ইদানীং শকটভঞ্জনলীলা বর্ণন করিতেছেন। যে ভগবান্ ত্রৈমাসিক শিশুরূপে শয়ান থাকিয়াও কোমল চরণযুগল দ্বারাই বৃহত্তর এক শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থূল ও বৃহত্তর শকট পশ্চাৎ বহু বলিষ্ঠ গোপগণ কর্তৃক পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাই শ্রীব্যাসনন্দন বর্ণন করিয়াছেন—'বলশালী গোপগণ পরিচ্ছদের সহিত পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন।' তাৎপর্য এই যে, যিনি মৃদুপদচালনে তাদৃশ পরমৈশ্বর্যবত্তা প্রকটিত করিলেন, তাঁহার আবার মাতৃস্তন্য-পানের নিমিত্ত রোদন সম্ভব হয় কিরূপে? তথাপি তাহার জন্য রোদন! অথবা কি আশ্চর্য! সর্বগৃহস্বরূপ শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, অথচ স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন করিতেছেন! আরও বলিতেছেন, সেই ভগবান্ স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে দুইবার (একবার স্তন্যপানে, একবার মৃৎভক্ষণে) স্বীয় জননীকে মুখমধ্যে বিশ্বপ্রদর্শন করাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এতাদৃশ স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন পরমাদ্ভুত মধুর রসাবহ। যদ্যপি তৃণাবর্তবধের পর বিশ্বরূপ প্রদর্শন, পুনর্বার মৃদ্‌ভক্ষণের পর বিশ্বরূপ প্রদর্শন, তথাপি স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদনের পরমাদ্ভুতত্ব দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে একত্রেই বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ যেখানে পরমৈশ্বর্যের পরাবধি প্রকটিত, আবার সেইখানেই পরমলৌকিকত্বেরও পরাবধির সমাবেশ। একই সময়ে একই আধারে সর্বজ্ঞত্ব ও মৌগ্ধত্বের সার্বভৌমত্ব। এইপ্রকারে তত্তল্লীলামাধুরীর পরম শোভা-মাহাত্ম্য জানিবে।

১১৭। যা সা তৃণাবর্ত-বধেন লীলা,
তস্যাথ যা রিঙ্গণভঙ্গিকাভিঃ।
ত্বাং পাতু গোপীগণ-তোষণায়,
কৃতা চ যা গোরস-মোষণেন॥

মূলানুবাদ

১১৭। তৃণাবর্তবধে তিনি যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, হামাগুড়ি-আদি খেলায় যে মাধুর্য বিস্তার করিয়াছেন, গোপীগণের পরিতোষের নিমিত্ত নবনীত অপহরণ করিয়া যে মধুরাতিশয় লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সকল লীলা তোমাকে রক্ষা করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৭। যা সেতি পরমসুপ্রসিদ্ধা পরমাদ্ভুতা পরমমহা মধুরা বেত্যর্থঃ। এবমগ্রেহপ্যূহ্যম্। তস্য ভগবতঃ তৃণাবর্তস্য বধেন কৃত্বা হেতুনা বা যা লীলা সা ত্বাং পাতু সর্বতো ভয়েভ্যস্তচ্ছ্রবণজ প্রেমমোহাদ্বা রক্ষতু। এবং যথাযথমগ্রেহপ্যুন্নেয়ম্। ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তমপি শ্রীগর্গকৃতনামকরণাদিকং তত্র ভগবতো মধুরলীলাদ্বিশেষা-ভাবান্নোক্তম্। এবমন্যদপ্যগ্রে বিতর্ক্যম্, তদনন্তরকৃতাং পরমাদ্ভুতরিঙ্গণলীলামাহ—অথেতি। রিঙ্গণে ভঙ্গিতাভিঃ পরিপাটীভিঃ রিঙ্গণপরম্পরাভির্বা যা লীলা, যা চ লীলা গোপীগণতোষণায় গোরসস্য দধ্যাদের্মোষণেন চৌর্যেণ কৃতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। সেই পরম সুপ্রসিদ্ধা পরমাদ্ভুতা তৃণাবর্ত বধে ভগবান যে পরম মহামধুর লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই লীলা তোমাকে সর্বপ্রকার ভয় হইতে এবং শ্রবণজনিত প্রেমমোহাদি হইতে রক্ষা করুন। ইদানী ক্রম প্রাপ্তহেতু ভগবানের শ্রীগর্গ-কৃত নামকরণাদি লীলা বর্ণনীয় হইলেও সেই সকল মধুর লীলাবিশেষের প্রকটন নাই, এজন্য গ্রন্থকার সেই সকল লীলা বর্ণন করেন নাই। অনন্তর প্রভুর পরমাদ্ভুত রিঙ্গণ লীলা বর্ণন করিতেছেন। সেই রিঙ্গম-ভঙ্গিমা অর্থাৎ হামাগুড়ি দ্বারা গমন পরিপাটিরূপ যে পরম মহামধুর লীলা প্রকটন করিয়াছেন এবং গোপীগণের পরিতোষণ নিমিত্ত গোরস (দধি ও নবনীত) অপহরণ করিয়া যে মধুরাতিমধুর লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই সকল লীলা তোমায় রক্ষা করুন।

১১৮। গোপী-গণাক্রোশনতো জনন্যাঃ, সাক্ষাদ্ভয়ালোকন-চাতুরী সা।
মাং পাতু মৃদ্ভক্ষণ-কৌতুকং তৎ, ক্রীড়া চ মাতুর্দধি-মন্থনে সা॥

১১৯। তদ্রোদনং তদ্দধি-ভাণ্ড-ভঞ্জনং, তচ্ছিক্যপাত্রান্নবনীত-মোষণম্।
তন্মাতৃভীতিদ্রবণং ভয়াকুলা, লোকেক্ষণত্বঞ্চ মহাদ্ভুতং প্রভোঃ॥

১২০। আকর্ষণং যত্তদুলূখলস্য, বদ্ধস্য পাশৈর্জঠরে জনন্যা।
চেতো হরেন্মেঽর্জুনভঞ্জনং তত্তস্যাং দশায়াঞ্চ বর-প্রদানম্॥

মূলানুবাদ

১১৮। স্বীয় জননী ও গোপীগণের আক্রোশনে ভীত হইয়া তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই ভয়বিহ্বল-চাতুরী ও মৃত্তিকাভক্ষণকৌতুক এবং দধিমন্থনকালে মাতার হস্তস্থিত দণ্ডধারণাদি ক্রীড়া আমায় রক্ষা করুন।

১১৯। সেই প্রসিদ্ধ রোদন, সেই দধিভাণ্ডভঞ্জন, শিকাস্থিত পাত্র হইতে নবনীত অপহরণ, মাতৃভয়ে পলায়ন এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চঞ্চনেত্রের ঈক্ষণরূপ মহাদ্ভুত প্রভুর লীলাসকল আমায় রক্ষা করুন।

১২০। জননী-কর্তৃক পাশদ্বারা জঠরে বদ্ধ হইয়া উদূখল আকর্ষণ এবং সেই উদূখল আকর্ষণ-ব্যপদেশে প্রভুর যমলার্জুন-ভঞ্জন এবং নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি বরদানলীলা আমার মন হরণ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৮। ভয়েন যদালোকনম্ ইতস্ততঃ প্রেক্ষণম্, যদ্বা, মাতুর্গোপীনাং বা মুখাবলোকনং তস্মিন্ যা চাতুরী মৃদ্ভক্ষণ কৌতুকানন্তরং বিশ্বরূপ-দর্শনলীলা পূর্বমেবোদ্দিষ্টা। শ্রীনন্দযশোদা-ভাগ্যাখ্যানে চ শ্রীভগবতো লীলাবিশেষো নাস্তি। তদধুনা পরমোদার-শ্রীদামোদর চরিতং সপ্রসঙ্গমাহ—সপাদদ্বয়েন। পূর্বঞ্চ ভক্তবশ্যতামাত্রপ্রদর্শনায় সংক্ষেপেণৈব উক্তমিতি ভেদঃ। মাতুঃ শ্রীযশোদায়া দধিমন্থনে বিষয়ে মন্থনদণ্ড-ধারণাদিরূপা ক্রীড়া চ মাং পাতু॥

১১৯। তৎকালীনমেব কৌতুকবিশেষমাহ—তদ্রোদনমিতি। তচ্ছব্দৈঃ প্রসিদ্ধত্বেন তত্তদ্বিশেষঃ স্মার্যতে। দ্রবণং বেগেনাপসরণম্, ভয়েন আকুলশ্চঞ্চলঃ আলোকঃ প্রেক্ষণং যয়োস্তে ঈক্ষণে শ্রীনেত্রে যস্য তস্য ভাবঃ তত্ত্বঞ্চ তৎ॥

১২০। অর্জুনয়োর্বৃক্ষয়োর্ভঞ্জনম্ ; তস্যাং গোপাশৈরুলুখলে দৃঢ়বন্ধন-

রূপায়ামবস্থায়ামেব 'সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ' (শ্রীভা ১০।১০।৪২) ইত্যেবং নলকুবর-মণিগ্রীবৌ প্রতি বরস্য প্রকর্ষেণ দানং তৎ চেতো মে হরেৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৮। স্বীয় জননী ও গোপীগণ কৃত আক্রোশনে ভীত হইয়া তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই ভয়াকুলিত অবলোকন-চাতুরী, (মৃৎভক্ষণ-কৌতুক লীলার পর বিশ্বরূপ-দর্শন লীলা পূর্বে বলা হইয়াছে। আর শ্রীনন্দ-যশোদার ভাগ্য-বর্ণনে শ্রীভগবানের লীলাবিশেষ নাই, এজন্য এস্থলে উল্লেখ করিলেন না।) অধুনা প্রসঙ্গক্রমে পরমোদার শ্রীদামোদর-চরিত বর্ণন করিতেছেন, যদিচ পূর্বে এই লীলা 'ভক্তবশ্যতা' প্রদর্শনের নিমিত্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তথাপি এখানে বিস্তাররূপে বলিতেছেন। দধিমন্থনকালে জননীর হস্তস্থিত দধিমন্থনদণ্ড ধারণাদি ক্রীড়া আমায় রক্ষা করুন।

১১৯। তৎকালীন কৌতুকবিশেষ বর্ণন করিতেছেন—'তদ্রোদন' ইত্যাদি। তৎশব্দে প্রসিদ্ধত্বহেতু তত্তৎবিশেষ রোদন, সেই দধিভাণ্ডভঞ্জন, শিকাস্থিত পাত্র হইতে সেই নবনীত হরণ, জননীর ভয়ে প্রভুর সেই মহাদ্ভুত পলায়ন এবং ভয়ে আকুল হইয়া চঞ্চল শ্রীনেত্রে অবলোকন আমায় রক্ষা করুন।

১২০। অর্জুন বৃক্ষ ভঞ্জন। সেই গোকুলেশ্বর স্বীয় জননী-কর্তৃক গো-বন্ধন রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হইয়া তিনি যে উদূখল আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই উদূখল আকর্ষণ এবং তদবস্থায় প্রভু-কর্তৃক যমলার্জুন ভঞ্জন ও নলকুবর-মণিগ্রীবের প্রতি বরপ্রদান। যথা, (শ্রীভা) "হে নলকুবর! তোমরা দুইজনে গৃহে গমন কর, আমার প্রতি তোমাদিগের পরমভাব জাত হইয়াছে ; সুতরাং অভবঃ অর্থাৎ তোমাদিগের আর সংসার ভয় নাই।" প্রভুর এই সকল লীলা আমার মন হরণ করিতেছে।

১২১। বৃন্দাবনে-তর্ণক-চারণেন, ক্রীড়ন্নহন্ বৎস-বকৌ তথা যঃ।
মাং বেণুবাদ্যাদি-গুরুঃ স বন্য-বেশোঽবতাজ্জন্তুরুতানুকারী॥

মূলানুবাদ

১২১। যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বৎসচারণরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি বেণুবাদনের আদি গুরু, যিনি বন্যবেশে ভূষিত হইয়া পশু-পক্ষী প্রভৃতির অনুকরণকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমায় রক্ষা করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২১। এবং বৃহদ্বনলীলামুক্ত্বা শ্রীবৃন্দাবনলীলামাহ—বৃন্দেত্যাদিনা বিশ্ব-মোহিনীতি যাবৎ। তর্ণকানাং বৎসানাঞ্চারণেন কৃত্বা হেতুনা বা ক্রীড়ন্ সন্। তথানির্বচনীয় মধুরপ্রকারেণ যো বৎস-বকৌ তদ্রূপধরৌ দৈত্যৌ অহন্ হতবান্। বেণুবাদ্যে আদিগুরুঃ, তদানীং তত্র তেনৈব তস্য প্রবর্ত্তনাৎ। বন্যো বর্হগুঞ্জাদির্বেশো ভূষণং যস্য সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। এইরূপে বৃহদ্বনলীলা বর্ণন করিয়া বিশ্ববিমোহিনী শ্রীবৃন্দাবনলীলা বর্ণন করিতেছেন। সেই প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বৎসচারণ করিতে করিতে অনির্বচনীয় মধুরপ্রকারে বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। যিনি বেণুবাদ্যের আদি গুরু, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামাল্যাদি বন্যভূষণে বিভূষিত হইয়া পশু-পক্ষীগণের স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমায় রক্ষা করুন।

১২২। প্রাতঃ সবৎসঃ সখিভিঃ প্রবিষ্টো,
বৃন্দাবনং যানকরোদ্বিহারান্।
তত্তৎপরামর্শমহাহি-বক্ত্র,
প্রবেশনাদীন্ সরসান্ ভজে তান্॥

মূলানুবাদ

১২২। যিনি প্রাতঃকালে বৎস ও সখাসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্বক বিবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে পরামর্শপূর্বক মহাসর্পরূপধারী অঘাসুরের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া সেই সর্পকে মুক্তি প্রদানাদিরূপ সরস বিহার করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল বিহারের ভজনা করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২২। অঘাসুরমোচনলীলাং সপ্রসঙ্গমাহ—প্রাতরিতি। সখিভিঃ সহ প্রাতর্বৃন্দাবনং প্রবিষ্টঃ সন্ স স পরামর্শঃ 'কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং, ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্' (শ্রীভা ১০।২২।২৮) ইত্যেব বিচারমহাহের্মহাকায়সর্পরূপধারিণোঽঘাসুরস্য বক্ত্রে প্রবেশনং প্রবেশশ্চ তদাদীন্ যান্ বিহারান্ অকরোৎ। আদি-শব্দেন বনপ্রবেশপ্রাক্কৃতাং বন্যবেশ-ভূষণ-শিক্যচৌর্যাদিবাল্যলীলামারভ্যাঘাসুরস্য তেজঃপ্রবেশন-মুক্তিদান-পর্যন্তলীলা গৃহ্যতে। তান্ বিহারান্ ভজে ভক্ত্যা প্রপন্নোঽস্মি। কুতঃ? সরসান চিত্তাকর্ষকানিত্যর্থঃ। সর্বৈ রসৈরন্বিতানিতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। এক্ষণে প্রসঙ্গের সহিত অঘাসুর মোচনলীলা বর্ণন করিতেছেন। যিনি সখাগণের সহিত প্রাতঃকালে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বিবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে পরামর্শ পূর্বক মহাসর্পের রূপধারী অঘাসুরের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা, (শ্রীভা) অনন্তর শ্রীহরি চিন্তা করিলেন যে, 'এস্থলে কি কর্তব্য? এই খল অসুরও নিপাত হইবে অথচ সখাদিগেরও প্রাণ নাশ হইবে না—এই দুই কার্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে?' অতঃপর পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব দুঃখহরি শ্রীহরি সর্পের মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। 'আদি' শব্দে বনপ্রবেশ, পূর্বকৃত্য বন্যবেশ-ভূষণ, শিক্য চৌর্যাদি, বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া অঘাসুরের তেজঃ প্রবেশ ও তাহাকে মুক্তিপ্রদান পর্যন্ত লীলা সকল গ্রহণীয়। যিনি এই প্রকার বিহার করিয়াছিলেন, আমি সেই বিহারের বন্দনা করিতেছি। কিজন্য? সরস চিত্তাকর্ষক বা সর্বরসে অন্বিত বলিয়া।

১২৩। **সরস্তটে শাদ্বলজেমনে যা, লীলা-সমাকর্ষতি সা মনো মে।**
তথা প্রভোস্তর্ণক-মার্গণে যা, দধ্যোদনগ্রাসবিলাসিপাণেঃ॥

মূলানুবাদ

১২৩। শ্রীযমুনাতটে পুলিন ভোজনকালে শ্রীব্রহ্মা বৎসসকল হরণ করিলে সখাবর্গকে আশ্বাসিত করিয়া যিনি দধি-ওদন-গ্রাস সুশোভিত পদ্ম করে বৎসগণ অন্বেষণরূপ যে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই লীলা আমার মন আকর্ষণ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৩। তর্ণকানাং ব্রহ্মণা মঞ্জুমহিমবিশেষং দ্রষ্টুং মায়য়াপহৃতানাং বৎসানাং মার্গণে ভুঞ্জানান্নিজসখিগণানাশ্বাস্য স্বয়মেবান্বেষণে প্রভোর্যা লীলা। কীদৃশস্য? দধ্যোদনস্য দধিমিশ্রিত ভক্তস্য গ্রাসেন কবলেন বিলাসী ক্রীড়াবান্ শোভাযুক্তো বা পাণির্বামকরো যস্য তস্য। 'বামে পাণৌ মসৃণকবলম্' ইতি। তথা 'বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণি কবলো যযৌ' (শ্রীভা ১০।১৩।১৪) ইত্যুক্তেঃ। অতোঽত্যন্তচিত্ত-চমৎকারজননাৎ কথং তত্তদ্বর্ণনে শক্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। সরসীতটে পুলিন ভোজনকালে ব্রহ্মা মঞ্জুমহিমাবিশেষ দর্শনের নিমিত্ত মায়াপূর্বক বৎসগণকে হরণ করিলে সেই অপহৃত বৎসগণকে অন্বেষণ নিমিত্ত ভগবান ভোজনরত নিজ সখাগণকে আশ্বাসিত করিয়া স্বয়ং অন্বেষণে যে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই লীলা আমার মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই লীলা কীদৃশ? দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস-সুশোভিত বাম কর, যাহা শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ সখাগণকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা ভোজন হইতে বিরত হইও না, আমি তোমাদের বৎসসকল আনিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি বামহস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস লইয়া অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।' এইপ্রকার অত্যন্ত চিত্ত চমৎকার সেই লীলা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে?

১২৪। ব্রহ্মাপি যাং বীক্ষ্য বিলাস মাধুরীং,
মুমোহ তাং বর্ণয়িতুং নু কোঽর্হতি।
ক্ব সাত্মবৎসার্ভকরূপধাবিতা,
ক্ব মুগ্ধবত্তৎ সখি-বৎস-মার্গণম্॥

১২৫। তত্তদ্বিলাসাস্পদগোকুলস্য স,
ব্রহ্মৈব মাহাত্ম্যবিশেষবিত্তমঃ।
অস্তৌৎ তথা যো ভগবন্তমাদরা-
ন্মূর্তো মহাপ্রেমরসো ব্রজস্য যঃ॥

মূলানুবাদ

১২৪। শ্রীব্রহ্মা যে লীলা-মাধুরী দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, কে সেই বিলাস-মাধুরী বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? আর তাঁহার নিজের বৎসবালকরূপ ধারণ শ্রীমূর্তি কোথায়, আর মুগ্ধের ন্যায় সখা-বৎসের অন্বেষণই বা কোথায়? তাঁহার মুগ্ধবৎ এই সকল লীলা সদাই আমার মন আকর্ষণ করিতেছে।

১২৫। তত্তৎ বিলাসের আস্পদস্বরূপ গোকুলের মাহাত্ম্যবিশেষ আমি আর কি বলিব? শ্রীব্রহ্মাই সে বিষয়ে অভিজ্ঞতম। তাই তিনি ব্রজের তথা মূর্তিমান মহাপ্রেমরসস্বরূপ সেই ভগবানকে আদরের সহিত স্তব করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৪। বর্ণনানর্হত্বে হেতুমাহ—আত্মনা স্বয়মেব বৎসানামর্ভকাণাং বৎসপানাঞ্চ রূপধারিতা সা ক্ব? মুগ্ধবৎ সখীনাং বৎসানাং চ মার্গণং, তৎ ক্ব? তাদৃশপরমৈশ্বর্য প্রকটনেঽপি তাদৃশমৌগ্ধ্যাদ্‌বিরোধেন ক্ব দ্বয়ম্॥

১২৫। তেষাং তেষাং বিলাসানাং ভগবদ্বিহারাণামাস্পদস্য গোকুলস্য ব্রজভূমের্মাহাত্ম্যবিশেষবিদাং মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠঃ স ব্রহ্মৈব নান্যঃ। তত্র হেতুঃ—যো ব্রহ্মা তথা—'তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজো-ঽভিষেকম্।' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪) ইত্যেবং প্রকারেণাদরাদ্‌ভগবন্তমস্তৌৎ। যো ভগবান্ ব্রজস্য মূর্তো মহান্ প্রেমরসস্তম্। অনেন—'তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতাঃ' (শ্রীভা ১০।১৩।২২) ইত্যাদীনাং শ্রীব্যাসনন্দনোক্তানাং তথা—'অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ' (শ্রীভা ১০।১৪।৩১) ইত্যাদীনাঞ্চ শ্রীব্রহ্মস্তুতীনামর্থোঽনুসূচিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। সেই বিলাস-মাধুরী বর্ণনে অক্ষমতার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্মাও যে বিলাস-মাধুরী দর্শন করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কে সেই বিলাস-মাধুরী বর্ণনে সক্ষম হইবেন? তাঁহার বৎসতর ও বৎসপালক মূর্তি-ধারণ কোথায়? আর মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সখাগণের অন্বেষণই বা কোথায়? তাদৃশ পরমৈশ্বর্য প্রকটনেও তাদৃশ মৌগ্ধ্যলীলা অতীব বিচিত্র।

১২৫। ভগবানের সেই সেই বিলাসের আস্পদস্বরূপ ব্রজভূমির মাহাত্ম্য বিশেষে অভিজ্ঞগণের মধ্যে ব্রহ্মাই অভিজ্ঞতম। যেহেতু, তিনি বলিয়াছেন, "গোকুলে যে জন্ম, সেই-ই পরমভাগ্য ; কারণ, গোকুলে জন্ম হইলে কোন না কোন গোকুলবাসীর পদরজদ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে।" ইত্যাদি বাক্যে সেই ভগবানকে আদরপূর্বক স্তব করিয়াছেন, যে ভগবান ব্রজের মূর্তিমান মহাপ্রেমস্বরূপ। আর শ্রীব্যাসনন্দনও বলিয়াছেন, ("শ্রীভগবান স্বয়ংই বালকরূপ হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন) ** বালকদিগের জননীগণও বেণুরব শ্রবণ করিয়া আস্তে-ব্যস্তে উত্থিত হইলেন এবং স্ব স্ব পুত্রবোধে পরব্রহ্মাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্বক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্নেহ-পরিপ্লুত হৃদয়ে স্তন্যামৃত পান করাইলেন।" এইরূপে সকলেই শ্রীকৃষ্ণমাতা শ্রীযশোদার ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার ব্রহ্মাস্তুতিতেও এই অর্থ সূচিত হইয়াছে। যথা, 'ব্রজের বাৎসল্যবতী গাভী ও গোপীসকল অতি ধন্য। বিভো! তুমি বৎসতর ও পুত্ররূপে আনন্দে তাঁহাদিগের স্তন্যামৃত পান করিয়াছ।'

১২৬। গোপালনেনাগ্রজ-মাননেন, বৃন্দাবনশ্রীস্তবনেন চাসৌ।
তেনালিগানাভিনয়াদিনাপি, প্রভুর্ব্যধাদ্‌যাং ভজতাং সুলীলাম্॥

মূলানুবাদ

১২৬। সেই প্রভু গো-পালন লীলাদ্বারা, অগ্রজকে সম্মানন দ্বারা, বৃন্দাবন-শোভার স্তব করিয়া, ভ্রমরগণের গুঞ্জনাদির অনুকরণ করিয়া যে যে মাধুর্যময় লীলা প্রকটন করিয়াছেন, তুমি সেই সেই সুলীলার ভজনা কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৬। এবং কৌমারলীলামুক্ত্বা পৌগণ্ডলীলামাহ—গোপালনেনেত্যাদিনা। অসৌ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণদেবো গোপালনেন যাং সুলীলাং সুন্দরক্রীড়াং ব্যধ্যাৎ চকার, তাং ভজ শ্রদ্ধয়া সেবস্ব। তেনেত্যস্য সর্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। অলীনাং ভৃঙ্গানাং গানস্যাভিনয়োঽনুকরণং, তদাদিনাপি। আদি-শব্দেন তৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্যাসনন্দনোক্তং শুকজল্পনাদ্যনুকরণং, গম্ভীরবাচা দূরগপশ্বাহ্বানং, পল্লবতল্পশয়নাদি চ গৃহ্যতে। তত্র প্রথমং তালফলপাতনাদিরূপা লীলা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৬। এইরূপে কৌমারলীলা বর্ণন করিয়া পৌগণ্ডলীলা বর্ণন করিতেছেন। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণদেব গোপালন দ্বারা যে সুন্দরলীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, তুমি সেই লীলা শ্রদ্ধার সহিত ভজনা কর। 'তেন' শব্দের সর্বত্রই সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন ভ্রমরগণের অনুকরণাদি। আদি-শব্দে (সেই প্রসঙ্গে শ্রীব্যাসনন্দন বলিয়াছেন) শুক জল্পনাদির অনুকরণ দ্বারা গম্ভীর স্বরে দূরস্থিত গাভীগণের আহ্বান এবং পল্লব-রচিত শয্যায় শয়নাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ তালফল পাতনাদি প্রসঙ্গে যে লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, কিংবা জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুর বধে যে মধুর লীলা প্রকাশ করিয়াছেন,—

১২৭। **তালীবনে যাবিরভুচ্চ লীলা, যা ধেনুকজ্ঞাতি-বিমর্দনে চ।**
সায়ং ব্রজ-স্ত্রীগণসঙ্গমেঽপি, স্তোতুং ন শক্নোম্যভিবাদয়ে তাম্॥

মূলানুবাদ

১২৭। তালবনে জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরবধে যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সায়ংকালে গৃহে আগমনের সময় পথিমধ্যে মিলিত ব্রজস্ত্রীগণের সহিত যে মধুরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি প্রেমমোহভয়ে সেই সকল লীলার স্তবও করিতে পারিতেছি না, কেবল ভক্তিভরে অভিবাদন করিতেছি মাত্র।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৭। সায়ং সন্ধ্যায়াং ব্রজবর্তিস্ত্রীগণেন সঙ্গমে মিলনেঽপি যা লীলা আবিরভূৎ। তদুক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা (শ্রীভা ১০।১৫।৪২-৪৩)—'তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তল-বদ্ধবর্হ, বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্। বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্তিং, গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥ পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি। তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং, সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥' ইতি এতয়োরর্থঃ—গোরজোতিশ্ছুরিতেষু সম্পৃক্তেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং বন্যানি প্রসূনানি চ যস্য যেন বা, রুচিরমীক্ষণং যস্য, চারুহাসং যস্য, তঞ্চ তঞ্চ তঞ্চ। দিদৃক্ষিতা দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তা দৃশো যাসাং তাঃ ; মুকুন্দস্য মুখপদ্মগতং সারম্বং মধু ; অহ্নি যো বিরহস্তস্মাজ্জাতং তাপম্, স চ তাসাং তাং বা সৎকৃতিম্ অগ্রেঽভিসরণাদিরূপাং পূজাং প্রাপ্য গোষ্ঠং বিবেশ। কথম্? সব্রীড়েন হাসেন কৃত্বা তদ্‌যুক্তো বা বিনয়ো যথা স্যাত্তথা। ননু তর্হি ব্রীড়াবিনয়াভ্যামাদ্যরসঃ কথং বোধ্যতে? তত্রাহ—যদ্‌যথা অপাঙ্গমোক্ষৎ কটাক্ষদর্শনমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ। এবং তাসাং তস্য চান্যোঽন্যং দৃঢ়ভাবলক্ষণমুক্তমিতি। তাং স্তোতুং স্তোত্ররূপেণাপি বর্ণয়িতুং ন শক্নোমি, অনির্বাচ্যত্বাৎ প্রেমমোহভয়াদ্বা। অতঃ কেবলং তাং লীলামভিবাদয়ে বাচা নমামি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। সায়ংকালে ব্রজসুন্দরীগণের মিলনেও যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীবাদরায়ণি বর্ণন করিয়াছেন,—গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলি-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে শিখিপুচ্ছ ও বন্য কুসুম সুসংবদ্ধ ছিল। তিনি ইতস্ততঃ মনোজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। আবার মৃদুহাস্যের সহিত

সুধাসিন্ধুর উদ্গারণকারী বংশীবাদন করিতেছিলেন। গোপবালকগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্ত ব্রজসুন্দরীগণ অনুরাগপূর্ণ নয়নভৃঙ্গে মুকুন্দের বিকশিত মুখপদ্মের স্মিতসুধা পান করিয়া সারাদিনের বিরহতাপ প্রশমিত করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের লজ্জাপূর্ণ স্মিতসুধা, কটাক্ষ মোক্ষণ ও অগ্রে অভিসরণরূপা পূজা বা সৎকার গ্রহণ করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেই সৎকার কিরূপ? সেই ব্রজসুন্দরীগণের লজ্জাযুক্ত শ্রীমুখের হাসি ও তদ্‌যুক্ত বিনয়াদিরূপ সৎকার। যদি বল, এইপ্রকার ব্রীড়া বা লজ্জা ও বিনয়াদি দ্বারা আদ্যরস নিশ্চয় হইল কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন, অপাঙ্গ মোক্ষণ হইতেই আদ্যরস সূচিত হয়। অতএব সেই সকল লীলার স্তবও করিতে পারিতেছি না, স্তোত্ররূপে বর্ণন করিতেও অসমর্থ, আমি প্রেম মোহ ভয়ে সেই অনির্বচনীয় লীলাকে কেবল অভিবাদন মাত্র করিতেছি।

সারশিক্ষা

১২৭। রসশাস্ত্রানুসারে ব্রীড়ার অর্থ লজ্জা। লজ্জাবশতঃ বাক্য, বেশ ও শরীর-চেষ্টাদি যখন অন্যাকারে প্রতীত হয় এবং চিত্তদ্রবরূপ হর্ষের উদ্গম হেতু মুখাচ্ছাদন, অধোমুখজ হইয়া থাকে অর্থাৎ এইসকল ভাব সংগোপন চেষ্টার নাম লজ্জা।

আর তাদৃশ হর্ষবশতঃ চিত্তের স্ফারতা উপস্থিত হইলে চিত্তের সহিত শরীরে যে উল্লাসময় ভাব বিকাশ হয়, তাহাকে হাস বলে, ইহাই লজ্জাযুক্ত হইয়া ঈষৎ হাস্যরূপে ব্যক্ত হয়। সাধারণতঃ ইহাকেই মৃদুহাস্য বলে।

এইপ্রকার হার্দ ও দুর্লভ বস্তু বিশেষের দর্শনবশতঃ চিত্তে আর একপ্রকার হর্ষ জন্মে এবং তাদৃশ হর্ষাবস্থায় চিত্তের যে বিকাশ, তাহা বিস্ময়যুক্ত বিনয়রূপে কটাক্ষ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। আর প্রিয়বস্তুর সংযোগে চিত্তের যে উল্লাস হয়, তাহাই হর্ষ। ব্রজসুন্দরীগণের শৃঙ্গারাত্মক স্থায়িভাবই বিভাব আলম্বনরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং তজ্জনিত অনুভাব ও সঞ্চারিভাবসমূহের সম্মিলনে (উজ্জ্বল) রসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব শ্লোকোক্ত অপাঙ্গ মোক্ষণাদিরূপ সঞ্চারিভাবের দ্বারাই শৃঙ্গার বা আদ্যরস সূচিত হইয়াছে।

১২৮। যো বৈ বিহারোঽজনি কালিয়স্য, হ্রদে যশোদা-তনয়স্য তস্য।
তং স্মর্তুমীশো ন ভবামি শোক-প্রহর্ষবেগাৎ কথমালপানি॥

১২৯। ক্ব দুষ্টচেষ্টস্য খলস্য তস্য, দণ্ডস্তদা ক্রোধ-ভরেণ কার্যঃ।
ক্ব চোন্নতে তৎফণবর্গরঙ্গে, নৃত্যোৎসবো হর্ষ-ভরেণ তাদৃক্॥

মূলানুবাদ

১২৮। কালীয়হ্রদে সেই শ্রীযশোদাতনয় যে বিহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতেও সক্ষম হইতেছি না, কারণ, কালীয়নাগের দুষ্টতা স্মরণ হইলে হৃদয়ে শোকসঞ্চার হয়, আবার তাঁহার দমন নিমিত্ত নৃত্যাদির স্মরণে হর্ষেরও সঞ্চার হয় ; এই উভয় ভাবের উদ্রেকে আমি বিহ্বল হইয়াছি ; বল, কিরূপে তাহা বর্ণন করিব?

১২৯। দুষ্টচেষ্ট সেই খলের প্রতি ক্রোধভরে কোথায় দণ্ডবিধান করিবেন, আর কোথায় তাহার উন্নত ফণাবর্গরূপ রঙ্গমঞ্চে হর্ষভরে নৃত্যোৎসব করিলেন?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৮। তং বিহারং স্মর্তুমপি ঈশঃ সমর্থো ন ভবামি। কুতঃ? শোক-হর্ষয়োঃ কালিয়-দুষ্টতাদিস্মরণেন শোকঃ, তদ্দমনার্থ-নৃত্যাদিস্মরণেন প্রহর্ষশ্চ, তয়োর্বেগাৎ পরমোদ্রেকাদ্ধেতোঃ। অতঃ কথমালপানি? সম্ভাবনায়াং পঞ্চমী॥

১২৯। তদেবাহ—ক্বেতি দ্বাভ্যাম্। তদা তস্মিন্ কালে ক্রোধভরেণ কার্যস্তস্য কালিয়স্য দণ্ডঃ ক্ব? দণ্ডে হেতুঃ—দুষ্টা নিজভোগেন শ্রীমূর্ত্যাচ্ছাদনাদিরূপা চেষ্টা যস্য তস্য। কিঞ্চ খলস্য দুষ্টচিত্তস্য, ক্ব চ উন্নতে উন্নমিতে উত্তুঙ্গে বা। তস্য কালিয়স্য ফণবর্গ এব রঙ্গঃ নৃত্যস্থলী তস্মিন্ হর্ষভরেণ তাদৃক্ অনির্বচনীয়ো নৃত্যোৎসবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৮। কালীয় হ্রদে প্রভুর যে বিহার, তাহা স্মরণ করিতেও সক্ষম হইতেছি না। কেন? কালিয়ের দুষ্টতাদি স্মরণে হৃদয়ে শোক সঞ্চার হয়, আবার কালিয়ের দমনার্থ নৃত্যাদির স্মরণে হর্ষেরও সঞ্চার হইতেছে। অতএব যুগপৎ হর্ষ ও শোকের পরমোদ্রেক-হেতু আমি কেমন করিয়া সেই লীলা বর্ণন করিব?

১২৯। তাহাই 'ক্ব' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। তৎকালে দুষ্টচেষ্ট সেই খল কালিয়ের প্রতি ক্রোধভরে কোথায় দণ্ডবিধান করিবেন? দণ্ডের হেতু—সেই দুষ্ট নিজ ফণাসমূহের দ্বারা শ্রীমূর্তির আচ্ছাদনাদিরূপ দুষ্ট চেষ্টা। আরও বলি, সেই দুষ্টচিত্ত খল কালিয়ের উন্নত ফণাবর্গরূপ রঙ্গমঞ্চে হর্ষভরে অনির্বচনীয় নৃত্যোৎসব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৩০। ক্ব নিগ্রহস্তাদৃগনুগ্রহঃ ক্ব বা, শেষোঽপি যং বর্ণয়িতুং ন শক্নুয়াৎ।
তন্নাগপত্নী-নিবহায় মে নমঃ, স্তুত্যর্চণে যোঽকৃত কালিয়ায় চ॥

মূলানুবাদ

১৩০। কোথায় নিগ্রহ, আর কোথায় তাদৃশ অনুগ্রহ? যাদৃশ অনুগ্রহ শেষও স্বয়ং বর্ণন করিতে পারেন না। যে কালীয় পত্নীগণ ভগবানের পূজা ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, আমি সেই কালীয় ও তাঁহার পত্নীগণকে নমস্কার করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩০। তাদৃক্ নিগ্রহঃ শ্রীপার্ষ্ণিপ্রহারাদিনা শিরোগণ-ভঞ্জনাদিরূপং দমনং ক্ব? ক্ব চ তাদৃগনুগ্রহঃ? তন্মস্তক-সুন্দরনৃত্যলীলয়া পরমদুর্লভতর-শ্রীচরণাব্জরজঃ-পাতনাদিঃ। যমনুগ্রহং শেষঃ সহস্রবদনোঽপি বর্ণয়িতুং ন শক্নুয়াৎ, তদ্বিশেষ-বিবরণঞ্চ তত্রৈব নাগপত্নীস্তুত্যাদৌ জ্ঞেয়ম্ ; তস্মৈ নাগপত্নীনিবহায় কালিয়ায় চ মে মম নমঃ, যো নাগপত্নীনিবহঃ কালিয়শ্চ স্তুত্যর্চ্চনে ভগবতঃ স্তুতিং পূজাঞ্চাকরোৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। তাদৃশ নিগ্রহ অর্থাৎ কোথায় তিনি শ্রীচরণ-পার্ষ্ণি প্রহারাদি দ্বারা তাহার মস্তক ভঞ্জনাদিরূপ দমন করিবেন, তাহা না করিয়া তাদৃশ অনুগ্রহ? আবার তাহার মস্তকে সুন্দর নৃত্যলীলায় পরম দুর্লভতর শ্রীচরণাব্জের রজপাতনাদি অনুগ্রহই বিস্তার করিলেন, যাদৃশ অনুগ্রহ শেষ সহস্রবদনেও বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন। সেই সকল বিশেষ বিবরণ তত্রত্য নাগপত্নীগণের স্তুতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমি সেই নাগপত্নী নিবহকে এবং কালিয়কে নমস্কার করিতেছি। যাঁহারা স্তুতি ও পূজা করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৩১। তীরে হ্রদস্যাস্য দাবানলেন যা,
ক্রীড়াদ্ভুতা মঞ্জুবনেঽপ্যতোঽধিকা।
ভাণ্ডীরসংক্রীড়নচাতুরী চ সা,
জ্যেষ্ঠস্য কীর্ত্যৈ রচিতা তনোতু শম্॥

মূলানুবাদ

১৩১। কালীয়হ্রদ-তীরে দাবানল ভক্ষণরূপ যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত ক্রীড়া এবং তাহা হইতেও অদ্ভুত ক্রীড়া মুঞ্জাটবী-দাহনে প্রকটিত হইয়াছিল। আর ভাণ্ডীরবন-সংক্রীড়ন-চাতুরী, যাহা জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবের কীর্তি বিস্তারের জন্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়া লোকসকলের মঙ্গল বিধান করুক।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩১। অস্য কালিয়সম্বন্ধিনো হ্রদস্য তীরে। যদ্বা, অস্য ভগবতো যা অদ্ভুতা ক্রীড়া, মুঞ্জবনে মুঞ্জাটব্যামপি ; অতঃ কালিয়হ্রদাদধিকা নিমীলিতচক্ষুষাং গোপানাং পশুবর্গসহিতানাং সদ্য এব সহসা ভাণ্ডীরম্প্রাপণাদিনা বিশিষ্টা যা ক্রীড়া সা শং মঙ্গলং তনোতু। জ্যেষ্ঠস্য শ্রীবলরামস্য কীর্তিবিস্তারণায় রচিতা ভাণ্ডীরে সংক্রীড়নং গোপক্রীড়াপরাজয়-প্রলম্বঘাতনাদিরূপা ক্রীড়া, তস্মিন্ চাতুরী চ শং তনোতু॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। সেই কালিয়হ্রদের তীরে রাত্রিবাস সময়ে দাবানলের সহিত যে অদ্ভুত ক্রীড়া এবং তাহা হইতেও অদ্ভুত ক্রীড়া মুঞ্জাবনে প্রকটন করিয়াছিলেন ; সেই ক্রীড়ায় গোপগণের চক্ষুমুদ্রণ এবং পশুবর্গের সহিত সদ্য ভাণ্ডিরবন প্রাপনাদি অদ্ভুত ক্রীড়া-চাতুরী প্রকটিত হইয়াছিল, সেই ক্রীড়া সকলের মঙ্গল বিধান করুন। আবার সেই ভাণ্ডীরবনে যে সংক্রীড়ন-চাতুরী, জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবের কীর্তি রক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই গোপক্রীড়ায় জয়-পরাজয় শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন এবং প্রলম্বনামক অসুরবধ প্রভৃতি ক্রীড়া-চাতুরী মঙ্গল বিস্তার করুক।

১৩২। মনোহরা প্রাবৃষি যা হি লীলা, মহীরুহাঙ্কাশ্রয়ণাদিকা সা।
জীয়াদ্ব্রজস্ত্রীস্মর-তাপদাত্রী, শরদ্বন-শ্রী-ভরবর্ধিতা চ॥

মূলানুবাদ

১৩২। বর্ষাকালে বৃক্ষতলে বা বৃক্ষকোঠরে আশ্রয় লওয়া ইত্যাদি যে যে মনোহর লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলা এবং শরৎকালে ব্রজাঙ্গনাদিগের কাম-তাপদাত্রী বনশ্রীতে পরিবর্ধিতা অন্যান্য মনোহর ক্রীড়াসমূহ জয়যুক্ত হউক।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩২। মহীরুহাণাং বনস্পতীনাম্, অঙ্কস্য ক্রোড়স্য আশ্রয়ণমুপবেশাদিনা অবলম্বনং, তদাদিকা যা মনোহরা প্রাবৃষি বর্ষাকালে কৃতা ক্রীড়া সা জীয়াৎ। আদি-শব্দেন তৎকালীনং কন্দমূলাদিভক্ষণং, শিলোপরি সখিভিঃ সহ দধ্যোদন-ভোজনাদি চ। কিঞ্চ, শরদঃ শরৎকালসম্বন্ধিনঃ, শরদা বা হেতুনা বনস্য শ্রীভরঃ শোভাতিশয়ঃ, তেন বর্ধিতা বিস্তারিতা যা ক্রীড়া সা চ জীয়াৎ। কীদৃশী? ব্রজস্ত্রীনাং স্মরতাপস্য দাত্রী, যথোক্তং শ্রীব্যাসনন্দনেন (শ্রীভা ১০।২০।৪৫)—'জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতর্সঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩২। বর্ষাকালে বৃক্ষকোঠরে আশ্রয় বা বৃক্ষক্রোড়ে উপবেশনাদি দ্বারা যে যে মনোহর ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছেন, সেই ক্রীড়া জয়যুক্ত হউক। আদি-শব্দে তৎকালীন কন্দ-মূলাদি ভক্ষণ, শিলার উপর সখাগণের সহিত দধিমিশ্রিত অন্নাদি ভোজন। আরও বলিতেছেন, শরৎকালের বনশ্রীতে (শোভাতিশয়ে) পরিবর্ধিত যে ক্রীড়া, সেই ক্রীড়া জয়যুক্ত হউক। সেই ক্রীড়া কি প্রকার? ব্রজসুন্দরীগণের কামতাপবর্ধিনী। যাহা শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন, 'শরৎকাল নিষেবিত কুসুমিত কাননসমূহের মলয় সমীরণ সেবন করিয়া জনমাত্রেই তাপ পরিত্যাগ করিল ; কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণের তাপ বর্ধিত হইল।

১৩৩। সা বন্যভূষা স চ বেণুবাদ্যমাধুর্য্যপূরোঽখিলচিত্তহারী।
তদ্‌গোপ-যোষিদ্‌গণ-মোহনঞ্চ, ময়া কদাস্যানুভবিষ্যতেঽদ্ধা॥

মূলানুবাদ

১৩৩। সেই ভগবানের সুন্দর বন্যবেশ এবং অখিল-চিত্তহরণকারিণী বেণুবাদ্যের মাধুর্যধারায় সেই গোপাঙ্গনাদিগের চিত্ত বিমোহনাদি লীলা, হায়! আমি কখন সেই সকল লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৩। অস্য ভগবতঃ বন্যভূষা, সা চ শ্রীব্যাসনন্দনেন উক্তা (শ্রীভা ১০।২১।৫)—'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্। রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-বৃন্দারণ্যং স্বপদ-রমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥' ইতি। বেণুবাদ্যস্য মাধুর্যং, তস্য পুরঃ রসধারা, স চ—'গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুঃ' (শ্রীভা ১০।২১।৯) ইত্যাদিভিরষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ, তথা—'গো-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ' (শ্রীভা ১০। ২১।১৯) ইত্যনেন চ শ্রীভগবতীভিঃ সবিশেষং বর্ণিতো জ্ঞেয়ঃ। তৎপ্রপঞ্চশ্চাগ্রে-ঽশেষমহত্ত্ব-মাধুরীবর্ণনে ব্যক্তো ভাবী, তস্যাত্যন্তমাধুর্য্যবহত্ত্বেন তত্রৈব বর্ণনাৎ। গোপযোষিতাং গণস্য মোহনঞ্চ তৎ, শরদ্বিহারে বেণুগীতাৎ। তচ্চ তৎপ্রসঙ্গ এব—'তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্' (শ্রীভা ১০।২১।৩) ইত্যাদিনা শ্রীব্যাস-নন্দনেনাপ্যুক্তমস্তি। কদা ময়া সাক্ষাদনুভবিষ্যতে ইতি ; তত্র নিজলালসাভি-ব্যঞ্জিতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৩। সেই ভগবানের বন্যভূষা—যথা, (শ্রীভা) শ্রীব্যাসনন্দন বর্ণন করিয়াছেন, "সেই নটবর সখাগণে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে এবং অধরসুধায় বেণুর রন্ধ্র পূরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত চূড়া, দুই কর্ণে কর্ণিকার কুসুম। পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইয়াছিল।" বেণুবাদ্য মাধুর্যের সেই রসধারা, যথা—'এই বংশী কি অনির্বচনীয় পুণ্যই করিয়াছিল! দেখ!

দামোদরের যে অধরসুধা কেবল গোপিকাদিগেরই ভোগ্য, এ কিন্তু রসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াই একাকী তৎসমস্তই উপভোগ করিতেছে। যে মানস গঙ্গাদির জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছিল, ইহার এই অপূর্ব সৌভাগ্য দেখিয়া, সেই সকল নদীও বেণুর অবশেষ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করিয়া প্রেমোদ্রেক বশতঃ বিকশিত কমলরূপ রোমাঞ্চরাশি ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ বংশে ভগবৎসেবক পুত্ররত্ন সমুদ্ভূত হইলে তাহাকে দেখিয়া কুলপতিগণ আনন্দে এইপ্রকার অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। এই বংশীর এতাদৃশ পুণ্য দর্শনে ইহারও বংশপতি সেই সকল বৃক্ষ পুষ্পচ্ছলে সাত্ত্বিক বিকার এবং মধু ধারারূপে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।" ইত্যাদিরূপে অখিলচিত্তহরণ-কারিণী বেণুবাদ্যের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তথা, "যখন বেণুর গানে গাভীদিগকে আহ্বান করিয়া এক বন হইতে অন্য বনে লইয়া যান, তখন ইঁহার মধুর বেণুনাদ শ্রবণে জঙ্গমদিগের নিশ্চলতা এবং বৃক্ষ সকলেরও পুলক জন্মিয়া থাকে।" এই প্রকারে শ্রীভগবতীগণ বিশেষরূপে বেণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহার বিস্তার অগ্রে 'অশেষ মহত্ত্ব-মাধুরী' বর্ণনকালে ব্যক্ত হইবে। অত্যন্ত মাধুর্যবহত্ব হেতু সেইস্থানে বর্ণনই যুক্তিযুক্ত। শরৎবিহারে বেণুগীতদ্বারা গোপযোষিৎগণের চিত্ত বিমোহনাদি, যথা—"শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া গোপীদিগের মনে স্মরভাবের উদয় হইল।"—ইত্যাদি শ্রীব্যাসনন্দনের উক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে। হায়! আমি কখন সাক্ষাৎ অনুভব করিব? এতদ্দ্বারা (শ্রীনারদজীর) নিজ লালসাতিশয় বঞ্চিত হইয়াছে।

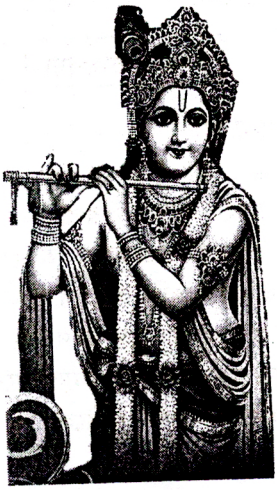

১৩৪। ক্বাহো স কন্যাম্বর-মোষণোৎসবঃ,
সা নীপ-মূর্ধন্যধিরোহণদ্বরা।
নর্মাণি তান্যঞ্জলিবন্দনার্থনং,
তৎস্বাংসনীতাংশুকদাতৃতা চ সা॥

মূলানুবাদ

১৩৪। অহো! কোথায় সেই কন্যাগণের বস্ত্রহরণোৎসব, কোথায় সেই কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ ব্যগ্রতা, সেই নর্মবচনাবলী, তাঁহাদের প্রতি অঞ্জলিবন্ধনের নির্দেশ, স্বীয় স্কন্ধস্থিত বস্ত্রসকল তাঁহাদিগকে অর্পণ ইত্যাদি লীলা কখন আমি সাক্ষাৎ অনুভব করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৪। কিঞ্চ, অহো ইতি প্রেমখেদে। গোপকন্যানামম্বরমোষণমেবোৎসবঃ ক্ব? কুত্র বর্ততে? যদ্বা, কদানুভবিষ্যত ইত্যস্যৈবাত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। নর্মাণি চ—'সত্যং ব্রুবাণি নে নর্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্ষিতাঃ' ইত্যাদিনা তত্রৈব (শ্রীভা ১০।২২।১০) শ্রীভগবতোক্তানি দ্রষ্টব্যানি। অঞ্জলিনা যদ্বনন্দনং তস্য অর্থনং যাচনম্ ; 'বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ' ইতি তত্রৈব (শ্রীভা ১০।২২।১৯) শ্রীভগবদুক্তেঃ। স্বস্য ভগবতঃ অংসং স্কন্ধং নীতানাং প্রাপিতানাম্ অংশুকানাং গোপকন্যাবস্ত্রাণাং দাতৃতা চ—'স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি' (শ্রীভা ১০।২২।১৮) ইত্যাদি-শ্রীশুকোক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৪। প্রেমখেদে বলিতেছেন, অহো! ভগবান কর্তৃক গোপকন্যাগণের বস্ত্রহরণোৎসব কোথায়? আর আমিই বা কোথায়? হায়! কখন আমি এই সকল লীলা অনুভব করিব? সেই নর্মবচনপরিপাটি—'সত্য বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না ; কারণ তোমরা ব্রতাচরণে অত্যন্ত কৃশা হইয়াছ।' ইত্যাদি শ্রীভগবতোক্তি দ্রষ্টব্য। তথাবিধ অঞ্জলি বন্ধনের প্রার্থনা—"মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্বক অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর—" ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্য। আবার তাঁহার স্বীয় স্কন্ধস্থিত বস্ত্রসকল গোপকন্যাদিগকে অর্পণরূপ লীলা—'সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় স্কন্ধস্থিত বস্ত্রদান করিলেন' ইত্যাদি লীলা শ্রীশুকোক্তিতে বিস্তার হইয়াছে।

১৩৫। তাং যজ্ঞবিপ্রৌদন-যাচনাঞ্চ তৎপত্নীগণাকর্ষণমপ্যমুষ্য।
তান্ ভূষণাবস্থিতিবাক্প্রসাদানীড়ে তদন্নাদনপাটবঞ্চ ॥

মূলানুবাদ

১৩৫। সখাগণ দ্বারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সমীপে অন্নভিক্ষা এবং ভগবান-কর্তৃক যাজ্ঞিক পত্নিগণের আকর্ষণ, সখাস্কন্ধে হস্তার্পণপূর্বক অবস্থান, যাজ্ঞিক পত্নিগণের প্রতি বাক্যপ্রসাদ এবং তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্নসমূহের সুপাটব ভোজন, আমি সেই সকল লীলার স্তব করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৫। যজ্ঞনাং যজ্ঞকারিণাং বিপ্রাণামোদনস্য যাচনাং গোপৈঃ কারিতং প্রার্থনম্; অমুষ্য ভগবতঃ, অস্য সর্বত্রৈবান্বয়ঃ। পত্নীগণস্য তেষামেব বিপ্রাণাং ভার্যাবর্গস্য আকর্ষণমপি তৎ। ভূষণং—'শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবালনটবেশ-মনুব্রতাংসে। বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং, কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥' (শ্রীভা ১০।২৩।২২) ইতি শ্রীশুকোক্তমেব জ্ঞেয়ম্। অবস্থিতিঞ্চ তত্র তেনৈবোক্তং সখি-স্কন্ধে শ্রীবামহস্তাব্জ-বিন্যাসাদিনা অবস্থানম্। বাচঞ্চ—'স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥' (শ্রীভা ১০।২৩।২৫) ইত্যাদিনোক্তাম্। প্রসাদঞ্চ ঈড়ে স্তৌমি ; স চ—'পতরো নাভ্য-সূয়েরন্ পিতৃ-ভ্রাতৃ সুতাদয়ঃ। লোকশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্যতে॥' (শ্রীভা ১০।২৩।৩১) ইত্যাদিনা ভগবদ্‌বাক্যেন তত্রৈবোদ্দিষ্টস্তথা লোকাতীত-নিজভাববিস্তারণরূপশ্চ জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং শ্রীশুকেন (শ্রীভা ১০।২৩।৩৮)—'দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।' ইতি। তৈরপি বিপ্রৈশ্চ (শ্রীভা ১০।২৩।৪১)—'অহো! পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ। দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্ মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্॥' ইতি। অন্নস্য যজ্ঞপত্নীসমানীতস্য অদনে ভোজনে পাটবঞ্চ পরিপাটী, তৎ ঈড়ে। তদুক্তং তেনৈব (শ্রীভা ১০।২৩।৩৫)—'ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্। চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। যজ্ঞকারি বিপ্রগণের নিকট নিজ সখা গোপবালকগণের দ্বারা যজ্ঞান্ন

প্রার্থনা, ভগবান-কর্তৃক সেই যাজ্ঞিক পত্নীগণের আকর্ষণ এবং সেই ভূষণ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে যে স্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীশুকদেব আচার্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা, ''তাঁহার বর্ণ শ্যাম, পরিধানে হিরণ-বরণ বসন, গলে বনমালা, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, প্রবালাদি ধাতু দ্বারা তাঁহার বেশ রচিত হওয়াতে তিনি নটবর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তিনি নিজ অনুচরের স্কন্ধদেশে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটি লীলা কমল ঘুরাইতেছেন, তাঁহার কর্ণযুগলে উৎপল, অলকাবলি মণ্ডিত গণ্ডস্থল এবং মুখপদ্মে বিশ্ব বিমোহন হাস্য বিলসিত হইতেছে।'' তিনি অশোক-কাননে অবস্থান পূর্বক সখাস্কন্ধে হস্তবিন্যাস করিয়া বলিতেছেন—''হে মহাভাগা সকল! সুখে আগমন হইল ত? উপবেশন কর। আমায় কি করিতে হইবে? ও, বুঝিয়াছি, আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তাহা তোমাদিগের পক্ষে সমুচিতই হইয়াছে।'' ইত্যাদি ভগবদুক্তি। আবার তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ—''পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি এমন কি অন্যলোকেও তোমাদের কোনরূপ অসূয়া করিবে না। আমার আজ্ঞায় দেবতারাও তোমাদিগের আচরণে প্রসন্ন হইবেন।'' ইত্যাদিরূপ ভগবদ্‌বাক্যের উদ্দিষ্ট লোকাতীত নিজভাব বিস্তারণরূপ লীলাবিশেষ জানিবে। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন, ''অহো! জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই স্ত্রীদিগের ভক্তি দর্শন কর। এই ভক্তি উহাদিগের গৃহবন্ধনরূপ মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়াছে।'' আর ''সেই যজ্ঞপত্নীগণের সমানীত অন্নসকল নিপুণতার সহিত ভোজন।'' আমি এই সকল লীলার স্তব করিতেছি। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন, ''প্রভু ভগবান গোবিন্দ সখাগণকে সেই চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করাইয়া আপনিও ভোজন করিলেন।''

১৩৬। গোবর্ধনাদ্রে রুচিরার্চনাং তথা,
স্ব-বামহস্তেন মহাদ্রিধারণম্।
তদ্‌গোপসন্তোষণমিন্দ্রসান্ত্বনং,
বন্দেঽস্য গোবিন্দতয়াভিষেচনম্॥

মূলানুবাদ

১৩৬। গোবর্ধন পর্বতের সেই মনোহর অর্চনা, ভগবান-কর্তৃক স্বীয় বামহস্তে সেই মহাপর্বতধারণ, ব্রজবাসিগণের সন্তোষণ, ইন্দ্রের মদ-চূর্ণ পশ্চাৎ সান্ত্বনা দান, সুরভি-কর্তৃক 'গোবিন্দ' নামে অভিষেকাদি লীলার আমি বন্দনা করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৬। রুচিরাং সাক্ষাদ্‌বন্যাদনাদিনা মনোহরাম্ ; অর্চনাং শ্রীনন্দাদিভিঃ কারিতাং পূজাম্। মহতোঽদ্রেঃ শ্রীগোবর্ধনস্যৈব ধারণম্। তদিত্যস্য লিঙ্গব্যত্যয়েনাপি সর্বত্রৈব সম্বন্ধঃ কার্যঃ। গোপানাং সন্তোষণং প্রীতিবিশেষজননং তচ্চ—'তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো, যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ' (শ্রীভা ১০।২৫।২৯) ইত্যনেন তেনৈবোক্তম্। যদ্বা, শ্রীনন্দোক্ত-গর্গবাক্যৈঃ কৃতম্, তচ্চ তেনৈবোক্তম্—'ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ। মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ॥' (শ্রীভা ১০।২৬।২৪) ইতি। অথবা, 'মৎসম্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যোঽহং বৈ ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্॥ যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা॥' ইত্যনেন শ্রীপরাশরোক্তেন শ্রীভগবদ্বাক্যেনৈব কৃতমিতি দ্রষ্টব্যম্। অস্য ভগবতঃ গোবিন্দতয়া গোবিন্দনামকরণাদিনাঽভিষেচনঞ্চ বন্দে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৬। রুচির অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই সাক্ষাৎ গোবর্ধন মূর্তি ধারণ-হেতু মনোহর এবং শ্রীনন্দাদি-কর্তৃক সেই গোবর্ধন পর্বতের মনোহর অর্চনা, শ্রীভগবান স্বীয় বামহস্ত দ্বারা সেই মহাপর্বত ধারণ, গোপগণের সন্তোষণ, যাহা শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন, "প্রভু ভগবান যখন সকলের সমক্ষে ঐ মহা পর্বতকে পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজবাসিগণ প্রেমভরে তাঁহার নিকটে আগমন

পূর্বক যাঁহার যেরূপ আচরণ করা উচিত, তদনুসারে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি করিলেন। গোপীগণও আনন্দে পূর্ণা হইয়া দধি, আতপতণ্ডুল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। আর শ্রীনন্দোক্ত শ্রীগর্গবাক্যের অনুবৃত্তি করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, ''ব্রজবাসিগণ নন্দের মুখে গর্গের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগ করিলেন এবং আনন্দিত হইয়া শ্রীনন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন।'' আর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ''হে গোপগণ! আমার সহিত তোমাদের যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ যদি তোমাদের পক্ষে লজ্জাজনক না হয়, তবে তোমাদের সেই সব বিচারে কি প্রয়োজন? আর আমি যদি সকলের শ্লাঘ্যতমই হই, তাহাতেই বা তোমাদের ক্ষতি কি? অথবা যদি তোমরা আমার প্রীতিকর শ্লাঘ্যই প্রকাশ কর, তথাপি আমার সহিত তোমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু মনে করিও না। আমি দেব, দানব, যক্ষ বা গন্ধর্বাদি কিছুই নহি। আমি কেবল তোমাদের বান্ধব। আর আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি, তাহাই আমার সামর্থ্য বা সর্ব সম্পত্তি বলিয়া জানিবে।'' ইত্যাদি শ্রীপরাশরোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্য দ্রষ্টব্য। আর এই শ্রীভগবান কর্তৃক ইন্দ্রের সান্ত্বনা, সুরভি-কর্তৃক ''গোবিন্দ'' নামকরণ পূর্বক ভগবানের অভিষেক সম্পাদনাদি লীলা সকলকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১৩৭। ব্রজস্য বৈকুণ্ঠ-পদানুদর্শনং, লোকাচ্চ নন্দানয়নং প্রচেতসঃ।
ন বক্তুমর্হামি পরান্তসীমগাং, বক্ষ্যে কথং তাং ভগবত্ত্ব-মাধুরীম্॥

মূলানুবাদ

১৩৭। ব্রজবাসিদিগকে বৈকুণ্ঠপদ-প্রদর্শন, বরুণলোক হইতে শ্রীনন্দের আনয়ন; আর আর পরমান্ত্য অসীম লীলা যাহা ভগবত্ত্ব-মাধুরীর পরাকাষ্ঠা, তাহা আমি কিরূপে বর্ণন করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৭। ব্রজস্য ব্রজবাসিজনস্য, তং প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠপদস্য বৈকুণ্ঠাখ্যলোকস্য অনুদর্শনং ব্রহ্মহ্রদে ভগবতা কারিতং দর্শনং, প্রচেতসো বরুণস্য লোকাৎ নন্দস্যা-নয়নঞ্চাপি বক্তুং নার্হামি নেশে ন যোগ্যো ভবামীতি বা। তাং বেণুবাদনবৈদগ্ধী-বিশেষ-গোপীগণমোহন-রাসক্রীড়াদিরূপাং ভগবত্ত্বস্য পারমৈশ্বর্যস্য ভগবন্মহা-মহিমবিশেষস্যেতি যাবৎ মাধুরীং কথং বক্ষ্যে? কীদৃশীম্? পরান্তসীমগা পরমান্ত্য-কাষ্ঠাং প্রাপ্তাং বৈকুণ্ঠদর্শনায় নন্দানয়নতোঽপি বেণুবাদ্যবৈদগ্ধীবিশেষাদীনাং পরম-মনোহরমাধুর্যাপেক্ষয়া কথমিতি ন্যায়োক্তিঃ। সর্বাসু ব্রজলীলাসু পরমোৎকৃষ্টাপি, তথা ক্রমপ্রাপ্তাপি, রাসক্রীড়াগ্রেঽশেষ মহত্ত্বমাধুরীবর্ণনশেষে বিবক্ষয়া গোপীগণ বর্ণিতবেণুবাদনবৈদগ্ধী-বিশেষবদধুনা নোক্তেতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৭। শ্রীভগবান কর্তৃক ব্রজবাসীদিগকে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন উপলক্ষে ব্রহ্মহ্রদে তাঁহাদিগকে সেই বৈকুণ্ঠপদ প্রদর্শন, বরুণলোক হইতে শ্রীনন্দের আনয়ন, আর আমি যে সকল লীলা বর্ণনে যোগ্য নহি, প্রভুর সেই বেণুবাদন বৈদগ্ধীবিশেষ, গোপীমোহন, রাসক্রীড়াদি লীলাসকল ভগবত্ত্ব-মাধুরী পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ ভগবানের পারমৈশ্বর্য-মহামহিমবিশেষের মাধুরী কিরূপে বর্ণন করিব? সেই সেই লীলামাধুরী কি প্রকার? তাহা পরম অন্ত্যসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত লীলা—বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন, শ্রীনন্দের আনয়নাদি এবং বেণুবাদ্য বৈদগ্ধী বিশেষাদির পরম মনোহর মাধুর্য হেতু সমস্ত ব্রজলীলা মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট। ক্রমপ্রাপ্ত রাসক্রীড়ার অগ্রে অশেষ মহত্ত্ব মাধুরী বর্ণন করিবেন আর গোপীগণ-বর্ণিত বেণুবাদন-বৈদগ্ধী বিশেষও এস্থলে বর্ণন করিলেন না।

১৩৮। বাচ্যঃ কিমেষাং ব্রজচেষ্টিতানাং, যঃ সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্য-ভরো বিচারৈঃ।
তদক্ষরাণাং শ্রবণে প্রবেশাদুদেতি হি প্রেম-ভরঃ প্রকৃত্যা॥

১৩৯। কৃষ্ণেহিতানামখিলোত্তমং যস্তর্কৈঃ প্রকর্ষং তনুতে স ধন্যঃ।
তেষাং দরাকর্ণনমাত্রতো যঃ স্যাৎ প্রেমপূর্ণস্তমহং নমামি॥

মূলানুবাদ

১৩৮। নানাবতারী শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ লীলা অপেক্ষা মথুরা-ব্রজভূমিস্থিত লীলার মাহাত্ম্য অত্যধিক, যাহা বিচারবলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সেই লীলার শ্রেষ্ঠতর কিরূপে বর্ণন করা যাইতে পারে? অধিক কি, এই ব্রজলীলার অভিধায়ক অক্ষরগুলিও শব্দরূপে শ্রবণে প্রবেশ করিলে বা দর্শন করিলেও প্রেমবিশেষের উদয় হয়।

১৩৯। যাঁহারা যুক্তি-তর্কের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরিতের সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধন্য। পরন্তু যাঁহারা দূর হইতেও শ্রীকৃষ্ণলীলার কোন সামান্য অংশ শ্রবণ করিলে প্রেমপূর্ণ হইয়া থাকেন, সেইসকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে আমি প্রণাম করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৮। এবং বিলাসলক্ষ্মী-প্রসঙ্গমুপসংহরন্ উক্তানাং তত্তল্লীলানাং পূর্ব্বোদ্দিষ্টমেব সর্বোৎকৃষ্ট-মধুরমাহাত্ম্যমভিব্যঞ্জয়তি—বাচ্য ইতি দ্বাভ্যাম্। এষামুদ্দিষ্টানাং ব্রজচেষ্টিতানাং মথুরাব্রজভূমিকৃত-ভগবদ্বিহারাণাং সর্বতঃ নানাবতারাদিকৃতাশেষচেষ্টিতাৎ সকাশাৎ শ্রৈষ্ঠ্যভরঃ উৎকর্ষাতিশয়ঃ, বিচারৈস্তত্তত্ত্বালোচনৈর্যঃ স্যাৎ, স কিং বাচ্যঃ? অপি তু বক্তুং ন শক্য ইত্যর্থঃ। হি যস্মাত্তেষাং ব্রজচেষ্টিতানাং যান্যক্ষরাণি তদভিধায়কবর্ণানি,, তেষাং শ্রবণে কর্ণে প্রবেশাদপি প্রেমভর উদেতি আবির্ভবতি। কিং পুনস্তদর্থানুসন্ধানেন, বহুলবিচারতঃ স জায়ত ইতি বক্তব্যমিত্যর্থঃ। নন্বেবং কথং সম্ভবেত্তত্রাহ—প্রকৃত্যা স্বভাবত ইতি। যথাগ্নেরুষ্ণত্বং, তথা তত্তদ্ভগবল্লীলাপ্রতিপাদকানাং পূতনামোচনাদিশব্দানামপি সহজশক্তিবৃত্তেরিত্যর্থ॥

১৩৯। এবং বিচারপূর্বকার্থানুসন্ধানেন পরমপ্রেমাতিশয়ো জায়ত ইত্যুক্তম্। তত্র বিচারাদিনা প্রেমাবির্ভাবাদপি তদক্ষরশ্রবণমাত্রেণ প্রেমাবির্ভাবঃ পরমশ্লাঘ্য ইত্যাশয়েনাহ—কৃষ্ণেতি, কৃষ্ণস্য ঈহিতানাং চরিতানাম্, অখিলেভ্যঃ অশেষাবতার-

চরিতাদিভ্যঃ উত্তমম্ অধিকং, প্রকর্ষমুৎকর্ষং তর্কৈর্যুক্তিভির্যো জনো বিস্তারয়তি বিস্তরেণ স্থাপয়তি, স ধন্যঃ পরমভাগ্যবান্ পরমশ্লাঘ্য ইতি বা। কিন্তু তেষাং কৃষ্ণেহিতানাং দরাকর্ণনং ঈষচ্ছ্রবণং তন্মাত্রেণ পূতনামোচনাদিকথনেন, আদ্যস্য পূতনাদিশব্দস্যাপি শ্রবণেনৈব যো জনঃ প্রেম্ণা পূর্ণঃ, তল্লক্ষণসম্পত্তিভির্ব্যাপ্তঃ স্যাত্তমহং নমামি ; মাদৃশানামপি স পরমপূজ্য ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৮। এইরূপে বিলাসলক্ষ্মী-প্রসঙ্গ উপসংহার করিয়া পূর্বোদ্দিষ্ট লীলাসকলের সর্বোৎকৃষ্ট মধুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। পূর্বোক্ত মাথুর-ব্রজভূমিতে অনুষ্ঠিত ভগবদ্ বিহারের উৎকর্ষাতিশয় কিরূপে বর্ণন করা যাইতে পারে? অপিচ কোন প্রকারেই বর্ণন করা যাইতে পারে না। যেহেতু, সেই সকল ব্রজ-চেষ্টিত লীলাবিশেষ অন্যান্য অবতার-চেষ্টিত লীলা হইতে বিচারবলে স্বতঃই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অধিক কি, সেই ব্রজ-চেষ্টিত লীলার অভিধায়ক অক্ষরগুলিও যদি শব্দরূপে কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও যখন শ্রোতার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব করাইয়া দেয়, তখন যে অনুসন্ধান পূর্বক অর্থ বিচার করিলে প্রেমোদয় হইবে, এসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে? যদি বল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আশঙ্কা করিও না। লীলার স্বাভাবিক শক্তিই এইরূপ অচিন্ত্যনীয়। অগ্নিসংযোগে উষ্ণতা সঞ্চারের ন্যায় তত্তৎ লীলা-প্রতিপাদক শব্দাদি কোনরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলে (অধিক কি, পূতনা মোচনাদি লীলা শ্রবণেও) শ্রোতার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে—ইহা লীলারই অচিন্ত্যশক্তি।

১৩৯। এইরূপে বিচার পূর্বক অর্থানুসন্ধানের দ্বারা পরম প্রেমাতিশয় আবির্ভাব হয় সত্য, কিন্তু বিচারাদি দ্বারা প্রেমাবির্ভাব হইতেও লীলার অভিধায়ক শব্দ শ্রবণমাত্রে যে প্রেমাবির্ভাব হয়, তাহা পরম শ্লাঘ্য—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যাঁহারা যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা বিচার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচরিতের সর্বোৎকৃষ্টত্ব স্থাপন করেন, অর্থাৎ ভগবানের অনন্ত অবতার সকলের চরিত্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণচরিতের সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধন্য, পরম ভাগ্যবান বা পরম শ্লাঘ্য। কিন্তু যাঁহারা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার শব্দমাত্র ঈষৎ শ্রবণ করিলেও অর্থাৎ পূতনা মোচনাদি লীলা প্রসঙ্গে প্রথমতঃ 'পূতনা' এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া থাকেন অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ সাত্ত্বিক বিকারাদিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা মাদৃশ জনেরও পরম পূজ্য, অতএব সেইসকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিতেছি।

সারশিক্ষা

১৩৯। প্রেমিকের স্থায়ীভাবই কোন উদ্দীপক কারণ পাইলে স্বতঃই রসতা প্রাপ্ত হয়। এমন কি, লীলাঘটিত কোন একটি শব্দ শ্রবণমাত্রেই তাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হইয়া থাকে। স্থায়ীভাবের এরূপ কোন অচিন্ত্য মহাশক্তি আছে, যাহাতে শব্দের উদ্দিষ্ট অপ্রকট লীলাকেও প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করে। সেইজন্য প্রেমিকের নিকট লীলা প্রত্যক্ষরূপ। অর্থাৎ সেই রস সম্মুখেই যেন স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

পূতনা মোচনাদি যে সকল লীলা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ভক্তগণ যখন সেই লীলার অর্থানুসন্ধানপূর্বক বিশেষরূপে ভাবনা করেন, তখন শ্রীভগবান নিজ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত সেই লীলা ভক্তচিত্তে প্রকট করেন। এইজন্য অদ্যাপিও ভক্তহৃদয়ে সেই লীলা যেন সদ্যই সংঘটিত হইল, এইরূপ স্ফূর্তি হয়। যদিও সেই লীলা সর্বত্র অতীতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; তথাপি ভক্তের স্থায়ীভাবই প্রত্যক্ষরূপে সেই লীলাকে স্ফূর্তি প্রাপ্ত করায়। তাই বলিয়া ভক্তহৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত ঐ লীলা মিথ্যা নহে, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবানই ঐ লীলা তৎকালে প্রকটিত করিয়া থাকেন। বিচারপূর্বক লীলার অনুধ্যানেই যখন ভক্তের হৃদয়ে লীলা প্রত্যক্ষরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রেমিক মহাজনের কথা বলাবাহুল্য মাত্র। অতএব কোনস্থলেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত লীলা কল্পিত হইতে পারে না।

১৪০। অহো কিলাশেষবিলক্ষণস্য, তদেকযোগ্যস্য সদা করাব্জে।
বিক্রীড়তস্তৎ প্রিয়বস্তুনোঽপি, স্প্রষ্টুং মহত্ত্বং রসনা কিমীষ্টে॥

১৪১। অথাপি তৎপ্রসাদস্য প্রভাবেণৈব কিঞ্চন।
যথাশক্তি তদাখ্যামি ভবত্ত্বহিতো ভবান্॥

মূলানুবাদ

১৪০। অহো! শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব অবতার হইতেও বিলক্ষণ, তাঁহার বংশীও তদ্রূপ ; অতএব আমার রসনা যখন শ্রীকৃষ্ণ-করকমলে বিলাসযোগ্য তাঁহার প্রিয়বস্তু বংশীর মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং তাঁহার বংশীবাদন কৌশল কিরূপে বর্ণন করিবে?

১৪১। তথাপি আমি সেই ভগবানের প্রসাদেই যথাশক্তি বংশীর মহিমা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪০। অধুনা শ্রীগোপযোষিন্মোহনানন্তরং পরিত্যক্তস্য তাভির্বর্ণিতস্য। তথা তদগ্রে (শ্রীভা ১০।৩৫।২)—'বামবাহু-কৃতবামকপোলঃ' ইত্যাদ্যেকাদশভির্যুগলৈ-স্তাভিরেব গীতস্য চ বেণুবাদনবৈদগ্ধীবিশেষস্য প্রসঙ্গাদেকত্রৈব বর্ণনেন। তথা রাস-ক্রীড়াসংক্ষেপোক্ত্যা চাশেষ-মহত্ত্বমাধুরীং সপ্তদশভিঃ শ্লোকৈঃ প্রপঞ্চয়ন্নাদৌ তত্তন্নি-দানস্য শ্রীবেণোরেব মাহাত্ম্যমাহ—অহো ইতি দশভিঃ, অহো ইতি বিস্ময়ে ; কিলেতি নিশ্চয়ে। তস্য ভগবতঃ প্রিয়ং বস্তু দারুময়বেণুস্তস্যাপি, কিমুত ভগবতঃ তদ্বাদনবৈদগ্ধীবিশেষস্য বা মহত্ত্বং মহিমানং স্প্রষ্টুম্? যদ্বা, স্প্রষ্টুমপীত্যন্বয়ঃ, কিমুত সম্যগ্‌বর্ণয়িতুমিত্যর্থঃ। কিম্ ইষ্টে প্রভবতি? অপি তু ন শক্নোত্যেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—অশেষাণি রূপগুণাদীনি বিলক্ষণান্যসাধারণানি যস্য ; যদ্বা, অশেষতো জগতঃ ভগবদখিল-পরিচ্ছদাদ্বা বিলক্ষণস্য তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্যৈবৈকস্য যোগ্যং যত্তস্য ; যদ্বা, স এবৈকো যোগ্যো যস্য ; সদা তস্যৈব করাব্জে ক্রীড়তঃ তদধরামৃত-পানাদিনা রমমাণস্য। এষাং যথেষ্টং হেতুহেতুমদ্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ॥

১৪১। তস্য ভগবতঃ প্রসাদস্য যঃ প্রভাবঃ শক্তিস্তেনৈব তন্মহত্ত্বমাখ্যামি কথয়ামি। তত্র চ যথাশক্তি যাবদাখ্যাতুং শক্যত ইত্যর্থঃ, পরমানির্বচনীয়স্য তস্য সম্যগ্ নির্বচনে স্বভাবতঃ শক্ত্যসম্ভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪০। অধুনা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মোহনাদিরূপ (পূর্ববর্ণিত) বেণুবাদন-কৌশলের অবশিষ্ট মহিমা বর্ণন করিতেছেন। তথা যুগলগীত প্রসঙ্গে (শ্রীভা) "শ্রীকৃষ্ণ যখন বাম বাহুমূলে বাম কপোল স্থাপন পূর্বক ভ্রূনর্তন করিতে করিতে কোমল অঙ্গুলিসকল সপ্তছিদ্রের উপর নর্তন করাইয়া অধরার্পিত মোহন বংশীবাদন করেন, তখন সেই বংশীরব শুনিয়া—" ইত্যাদিরূপে একাদশ শ্লোকে যাহা ব্রজসুন্দরীগণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বেণুবাদনবৈদগ্ধীবিশেষ বর্ণনের সহিত একত্রে সংক্ষেপে রাসক্রীড়ার অশেষ-মহত্ত্বমাধুরীও বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দশটি শ্লোকে তত্তৎলীলার নিদানভূত বেণুবাদন কৌশল-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। অহো! (বিস্ময়ে) ভগবানের প্রিয় বস্তু সেই দারুময় বেণুরই মাহাত্ম্য যখন আমার রসনা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তখন সেই ভগবানের মহিমা ও তাঁহার বেণুবাদনকৌশল কিরূপে বর্ণন করিবে? অর্থাৎ আমার রসনা সম্যক বর্ণন করিতে অক্ষম ; অপিচ স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। তাহার হেতু, সেই প্রভুর রূপ-গুণাদি সমস্তই বিলক্ষণ। অথবা তাঁহার অখিল পরিচ্ছদাদির মধ্যেও সর্ব বিলক্ষণ বেণু। অতএব অসাধারণ অশেষ-রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট সেই ভগবানেরই যোগ্য এবং সর্বদা তাঁহার করকমলে ক্রীড়নশীল, বিশেষতঃ অন্যের দুর্লভ অধরামৃত পানাদি-নিরত। এইরূপ যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান বা হেতুমৎ ভাব দ্রষ্টব্য।

১৪১। তথাপি আমি শ্রীভগবানের প্রসাদবলেই যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বংশীর মহত্ত্ব বর্ণন করিব। কারণ পরম অনির্বচনীয় বলিয়া স্বভাবতঃই সম্যক্ বচনের অবিষয়।

১৪২। **ন শ্রীমুখেনোপনিষন্মুখৈঃ কৃতং,**
যদ্বেদ-বাক্যৈরপরৈর্বচোঽমৃতৈঃ।
তত্তস্য বিম্বাধরযোগমাত্রতঃ,
সা দারবী মোহনবংশিকাঽকরোৎ॥

মূলানুবাদ

১৪২। যে কার্য আপন শ্রীমুখের সাক্ষাৎ বচনামৃত-দ্বারা এবং উপনিষদ্রূপ বেদবাক্য দ্বারা ও পুরাণাদিরূপ শাস্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হয় নাই, কি আশ্চর্য! সেই দারুময়ী মোহন বংশী বিম্বাধরযোগে তাহা সমাধান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪২। তদেবাহ—নেত্যাদ্যষ্টভিঃ। তস্য ভগবতঃ শ্রীমুখেন কর্তৃণা বেদরূপ-বাক্যৈঃ কৃত্বা। তথাঽপরৈর্বেদব্যতিরিক্তৈঃ পুরাণাদ্যুক্তৈঃ সাক্ষাদ্বচোঽমৃতৈশ্চ কৃত্বা যন্ন কৃতং তৎ সা তৎপ্রিয়তমত্বে প্রসিদ্ধা দারবী দারুময়ী মোহনী বংশিকাঽকরোৎ। কথম্? তস্য ভগবতো বিম্বাধরেণ যোগঃ সঙ্গমস্তন্মাত্রেণ। বংশিকেত্যল্পার্থে কপ্রত্যয়ঃ। দারবীতি চ ভাববিশেষাদীর্ষয়োক্তমিত্যুহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪২। তাহাই 'ন শ্রীমুখে' ইত্যাদি আটটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান শ্রীমুখে বেদরূপ বাক্যের দ্বারা বা পুরাণাদিরূপ বাক্যের দ্বারা তথা অপর বেদব্যতিরিক্ত সাক্ষাৎ বাক্যামৃতদ্বারা যাহা করিতে পারেন নাই, কি আশ্চর্য। সেই দারুময়ী মোহনী বংশীকা নিষ্পাদন করিয়াছে। কি প্রকারে? শ্রীভগবানের বিম্বাধর সংযোগে সম্পন্ন করিয়াছে। এস্থলে কোন ভাববিশেষের উদয়-হেতু অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'বংশীকা' শব্দ এবং ঈর্ষাবশতঃ 'দারবী' (দারুময়ী) শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন।

১৪৩। বিমানযানাঃ সুর-সিদ্ধ-সংঘাঃ, সমং বধূভিঃ প্রণয়াদমুহ্যন্।
মহেন্দ্র-রুদ্র-দ্রুহিণাদয়স্তু, মুগ্ধা গতা বিস্মৃততত্ত্বতাং তে॥

১৪৪। সমাধি-ভঙ্গোঽথ মহামুনীনাং, বিকার-জাতস্য চ জন্ম তেষু।
তৎকালচক্র-ভ্রমণানুবর্তিচন্দ্রাদিনিত্যাশুগতের্নিরোধঃ॥

মূলানুবাদ

১৪৩। সেই বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিমানযানে আরূঢ় সুর-সিদ্ধগণ নিজ নিজ বধূসহ প্রণয়াবেশে মূর্ছিত হইয়া থাকেন। অধিক কি, মহেন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন।

১৪৪। যখন সমাধি-নিরত মহামুনিগণের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তাঁহারাও প্রেমবিকারজাত স্বভাববিশেষের ভজনা করেন ; এমন কি, কালচক্রে ভ্রাম্যমাণ চন্দ্রাদি গ্রহগণের স্বাভাবিক নিত্যগতি নিরোধ হইয়া যায় (তখন যে বিষয়ানুরক্ত দেবগণের মোহ উপস্থিত হইবে, এ বিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে?)।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৩। তদেব প্রপঞ্চয়তি—বিমানেত্যাদিনা। তত্র প্রথমং তরা কৃতং দেবগণানাং প্রেম্‌ণা মোহমাহ—বিমানৈর্বায়ুবেগেনোহ্যমানৈর্দিব্যরথবিশেষৈর্যানং ব্যোমমার্গেণ গতির্যেষাং, তেঽপি প্রণয়াদ্‌ভগবতি জাতভাববিশেষান্মোহং প্রাপ্তাঃ। প্রণয়াদিত্যস্যাগ্রেঽপি সর্বত্রৈবানুষঙ্গো দ্রষ্টব্যঃ। স্তদ্বর্ণিতং ভগবতীভিঃ—'কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চা তৎ-ক্বণিত-বেণুবিচিত্রগীতম্। দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা, ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥' (শ্রীভা ১০।২১।১২) ইতি। গীতঞ্চ—'বামবাহুকৃতবামকপোলো, বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্। কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং, গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মৃতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ। কামমার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ, কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ॥' (শ্রীভা ১০।৩৫।২-৩) ইতি। তে তত্ত্বজ্ঞা অপি মহেন্দ্রাদয়ো মুগ্ধাঃ সন্তঃ, বিস্মৃতং তত্ত্বং নিজস্বরূপাদিকং (স্বভাবাদিকং) যৈস্তদ্ভাবং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। তচ্চ গীতং তাভিরেব (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫)—'সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ, শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ, কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তৎ বেণুবাদ্যং, সবনশঃ মন্দ্রমধ্যতারভেদেন প্রাতরাদি-কালভেদেন বা, উপধার্য নিজনিজসমীপ এবাকর্ণ্য। যদ্বা, প্রথমং সামান্যতো মনাক্ শ্রুত্বা পশ্চাদ্বেণুবাদ্য-স্থাননিকট এবাগত্য সম্যগাকর্ণ্যেতি বা ; শক্রাদয়ঃ সুরেশাঃ কবয়শ্চ মুনীশ্বরাঃ। যতো গীতধ্বনিরাগতস্তত্র। যদ্বা,

বৃন্দাবনোপর্য্যগত্য ভগবন্তং দৃষ্ট্বা, তস্মিন্ আনতা কন্ধরা চিত্তঞ্চ যেষাং তে। ন নিশ্চিতম্ অস্মাভির্যজ্জ্ঞায়তে ব্রহ্ম তদেব তত্ত্বম্। কিংবা, ইদং বেণুগীতমেব পরমানন্দঘনত্বান্ন নির্ণেতুং শক্তং তত্ত্বং যৈস্তে ইতি॥

১৪৪। অহো কিং বাচ্যঃ সেশ্বরাণাং দেবাদীনামেষাং বিষয়িণাং মোহঃ, ব্রহ্মনিষ্ঠানামপ্যাত্মারামাণাং মোহো যাতঃ। ইত্যাহ—সমাধীতি। তেষু মহামুনিষু বিকারজাতস্য স্বভাববিশেষেণ পুলকাশ্রুপাতাদের্জন্ম প্রাদুর্ভাবশ্চাভূৎ। অহো ভবতু নাম স্বতন্ত্রাণাং তেষাং তথাত্বং, সদা পরাধীনানামপি স্বভাবহানির্জাতেত্যাহ—তস্য সুপ্রসিদ্ধস্য কালচক্রভ্রমণস্য অনুবর্তিনাং তদ্বেশেন সদৈব ভ্রমতামিত্যর্থঃ। চন্দ্রাদীনাং নিত্যা আশুশ্চ শীঘ্রা যা গতিস্তস্য নিরোধো নিবারণমভূৎ ; তদপি তত্রৈব তাভির্গীতমিতি জ্ঞেয়ম্। 'শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' ইত্যত্র পুরোগশব্দেন চন্দ্রাদীনামপি গ্রহণাৎ। যদ্বা, 'শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ' (শ্রীভা ১০।৩৩।১৮) ইতি রাসক্রীড়ায়াং শ্রীশুকোক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৩। এক্ষণে বেণুর কার্যসমূহ প্রকাশ করিতেছেন, তন্মধ্যে প্রথমতঃ বেণুর বিচিত্র গীত শ্রবণে দেবগণের প্রেমবিমোহন বর্ণন করিতেছেন। বিমানে (বায়ুবেগে বহমান দিব্য রথবিশেষে) আরূঢ় হইয়া আকাশমার্গে যাঁহারা গমনাগমন করেন, সেই সকল দেবগণও ভগবানের প্রতি প্রণয়বিশেষজাতহেতু মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা সেই ভগবতীগণ বর্ণন করিয়াছেন, যথা, (শ্রীভা) "শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া এবং তাঁহার বেণুর বিচিত্র গীত শ্রবণ করিয়া বিমানচারিণী দেব-রমণীগণ স্ব-স্ব প্রিয়ের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও প্রেমরসবেগে অস্থির হয়েন, তৎকালে তাঁহাদের কবরী হইতে কুসুম ভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং নীবী শ্লথ হইয়া পড়ে।" গীত যথা, (শ্রীভা) "মুকুন্দ যখন বাম বাহুমূলে বাম কপোল সংলগ্ন করিয়া ভ্রূনর্তন চাতুরী বিস্তার পূর্বক বংশীরন্ধ্রে কোমল অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া অধরার্পিত সেই বংশীবাদন করেন, তখন সেই বংশী গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের নিকট অবস্থিত সিদ্ধাঙ্গনাদিগের প্রথমতঃ বিস্ময় জন্মে, তাহার পর স্মরশরে আক্রান্তবশতঃ লজ্জিত হইয়া মোহিত হন। কারণ, তাঁহাদের কটিবাস-বন্ধন নীবী খসিয়া গেলেও তাঁহারা নীবীবন্ধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অধিক কি, মহেন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মাদি প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণও বিস্মৃত তত্ত্ব হইয়া গিয়াছিলেন। সেই গীত যথা, (শ্রীভা) "শ্রীকৃষ্ণ যখন অধরে বেণু দিয়া স্বরালাপ করিতে থাকেন, তখন মহেন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ সেই বেণুবাদ্যের হ্রস্ব, মধ্য ও দীর্ঘ স্বর-ভেদ ক্রমে সেই গীত আলাপন

শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ গীতধ্বনি-রাগে তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে, কন্ধর আনত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের ভেদ নিরূপণ করিতে পারেন না। তাৎপর্য এই যে, মহেন্দ্রাদি দেবগণ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও সেই বেণুধ্বনির সবনশ অর্থাৎ হ্রস্ব, মধ্য ও দীর্ঘক্রমে (মন্ত্র মধ্যতারভেদে) স্বরভেদ এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নাদি কালভেদে স্বরালাপ (সর্বব্যাপি বলিয়া) সকলেই নিজ নিজ সমীপবর্তিরূপেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। অথবা প্রথমে সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ বেণুবাদ্য-স্থানের নিকট গমন করিয়া সম্যক্ শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেখান হইতে গীতধ্বনি উদ্গত হইতেছে, সেই বৃন্দাবনের উপরি আগমন করিয়া ভগবানকে দর্শন করিলেন এবং সকলেই স্ব স্ব চিত্ত ও গ্রীবা আনত করিয়াছিলেন। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি, সেই বস্তুই কি এই তত্ত্ব? কিংবা এই বেণুগীতই সেই ব্রহ্ম? আমরা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না ; অথচ এই বেণুগীতই পরমানন্দঘন বলিয়া অনুভূত হইতেছে। দেবগণ এইরূপে তর্ক করিয়াছিলেন।

১৪৪। বিষয়ানুরক্ত সুরেশ্বরগণের যে মোহ উপস্থিত হইবে, এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারামগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'সমাধি' ইত্যাদি। মহামুনিগণের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহাদের শরীরে বিকারবিশেষ জাত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহারা পুলকাশ্রুপূর্ণাঙ্গ হইয়াছিলেন। অহো! সেই স্বাধীন মহামুনিগণের সম্বন্ধেই বা কি বর্ণন করিব? সদা পরাধীন কালচক্র-ভ্রমণের অনুবর্তি অর্থাৎ কালচক্রবশে সদাই ভ্রাম্যমান চন্দ্রাদি গ্রহগণেরও নিত্যা ও আশুগতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল। 'শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' শ্লোকে 'পুরোগ' শব্দে চন্দ্র অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অথবা শ্রীশুকোক্তি যথা, (শ্রীভা) রাসক্রীড়া অবলোকন-প্রভাবে তারকাগণের সহিত চন্দ্রমা বিস্মিত হইলেন, বিস্মিত হইয়া নিজগতি ভুলিয়া গেলেন।

সারশিক্ষা

১৪৩। আলঙ্কারিকগণের মতে একমাত্র পারমার্থিক রসই উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় বিষয়ানন্দরূপে প্রতিভাত হয়। সেইজন্য আনন্দের অখণ্ডরূপত্ব বা একবিধত্ব রসই স্বীকৃত হইয়াছে—যথা, অলঙ্কার কৌস্তুভে—

রসস্যানন্দধর্মত্বাদৈকধ্যং ভাব এব হি।
উপাধি ভেদান্নানাত্বং রত্যাদয় উপাধয়ঃ॥

রস পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া একবিধই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ভাবই উপাধিভেদে

পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন শান্তাদি-ভেদে ভাব নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নানারূপ পাত্রস্থ সলীল পরিমাণগত ভেদসত্ত্বেও তাহাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব একরূপই হইয়া থাকে। সেইরূপে রসসম্বন্ধেও উপাধিগত ভেদ হইলেও আনন্দগত ভেদ হইবে না। এইরূপ সমস্ত রসই পারমার্থিক রসের কণিকামাত্র। উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই চিন্ময় আনন্দই বিষয়ানন্দরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং উপাধিশূন্য আনন্দই প্রেম নামে অভিহিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় নিগূঢ় বিচার পরিপাটি লক্ষিত হয়। যথা, "আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃসু, যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন স্মরতামুপেত্য। লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" যিনি আনন্দচিন্ময় অর্থাৎ উজ্জ্বলাখ্য প্রেম রসাত্মকরূপে প্রাণী সকলের মধ্যে স্বীয় অংশচ্ছুরিত পরমাণুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উদিত হয়েন ও পরে তিনিই স্মররূপে লীলা দ্বারা সকল বিশ্বকে জয় করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তাৎপর্য এই যে, শাস্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রুতিতেও তিনি চক্ষুরও চক্ষুরূপে উদ্গীত হইয়াছেন। সেইরূপ তিনি উপাধিযোগে স্মররূপে প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে উদিত হন, পরে লীলাময় পুরুষোত্তম-রূপে তিনিই সকল বিশ্বকে আকর্ষণ করেন। এইজন্য মদনমোহন স্মরভাবের পরম কারণ হইলেও জড়জগতের সম্বন্ধ-সংপৃক্ত বস্তুমাত্রই যেমন দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি মায়িকসম্বন্ধেও দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ তাহা দোষগন্ধশূন্য।

এইজন্য বেণুগীতে সকলেই আকর্ষিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু উপাধি-সংশ্লিষ্ট হইলেই উহা বিরস হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্বোপাধি-নির্মুক্ত গোপীভাবই প্রেমের আস্পদ এবং এই প্রেমই বংশীগীতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাই পুরুষ-যোষিৎ সর্বপ্রাণীই মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন ; পরন্তু সকলেই স্ব স্ব ভাব অনুসারে ঐ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

অতএব দেবগণ ও তাঁহাদের স্ত্রীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যপূর্ণ লীলা অবলোকন করিয়া শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রীতি দ্বারা বিমোহিত হইলেন। প্রীতির কারণ এই যে, তাঁহারা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি-বিষয়ে নিজেদের অযোগ্যত্বের বিষয় চিন্তা না করিয়া বিচার রহিত হইয়া সাক্ষাৎ সেবাদিময় প্রীতি-বৈশিষ্ট্য দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ সেই সেবাদি-বিষয়ক প্রীতি-উপভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় দেহাদির বিস্মরণে-সম্মোহিত হইলেন। এমন কি, চন্দ্রমাও তাঁহার পুরোবর্তি গ্রহগণের সহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয় কক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গতি স্থগিত হইল।

১৪৫। গোপাশ্চ কৃষ্ণেঽর্পিতদেহদৈহিকাত্মনো নিজাচারবিচারচঞ্চলাঃ।
লোক-দ্বয়ার্থেষ্বনপেক্ষিতাদৃতা, ভার্যামপি স্বস্য নমন্তি তৎপ্রিয়াম্॥

১৪৬। তদ্বালকাঃ সঙ্গরতা হি তস্য, ছায়া ইবামুং ক্ষণমপ্যদৃষ্ট্বা।
দূরে গতং কৌতুকতঃ কদাচিদার্ত্তা রমন্তে ত্বরয়া স্পৃশন্তঃ॥

মূলানুবাদ

১৪৫। সেই ব্রজবাসী গোপসকলের মহিমার কথা আমি আর কি বলিব? যাঁহারা নিজ নিজ দেহ ও দেহ-সম্বন্ধি পুত্র-কলত্রাদি এমন কি, আত্মা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা নিজ নিজ আচার-বিচারে উদাসীন হইয়াছিলেন এবং ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধিয় সাধ্য-সাধনেরও কোন অপেক্ষা ছিল না বলিয়া নিজ নিজ ভার্যাকেও শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবোধে প্রণাম করিতেন।

১৪৬। সেই গোপবালকগণ ছায়ার ন্যায় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, কোন সময়ে ভগবান্ কৌতূহলবশতঃ যদি বনশোভা-দর্শন ব্যপদেশে দূরে গমন করিতেন, অমনি তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িতেন ; পরে নয়নগোচর হইবামাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া-সুখ অনুভব করিতেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৫। অহো তদ্বান্ধবা অপি তয়া মোহিতা ইত্যাহ—গোপাশ্চেতি। কৃষ্ণেঽর্পিতং দেহং দৈহিকঞ্চ দেহসম্বন্ধিপুত্র কলত্রাদিকং সর্বম্ আত্মা চ যৈস্তে। তথা চ হরিবংশে শ্রীনন্দং প্রতি গোপানামেব বচনম্—'অদ্য প্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্য চানঘ। আপৎসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়তলোচনঃ॥' ইতি। অত্র চ গোষ্ঠস্য প্রভুরিত্যনেন গোপীনামপি প্রভুরিতি সূচিতম্। স্পষ্টঞ্চ লজ্জয়া নোক্তমিত্যূহ্যম্। অতঃ নিজে আচারে ব্যবহারে বিচারে চ চঞ্চলাঃ অস্থিরচিত্তা উদাসীনা ইত্যর্থঃ। লোকদ্বয়স্য অর্থেষু সাধ্যেষু তৎসাধনেষু চ অনপেক্ষিতয়া নৈরপেক্ষ্যেণাদৃতাঃ সমাশ্রিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বস্য ভার্যামপি নমন্তি বন্দন্তে সৎকুর্বন্তীতি বা। কুতঃ? তস্য ভগবতঃ প্রিয়াম্। ভার্যাশব্দেন কেবলং তাসাং ভরণমেব পতিপ্রয়োজনং, নান্যৎ কিঞ্চিদিতি সূচিতম্॥

১৪৬। তৎসহচরাণামপি মোহনমাহ—তদিতি, তেষাং গোপানাং বালকাঃ তস্য ভগবতশ্ছায়া ইব সঙ্গে রতাঃ, প্রীত্যা সদা বর্তমানাৎ। অতএব অমূং ভগবন্তং

ক্ষণমপি অদৃষ্ট্বা আত সন্তঃ, ত্বরয়া অহংপূর্বিকয়া বেগেনামুমেব স্পৃশন্তো রমন্তে ক্রীড়ন্তি সুখিনো ভবন্তীতি বা। অদর্শনে হেতুঃ—কদাচিৎ বৃন্দাবনশোভাদর্শনাদি-কৌতূহলেন দূরং গতং সন্তম্। তদুক্তং শ্রীব্যাসনন্দনেনাপি (শ্রীভা ১০।১২।৬)—'যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্। অহংপূর্বমহংপূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য

১৪৫। অহো! শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবগণও সেই প্রকার মোহিত হইয়াছিলেন। সেই সকল গোপ স্ব স্ব দেহ ও দেহ-সম্বন্ধি পুত্র-কলত্রাদি, এমন কি, আত্মা পর্যন্তও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীহরিবংশে শ্রীনন্দের প্রতি গোপগণের বাক্য—"হে অনঘ! অদ্য হইতে এই গোপসকল, গাভীসকল এবং গোষ্ঠের সমুদয় আস্পদ এই আয়ত লোচন প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত।" এস্থলে "গোষ্ঠের প্রভু" ইহা দ্বারাই "গোপীদিগেরও প্রভু" ইহাই সূচিত হইল। লজ্জাবশতঃ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। এইজন্যই গোপসকল নিজ নিজ আচারে, ব্যবহারে বা বিচার বিষয়ে সর্বদা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলে লোকদ্বয় বলিতে ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকেরই সাধ্যসাধন বিষয়ে নৈরপেক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্য সেই গোপসকল নিজ নিজ ভার্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমাবোধে প্রণাম করিতেন। ভার্যা বলিতে কেবল ভরণবিষয়ে পতি প্রয়োজন, অন্য কোন বিষয়ে নহে।

১৪৬। শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণও সেইপ্রকার মোহিত হইয়াছিলেন। সেই গোপবালকগণ ছায়ার ন্যায় সর্বদা শ্রীভগবানের সঙ্গেই রত থাকিতেন। অর্থাৎ প্রীতিবশতঃ সর্বদা নিকটেই থাকিতেন। অতএব ক্ষণকাল শ্রীভগবানকে না দেখিলে, তাঁহারা কাতর হইতেন ; পরে নয়নগোচর হওয়ামাত্র ত্বরায় অর্থাৎ অহংপূর্বিকা ক্রমে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতেন। অদর্শনের হেতু এই যে, কদাচিৎ ভগবান কৌতূহলবশতঃ শ্রীবৃন্দাবনের শোভাদি দর্শন করিবার জন্য কিছু দূরে গমন করিতেন। শ্রীব্যাসনন্দনও বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ বনশোভা দর্শন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে, অমনি সকলে 'আমি অগ্রে যাইব' 'আমি যাইব' এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতেন।

১৪৭। **রাধাদ্যাস্তাঃ পরমভগবত্যস্তু পত্যাত্মজাদীন্,**
লোকান্ ধর্মান্ হ্রিয়মপি পরিত্যজ্য ভাবং তমাপ্তাঃ।
যেনাজস্রং মধুরকটুকৈর্ব্যাকুলাস্তদ্বিকারৈ,
র্মুগ্ধাঃ কিঞ্চিত্তরু-গতিমিতা নানুসন্ধাতুমীশাঃ॥

মূলানুবাদ

১৪৭। তাঁহার মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম ভগবতী শ্রীরাধিকা আদি ব্রজাঙ্গনাসকল নিজ নিজ পতি ও আত্মীয়দিগের মোহ ও লোকধর্ম এমন কি, নারীর ভূষণ লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাকে এরূপ সমর্থাভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, সেই ভাব-প্রভাবে তাঁহারা মধুর অথচ কটুরূপ হর্ষ-শোকপ্রদ ব্যাকুলতাদি সাত্ত্বিকবিকারসমূহ দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তরুগতি প্রাপ্ত অর্থাৎ স্থাণুসদৃশ হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের অন্য বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র অনুসন্ধান ছিল না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৭। তৎপ্রিয়তমানামপি তয়া মোহনমাহ—রাধাদ্যা ইতি। পরমভগবত্য ইতি মহালক্ষ্ম্যা অপি শ্রীরুক্মিণ্যাদিভ্যোঽপি চ শ্রৈষ্ঠ্যাভিপ্রায়েণ। যেন ভাবেন তরুগতিং স্থাবরত্বাদিকমিতাঃ প্রাপ্তাঃ সত্যঃ কিঞ্চিদনুসন্ধাতুমপি ন ঈশাঃ ন সমর্থাঃ। তদ্‌গীতং ভগবতীভিরেব (শ্রীভা ১০।৩৫।১৬-১৭)—'নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-নীরজা-ঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ। ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং, বলধুর্যগতিরীরিতবেণুঃ॥ ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-বীক্ষণার্পিত মনোভববেগাঃ। কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ, কশ্মলেন কবরং বসনং বা॥' ইতি। এবমগ্রেঽপি তত্তৎপ্রমাণবচনান্যনুসন্ধেয়ানি। অনীশত্বে হেতুঃ—তস্মাদ্‌ভাবাদ্ যে বিকারা মনঃক্ষোভাদয়স্তৈরজস্রং ব্যাকুলাঃ অতো মুগ্ধাঃ প্রাপ্তমোহাঃ। কীদৃশৈঃ? মধুরা অমৃতসদৃশাশ্চ তে কটুকাশ্চ, কালকূট-সদৃশাশ্চ, পরমহর্ষশোকপ্রদত্বাত্তৈঃ। যদ্যপি গোপগোপীপ্রভৃতীনাং তত্রত্যানাং তেষাং স্বভাবত এব ভগবতি প্রেমভরো নিতং দেদীপ্যতে, তেনৈব কিল সদা মোহো ঘটেত, তথাপি শ্রীভগবদসাধারণপরমমধুর মাহাত্ম্যভররূপেণ বংশীবাদ্যেনৈব তস্যাত্যন্তবিস্তারণেন তস্যা এব পরমমোহহেতুত্বাদত্র তন্মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বর্ণত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৭। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমাগণও সেই প্রকার মোহিত হইয়াছিলেন। পরম ভগবতী অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণী আদি হইতেও শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাদি ভগবৎ প্রেয়সীবর্গকেও সেই বংশী কিরূপ মোহিত করিয়াছিল, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর। যে ভাব-প্রভাবে তাঁহারা পতি-পুত্রাদি লোকসকল, ধর্মসকল, এমন কি, লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই ভাবপ্রভাবেই তাঁহারা তরুগতি অর্থাৎ স্থাবররূপতা প্রাপ্ত হইয়া কিছুই অনুসন্ধান করিতে সমর্থা হয়েন নাই, সেই ভগবতীগণের গীতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। গীত যথা, "শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশাদি বিচিত্ররূপে চিহ্নিত স্বকীয় পদ-পঙ্কজের দ্বারা ব্রজভূমির গো-ক্ষুর প্রহারজনিত ব্যথা প্রশমিত করিতে করিতে মত্ত গজরাজ-গমনে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার বেণুবাদন কৌশল, বিলাসভঙ্গি সহকৃত বঙ্কিম কটাক্ষ আমাদিগের কামবেগ উৎপাদন করে বলিয়া আমরা তরুগতি প্রাপ্ত হইয়া মোহহেতু বসন ও করবী বন্ধন করিতেও ভুলিয়া যাই।" এই প্রকার বেণুবাদন প্রভাবে ব্রজসুন্দরীগণের বিমোহনাদির প্রমাণ অগ্রে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। মোহনতত্ত্বের কারণ এই যে, বেণুগীত শ্রবণে যে ভাবদশা উপস্থিত হয়, সেই ভাব-প্রভাবে তাঁহাদের মনঃক্ষোভাদি অজস্র ব্যাকুলতাপূর্ণ বিকার-নিচয়ই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। সেই বিকার কি প্রকার? মধু হইতেও মধুর, অমৃত সদৃশ হইয়াও কটুতায় কালকূট সদৃশ তীব্র। অতএব যুগপৎ হর্ষ-শোকপ্রদ। যদ্যপি সেই ব্রজভূমির গোপ-গোপী সকলেরই স্বভাবতঃ শ্রীভগবানে পরমপ্রেমভর নিত্যই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম নিয়ত হর্ষ-শোকপ্রদ বিবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ এবং তদ্দ্বারাই সর্বদা নিশ্চয়ই মোহ সংঘটিত হইতে পারে ; তথাপি শ্রীভগবানের অসাধারণ পরমমধুর মাহাত্ম্যভররূপী বংশীবাদ্য দ্বারাই সেই ভাবের বিস্তার হইয়াছিল। এইজন্যই বংশীর পরমমোহহেতুত্ব প্রকাশ করিয়া বংশীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন।

১৪৮। আশ্চর্যং বৈ শৃণু পশুগণা বুদ্ধিহীনত্বমাপ্তা,
গাবো বৎসা বৃষবনমৃগাঃ পক্ষিণো বৃক্ষবাসাঃ।
দূরে ক্রীড়ারতজলখগাঃ স্থাবরা জ্ঞানশূন্যা,
নদ্যো মেঘা অপি নিজনিজং তত্যজুস্তং স্বভাবম্॥

মূলানুবাদ

১৪৮। আরও ঐ মুরলীনাদের আশ্চর্য প্রভাবের কথা শ্রবণ কর। সেই মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিহীন গো, বৎস ও মহিষাদি পশুগণ, বনচারী মৃগগণ, জ্ঞানশূন্য স্থাবর তরু-লতা-গুল্মাদি এবং নদীর জল ও পর্বতসকল এমন কি গগনচারী মেঘ সকলও নিজ নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৮। অহো পরমরসজ্ঞানামেষাং তাদৃক্ত্বং যজ্যত এব। পশ্বাদিষু চ তদতীবাদ্ভুতমিত্যাহ—আশ্চর্যমিতি! পশুগণানেবাহ—গাবো বৎসা বৃষা বনমৃগাশ্চ হরিণাদয় ইতি, তৎসঙ্গিমহিষ্যজাদয়োঽপ্যুহ্যাঃ ; পশুত্বাদ্‌বুদ্ধিহীনত্বং প্রাপ্তাঃ ; অথবা, বেণুবাদ্যেন ভাববিশেষাবির্ভাবাদ্‌বুদ্ধিহীনতামাপ্তাঃ সন্ত ইতি। এবং জ্ঞানশূন্য ইতি চ। এষাঞ্চোত্তরোত্তরং লৌকিকদৃষ্ট্যা বুদ্ধ্যাদি-হীনত্বেন ন্যূনতোহ্যা অপি শব্দবলাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ—গবাদয়ো গ্রাম্যপশবো ভগবৎসঙ্গ এব সদা তিষ্ঠন্তি ; বনে বর্তমানা অপি মৃগাঃ ; অহো! মৃগাণাং তদ্‌গবাদিসঙ্গেঽপি স্থিতিঃ স্যাৎ। বৃক্ষে বাসো যেষাং তে পক্ষিণোঽপি ; অহো কদাচিদ্‌বৃক্ষমূলাশ্রয়ণাদিনা তেষামপি ভগবৎসন্নিকৃষ্টতা স্যাৎ। দূরে বর্তমানাস্তত্রাপি ক্রীড়ারতাঃ জলপক্ষিণশ্চ ; অহো এষাং জ্ঞানবিশেষো ভগবন্নিকটগমন শক্তিরপ্যস্তি। স্থাবরাস্তরুগুল্মলতাদয়শ্চ ; অহো অচেতনজল-বাহিন্যো নদ্যোঽপি। অহো ব্রজভূবর্তিনামেষাং তথাত্বং সম্ভবতু নাম, গগনবর্তিনো ধূলিধূমোদ্ভবা মেঘা অপি তং নিত্যং ত্যক্তুমশক্যা ইত্যর্থঃ। নিজং নিজং স্বভাবং প্রকৃতিং তত্যজুরিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৮। অহো! পরম রসজ্ঞ সকলের তাদৃশ দশা হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু পশু আদির মোহনত্ব অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তাহাতেই বলিতেছেন, 'আশ্চর্যং' ইত্যাদি।

গাভী, বৎস ও বৃষসকল এবং বনের মৃগ ও মহিষাদি পশুসকল, ইহারা পশু বলিয়া বুদ্ধিহীন অথবা বেণু ধ্বনিতে ভাববিশেষের আবির্ভাবহেতু বুদ্ধিহীন। এইরূপ জ্ঞানহীন পশু হইতে আরম্ভ করিয়া গগনচারি মেঘ পর্যন্ত বেণুধ্বনি-প্রভাবে জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন বলিয়া ন্যূন হইলেও বেণুধ্বনি-প্রভাবে ভাবযুক্ত হইয়াই নিজ স্বভাব ত্যাগ করিয়াছিল। অতএব ন্যূনতার ভাব-প্রাপ্তি-হেতু বেণুধ্বনিরই মহিমাধিক্য সূচিত হইতেছে। কি আশ্চর্য! গৃহপালিত গাভী, বৎস ও বৃষাদি পশুসকল স্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। যদি বল, ইহারা ভগবৎসঙ্গে অবস্থান করে, সুতরাং ইহাদিগের তাদৃশ দশা প্রাপ্তি হওয়াই সম্ভব। এরূপ আশঙ্কা করিও না। বনচারি মৃগগণও সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অহো! বনচারি মৃগগণ গবাদির সঙ্গবশতঃই তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ আশঙ্কাও করিও না। কারণ বৃক্ষবাসি পক্ষীগণও সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অহো! কদাচিৎ বৃক্ষমূলাশ্রয়ি ভগবৎ সঙ্গ-প্রভাবে পক্ষিগণও তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ, দূরে বর্তমান ক্রীড়ারত জলচর পক্ষীগণও তাদৃশ ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অহো! এই সকল পক্ষীর জ্ঞানবিশেষ আছে এবং ভগবানের কাছে যাইবারও সামর্থ্য আছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে তাদৃশ ভাব প্রাপ্তির কোন বিচিত্রতা নাই। এরূপও আশঙ্কা করিও না। কারণ, স্থাবর তরু-লতা-গুল্মাদির, অধিক কি অচেতন জলবাহিনী নদীসকলও ভাবযুক্ত হইয়াছিল। অহো! ব্রজভূমির অন্তর্বর্তি বলিয়া ইহাদিগেরও তাদৃশ ভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। এরূপ আশঙ্কাও করিও না। গগনবর্তি ধূলি ধূমসমাচ্ছন্ন মেঘসকলও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল।

১৪৯। চরাঃ স্থিরত্বং চরতাং স্থিরা গতাঃ, সচেতনা মোহমচেতনা মতিম্।
নিমজ্জিতাঃ প্রেমরসে মহত্যহো, বিকার-জাতাক্রমিতাঃ সদাঽভবন্॥

মূলানুবাদ

১৪৯। চর (জঙ্গম প্রাণীসকল) স্থাবরের ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অচর জঙ্গমের ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ সচেতন মোহবশতঃ অচেতন হইয়াছিল এবং অচেতন সচেতন হইয়াছিল। কি আশ্চর্য! বংশীপ্রভাবে ইহারাও প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া স্বেদ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৯। তদেব স্পষ্টয়তি—চরা ইতি, চরাঃ জঙ্গমাঃ প্রাণিনঃ স্থিরত্বম্ অচর-প্রাণিভাবং প্রাপ্তা, মোহেন চলনশক্ত্যাদ্যপগমাৎ। স্থিরাশ্চ বৃক্ষাদয়শ্চরতাং গতাঃ, পত্রোদ্গমকম্পাদি প্রাদুর্ভাবাৎ। কিঞ্চ, সচেতনা মোহম্ অচেতনত্বং গতাঃ, নিখিল-জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যপগমাৎ। অচেতনাশ্চ স্থাণুশিলাকাষ্ঠাদয়ো মতিং সচেতনত্বং, ক্রমেণ পত্রাদিসম্পত্তিং, মুহুরুৎপ্লবন-রসতাদিপ্রাপ্তেঃ। কুতঃ? অহো আশ্চর্যে, মহতি প্রেম-রসে নিমজ্জিতাঃ, বংশিকয়ৈব অতো বিকারজাতৈঃ স্বেদ-কম্প-পুলকাদিভিরা-ক্রমিতা সদা বভূবুঃ। তদ্‌বর্ণিতং শ্রীভগবতীভিশ্চ (শ্রীভা ১০।২১।১৯)—'গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ। অস্পন্দনং গতি-মতাং পুলকস্তরূণাং, নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৯। তাহাই সুস্পষ্ট করিতেছেন, 'চরাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। চর—জঙ্গম প্রাণিগণ। অচর—প্রাণীভাবত্ব প্রাপ্ত অথচ মোহবশতঃ চলন-শক্তিরহিত—স্থিরত্ব প্রাপ্ত। এইরূপ স্থির বৃক্ষাদিও চরত্ব (জঙ্গমধর্ম) প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ বংশীধ্বনি শ্রবণে বৃক্ষসকলের পত্রোদ্গম ও কম্প হইয়াছিল। সচেতন প্রাণীসকল মোহবশতঃ অচেতন ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ নিখিল জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির অপগম হইয়াছিল বলিয়া কোনই কার্য করিতে পারে নাই। অচেতন সকল স্থাণু-শিলা-কাষ্ঠাদির মতি (সচেতনত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ পুনঃপুনঃ রস-অবলেহন হেতু শুষ্ক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিতে পত্রের উদ্গম ও পুষ্প বিকশিত হইয়াছিল। শীলা রসপূর্ণ হইয়া

প্রবাহরূপে পরিণত হইয়াছিল। কি প্রকারে? অহো! (আশ্চর্যে) ইহারাও বংশী-প্রভাবে স্বেদকম্প-পুলকাদি বিকার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভগবতীগণই বর্ণন করিয়াছেন। যথা, (শ্রীভা) "হে সখি! কি আশ্চর্যের বিষয়! শ্রীকৃষ্ণ দোহনকালীন গাভী-পাদ-বন্ধন রজ্জু হস্তে গোপালগণের সহিত গাভীদিগকে লইয়া এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিতেছেন। ইঁহার কলপদযুক্ত মধুর অস্ফুট মোহনমন্ত্রবৎ বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া জঙ্গমদিগের নিশ্চলতা এবং বৃক্ষসকলের পুলক উদ্গম হইতেছে। কে এমন তনুধারী আছে যে, তাঁহার অধীন না হয়।"

সারশিক্ষা

১৪৯। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, সেইরূপ বংশীধ্বনিও শব্দব্রহ্মেরই ঘনীভূত মূর্তি বা আশ্রয়।

এই বংশীধ্বনিই বেদমাতা গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মার অষ্টকর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনের উৎকর্ষ অভিব্যক্তি হইয়াছে বা উৎকর্ষের হেতু এই বংশীধ্বনি। কারণ, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যময় প্রেমে মুরলীধ্বনি শ্রুত হয় না, ব্রহ্মানন্দের ত' কথাই নাই। অতএব মুরলীধ্বনি মাধুর্যময় প্রেমোদয়ের অদ্বিতীয় সহায়।

১৫০। রাসো হি তস্য ভগবত্ত্ববিশেষগোপ্যঃ,
সর্বস্ব-সারপারিপাকময়ো ব্যনক্তি।
উৎকৃষ্টতামধুরিমাপরসীমনিষ্ঠাং,
লক্ষ্ম্যা মনোরথ-শতৈরপি যো দুরাপঃ॥

মূলানুবাদ

১৫০। শ্রীভগবানের ভগবত্ত্ব বিশেষেরও গোপ্য এবং সর্বস্বসার পরিপাকময় যে রাসলীলা, যাহা ভগবানের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্যের অন্তসীমামর্যাদা প্রকটিত করিতেছেন এবং যাহা শত শত মনোরথেও শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫০। এবং শ্রীবেণুবাদ্যমাহাত্ম্যমুক্ত্বা শ্রীরাসক্রীড়ামাহাত্ম্যমাহ—রাসোহীতি। তস্য ভগবত উৎকৃষ্টতায়া মাহাত্ম্যস্য যো মধুরিমা তস্য অপরা অন্ত্যা সীমা তস্যা নিষ্ঠাং মর্যাদাং ব্যনক্তি প্রকাশয়িত। কুতঃ? তস্যৈব ভগবত্ত্ববিশেষঃ অনির্বচনীয় পারমৈশ্বর্যাতিশয়ঃ, তস্য যো গোপ্যঃ সর্বস্বসারস্তস্য পরিপাকো নিষ্ঠা তন্ময়ঃ। অতএব যো রাসঃ লক্ষ্ম্যা অপি মনোরথশতৈরপি দুরাপঃ। যথা গীতমুদ্ধবেন (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০)—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধ-রুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদ্‌গাদ্‌ব্রজ-সুন্দরীণাম্॥' ইতি। অত্রাপি রাসোৎসবে ভগবদ্‌ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠত্বেন লক্ষ্ম্যা অপি সকাশাচ্ছ্রীগোপিকানাং ভগবৎপ্রসাদবিশেষ-ভাজনত্বেন পরমমাহাত্ম্যগানা-(গণা) দ্রাসস্যাপি পরমমাহাত্ম্যং লক্ষ্মীদুর্লভত্বঞ্চ সিদ্ধমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫০। এইরূপে শ্রীবেণুবাদ্য মহিমা বর্ণন করিয়া শ্রীরাসক্রীড়া-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। এই রাসক্রীড়া শ্রীভগবানের উৎকৃষ্টতর মাহাত্ম্য বিশেষের যে মাধুর্যসার তাহারও চরমসীমা প্রকটিত করিতেছে। কেন? ভগবত্ত্ব বিশেষের অর্থাৎ অনির্বচনীয় পারমৈশ্বর্যাতিশয়ের গোপ্য-সর্বস্বসারের পরিপাকময় রাস। অতএব মাহাত্ম্য-মাধুরীর চরমসীমা-মর্যাদা প্রকটিত করিতেছে। এইজন্য শত শত মনোরথেও সেই রাস শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাহাই শ্রীউদ্ধব গান

করিয়াছেন—"রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড-কর্তৃক গৃহীতকণ্ঠ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, অন্যান্য নলিনগন্ধা কামিনীগণের কথা দূরে থাকুক, যিনি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে সর্বদা বাস করিতেছেন, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও লালায়িত, সেই লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থিতা এবং একান্ত বল্লভা হইয়াও সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। অতএব রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ড-কর্তৃক গৃহীতকণ্ঠ বলিয়া শ্রীলক্ষ্মী হইতেও শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভগবৎ প্রসাদবিশেষভাজনত্ব-হেতু শ্রীউদ্ধব-কর্তৃক গোপিকাদিগের পরম মাহাত্ম্য কীর্তন এবং রাসেরও পরম মাহাত্ম্য ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর দুর্লভত্ব সিদ্ধ হইল।

১৫১। অহো! বৈদগ্ধী সা মধুর-মধুরা শ্রীভগবতঃ,
সমাকর্ষত্যুচ্চৈর্জগতি কৃতিনঃ কস্য ন মনঃ।
কুল-স্ত্রীণাং তাসাং বনভুবি তথাকর্ষণমথো,
তথা বাক্‌চাতুর্যং সপদি রুদিতং তাভিরপি যৎ॥

মূলানুবাদ

১৫১। অহো! শ্রীভগবানের সেই চাতুরী মধুর হইতেও মধুর এবং সেই বিদগ্ধতা জগতের মধ্যে কোন্ কৃতির মন আকর্ষণ না করে? যে মুরলীধ্বনি প্রভাবে তিনি কুলবতীগণকে বনস্থলীতে আকর্ষণ করিয়া তথায় বাক্-চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই বাক্-চাতুর্যে ব্যথিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ রোদন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫১। তমেব প্রপঞ্চয়তি—অহো ইতি ষড়্ভিঃ। জগতি মধ্যে কস্য কৃতিনোঽভিজ্ঞস্য মনঃ উচ্চৈরধিকং ন সমাকর্ষতি? অপি তু সর্বস্যাপি সমাকর্ষত্যেব। তামেবাহ—কুলেতি। তথা তেন প্রকারেণ বনভুবি তাসামাকর্ষণম্। অথো ইতি আনন্তর্যে বাক্যার্থভেদে বা। অথ চেত্যুক্তৌ। সদপি তৎক্ষণ এব, তথা চ তাদৃক্ বাক্‌চাতুর্যম্। যদ্‌যস্মাদ্ বাক্‌চাতুর্যাৎ তাভিঃ পরমৈশ্বর্যবতীভিরপি রুদিতং, তত্ত্বদ্বিশেষশ্চ শ্রীবাদরায়ণিনোক্তায়াং রাসপঞ্চাধ্যায়াং প্রসিদ্ধ এবাত্র কিং বর্ণনীয়ঃ?

টীকার তাৎপর্য্য

১৫১। ছয়টি শ্লোকে সেই রাসক্রীড়া-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। অহো! শ্রীভগবানের মধুর হইতেও সুমধুর সেই রাসক্রীড়া-বিদগ্ধতা, জগতের মধ্যে কোন্ কৃতির মন না আকর্ষণ করে? অপিচ সকলের মনই সমাকর্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন, 'কুলস্ত্রীণাং' ইত্যাদি। কুলবতী স্ত্রীগণকেও তিনি রাসস্থলীতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। (অথ শব্দ আনন্তর্য বা বাক্যার্থভেদে) আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত বাক্‌চাতুর্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং সেই বাক্‌চাতুর্যে ব্যথিত হইয়া সেই পরমৈশ্বর্যবতী কুলস্ত্রীগণ রোদনও করিয়াছিলেন। তৎভাবাক্রান্ত শ্রীবাদরায়ণি রাসপঞ্চাধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে আর কি বর্ণন করিব?

১৫২। শ্লাঘেঽবহিত্থাকৃতিতাং হরেস্তাং, তৎকাকু-জাতাদ্‌যদি সা স্থিতা স্যাৎ।
ব্যক্তাত্মভাবঃ ক্ষণতঃ স রেমে, তা মোহয়ন্ কাম-কলাবলীভিঃ॥

মূলানুবাদ

১৫২। আমি শ্রীহরির সেই অবহিত্থাকে (ভাব গোপনকে) প্রশংসা করিতাম, যদি তিনি গোপীগণের কাকুবাক্যে ধৈর্যধারণ পূর্বক সেই অবহিত্থাকে স্থির রাখিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং কামকলাবলীর দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫২। হরেস্তামবহিত্থায়ামাকারগুপ্ত্যাং কৃতিতাং পাণ্ডিত্যং তদা শ্লাঘে প্রশংসামি। যদি সা কৃতিতা তাসাং তস্মাদ্বা, অর্থাৎ গোপীনামেব কাকুজাতাৎ স্থিতা স্যাৎ অস্থাস্যৎ ; নাতিষ্ঠদেবেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ক্ষণতঃ তৎক্ষণ এব ব্যক্তঃ আত্মনো ভগবতস্তদীয়মনসো বা ভাবোঽভিপ্রায়ো মনোরথবিশেষো বা যস্য সঃ। কামকলা কামবিদ্যা সৌরতবৈদগ্ধীতি যাবৎ, তস্যা আবলীভিঃ শ্রেণীভিঃ। তথা চ তত্রৈব (শ্রীভা ১০।২৯।৪৬)—'বাহুপ্রসারপ্রিরিরন্ত-করালকোরু-নীবীস্তনালভননর্মনখাগ্র-পাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥' ইতি। অত্র চ ভগবদ্ভজনস্বভাবাদ্‌বিলীনমপি কামমুত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্নিতি, লোকে তস্যৈব প্রেমবিস্তারণৈকলক্ষণহেতুত্বাৎ। এবং লৌকিকত্বেঽপি পারমৈশ্বর্যমেব প্রকটিতমিতি সিদ্ধম্। অতএবোক্তং তেনৈব শেষে (শ্রীভা ১০।৯০।৪৮)—'সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—'কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তম্। ভোগদ্বারা মোক্ষ-প্রদমিত্যর্থঃ।' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫২। আমি শ্রীহরির সেই প্রকার অবহিত্থার (আকার গোপনের) প্রশংসা করিতাম, যদি গোপীগণের কাকুবাক্যেও সেই অবহিত্থা স্থির থাকিত। কারণ, তৎক্ষণাৎ সেই মনোরথ বিশেষ প্রকাশ করিয়া কামকলাবলী (সৌরতবৈদগ্ধী) দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যথা, (শ্রীভা)

"শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত সেই মনোহর কর্পূরবৎ বালুকারাশিযুক্ত যমুনার পুলিনে প্রবেশ করিলেন। তথায় যমুনার তরল তরঙ্গস্নাত কুমুদগন্ধামোদী শীতল সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। তিনি ভুজ প্রসারণ দ্বারা গোপীগণকে গাঢ়ালিঙ্গন পূর্বক তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অলকদামে, ঊরুতে, কটীতে হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলেন আর কাম শাস্ত্রানুসারে ক্রীড়ার্থ তাঁহাদের অঙ্গে নখাঘাত করিয়া এবং সৌরতপরিহাসময় বাক্য, অবলোকন ও মনোহর হাস্য দ্বারা স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ নিদ্রিত কামকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক গোপীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন।" এস্থলে ভগবদ্ভজন-স্বভাবের প্রভাবে বিলীন কামকে উদ্দীপিত করিয়াই তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভগবান লোকমধ্যে সেই প্রেমবিশেষ বিস্তারার্থ এই প্রকার লোকবৎ লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। অতএব এই রাসক্রীড়াতে লৌকিকত্ব সত্ত্বেও পারমৈশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছিল এবং তাহা সিদ্ধও হইতেছে। যেহেতু, শেষে বর্ণন করিয়াছেন, "যিনি সুন্দরহাস্যশোভিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবনিতাগণের কাম বর্ধিত করিয়াছিলেন, সেই কামদেবের জয় হউক।" শ্রীধর স্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা কামদেব অর্থাৎ (কামই দেব) যিনি নিজ প্রেম বিস্তার দ্বারা কামজয় পূর্বক মোক্ষ প্রদান করেন, তিনি কামদেব অথবা যিনি কাম হইয়াও সংসার জয় করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ভোগ দ্বারা যিনি মোক্ষ প্রদান করেন, তিনি কামদেব।

সারশিক্ষা

১৫২। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে ব্রজসুন্দরীগণের অনঙ্গবর্ধন হয়, কিন্তু এই অনঙ্গ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছামূলক নহে, প্রত্যুত, কৃষ্ণেন্দ্রির প্রীতি বাঞ্ছামূলক ; সুতরাং আনন্দচিন্ময় রসস্বরূপ প্রেমবর্ধক। যদিও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হৃদয়ে এই অনঙ্গ অনাদিকাল হইতে নিত্য বিদ্যমান আছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাহাই পরিবর্ধিত অর্থাৎ উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়া পরম প্রেমরসময় রাসক্রীড়ার উপকরণরূপে পরিণত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভে 'অনঙ্গ' শব্দের এক অভিনব ধারণা প্রদান করিয়াছেন। "অনঙ্গ—ন অঙ্গ, অপিতু অঙ্গী ; অঙ্গীতু প্রেমা, অঙ্গঃ কামকলা ; অতঃ ন অঙ্গবর্ধনং...অঙ্গীবর্ধনং প্রেমবর্ধনমিতি যাবৎ।" যাহা অঙ্গ নহে, কিন্তু অঙ্গী বা প্রেমা। আর প্রেমের অনুভাবগুলিই অঙ্গ। তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী-পুরুষাদির মিলনে যে চুম্বন আলিঙ্গনাদি বাহ্য ব্যবহার সংঘটিত হয়, তাহার নাম

কামকলা এবং ইহাই স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার অঙ্গ, আর অন্তরস্থ ভালবাসা বা প্রীতিই এই সমস্ত অঙ্গের অঙ্গী। এইরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভালবাসারই অঙ্গ ও অঙ্গীর ভেদ আছে। যেমন, দাস্য ভাবে দাসের প্রভুর উপর যে সম্ভ্রমযুক্ত ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং আজ্ঞা পালনাদি বাহ্য ব্যবহার তাহার অঙ্গ। পরন্তু জাগতিক ভালবাসায় অঙ্গই প্রবল এবং অঙ্গী দুর্বল। এজন্য জাগতিক ভালবাসায় বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যেই ভালবাসার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এমন কি, বাহ্য ব্যবহারের ত্রুটি হইতে জাগতিক ভালবাসার অস্তিত্বও বিলীন হয়। আর অপ্রাকৃত ভালবাসায় বাহ্য ব্যবহারের কোনই অপেক্ষা নাই। কারণ বাহ্য ব্যবহার ভালবাসার মূল নহে। তাহাতে প্রথমে প্রীতি সঞ্চার হয় এবং তাহার পর প্রীতিবশতঃ যথাযোগ্য বাহ্য ব্যবহার সম্পাদিত হয়। অতএব প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভালবাসার বহু পার্থক্য। "অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর॥" (শ্রী চৈঃ চঃ)

ব্রজসুন্দরীগণের স্থায়ীভাবই প্রেম, প্রেম তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ স্বরূপেরই অংশ! সেই প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রিয়জনের তর্পণেচ্ছা, তাহাতেই প্রেমিকের সুখ হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই গোপীগণের ইচ্ছা এবং গোপীগণকে সুখ দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। গোপীগণের প্রেম সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইয়াও তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন। আর ব্রজসুন্দরীগণ যে কাম-পীড়াদির কথা বলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সৌরতসুখ উদ্দীপনার্থ। প্রেম বাঙ্‌নিষ্ঠ হইলে লঘু হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা প্রেমকে হৃদয়-অভ্যন্তরে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন এবং কাম বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু বিরহ-দুঃখসময়ে তাঁহাদের অন্তরের কথা বাহির হইয়া পড়িত।

শ্রীভগবান স্বকীয় হ্লাদিনীশক্তির বৈভব বিস্তার পূর্বক স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিয়া সমুদয় জগতে সেই পূর্ণ পরমানন্দ বিকীরণ করিবার জন্য লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই বিলাস-বাসনাদ্বারাই পরমপ্রেষ্ঠ ও পরমশ্রেষ্ঠ হ্লাদিনী শক্তির বিলাসস্বরূপ তদীয় প্রেমবিশেষের প্রসারতা নিষ্পাদিত হয়। তাঁহার যে শক্তি-প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয় এবং যাঁহাদের প্রধানতম সহায়তায় সেই অনির্বচনীয় উজ্জ্বল প্রেমবিশেষ বিতরণ, বিস্তার ও প্রসার হয়, সেই নিজ হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ সন্দোহাময়ী শক্তি রক্ষা করেন, স্থাপন করেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করেন বলিয়াই তাঁহারা "গোপয়ন্তি সংরক্ষন্তীতি

গোপ্যঃ।" সুতরাং হ্লাদিনীর সারভূতা প্রেমমূর্তি গোপীগণে পরিবৃতা না হইলে পরমানন্দরূপ শ্রীরাসক্রীড়ার বিকাশ কিরূপে হইবে?

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য হইতে লৌকিক কার্য অতি চমৎকারকারী। আর পণ্ডিতগণ তাহাকেই লীলা বলিয়া থাকেন, যাহা জগতের হৃদয়াকর্ষী এবং অলৌকিক কার্যের প্রধান কারণ স্বরূপ।

এজন্য রাসক্রীড়ায় সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কাম বিবর্ধন রূপ দর্শনে অনুরাগিণী ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে কামের উদ্দীপন হইল। অঙ্গ বা অবয়বহীন যে কাম (অনঙ্গ) সেও যেন আজ অঙ্গলাভ করিয়া মূর্তিমান হইয়া উঠিল। অমূর্ত যে পদার্থ—যাহার অবয়ব নাই এবং দেশ কাল পাত্রের সীমায় যাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহার উপাধিবর্জিত প্রভাব কোনও নির্দিষ্টক্ষেত্রে সমধিক বা সর্বাতিশায়ী হইতে পারে না। এমন কি, উহাকে বুঝিবার পক্ষেও যথেষ্ট অন্তরায় আছে ; কিন্তু উহা যদি রূপসত্তায় বিভূষিত হইয়া মূর্ত-বিগ্রহ বা আকার ধারণ করে, তবে তাহাকে দেশ-কালের সীমায় ধরিতে পারা যায়। অতএব ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যে কামভাব অনঙ্গ অবস্থায় ছিল, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে লোকোত্তর কামোদ্দীপন-প্রভাবে, সে আজ সত্যই মূর্তিমান হইয়া উঠিল। ইহাই লোকবৎ লীলা কৈবল্য।

এইজন্যই কামক্রীড়াবৎ রাসাদি লীলার শ্রবণে কাম নাশ হয়। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে কাম প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণ একরূপেই প্রতীত হয়। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে দর্শনেচ্ছা বা উৎকণ্ঠা আছে, মিলনের উপায় উদ্ভাবন আছে এবং চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতিও আছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রভেদ অনেক—কামের তাৎপর্য—নিজদেহ তর্পণ, আর প্রেমের তাৎপর্য—কৃষ্ণসুখ। অতএব মল-মূত্রাদিই যাহার পরিণাম, সেই অন্ন-জলাদি দ্বারা সংবর্ধিত দেহের তৃপ্তিসাধনের নাম—কাম। যাহারা এই মল-মূত্রাদির পরিণামস্বরূপ দেহের তৃপ্তি সাধনের জন্য সর্বদা লালায়িত, তাহারাই কামাসক্ত। তদৃশ ব্যক্তিগণ এই লীলা আলোচনার অনধিকারী। তবে শ্রদ্ধান্বিত ও ধীর হইয়া সাধু-মহাজনের শ্রীমুখ বিগলিত লীলাকথা শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ প্রেম হয়, তৎপরে কামাদি বিনাশ হয়।

উদ্ধৃত "বাহু-প্রসার" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবাদরায়ণি নয় প্রকার বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) বাহু-প্রসারণ, (২) পরিরম্ভন, (৩) করধারণ বা করদ্বারা স্পর্শ। যথা, (৪) করবী উন্মোচন, (৫) নীবিস্খলন, (৬) উরুসংস্পর্শন, (৭) কঞ্চুলি উদ্ঘাটন, (৮) নখাগ্রপাত এবং (৯) নর্ম পরিহাস। পরন্তু এই ব্রজরস অপ্রাকৃত,

সুতরাং প্রাকৃত ভাবের গন্ধমাত্রও যে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, উহার সেখানে স্ফূরণ হইতেই পারে না। কিরূপ পবিত্র ও নির্মল চিত্তে ভগবৎলীলা-রসাস্বাদন হইতে পারে, শ্রীল দাস গোস্বামীপাদ তাহাই বলিয়াছেন—

যদ্‌যত্নতঃ শমদমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্ম্যলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক-
মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্॥

(স্তবাবলী)

যে শ্রীরূপের যত্নে আমার মন শম, দম এবং আত্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও চিৎ ও জড়ের বিচারপূর্বক অনুভব দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই মনই অধুনা তাঁহার কৃপাদৃষ্টিপাতে হরিলীলায় মত্ত হইয়াছে।

ফলতঃ পূর্বজন্মের সংস্কার এবং আধুনিক ভজন-সাধনাদিরূপ সংস্কারবিশেষ বিদ্যমান না থাকিলে লীলারসে চিত্তের আবেশ হয় না।

১৫৩। অন্তর্ধানং তস্য তদ্বিপ্রলম্ভ,
লীলাদক্ষস্যানিশং কো ন গায়েৎ।
যত্তাস্তাদৃগ্‌ধৈর্যগত্রাম্ভীর্যভাজোহ,
নৈষীত্তাং তামুক্তিমীহাং দশাঞ্চ॥

মূলানুবাদ

১৫৩। বিরহলীলা-বিদগ্ধ সেই ভগবানের অন্তর্ধান লীলা কোন্ ব্যক্তি অহর্নিশি প্রশংসা না করে? যেহেতু, সেই অন্তর্ধান লীলা-প্রভাব তাদৃশ পরম ধৈর্য ও গাম্ভীর্যশালিনী ব্রজসুন্দরীগণকেও "হে অশ্বত্থ, হে কদম্ব" ইত্যাদি অনির্বচনীয় উক্তি পরম্পরা এবং ভগবল্লীলাদির অণুকরণচেষ্টারূপ কোন এক উন্মত্তদশায় উপনীত করিয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৩। বিপ্রলম্ভো বিচ্ছেদস্তদ্রূপায়াং লীলায়াং দক্ষস্য, সহসা তত্রৈবান্তর্ধান-সামর্থ্যাৎ, অসকৃৎ পরিত্যাগাচ্চ। তৎ অন্তর্ধাহম্ ; তাঃ কুলস্ত্রীঃ ; তাং তামত্যন্তা-নির্বচনীয়ামুক্তিম্—'দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ' (শ্রীভা ১০।৩০।৫) ইত্যাদি প্রকার বাচম্ ; ঈহাং ভগবল্লীলানুকরণাদিরূপাং চেষ্টাম্ ; দশাঞ্চ উন্মত্তাদিরূপামবস্থাম্ অনৈষীৎ প্রাপয়ামাস। কীদৃশী? তাদৃক্ নিরুপমধৈর্যাং গাম্ভীর্যঞ্চ ভজন্তি সদাশ্রয়ন্তীতি তথা তা অপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৩। বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ লীলায় দক্ষ সেই ভগবানের অন্তর্ধানকে কোন্ ব্যক্তি দিবানিশি প্রশংসা না করে? যে অন্তর্ধান লীলায় তাদৃশী নিরুপমা ধৈর্য-গাম্ভীর্যশালিনী কুলবতীগণকেও উন্মাদদশায় উপনীত করিয়াছিল এবং বনস্পতি-দিগকেও সেই পরম পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। "হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-বিলসিত প্রেম-কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগের চিত্ত চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?" ইত্যাদি প্রকার। আর ভগবল্লীলানুকরণাদিরূপ চেষ্টা এবং উন্মাদাদি দশাও প্রাপ্তি করাইয়াছিল।

১৫৪। **বিভেম্যস্মাদ্ধন্ত! দুর্বোধলীলাৎ,**
ক্ব তত্তস্যাঃ সারসৌভাগ্যদানম্।
ক্ব সদ্যোঽন্তর্ধানতো রোদনাব্ধা-
বনাথায়া যাতনৈকাকিনী যা॥

মূলানুবাদ

১৫৪। হায়! বড়ই দুঃখের কথা! আমি এই শ্রীভগবান হইতে ভীত হইতেছি, কারণ তাঁহার লীলা দুর্বোধ, পরমপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাকে সার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন, অথচ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া তাঁহাকে রোদনসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাকে অসহায়া একাকিনী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৪। হন্ত বিস্ময়ে খেদে বা। অস্মাদ্‌ভগবতো বিভেম্যহম্। কুতঃ? দুর্বোধা দুঃখেনাপি বোদ্ধুমশক্যা লীলা চেষ্টা যস্যা তস্মাৎ। তদেবাহ—তস্যাঃ শ্রীরাধায়াস্তাং প্রতি সারস্য শ্রৈষ্ঠস্য সৌভাগ্যস্য দানং সকলগোপীগণ পরিত্যাগেন নিভৃতং নিজসঙ্গে স্বয়ং বহনাদিনা নয়নাৎ। তৎ ক্ব? ক্ব চ সদ্যোঽন্তর্ধানতো হেতোঃ, অনাথায়া অনন্যনাথায়াস্তস্যা রোদনাব্ধৌমহাক্রন্দনে যাতনা, যা চ শ্রীরাধা একাকিনী অসহায়া, অদ্বিতীয়া বা, দূরস্থসখীগণত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৪। হায়! (বিস্ময়ে বা খেদে) এই ভগবান হইতে ভীত হইতেছি। কেন? তাঁহার লীলা-চেষ্টা অতীব দুর্গম। কারণ, তিনি শ্রীমতী রাধিকাকে সার-সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন এবং নিজস্কন্ধে বহনাদিরূপ অশেষ সৌভাগ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে কি হইল? সদ্য অন্তর্ধান, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া তাঁহাকে রোদন-সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অথচ সেই সময়ে তাঁহার সখীগণও দূরে ছিলেন, সুতরাং অসহায়া একাকিনী, তথাপি তাঁহাকে মহাক্রন্দন-যাতনা-সহায়া করিয়াছিলেন।

১৫৫। তাসামার্ত্ত্যা গীতবদ্রোদনাদ্যঃ,
প্রাদুর্ভূয়ানন্দ-পূরং ব্যধত্ত।
যঃ প্রশ্নানামুত্তরং তদ্দদৌ চ,
স্বস্যর্ণিত্বস্থাপকং সোঽবতু ত্বাম্॥

১৫৬। সা মণ্ডলীবন্ধন-চাতুরী প্রভোঃ,
সা নৃত্য-গীতাদিকলাসু দক্ষতা।
সাপূর্বশোভাধিকতা-পরম্পরা,
মুষ্ণাতি চেতো মম বিশ্বমোহিনী॥

মূলানুবাদ

১৫৫। তদনন্তর গোপীদিগের আর্তনাদ এবং অন্তর্বেদনাজনিত গীতবৎ রোদন-প্রভাবে যিনি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরাশি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া নিজের ঋণীত্বখ্যাপন করিয়াছিলেন, সেই ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

১৫৬। প্রভুর সেই মণ্ডলীবন্ধন-চাতুরী, নৃত্য-গীতাদিকলার দক্ষতা, অপূর্ব সৌন্দর্যের বিকাশ-মাধুর্য বিশ্বমোহিনীলীলা-পরম্পরা আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৫। আর্ত্যা হেতুনা কৃত্বা বা, যৎ উচ্চৈঃ সুস্বরেণ ক্রন্দনাদ্‌ভীতবদ্রোদনং তস্মাদ্ধেতোর্যো ভগবান্ প্রাদুর্ভূয় তাসামানন্দপূরং ব্যধত্ত চকার। তথা প্রশ্নানাম্ (শ্রীভা ১০।৩২।১৬)—'ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্‌বিপর্যয়ম্' ইত্যাদিনা গোপীভিঃ কৃতানাং তদদ্ভুতমুত্তরং যো দদৌ চ। কীদৃশম্? স্বস্য ভগবতঃ ঋণিত্বস্য স্থাপকং সাধকম্। তথা চ শ্রীভগবদ্‌বচনম্ (শ্রীভা ১০।৩২।২২)—'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥' ইতি। অস্যার্থোঽন্তে বিবৃতো ভাবী। স ভগবান্ ত্বামবতু রক্ষতু॥

১৫৬। মণ্ডল্যা মণ্ডলরূপতয়া বন্ধনে সংযোজনে চাতুরী, নৃত্যগীতাদিরূপাসু কলাসু বিদ্যা সুদক্ষতা চ ; আদি-শব্দেন জলস্থলক্রীড়াদি। অপূর্বায়া অদ্ভুতায়া

অপূর্ববৃত্তায়া বা শোভায়া অধিকতা অতিশয়ঃ তস্যাঃ পরম্পরা চ, মম চেতো মুষ্ণাতি হরতি ; যতো বিশ্বস্য জগতোঽপি মোহিনী। এতচ্চ সর্বেষামপি বিশেষণং দ্রষ্টব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৫। গোপীদিগের আর্তি-হেতু সুস্বরে উচ্চক্রন্দন অর্থাৎ গীতবৎ রোদন-প্রভাবে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরাশি প্রদান করিয়াছিলেন, তথা প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন এই প্রকার—"হে মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ! এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে ভজনা করিলে পশ্চাৎ তাহারা ভজনা করে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ইহার বিপরীত আচরণ করে। অর্থাৎ অন্যের ভজন অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা ভজনা করে। অপর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা এই উভয় প্রকারের কাহাকেও ভজনা করে না। এই সমস্ত কি? অর্থাৎ আমাদের এই প্রশ্নের যথার্থরূপে উত্তর দাও।" ইত্যাদি প্রশ্নের অতি অদ্ভুত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার? সেই ভগবান নিজের ঋণিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। যথা, (শ্রীভা) ভগবান বলিলেন, "হে অবলাগণ! আমার প্রতি তোমাদের আসক্তি, তাহা অতি নির্মল প্রেম—সর্বদোষ বর্জিত। আমি তোমাদের এই একনিষ্ঠ ভজনের প্রতিদান স্বরূপ তোমাদের প্রতি নিজের সাধুকৃত্য কখনও করিতে পারিব না। কেন না, আমি বহুনিষ্ঠ, আর তোমাদের ভজন একনিষ্ঠ। তোমরা আমার জন্য দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্যই প্রত্যুপকৃত্য হউক। অর্থাৎ আমি নিজে প্রতিদান করিয়া অঋণী হইতে পারিলাম না।"

১৫৬। প্রভুর সেই মণ্ডলীবন্ধনরূপ রাসক্রীড়ায় যে চাতুরী এবং সেই নৃত্য-গীতাদি কলাবিদ্যা প্রকাশে যে সুদক্ষতা (আদি-শব্দে জল-স্থল ক্রীড়াদি) এবং অপূর্ব শোভাধিকতা, সেই সকল বিশ্ব-বিমোহিনী লীলা পরম্পরা অর্থাৎ সেই সকল লীলা শ্রেণী আমার চিত্ত হরণ করিতেছে।

সারশিক্ষা

১৫৫। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, গোপীগণ তাঁহাকেই অকৃতজ্ঞ স্থির করিয়া পরস্পর অক্ষি সঞ্চালন দ্বারা মৃদুহাস্য করিতেছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই ভ্রম-নিরসনার্থ নিজ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। হে সখীগণ! আমি অকৃতজ্ঞ নহি, পরন্তু আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও তোমাদের প্রেমের ভিখারী। তাহা আবার কিরূপ?

শুন, আমি ব্রজভাবে সর্বদা তোমাদের সহিত রমণ করি, অতএব আত্মারাম। আর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের বিষয়রূপে রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষী, অতএব অপূর্ণকাম। আরও বলি, আমি অকৃতজ্ঞ নহি। কারণ, গোপবালক বলিয়া অনধীত নীতিশাস্ত্র হইলেও নারায়ণ-হেতু সর্বজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ! আর আমি যে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, তাহা তোমাদেরই সবিলাসকটাক্ষ ও মৃদুহাস্য-সেবিত হইয়াই (আমি অদর্শন) হইয়াছিলাম। সুতরাং তাহাও তোমাদেরই জন্য। সে কি প্রকারে সম্ভব হয়? শুন! তোমাদিগকে আমার স্ব-বশীকার হেতুভূত সর্বপুরুষার্থশিরোমণি স্ব-প্রেম-দানের উদ্দেশ্যে। সে কি প্রকার? তাহা শুন, প্রাণিগণ আমাকে ভজনা করিলেও আমি কিন্তু তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভজনা করি না। কারণ, আমার প্রতিজ্ঞা—"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"। বস্তুতঃ আমি অদর্শন হইলেও দূরে থাকি না। তবে অদর্শন হও কেন? পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহা তোমাদিগেরই প্রেম বৃদ্ধির জন্য। অর্থাৎ তাদৃশ ভজনকারীকে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রাখিবার জন্য। যেমন, দরিদ্র ব্যক্তি কোন প্রকারে ধন লাভ করিয়া পুনরায় সেই ধন নষ্ট হইলে সেই ধনের চিন্তাতেই সম্পূর্ণ বিভোর থাকে, তাহার ক্ষুৎপিপাসা বা অন্য কোনরূপ জ্ঞান থাকে না ; সেইরূপ আমিও দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম! অতএব হে অবলাগণ! প্রাপ্তবিত্ত-নষ্টবিত্ত দরিদ্রের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে আমার লোভে তোমরা লোকধর্ম-বেদধর্ম এমন কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার প্রতি তোমাদের আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্তই এবং সেই অবসরে তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণজনিত পরোক্ষে সেবিত হইয়া অন্তর্ধানরূপে (তোমাদিগের চক্ষুর অন্তরালে) অবস্থান করিতেছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! আমি বাস্তবিক তোমাদের প্রিয়।

১৫৭। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ম-মকরন্দ-নিপানলুব্ধো,
জানাতি তদ্রসলিহাং পরমং মহত্ত্বম্।
ব্রহ্মৈব গোকুলভুবাময়মুদ্ধবোঽপি,
গোপীগণস্য যদিমৌ লষতঃ স্ম তত্তৎ॥

১৫৮। যেষাং হি যদ্বস্তুনি ভাতি লোভ,
স্তে তদ্বতাং ভাগ্য-বলং বদন্তি।
গোপ্যো মুকুন্দাধর-পানলুব্ধা,
গায়ন্তি সৌভাগ্য-ভরং মুরল্যাঃ॥

মূলানুবাদ

১৫৭। যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্মের মকরন্দপানে লুব্ধ, তিনিই সেই রসাস্বাদন-পরায়ণা গোপীগণের পরম মহত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। আর গোকুলে জন্মগ্রহণ-মহত্ত্ব একমাত্র শ্রীব্রহ্মাই অবগত আছেন এবং সাক্ষাৎ বিদ্যমান এই শ্রীমান্ উদ্ধব গোপীগণের পরম মহত্ত্ব অবগত আছেন। কারণ, ইঁহারা সেই সুপ্রসিদ্ধ অনির্বচনীয় বস্তুবিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৫৮। যাঁহার যে বস্তুতে লোভ হয়, তিনিই সেই বস্তুর তত্ত্ব ও সেই বস্তুর অধিকারীর ভাগ্য-মহিমা অবগত হইতে পারেন। যেমন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানে লুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই মুরলীর সৌভাগ্যরাশি গান করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৭। এবং শ্রীমাথুরগোকুল-মাহাত্ম্যবর্ণনেনৈব সিদ্ধমপি তত্রত্যানাং লোকানাং মহাত্ম্যভরং বিস্তারেণ সাক্ষাদভিব্যঞ্জয়িষ্যন্নাদৌ তত্তত্ত্বানভিজ্ঞানাং তত্র সন্দেহমাশঙ্ক্য যুক্ত্যা নিরাকুর্বন্নাহ—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিপদ্ময়োর্মকরন্দো ভক্তিরসস্তন্য নিপানে লুব্ধো জন এব তং রসং শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দমকরন্দং লিহন্তীতি তথা তেষাং পরমসর্বোৎকৃষ্টতরং মহত্ত্বং মাহাত্ম্যং জানাতি। অত্র দৃষ্টান্তয়তি—গোকুলভুবাং গোকুলজাতানাং জনানাং পরমমহত্ত্বং ব্রহ্মৈব জানাতি। অপি চ সমুচ্চয়ে। অয়ং সাক্ষাদ্বর্তমান উদ্ধব এব গোপীগণস্য পরমং মহত্ত্ব জানাতি। যদ্ যস্মাৎ, ইমৌ ব্রহ্মোদ্ধবৌ, তত্তদনির্বাচ্যং সুপ্রসিদ্ধং বা কিমপি লষতঃ স্ম ঐচ্ছতাম্। তত্র চ শ্রীভগবৎস্তুত্যা তদ্দাস্যে তত্রাপি ব্রজবাসিজন-সৌভাগ্যাবকলনেন তাদৃশসৌভাগ্যে

ব্রহ্মণো লোভঃ, শ্রীমদুদ্ধবস্য চ শ্রীগোপিকাপ্রেমভরাবলোকনেন তাদৃশপ্রেম্ণ্য-জায়তেত্যুহ্যম্। তথা চ ব্রহ্মণা প্রার্থিতম্ (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪)—'তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।' ইতি উদ্ধবেন চ (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১)—'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।' ইতি। ন চাত্র মন্তব্যমিদম্—গোকুলবাসিনাং মধ্যেঽপি যস্য কস্যাপি অঙ্ঘ্রিরজসা অভিষেকো যস্মিন্ তাদৃশজন্মপ্রার্থনাৎ ব্রহ্মৈব পরমমহত্ত্বজ্ঞঃ ন তুদ্ধবঃ ; গোকুলমুখ্যতমানাং শ্রীগোপিকানামেব চরণরেণুভাগ্গুল্মাদিভাব-প্রার্থনাদিতি। যতঃ পারমেষ্ঠ্যপদাধিকৃতো ব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দনস্য ভগবতো দাস্যমাত্র-প্রাপ্ত্যৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ। উদ্ধবস্তু স্বভাবতোঽস্য দাস এব, পরমপ্রিয়তালাভেনৈব সন্তুষ্টঃ স্যাৎ ; স্বতঃ সিদ্ধাদর্থাদধিক এব সর্বেষামভিরুচ্যুৎপত্তেঃ। অতস্তয়োস্তথা প্রার্থনং যুক্তমেবেতি দিক্॥

১৫৮। তত্রৈব হেতুং সনিদর্শনমাহ—যেষাং হীতি। ভাতি প্রকাশতে তদ্বতাং তদ্বস্তুসম্বন্ধিনাং ভাগ্যস্য বলং প্রভাবং বিদন্তি। তত্র নিদর্শনং—গোপ্য ইতি। তথা চ তাভিরেব বর্ণিতম্ (শ্রীভা ১০।২১।৯)—'গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুঃ' ইত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৭। এইরূপে শ্রীমথুরা-গোকুল-মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা তত্রত্য লোকসকলের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের স্বরূপতত্ত্বজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সন্দেহ নিরসনার্থ সেই সকল গোকুলবাসীর মাহাত্ম্য বিশেষ বর্ণন করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের মকরন্দ (ভক্তিরস) পানে লুব্ধ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের রসাস্বাদ-তৎপর লোকসকলের পরমোৎকৃষ্টতর মহত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রীব্রহ্মা, তিনিই গোকুলজাত জন সকলের পরম মহত্ত্ব অবগত আছেন ; আর সাক্ষাৎ বর্তমান এই শ্রীমান্ উদ্ধবও গোপীগণের পরম মহত্ত্ব অবগত আছেন। কারণ, শ্রীব্রহ্মা এবং এই শ্রীউদ্ধব সেই অনির্বাচ্য সুপ্রসিদ্ধ কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করিয়া তদীয় দাস্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজবাসীজনের সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া তাদৃশ সৌভাগ্য লাভে তাঁহার লোভ হইয়াছিল। আর শ্রীগোপিকা সকলের প্রেমরাশি অবলোকনে শ্রীউদ্ধবেরও তাদৃশ প্রেমলাভে ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা, যথা (শ্রীভা) "হে প্রভো! আমাকে যে জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছেন, সেই

ঐশ্বর্য এবং প্রাপ্তব্য মোক্ষাদিকেও জলাঞ্জলি দিয়া যদি এই ব্রজবাসীদিগের চরণরেণুতে অভিষিক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে নিজেকে প্রচুর সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিব। অতএব এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে এই বৃন্দাবনে কোমল তৃণাদি জন্মলাভ করিতে পারি। প্রভো! গোকুলবাসীরা কিসে এত ধন্য? তাহার কারণ, বেদজ্ঞ সকল অদ্যাপি আপনার পদধূলি অন্বেষণ করিতেছেন, সেই আপনি স্বয়ংই ব্রজবাসীদিগের জীবন-সম্পদ।" শ্রীউদ্ধবও প্রার্থনা করিয়াছেন, যথা (শ্রীভা) "যে সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানুরাগভরে শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহাদের চরণধূলি প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু তাঁহাদের চরণধূলির প্রতি আমার লালসা হইলেও তাহা অতি দুর্লভ। অতএব বৃন্দাবন মধ্যে যে সকল গুল্ম, লতা ও ঔষধি ইঁহাদিগের চরণরেণু সেবন করিতেছেন, আমি যেন সেই সকলের মধ্যে কোন একটি হইতে পারি।" এরূপ মন্তব্য করিবে না যে, বৃন্দাবনবাসীর মধ্যে যে কোন প্রাণীর চরণরেণুতে অভিষিক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মাই পরম মহত্ত্বজ্ঞ—উদ্ধব তাদৃশ নহে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীউদ্ধব গোকুলের মধ্যে মুখ্যতম শ্রীগোপিকাদিগেরই চরণরেণু-সেবী গুল্মাদির ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। যেহেতু, পারমেষ্ঠ্য পদাধিকারী ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনের দাস্যমাত্র প্রাপ্তিতেই কৃতার্থ হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীউদ্ধব স্বভাবতঃই শ্রীনন্দনন্দনের দাস। অতএব তাহা হইতেই অধিক কোন পরমপ্রিয়তা লাভেই ইঁহার সন্তোষ জন্মিতে পারে। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ অর্থ হইতে অধিকতর অর্থেতেই লোকের রুচি উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব বিবেচনা পূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব উভয়েই স্ব স্ব ভাবানুসারে উপযুক্তই প্রার্থনা করিয়াছেন।

১৫৮। নিদর্শনের সহিত তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। ভাতি—প্রকাশ করিতেছে। যাহার যে বস্তুতে লোভ প্রকাশিত হয়, সে-ই সেই বস্তু সম্বন্ধবিশিষ্টরই অর্থাৎ সেই বস্তু অস্বাদনকারীগণের ভাগ্যবল অবগত হইতে পারে। তাহার নিদর্শন গোপীগণ, তাঁহারা মুকুন্দের অধর-সুধা-লুব্ধা বলিয়াই অধর-সুধা পানকারী মুরলীর সৌভাগ্যভর গান করিয়াছিলেন। যথা, "এই মুরলী কি অনির্বচনীয় পুণ্যই করিয়াছিল!" ইত্যাদি।

১৫৯। তদ্‌গোষ্ঠলোকেষু মহাদ্ভুতাস্যা-
সক্তিঃ সদা প্রেম-ভরেণ তেষু।
যয়া গতং জ্যেষ্ঠসুতং স্তবন্তং,
বিধিং নমন্তং ন দিদৃক্ষতেঽপি॥

১৬০। তৎপাদপদ্মৈকগতীংশ্চ মাদৃশান্,
সম্ভাষিতুং নোৎসহতেঽপি স ক্ষণম্।
তৈর্মোহিতোঽসৌ কিল গোষ্ঠ-নাগরো,
বন্যৈর্বিচিত্রৌষধিমন্ত্রবিত্তমৈঃ॥

মূলানুবাদ

১৫৯। সেই ব্রজবাসীলোকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহাদ্ভুতা প্রেমপূর্ণা আসক্তি বিদ্যমান এবং সেই আসক্তি-হেতু স্তবনশীল স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা বার বার প্রণামাদি করিলেও তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই।

১৬০। সেই বন্য ব্রজবাসীসকল কি এক বিচিত্র মন্ত্রৌষধি দ্বারা সেই গোষ্ঠনাগর শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত ও মোহিত করিয়াছেন যে, তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহাদের একমাত্র গতি, এতাদৃশ ভক্ত বা আমাদিগকেও ক্ষণকালের জন্য সম্ভাষিত করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৯। তদেব চ প্রপঞ্চয়তি—তদ্‌গোষ্ঠেতি নবভিঃ। তেষু সুপ্রসিদ্ধেষু তস্য মাথুরস্য গোষ্ঠস্য লোকেষু ; প্রেমভরেণ অস্য কৃষ্ণস্য ; সদা অদ্ভুতা আসক্তিরতি-নিবেশঃ, যয়া আসক্ত্যা তত্রৈব গতং জ্যেষ্ঠপুত্রং সৃষ্ট্যাদৌ নাভিপদ্মোদ্ভবত্বাৎ। বিধিং ব্রহ্মাণমপি, তত্র চ স্তবন্তং নমন্তঞ্চাপি, তং ন দ্রষ্টুমিচ্ছত্যপি। কুতঃ? সম্ভাষণাদিকং কুর্যাদিত্যর্থঃ। যচ্চ সুরভিসঙ্গত্যা গোবর্ধনাদ্রিং গতেন শক্রেণ সহ শ্রীভগবতঃ সম্ভাষণং বৃত্তম্, তচ্চ পরমভীতস্য তস্যাধিকারভ্রংশ-শঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ; যদ্বা, শ্রীগোবিন্দোপেন্দ্রেতি নামদ্বয়প্রকাশাভিষেক-মহোৎসব-সম্পত্তয়ে। কিংবা গবামাদি-যোনেঃ শ্রীসুরভেঃ সঙ্গত্যা শরণমাগতস্য তস্যাপরাধক্ষমা প্রতীয়ত ইতি দিক্॥

১৬০। অহো কিল তদানীং ভবতু নাম তস্য মহাধিকারিণি বিধাবুপেক্ষা, মামপ্যনন্যাশ্রয়মুপেক্ষত ইত্যাহ—তদিতি। অপ্যর্থে চকারঃ। স কৃষ্ণঃ ক্ষণমপি

সম্ভাষিতুমপি নোৎসহতেঽপি, কিমুতাতিথ্যাদিনা চিরং সম্মানয়িতুং প্রবর্ততামিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমুদ্দিশতি—তৈরিতি। কিল বিতর্কে। ননু বন্যানাং তন্মোহনে কা শক্তিস্তত্রাহ—বিচিত্রেতি। এতচ্চ ভাববিশেষেণৈব কেবলমীর্ষয়েবোক্তমিত্যুহ্যম, ঔষধাদিনা ভগবন্মোহনাসম্ভবাৎ। বস্তুনো ভাবভুজস্তস্য কেবলং ভাববিশেষেণৈব বশীকরণাৎ। গোষ্ঠনাগর ইতি চের্য্যোপহাসেন। যদ্বা, অনেন পরমবৈদগ্ধী-(কারুণ্য-) ভরঃ সূচিতঃ। তথাপি মোহিত ইতি তস্মাদপি তেষাং বৈদগ্ধীবিশেষো ধ্বনিত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। এবিষয়ে আরও বিস্তাররূপে নয়টি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ মাথুর-গোষ্ঠবাসী লোকসকলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমপূর্ণ যে অদ্ভুত অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশ বশতঃ স্তবনশীল প্রণত জ্যেষ্ঠপুত্র (সৃষ্টির সময় নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত) ব্রহ্মার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই। সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক। যদি বল, গোবর্ধন-পর্বতে ইন্দ্রের সহিত তিনি যে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন? সেই সম্ভাষণ পরমভীত ইন্দ্রের অধিকার-ভ্রংশণরূপ আশঙ্কা নিবারণের জন্যই হইয়াছিল জানিবে। অথবা শ্রীগোবিন্দ শ্রীউপেন্দ্র এই নামদ্বয়ের প্রকাশক অভিষেক-মহোৎসব বিধানের নিমিত্তই হইয়াছিল জানিবে। কিংবা গো-সমূহের আদি জননী শ্রীসুরভির সঙ্গে আগমন করিয়া শরণাগত ইন্দ্র ভগবানের নিকট পরমাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাও প্রতীত হইয়া থাকে।

১৬০। অহো! তদানীন্তন সেই গোষ্ঠনাগরের মধ্যে অধিকারী শ্রীব্রহ্মার প্রতি উপেক্ষার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, এতাদৃশ অনন্যগতি আমাদিগকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'তৎ' ইত্যাদি। সেই গোষ্ঠনাগর আমাদিগকেও ক্ষণকালের জন্য সম্ভাষিত করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই, আতিথ্যাদি দ্বারা চিরকাল সম্ভাষণ কিরূপে প্রবর্তিত হইতে পারে? যদি বল, সেই বন্য ব্রজবাসীগণের এমন কি শক্তি আছে যে, ভগবানকে মোহিত করিতে পারে? তাঁহারা বনচারী হইলেও সর্বদা সেই গোবর্ধন পর্বতের বনপ্রদেশে এমন কোন বিচিত্র মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্য মহৌষধ আছে, যাহার প্রভাবে মহামন্ত্রবিদ্ সেই গোষ্ঠনাগরকেও তাঁহারা বশীভূত ও মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে মন্ত্র বলিতে ভাববিশেষ, যাহা প্রেমময় আলাপ ও বিলাসাদিতে অভিব্যক্ত হয়। কারণ, সাধারণ মন্ত্র-মহৌষধ দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করা অসম্ভব। বাস্তবিক

পক্ষে ভাবাস্বাদন-লোলুপ সেই ভগবানের ভাববিশেষই বশীকরণ মন্ত্র বা মহৌষধস্বরূপ। এখানে ঈর্ষা ব্যঞ্জক উপহাস-গর্ভ 'গোষ্ঠনাগর' সম্বোধন জানিতে হইবে। অথবা এতদ্বারা তাঁহার পরমবৈদগ্ধী (কারুণ্যরাশি) সূচিত হইয়াছে ; তথাপি মোহিত বলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেও বন্য ব্রজবাসীদিগের বৈদগ্ধীবিশেষ ধ্বনিত হইল।

সারশিক্ষা

১৫৯। কোন ব্রজরসিক বলেন, ইন্দ্রের সহিত ভগবানের সম্ভাষণের প্রধান হেতু এই যে, ইন্দ্রের গোবর্ধনাশ্রয়। যথা, (শ্রীরাধিকার উক্তি) ''যস্যাশ্রয় কৃতবতাং সখি! বদ্ধতৃষ্ণ কৃষ্ণ স্তনোত্যভিমতং মতমেতদেব।'' যে কেহ গোবর্ধন আশ্রয় করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিমত পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধতৃষ্ণ হইয়া সর্বদা গোবর্ধনে অবস্থান করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কৃপাব্যগ্র হইয়া পুরভাগে অবস্থান করিতেছিলেন।

১৬১। তেষাং তদাসক্তিরপি ক্ব বাচ্যা,
যে নন্দগোপস্য কুমারমেনম্।
প্রেম্ণা বিদন্তো বহু সেবমানাঃ,
সদা মহার্ত্যৈব নয়ন্তি কালম্॥

১৬২। কালাতীতা জ্ঞানসম্পত্তিভাজা,-
মস্মাকং যে পূজ্যপাদাঃ সমন্তাৎ
বৈকুণ্ঠস্যানুত্তমানন্দপূর,-
ভাজামেষাং যাদবানামপীজ্যাঃ॥

মূলানুবাদ

১৬১। সেই ব্রজবাসীদিগের যে আসক্তি, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? যাঁহারা সেই ভগবানকে কেবল 'নন্দনন্দনরূপে' অবগত হইয়া প্রেমভরে বিবিধ প্রকার সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবশতঃ মহা আর্তিভরে সর্বদা কালক্ষেপ করেন।

১৬২। সেই কালাতীত ব্রজবাসীগণ জ্ঞান-সম্পত্তিভাজন আমাদেরও সর্বথা পূজনীয়, এমন কি যাঁহারা নিরতিশয় আনন্দভোগ করেন, সেই কালাতীত বৈকুণ্ঠ-বাসীগণ এবং দ্বারকাবাসী যাদবগণেরও পূজনীয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬১। এবং তেষু ভগবতোঽনুরাগভর উক্তঃ। তস্মিন্নপি তেষাং তমাহ—তেষামিতি। তদ্‌গোষ্ঠলোকানামপি তস্মিন্ কৃষ্ণে আসক্তিস্তদেকপরতা ক্ব বাচ্যা, অপি তু ক্বচিদপি বক্তুং ন শক্যেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যে লোকা এবং ভগবন্তং প্রেম্ণা হেতুনা নন্দগোপস্য কুমারমিত্যেব ন তু পরমেশ্বরমিতি বিদন্তোঽবগচ্ছন্তঃ। অতএব প্রেম্ণৈব বহু যথা স্যাত্তথা সেবমানা অপি সদা মহত্যা আর্ত্ত্যৈব কালং নয়ন্তি গময়ন্তি, তাদৃশ প্রেমভরস্য তাদৃগ্‌লক্ষণকত্বাৎ। এতচ্চ প্রাগুদ্দিষ্টমস্তি, অগ্রেঽপি ব্যক্তং ভাবি॥

১৬২। ননু ভগবন্মহিমবিশেষাজ্ঞানাদপ্যেবং ঘটত এব, তত্রাহ—কালেতি। যে লোকাঃ কালমতীতা অতিক্রান্তাঃ ; কিঞ্চ, জ্ঞানসম্পত্তিভাজাং নিখিলজ্ঞানবৈভব-বতামপ্যস্মাকং সমন্তাৎ সর্বতোভাবেন পূজ্যাঃ পূজার্হাঃ পাদা যেষাং তে ; কিঞ্চ, বৈকুণ্ঠস্য অনুত্তমং পরমোৎকৃষ্টমানন্দপূরং ভজন্তি অনুভবন্তীতি তথা তেষামেষাং

দ্বারকাবাসিনাং যাদবানামুদ্ধবাদীনামপি ইজ্যাঃ পূজ্যাঃ। অতঃ কালযাপনমজ্ঞানং দুঃখমপি তেষাং কিঞ্চিন্ন সম্ভবেদেব, কেবলং প্রেমভরকৃতমেব তত্তদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬১। এইরূপে ব্রজজনের প্রতি শ্রীভগবানের অনুরাগ বর্ণিত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই ব্রজবাসীগণের যে অনুরাগের কথা, তাহা কেহই বর্ণন করিতে পারেন নাই। তাহাতেই বলিতেছেন, 'তেষাং' ইত্যাদি। সেই গোষ্ঠবাসী লোকসকলের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির কথা অপর কি বর্ণন করিব? অপিচ কিছুমাত্রও বর্ণন করিবার শক্তি নাই। তাহার কারণ, সেই ব্রজবাসীগণ স্বয়ং ভগবানকেও পরমেশ্বররূপে অবগত না হইয়া কেবল নন্দকুমার এই জ্ঞানে প্রেমভরে বহুরূপে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিজনিত মহার্তিভরেই সর্বদা কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রেমভর বা তাদৃশ লক্ষণ অর্থাৎ ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রেমের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে।

১৬২। যদি বল, শ্রীভগবানের মহিমাবিশেষ তাঁহারা অবগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা তাদৃশ মহার্তিভরে কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন। এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, সেই ব্রজবাসীগণ কালকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং জ্ঞান-সম্পত্তিভাজন অর্থাৎ নিখিল জ্ঞান-বৈভববিশিষ্ট আমাদেরও সর্বতোভাবে পূজ্যপাদ এবং পূজার যোগ্য। আরও বলিতেছেন, যাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতেও পরমোৎকৃষ্ট আনন্দরাশি ভোগ করেন, সেই দ্বারকাবাসী উদ্ধবাদি যাদব সমূহেরও পূজ্যপাদ হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের অজ্ঞানসুলভ দুঃখভরে কালযাপন কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল প্রেমভরকৃত তত্তৎ আর্তিবিশেষ অর্থাৎ প্রেমসিন্ধুর লহরীবিশেষ বলিয়াই জানিবে।

১৬৩। কৃষ্ণেন ন ব্রজজনাঃ কিল মোহিতাস্তে,
তৈঃ স ব্যমোহি ভগবানিতি সত্যমেব।
গত্বা ময়ৈব স হি বিস্মৃতদেব কার্যো-
হনুস্মারিতঃ কিমপি কৃত্যমহো কথঞ্চিৎ॥

১৬৪। কথং কথমপি প্রাজ্ঞেনাক্রূরেণ বলাদিব।
ব্রজান্মধুপুরীং নীতো যদূনাং হিতমিচ্ছতা॥

মূলানুবাদ

১৬৩। শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বিলাসাদি দ্বারা ব্রজবাসীগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সেই ভগবানই তাঁহাদের বিচিত্রভাবে মোহিত হইয়াছিলেন, ইহাই সত্য। কারণ, আমি ব্রজে গমন করিয়া তাঁহাকে স্তুতিপরিপাটী দ্বারা বিস্মৃত দেব-কার্যের বিষয় অনুস্মারিত করিয়াছি।

১৬৪। যাদবগণের পরম হিতৈষী বুদ্ধিমান্ অক্রূর ব্রজে আগমন করিয়া বলপূর্বকই তাঁহাকে ব্রজ হইতে মথুরাপুরী লইয়া গিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৩। ননু ভগবতাপি তেন বিচিত্রবিলাসাদিভিস্তে মোহিতা ইতি শ্রূয়তে। তত্রাহ—কৃষ্ণেনেতি। তৈর্ব্রজজনৈঃ, স ভগবান্, ব্যমোহি বিশেষেণ মোহিতঃ, ইত্যেতদেব সত্যম্, হি যস্মাৎ, বিস্মৃতং দেবকার্যং কংসঘাতনাদিকং যেন তথাভূতঃ স ভগবান্ ময়ৈব গত্বা কথঞ্চিৎ স্তুত্যাদি-পরিপাট্যা, কিমপি কিঞ্চিৎ, কৃত্যমবশ্য-কর্তব্যম্ অনুস্মারিতঃ। অহো বিস্ময়ে। তচ্চ দশমস্কন্ধাদৌ (শ্রীভা ১০।৩৭।১৩) কেশিবধানন্তরম্—'স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্য-প্রমথরক্ষসাম্। অবতীর্ণো বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ॥' ইত্যনেন। তথা (শ্রীভা ১০।৩৭।১৫)—'চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্। কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে প্রভো॥' ইত্যাদিনা চ স্পষ্টমেবাস্তীতি বিবরণীয়ম্॥

১৬৪। ননু তর্হি কথমসৌ মধুপুরীং গতঃ? তত্রাহ—কথমিতি চতুর্ভিঃ। প্রাজ্ঞেন পরমচতুরেণ, ভগবদ্ধেতুক-শ্রীবাসুদেব-দেবকী-পরমার্ত্যাদিশ্রবণাৎ। তথা চ হরিবংশেঽক্রূরবচনম্—'বৃদ্ধৌ তবাদ্য পিতরৌ পরভৃত্যত্বমাগতৌ। ভর্ৎস্যেতে তৎকৃতে তেন কংসেনাশুভবুদ্ধিনা॥' ইত্যাদি। যদূনাং শ্রীবসুদেবাদীনাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৩। ভাল, তবে কেন শুনা যায়, সেই ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র বিলাসাদির দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন? এরূপ বাক্যে কর্ণপাত করিও না। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ব্রজবাসীগণ মোহিত হন নাই, বরং সেই ভগবানই তাঁহাদের ভাব বিশেষের দ্বারা বিশেষরূপে মোহিত হইয়াছিলেন—ইহাই সত্য। কারণ, আমি তথায় গমন করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং স্তুতি-পরিপাটী দ্বারা বিস্মৃত দেবকার্য-অনুস্মারিত করাইয়াছি। অর্থাৎ কংসবধাদি অবশ্যকর্তব্য দেবকার্য কোনরূপে স্মৃতি-পথে আনয়নের প্রয়াস পাইয়াছিলাম। তাহা দশমস্কন্ধেই লিখিত আছে। 'হে প্রভো! সেই আপনি নিজভক্তি বিরোধী দৈত্য ও রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অহো! কি সৌভাগ্য, যাহার প্রচণ্ড হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হইয়া দেবগণ স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বাকৃতি কেশী দৈত্যকে আপনি অবলীলাক্রমে সংহার করিলেন। হে প্রভো! অবিলম্বে দেখিতে পাইব—আপনি চাণূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণকে তথা হস্তী ও কংসকে সংহার করিয়াছেন। ইত্যাদি স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

১৬৪। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের প্রেমাধীন, তাহা হইলে কিজন্য মথুরা গমন করিয়াছিলেন? তাহাই 'কথং' ইত্যাদি চারটি শ্লোকে বলিতেছেন। পরম চতুর অক্রূরই যেন বলপূর্বক তাঁহাকে ব্রজ হইতে মথুরাপুরী লইয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই অক্রূর চাতুর্য পূর্বক বলিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের জন্যই শ্রীবাসুদেব-দেবকী পরমার্ত হইয়াছেন। হরিবংশে অক্রূরবচন যথা, "হে কৃষ্ণ! তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা তোমারই জন্য অশুভবুদ্ধি কংস-কর্তৃক সর্বদা তিরস্কৃত হইয়া থাকেন এবং তথায় পরভৃত্যের ন্যায় বহুকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। কেবল তোমার দর্শনের প্রতীক্ষায় জীবনরক্ষা করিতেছেন। ইত্যাদিরূপ শ্রীবাসুদেবাদি যাদব সকলের দুঃখ মোচনের জন্যই তিনি মথুরাগমন করিয়াছিলেন।

১৬৫। স তান্ ব্রজজনান্ হাতুং শক্নুয়ান্ন কদাচন।
অভীক্ষ্ণং যাতি তত্রৈব বসতি ক্রীড়তি ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

১৬৫। তথাপি তিনি সেই ব্রজবাসীগণকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যেহেতু, তিনি বারম্বার ব্রজ হইতেই মথুরাপুরী গমন করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেই ব্রজে স্থিরভাবে সদাই বাস করেন এবং তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৫। ননু তর্হি ব্রজজনেষু উক্তা তস্যাসক্তিঃ কথং সিধ্যেত্তত্রাহ—স ইতি। অভীক্ষ্ণমিতি বারংবারং যদুকুলহিতার্থং মধুপুরীমায়াতি পুনর্বারংবারং ব্রজ এব যাতীত্যর্থঃ। ননু তথাপ্যন্তরাবিচ্ছেদঃ স্যাত্তত্রাহ—তত্রৈব বসতীতি। ন কেবলং বসত্যেব, ক্রীড়তি চ, ধ্রুবমিত্যত্রাশ্রদ্ধা ন কার্যেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৫। যদি বল, এই প্রকার মথুরাগমনে তাঁহার ব্রজজনের প্রতি আসক্তি কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি সেই ব্রজবাসীদিগকে কদাচ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না। কারণ, তিনি যদুগণের হিতার্থ বারংবার ব্রজ হইতেই মথুরাপুরী গমন করিয়া থাকেন এবং পুনর্বার ব্রজেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। যদি বল, তাহা হইলেও ত' মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে? শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজেই স্থিরভাবে বাস করেন। কেবল বাস নয়, সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা ধ্রুব সত্য ; কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

সারশিক্ষা

১৬৫। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দ্বিবিধ। প্রাকৃত লোকের প্রত্যক্ষ-গোচর লীলাকে প্রকট লীলা বলে। আর প্রাকৃত লোকের অগোচরে যে লীলা হয়, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলে। তন্মধ্যে প্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ হইতে মথুরা গমনাগমন হইয়া থাকে। অতএব প্রকট লীলাতেই ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ হইয়াছিল, কিন্তু এই বিরহ তিনমাস মাত্র ; তাহাতেও আবির্ভাব সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের বিস্ফূর্তি হইত। তিন মাস পরে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্গতি

হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসীগণের চিত্ত অধীর হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেন। আর ব্রজবাসীগণও তাঁহার মথুরাগমন বৃত্তান্ত স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করিতেন। কিন্তু অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। সর্বদা ব্রজেই ক্রীড়া করেন। এই অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত পরিকরের সহিত অনন্তলীলা প্রকট করিয়া সর্বদাই ক্রীড়া করিতেছেন এবং কদাচিৎ তিনি অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোন এক প্রকাশে (ব্রহ্মাণ্ডাবির্ভাবিত শ্রীবৃন্দাবনে) প্রকট হইয়া স্বীয় পার্ষদগণের সহিত জন্মাদি হইতে মৌষলান্তলীলা করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐ প্রকট লীলাও অপ্রকটকালে ঐ ধামের অপ্রকট-প্রকাশে নিত্য বর্তমান থাকে। এতদ্বারা লীলাসমূহের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল।

অপ্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কদাচ বিচ্ছেদ হয় না, একথা দূরে থাকুক, প্রকটলীলা কালেও ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হয় না। কারণ প্রকটলীলা কালেও জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হইয়া থাকে। যখন সাধারণ ভক্তগণেরও চিত্ত জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন অসাধারণ ভক্ত ব্রজবাসীগণের চিত্ত যে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আবার অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের সান্নিধ্যে বিরাজ করিলেও প্রকটলীলাগত বিরহ-বিক্ষেপ-হেতু তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সম্মুখেই বিরাজমান। এইরূপ প্রকট-প্রকাশেও ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ স্বপ্নাদির মত অনুভব হইলেও উহা অজ্ঞান-অধ্যস্ত নহে। তথাপি প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-হেতু অপ্রকটলীলায় তাঁহাদের অনুভব-সিদ্ধ যে নিত্য সংযোগ তাহার অনুসন্ধান থাকে না। এইজন্য প্রকট-প্রকাশে বিচ্ছেদের সময় শ্রীকৃষ্ণানুভবকে স্বপ্নতুল্য বলা হইয়া থাকে। কিংবা একাংশে (অপ্রকট-প্রকাশে) সংযোগ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

দৃশ্যমান শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠেও শ্রীগোবিন্দ বিরাজমান আছেন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা ; কিন্তু সেই যোগপীঠেও প্রাপঞ্চিকজনের দৃষ্টিতে শ্রীগোবিন্দ প্রতিমাকার ; আর স্বজনের দৃষ্টিতে সাক্ষাৎরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ যে শ্রীগোবিন্দকে এখনকার সাধারণ লোকে প্রতিমারূপী দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের নিজজন তাঁহাকেই সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

১৬৬। **পরং পরমকৌতুকী বিরহজাতভাবোর্মিতো,**
ব্রজস্য বিবিধেহিতং নিজ-মনোরমং বীক্ষিতুম্।
নিকুঞ্জকুহরে যথা ভবতি নাম সোঽন্তর্হিত,
স্তথা বিবিধলীলয়াপসরতি ছলাৎ কর্হিচিৎ॥

মূলানুবাদ

১৬৬। বলিব কি, শ্রীকৃষ্ণ পরম কৌতুকী, তাই ব্রজবাসীদিগের বিরহজাত ভাব-তরঙ্গমালায়শোভিত কোন নিজ গূঢ়তম মনোরম চেষ্টাসমূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-কুহরে মধ্যে মধ্যে অন্তর্হিতের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নানাপ্রকার ছল অবলম্বন পূর্বক প্রবাস ইত্যাদি ব্যপদেশে কখনও কখনও অন্তর্হিত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৬। ননু তর্হি কথং তত্রত্যানাং তেষাং বিরহদুঃখাদিকং শ্রূয়তে? সত্যম্ তচ্চ ক্রীড়াকৌতুকাদেবেত্যাহ—পরমিতি। ব্রজস্য তত্রত্যজনানাং বিরহাজ্জাতস্য ভাবস্য প্রেমবিশেষস্য ঊর্মিতঃ পরম্পরায়া হেতোঃ, পরমুৎকৃষ্টং কেবলং বা বিবিধম্ ঈহিতং চেষ্টিতং বীক্ষিতুং বিবিধলীলয়া যশ্ছলঃ কোঽপি মিষস্তস্মাদ্ধেত্তোঃ কর্হিচিৎ কদাচিৎ অপসরতি ব্রজজনদৃষ্টিতঃ পলায়তে। কথমিব? যথা বিবিধ লীলয়ৈব নিকুঞ্জানাং শ্রীবৃন্দাবনাদিলতাগৃহাণাং কুহরেঽভ্যন্তরে স কৃষ্ণো অন্তর্হিতো ভবতি। নাম প্রকাশ্যে। তথৈব তত্র হেতুঃ—পরমকৌতুকী, অতএব নিজং তদীয়ং মনো রময়তীতি তথা তৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৬। যদি বল, তাহা হইলে ব্রজবাসীদিগের বিরহ-দুঃখাদি কি জন্য শুনা যায়? সত্য, তাঁহাদের বিরহার্তি শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকৌতুক মাত্র। সেই পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ বিরহজাত ভাব-তরঙ্গসমূহ হইতে সেই ব্রজবাসীদিগের যে প্রকার পরমাদ্ভুত চেষ্টার উদ্গম হয়, তাহা নিজ মনোরম বলিয়া সেই পরমোৎকৃষ্টতম বিবিধ চেষ্টা বিশেষ নিরীক্ষণ করিবার জন্যই শ্রীবৃন্দাবনাদির লতা-গৃহের অভ্যন্তরে কখনও কখনও অন্তর্হিতের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

কখনও কখনও বা এক কুঞ্জ হইতে অন্য কুঞ্জে গমনের ন্যায় কিংবা নানাবিধ লীলাছলে ব্রজবাসীজনের সাক্ষাতেও পলায়ন করেন।

সারশিক্ষা

১৬৬। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসীদিগের প্রেম অদ্ভুত বিবর্তাকার ধারণ করে। মিলনে বহিরিন্দ্রিয়ের উৎসব, বিরহে কেবলই মনের উৎসব নহে, প্রত্যুত বহিরিন্দ্রিয় সকলও আপ্লাবিত হইয়া থাকে। বিরহাবস্থায় স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যায় এবং বাহিরের ইন্দ্রিয়বর্গ সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাকার প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মহাকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগরস আস্বাদনের নিমিত্ত সুদূর প্রবাসাদি গমন ব্যপদেশে অন্তর্ধানাদিলীলার আবিষ্কার করেন।

যদিও বিরহ ও মিলন উভয়ই প্রেমের কলেবর, তথাপি মিলন অপেক্ষা বিরহে প্রেম অধিকতর উচ্ছ্বসিত হয়। কারণ বিরহের সময় অন্তরে কেবল প্রিয়তমের অভাব-জনিত বেদনা জাগে বলিয়া আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু এই মহাসন্তাপের অন্তঃস্থলে এক অনির্বচনীয় আনন্দরস নিঃস্যন্দিত হইয়া বিরহীকে আপ্যায়িত করিয়া তুলে, তাহা না হইলে জীবনে প্রাপ্ত্যভিলাষ পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইত। এই বিরহ-মেঘের অন্তরালে যদিও সেই চপল চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ চপলার চকিত চমকের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া তাঁহাদের অসীম দুঃখরাশি বিদূরিত করেন, কিন্তু তাহাতে দর্শনাকাঙ্ক্ষা আরও শতগুণ বর্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপে তাঁহাদের জীবন আশার আলোকে ও নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে (প্রগাঢ় প্রেমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বিরহিনীগণকে) প্রিয়তমের সমধর্মাক্রান্ত করে ; কিন্তু তখনও বিরহিনীর কৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম ভঙ্গ হয় না, তাই তাঁহারা বিরহব্যথার অনুভব করেন এবং শেষে বিরহবেগবশতঃ 'প্রিয়ানুকরণরূপ' লীলা করেন ; কখনও বা গভীর শোকে মূর্ছাগ্রস্ত হইয়া থাকেন, পরন্তু এই বিরহজ প্রেম হলাহল সদৃশ হইয়াও পরম অমৃতরূপে স্বানুভবগম্য। এজন্য তাহা বাক্যে প্রকাশিত হয় না। তাদৃশ বিরহের পরিণাম দশায় উক্তি এই প্রকার—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বচন॥
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য ধরিবার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ)

১৬৭। মন্যেঽহমেবং পরমপ্রিয়েভ্যস্তেভ্যঃ প্রদেয়স্য সুদুর্লভস্য।
দ্রব্যস্য কস্যাপি সমর্পণার্হো, বদান্যমৌলের্ব্যবহার এষঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৭। আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করি যে, শ্রীকৃষ্ণ বদান্যগণের চূড়ামণি, সুতরাং পরমপ্রিয় সেই ব্রজবাসীগণকে কোন এক সুদুর্লভ বস্তু প্রদানের নিমিত্তই এই প্রকার অন্তর্ধানাদি লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (যেহেতু, বিরহে মিলন অপেক্ষাও অধিকতর ভগবৎ মাধুর্যের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। যদিও বাহিরে মহা আর্তিময় দুঃখের চিহ্ন সকল প্রকটিত হয়, তথাপি অন্তরে আনন্দের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।)

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৭। ননু তথাপি লবলেশমপি বিরহং সোঢুমসমর্থেষু তেষু তথা ব্যবহরণমনুচিতম্, তত্রাহ—মন্যে ইতি! কৈশ্চিত্তথা মন্যতে, অহন্তু এবং মন্যে ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—তেভ্যঃ ব্রজজনেভ্যঃ প্রকর্ষেণ দেয়স্য কস্যাপি পরমগোপ্যস্য দ্রব্যস্য পরমপ্রেমবিশেষাখ্যবস্তুনঃ সমর্পণং পাত্রসাৎকরণং, তদ্‌যোগ্য এষ এব উক্তপ্রকারোঽন্তর্ধানাদিরূপো ব্যবহারশ্চেষ্টা, বিরহেণৈব পরমপ্রেমবিশেষসম্পত্তেঃ। কুতঃ? দুর্লভস্য অন্যৈরন্যথা বা লব্ধুমশকাস্য। তথা চোক্তমুদ্ধবেন গোপীঃ প্রতি (শ্রীভা ১০।৪৭।২৭)—'সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগাঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—কর্তরি ষষ্ঠী, ভবতীভিরধোক্ষজে সর্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরে শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাত্মভাবঃ পরমৈকান্তিভক্তিঃ বিরহেণ হেতুনা অধিকৃতঃ অধিকারেণ পরমবশ্যতয়া দার্ঢ্যেন প্রাপ্তঃ। অতো হে মহাভাগা ইতি বদান্যমৌলেরিতি ; যস্মৈ কিয়দ্‌দ্রব্যং যথা দাতুমুপযুজ্যতে, তথা তস্মৈ তস্য দাতৃষু মধ্যে শ্রেষ্ঠতমস্যেত্যর্থঃ। অতএব সম্ভোগেঽপি তেষাং বিরহ এব পরিস্ফুরতীতি প্রথমোপাখ্যানান্তে নিরূপিতমস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৭। তথাপি বিরহের লবলেশ মাত্রও যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার অনুচিত। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অন্যে যাহা মনে করে করুক, কিন্তু আমি এইরূপ মনে করি যে, সেই বদান্য চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তম সেই ব্রজবাসীগণকে প্রকৃষ্টরূপে প্রদানযোগ্য কোন পরমগোপ্য

অর্থাৎ পরমপ্রেম-বিশেষাখ্য বস্তু সমর্পণ করিবার জন্যই উক্ত প্রকার অন্তর্ধানাদিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, বিরহজাত ভাববিশেষ হইতে সেই প্রকার পরমপ্রেম বিশেষের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব অন্যের দুর্লভবস্তু প্রদানের নিমিত্ত এবং সেই বস্তু বিশেষের অনুভাব প্রকটন নিমিত্ত, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার। ইহার প্রমাণ শ্রীউদ্ধব, তিনি স্বয়ং অনুভব করিয়া সেই মহাভাবময়ী গোপীগণকে বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগসকল! আপনারা অধোক্ষজে অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর শ্রীকৃষ্ণে পরমৈকান্তিকী ভাববিশেষ লাভ করিয়াছেন। যদিও সেই মহাভাবের বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই আপনাদের বশীভূত বা অধিকৃত, (কোন সময়েও বিচ্ছেদ নাই ;) তথাপি আপনাদের বিরহ দর্শন হইতেই আমি ভগবৎ-প্রেম যে কি বস্তু, তাহা অনুভব করিলাম। অতএব যাহার প্রতি যে দ্রব্য প্রদান করা উপযুক্ত, তাহার প্রতি তিনি সেই দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু, তিনি বদান্যগণের চূড়ামণি। অতএব সম্ভোগেও তাঁহাদের বিরহ স্ফূর্তি হইয়া থাকে, তাহা প্রথমোপাখ্যানে নিরূপিত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১৬৭। শ্রীভগবান সমাধিপরায়ণ যোগীগণের মানসগোচর হইয়া থাকেন, কিংবা সংযমশীল ভক্তিপরগণের নয়নগোচর হইয়া থাকেন ; কিন্তু বিরহের সময় ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি তদ্রূপ নহে, সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভাবের ন্যায়। শ্রীউজ্জ্বলে রূঢ়ভাবের অনুভাব-বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে—

শ্রীরাধিকা নিজ সখীকে বলিতেছেন, হে সখি! স্বপ্নের কথা দূরে থাক্, জাগরণ দশায় তোমার সখার অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ কর। যদি বল, তুমি বৃন্দাবনে, আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, অতএব কি প্রকারে তোমাদের মিলন হইল? সখি! ইহা আমার মনের ভ্রম নহে, কিন্তু অতি সত্য ঘটনা ; যেহেতু, তোমার সখা শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-পর্বতের বনপ্রদেশে আগমন করতঃ কৌতুকপরবশ হইয়া বারংবার কামকলা নৈপুণ্য বিস্তার করিতেছেন।

মোহাদির অভাবেও আপনাকে পর্যন্ত বিস্মরণ-হেতু রূঢ়ভাবের বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং এই প্রাদুর্ভাবও সাক্ষাৎকার সদৃশ। আবার শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ বিলাসাদির অনুভব হইয়া থাকে। যথা শ্রীচৈঃ চঃ—

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই মধুপুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্তি॥

মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর॥

মিলনেও বিরহের দৃষ্টান্ত—রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন, তখন শ্রীরাধিকার প্রগাঢ় ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে এতই আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে, তাঁহার আর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার এই পরম দাক্ষিণ্যময় নায়কগুণাবলী একসঙ্গে ধারণা করিবার শক্তি রহিল না। কাজেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণের গুণেই পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া বিরহবিধুরা হইয়া গেলেন। এইরূপে নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আর প্রেমরসাস্বাদন-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার এই প্রকার প্রেমবৈচিত্ত্য দেখিয়া প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে এই পরমাদ্ভুত বিরহভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন। আর মনে করিলেন, শ্রীরাধাপ্রেমের কি অপার মহিমা!

১৬৮। **যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।**
অধঊর্ধ্বতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্॥

মূলানুবাদ

১৬৮। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মাথুর-ব্রজভূমিতে ক্রীড়া করেন, এই গোলোকেও সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এইজন্য লীলাংশে কোন ভেদ নাই। কেবল ঊর্ধ্ব ও অধঃরূপেই গোলোক ও গোকুলের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৮। এবং প্রস্তুতস্য শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যস্যৈব নিরূপণায়োপন্যস্তং ভৌম-গোকুলমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গমুপসংহরন্ উক্তেনৈব তদ্গোকুলচরিতেন শ্রীগোলোকবর্তি-চরিতমপ্যতিদিশতি—যথেতি। তস্যাং মাথুরব্রজসম্বন্ধিনাং ভূমৌ, স ভগবান্! অতএব অনয়োর্ভৌমমাথুরগোকুলস্য গোলোকস্য চেত্যেতয়োর্দ্বয়োঃ কেবলমধ-ঊর্ধ্বতয়া ভূর্লোকবর্তিত্বেন তস্যাধস্তয়া বৈকুণ্ঠোপরি বর্তমানত্বেন চাস্যোর্ধ্বতয়া ভেদঃ কল্প্যেত, ন চ বস্তুতো বিচারেণ বিশেষোঽস্তীত্যর্থঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৮। এইরূপ ব্রজবাসীদিগের মহত্ব বর্ণন সমাপন করিয়া এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অর্থাৎ গোলোক-মাহাত্ম্য নিরূপণের জন্য যে ভৌম গোকুল-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার উপসংহারে উক্ত গোকুল-চরিত্র দ্বারাই গোলোক-চরিত্রের অতিদেশ করিতেছেন। সেই মাথুর-ব্রজসম্বন্ধিভূমিতে শ্রীভগবান যেরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, গোলোকেও সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব কেবল ঊর্ধ্ব ও অধোভেদেই ভৌম-মাথুর-গোকুল ও গোলোকের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবল ভূলোকবর্তি বলিয়া অধঃ বলা হয় এবং বৈকুণ্ঠোপরি বর্তমান বলিয়া ঊর্ধ্ব বলা হয় ; কিন্তু বস্তু বিচারে কোন ভেদ নাই।

১৬৯। কিন্তু তদ্ব্রজভূমৌ স ন সর্বৈর্দৃশ্যতে সদা।
তৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সার্ধমশ্রান্তং বিলসন্নপি॥

১৭০। শ্রীসুপর্ণাদয়ো যদ্বদ্বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদাঃ।
গোলোকে তু তথা তেঽপি নিত্যপ্রিয়তমা মতাঃ॥

১৭১। তে হি স্ব-প্রাণনাথেন সমং ভগবতা সদা।
লোকয়োরেকরূপেণ বিহরন্তি যদৃচ্ছয়া॥

মূলানুবাদ

১৬৯। যদ্যপি সেই ব্রজভূমিতে শ্রীনন্দাদি পরিকরগণের সহিত বিলসিত শ্রীভগবান সর্বদা লীলা করিতেছেন, তথাপি এই লীলা সর্বদা সকলের নয়ন গোচর হয়েন না।

১৭০। বৈকুণ্ঠে যেরূপ শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ শ্রীগরুড় প্রভৃতি বিরাজমান রহিয়াছেন, গোলোকেও সেইরূপ শ্রীনন্দাদি তাঁহার প্রিয়তম নিত্য পার্ষদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

১৭১। সেই শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণ গোলোকে ও গোকুলে উভয়ত্রই একরূপে নিজ নিজ প্রাণনাথের সহিত সর্বদা স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৯। ননু কথং তর্হি তৎক্রীড়াদিকং তত্র কিমপি নানুভূয়তে? তত্রাহ কিন্ত্বিতি। তস্যাং ব্রজভূমৌ স শ্রীনন্দনন্দনস্তৈরেব সুপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সহ ক্রীড়ন্নপি সর্বৈর্জনৈঃ সদা তত্র ন দৃশ্যতে, কিন্তু কস্মিংশ্চিদ্দ্বাপরযুগান্তে সর্বৈরপি দৃশ্যতে ; অন্যদা চ কদাচিৎ কেনচিদেব পরমৈকান্তিবরেণেত্যর্থঃ। গোলোকে চ সর্বদা সর্বৈরেব তত্র গতৈর্দৃশ্যত ইতি। কিন্তু-শব্দোক্তবিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥

১৭০। ননু শ্রীনন্দাদয়স্তে ভৌমমাথুরগোকুলবাসিন এব ; তৎ কথং গোলোকেঽমুত্র সদা বর্তন্তে? তত্রাহ—শ্রীসুপর্ণেতি দ্বাভ্যাম্। তে শ্রীনন্দাদয়োঽপি॥

১৭১। হি যস্মাত্তে শ্রীনন্দাদয়ঃ, লোকয়োর্ভৌমগোকুল-বৈকুণ্ঠোর্ধ্ব-গোলোক-রূপয়োর্দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ একরূপেণ অভেদেন যদৃচ্ছয়া স্বাচ্ছন্দ্যেন ভগবতা সমং সদা বিহরন্তি। কীদৃশেন? স্বপ্রাণানাং নাথেনেশ্বরেণেতি পরমানন্দবিশেষলাভস্তেষাং দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৯। যদি বল, তাহা হইলে সেই ভৌম ব্রজে সেই সকল ক্রীড়াদি সর্বদা নয়ন-

গোচর হয় না কি জন্য? তাহাতেই বলিতেছেন, 'কিন্তু' ইত্যাদি। কিন্তু যদিও সেই ব্রজভূমিতে শ্রীনন্দনন্দন স্বকীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিকর শ্রীনন্দাদির সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিতেছেন, তথাপি সর্বদা সকলের নয়নগোচর হয়েন না। কিন্তু কোন দ্বাপর যুগের শেষে সকলেরই দৃশ্য হইয়া থাকেন। অন্য সময়েও কদাচিৎ কোন পরম ঐকান্তিকবর-কর্তৃক দৃশ্যমান হয়েন ; কিন্তু গোলোকে সেই ক্রীড়াদি সর্বদাই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন। 'কিন্তু' শব্দে উক্ত বিশেষ জানিবে।

১৭০। যদি বল, শ্রীনন্দাদি পরিকরসকল ভৌম মাথুর-গোকুলবাসী, তাঁহারা কিরূপে গোলোকে সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন? তাহাতেই 'শ্রীসুপর্ণাদয়ো' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠে যেরূপ শ্রীগরুড় প্রভৃতি শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদরূপে সর্বদা অবস্থান করেন, গোলোকেও সেইরূপ শ্রীনন্দাদি নিত্য প্রিয়তম পরিকররূপে সর্বদা অবস্থান করেন।

১৭১। অতএব সেই শ্রীনন্দাদি ভৌম গোকুলে ও বৈকুণ্ঠোপরি গোলোকে একরূপে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন। কি প্রকারে? স্বপ্রাণনাথ রূপে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী-ভাবরূপপরমানন্দ-অনুভবকারী সেই শ্রীনন্দাদি পরিকর সকলের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্যই বিদ্যমানতা দেখা যায়। এতদ্বারা তাঁহাদের পরমানন্দ-বিশেষ লাভ প্রদর্শিত হইল।

সারশিক্ষা

১৭১। ভৌম গোকুলের অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ যাবৎ নিগূঢ়রূপে বিহার করেন, তাবৎ তাঁহার পরিকরগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তাঁহারাও তখন প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপেই স্বয়ং ভগবান, তাঁহার পরিকর সকলও তদ্রূপ গোপরূপেই নিত্য পরিকর। আবার প্রকটলীলা সমাপ্ত হইলে শ্রীনন্দাদি নিত্য পরিকরসকল (এমন কি, তত্রত্য পশুপক্ষী ও মৃগাদি) গোকুল লীলার অপ্রকট-প্রকাশে (গোলোকে) প্রবেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ এই যে, অপ্রকট-প্রকাশ কেবল লীলা-পরিকরগণই দর্শন করিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই দর্শন করিতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা-দর্শনে যোগ্য ব্যক্তিই দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব লীলার বিভুত্ব-হেতু দ্রষ্টাগত দৃশ্য-অদৃশ্যরূপে লীলার প্রকট ও অপ্রকট-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক সর্বব্যাপী বলিয়া তাহার প্রপঞ্চগত প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবন এবং অপ্রপঞ্চগত প্রকাশ গোলোক। তাহার মধ্যে প্রকটলীলা প্রযুক্ত শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্যময় এবং অপ্রকট লীলা প্রযুক্ত শ্রীগোলোক পরম বৈভবময়।

১৭২। শ্রীগোলোকং গন্তুমর্হন্ত্যুপায়ৈ,-
র্য দৃগ্‌ভিস্তং সাধকাস্তাদৃশৈঃ স্যুঃ।
দ্রষ্টুং শক্তা মর্ত্যলোকেঽপি তস্মিং,-
স্তাদৃক্‌ক্রীড়ং সুপ্রসন্নং প্রভুং তম্॥

মূলানুবাদ

১৭২। যাদৃশ উপায়সমূহ দ্বারা সাধক শ্রীগোলোকে গমন করিতে পারেন, তাদৃশ উপায়সমূহ দ্বারাই মর্ত্যলোকে প্রকটিত মাথুর-গোকুলে তাদৃশ ক্রীড়ারত প্রভু শ্রীনন্দকিশোরের পরম প্রসাদ তথা সেই প্রকার লীলা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭২। ননু তর্হি তত্রৈব গত্বা ময়া যথেষ্টং নিজদেবোঽসৌ যত্নাদন্বিষ্য দৃশ্যতাম্? তত্রাহ—শ্রীগোলোকমিতি তমুক্তলক্ষণং শ্রীমন্তং গোলোকং যাদৃগ্‌ভিরুপায়ৈঃ সাধনৈঃ সাধকা গন্তুং প্রাপ্তুমর্হন্তি, যোগ্যা ভবন্তি, শক্নুবন্তীতি বা। সাধকা ইত্যনেন শ্রীনন্দাদয়ো ব্যবচ্ছেদিতাঃ, তেষাং নিত্যপ্রিয়তমত্বেন তত্রৈব সদা নিবাসাৎ। তাদৃশৈরেবোপায়ৈর্মর্ত্যলোকবর্তিন্যপি তস্মিন্ মাথুরগোকুলে তং প্রভুং শ্রীনন্দকিশোরম্, তত্র চ তাদৃক্ উক্তপ্রকারকা ক্রীড়া যস্য তং তথাভূতম্, তত্রাপি সুপ্রসন্নং নিজপরমপ্রসাদবিশেষাভিমুখং দ্রষ্টুং শক্তাঃ স্যুর্ভবেয়ুঃ। অত্র চ তাদৃশক্রীড়মিত্যনেন যদি বা কদাচিৎ কোঽপি কথঞ্চিত্তত্র তং পশ্যতু, তথাপি তৈস্তৈঃ পরিবারৈঃ সমং তত্তৎক্রীড়ারতং ন পশ্যেদিতাভিপ্রায়ঃ। তথা সুপ্রসন্নমিত্যনেন চ কদাচিদ্বা তাদৃশক্রীড়মপি পশ্যতু, তথাপি যেন সদা তং তাদৃশং পশ্যেদ্‌যেন চ তৎপরিজনগণমধ্যে প্রবিশ্য তেন সহ যথেচ্ছং বিহর্তুমর্হতি, তৎ প্রসাদবিশেষং ন লভেতেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭২। যদি বল (উভয় লোকেই যদি একরূপে স্বপ্রাণনাথের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করা যায়), তবে যত্নপূর্বক সেই মর্ত্যলোকস্থ গোকুলে গমন করিয়াই নিজ ইষ্টদেবকে স্বচ্ছন্দে দর্শন করাই কর্তব্য? তাহাতেই বলিতেছেন, 'শ্রীগোলোক' ইত্যাদি। যাদৃশ উপায় (সাধন)সমূহ দ্বারা সাধকসকল উক্ত লক্ষণান্বিত শ্রীমান্

গোলোকে গমন করিতে পারেন, তাদৃশ সাধনসমূহ দ্বারাই মর্ত্যলোকবর্তি মাথুর-গোকুলে তাদৃশ ক্রীড়ারত প্রভু শ্রীনন্দকিশোরকে সুপ্রসন্ন অর্থাৎ নিজ পরম প্রসাদবিশেষে অভিমুখ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এখানে 'সাধকসকল' বলায় নিত্যসিদ্ধ শ্রীনন্দাদির ব্যবচ্ছেদ হইতেছে। যেহেতু, তাঁহারা নিত্য প্রিয়তম-রূপে তথায় সর্বদা বাস করিতেছেন। আর ''তাদৃশ উপায়সমূহ দ্বারা মর্ত্যলোকবর্তি মাথুর-গোকুলে ক্রীড়ারত শ্রীনন্দকিশোরকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।" এই বাক্যের দ্বারা যদি বা কদাচিৎ (অধিক প্রেমবশতঃ) উক্ত প্রকারে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তথাপি পরিবার বেষ্টিতরূপে দেখিতে পান না। যদিও কোন সময়ে কেহ (ততোধিক প্রেমবশতঃ) পরিবার সমন্বিত প্রভুকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তথাপি পরিবার সমন্বিত এবং তাদৃশ ক্রীড়ারতরূপে অবলোকন করেন না। (যদিও প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সুলভ, তথাপি তাদৃশ ক্রীড়ারত পরিবারসহ তাঁহার দর্শন সুদুর্লভ) আর 'সুপ্রসন্ন' শব্দ দ্বারা যদিও কদাচিৎ কেহ তাদৃশ ক্রীড়ারতরূপেই অবলোকন করিয়া থাকেন, তথাপি যেরূপে সর্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার পরিজন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে পারা যায়, তাদৃশ প্রসাদবিশেষ লাভ করিতে পারা যায় না।

সারশিক্ষা

১৭২। যে সাধনের দ্বারা গোলোকে গমন করা যায়, সেই সাধনের দ্বারাই মর্ত্যলোকবর্তি গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মর্ত্যলোকবর্তি গোকুলে গমন করিবামাত্র সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ হয় না। পরন্তু প্রকট লীলাকালে তথায় গমন করিবামাত্র সকলেরই শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ হইয়া থাকে। অন্য সময়েও কদাচিৎ কাহারও শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ ঘটিতে পারে। প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইলেও ক্রীড়ারত প্রভুর দর্শন লাভ হয় না। যদিও অধিক প্রেমবশতঃ ক্রীড়ারত প্রভুর দর্শন হইতে পারে, কিন্তু পরিবারবেষ্টিত প্রভুর দর্শন হয় না। যদিও বা ততোধিক প্রেম-হেতু পরিবার সমন্বিত প্রভুর দর্শন লাভ হয়, তথাপি তাঁহার পরিবারগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে না বা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে যথাযোগ্য বিহারাদি করিতেও পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপায় তাঁহার প্রিয়তম রসিক ভক্তের কৃপারাশিবলেই কাহারও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

১৭৩। তাত তাদৃশ গোপালদেব-পাদসরোজয়োঃ।
বিনোদমাধুরীং তাং তামুৎসুকোঽসীক্ষিতুং কথম্॥

১৭৪। সত্যং জানীহি রে ভ্রাতস্তৎপ্রাপ্তিরতিদুর্ঘটা।
তৎসাধনঞ্চ নিতরামেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ॥

১৭৫। প্রাণিনঃ প্রায়শঃ শূন্যা হিতাহিতবিবেচনৈঃ।
নরা বা কতিচিত্তেষু সন্ত্বাচারবিচারিণঃ॥

মূলানুবাদ

১৭৩। হে তাত! তাদৃশ শ্রীগোপালদেবের পদকমলযুগলের সেই প্রকার লীলা-বিনোদ-মাধুরী কিরূপে অবলোকন করিতে উৎসুক হইতেছ?

১৭৪। হে ভ্রাত! ইহা সত্য বলিয়া জান, গোলোক প্রাপ্তি অতীব দুর্ঘট এবং সেই গোলোক প্রাপ্তির সাধনও তদনুরূপ কঠিন, আমি এইরূপই নিশ্চয় করিয়াছি।

১৭৫। প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতাহিত-বিবেকশূন্য, তন্মধ্যে মনুষ্যগণই হিতাহিত-বিবেকবিশিষ্ট আর সেই মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সদাচারসম্পন্ন বিচারবান হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭৩। হে তাতেতি—পরমদুর্লভতরার্থবিষয়কোৎকণ্ঠাভরতশ্চাপল্যমত্যা সোৎকণ্ঠ-(সোল্লুণ্ঠ) সম্বোধনম্। তাং তামুক্তপ্রকারাং পরমদুর্দর্শাং বা॥

১৭৪। ননু ভবাদৃশানাং মহতামনুগ্রহেণ কিং নাম ন সিধ্যেৎ? তত্রাহ—সত্যমিতি। তস্য শ্রীগোলোকস্য প্রাপ্তিঃ অতিদুর্ঘটা পরমদুঃসাধ্যা ; তস্য শ্রীগোলোকস্য তস্যা বা তৎপ্রাপ্তেঃ সাধনঞ্চ উপায়ঃ নিতরামত্যন্তং দুর্ঘটম্। মে মম এষ পরমো নিশ্চয়ঃ। অতো মাদৃশাং কৃপাশক্ত্যা তৎসিদ্ধির্ন স্যাদিতি তস্যোৎ-কণ্ঠাতিশয়বৃদ্ধয়ে পরমদৌর্লভ্যমভিপ্রেতম্॥

১৭৫। দুর্ঘটত্বমেব বিবৃত্য দর্শয়তি—প্রাণিন ইতি পঞ্চভিঃ। হিতাহিত-য়োর্বিবেচনৈঃ শূন্যা রহিতাঃ পশুপক্ষি-কীটাদয়ঃ, প্রায়শঃ ইতি তেষামেব বাহুল্যাৎ। তেষু প্রাণিষু মধ্যে নরা মনুষ্যা বা হিতাহিতবিবেকবন্তো ভবন্তু, তথাপি তেষু সদাচারবন্তো বিচারবন্তশ্চ কতিচিদেব ভবন্তি সন্তু বা ; তাদৃশা অপি কতিচিদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৩। হে তাত! (শ্রীগোপকুমারের পরম দুর্লভতর অর্থ-বিষয়ে উৎকণ্ঠাতিশয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীনারদজীও চঞ্চল হইলেন, এই উৎকণ্ঠাবশতঃ বলিলেন, হে তাত!) উক্ত প্রকার পরম দুর্লভ ইত্যাদি।

১৭৪। যদি বল, আপনাদের ন্যায় মহৎগণের অনুগ্রহে কি না সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ! সত্যই, সেই শ্রীগোলোক প্রাপ্তি অতীব দুর্ঘট, পরম দুঃসাধ্য ; আর সেই শ্রীগোলোক প্রাপ্তির সাধনও অত্যন্ত দুর্ঘট—আমি এইরূপই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি। অতএব আমাদের কৃপাশক্তিতে তাহা সিদ্ধ হইবে না। (শ্রীনারদজীর) এই উক্তির তাৎপর্য—যতই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইবে, ততই কৃপাশক্তিও লাভ হইবে। অতএব পরম দুর্লভ বিষয়ে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

১৭৫। সেই দুর্ঘটত্বের হেতু প্রদর্শনের জন্য 'প্রাণিনঃ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সংসারে পশু, পক্ষী, কীটাদি, প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতাহিত-বিবেক-রহিত, সেই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যগণই হিতাহিত-বিবেক-বিশিষ্ট, তথাপি সেই মনুষ্যগণের মধ্যেও কতিপয় মনুষ্য সদাচারবান ও বিচারবান হইয়া থাকেন।

১৭৬। দৃশ্যন্তেঽথাপি বহ্বস্তেঽর্থকামপরায়ণাঃ।
স্বর্গসাধকধর্মেষু রতাস্তু কতিচিৎ কিল॥

১৭৭। তেষাং কতিপয়ে স্যুর্বা রতা নিষ্কামকর্মসু।
তথাপ্যরাগিণস্তেষাং কেচিদেব মুমুক্ষবঃ॥

১৭৮। তেষাং পরমহংসা যে মুক্তাঃ স্যুঃ কেচিদেব তে।
কেচিন্মহাশয়াস্তেষু ভগবদ্ভক্তিতৎপরাঃ॥

১৭৯। শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদপদ্মৈকসৌহৃদে।
রতাত্মানো হি নিতরাং দুর্লভাস্তেষ্বপি ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

১৭৬। তথাপি দেখা যায় যে, ঐ সকল সদাচার-পরায়ণ মনুষ্যের মধ্যেও অনেকেই অর্থ ও কাম-পরায়ণ, কদাচিৎ কেহ ধর্ম-কর্মে রত হইয়া থাকেন, আবার ঐ ধর্ম-কর্মও প্রায়শঃ স্বর্গ সাধক হইয়া থাকে।

১৭৭। সেই ধর্মরত মনুষ্যগণ মধ্যে অল্প লোকই নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ অরাগী অর্থাৎ বাহ্যে বৈরাগ্যপর হয়েন, কেহ বা অন্তর্বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া থাকেন।

১৭৮। তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরমহংস কেহ বা জীবন্মুক্ত বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সেই সিদ্ধ মুক্তগণ মধ্যে কোন কোন মহাশয় ভগবদ্ভক্তিপর হইয়া থাকেন।

১৭৯। আর সেই ভগবদ্ভক্তিপর মহাত্মাগণের মধ্যে শ্রীমন্ মদনগোপাল-পাদপদ্মের একমাত্র সৌহার্দবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্লভ। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭৬। তথাপি তে আচারবিচারিণো নরাঃ, অর্থকাম পরায়ণা ধনৈশ্বর্য-ভোগরতা বহবো দৃশ্যন্তে, ন তু ধর্মপরা ইত্যর্থঃ। সন্তু বা কেচিদ্‌ধর্মপরাস্তথাপি যশোলিপ্সাদিনৈব ধর্মমাচরন্তি, ন তু স্বর্গপ্রাপ্ত্যর্থম্, লোকেষু তত্তৎকীর্তনাদিদর্শনাৎ। অতঃ কতিচিদল্প এব কিল নিশ্চিতং স্বর্গপ্রাপকধর্মেষু রতা ইত্যর্থঃ॥

১৭৭। মোক্ষেচ্ছবশ্চ ততোঽল্প এবেত্যাহ—তেষামিতি। ধর্মরতানাং কতিপয়ে নিষ্কামকর্মসু রতা বা স্যুঃ, তথাপি তেষাং নিষ্কামকর্মরতানাং মধ্যে কেচিদেব

অরাগিণঃ অন্তর্বৈরাগ্যবন্তঃ, অতএব মুমুক্ষবঃ স্যুঃ। যদ্যপি নিষ্কাম-কর্মরতত্বেনৈবা-রাগিত্বং সিধ্যেত্তথাপি সাক্ষাৎ কামত্যাগেন পরমমহাফলং ভবেদিতি কেষাঞ্চিদন্তস্তত্র রাগোঽপি সম্ভবেদিতি, ততো ভেদেনারাগিণ ইত্যুক্তম্॥

১৭৮। তেষাঞ্চ মধ্যে কেচিদেব হংসাখ্যা যোগাভ্যাসনিষ্ঠাঃ, তেষাঞ্চ কেচিদেব পরমহংসাঃ প্রাপ্তাত্মতত্ত্বাঃ, ত এব কেচিন্মুক্তাঃ স্যুঃ ; তেষ্বপি চ কেচিজ্জীবন্মুক্ততয়া বর্তমানাঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জানা দৃশ্যন্তে ; কেচিদেব সিধ্যন্তীতি জ্ঞেয়ম্। তেষু চ সিদ্ধমুক্তেষু মধ্যে কেচিদেব ভগবতো ভক্তৌ তৎপরা ভবন্তি, তদ্ভক্তিং বিনা অন্যৎ কিমপি নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যতো মহাশয়াঃ সূক্ষ্মবুদ্ধয়ঃ গভীরাভিপ্রায়া বা, ভগবদনুগ্রহেণ তুচ্ছীকৃতমোক্ষত্বাৎ। যদ্বা, অতএব মহাশয়াঃ ভক্তিরসৈকলম্পটত্বাদিতি। তথা চ শ্রীপরীক্ষিতোক্তং ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।১৪।৩-৫)—'রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥ প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' ইতি। অত্র চ প্রশান্তাত্মেতি স্বরূপনির্দেশমাত্রং তস্যৈব সর্বথা প্রকৃষ্টশান্তিময়-স্বভাবত্বাৎ॥

১৭৯। তেষু ভক্তিতৎপরেষ্বপি, তদপি তত্র তেনৈবোক্তম্ (শ্রীভা ৬।১৪।৬)—'বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্বলোকোপতাপনঃ। ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে॥" ইতি। অস্যার্থঃ তত্রাপি কৃষ্ণে কথং দৃঢ়মতিরাসক্তচিত্ত আসীদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৬। তথাপি দেখা যায় যে, সেই সকল আচারবান ও বিচারবান মনুষ্যের মধ্যেও বহুলোকই অর্থকাম-পরায়ণ, অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য ভোগ-বিলাসে রত হইয়া থাকেন, ধর্মপর হয়েন না। যদি বা কেহ কেহ ধর্মপর হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তথাপি যশোলিপ্সাদির জন্যই ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন ; স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধর্মাচরণ করেন না। অতএব অতি অল্পলোকই স্বর্গ-প্রাপক ধর্মে রত হইয়া থাকেন।

১৭৭। এই প্রকার ধর্মরত মনুষ্যগণ মধ্যেও অতি অল্পলোকই নিষ্কাম ধর্মে রত হইয়া থাকেন ; তথাপি সেই নিষ্কাম ধর্মরত মনুষ্যগণ মধ্যেও কদাচিৎ কেহ অরাগি, অর্থাৎ অন্তর্বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া থাকেন। যদ্যপি নিষ্কাম ধর্মরত বলিলেই অরাগিত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি সাক্ষাৎ কামত্যাগেই পরম মহাফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বৈরাগ্যযুক্ত অথচ কর্মে রত, তাঁহাদেরই

অন্তরে রাগোদয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে। এইজন্যই পৃথকরূপে 'অরাগি'র ভেদ নির্দেশ করিলেন।

১৭৮। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হংসাখ্য অর্থাৎ যোগাভ্যাসনিষ্ঠ, কেহ কেহ পরমহংস অর্থাৎ প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব ; আবার তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ মুক্ত বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন। এই মুক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্ত অবস্থার বর্তমান বলিয়া প্রারব্ধসকল ভোগান্তে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সিদ্ধ মুক্তগণ মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি-তৎপর হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই ভক্তি বিনা অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। যেহেতু, তাঁহারা মহাশয় অর্থাৎ গম্ভীরাশয় ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন। কিংবা ভগবদনুগ্রহবলেই মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়া বোধ করেন। ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—"সংসারে পার্থিব ধূলিকণার মত অসংখ্য প্রাণী আছে, কিন্তু উহার মধ্যে কতিপয় প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্যমাত্র ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। আবার তাহাদের মধ্যেও কতিপয় মাত্র মুমুক্ষু। এইরূপ সহস্র সহস্র মুমুক্ষুর মধ্যে কোন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত, কোন ব্যক্তি বা প্রাপ্তমোক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধ হন। হে মহামুনে! এইরূপ কোটি কোটি জীবন্মুক্ত সিদ্ধদিগের মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতীব দুর্লভ।" অতএব 'প্রশান্তাত্মা' নারায়ণপরগণের স্বরূপ নির্দেশ-হেতু সর্বদা তাঁহাদের শান্তিময় স্বভাব জানিবে।

১৭৯। সেই ভক্তি-তৎপর মহাশয়গণ মধ্যেও শ্রীমন্ মদনগোপাল-পাদপদ্মৈক সৌহার্দবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্লভ। ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন, 'পাপাচারী সর্বলোক-পীড়ক সেই বৃত্রাসুর ঘোরতর সংগ্রাম সময়েও কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ দৃঢ় ভক্তিযোগে আসক্ত-চিত্ত ছিলেন?'

১৮০। এবং তত্তৎসাধনানাং রীতিরপ্যবগম্যতাম্।
তজ্জ্ঞাপকানাং শাস্ত্রাণাং বচনানাঞ্চ তাদৃশী॥

মূলানুবাদ

১৮০। এই প্রকার সাধকের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের সাধনরীতিরও উত্তরোত্তর অল্পতা জানিতে হইবে এবং শাস্ত্র-বচন সকলেরও তদ্রূপ বিরলত্ব জানিতে হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮০। তেষাং তেষামর্থকামধর্মমোক্ষ-ভক্ত্যাদীনাং যানি সাধনানি তেষামপি ; এবমুক্তপ্রকারেণ উত্তরোত্তরমল্পতয়েত্যর্থঃ। রীতিঃ ক্রমঃ প্রকারো বা, অবগম্যতাং বুধ্যতাম্। অর্থকাময়োঃ কায়বাঙ্‌মনসো বিবিধব্যাপারজাতাদিসাধনেভ্যো ধর্মসাধনানাং শাস্ত্রবিধিনিয়মেনাল্পত্বাৎ তেভ্যোঽপি সদাচারদানতীর্থব্রতাদিরূপেভ্যোঽষ্টাঙ্গযোগাদের্মোক্ষসাধনস্য দুর্লভত্বেনাল্পকত্বাৎ। ততোঽপি পরমগোপ্যত্বেন শ্রবণাদের্ভক্তিসাধনস্য স্বল্পকত্বাদিতি দিক্। অতএব তেষামুক্তানাং সাধ্যসাধনানাং যানি জ্ঞাপকানি শাস্ত্রাণি বেদাদীনি, তেষাং যানি বচনানি উক্তয়স্তেষাম্ ; যদ্বা, শাস্ত্রাণাঞ্চ গ্রন্থানাং তথা তেষ্বপি তজ্জ্ঞাপকানি যানি বচনানি তেষাঞ্চ তাদৃশী সাধনরীতিঃ সদৃশ্যেব রীতিরবগম্যতাম্। অর্থকামশাস্ত্রাৎ ধর্মশাস্ত্রস্যাল্পত্বাৎ, ততোঽপি গূঢ়ত্বেন মোক্ষশাস্ত্রস্যাল্পত্বাৎ, ততোঽপি পরমগোপ্যতয়া ভক্তিশাস্ত্রস্য স্বল্পতরত্বাৎ, তত্রাপি পরমদুর্ল্লভত্বেন শ্রীনন্দনন্দনচরণারবিন্দ-প্রেমপর-শাস্ত্রস্যাত্যন্তাল্পকত্বাৎ, তথা তত্র তত্রৈব সাক্ষাত্তত্তৎপরমবচনানামপি যথোত্তরমল্পকত্বাদিতি দিক্। এবং সাধনানাং তদ্বোধকানাং গ্রন্থানাং তদ্বচনানামপি স্বল্পত্বেন ভক্তেঃ পরমদুঃসাধতা তথা শ্রীমদনগোপালদেবপাদপদ্মবিষয়কপ্রেমবিশেষপরতায়াশ্চ নিতরাং দর্শিতা। ইত্থং তদেকলভ্যস্য শ্রীগোলোকস্য পরমদুর্ঘটত্বমুপপাদিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮০। সেই সেই অর্থ, কাম, ধর্ম, মোক্ষ ও ভক্তি আদি সাধন সকলের উত্তরোত্তর অল্পতা জানিবে। আর উক্ত প্রকার সাধনের জ্ঞাপক শাস্ত্র সকলের এবং শাস্ত্রবচন সকলেরও উত্তরোত্তর অল্পতা জানিবে। যেমন অর্থ কামের জন্য কায়, বাক্য ও মনের বিবিধ ব্যাপারজাত সাধনসমূহ। আবার তাহা হইতেও ধর্ম-সাধন

জন্য শাস্ত্রবিধিরূপ নিয়মাদি পালন অর্থাৎ সদাচার, দান, তীর্থ পর্যটন ও ব্রতাদি পালনরূপ সাধনসমূহের অল্পতা জানিবে। আর তাহা হইতেও মোক্ষের সাধন অষ্টাঙ্গ যোগাদি ক্রমশঃ দুর্লভত্ব-হেতু অল্পতর। তাহা হইতেও পরম গোপ্যত্ব-হেতু শ্রবণাদি ভক্তির সাধন অতি অল্পতর। অতএব সেই সেই সাধ্য ও সাধনসকলের এবং তজ্জ্ঞাপক বেদাদি শাস্ত্রসকলের এবং তদনুরূপ বচনসকলেরও উক্ত রীতি অনুসারে পর পর অল্পতা জানিবে। অথবা সেই সকল শাস্ত্র বা গ্রন্থ মধ্যে সাধন-জ্ঞাপক বাক্যসমূহ এবং সেই প্রকার সাধন রীতিরও উত্তরোত্তর অল্পতা জানিবে। যেমন অর্থকাম সাধ্য-সাধনজ্ঞাপক শাস্ত্র সকল হইতে ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্র অল্প। আর তাহা হইতেও গূঢ়ত্ব-হেতু মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র অল্পতর। আবার তাহা হইতেও ভক্তিশাস্ত্র পরম গোপ্য বলিয়া অতি স্বল্পতর ; তন্মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-প্রেমপর শাস্ত্রের অত্যন্ত অল্পতা ও পরম দুর্লভত্ব জানিবে। এই প্রকারে সাধনসকলের এবং সেই সেই সাধনবোধক গ্রন্থ সকলের ও সেই সেই সাধ্য-সাধন প্রতিপাদক পরম বচনসকলের অল্পত্ব-হেতু ভক্তির পরম দুঃসাধ্যতা জানিবে। তন্মধ্যে আবার শ্রীমদনগোপালদেব-পাদপদ্মবিষয়ক প্রেমবিশেষপরতা যে কিরূপ পরম দুঃসাধ্য, তাহা উক্ত প্রকার বিচার রীতি দেখিয়াই অনুমান কর। এইজন্যই বলিতেছি ; ইহার দ্বারা শ্রীগোলোকেরই পরম দুর্ঘটত্ব প্রতিপাদিত হইল।

১৮১। তত্রাপি যো বিশেষোঽন্যঃ কেষাঞ্চিৎ কোঽপি বর্ততে।
লোকানাং কিল তস্যাহমাখ্যানেনাধিকারবান্॥

মূলানুবাদ

১৮১। তথাপি শ্রীমদনগোপাল-চরণকমলে সৌহার্দবিশিষ্ট সেই মহাত্মাগণের মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু বিশেষ আছে, সেই বিশেষ ভাব বর্ণনে আমি অধিকারী নহি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮১। শ্রীনন্দনন্দনপাদপদ্ময়োঃ প্রেমভক্তানামপি মধ্যে শ্রীগোপিকাসদৃশ-ভাববন্তস্তু পরমদুর্লভতরা ইত্যাশয়েনাহ—তত্রাপীতি। শ্রীমদনগোপালপাদ-পদ্মৈকসৌহৃদেঽপি কেষাঞ্চিল্লোকানাং জনানাং সম্বন্ধী যঃ কোঽপ্যন্যো বিশেষো ভেদো বৈশিষ্ট্যং বাস্তি, তস্য বিশেষস্যাখ্যানেন কথনেন নাহমধিকারী ভবামি। তস্য পরমমহারহস্যতা পরমান্ত্যকাষ্ঠাগতত্বাৎ। কিলেতি বিতর্কে নিশ্চয়ে বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮১। শ্রীনন্দনন্দন-পাদপদ্মযুগলে প্রেমভক্তসকলের মধ্যেও শ্রীগোপিকাসদৃশ-ভাববন্ত পরম দুর্লভতর, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'তত্রাপি' ইত্যাদি। শ্রীমদন-গোপালপাদপদ্ম-সৌহার্দেও কোন কোন লোক সকলের যে কোন অন্য বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বিশেষের ব্যাখ্যানে আমি অধিকারী নহি। নিশ্চয় জানিও, সেই বিশেষ পরম মহারহস্যতা পরমান্ত্যকাষ্ঠাস্বরূপ।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১৮২। **ইত্যুক্ত্বোদ্ধবমালিঙ্গ্য সদৈন্যং কাকুচাটুভিঃ।**
যযাচে নারদস্তস্য কিঞ্চিত্ত্বং কথয়েতি সঃ॥

১৮৩। **জগৌ প্রেমাতুরঃ শীর্ষ্ণোদ্ধবো নীচৈর্মুহুর্নমন্।**
বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং পাদ-রেণুমভীক্ষ্ণশঃ॥

মূলানুবাদ

১৮২। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্। এই সকল কথা বলিয়া শ্রীনারদজী সদৈন্যে শ্রীউদ্ধবজীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দৈন্যের সহিত গদগদ বাক্যে তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

১৮৩। শ্রীউদ্ধব প্রেমাতুর হইয়া বার বার মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শন পূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি সেই নন্দব্রজ-স্ত্রীগণের পদরেণুর বারম্বার বন্দনা করিতেছি।"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮২। তস্য বিশেষস্য কিঞ্চিৎ কথয়েতি। স নারদঃ কাকুভিশ্চাটুভিশ্চ কৃত্বা দৈন্যসহিতং যথা স্যাত্তথা উদ্ধবমালিঙ্গ্য যযাচে প্রার্থিতবান্॥

১৮৩। উদ্ধবস্তু তদভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় তদ্বিশেষবতাং জনানাং মাহাত্ম্যভরস্য পরমপ্রেম্ণা গানেনৈব তন্নিরূপণং চকারেত্যাহ—জগাবিতি পঞ্চভিঃ। নীচৈঃ ভূমিতলস্পর্শেনেত্যর্থঃ। কিং জগৌ? তদাহ—বন্দ ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮২। সেই বিশেষ কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য শ্রীনারদজী চাটুবাক্যে দৈন্যের সহিত শ্রীউদ্ধবকে আলিঙ্গন পূর্বক অনুরোধ করিলেন।

১৮৩। শ্রীউদ্ধব তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই বিশেষ প্রেমবন্ত জন সকলের মাহাত্ম্যরাশি (পরম প্রেমভরে গান করিতে করিতে) নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাই 'জগৌ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে কীর্তন করিতেছেন। নীচৈঃ— ভূমিতল স্পর্শন পূর্বক প্রণাম করিলেন। আর কি করিলেন? নন্দব্রজ-রমণীগণের পাদরেণুর উদ্দেশ্যে বারম্বার বন্দনা করিলেন।

১৮৪। ক্ষণান্মহার্তিতো ব্যগ্রো গৃহীত্বা যবসং রদৈঃ।
নারদস্য পদৌ ধৃত্বা হরিদাসোঽবদৎ পুনঃ॥

১৮৫। "আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"

মূলানুবাদ

১৮৪। ক্ষণকাল মধ্যেই মহাপ্রেমার্ত হইয়া সেই হরিদাস শ্রীউদ্ধব দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ব্যগ্রভাবে শ্রীনারদের শ্রীচরণযুগল ধারণ পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

১৮৫। এই সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিবিমৃগ্য শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণপদবী ভজনা করিয়াছেন। অহো! বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম, লতা ও ঔষধি ইহাদিগের চরণ রেণু সেবন করিতেছেন, যদি আমি সেই সকলের মধ্যে কোন কিছু হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার উপর সেই গোপীগণের পদরেণু পতিত হইতে পারিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৪। মহত্যাঃ প্রেমার্তের্হেতোর্ব্যগ্রঃ সন্ দন্তৈস্তৃণং গৃহীত্বা, হরিদাস উদ্ধবঃ ; শ্রীনারদচরণধারণঞ্চ নিজপ্রার্থনা-সিদ্ধ্যর্থমিত্যবগম্যতে॥

১৮৫। 'আসাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদিশ্লোকস্য ব্যাখ্যাগ্রে সংক্ষেপেণ, নারদোক্তো শেষে চ বিস্তারেণ ব্যক্তীভবিষ্যতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৪। আর প্রেমর্তিভরে ব্যাকুল হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্বক সেই হরিদাসশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব শ্রীনারদজীর পদধারণ পূর্বক নিজ প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত এই পদ্য গান করিয়াছিলেন।

১৮৫। 'আসামহো' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা অগ্রে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, শেষে শ্রীনারদোক্তিতেও বিস্তাররূপে ব্যক্ত হইবে।

১৮৬। অথ প্রেম-পরীপাকবিকারৈর্বিবিধৈর্বৃতঃ।
সচমৎকারমুৎপ্লুত্য সোঽগায়ৎ পুনরুদ্ধবঃ॥

১৮৭। "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ,-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥"

মূলানুবাদ

১৮৬। অনন্তর সেই শ্রীউদ্ধব বিবিধ প্রেম পরিপাকজ বিকারসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

১৮৭। রাসোৎসবে ভগবানের ভুজ দ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া আশীষ লাভ করতঃ ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যান্য কামিনীদিগের কথা দূরে থাকুক, যিনি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে সর্বদা বাস করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীও যে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই, তখন যে নলিন গন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণ সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৬। প্রেম্ণঃ পরীপাকঃ পরমবৃদ্ধিস্তস্মাদ্‌যে বিকারাঃ কম্প-স্বেদ-পুলকাদয়ঃ তৈর্বৃতো ব্যাপ্তঃ সন্ উৎপ্লুত্য উচ্চৈঃ কুর্দিত্বা॥

১৮৭। 'নায়ম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদিশ্লোকস্যার্থো নারদোক্তো প্রায়ো বিবৃতো ভাবী। প্রামাণ্যনির্ধারায় শ্রীভাগবতবর্তি-শ্লোকানামেব গানম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৬। অনন্তর সেই শ্রীউদ্ধব মহাপ্রেম পরিপাকদশা অর্থাৎ অশ্রু-কম্প-পুলকাদি বিবিধ বিকারে ব্যাপ্ত হইয়া কুর্দন করিতে করিতে আর একটি পদ্য গান করিয়াছিলেন।

১৮৭। 'নায়ম্' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা অগ্রে শ্রীনারদোক্তিতে বিস্তাররূপে বিবৃত হইবে। প্রামাণ্য নির্ধারণের অভিপ্রায়েই শ্রীভগবতবর্তি শ্লোকসমূহ গান করিলেন।

১৮৮। ততোঽতিবিস্ময়াবিষ্টো নারদো ভগবান্ পুনঃ।
নিরীক্ষ্যমাণো মামার্তং সসম্ভ্রমমিদং জগৌ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

১৮৯। শ্রেয়স্তমো নিখিলভাগবত-ব্রজেষু,
যাসাং পদাম্বুজ-রজো বহু বন্দমানঃ।
যাসাং পদাব্জ-যুগলৈকরজোঽভিমর্শ,
সৌভাগ্যভাক্তৃণজনিমুত যাচতেঽয়ম্॥

১৯০। সৌভাগ্যগন্ধং লভতে ন যাসাং,
সা রুক্মিণী যা হি হরিপ্রিয়েতি।
খ্যাতাচ্যুতাশাস্ত-কুলীনকন্যা,
ধর্মৈকনর্মোক্তিভিয়া মৃতেব॥

মূলানুবাদ

১৮৮। ভগবান্ শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবের সেই কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব ও চেষ্টা অনুভব করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে আমার আর্ত অবস্থা দেখিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—

১৮৯। শ্রীনারদ বলিলেন, এই শ্রীমান্ উদ্ধব নিখিল ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন ব্রজ-স্ত্রীগণের পদাম্বুজ-রেণু বারম্বার বন্দনা করিতে করিতে সেই গোপীপদকমল-যুগলের একটি মাত্র রেণুকণা স্পর্শের সৌভাগ্যযুক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন এতাদৃশ গোপিকানিকরের মহিমাশ্রী বর্ণনে এই বরাক কিরূপে সমর্থ হইবে?

১৯০। যিনি হরিপ্রিয়া বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীরুক্মিণী দেবীও সেই গোপিকাবর্গের সৌভাগ্যগন্ধ লাভ করিতে পারেন নাই। এই কুলীন কন্যা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় লজ্জাদিরূপ কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার প্রেম এত প্রগাঢ় যে, শ্রীকৃষ্ণের নর্ম পরিহাসবাক্য শ্রবণ করিয়াই মৃততুল্যা হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৮। ততস্তদনন্তরম্, যদ্বা, তেভ্য উদ্ধবগানভাবেনিজেভ্যো হেতুভ্যঃ।

অত্যন্তবিস্ময়েনাবিষ্টঃ সন্ ; আর্তং নিজেষ্টস্য দৌর্লভ্যাবগমাৎ দুঃখিতং ব্যগ্রং বা ; ইদং বক্ষ্যমাণম্ ; তন্নিরীক্ষণঞ্চ তং লক্ষীকৃত্য গানাৎ॥

১৮৯। অয়মুদ্ধবোঽপি নিখিলভাগবতসমুদায়েষু মধ্যে শ্রেয়স্তমঃ পরম-শ্রেষ্ঠোঽপি যাসাং পরমভগবতীনাং বহু যথা স্যাত্তথা বারংবারমিত্যর্থঃ। পাদাম্বুজরজো বন্দমানঃ—'বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬৩) ইত্যুক্তেঃ। উত সমুচ্চয়ে। যাসাঞ্চ পাদাব্জযুগলস্য একং রজঃ তেনাভিমর্ষঃ স্পর্শস্তস্মিন্ তদ্রূপং বা সৌভাগ্যং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা তস্য তৃণস্য জনিং জন্ম যাচতে—'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যুক্তেঃ। তাসাং মাহাত্ম্যবর্ণনেঽতং কো নু বরাকঃ স্যামিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥

১৯০। এবং 'বন্দে নন্দ' ইত্যাদিশ্লোকার্ধস্য তথা 'আসামহো' ইত্যাদি-শ্লোকার্ধস্য চার্থমনুসৃত্যেবাগায়ৎ। ইদানীং 'নায়ম্' ইত্যাদি শ্লোকার্ধার্থমিব গায়তি—সৌভাগ্যেতি দ্বাভ্যাম্। সা রুক্মিণ্যপি যাসাং পরমভগবতীনাং সৌভাগ্যস্য গন্ধমপি ন লভতে—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যুক্তেঃ। অত্র চ শ্রিয় ইতি প্রযুক্তেন শ্রী-শব্দেন রুক্মিণ্যেবাভিহিতা। উদ্ধবস্য গোকুলযানসময়ে রুক্মিণীবিবাহাভাবাদসম্বন্ধস্যাপ্যস্যার্থস্যাধুনাত্র শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারকায়াং তাদৃশগানেনৈবোপপত্তেঃ। কিংবা তদানীমেব জ্ঞানদৃষ্ট্যা ভাবি-রুক্মিণীবিবাহা-পেক্ষয়ৈব তথোক্তমিতি দিক্। এবং লক্ষ্ম্যাঃ সকাশাৎ রুক্মিণ্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাল্লক্ষ্ম্যা অপ্যধিকাধিকং তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। যা রুক্মিণী হরিপ্রিয়েতি খ্যাতা প্রসিদ্ধা, লক্ষ্ম্যা সহাভেদাভিপ্রায়েণ ; যদ্বা, অস্যা এব স্বতস্তথাত্বাৎ। তদেবাহ—অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আশয়া অভীপ্সয়া অস্তঃ ত্যক্তঃ কুলীনকন্যায়া ধর্মঃ পিত্রাদিদেয়ত্বলজ্জাদি-রূপো যয়া সা, নিজোদ্বহনার্থং স্বয়মেব পত্রিকাং বিলিখ্য নিভৃতং পুরোহিত-পুত্রপ্রস্থাপনাৎ। কিঞ্চ, একস্যা নর্মোক্তেঃ—'অথাত্মনোঽনুরূপাং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষ-ভম্' (শ্রীভা ১০।৬০।১৭) ইত্যেতদ্ভগবৎপরিহাসবচনাৎ যা ভীস্তয়া মৃতেবাভূৎ। 'তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো বাজনং পপাত। দেহশ্চ বিক্ল-বধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্, রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্॥' (শ্রীভা ১০।৬০।২৪) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। অন্যশ্চ তত্তদ্বিশেষো দশমস্কন্ধ-তত্তদধ্যায়তোঽনুসন্ধেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৮। অনন্তর ভগবান্ শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবের সেই প্রকার গান শ্রবণ করিয়া এবং ভাবাদি-চেষ্টা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে আর্ত

অর্থাৎ নিজ ইষ্টলাভ অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া দুঃখিতান্তঃকরণ আমার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে এইরূপ গান করিলেন।

১৮৯। শ্রীমান্ উদ্ধব নিখিল ভাগবতগণের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ হইয়াও যে পরম ভগবতীগণের পাদপদ্ম রেণুকে বারম্বার বন্দনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যে নন্দব্রজ-স্ত্রীসকলের পাদাম্বুজ রেণু বন্দনা করিতে করিতে গোপীপদ কমলযুগলের একটিমাত্র রেণুস্পর্শে সৌভাগ্যযুক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন ; অহো! এতাদৃশ গোপীগণের মাহাত্ম্য বর্ণনে বরাক কিরূপে সমর্থ হইবে? ইহা পরবর্তি চারিটি শ্লোকে অন্বিত হইয়াছে।

১৯০। এইরূপে শ্রীনারদজী 'বন্দে নন্দ' ইত্যাদি, তথা 'আসামহো' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করিয়া এক্ষণে 'নায়ম্' ইত্যাদি শ্লোকার্থ গান করিতেছেন। তাহাই 'সৌভাগ্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই শ্রীরুক্মিণী দেবীও সেই পরম ভগবতী গোপীগণের সৌভাগ্যগন্ধ লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ। এস্থলে 'শ্রিয়ো' পদের 'শ্রী' এই শব্দের দ্বারা শ্রীরুক্মিণীই কথিত হইয়াছেন। যদিও শ্রীউদ্ধবের গোকুল গমনকালে শ্রীরুক্মিণী দেবীর বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি অধুনা এই বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাতে উদ্ধব শ্রীরুক্মিণীকে উদ্দেশ্য করিয়াই 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ; সুতরাং তাদৃশ গান উপযুক্তই হইয়াছে। কিংবা তদানীন্তন জ্ঞান দৃষ্টিতে ভাবি রুক্মিণী বিবাহ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া গোকুল গমনকালে তাদৃশ উক্তি সম্ভবপর হইয়াছে। অতএব স্থির হইল যে, শ্রীলক্ষ্মী হইতেও শ্রীরুক্মিণী শ্রেষ্ঠা, সুতরাং গোপীগণের মাহাত্ম্য লক্ষ্মী হইতেও অধিকাধিক। যিনি হরিপ্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা আছেন, সেই শ্রীরুক্মিণীদেবী লক্ষ্মীসহ অভেদাভিপ্রায়ে অথবা এই শ্রীরুক্মিণীদেবী লক্ষ্মীরূপা কথিতা হইয়াছেন এবং এই শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের আশায় পিত্রাদিদেয়ত্ব কুলীন কন্যার ধর্ম ও লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পিত্রাদি কর্তৃক কন্যাদানের অপেক্ষাদি ত্যাগ করিয়াই নিজ বিবাহের জন্য স্বয়ংই পত্রিকা রচনা করিয়া নিভৃতে নিজ পুরোহিতপুত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আর এই শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসোক্তি—"তুমি আপনার অনুরূপ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর।"—এই ভগবৎ প্রযুক্ত নর্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মৃততুল্য হইয়াছিলেন। যথা (শ্রীভা) 'দারুণ মনোবেদনায় তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল, নিরতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোক-হেতু বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইল, হস্তের বলয় শিথিল হইয়া আসিল, ব্যজন স্খলিত হইয়া পড়িল, কেশ-পাশ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া গেল এবং দেহলতা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল।

১৯১। ক্ব স্বর্দেব্য ইব স্ত্রীণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা অপি।
কালিন্দীসত্যভামাদ্যাঃ ক্ব চান্যা রোহিণীমুখাঃ॥

মূলানুবাদ

১৯১। যাঁহারা স্বর্গদেবীর ন্যায় সমুদয় স্ত্রীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সেই কালিন্দী, সত্যভামাদি প্রধানা মহিষী এবং রোহিণী প্রভৃতি অন্যান্যা মহিষীবর্গ, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯১। স্ত্রীণাং মধ্যে স্বর্দেব্য ইব দিব্যগুণরূপাদিনা শ্রেষ্ঠতমা অপি কালিন্দ্যাদ্যঃ সপ্ত মহিষ্যঃ ক্ব? কুতঃ? সৌভাগ্যগন্ধং লভন্তামিত্যর্থঃ। ক্ব চ রোহিণ্যাদ্যা এক-শতোত্তর-ষোড়শসহস্রপরিমিতা অন্য মহিষ্যঃ—'স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতো-হন্যাঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যুক্তেঃ। অস্যার্থঃ—অঙ্গে বক্ষসি সততালিঙ্গনাদিনা নিতান্তর তেরেকান্তরতিমত্যাঃ শ্রিয়ো রুক্মিণ্যা অপি অয়ং প্রসাদো ন স্যাৎ। কিঞ্চ, নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ চ কান্তির্যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতাং পরমদিব্যরূপগুণাদিনা স্ত্রীগণশ্রেষ্ঠানামপি কালিন্দ্যাদীনাঞ্চ নাস্তি। যদ্বা, কুতঃ ইত্যস্য অত্রাপি সম্বন্ধঃ কার্যঃ। রুক্মিণ্যপেক্ষয়া কালিন্দ্যাদীনাং কনিষ্ঠত্বাৎ কৈমুত্যন্যায়োক্তিঃ। অন্যাশ্চ তদিতরা মহিষ্যঃ কুতো, দূরতো নিরন্তা ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯১। স্বর্গদেবীর ন্যায় স্ত্রীগণের মধ্যেও দিব্যগুণরূপাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠতমা কালিন্দী আদি সপ্ত মহিষীগণের কথা কি বলিব? কিজন্য? তাঁহারা কি ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্যগন্ধ লাভ করিতে পারেন? অতএব রোহিণী প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র একশত পরিমিত অন্যান্যা মহিষীগণের কথা কি বলিব? যথা (শ্রীভা) 'যিনি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া সতত শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন, অর্থাৎ সতত আলিঙ্গনাদি দ্বারা একান্ত রতিমতী সেই 'শ্রী' (রুক্মিণীদেবীও) গোপীগণের মত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। আর যাঁহাদের অঙ্গগন্ধ ও কান্তি পদ্মের ন্যায় সেই স্বর্গদেবীগণ, অধিক কি, পরমদিব্য রূপগুণাদি দ্বারা স্ত্রীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা কালিন্দী প্রভৃতি মহিষীগণও যে গোপীমাহাত্ম্যে পরাজিতা হইবেন, ইহাতে কি বক্তব্য হইতে পারে? অথবা মহিষীশিরোমণি শ্রীরুক্মিণী অপেক্ষা শ্রীকালিন্দী প্রভৃতি মহিষীগণ কনিষ্ঠাহেতু 'কৈমুত্য' ন্যায়ানুসারে তাঁহারা যে পরাজিতা হইবেন, ইহাতে কি বক্তব্য হইতে পারে?

১৯২। **অহং বরাকঃ কো নু স্যাং তাসাং মাহাত্ম্য-বর্ণনে।**
তথাপি চপলা জিহ্বা মম ধৈর্যং ন রক্ষতি॥

মূলানুবাদ

১৯২। সেই গোপিকানিকরের মাহাত্ম্য বর্ণনে বরাক সদৃশ আমি কে? তথাপি চপল জিহ্বা আমার ধৈর্য রক্ষা করে নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯২। বরাকঃ পরমতুচ্ছোঽহং কো নু স্যামপি তু ন কোঽপি, তদ্‌বর্ণনেঽযোগ্যোঽশক্তশ্চেত্যর্থঃ। তথাপি বর্ণনীয়ানীত্যর্থাদধ্যাহার্যম্। তত্র হেতুমাহ—চপলেত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯২। সেই ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্যবর্ণনে বরাক সদৃশ (অতিতুচ্ছ) আমি কে? অর্থাৎ উহার বর্ণনে আমার যোগ্যতা বা অধিকার নাই। তথাপি বর্ণনের হেতু এই যে, চপল রসনা আমার ধৈর্য রক্ষা করে নাই।

১৯৩। ভো গোপপুত্র ব্রজনাথ-মিত্র হে,
তৎপ্রেমভক্ত-প্রবরোঽয়মুদ্ধবঃ।
তৎসারকারুণ্যবিশেষ-ভাগ্যত,
স্তাসাং ব্রজে প্রেম-ভরং তমৈক্ষত॥

১৯৪। তাসাং প্রসাদাতিশয়স্য গোচর,
স্তৎসঙ্গতো বিস্মৃতকৃষ্ণ-সঙ্গমঃ।
নির্ধারমেতং ব্যবহারমীদৃশং,
কুর্বন্ বদেদ্যত্তদতীব সম্ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

১৯৩-১৯৪। ভো গোপপুত্র! হে ব্রজনাথ মিত্র! এই শ্রীমান্ উদ্ধব যদি তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তবেই সুসঙ্গত হয়। যেহেতু, ইনিই ব্রজনাথের প্রেমপর ভক্তগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার কারুণ্য-সার ভজনা করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় সেই নন্দব্রজে গমন করিয়া গোপীগণের প্রেমভরতা সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়াছেন। আর গোপীগণও তাঁহার প্রতি প্রসাদাতিশয় অর্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য ইনি সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম সুখও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের ব্যবহার যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই সম্ভবপর। যেহেতু, স্বয়ং অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন। অতএব ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৩-১৯৪। অতঃ শৃণ্বিত্যাহ—ভো ইতি। হে ব্রজনাথস্য শ্রীগোপালদেবস্য মিত্র! সখে! অয়মুদ্ধবঃ, এতমুক্তগোপীপরমোৎকর্ষবিষয়কং নির্ধারং নিশ্চয়ং ব্যবহারঞ্চ, এতং তদ্বর্ণনাদিরূপং কুর্বন্ ঈদৃশং যদ্ বদেৎ, তদতীব সম্ভবেৎ উপপদ্যত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র হেতবঃ—তস্য ব্রজনাথস্য প্রেমভক্তেষু প্রবরঃ পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ, অতস্তস্য ব্রজনাথস্য সারঃ শ্রেষ্ঠঃ কারুণ্যবিশেষঃ অসাধারণ-কৃপা, তং ভজতি পাত্রতয়া আত্মসাৎ করোতীতি তথা সঃ। যতস্তাসাং পরমভগবতীনাং তমনির্বচনীয়ং প্রেমভরং ব্রজে গোকুলে ঐক্ষত সাক্ষাদ্ দৃষ্টঃ। কিঞ্চ, তাসাং পরমভগবতীনাং প্রাসাদাতিশয়স্য কৃপাভর গোচরো বিষয়ঃ, পরমগোপ্যতরনিজভাববিশেষপ্রকাশনাৎ তদুক্তমুদ্ধবেনৈব (শ্রীভা ১০।৪৭।২৭)—'সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধো-

ক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিপাদৈঃ—'ভগবৎপ্রেমসুখপ্রদর্শনেন মমৈব মহাননুগ্রহঃ কৃতঃ।' ইতি। অতস্তাসাং সঙ্গতো হেতোবিস্মৃতঃ কৃষ্ণস্যাবাল্যাৎ সেবিতস্য নিজেষ্টতমঃ প্রভোঃ সঙ্গমো যেন সঃ, গোকুল এব চিরং নিবাসাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৩-১৯৪। অতএব শ্রবণ কর। হে ব্রজনাথ শ্রীগোপালদেবের মিত্র! হে সখে! এই শ্রীউদ্ধব সেই গোপীগণের পরমোৎকর্ষ বিষয়ক মহত্ত্ব নির্ধারণ করতঃ যেরূপ ব্যবহার অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুর মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করিলেন, তাহা অতীব সুসঙ্গত। অতএব এই উদ্ধব যদি তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তবেই সুসঙ্গত হয়। কারণ, ইনিই ব্রজনাথের প্রেমভক্তগণের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ এবং সেই ব্রজনাথের অসাধারণ কৃপাভাজন, বিশেষতঃ সেই ব্রজে গমন করতঃ পরম ভগবতীগণের অনির্বচনীয় প্রেমভর সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়াছেন এবং অনুভবও করিয়াছেন। আর সেই ভগবতীগণও ইঁহার প্রতি কৃপাভর অর্পণ করিয়াছেন। এজন্য পরমগোপ্যতর নিজভাব বিশেষ প্রকাশে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। কারণ, এই উদ্ধবই বর্ণন করিয়াছেন—(শ্রীভা) 'হে মহাভাগসকল। আপনারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে পরমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনাদের এতাদৃশ বিরহভাব আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ বিস্তার করিল, সেইজন্যই ভগবৎ প্রেম-সুখ যে কি, তাহা সাক্ষাৎ অবলোকন করিলাম।' শ্রীল স্বামীপাদ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভগবৎ প্রেমসুখ দেখাইয়া আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ করিলেন ইত্যাদি। অধিক কি বলিব ; ইনি বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ ভোগ করিতেছেন, তথাপি সেই ব্রজদেবীগণের সঙ্গপ্রভাবে সেই কৃষ্ণসঙ্গ বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘকাল গোকুলে বাস করিয়াছেন।

১৯৫। শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপিতৃব্যঃ,-
স নীরসজ্ঞানবিশুষ্কচেতাঃ।
বৃদ্ধো দয়ার্দ্রান্তরতাবিহীনঃ,
কংসস্য দৌত্যেঽভিরতো ব্রজে যন্॥

১৯৬। সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণ-পদাম্বুজদ্বয়ং,
তস্য প্রকর্ষাতিশয়ং ন্যবর্ণয়ৎ।
গোপীমহোৎকর্ষভরানুবর্ণনৈ,-
স্তল্লোলিতো ধার্ষ্ট্যমভাবয়ন্ হৃদি॥

মূলানুবাদ

১৯৫-১৯৬। শ্বফল্কপুত্র বৃদ্ধ অক্রূর ভগবৎ পিতৃব্য হইয়াও নীরসজ্ঞান প্রভাবে শুষ্ক চিত্ত ও দয়াবিহীন কঠিন হৃদয় এবং ব্রজজনে কৃতাপরাধ ক্রূরকর্মা বলিয়া বিখ্যাত ; তজ্জন্য কংস-প্রেরিত দূতরূপে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন এবং গমনকালে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজ চিন্তা করিতে করিতে গোপীগণের মহান্ উৎকর্ষ রাশির অনুবর্ণন করিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিজ ধৃষ্টতার কথা না ভাবিয়াই গোপীগণের পরম মাহাত্ম্যাতিশয় বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকর্ষাতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন। তথাপি তাদৃশ বর্ণনেও তাঁহার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৫-১৯৬। স ক্রূরকর্মণা ব্রজজনেষু কৃতাপরাধঃ শ্বফল্কপুত্রোঽক্রূরোঽপি ব্রজে যন্ গচ্ছন্ ; অতএব কৃষ্ণস্য পাদাম্বুজদ্বয়ং তত্র দ্রষ্টব্যম্। পথি ভাবয়ন্ তস্য পাদাম্বুজদ্বয়স্য প্রকর্ষাতিশয়ং পরমোৎকর্ষং গোপীনাং মহোৎকর্ষভরস্য পরম-মাহাত্ম্যাতিশয়স্য অনু বারংবারং বর্ণ নৈরেব নিতরামবর্ণয়দিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তদযোগ্যত্বে হেতবঃ—ভগবতঃ পিতৃব্যঃ, কিঞ্চ, নীরসেন ভক্তিরসাস্পৃষ্টেন জ্ঞানেন বিশুষ্কং পরমশুষ্কতাং প্রাপ্তং চেতো যস্য সঃ ; বৃদ্ধঃ বার্ধক্যেন বহিরপি রসিকতাদি-হীনতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দয়য়া আর্দ্রং কোমলম্ অন্তরং হৃদয়ং যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তয়া বিহীনঃ, ব্রজজীবনস্য ভগবতস্ততঃ সমাকর্ষণাৎ। তথাপি তথাবর্ণনে হেতুঃ—তেন প্রকর্ষাতিশয়েন লোলিতস্তরলীকৃতঃ সন্, অতএব হৃদি ধার্ষ্ট্যমগণয়ন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৫-১৯৬। শ্বফল্কপুত্র অক্রূর ব্রজজনে কৃতাপরাধ ক্রূরকর্মা বলিয়াই ব্রজে

গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজদ্বয়ের পরমোৎকর্ষ-চিন্তাকালে গোপীগণের মহোৎকর্ষরাশির পরম মাহাত্ম্যাতিশয় অনুবর্ণন-হেতু চাঞ্চল্যবশতঃ স্বীয় ধৃষ্টতার কথা মনেই স্থান পায় নাই। তাঁহার অযোগ্যতার হেতু এই যে, তিনি ভগবানের পিতৃব্য আর ভক্তিরসশূন্য নীরস-জ্ঞান প্রভাবে শুষ্কচিত্ত এবং বার্ধক্যহেতু বাহিরেও রসিকতাবিহীন কঠিন হৃদয়। কারণ, যে দয়ায় চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তিনি সেই দয়াবৃত্তিশূন্য কংস প্রেরিত দূতরূপে ব্রজে আগমনপূর্বক ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ আকর্ষণ করতঃ ব্রজকে শুষ্ক করিয়াছিলেন অর্থাৎ জীবনশূন্য করিয়াছিলেন। তথাপি সেই প্রকার বর্ণনের হেতু এই যে, গোপীগণের পরম মাহাত্ম্যাতিশয়ের বর্ণন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকর্ষাতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় হৃদয় তরলীকৃত হইয়াছিল। অতএব তাঁহার ধৃষ্টতা গণনীয় নহে। অর্থাৎ এই সমস্ত বিরুদ্ধভাব থাকা সত্ত্বেও গোপীগণের মহিমাবর্ণন-প্রভাবেই তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, ইহা কেবল সেই পরম ভগবতীগণের করুণা-প্রভাবই জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

১৯৫-১৯৬। জীবের হৃদয়ে যে সকল স্বাভাবিক সদ্‌বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে দয়াবৃত্তি প্রধান। একমাত্র দয়াবৃত্তির অনুশীলনেই জীব পরমানন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইতে পারে। অন্যথা চিত্ত ক্রমশঃ শুষ্ক, নীরস ও কঠিন হইয়া যায়।

পরের দুঃখনাশের ইচ্ছাই দয়া। অর্থাৎ অন্যের দুঃখে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে সেই দুঃখ নাশের নিমিত্ত যে ইচ্ছার প্রবৃত্তি, তাহাকেই দয়া বলে।

পরের দুঃখ দর্শনে হৃদয়ের এই দ্রবীভূত ভাব অমৃতের উৎসস্বরূপ, অতএব যাহার হৃদয়ে এই দ্রবাবস্থার অভিব্যক্তি যত বেশী পরিমাণে হয়, তাহার হৃদয় সেই পরিমাণে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দয়ার পরিপন্থী ভাবদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে চিত্ত আর দ্রবীভূত হয় না।

এই পরিপন্থীভাব অসংখ্য প্রকার হইলেও সাধারণতঃ প্রত্যুপকারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরের উপকার করা এবং প্রত্যুপকার না পাইলে খেদ করা। লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির বশবর্তী হইয়া পরের উপকার করা ইত্যাদি। অতএব এই সকল বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতস্থিত শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ যাঁহারা পরের উপকার করেন, তাঁহাদের পরোপকারই নির্মল এবং দয়া-শব্দবাচ্য ও তাঁহারাই পরোপকারের অধিকারী, সুতরাং পরমানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

১৯৭। "যদর্চিতং ব্রহ্ম-ভবাদিভিঃ সুরৈঃ,
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে,
যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাচিতম॥"

মূলানুবাদ

১৯৭। (অক্রূরের বর্ণন এইরূপ ঃ—) শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবদেব মহেশ্বর, লক্ষ্মীদেবী, মুনিগণ ও ভক্তগণ যে (শ্রীকৃষ্ণ) পাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন ; সেই পাদপদ্মের দ্বারা তিনি গোচারণের নিমিত্ত সখাগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করেন এবং উহা গোপিকাদিগের কুচকুম্‌কুমের অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৭। তদেব দর্শয়িতুং তচ্চিন্তিতশ্লোকমেবাহ—যদিতি। (শ্রীভা ১০।৩৮।৮) অক্রূরেণ বিভাব্যমানমঙ্ঘ্রিপদ্মং পূর্বশ্লোকাত্তত্রত্যাদনুবর্তত এব। তত্র ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈরচিতমিতি অঙ্ঘ্রিপদ্মস্য পরমদেবতাত্বং পরমেশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। অহো তেষামপি পরমপূজ্যয়া সর্বসম্পৎপ্রদায়ককটাক্ষয়া লক্ষ্ম্যা চার্চ্যত ইত্যাহ—শ্রিয়া চেতি। অনেন পরমসৌভাগ্যাতিশয়বত্ত্বমুক্তম্। এবং পূর্বপূর্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরত্রোৎকর্ষ ঊহ্যঃ, অন্যথা আদৌ ব্রহ্মত্বেন স্তুতস্য পশ্চান্নূপত্বেন স্তুতের্লোকে স্তুতিরীত্যনুপপত্তেঃ, প্রত্যুত উপহাসে পর্য্যবসানাৎ। তত্র গত্যন্তরকল্পনে চ কবিবরাসম্মতস্য যথোক্ত-ক্রমনির্বাহভঙ্গস্য প্রাপ্তেশ্চ। তস্যাং শ্রিয়ামপ্যনপেক্ষকা যে আত্মারামাস্তৈরপ্যর্চ্চ্যত ইত্যাহ—মুনিভিরিতি। অনেন পরমপুরুষার্থাধিক্যং মোক্ষানপেক্ষকত্বান্মুনিভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠৈর্ভক্তিনিষ্ঠৈরর্চ্চ্যত ইত্যাহ—সসাত্বতৈরিতি। অনেন তেভ্য আত্মপ্রদত্বেন পরমোদারত্বম্। কর্মজ্ঞানাভ্যাসবতাং মুনীনাং ভগবচ্চরণারবিন্দার্চ্চনেঽনভ্যাসাদ্ বিশেষাজ্ঞানাদশক্তেশ্চ স্বতঃ প্রবেশাসম্ভবাৎ ভক্তানাং কৃপাসঙ্গত্যৈব তৎ সিধ্যতীতি তৎসাহিত্যমুক্তম্। এবং মুনিভ্যঃ সাত্বতানাং শ্রৈষ্ঠ্যমেব নিতরাং সিদ্ধম্। অতঃ স্তুতিরীত্যা ক্রমশ্চ নির্ব্যূঢ়ঃ ; ততশ্চ শ্রিয়া চেতি, শ্রী-শব্দেনাত্র বিভূত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহালক্ষ্ম্যংশভূতৈব লক্ষ্মীরভিধীয়তে, ন তু মহালক্ষ্মীঃ। ভগবৎপ্রিয়তমায়াস্তস্যাঃ সাত্বতানাং পরমপূজ্যত্বেন তেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অতএব দেব্যেত্যুক্তং, ন ভু ভগবত্যেতি। এতচ্চ প্রাগুদ্দিষ্টমস্ত্যেব। অনুচরৈঃ সহচরৈর্গোপকুমারৈঃ সহ চরদিতি

পরমবাৎসল্যং পরমপূজ্যত্বেন তেভ্যঃ কৃপালুত্বঞ্চ। তত্র চ শ্রীবৃন্দাবনাদৌ, বনে ইতি পরমবিনোদিত্বম্, তত্রাপি গোচারণায়েতি পরমসুখিত্বম্। যদ্যপ্যনুচরৈরর্চ্চিতমিতি কথঞ্চিৎ সম্বন্ধো ঘটেত, তথাপি প্রিয়সখতয়া পরমবিশ্বাসাদিনা ভজতাং তেষাম্ পাদপদ্মার্চ্চনে তাদৃক্ তাৎপর্যাভাবান্ন তথা যোজনম্, এবমুত্তরত্রাপি গোপীনাং পরমপ্রিয়তমানাং কুচকুঙ্কুমৈরাচিতং ব্যাপ্তমিতি পরমোত্তম লালিত্যং বৈদগ্ধ্যং প্রসাদসর্বস্বং প্রেমপরবশতাদিকঞ্চ দর্শিতম্। এবমুক্তাখিলোৎকর্ষতোঽস্যোৎকর্ষস্য পরমাধিক্যাপেক্ষয়াস্য বিশেষণস্য স্তুতিরীত্যাস্তে নির্দেশঃ। তথা পুনর্যচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চ। এবং সুরেভ্যো ব্রহ্মণ উৎকর্ষঃ তস্মাদপি ভবস্য, অতএবাস্য পশ্চান্নির্দেশঃ। তস্মাদপি শ্রিয়ঃ, ততোঽপি মুনীনাং, তেভ্যোঽপি সাত্বতানাং, তেভ্যোঽপি প্রিয়সখতয়া তেষামপ্যনুসরণীরত্বাদ্‌গোপকুমারাণাম্। অতএব তেনৈব চিন্তিতম্—'নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ ব্রজৌকসঃ' ইতি। তেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়তয়া গোপীনাং পরমোৎকর্ষো জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ তাসাং কুচকুঙ্কুমাচিতত্বেন শ্রীভগবদবতারমুখ্য-প্রয়োজন-তদীয়-পরমোৎকর্ষভরবিস্তারণরূপতৎ প্রিয়জনবশ্যতাত্মকপ্রসাদবিশেষ-মাধুরীপ্রকটনস্য প্রদর্শনেন পাদাম্বুজদ্বয়স্য পরমোৎকর্ষবিশেষো বর্ণিত ইতি সিদ্ধম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৭। এক্ষণে অক্রূরের চিন্তিত—'যদর্চিত' ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোক অনুবর্ণন পূর্বক অক্রূরের বিভাব্যমান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের পরমোৎকর্ষবিশেষ প্রকটন (প্রদর্শন) করিতেছেন। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণও অর্চনা করিয়া থাকেন। এতদ্বারা শ্রীচরণপদ্মের পরমদেবতাত্ব ও পরমেশ্বরত্ব কথিত হইল। কি আশ্চর্য! ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পরম পূজ্যা এবং যাঁহার কটাক্ষে সর্বসম্পৎলাভ হয়, সেই লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীপাদপদ্মের অর্চনা করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা পরম সৌভাগ্যাতিশয়বত্ত্ব কথিত হইল। এইপ্রকারে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিজ্ঞাপিত হইল। অন্যথা আদিতে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পূজ্য বলিয়া পরে নৃলোকের পূজ্য বলিলে যথাযথ পূজারীতির উপপত্তি হয় না ; প্রত্যুত উপহাসেই পরিণত হয়। অতএব গত্যন্তর কল্পন কবিবরের সম্মতি নাই। কারণ, যথোক্ত ক্রমনির্বাহ ভঙ্গদোষ আপতিত হইতে পারে। অতএব সেই লক্ষ্মীকেও যাঁহারা উপেক্ষা করেন, সেই সকল আত্মারামগণও যে শ্রীচরণপদ্মের অর্চনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই মূল শ্লোকে 'সসাত্বতৈঃ' এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীপাদপদ্মের পরমপুরুষার্থাধিক্য কথিত হইল। আবার মোক্ষানপেক্ষ মুনিগণ ও ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তগণও যে শ্রীপাদপদ্মের অর্চনা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের

ভক্ত সকলের প্রতি আত্মপ্রদত্ব ও পরমোদারত্ব কথিত হইল। মূল শ্লোকে মুনিভিঃ 'সসাত্বতৈঃ' উল্লেখ থাকায় সাত্বত অর্থাৎ ভক্ত সকলের সহিত মুনিগণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, কর্ম-জ্ঞানাভ্যাসে তৎপর মুনিগণের ভগবদ্-চরণারবিন্দার্চনে অনভ্যাসতা-প্রযুক্ত ও বিশেষ অজ্ঞানতাবশতঃ অসামর্থ্যহেতু স্বয়ং প্রবেশে অধিকার নাই বলিয়াই ভক্তসকলের কৃপাবলেই তাঁহাদের ভগবচ্চরণার্চন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই মুনিগণের সাত্বত সাহিত্য কথিত হইল। এইরূপে আত্মারাম মুনিগণ হইতেও সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃই নিষ্পন্ন হইল এবং পূজারীতি-ক্রমও রক্ষিত হইল। মূল শ্লোকে যে 'শ্রিয়া' পদের 'শ্রী' এই শব্দের উল্লেখ আছে, সেই 'শ্রী' শব্দে মহালক্ষ্মীর অংশভূতা বিভূতির অধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীই কথিত হইয়াছেন। কিন্তু মহালক্ষ্মী কথিত হয়েন নাই। কারণ, ভগবৎ প্রিয়তমা সেই মহালক্ষ্মী সাত্বতগণের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত সকলের পরম পূজ্যা, সুতরাং ভক্ত সকল হইতে শ্রেষ্ঠা। এইজন্যই মূল শ্লোকে 'দেব্যা' পদের উল্লেখ হইয়াছে, ভগবতী উল্লেখ করেন নাই ; ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ''যে শ্রীচরণারবিন্দ অনুচর (গোপকুমার) সকলের সহিত বনে বিচরণ করে।'' ইহা দ্বারা পরম বাৎসল্য ও পরম কৃপালুত্ব প্রদর্শিত হইল। 'বনে' (শ্রীবৃন্দাবনে) শব্দ-প্রয়োগহেতু পরমবিনোদিত্ব সূচিত হইল। 'গোচারণের জন্য' ইহা দ্বারা পরম-সুখিত্ব কথিত হইল। যদ্যপি অনুচরগণ কর্তৃক অর্চিত এইরূপ ব্যাখ্যায়ও কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে ; তথাপি প্রিয়সখা বলিয়া পরম বিশ্বাসাদি দ্বারা ভজন করার জন্য তাঁহাদের পাদপদ্মার্চনে তাদৃশ তাৎপর্যাভাবহেতু সেরূপ যোজনা হয় নাই। পরন্তু এইরূপ পরম প্রিয়তমা গোপিকা সকলের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অর্চিত হইয়া থাকেন, ইহা দ্বারা পরমোত্তম-লালিত্য, বৈদগ্ধ, প্রসাদ-সর্বস্ব প্রেমপরবশতাদি প্রদর্শিত হইল। এই প্রকারে পূর্বোক্ত অখিল উৎকর্ষ হইতেও পরম উৎকর্ষব্যঞ্জক এই শ্রীচরণের মাধুর্যোৎকর্ষ সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রদর্শিত হইল। পুনরায় 'যদ্' শব্দপ্রয়োগে সেই শ্রীচরণমাধুরী-আস্বাদক দেবগণ হইতে ব্রহ্মার, সেই ব্রহ্মা হইতে ভব অর্থাৎ শ্রীশিবের (এই জন্যই মূলশ্লোকে ব্রহ্মার পর ভব অর্থাৎ শিবের উল্লেখ করিয়াছেন) এবং সেই শিব হইতে দেবী শ্রীর, তাঁহা হইতেও মুনি সকলের তাঁহাদিগের অপেক্ষাও ভক্তসকলের, তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রিয়সখা গোপকুমার সকলের পরমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। অতএব সেই প্রিয়সখার অনুসরণকারী গোপবালকগণ, এজন্য শ্রীঅক্রূর চিন্তা করিতেছেন, অগ্রে সেই সখাগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিব, পরে দুইজনের সহিত ব্রজবাসীগণকে প্রণাম করিব। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা গোপীসকলের পরমোৎকর্ষ জানিতে হইবে। অতএব তাঁহারের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অর্চিত বলায়

শ্রীভগবানের মুখ্য প্রয়োজন যে সেই গোপীপ্রেম বিস্তার এবং প্রিয়জনের বশ্যতাত্মক প্রসাদবিশেষ মাধুরী প্রকটন প্রদর্শন দ্বারা স্বীয় পাদপদ্ম যুগলের পরমোৎকর্ষ-বিশেষ-বর্ণন সিদ্ধ হইল।

সারশিক্ষা

১৯৭। শ্রীব্রজদেবীগণের পরম সৌভাগ্যরাশি বর্ণন করিবার জন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি ও ভক্তগণ আগমাদি শাস্ত্রাবলম্বনে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে) যে শ্রীচরণের ধ্যান ও অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচরণ গোচারণের নিমিত্ত বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ করেন। আর যে শ্রীচরণের নির্মাল্যাদি ব্রহ্মাদি দেবগণ এমন কি ভগবৎপ্রিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচরণ গোপীগণের কুচকুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত অর্থাৎ গোপীগণের কুচযুগলের নির্মাল্যস্বরূপ। আর সেই কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত শ্রীচরণই অখিল ভক্তগণের সমৃদ্ধিকারক হইয়াও গোপীগণের কুচকুঙ্কুমই সেই শ্রীচরণের সমৃদ্ধি-কারক হইয়াছে। অতএব গোপীজন-বশ্যতা বর্ণন দ্বারা গোপীগণেরই পরম সৌভাগ্যভরতা সিদ্ধ হইল।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য, সুতরাং তিনি রহোলীলা-জ্ঞাপক গোপী-কুচকুঙ্কুমের প্রসঙ্গ কিরূপে উপস্থিত করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন সময়ে তিনি ভাগবতীয়-কথা-শ্রবণ-প্রসঙ্গে শ্রীনারদের মুখে রাসলীলাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই লীলার অনুবর্ণনরূপে স্বীয় প্রেমসুলভ ভাববিশেষের দ্বারা অর্থাৎ সেই লীলা পরম প্রেমমহিমাময় বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন, রহোলীলাব্যঞ্জক মধুরভাবে নহে। তজ্জন্য তাঁহার তাদৃশ উক্তি সম্ভবপর হইয়াছে। অথবা তিনি স্বীয় বাৎসল্যভাবের অন্তর্ভাব বিশেষের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তাদৃশী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। যেমন, বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোন বয়োজ্যেষ্ঠা গোপী স্বীয় বক্ষে রাখিয়া লালন করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় শ্রীচরণ কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছে।

১৯৮। অপ্যঙ্ঘ্রি-মূলে পতিতস্য মে বিভুঃ,
শিরস্যধাস্যন্নিজ-হস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা,
প্রাদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্॥

মূলানুবাদ

১৯৮। আমি শ্রীভগবানের পাদমূলে পতিত হইলে তিনি কি স্বীয় করকমল আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন না? যাহারা কালরূপ ভুজঙ্গ বেগে ভয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা ঐ পদ্মহস্ত স্মরণ করিলে অভয় প্রাপ্ত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৮। পশ্চাদ্মনোরথং কুর্বন্ শ্রীহস্তপদ্মঞ্চ বিভাবয়ন্ তস্যাপ্যুৎকর্ষভরং তথৈবাসৌ যদবর্ণয়ত্তদপি প্রসঙ্গাদ্‌বদন্ তৎ পদ্যদ্বয়মেবাহ—অপীতি (শ্রীভা ১০।৩৮।১৬)। অধাস্যৎ ধাস্যতি। কালস্য রংহসা বেগেন প্রোদ্বেজিতানাং মুমুক্ষূণাম্। তথা ভুজঙ্গো মোক্ষঃ, সর্বগ্রাসকাজগরতুল্যত্বাৎ, ষিড়্‌গতুল্যত্বাদ্‌বা। যথা হি ষিড়্‌গো জনো বার্ষমাণোঽপি ধার্ষ্ট্যেন গৃহং প্রবিশেত্তথা জীবন্মুক্তৈর্ভাগবতসঙ্গত্যা ফল্গুতাদি-জ্ঞানেন ত্যজ্যমানস্যাপি মোক্ষস্যানুবৃত্তেঃ। অতস্তস্য চ রংহসা বেগভয়েণ প্রোদ্বেজিতানাং তেষামতস্তত্র তত্র তদেব শরণমিচ্ছতাং নৃণাং দত্তমভয়ং যেন তৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৮। পরে সেই শ্রীঅক্রূর মনোরথ করিতে করিতে শ্রীভগবানের শ্রীহস্তপদ্ম এবং সেই শ্রীহস্তপদ্মের উৎকর্ষভর বিভাবন করিতেছিলেন এবং যাহা স্বয়ং বর্ণন করিয়াছিলেন, অধুনা শ্রীনারদ প্রসঙ্গক্রমে সেই পদ্মদ্বয়ই বর্ণন করিতেছেন। যথা 'অপ্য' ইত্যাদি। অক্রূর চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার শ্রীচরণমূলে পতিত হইলে তিনি কি সেই শ্রীহস্তকমল আমার মস্তকে দান করিবেন না? যে হস্তকমল কালবেগে প্রপীড়িত মুমুক্ষুদিগকে সর্বগ্রাসক অজগরতুল্য মোক্ষের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই মোক্ষ লম্পটতুল্য। যেমন, লম্পট বার্যমান হইয়াও ধৃষ্টতাপূর্বক গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তসঙ্গপ্রভাবে জীবন্মুক্ত সকলও ফল্গুতাদিজ্ঞানে অর্থাৎ তুচ্ছবোধে মোক্ষকে পরিত্যাগ করিলেও ঐ মোক্ষ বলপূর্বক অনুগমন করে। এইজন্যই মোক্ষকে লম্পট তুল্য বলা হইয়াছে। অতএব যে শ্রীহস্তকমল মুমুক্ষুদিগের সংসার ভয়নিবারক, সকামদিগের উন্নতিপ্রদ এবং শরণাগত ভক্তের পক্ষে পরম সুখদায়ক।

১৯৯। সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক,-
স্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং,
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ॥

মূলানুবাদ

১৯৯। যে করকমলে পূজোপহার অর্পণ করিয়া ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলি ত্রিজগতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, আবার সেই সৌগন্ধিময় করকমল রাসক্রীড়া কালে ব্রজসুন্দরীদিগের স্পর্শ দ্বারা তাঁহাদিগের বিহার জনিত শ্রম নাশ করিয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৯। এবং শরণাগতানাং ভয়নিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা বাৎসল্যেন সকাম-নিষ্কাম ভক্তানামভ্যুদয়মাত্মপ্রদত্বঞ্চাহ—সমর্হণমিতি (শ্রীভা ১০।৩৮।১৭)। যত্র যস্মিন্ হস্ত-পঙ্কজে সমর্হণং পূজাদ্রব্যাদিকং কিমপি নিধায় সমর্প্য, কৌশিক ইন্দ্রঃ জগত্রয়েন্দ্র-তামাপেত্যন্বয়ঃ, তৎ সমর্পণং বিনা কর্মণাং ফলাসিদ্ধেঃ। বলিশ্চ তথাপেতি সম্বন্ধঃ। অতিবিস্ময়াস্পদমনির্বচনীয়ং কিমপি দ্বারপালতয়া স্ববশম্বর্তিত্বাদিকমিতি তথা শব্দার্থঃ। যদ্বা, কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ শ্রীরঘুনাথাবতারে শাস্ত্রশিক্ষামন্ত্ররূপং স্বকীয়া-শ্রমাতিথ্যোচিতান্নাদিরূপঞ্চ সম্যগর্হণং যত্র নিধায়, তথা সুপ্রসিদ্ধং তপোঽতিশয়ত-চ্চরেণারবিন্দভজনাদিরূপং মাহাত্ম্যং প্রাপ। বলিশ্চ জগত্রয়েন্দ্রতাং নিজাঞ্জলি-জলোৎসর্গেণ যত্র নিধায়। চকরাস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাত্তথা ইত্যস্যাত্রাপি সম্বন্ধঃ। অর্থশ্চ পূর্ববদেব। অথানুরক্তানাং পরমসুখকারিত্ব-প্রতিপাদনেন পূর্ববৎ প্রিয়জন-প্রেম-পরবশতারূপ পরমোৎকর্ষভরং বর্ণয়তি—যদ্বেতি। বা-শব্দো যচ্ছব্দবৎ পূর্বপূর্বা-পেক্ষয়োত্তর-বাক্যস্য অস্য পরমোৎকর্ষবোধকঃ। তত্র বিহার ইতি বিনোদিত্বম্, ব্রজ-যোষিতামিতি তাদৃশপ্রিয়জনেষু যোগ্যপ্রসাদ সম্পাদিত্বম্, শ্রমমিতি বৈদগ্ধীবিশেষ-সূচিত পরমসুখিত্বম্, স্পর্শেনেতি সুশীতলত্বম্, সৌগন্ধিকস্য গন্ধবদ্‌গন্ধো যস্যেতি মনোহরত্বং পরমানন্দকত্বঞ্চোক্তম্। ভগবতো রূপসৌন্দর্যমাধুর্যাদিকং তাদৃশপ্রিয়-জনৈরেব সর্বথা নিতরামনুভূয়ত ইত্যত্রৈব সৌগন্ধিকগন্ধীতি বিশেষণং প্রযুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৯। এইরূপে শরণাগত সকলের ভয় নিবর্তকত্ব বর্ণনা করিয়া সকাম নিষ্কাম

ভক্ত সকলের অভ্যুদয় ও আত্মপ্রদত্ব বর্ণন করিতেছেন। যথা, 'সহর্মণং' ইত্যাদি। যে হস্তপঙ্কজে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া কৌশিক (ইন্দ্র) ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাকে সমর্পণ না করিলে কর্মের ফলসিদ্ধি হয় না। শ্রীবলি নিজ হস্তের অঞ্জলিপূর্ণ জলোৎসর্গ দ্বারা জগত্রয়ের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই শ্রীবলি আর একটি অতীব বিস্ময়াস্পদ অনির্বচনীয় দ্বারপালরূপে নিজবশবর্তিত্বরূপ কোন এক অপূর্ব সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। অথবা কৌশিক (শ্রীবিশ্বামিত্র) শ্রীরঘুনাথাবতারে শাস্ত্রশিক্ষামন্ত্ররূপ এবং স্বকীয় আশ্রমে আতিথ্যযোগ্য অন্নাদিপ্রদানরূপ সম্যক্ অর্হণ যে স্থলে প্রদান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অতিশয় তপ-প্রভাব এবং তচ্চরণারবিন্দ-ভজনরূপ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অনুরক্তজন সকলের প্রতি পরম সুখকারিত্ব প্রতিপাদন দ্বারা পূর্ববৎ প্রিয়জন-প্রেমপরবশতাদিরূপ পরমোৎকর্ষভর বর্ণন করিতেছেন। মূল শ্লোকস্থ 'বা' এই শব্দ 'যদ্' শব্দের ন্যায় পূর্ব পূর্ব বাক্য অপেক্ষা পর পর বাক্য পরমোৎকর্ষ বোধক। মূলের 'বিহার' এই পদ দ্বারা বিনোদিত্ব, তথা 'ব্রজ যোষিতাং' এই পদ দ্বারা তাদৃশ প্রিয়জনে যোগ্যপ্রসাদসম্পাদিত্ব এবং 'শ্রয়ম্' পদ দ্বারা বৈদগ্ধীবিশেষ-সূচিত পরম সুখিত্ব, 'স্পর্শেন' এই পদ দ্বারা মনোহরত্ব এবং পরমানন্দকরত্ব কথিত হইল। ভগবানের রূপ-সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি তাদৃশ প্রিয়জন-কর্তৃকই সর্বদা অনুভূত হইয়া থাকে। 'সৌগন্ধিক গন্ধী' এই বিশেষণ দ্বারা তাহাই কথিত হইয়াছে।

২০০। পিতামহোঽসৌ কুরুপাণ্ডবানাং, বৃহদ্ব্রতো ধর্মপরোঽপি ভীষ্মঃ।
ব্রজাঙ্গনোৎকর্ষনিরূপণেন, তমন্তকালে ভগবন্তমস্তৌৎ॥

২০১। "ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস, প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ, প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপ-বধ্বঃ॥"

মূলানুবাদ

২০০। কুরু ও পাণ্ডবগণের পিতামহ শ্রীভীষ্মদেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও ধর্মপর হইয়াও নিজ অন্তিমকালে ব্রজাঙ্গনা সকলের মহিমা নিরূপণ দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন—

২০১। এই নন্দনন্দন, সুললিত গতি, বিলাস, রমণীয় হাস্য ও প্রণয় দৃষ্টি দ্বারা গোপবধূদিগের মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ; আর তাঁহারাও সেই গর্বে গর্বিত হইয়া ইঁহার গোবর্ধন ধারণাদি অলৌকিক লীলার অনুকরণ করিয়া ইঁহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০০। অহো গোকুলযাত্রাদিপরমভাগ্যবানক্রূরোঽসৌ তথা বর্ণয়তু নাম, তত্র পরমাযোগ্যা ভীষ্মোঽপি তথৈবাবর্ণয়দিত্যাহ—পিতামহ ইতি। অসৌ যুদ্ধস্থল্যাং শর-শয্যাশায়ী, বৃহদ্ব্রতঃ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্যনিষ্ঠঃ, ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্বাভাবিকো যুদ্ধাদিতৎপরঃ, নিজগুরুণা ভগবদবতারেণ শ্রীপরশুরামেণ সহ যোধনাত্তথার্জুনসারথৌ শ্রীভগবত্যপি নিষ্ঠুরবাণপ্রক্ষেপণাৎ ঈদৃশোঽপি শ্রীব্রজাঙ্গনানাং শ্রীগোপিকানাম্ উৎ-কর্ষনিরূপণেনৈব তং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণমস্তৌৎ পরমোৎকর্ষং বর্ণয়ামাস। অন্তকাল ইতি তৎসময়ে তথা বর্ণনমেবোচিতমিতি ভাবঃ। তেনৈব সর্বোৎকৃষ্টতরপরমপদ-সংসিদ্ধেঃ॥

২০১। তদ্দর্শয়িতুং তৎস্তুতিপদ্যমেবাহ—ললিতেতি (শ্রীভা ১।৯।৪০)। ভগবতৈব নিজললিতগতি রাসবিলাসাদিভিঃ কল্পিতঃ উরুঃ সর্বতোঽধিকো মানঃ পূজা যাসাং তাঃ। এবং ভোগৈশ্বর্যমুক্তিভক্তিবরদানপাত্রেভ্যো মহালক্ষ্ম্যাশ্চাপ্যধি-কোৎকর্ষ স্তাসাং সূচিতঃ। অতস্তদ্বিরহেঽত্যন্ত-প্রেমাবির্ভাবেন য উন্মদ উন্মাদস্তেনান্ধা ইবান্ধাঃ, ঐহিক-পারলৌকিক সাধনসাধ্যাদি-বিষয়কদৃষ্টিশূন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব তস্য কৃতং গোবর্ধনোদ্ধারণাদিকর্ম অনুকৃতবত্যঃ সত্যঃ যস্য প্রকৃতিং স্বভাবং জগৎ-পূজ্যতাদিকং সচ্চিদানন্দরূপত্বাদিকং জগন্নিস্তারকত্বং বাৎসল্যাদিকঞ্চ সর্বং গোপবধূ-

শরীর এব অগমন্ প্রাপুঃ। যদ্বা, আকৃতি প্রতিযোগিনা প্রকৃতিশব্দেনান্তরাত্মা কথ্যতে, তাং প্রাপ্তাঃ। কৃষ্ণস্য ধ্যানবিষয়ীভূতা ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'বিয়োগিনীনামপি পদ্ধতিং বো, ন যোগিনো গন্তুমপি ক্ষমন্তে। যদ্ধ্যেয়রূপস্য পরস্য পুংসো যুয়ং গতা ধ্যানপদং দুরাপম্॥' ইতি। এবং ব্রহ্মাদীনামীশ্বরাণাং, সনকাদীনামাত্মারামাণাং, নারদাদীনাং ভক্তানাং, লক্ষ্ম্যাদীনাং প্রিয়তমানাঞ্চ মহারাধননিচয়ৈরপি পরমসাধ্যেন সুদুর্লভেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনাপূর্বাচরিতৈস্তৈস্তৈর্বিচিত্রবিলাসাদিভির্যা বশীকর্তুং সংপূজ্যন্তে, যাশ্চ তস্য তাদৃশপ্রেমভরোন্মাদিতাঃ কিমপি যোগ্যাযোগ্যমনালোচয়ন্ত্যস্তন্ময়ত্বেন তল্লীলানুকারপরাঃ শ্রীকৃষ্ণচিত্তমাক্রান্তাঃ তাসাং সর্বতোঽধিকপরমোৎকর্ষবিশেষঃ স্বত এব সিদ্ধঃ। এতাদৃশীনামাসাং প্রাপ্যপ্রকৃতিত্বেন শ্রীভগবতোঽপি পরমোৎকর্ষ-ভরঃ সুসিদ্ধঃ। অতঃ স এব শ্রীগোপীনাথোঽন্তকালে মম সাক্ষাদস্তু ইতি নিজ-সৌভাগ্যাতিশয়ানন্দনেন স্তবনমুচিতমেবেতি ভাব॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০০। অহো! পরম ভাগ্যবান্ শ্রীঅক্রূর যে গোকুল যাত্রার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পক্ষে তাদৃশ বর্ণনে কি বৈচিত্র্য আছে? কারণ, পরম অযোগ্য ভীষ্মও সেইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'পিতামহো' ইত্যাদি। যিনি শরশয্যায় শায়িত এবং বৃহদ্ব্রত (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ), ধর্মপর, (ক্ষত্রিয়-স্বভাবসুলভ যুদ্ধাদিতৎপর) এমন কি, যিনি নিজগুরু ভগবদবতার শ্রীপরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন-সারথী ভগবানের শ্রীঅঙ্গেও নিষ্ঠুরভাবে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মও শ্রীব্রজাঙ্গনাদিগের উৎকর্ষ নিরূপণ দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব অর্থাৎ গোপিকা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন। অন্তকালে (মরণ সময়ে) সেইরূপ বর্ণনই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সেইরূপ দর্শনের দ্বারাই সর্বোৎকৃষ্টতর পরমপদ সংসিদ্ধ (লাভ) হইয়া থাকে।

২০১। এক্ষেত্রে সেই ভাগবতীয় স্তুতিপদ্য দেখাইতেছেন—'ললিত' ইত্যাদি। শ্রীভগবানই নিজ ললিতগতি, রাসবিলাসাদি দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের সর্বাপেক্ষা অধিক মান (পূজা) বিধান করিয়াছেন। এতদ্বারা ভোগ ঐশ্বর্য মুক্তি ও ভক্তিবরদানের পাত্র সকল হইতে, এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও ব্রজসুন্দরীগণের অধিক উৎকর্ষ বর্ণিত হইল। অতএব ভগবানের বিরহোৎকণ্ঠার প্রাচুর্যবশতঃ অভিব্যক্ত মহাভাবের বিক্রমে উন্মত্তের ন্যায় সেই ব্রজসুন্দরীগণ অন্ধবৎ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সাধ্য-সাধনাদির বিষয়ে দৃষ্টিশূন্য হইয়াছিলেন। অতএব তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টা ব্রজ-

সুন্দরীগণকৃত গোবর্ধন ধারণাদি ভগবৎ কর্মের অনুকরণ অসম্ভব নহে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি লাভ করিয়া তাঁহারা জগৎ পূজ্যতাদি, সচ্চিদানন্দ রূপত্বাদি জগৎ নিস্তারকত্ব বাৎসল্যাদিকত্ব ইত্যাদি সেই গোপবধূ শরীরেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা এই প্রকৃতি-শব্দ আকৃতির প্রতিযোগী বলিয়া অন্তরাত্মা বুঝায়, অতএব 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন' বলায় এই ব্রজসুন্দরীগণ ধ্যানবিষয়ীভূতা হইয়াছিলেন। অতএব ব্রজসুন্দরীগণ যে অবস্থায় বিয়োগিনী, সেই বিয়োগিনী অবস্থার গতিপথ নির্ধারণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যেহেতু, ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণের ধ্যেয় যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরও দুর্লভ ধ্যানের বিষয় ব্রজসুন্দরীগণ। অতএব যোগেশ্বরগণেরও মনোগতির অতীত তত্ত্ববিশেষ। তাই উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মাদি ঈশ্বর সকলের, সনকাদি আত্মারামগণের, নারদাদি ভক্ত সকলের, লক্ষ্মী আদি প্রিয়তমাগণের মহা আরাধন নিচয়েও পরম সাধ্যত্ব রূপে সুদুর্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; আর সেই শ্রীকৃষ্ণই সেই সেই অপূর্ব আচরণ, অর্থাৎ রাসবিলাসাদিরূপ বিচিত্র আচরণসমূহ দ্বারা যাঁহাদিগকে বশীকৃত করিবার জন্য সম্যকরূপে পূজা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা তাদৃশ পরম প্রেমভরে উন্মাদিত হইয়া কিছুমাত্র যোগ্যাযোগ্য আলোচনা না করিয়া (শ্রীকৃষ্ণতন্ময়ত্ব হেতু) শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-সুন্দরীগণের অদ্ভুত প্রেমমহিমা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সেই ব্রজসুন্দরীগণের সর্বতোভাবে অধিক পরমোৎকর্ষবিশেষ স্বতঃই সিদ্ধ হইল। এতাদৃশ ব্রজসুন্দরীগণের প্রকৃতি-প্রাপ্ত-হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও পরমোৎ-কর্ষাতিশয় সুসিদ্ধ হইল। এই কারণে এই গোপীনাথই আমার অন্তকালে সাক্ষাৎ বর্তমান হউন। এইরূপে শ্রীভীষ্মদেব আনন্দের সহিত নিজ সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন করিয়া অন্তকালে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

সারশিক্ষা

২০১। গোপীগণের যে প্রেমতন্ময়ত্ব, তাহা ঐকান্তিক প্রেমলীলার স্বভাবেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা অনুকরণ করিয়া থাকেন। বিরহোৎকণ্ঠার প্রাচুর্যবশতঃ তাঁহারা যে যে ভগবৎলীলার বিষয় গান করিয়াছিলেন, সেই সেই লীলার অনুকরণও করিয়াছিলেন। যেহেতু, তাঁহারা তদাত্মিকা অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত প্রগাঢ়রূপে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হওয়ায় কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাতে রহস্য এই যে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত অভেদ স্ফূর্তি হয় নাই।

যেহেতু 'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতমিতি' (শ্রীভা ১০।২৯।১৭) 'আমি কৃষ্ণ, আমার ললিতগতি অবলোকন কর' ইত্যাদি বচনে আপনাতে কৃষ্ণ-সাধনের জন্যই তত্তৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এজন্য ইহাকে লীলাখ্য অনুভাব বলে।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লীলাখ্য অনুভাবের সংজ্ঞা এইরূপ—

'প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশ ক্রিয়াদিভিঃ।' রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদির দ্বারা প্রিয়জনের অনুকরণকে 'লীলাখ্য অনুভাব' বলে।

এই লীলাখ্য অনুভাবই লীলার অনুকরণ। যেমন, কেহ পূতনার অনুকরণ করিতেছেন। তথাপি তিনি নিজ ভাবে অবস্থিত থাকিয়াই কেবলমাত্র পূতনার ন্যায় আচরণ করিতেছেন, পূতনার ন্যায় বিরুদ্ধভাবে আবিষ্ট হন নাই। এখানে অনুকরণ বলিতে ব্যঘ্রভীতিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নিজ প্রাণভয়ে উন্মত্ত হইয়া সেই ব্যাঘ্র চেষ্টাদির অনুকরণ করে, সেইরূপ কোন কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণময়ী হইয়া পূতনাদি হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণের যে সম্ভাবিত ভয়, তাহারই বশম্বদতায় ঐ পূতনাদির অনুকরণ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ অনুকরণ যে কৃষ্ণাত্মিকা বশতঃই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্তু পূতনার প্রেমবিরুদ্ধ ভাবের সহিত কোন সংস্রব নাই।

আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, তাঁহারাও ভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ মাত্র করিতেছেন। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিহারবিভ্রমা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি স্বীয় রত্যাখ্য ভাব দ্বারা আবৃত হইয়া নহে, কিন্তু প্রীতি সাম্যে কৃষ্ণভাব লাভ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভবনীয় ভাব নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। যেমন, হে সখিগণ! আমিই সেই রাসরসিক তোমাদের বিহারাস্পদ, যাঁহার জন্য তোমরা উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়াছ, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমি। অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বিহার করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিহার-সাদৃশ্য-সম্পাদন পূর্বক (এই প্রকার ভ্রমোৎপাদন হেতু) যেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় বিহারাস্পদ সামগ্রী লইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২০২। তাস্তথৈবাহুরন্যোন্যং কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রিয়ঃ।
পশ্যন্ত্যো ভগবন্তং তং গচ্ছন্তং স্ব-পুরং ততঃ॥

মূলানুবাদ

২০২। ভীষ্মের কি কথা, জ্ঞানহীনা কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রীগণও হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকাগমন কালে শ্রীভগবানকে অবলোকন করিয়া পরস্পর বার্তালাপ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০২। অহো শ্রীভগবন্মহিমবিশেষবিত্তমস্য ভীষ্মস্য তথা স্তবনং সম্ভবতু নাম, স্বভাবতো জ্ঞানবিশেষহীনা যোষিতোঽপি তথৈবাবর্ণয়ন্নিত্যাহ—তা ইতি সুপ্রসিদ্ধাঃ, সর্বশ্রুতিমনোহরসংজল্পকারিত্বাৎ। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১০।২০)—'অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাম্। কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্বশ্রুতিমনোহরঃ॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—'সর্বাসাং শ্রুতীনাং মনোহরঃ ; উপনিষদোঽপি মূর্তিমত্যঃ সত্যস্তং সংজল্পমভ্যনন্দন্নিত্যর্থঃ। কৌরবেন্দ্রস্য শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য পুরস্ত্রিয়ঃ, অতস্তৎসম্বন্ধেন তাসামপি তথোক্তির্ঘটত এবেতি ভাবঃ' ইতি। কিঞ্চ, ততঃ কৌরবেন্দ্রপুরাৎ স্বপুরং দ্বারকাং গচ্ছন্তং এমদ্ভুত-প্রভাবং শ্রীকৃষ্ণদেবং পশ্যন্ত্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০২। অহো! শ্রীভগবানের মহিমাভিজ্ঞ শ্রীভীষ্ম যে সেই প্রকার স্তব করিবেন, তাহাতে কি বৈচিত্র্য আছে? কারণ, স্বভাবত জ্ঞানবিশেষহীন স্ত্রী সকলও সেই রূপই বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই সুপ্রসিদ্ধ সর্ব-শ্রুতি-মনোহর জল্পনা প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রীগণ পরস্পর তদ্গত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন, শুনিয়া বোধ হইল যেন শ্রুতিসকল মূর্তিমন্ত হইয়া তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইতেছেন।' শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সর্বশ্রুতিমনোহর অর্থাৎ উপনিষৎগণ মূর্তিমন্ত হইয়া তাঁহাদের সংজল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু, সেই কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রীগণ শ্রীযুধিষ্ঠিরেরই পুরমহিলা, সুতরাং শ্রীযুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে তাঁহাদেরও এই প্রকার উক্তি-সামর্থ্য সংঘটিত হইতে পারে। আরও কৌরবেন্দ্রপুর (যুধিষ্ঠির-নগর, হস্তিনাপুর) হইতে দ্বারকা গমনকালে সেই পুরনারীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করিয়াই পরস্পর বর্ণন করিয়াছিলেন।

২০৩। "নূনং ব্রত-স্নান-হুতাদিনেশ্বরঃ,
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতংমুহু,-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সন্মুমুহুর্যদাশয়াঃ॥"

মূলানুবাদ

২০৩। হে সখি! ব্রজাঙ্গনারা পূর্ব জন্মে কত পুণ্যতীর্থে অবগাহন এবং কত কত ব্রতেরই বা অনুষ্ঠান করিয়া এই ভগবানের অর্চনা করিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের করকমলের স্পর্শ তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা তন্ময় হইয়া সদাই উঁহার অধরামৃত পান করিয়া থাকেন, আর এই শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের অধরামৃত পানের আশা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৩। তদেব বক্তমত্রত্যং তাসাং সংজল্পশ্লোকমেবাহ—নূনমিতি (শ্রীভা ১।১০।২৮)। হে সখি! অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহীতপাণিভিঃ পত্নীভিরেব-নূনমীশ্বরো-হয়মেব জন্মান্তরেষু সমর্চিতঃ। যস্মিন্নধরামৃতে আশয়শ্চিত্তং যাসাং তাঃ। এবং তাদৃশীনাং কুলনারীণাং পরমসাধ্বীগণমূর্ধন্যানামপি চিত্তমোহনেনাধরামৃতস্য পরম-মনোহরত্বমুক্তম্। এবং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমমহিমা সিদ্ধঃ। তথা শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতিভ্যোঽপি শ্রীগোপীনাং প্রেমাতিশয়বত্তয়া মহানুৎকর্ষঃ সম্পন্নঃ। যতস্তাস্তং পাতুমপি শক্নুবন্তি। এতাশ্চ স্মরণমাত্রেণৈব পরমপ্রেমভরমোহিতা ভবন্তীতি দিক্। যদ্যপি শ্রীনন্দ-যশোদাদি-সদৃশভাবেনাপি শ্রীগোলোকো লভ্যতে, তথাপি প্রায়ো গোপীসদৃশভাবে-নৈব তত্র সর্বথা মনোরথসম্পূর্ত্যা ফলবিশেষঃ সম্পদ্যত ইতি। গোপীনামুৎকর্ষ-বিশেষোঽত্র বর্ণিতঃ। ঈদৃশার্থোঽপি তৃতীয়স্কন্ধ-দ্বিতীয়াধ্যায়ানুবর্তী (শ্রীভা ৩।২।১৪)—'যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস,-লীলাবলোক-প্রতিলব্ধমানাঃ। ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥' ইত্যেষ শ্লোকোঽত্র ন গীতঃ। পরমভাগবতেষু তৎপ্রসঙ্গস্য দুঃসহত্বেন স্মরণাযোগ্যত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৩। সেই পুরস্ত্রীগণের সংজল্প শ্লোক বলিতেছেন, 'নূনং' ইত্যাদি। হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণের পাণিগৃহীতা পত্নী মহিষীগণ নিশ্চয়ই জন্মান্তরে বহু বহু ব্রত, স্নান ও

হোমাদি দ্বারা এই ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিয়াছিলেন। কারণ, সেই মহিষীগণ বারম্বার তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছেন। এইরূপে তাদৃশী পরম সাধ্বী-শিরোমণি কুলনারীগণের চিত্তমোহন বর্ণন দ্বারা অধরামৃতের পরম-মনোহরত্ব কথিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পরম মহিমা সিদ্ধ হইল ; আবার শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ হইতেও গোপিকাদিগের প্রেমাতিশয় প্রযুক্ত মহান্ উৎকর্ষ বর্ণিত হইল। কারণ, মহিষীগণ উহা অনায়াসেই পান করিতে পারেন ; কিন্তু গোপীগণ সেই অধরামৃতের স্মরণমাত্রেই পরম প্রেমভরে মোহিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীনন্দ-যশোদাদি-সদৃশ ভাবের দ্বারাও শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তথাপি প্রায়ই শ্রীগোপী-সদৃশ ভাব দ্বারাই সর্বথা মনোরথ-সম্পূর্তি হয় বলিয়া ফলবিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই গোপীদিগের উৎকর্ষবিশেষ বর্ণিত হইল। ঈদৃশ অর্থও তৃতীয়স্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'একদা সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগপূর্ণ হাস্য-পরিহাস ও লীলাবলোকন দ্বারা মানিনী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে যখন তিনি অন্যত্র গমনের প্রয়াস করেন, তখন তাঁহাদের নয়নের সহিত অন্তঃকরণও তাঁহার সহিত প্রস্থান করে ; এজন্য তাঁহাদের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে মান বিধান করেন, তাহাতেই তাঁহারা চিত্রপুত্তলিকাবৎ হইয়া যান।' (শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিদুরকে সেই শ্লোক বলিয়াছিলেন) সুতরাং এস্থলে তাদৃশী লীলা বর্ণন অযোগ্য। কারণ, পরম ভাগবতগণকে সেই দুঃসহ বিরহ-বেদনা স্মরণ করাইলে তাদৃশী দুঃসহ বেদনা সঞ্জাত হইতে পারে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২০৪। **এবং বদন্ স ভগবান্ পরিরব্ধবান্ মাং,**
প্রেমাব্ধিকম্পপুলকাশ্রুতরঙ্গমগ্নঃ।
দষ্ট্বা রদৈস্তদনুবর্ণনলোলজিহ্বাং,
নৃত্যন্ বিচিত্রমগমদ্বিবিধামবস্থাম্॥

২০৫। **ক্ষণাৎ স্বাস্থ্যমিবাসাদ্য দৃষ্ট্বা মাং দীনমানসম্।**
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মুনীন্দ্রঃ পুনরাহ সঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

২০৬। **ইদন্তু বৃত্তং সর্বত্র গোপনীয়ং সদা সতাম্।**
বিশেষতো মহৈশ্বর্যপ্রাকট্যভরভূমিষু॥

২০৭। **অতস্তদানীং বৈকুণ্ঠে ন ময়া তে প্রকাশিতম্।**
পরং ত্বদ্ভাবমাধুর্যলোলিতোঽত্রাবদং কিয়ৎ॥

মূলানুবাদ

২০৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ শ্রীনারদ আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অশ্রু-কম্প-পুলকাদি প্রেমসাগরের তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত হইলেন। পরে গোপী-প্রেমোৎসব পুনঃবর্ণনোন্মুখ বিলোল জিহ্বাকে দন্ত দ্বারা দংশন করতঃ নৃত্য করিতে করিতে বিচিত্র ভাবদশা প্রাপ্ত হইলেন।

২০৫। ক্ষণকাল পরে স্বাস্থ্য লাভ করিলেন এবং আমার দীন-মানস অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক সেই মুনীন্দ্র পুনর্বার বলিয়াছিলেন—

২০৬। শ্রীনারদ বলিলেন,—আমি এই পর্যন্ত যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা সদা সর্বত্র গোপন করিবে, বিশেষতঃ যে স্থানে পরম ঐশ্বর্যরাশি প্রকটিত, সেই স্থানে অতিশয়রূপে গোপন করিবে।

২০৭। এইজন্য আমি ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠে এই রহস্য ব্যক্ত করি নাই, কেবল তোমার ভাব-মাধুরীতে চঞ্চল হইয়া এবিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৪। এবং বহুশো বর্তমানং তাসাং শ্রীগোপিকানাং মাহাত্ম্যং প্রেমমোহশঙ্কা-দিনা ন বিস্তরেণ বর্ণয়ামাসেত্যাহ—এবমিতি। স ভগবান্ শ্রীনারদঃ প্রেমাব্ধেঃ

কম্পাদিরূপেষু তরঙ্গেষু মগ্নঃ, তস্য গোপীমহোৎকর্ষভরস্যানুবর্ণনে লোলাং স্বজিহ্বাং রদৈর্দন্তৈঃ দষ্ট্বা। বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা নৃত্যন্, বিবিধান্ বিলুঠন কুর্দনা-ক্রোশন রোদনোন্মাদাদিরূপাং দশাং প্রাপ্তঃ॥

২০৫। তদীয়োন্মাদাদি-দর্শনান্নিজেষ্টসিদ্ধিবিঘ্নশঙ্কয়া দীনং মানসং যস্য তং মাং দৃষ্ট্বা শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া বাচা সান্ত্বয়ন্ আশ্বাসয়ন্ ; স মুনীন্দ্রঃ শ্রীনারদঃ॥

২০৬। যন্ময়া তে কথিতং তৎ সর্বমস্থানে ত্বয়া কদাপি ন প্রকাশনীয়মিত্যভি-প্রায়েণাহ—ইদন্ত্বিতি। শ্রীগোলোকোদ্দেশনমারভ্য শ্রীগোপিকামাহাত্ম্যপর্যন্তং ময়া কথিতং যৎ মহৈশ্বর্যভরস্য পরমৈশ্বর্যাতিশয়স্য প্রাকট্যং প্রকাশস্তস্য ভূমিষু স্থানেষু বিশেষতো গোপনীয়ম্॥

২০৭। যদা ত্বয়ি তে তে বহবঃ সিদ্ধান্তা নিরূপিতাঃ, তদানীং পরং কেবলং তব ভাবস্য শীলস্য ভগবদ্বিষয়কপ্রেম্ণো বা মাধুর্যেণ লোলিতঃ ; অত্র দ্বারকায়ামুদ্ধবগৃহে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৪। এই প্রকার শ্রীগোপিকাগণের অনন্ত মাহাত্ম্য বর্তমান থাকিলেও প্রেম-মোহ আশঙ্কায় বিস্তাররূপে বর্ণন করিলেন না, কিন্তু তথাপি ভগবান্ শ্রীনারদ এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ অশ্রু-কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভাবে নিমগ্ন হইলেন। পরে গোপীপ্রেম-মহোৎকর্ষরাশি অনুবর্ণন-লোলুপ জিহ্বা দন্ত দ্বারা দংশনপূর্বক নৃত্য করিতে করিতে কুর্দন বিলুণ্ঠন, আক্রোশন, রোদন ও উন্মাদাদিরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন।

২০৫। তাঁহার এইপ্রকার উন্মাদাদি দশা দেখিয়া আমি নিজ ইষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে বিঘ্ন-শঙ্কায় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং আমার দীন-মানস অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্বক সেই মুনীন্দ্র শ্রীনারদ পুনর্বার বলিয়াছিলেন।

২০৬। আমি এপর্যন্ত যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা কদাচ কোনস্থানে প্রকাশ করিও না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'ইদন্তু বৃত্তং' ইত্যাদি। শ্রীগোলোক-উদ্দেশক মাহাত্ম্য হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগোপিকা মাহাত্ম্য পর্যন্ত যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহা শ্রীভগবানের মহৈশ্বর্য প্রাকট্যরাশিযুক্ত ভূমিতে বিশেষভাবে গোপন করিবে।

২০৭। যদিও আমি ইতিপূর্বে তোমায় বহু বহু সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, কিন্তু এই রহস্য ব্যক্ত করি নাই। ইদানীং কেবল তোমার ভাব ও সেই শ্রীভগবানের লীলামাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াই এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। আর এই দ্বারকায় শ্রীউদ্ধবের গৃহ পরম নির্জনস্থান।

২০৮। স্বস্যোদ্ধবস্য তেঽপ্যেষ কৃত্বাহং শপথং ব্রুবে।
দুঃসাধ্যং তৎপদং হ্যত্র তৎসাধনমপি ধ্রুবম্॥

২০৯। কিন্ত্বুপদেশং হিতমেকমেতং, মত্তঃ শৃণু শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যম্।
ক্ষেত্রং তদত্রাপি বিভাত্যদূরে, পূর্বং ত্বয়া যদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি॥

মূলানুবাদ

২০৮। হে গোপকুমার! আমি নিজের ও উদ্ধবের এবং তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই স্থলে বাস করিয়া সেই গোলেক প্রাপ্তি দুর্লভ হইবে এবং তাহার সাধনও দুঃসাধ্য, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে।

২০৯। পরন্তু তুমি আমার এক হিতোপদেশ শ্রবণ কর, এই দ্বারকা পুরীর অনতিদূরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বিরাজমান রহিয়াছেন ; যাহা তুমি পূর্বে পৃথিবীতে দর্শন করিয়াছ, এস্থানেও তদ্রূপ দর্শন করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৮। তর্হ্যধুনা তল্লোকপ্রাপ্ত্যুপায়মুপদিশেতি চেত্তত্রাহ—স্বস্যেতি। অত্রেতি মর্ত্যলোকবর্তি-শ্রীমথুরাব্রজভূমাবেব তৎসিদ্ধিঃ স্যাদিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ॥

২০৯। তথাপি তবাতিভরাৎ কিঞ্চিদুপদিশামীত্যাহ—কিন্ত্বিতি। কৌঽসৌ? তমাহ—শ্রীপুরুষোত্তমেতি। যত্ত্বয়া পূর্বং ভুবি পৃথিব্যাং দৃষ্টমস্তি, তৎপুরুষোত্তমাখ্যং শ্রীক্ষেত্রম্। অত্র শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেঽপ্যদূরে বিভাতি। এবং মর্ত্যলোকবর্তি-তৎক্ষেত্রস্য শ্রীবৈকুণ্ঠবর্তিনা তেনৈব সাম্যমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৮। যদি বল, তাহা হইলে অধুনা আমায় সেই গোলোক প্রাপ্তির উপায় উপদেশ করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'স্বস্য' ইত্যাদি। এই স্থানে বাস করিলে সেই গোলোক প্রাপ্তি দুর্লভ হইবে এবং তাহার সাধন বা উপায়ও তদ্রূপ দুঃসাধ্য হইবে। অতএব মর্ত্যলোকবর্তি-শ্রীমথুরা-ব্রজভূমিতেই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীনারদের গূঢ় অভিপ্রায়।

২০৯। তথাপি তোমার আর্তি দেখিয়া কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বৈকুণ্ঠলোকের নিকটেই শ্রীপুরুষোত্তম-নামক ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছেন, যাহা তুমি পূর্বে মর্ত্যভূমিতে দর্শন করিয়াছ ; এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেও তাদৃশ পুরুষোত্তমক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। এতদ্বারা উভয়েরই সাম্য কথিত হইল।

২১০। তস্মিন্ সুভদ্রা-বলরাম-সংযুত,
স্তং বৈ বিনোদং পুরুষোত্তমো ভজেৎ।
চক্রে স গোবর্ধনবৃন্দকাটবী,
কলিন্দাজা-তীরভুবি স্বয়ং হি যম্॥

মূলানুবাদ

২১০। সেই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত তথায় যে যে বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; আর সেই শ্রীপুরুষোত্তম স্বয়ং গোবর্ধন, বৃন্দাবন ও যমুনাতীরে যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সকল নর্মক্রীড়াও প্রকট করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১০। তস্মিন্ ক্ষেত্রে ভজেৎ সদ্য প্রীত্যাচরতি। স পুরুষোত্তমোঽয়ং বিনোদং গোবর্ধনাদ্রিব্রজভূমৌ স্বয়মেব চক্রে। স্বয়মিতি শ্রীনন্দনন্দনেন সহ তস্যাভেদাভিপ্রায়েণ। অতস্তদ্বিনোদাদিসংযুক্ত নিজেষ্টদেব-সন্দর্শনং তব তত্রৈব সম্পৎস্যত ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১০। সেই শ্রীপুরুষোত্তম, সুভদ্রা ও বলরামের সহিত তথায় নিরন্তর যেরূপ প্রীতি আচরণ করিয়া থাকেন, এখানেও তদ্রূপ প্রীতি আচরণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সেই শ্রীপুরুষোত্তম স্বয়ং মাথুর-ব্রজভূমির গোবর্ধনাদি পর্বতে যে যে বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, এখানেও সেইসকল নর্মক্রীড়া প্রকট করিয়া থাকেন। মূলের 'স্বয়ং' এই পদ শ্রীনন্দনন্দনের সহিত অভেদাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব তথায় তোমার সেই সেই বিনোদ ক্রীড়াযুক্ত নিজ ইষ্টদেব সন্দর্শনাদিও লাভ হইবে, ইহাই ভাবার্থ।

২১১। সর্বাবতারৈকনিধানরূপ, স্তত্তচ্চরিত্রাণি চ সন্তনোতি।
যস্মৈ চ রোচেত যদস্য রূপং, ভক্তায় তস্মৈ খলু দর্শয়েত্তৎ॥

২১২। শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সদা প্রিয়ং তৎ, ক্ষেত্রং যথা শ্রীমথুরা তথৈব।
তৎপারমৈশ্বর্য-ভরপ্রকাশ-লোকানুসারি-ব্যবহাররম্যম্॥

মূলানুবাদ

২১১। সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সর্বাবতারের একমাত্র নিধানস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম সমস্ত অবতারের লীলাশ্রী প্রকট করিয়া থাকেন। যে ভক্ত তাঁহার যে স্বরূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনিও সেই ভক্তকে সেই স্বরূপই প্রদর্শন করাইয়া থাকেন।

২১২। শ্রীকৃষ্ণদেবের মথুরাপুরী যেরূপ সদা প্রিয়, সেই ক্ষেত্রকেও তাঁহার তদ্রূপ নিত্য প্রিয় বলিয়া জানিবে। যদিও তথায় পরম ঐশ্বর্যরাশি বিদ্যমান আছে, তথাপি লোকব্যবহার অনুসারে শ্রীমথুরার ন্যায়ই রমণীয় বলিয়া জানিবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১১। বিশেষতস্তস্য সর্বাবতার রূপচরিতান্যপি সর্বাণি তত্রৈকত্রৈব ত্বয়া দ্রষ্টব্যানীত্যাহ—সর্বেতি। সর্বেষামবতারাণামেকমদ্বিতীয়ং মুখ্যং বা নিধানং তৎস্বরূপঃ, যথাবসরং তত্তদ্রূপপ্রকটনাৎ। অতএব তস্য তস্যাবতার-চরিত্রাণি চ বিস্তারয়তি। ননু মদনগোপালদেবেন হৃতচিত্তায় মে তং বিনা অন্যন্ন কিমপি রোচতে। শ্রীপুরুষোত্তমস্য চ রূপং ততোঽন্যাদৃশম্। কুতো মমাভীষ্টসিদ্ধিঃ স্যাত্তত্রাহ—যস্মাদিতি। নিজভক্তিবিশেষেণ স ত্বয়া নিজেষ্টদেবরূপ এব দ্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ॥

২১২। ননু তথাপি তস্য পরমপ্রিয়তমায়াং তস্যাং ব্রজভূমাবেব তথা দ্রষ্টুমিচ্ছামি তত্রাহ—শ্রীকৃষ্ণেতি। তৎ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যম্। কুতঃ? তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য পারমৈশ্বর্যভরস্তস্য প্রকাশঃ প্রাকট্যং তেন। তথা চ শিবপুরাণে—'আস্তেঽনন্তোঽব্যয়ো বিষ্ণুঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ। মুক্তিং দদাতি যো দেবঃ সপ্তধা ভক্তবৎসলঃ॥ স্মরণাদ্ ভক্ষণাদ্‌যানাত্তথা নামানুকীর্তনাৎ। ক্ষেত্রে বাসাদ্-সুত্যাগাদ্দর্শনাচ্চ যথা তথা॥' ইতি। লোকানুসারিব্যবহারেণ চ রম্যং মনোরমম্। তথা চ স্কান্দে—'যস্মাদর্থাজ্জগদিদং সম্ভূতং সচরাচরম্। সোঽর্থো দারুস্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীব ইব স্থিতঃ॥' ইতি। অতোমথুরা-ব্রজভূমৌ যথা স্বাচ্ছন্দ্যেনাসৌ স্বীয়ৈঃ সহ বিহরতি তথাত্রাপীতিত্বন্মনোরথসিদ্ধির্নিতরাং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১১। বিশেষতঃ তাঁহার সর্বাবতারের রূপ ও চরিত্রাদি সমস্তই সেই স্থানে দেখিতে পাইবে। কারণ, সেই শ্রীপুরুষোত্তম সমগ্র অবতারের একমাত্র নিধানস্বরূপ বলিয়া যথাবসর সমস্ত অবতারেরই স্বরূপ প্রকটন করিয়া থাকেন। অতএব সেই সেই অবতারের চরিত্রাদিও বিস্তার করেন। যদি বল, মদনগোপালদেবই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই মূর্তি বিনা অন্যমূর্তি দর্শনে আমার তাদৃশ আগ্রহ নাই ; বিশেষতঃ শ্রীপুরুষোত্তমের রূপও অন্য সদৃশ, সুতরাং আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কিরূপে? হে গোপকুমার! এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, যে ভক্ত তাঁহার যে রূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনিও সেই ভক্তকে সেই রূপই প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। অতএব তুমি নিজ ভক্তিবিশেষ দ্বারাই নিজ ইষ্টদেব স্বরূপেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে।

২১২। যদি বল, তথাপি তাঁহার পরম প্রিয়তম ব্রজভূমিতেই তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি! তাহাতেই বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমথুরা যেরূপ প্রিয়, সেই শ্রীপুরুষোত্তমাখ্য-ক্ষেত্রও তদ্রূপ প্রিয়। কি জন্য? শ্রীকৃষ্ণদেবের পারমৈশ্বর্য রাশির প্রকাশ সত্ত্বেও লোকানুসারি-ব্যবহারের জন্য যেরূপ শ্রীব্রজভূমি মনোরম, সেই ক্ষেত্রেও পরমৈশ্বর্যরাশি প্রকট থাকিলেও লোকানুসারি ব্যবহারে মনোরম। যথা, শিবপুরাণে,—যে ক্ষেত্রে অনন্ত অব্যয় পুরাণ পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন এবং সেই ভক্তবৎসলদেবকে সপ্তপ্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকারে ভজনা করিলে মুক্তি প্রদান করেন। সপ্তপ্রকার যথা—স্মরণ, মহাপ্রসাদ ভোজন, ধ্যান, নামকীর্তন, ক্ষেত্রে বাস, ক্ষেত্রে দেহত্যাগ ও দর্শন। স্কন্দপুরাণেও উক্ত আছে,—যে অর্থ হইতে চরাচর জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই পরমপুরুষ এই ক্ষেত্রে দারুরূপে লোকবৎ লীলা করিতেছেন।

২১৩। গতস্তত্র ন সন্তৃপ্যেস্তস্য দর্শনতোঽপি চেৎ।
তদা তত্রানুতিষ্ঠেস্ত্বং নিজেষ্টপ্রাপ্তিসাধনম্॥

মূলানুবাদ

২১৩। অতএব তুমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে সুখ লাভ করিবে। তাহাতেও যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ না হয়, তাহা হইলেও তুমি সেইস্থানে অবস্থান করিবে, তাহাতেই তোমার নিজ ইষ্টদেব প্রাপ্তির সাধন সম্পাদিত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৩। তস্য পুরুষোত্তমস্য ভগবতো দর্শনাদপি চেদ্ যদি ন তৃপ্যেঃ মনঃপূর্ত্যা সন্তোষং ন ত্বং লভেথাঃ, তদা নিজেষ্টস্য প্রাপ্তেঃ সাধনমুপায়ং তত্র ক্ষেত্রে ত্বং সম্পাদয়েঃ মাথুরব্রজভূমিতুল্যত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৩। তথায় গমন করিয়া ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের দর্শনেও যদি তোমার মনস্তুষ্টি বা সন্তোষ লাভ না হয়, তাহা হইলেও তথায় তুমি অবস্থান করিলেই তোমার নিজ-ইষ্টপ্রাপ্তির সাধন (উপায়) প্রাপ্তি হইবে। যেহেতু, সেই ক্ষেত্র মাথুর-ব্রজভূমির তুল্য।

২১৪। তচ্চ শ্রীবল্লবী-প্রাণনাথ-পাদসরোজয়োঃ।
প্রেমৈব তদ্ব্রজপ্রেমসজাতীয়ং ন চেতরৎ॥

মূলানুবাদ

২১৪। সেই সাধন অর্থাৎ শ্রীবল্লবী-প্রাণনাথ-পাদসরোজযুগলের প্রতি ব্রজবাসীগণ যাদৃশ প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন, তুমিও সেই স্থানে থাকিয়া সেই ব্রজবাসী-সজাতীয় (প্রেমের অনুগত) প্রেমকেই একমাত্র সাধন বলিয়া জানিবে। অন্য কোনপ্রকার ইতর সাধনে তাহা পাওয়া যায় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৪। সাধনমেবোপদিশতি—তচ্চেত্যাদিনা তদুপৈত্যথাপীত্যন্তেন। তৎ সাধনঞ্চ প্রেমৈব। তস্যাশ্রয়শ্চ কেবলং শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ-দ্বয়মেবেত্যাহ—শ্রীবল্লবী ইতি। কীদৃশম্? তস্য সুপ্রসিদ্ধস্য শ্রীবল্লবী প্রাণনাথস্য বা ব্রজঃ শ্রীমথুরা-গোকুলং তস্য তত্রত্যানামিত্যর্থঃ। প্রেম্‌ণঃ সজাতীয়ং সদৃশং ন চ ইতরৎ অন্যাদৃশম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৪। এক্ষণে সাধন উপদেশ করিতেছেন এবং তাহাই 'তচ্চ' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'তদুপৈত্যথাপি' শ্লোকান্ত পর্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রেমকেই সাধন বলিয়া জানিবে। সেই প্রেমের আশ্রয় কেবল শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দদ্বয়। অর্থাৎ শ্রীবল্লবী-প্রাণনাথ-পাদপদ্মযুগলের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেম কি প্রকার? তাহা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবল্লবী-প্রাণনাথের প্রতি ব্রজ-সজাতীয় প্রেম। অর্থাৎ শ্রীমথুরা-গোকুলবাসীগণ তাঁহার প্রতি যাদৃশ প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই ব্রজ-সজাতীয় সদৃশ প্রেমকেই সাধন বলে, অন্য জাতীয় নহে।

২১৫। নিদা নন্তু পরং প্রেম্ণঃ শ্রীকৃষ্ণকরুণা-ভরঃ।
কস্যাপ্যুদেত্যকস্মাদ্বা কস্যচিৎ সাধনক্রমাৎ॥

২১৬। যথোদারান্মিলত্যন্নং পক্কং বা পাকসাধনম্।
সাধকস্যোচ্যতে শাস্ত্রগত্যায়ং সাধনক্রমঃ॥

২১৭। তত্তু লৌকিকসদ্বন্ধুবুদ্ধ্যা প্রেমভয়াদিজম্।
বিঘ্নং নিরস্য তদ্গোপগোপীদাস্যেপ্সয়ার্জয়েৎ॥

মূলানুবাদ

২১৫। সেই প্রেম প্রাপ্তির মুখ্য কারণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, কোনস্থলে সেই কৃপা অকস্মাৎ উদয় হয়, কোনস্থলে বা সাধনক্রমে সেই কৃপার উদয় হয়।

২১৬। যেমন এক উদারদাতার নিকট হইতে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পক্ক অন্ন লাভ করেন, আবার কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তণ্ডুল ও পাকসামগ্রী ইত্যাদি লাভ করেন। সাধকের জন্য সাধনক্রম শাস্ত্রানুসারে এইরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে।

২১৭। ব্রজগোপ-গোপীর দাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদ্‌বন্ধু-ভাবে অর্থাৎ নিজ লোভানুযায়ী পতি বা পুত্রাদি জ্ঞানে ভয়াদি জনিত বিঘ্ন অপসারিত করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-পদাশ্রয় করিয়া সেই প্রেম অর্জন করিতে হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৫। ননু তস্যৈব সাধনমুপদিশেতি চেত্তত্রাহ—নিদানন্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। প্রেম্ণো নিদানং মুখ্যকারণং কেবলং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাতিশয় এব, তচ্চ কস্যচিজ্জনস্য অকস্মাৎ সাধনং বিনৈব সহসা উদেৎ আবির্ভবেদ্বা, কস্যচিচ্চ সাধনানাং ক্রমাৎ পারম্পর্যাদ্বা উদেৎ। এবং প্রকারদ্বয়েঽপি শ্রীকৃষ্ণকরুণাভর এব নিদানমিত্যর্থঃ॥

২১৬। ননু যদি শ্রীকৃষ্ণকরুণাভরেণৈব সিধ্যেত্তদা কথং তৎসিদ্ধৌ ভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি—যথেতি। উদাবাদ্ বদান্যজনাৎ অন্নং ভক্তাদিকং সিদ্ধং বা কস্যচিন্মিলতি উপতিষ্ঠতি, কস্যচিদ্বা তস্যান্নস্য সাধনং তণ্ডুলপাত্রেন্ধনাদিকং মিলতি। তত্র চ যস্মৈ যথা দাতুমুপযুজ্যতে তস্মৈ চ তথা দীয়তে তথাত্রাপীত্যর্থঃ। তত্র তু সাধকস্য শ্রীকৃষ্ণকৃপাভর-প্রাপ্য-সাধনস্য, অয়ং নির্দিশ্যমানসাধনক্রমঃ শাস্ত্রানুসারেণ ময়োচ্যতে॥

২১৭। তমেব বক্তুং প্রথমং সাধন প্রকারমাহ—তত্ত্বিতি, তৎপ্রেম তু তেষাং গোপানাং গোপীনাঞ্চ দাস্যস্য ঈপ্সয়া প্রাপ্তুমিচ্ছয়া অর্জয়েৎ সাধয়েৎ। এবং দুর্লভ-

তরদ্রব্যেস্পয়া পরমং সকামত্বং তদ্দ্রব্যতত্ত্ববিচারেণ চ পরমমহানিষ্কামতায়ামেব পর্যবসানং, নিষ্কামত্বঞ্চ পরমমূহ্যম্, ভগবদ্ভক্তিমহোদধৌ সর্ববিরোধপ্রবাহজাতলোপাপত্তেঃ ; এতচ্চ প্রাগুদ্দিষ্টমেবাস্তি। কিঞ্চ, তৎপাদসরোজয়োবিষয়োর্লৌকিকী লোকানুসারিণী পতিপুত্রাদিরূপা যা সতী উত্তমা সৌহার্দপরা বুদ্ধিঃ, সতি বা উত্তমে বন্ধৌ যা বুদ্ধির্মতিস্তয়া। যদ্বা, লৌকিকো যঃ সদ্বন্ধুস্তস্মিন্নিব স এবায়মিতি বা বুদ্ধ্যা কৃত্বা, ভয়াদের্জায়ত ইতি তথা তং বিঘ্নং নিরস্য নির্জিত্য। আদি-শব্দাৎ গৌরবাবিশ্বাসলজ্জাদি, অন্যথা পারমৈশ্বর্যাদিদৃষ্ট্যা ভয়গৌরবাদ্যুৎপত্ত্যা প্রেমহান্যাপত্তেঃ, তচ্চ প্রাগুক্তমেব। অতএব পদ্মপুরাণে ভক্তের্লক্ষণমুক্তমিদম্—'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংযুতা (সঙ্গতা)। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৫। যদি বল, তাহা হইলে সেই প্রেমের সাধন উপদেশ করুন। তাহাই 'নিদানন্তু' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই প্রেমের নিদান বা মুখ্যকারণ—কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয়। যদিও অকস্মাৎ কাহারও সাধন বিনাও সেই প্রেম সহসা উদয় হয়, কাহারও বা সাধন-পরম্পরায় উদয় হয়। তথাপি এইরূপে প্রকারদ্বয় পৃথক হইলেও উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণ-করুণাকেই মূল বলিয়া জানিবে।

২১৬। যদি বল, উভয়ত্র যদি শ্রীকৃষ্ণ-করুণারই অপেক্ষা রহিল, তবে সাধনসিদ্ধ-বিষয়ে কিজন্য ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যেমন, কোন বদান্য ব্যক্তি হইতে কোন ক্ষুধার্ত পক্ক অন্নলাভ করেন, আবার কোন ক্ষুধার্ত তণ্ডুল, পাকপাত্র ও কাষ্ঠাদি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দাতাই যথাযোগ্য দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকার ভেদে সাধন প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাতেই সাধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি শাস্ত্রানুসারে সাধনক্রম বলিতেছি।

২১৭। সেই প্রেম জানাইবার জন্য প্রথমে তাহার সাধন-রীতি বলিতেছেন, 'তত্ত্ব' ইত্যাদি। ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্য প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া সেই প্রেম অর্জন করিবে। এইরূপ দুর্লভতর দ্রব্যে প্রবল লালসা বিনা যখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন পরম সকামত্ব উপস্থিত হইলেও সেই দ্রব্যতত্ত্ব (প্রেমতত্ত্ব) বিচারের দ্বারা পরম নিষ্কামতায় পর্যবসান হয় বলিয়া ভগবদ্ভক্তিরূপ মহোদধিতে সর্বপ্রবাহজাত বিরোধ বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। এবিষয়ের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে। আরও সেই শ্রীনন্দনন্দন-পাদপদ্মযুগলকে বিষয় করিয়া লৌকিকী অর্থাৎ লোকানুসারিণী যে

পতি-পুত্রাদিরূপা বুদ্ধি, তাহাই সর্বোত্তমা সৌহার্দ্যপরা বুদ্ধি। অথবা লৌকিক সম্বন্ধজ সদ্বন্ধুজ্ঞানে অর্থাৎ পতি-পুত্রাদিজ্ঞানে ভয়াদি জনিত বিঘ্ন দূর করিয়া সেই প্রেম অর্জন করিবে। আদি-শব্দে গৌরব, অবিশ্বাস ও লজ্জাদিও পরিত্যাগ করিবে। অন্যথা পারমৈশ্বর্য দৃষ্টিতে ভয়-গৌরবাদি উৎপত্তি-হেতু প্রেমহানি হইবে। অতএব পদ্মপুরাণে এইপ্রকার ভক্তিলক্ষণ উক্ত হইয়াছে—"এই কৃষ্ণ কেবল আমার", এই ভাবনারূপ মমতা এবং সেই মমতা দ্বারা নিরন্তর আনুকূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই প্রেম বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ—এই প্রেমের বিষয় ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি মমতাশূন্য হওয়া। ইহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তি বলিয়াছেন।

সারশিক্ষা

২১৬। বস্তুতঃ এই প্রেম পূর্বে ব্রহ্মা-শিবাদিরও অগম্য ছিল, কিন্তু আজ তাহা শ্রীভগবানের লীলাপরিকরগণের আনুগত্যে সাধারণ জীবেরও আস্বাদ্য হইয়াছে। এই প্রেম গোলোকের ধন, কাজেই যাহা যাঁহার বস্তু তাহা তিনি ভিন্ন অপরে প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন না। এজন্য সেই গোলোকনাথ যখন প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, তখন পাত্রীপাত্র সকলেই প্রেমলাভে কৃত-কৃতার্থ হয়েন ; সুতরাং প্রকটলীলা আবিষ্কার না করিলে তাহা জীবের পক্ষে চিরকালই অলভ্য থাকিত।

প্রকট লীলায় সকলেই পক্ক অন্নরূপ প্রেমলাভ করিলেও অপ্রকটলীলার সময়ে সেই আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহের পার্ষদবৃন্দের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করিলেই সাধন-সামগ্রী লাভ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ সেই গোলোকনাথই সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমাস্বাদনে একান্ত অভিলাষী সাধকগণকে প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীপাদ লীলাশুক স্বীয় লালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন—'তদেব লীলামুরলীবরামৃতং সমাধি বিঘ্নায় কদা ন মে ভবেৎ।' সেই লীলা-মুরলী-বরামৃত কবে আমার সমাধিভঙ্গের কারণ হইবে? অর্থাৎ আমার কবে সেই বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্দর্শন ঘটিবে? বলা বাহুল্য যে, শ্রীপাদ অপ্রকট-প্রকাশেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহারই নাম সাধন-সামগ্রী লাভ। তাই শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

২১৭। শ্রীভগবানের ভগবত্তা ষড়বিধ হইলেও সামান্যত দ্বিবিধ—পরমৈশ্বর্য-রূপা ও পরম মাধুর্যরূপা। (মাধুর্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার) স্বীয় প্রভাবে বশীভূত করার নাম ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যানুভব হইলেই ভয়-গৌরব-সম্ভ্রমাদি উপস্থিত হয়। কাজেই প্রেমহানি হয়। আর রূপ-গুণাদির রোচকত্বের নাম মাধুর্য। অনুরাগ অসীমরূপে বর্ধিত হইয়াই মাধুর্য বহন করে। অতএব এই মাধুর্যানুভবেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেম বর্ধিত হয়। আর এই মাধুর্য অনুভবই স্বরূপানুভব ও ঐশ্বর্যানুভবকে আবৃত করিয়া থাকে। যদিও এই মাধুর্যানুভব, কেবল মাধুর্য ভাবনাত্মক-প্রেম বা সাধন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তথাপি সেই প্রেমবিশেষ হইতেই রস পর্যায়েও তদনুরূপ পরমোৎকর্ষ মাধুর্যই আস্বাদন হয়। অতএব মাধুর্য ও প্রেম পরস্পর কার্য-কারণ-সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া কেবল মাধুর্যানুভবি ব্রজবাসীর ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের সেই ভাব অনুসারে নিরন্তর মাধুর্যানুসন্ধান করার নামই ব্রজ-সজাতীয় সাধন। অতএব যাঁহারা ব্রজ-সজাতীয় প্রেমাস্বাদনে একান্ত অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজবাসীবৃন্দের শ্রীচরণকমলে শরণাগত হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

২১৮। তদ্ধি তত্তদ্ব্রজক্রীড়া-ধ্যানগানপ্রধানয়া।
ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসংকীর্তনোজ্জ্বলম্॥

মূলানুবাদ

২১৮। যে ভক্তিতে ব্রজলীলার ধ্যান ও গান প্রধানরূপে বিদ্যমান আছে এবং প্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, সেই ভক্তি হইতেই ব্রজজাতীয় প্রেমের উদয় হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৮। অধুনা সাধনমাহ—তদ্ধীতি। তাসাং তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্-গোকুললীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সংকীর্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিধ্যতি। তত্রৈব বিশেষমেকমাহ—প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্ট-তমদেবস্য, প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সংকীর্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশ-মানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্বা নামসংকীর্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তম নামসংকীর্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গতরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দেশঃ। কিংবা, তৎসম্পত্তিলক্ষণজ্ঞানায়॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৮। অধুনা সাধন বলিতেছেন। যে ভক্তিতে শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজক্রীড়ার ধ্যান অর্থাৎ মনশ্চিন্তন ও গান অর্থাৎ সংকীর্তন প্রধানভাবে আছে, তাদৃশ নবপ্রকার ভক্তি দ্বারা প্রেম সুসিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে বিশেষরূপে নিজ প্রিয়তম ভগবন্নাম-সংকীর্তনোজ্জ্বল অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনের পরিপাটীবিশেষ হইতেই শুদ্ধ প্রেম উদয় হইতে থাকে। যদিও 'গান' বলিলেই নাম-সংকীর্তনও বুঝায়, তথাপি পৃথক উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, নিজ প্রিয়তম নাম-সংকীর্তন প্রেমের অন্তরঙ্গতম সাধন বলিয়া পুনর্বার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিংবা প্রিয়তম নাম-সংকীর্তনই প্রেমসম্পত্তিলক্ষণ বলিয়া পৃথক উল্লেখ করিলেন।

২১৯। তদেকরসলোকস্য সঙ্গেঽভিব্যক্ততাং স্বতঃ।
প্রযাস্যদপি তদ্বস্তু গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

মূলানুবাদ

২১৯। যদিও তদেকরসলোক অর্থাৎ নিজ রসের অনুকূল বস্তুমাত্রেই যাঁহাদের প্রীতিবিশেষ, এতাদৃশ মহাভাগবতের সঙ্গ হইলে সেই প্রেম স্বয়ং প্রকাশ হইয়া পড়ে ; তথাপি উহাকে প্রযত্ন সহকারে গোপন করিতে হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৯। তস্যৈব দ্রুতসিদ্ধাবুপায়মাহ—তদেকেতি দ্বাভ্যাম্। তস্মিন্ বস্তুন্যে-বৈকস্মিন্ রসঃ প্রীতিবিশেষো যস্য লোকস্য তস্য সঙ্গে তৎ প্রেমাখ্যং বস্তু স্বতঃ পরমভাগবতোত্তমসঙ্গস্বভাবাদভিব্যক্ততাং প্রকাশং প্রযাস্যৎ প্রকর্ষেণ গমিষ্যদপি প্রযত্নতো গোপনীয়ম্। তদুক্তং—'গোপয়েন্মাতৃজারবৎ' ইতি। ন চাত্র মন্তব্যম্—ভক্তবরেষু নিজপ্রতিষ্ঠার্থং তথা স্যাদিতি। যতঃ প্রিয়তমস্য কস্যাপি বিয়োগে সতি তচ্ছোকদুঃখং কালেনাচ্ছন্নমপি তদিষ্টজনদর্শনতঃ পুনঃ প্রাদুর্ভবদ্‌বর্ধত ইতি লোকেষু দৃশ্যতে॥ অতএববোক্তং স্বত ইতি। প্রযাস্যদিতি ভবিষ্যন্নির্দেশেনাভিব্যক্তিদশায়াঃ প্রাগেব সম্বরণীয়মিত্যুদ্দিষ্টম্, অভিব্যক্তিং প্রাপ্তস্য স্বতস্তস্য সম্বরণাশক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৯। প্রেমের সাধন সম্বন্ধে এই বিশেষ কথাগুলি বলিয়া এক্ষণে প্রেম-সম্পত্তি সাধনের দ্রুত সিদ্ধির উপায় 'তদেক' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'তদেকরসলোক' অর্থাৎ সেই বস্তুতেই যাঁহাদের প্রীতিবিশেষ, এতাদৃশ প্রেমিক লোকের সঙ্গ হইলে সেই প্রেমাখ্য বস্তু অতি সত্বর স্বয়ং প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদিও অন্য পরম ভাগবতোত্তম-সঙ্গ-প্রভাবে সেই প্রেম স্বভাবত প্রকাশ হইয়া পড়ে, তথাপি উহাকে প্রযত্ন সহকারে গোপন করিতে হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে—'মাতৃজারবৎ' গোপন করিতে হইবে। যদি বা প্রেম-প্রাগল্‌ভ্যাবস্থায় হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এরূপ মন্তব্য করিতে হইবে না যে, ভক্তবরের নিজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই উহা প্রকটিত হইয়াছে। কেননা, লোকমধ্যেও দেখা যায়, যেমন কোন প্রিয়তমের বিয়োগ হইলে তাহার শোক-দুঃখ কালবশে আচ্ছন্ন থাকিলেও সেই প্রিয়তম ব্যক্তির কোন ইষ্টজনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র

পুনর্বার সেই শোক প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ধিত হয়। প্রেমের গতিও সেইরূপ জানিবে। মূল শ্লোকে 'প্রযাস্যৎ' এই ভবিষ্যৎ নির্দেশ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। প্রেম অভিব্যক্তির পূর্বেই সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিবে। কারণ, প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু, অভিব্যক্তির পর আর সম্বরণ করা যায় না।

সারশিক্ষা

২১৯। এই প্রেম বাক্যের দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। কারণ, 'তোমার প্রতি আমার মহান্ প্রেম।' যদি এই কথা বলা যায়, তবে গভীর প্রেমের লঘুতাই প্রকাশিত হইবে। আবার যদি বলা যায়, 'তোমার সঙ্গ ব্যতীত আমি জীবন ধারণে অসমর্থ।' তবে প্রেমের বাহ্যভাবেরই গুরুতা প্রকাশিত হইবে। এজন্য প্রেমসম্পুটে কথিত হইয়াছে—

'প্রেমেরদেবমিদমেব ন চেদমেতৎ
যো বেদ বেদবিদসাবপি নৈব বেদ।' (৫১)

অর্থাৎ প্রেমের পরিমাণ এই, প্রেমের প্রকার এই, প্রেমের স্বরূপ এই, অথবা ইহা প্রেমের স্বরূপ নহে ; এই প্রকার যিনি সিদ্ধান্ত করেন, তিনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও প্রেমের বিষয় কিছুই জানেন না।

অতএব যিনি কোন প্রেমতত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে প্রেম বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তিনি যাহা বুঝাইবেন বা তাঁহার উক্তিতে শ্রোতার যাহা অনুভব হইবে, তৎসমুদয়ই বিড়ম্বনা মাত্র।

'প্রেমাদ্বয়োঃ রসিকয়োরয়ি দীপ এব
হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চল এব ভাতি।
দ্বারা দ্বয়ং বদনস্তু বহিষ্কৃতশ্চেৎ
নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবা লঘুতামুপৈতি॥' (৬৮)

প্রেমরূপ প্রদীপ রসিক যুগলের হৃদয়রূপ গৃহকে উদ্ভাসিত করিয়া নিশ্চলভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু যদি উক্ত প্রেম মুখ-দ্বার দিয়া বহির্গত হয়, তাহা হইলে উহা শীঘ্র নির্বাপিত হয় অথবা লঘুতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ঐ প্রেম প্রকাশ যতই না হইবে, ততই উহা অন্তরে গভীরতা ও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

২২০। তদ্বৈ তস্য প্রিয়ক্রীড়াবনভূমৌ সদা রহঃ।
নিবসংস্তনুয়াদেবং সম্পদ্যেতাচিরাদ্ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

২২০। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমিতে নির্জনে সদা বাস করিয়া প্রেম সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র নিশ্চিতরূপে সেই প্রেম বস্তু সিদ্ধ হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২০। অতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ক্রীড়ায়া বনভূমৌ, তত্রাপি রহ একান্তে সদা নিবসন্ তৎ প্রেম তনুয়াৎ সাধনানুষ্ঠানদ্বারা বিস্তারয়েৎ ; যদ্বা, তৎসাধনং তনুয়াৎ বিস্তারেণানুতিষ্ঠেৎ। এবমুক্তপ্রকারেণাচিরাৎ ধ্রুবং নিশ্চিতং সম্পদ্যতে তদ্‌বস্তু॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২০। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমিতে বাস করিলেও সেই লীলাস্থলীর একান্তে (নির্জনে) সদা বাস করিয়া এই প্রেমপ্রাপ্তির সাধন নিজ প্রিয়তম নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে সেই প্রেম বিস্তার করিবে। তাহা হইলে অচিরে নিশ্চয়ই সেই প্রেম সম্পন্নতা লাভ করিবে।

সারশিক্ষা

২২০। প্রেমপ্রাপ্তির সাধন—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াস্থলীর একান্তে বাস এবং স্বপ্রিয় নাম-সংকীর্তন। ইহার সহিত যদি গোপী নামের সংযোগ থাকে, তাহা হইলে উক্ত সংকীর্তনের উৎকর্ষ বা ফল বলা যায় না। কারণ, গোপীগণ প্রেমের স্বরূপ, বিশেষতঃ বিরহময় প্রজ্জ্বলিত প্রেমাগ্নির দ্বারা সর্বদা দগ্ধ। অতএব তাঁহাদের নাম বিশেষ সংকীর্তন করিলে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য স্মরণ হয় এবং মনের দ্বারা তাঁহাদের সেই তীক্ষ্ণ প্রেমাগ্নির উচ্চ শিখাগ্রের স্ফুলিঙ্গসমূহের স্পর্শ হয়। আর সেই স্পর্শের দ্বারা সাধকের হৃদয় শীঘ্র প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়ে। (১।৭।১৫৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২২১। **তৎকর্মজ্ঞানযোগাদি সাধনাদ্দূরতঃ স্থিতম্।**
সর্বত্র নৈরপেক্ষ্যেণ ভূষিতং দৈন্যমূলকম্॥

মূলানুবাদ

২২১। কিন্তু কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধন হইতে সেই প্রেম দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। পরন্তু এই সাধনে কোন অপেক্ষা নাই, বরং সর্বত্র নিরপেক্ষ অর্থাৎ সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনাদির অতীত। একমাত্র দৈন্য সেই প্রেমের মূল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২১। ননু স্বধর্মাচরণাদিকং তত্র কর্তব্যং ন বেত্যত্রাহ—তদিতি কর্মাদিরূপাদ্-দূরতস্তৎ প্রেম স্থিতম্। তত্র কর্ম স্বধর্মাচরণাদি, জ্ঞানন্ আত্মানাত্মবিবেকাদি, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সমাধির্বা ; আদি-শব্দেন জপবৈরাগ্যাদি। যদ্যপ্যত্র সাধনশব্দেন কর্মা-দীনামপি প্রেম্ণঃ সাধনত্বমভিপ্রেতং তথাপি ভক্ত্যারম্ভ এব তত্তদুপযোগঃ। তত্তৎ-ফলরূপায়াং ভক্তৌ তু সম্পন্নায়াং, তত্রাপি তৎফলে প্রেম্ণি প্রাদুর্ভূতে চ সতি তত্তদ্দূরত এব তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ। যদ্বা, কর্মাদিনা তদলভ্যমিত্যর্থঃ। অতস্তত্তদনাদরেণ কেবলং শ্রবণাদিভক্তিনিষ্ঠেনৈব ভবিতব্যমিতি ভাবঃ। এতচ্চ প্রাগেব দ্বিতীয়াধ্যা-য়ান্তে ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বিশেষতো নিরূপিতমস্তি। উক্তঞ্চ মহদ্ভিঃ—'কায়েন দূরে ব্রজিনং ত্যজন্তী, জপন্তমন্তঃকরণে হসন্তী। সমাধিযোগে চ বহির্ভবন্তী ; সংদৃশ্যতে কাপে মুকুন্দভক্তিঃ॥' ইতি। অতএব সর্বত্র দেহদৈহিকাদৌ ঐহিকপারলৌকিক সাধ্য-সাধনাদৌ চ নৈরপেক্ষ্যেণ ঔদাসীন্যেন ভূষিতং শোভিতম্ ; কুত্রাপ্যপেক্ষায়াং সত্যাং তস্মিন্ শোভা ন স্যাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, দৈন্যং মূলং পরমাবলম্বনং যস্য তৎ, বহুব্রীহৌ কঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২১। যদি বল, সেই প্রেম সম্পদ লাভের নিমিত্ত স্বধর্মাচারণাদিরূপ কর্তব্য কর্মের প্রয়োজন আছে কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—কর্মাদিরূপ সাধন হইতে সেই প্রেম বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। এখানে কর্ম বলিতে স্বধর্মাচরণাদি ; জ্ঞান—আত্ম-অনাত্ম বিবেকাদি ; যোগ—অষ্টাঙ্গযোগ বা সমাধি। 'আদি' শব্দে জপ-বৈরাগ্যাদি। যদ্যপি এখানে 'সাধন' শব্দ কথিত হওয়ায় কর্মাদির অনুষ্ঠানও প্রেমের সাধনত্ব অভিপ্রেত, তথাপি ভক্তি প্রারম্ভেই উহাদের উপযোগ জানিবে, কিন্তু

সর্বসাধনের ফলরূপা ভক্তি উদয় হইলে বা ভক্তির ফল প্রেমের উদয় জন্য এই সকল সাধনের উপযোগ হয় না। অর্থাৎ এই সকল সাধন হইতে সেই প্রেম বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। অথবা কর্মাদির দ্বারা কদাচ ভক্তিলাভ হয় না বলিয়া উক্ত স্বধর্মাচরণাদিরূপ কর্মানুষ্ঠান স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করতঃ এবং তত্তৎ বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা সেই প্রেম লাভ হয়। এবিষয়ে দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে ভক্তিমাহাত্ম্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। এইজন্যই মহদ্‌গণ বলিয়াছেন, 'কর্মাচরণ দেখিলে ভক্তিমহাদেবী দূরে গমন করেন, অধিক কি, যাহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আছে সেইরূপ ভগবৎ মন্ত্র জপাদি করিলেও ভক্তিদেবী হাস্য করেন আর সমাধিযোগ হইতেও বাহিরে অবস্থান করেন। এবম্ভূত অনির্বচনীয় মুকুন্দভক্তি সংদৃষ্ট হইয়া থাকে।'

অতএব সর্বত্র দেহ-দৈহিকাদির আবেশ এবং ঐহিক ও পারত্রিক সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তির সাধন করিবে, তবেই নির্মলা ভক্তি শেভিতা হইবেন। কোনরূপ সাধ্য-সাধনে অপেক্ষা থাকিলে তাঁহার শোভা হয় না। আর সেই ভক্তির মূল বা পরমাবলম্বন দৈন্য ; সুতরাং সর্বত্র ঔদাসিন্যে ভূষিতা দৈন্যমূলা সেই ভক্তি কর্মাচরণাদি সাধন হইতে দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন।

২২২। যেনাসাধারণাশক্তাধমবুদ্ধিঃ সদাত্মনি।
সর্বোৎকর্ষান্বিতেঽপি স্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্যমিষ্যতে॥

মূলানুবাদ

২২২। পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈন্য বলিয়া থাকেন, যাহা দ্বারা বা যে ভাব চিত্তে উদয় হইলে সর্বোৎকর্ষান্বিত (সর্বগুণসম্পন্ন) ব্যক্তিও আপনাকে অসাধারণ অসমর্থ ও অধমবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২২। ননু দৈন্য-শব্দেন দারিদ্র্যং বা, পরিগ্রহত্যাগেনাকিঞ্চনত্বং বা, নিরভিমানত্বাদিকং বা। তত্রাহ—যেনেতি। অসাধারণো জগদ্‌বিলক্ষণঃ অশক্তঃ কিঞ্চিদপি কর্তুমসমর্থঃ। অধমশ্চাপকৃষ্ট ইতি বুদ্ধিরাত্মনি যেন সদা স্যাৎ। ননু তর্হি আলস্যাদিনা সৎকর্মত্যাগেনাসৎকর্মপ্রবৃত্ত্যাপি তথা ঘটেত, তত্রাহ—সর্বেণ উৎকর্ষেণ সদ্‌গুণাদিনা অন্বিতেঽপি যথাযথং বিধিনিষেধপালনাদিনাপ্যহঙ্কারাভাবাৎ সংসার-ভয়াদ্যালোচনেন রোদনাদিকারণ পরমবৈয়গ্র্যং দৈন্যমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২২। যদি বল, দৈন্য শব্দে দারিদ্র্য, পরিগ্রহত্যাগরূপ অকিঞ্চনত্ব অথবা নিরভিমানত্বাদি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গৃহীত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যেন' ইত্যাদি। সর্বসদ্‌গুণযুক্ত হইলেও যাহা দ্বারা নিজের প্রতি জগদ্‌বিলক্ষণ অসাধারণ-অশক্ত অর্থাৎ 'বস্তুতঃ কিছুই করিতে সমর্থ নহি।' এই বলিয়া নিজের প্রতি যে অধম-অপকৃষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকেই দৈন্য বলে। যদি বল, তাহা হইলে আলস্যাদিজনিত সৎকর্ম ত্যাগের জন্য অসৎকর্মে প্রবৃত্তি ঘটিতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন, সর্বোৎকর্ষান্বিত (সর্বগুণান্বিত) হইয়া ও যথাযথ বিধিনিষেধ পালনাদি দ্বারা অহঙ্কার-অভাবহেতু এবং সংসারভয়াদি আলোচনা করিয়া রোদনাদির কারণ পরম ব্যাকুলতা ভাবকেই পণ্ডিতগণ দৈন্য বলিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

২২২। 'দৈন্য' শব্দে সাধারণতঃ দারিদ্র্য বা পরিগ্রহত্যাগের দ্বারা অকিঞ্চনত্ব কিংবা নিরভিমানত্ব আদিকে বুঝায় বটে, কিন্তু যাহা দ্বারা মনে হয় যে, আমার মত

অপকৃষ্ট জগতে নাই এবং আমার কিছুমাত্র করিবার শক্তি নাই—এইরূপ অসাধারণরূপে অশক্ত ও অধমবুদ্ধিই যথার্থ 'দৈন্য' শব্দের বাচ্য। যিনি এইপ্রকার দৈন্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি সর্বসদ্‌গুণ বিভূষিত হইয়াও এবং শাস্ত্রের বিধিনিষেধ যথাযথ পালন করিয়াও অহঙ্কারশূন্য, এবং আপনাকে সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট (অধম) অশক্তবুদ্ধি করিয়া পরম ব্যাকুলভাবে রোদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই প্রকার ব্যাকুলতাই দৈন্য। আর এইপ্রকার দৈন্য ব্যতীত শরণাগতিই সিদ্ধ হয় না। যিনি মনে করেন, আমি উৎকৃষ্ট—আমি সমর্থ, তিনি আবার কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? যাঁহার রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুলতা নাই, তিনি কিজন্য আত্মসমর্পণ করিবেন? ফলতঃ মনে দৈন্য না আসিলে প্রকৃত শরণাগতি হয় না। অতএব দৈন্য ও শরণাগতি একই বস্তু।

২২৩। যয়া বাচেহয়া দৈন্যং মত্যা চ স্থৈর্যমেতি তৎ।
তাং যত্নেন ভজেদ্বিদ্বাংস্তদ্বিরুদ্ধানি বর্জয়েৎ॥

২২৪। দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্ণঃ পরীপাকেণ জন্যতে।
তাসাং গোকুলনারীণামিব কৃষ্ণ-বিয়োগতঃ॥

২২৫। পরিপাকেণ দৈন্যস্য প্রেমাজস্রং বিতন্যতে।
পরস্পরং তয়োরিত্থং কার্যকারণতেক্ষ্যতে॥

২২৬। ভ্রাতঃ প্রেম্ণঃ স্বরূপং যত্তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ।
যস্য চিত্তার্দ্রতা-জাতং বাহ্যং কম্পাদিলক্ষণম্॥

মূলানুবাদ

২২৩। অতএব সাধকের কর্তব্য এই যে, যে বাক্য দ্বারা, যে চেষ্টা দ্বারা, যে বুদ্ধি দ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিমান সাধক যত্নপূর্বক সেইরূপ আচরণ করিবেন এবং তদ্‌বিরুদ্ধ আচরণ বর্জন করিবেন।

২২৪। বাস্তবিক দৈন্য প্রেমের পরিপাক অবস্থাতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। গোকুলনারীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে পরম দৈন্য প্রকট হইয়াছিল, উহা প্রেমের পরিপাক-দশাতেই হইয়াছিল।

২২৫। আবার দৈন্যের পরিপাক অবস্থাতেও প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য দৈন্য ও প্রেমে পরস্পর কার্য-কারণতা সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

২২৬। হে ভ্রাতঃ! প্রেমের স্বরূপ কেবল প্রেমিকগণ জানেন অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ববিদ্‌গণই প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারেন, কিন্তু প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ কেহই ব্যক্ত করিতে পারেন না ; কেবল চিত্ত আর্দ্রতা জাত যে সমস্ত লক্ষণ কম্পাদিরূপে বাহিরে প্রকটিত হয়, সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা প্রেম উদ্দিষ্ট হয় মাত্র।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৩। প্রেম্ণো দৈন্যমূলকত্বাদবশ্যং যত্নতো দৈন্যং রক্ষণীয়মিত্যাহ—যয়েতি। ঈহয়া কায়ব্যাপারেণেত্যর্থঃ, মত্যা মনোব্যাপারেণেত্যর্থঃ। তত্তূক্ত-প্রকারকং দৈন্যং স্থিরং স্যাৎ। তাং বাচমীহাং মতিঞ্চ ভজেৎ শ্রদ্ধয়া শ্রয়েৎ। তস্য দৈন্যস্য তৎস্থৈর্যস্য বা বিরুদ্ধানি বাগাদীনি যত্নতো বর্জয়েৎ॥

২২৪। এবং পুরুষপ্রযত্নসাধ্যং লৌকিকং দৈন্যমুক্ত্বা শ্রীভগবৎপ্রসাদজং লোকাতীতমপ্যাহ—দৈন্যমিতি। পরমমুত্তমন্তু দৈন্যং প্রেম্ণঃ ভগবদ্বিষয়কভাববিশেষস্য

পরীপাকেন পরমনিষ্ঠয়ৈব জন্যতে প্রাদুর্ভাব্যতে, অন্যথা সামান্যেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহঃ প্রায়ঃ সর্বেষ্বেব বর্ততে, তথাপি দৈন্যং তাদৃশং নৈবোৎপদ্যতে, তচ্চ প্রেমাভাবাদেব। অতএব তেষাং দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিশ্চ কদাচিদপি ন স্যাদিতি দিক্। তু-শব্দেনাস্যাপেক্ষয়াপি পূর্বোক্তদৈন্যস্য ন্যূনত্বং সূচিতম্। তচ্চ কুতঃ স্যাৎ, কীদৃশং বেত্যত আহ—তাসামিতি। কৃষ্ণস্য বিয়োগতঃ মথুরাগমনাদিবিরহতো হেতোঃ শ্রীরাধাদীনাং যাদৃশমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেনানেন শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহবিশেষতঃ প্রায়স্তন্মাধুর্যানুভবাদিনৈব প্রেমবিশেষোদয়াত্তদ্বিরহে দৈন্যবিশেষো জায়ত ইতি ধ্বনিতম্। তত্র চ প্রেমতারতম্যেন দৈন্যস্যাপি তাদৃকত্বমুহ্যম্॥

২২৫। নন্বেবং প্রেমনিষ্ঠায়াঃ ফলং দৈন্যমিতি পর্যবস্যতি, তচ্চাযুক্তম্, সর্বত্র প্রেম্ণ এব ফলত্বেন প্রতিপাদনাৎ। সত্যং, তত্তু প্রেম্ণো নাতীব ভিন্নং, কিন্তু আন্তরলক্ষণরূপমুখ্যতরমঙ্গমেবেত্যাহ—পরীতি। প্রেমা ভগবতি ভাববিশেষঃ, বিতন্যতে বিশেষেণ প্রাদুর্ভাব্যতে। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ, তয়োঃ দৈন্য প্রেম্ণোঃ, পরস্পরং কার্যকারণতা পোষ্যপোষকতা ঈক্ষ্যতে অনুভূয়তে। এবমেবেদঞ্চ ন মন্তব্যম্। শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মবিষয়কপ্রেম্ণঃ ফলং শ্রীগোলোকপ্রাপ্তিঃ তস্যাশ্চ শ্রীগোপীনাথস্য সন্দর্শনং, তস্য চ তৎপ্রাসাদবিশেষঃ তস্য চ সহবিহারাদিকমিত্যেবমাদি প্রকারেণ ভক্তিসিদ্ধান্তে পরমপুরুষার্থস্য অনৈকান্ত্যাদনবস্থাদোষ-প্রসঙ্গঃ স্যাদিতি। যতস্তত্তৎ সর্বং তৎপ্রেম্ণ এব বিলাসবৈভবং, ন তু ততঃ পৃথক্। বৈকুণ্ঠেঽপ্যেবমেব ইত্থমেব মোক্ষসুখাদ্ভক্তিসুখস্য বহুবৈচিত্র্যা পরমাধিক্যং সম্পদ্যেত ; ইদন্তু প্রাগুক্তমেবাস্তি॥

২২৬। ননু দৈন্যজনিতত্বেন প্রেম্ণোঽপি পরমদৈন্যাত্মকং স্বরূপম্, কিংবা, সর্বসাধ্যনিচয়োৎকৃষ্টতয়াশেষদুঃখধ্বংসপূর্বক-পরমানন্দবিশেষাত্মকমিতি বিবিচ্য কথয়েতি চেত্তত্রাহ—ভ্রাতরিতি। তৎ প্রেম বিদন্তি অনুভবন্তীতি, তথা ত এব জানন্তি ; অতঃ স্বরূপলক্ষণং তস্য বক্তুং ন শক্যতে, কেবলং তটস্থলক্ষণেনৈব তদুদ্দিশ্যত ইতি ভাবঃ। তদেবাহ—সার্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। যস্য বাহ্যং লক্ষণং চিত্তার্দ্রতয়া জাতং কম্পাদি, আদিশব্দেন স্বেদ পুলকাশ্রুপাতাদি, চিত্তার্দ্রত্বমপি বাহ্যলক্ষণগণান্তর্ভূতমেব মনোগ্রাহ্যত্বাৎ ; তথাপি সাক্ষাদ্বহিরভিব্যক্ত্যভাবেনান্তরত্বেঽপি পর্যবস্যতীতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৩। প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া যত্নের সহিত দৈন্য রক্ষণীয়। 'ঈহয়া'—যেরূপ কায়িক চেষ্টা দ্বারা, 'মত্যা'—যেরূপ মনোব্যাপার দ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সেই বাগ্‌বৃত্তির শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করিবেন এবং তদ্‌বিরুদ্ধ অর্থাৎ দৈন্য বিঘাতক বাগাদি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

২২৪। এইরূপ পুরুষ-প্রযত্ন লৌকিক দৈন্যের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীভগবদ্-প্রসাদজ লোকাতীত দৈন্যের কথা বলিতেছেন। পরমোত্তম দৈন্য ভগবৎবিষয়ক-ভাববিশেষের পরিপাক হইলে পরমনিষ্ঠা জন্য সেই প্রেমের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অন্যথা সামান্যতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ প্রায় সকল ভক্তেই কম-বেশী বর্তমান রহিয়াছে। তথাপি তাদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ তদন্যরূপ দৈন্য কখনও উৎপন্ন হয় না। অতএব তাঁহাদের দুঃখহানিবশতঃ সুখলাভও হইতেছে না। মূলে 'তু' শব্দ দ্বারা ইহা অপেক্ষাও পূর্বোক্ত দৈন্যের ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। যদি বল, সেই দৈন্য কি প্রকার? তাহাতেই বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনকালে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে যাদৃশ দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষ হইতে তাঁহার মাধুর্য-প্রাচুর্য-অনুভবাদি দ্বারাই প্রেমবিশেষ উদয় হইয়া থাকে বলিয়া সেই প্রেমানুসারে তাঁহার বিরহে দৈন্য বিশেষেরও উদয় হইয়া থাকে। অতএব প্রেম-তারতম্য হেতু দৈন্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

২২৫। যদি বল, এই প্রকার প্রেমনিষ্ঠার ফল কি দৈন্যেই পর্যবসিত হইল? কিন্তু তাহা অযুক্ত। কারণ, সর্বত্র প্রেমকেই ফলরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সত্য, দৈন্য ও প্রেম অতীব ভিন্ন নয়, পরন্তু এই দৈন্য প্রেমের আন্তর লক্ষণরূপ মুখ্যতর অঙ্গ। তাহাতেই বলিতেছেন, 'পরিপাকেন' ইত্যাদি। দৈন্যের পরিপাক দ্বারা প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রেম ভগবদ্বিষয়ে ভাব বিস্তার করে, আর দৈন্যের পরিপাক দ্বারা সেই প্রেম পরিবর্ধিত হয়। উক্ত প্রকারে দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর কার্য-কারণতা (পোষ্য-পোষ্যকতা) দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে এস্থলে কেহ যেন এরূপ মন্তব্য না করেন, শ্রীগোপীনাথ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তি-বিষয়ক প্রেমের ফল শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি এবং উহার ফল শ্রীগোপীনাথের সন্দর্শন ও উহার ফল তাঁহার প্রসাদবিশেষ ; আর প্রসাদবিশেষের ফল তাঁহার সহিত বিহারাদি। এরূপ ভেদ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থে অনৈক্যত্ব কল্পনা করিলে ভক্তিসিদ্ধান্তে অনবস্থা দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি আদি প্রেমেরই বৈভবস্বরূপ, অতএব প্রেম হইতে পৃথক নহে। বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধেও এইপ্রকার সিদ্ধান্ত জানিবে। এই প্রকারে মোক্ষসুখ হইতেও ভক্তি-সুখের বহু বৈচিত্রী-হেতু পরমাধিক্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে।

২২৬। যদি বল, তাহা হইলে দৈন্য-জনিতত্ব-হেতু প্রেমেরও পরম দৈন্যাত্মক স্বরূপ কিংবা সর্বসাধ্যনিচয় হইতেও উৎকৃষ্টতা-হেতু অশেষ দুঃখ ধ্বংসপূর্বক পরমানন্দ বিশেষাত্মক স্বরূপই হওয়া উচিত? ইহা বিশেষ বিচার করিয়া বলুন। হে ভ্রাতঃ! আশ্বস্ত হও। কারণ প্রেমতত্ত্ববিদ্গণই প্রেমের তত্ত্ব অবগত আছেন। অর্থাৎ

যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রেমের স্বরূপ জানেন, কিন্তু তথাপি প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না ; কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা উহা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। তাহাই সার্ধ চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। যাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, তাঁহার বাহ্যলক্ষণই কম্পাদি। অর্থাৎ তাঁহার বাহ্য শরীরেই উক্ত কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রুপাতাদি চিত্তদ্রবতার বাহ্য চিহ্নসকল প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল চিহ্ন বাহিরে দৃষ্ট হইলেও মনোগ্রাহ্য বলিয়া আন্তরবৃত্তিও বলা যায়। অর্থাৎ সাক্ষাৎ বাহিরে অভিব্যক্ত হইলেও আন্তর লক্ষণ মধ্যে পর্যবসিত হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

২২৩। দৈন্যই কৃপাকে আকর্ষণ করে এবং দৈন্যেই কৃপার স্থিতি হয়। অতএব দৈন্যকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য। দেহের দ্বারা এরূপ কার্য করিতে হইবে, বাক্য এরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং মনে এরূপ চিন্তা করিতে হইবে, যাহাতে দৈন্য স্থির থাকে। আর প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যাহা দৈন্যের বিপরীত, এমন কিছু কার্য করিব না বা মনেও স্থান দিব না। কেবল মুখে দীনতার বড় বড় বুলি আবৃত্তি করিলেই হইবে না, মনের দ্বারাও দীন হইতে হইবে! কেননা, যাহার মনে দৈন্য নাই, অথচ বাহিরে দীনের ন্যায় আচরণ, তাহা কপটতা মাত্র। বস্তুতঃ দীন ব্যক্তির ব্যাকুলতায় ভক্তিদেবীর কৃপার উদ্রেক হয় এবং তাহার নিরভিমান বিনয় ইত্যাদি সেই কৃপাধারাকে ধরিয়া রাখে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'তৃণাদপি' রূপ দৈন্যের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

ঊর্ধ্ব বাহু করি কহো শুন সর্বলোক।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

২২৪। দৈন্যের পরিপাকে প্রেম যতই গাঢ়তা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের উদ্দেশ্যে (তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত) উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর এই উৎকণ্ঠার পরমোৎকর্ষতার দ্বারাই প্রেম-পরিপাকের চরমোৎকর্ষতা প্রকটিত হয়। অতএব দৈন্য বা উৎকণ্ঠা প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম এবং প্রেম যত গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, উৎকণ্ঠাও (প্রশমিত না হইয়া) উত্তরোত্তর তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই উৎকণ্ঠার প্রাবল্যেই তাঁহারা স্বজন-আর্যপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের ত্যাগের প্রশংসা কেবল আর্যপথাদি ত্যাগের জন্য নহে। তাঁহাদের প্রেমের যে পরমোৎকর্ষ অর্থাৎ উৎকণ্ঠার যে অদ্ভুত প্রভাব তাঁহাদিগকে স্বজন-

আর্যপথাদির দূরতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্নকে উল্লঙ্ঘন করার সামর্থ্য দিয়াছে, সেই প্রেমোৎকর্ষই শ্রীউদ্ধবাদির প্রশংসার বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণেরও চিরঋণীত্বের হেতু হইয়াছে।

প্রেমের বিরহ ও মিলন, এই দুইটি বিভাগ হইলেও বিরহে দীনতা বা বিনয়াদি অনুভাব সকল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর বিনয় অভিব্যক্ত হইয়াছে—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥ (শ্রীভা ১০।৩০।৩৩)

হা নাথ! (স্বামিরূপে পালক) রমণ (কান্তোচিত সুখপ্রদ) প্রিয়তম (প্রেমের বিস্তারক) কোথা আছ—(আমার প্রতি এতাদৃশ স্নেহবান্ হইয়াও সম্প্রতি একাকী কোথায় আছ। হায়! তাহা না জানিয়া আমার চিত্ত ক্ষুভিত হইতেছে, এইরূপ অতিমাত্র ব্যাকুলতাবশতঃ 'কোথায় আছ, কোথায় আছ' দুইবার বলিলেন।) 'মহাভুজ' তদীয় সৌন্দর্য-মাধুর্য স্মরণ পূর্বক এবং তাঁহার আলিঙ্গনাদি নিজ সৌভাগ্য-মননহেতু মোহিত হইয়া বলিলেন, হে মহাভুজ! কিন্তু ইহাতেও মনে তৃপ্তি হইল না, তাই পুনরায় অতিশয় দৈন্য সহকারে বলিলেন, আমি তোমার দাসী। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীরাধারাণী কি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি লাভের নিমিত্ত তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন? এই আশঙ্কার সম্ভাবনায় যেন শ্রীরাধারাণী বলিলেন, না, না, সখে! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ সাহচর্য-সৌভাগ্য দান করিয়াছিলে বটে ; কিন্তু আমি এক্ষণে সে সব কিছুই চাই না, কেবল তোমার দর্শন মাত্র প্রার্থনা করি। আমাকে জানাও, তুমি কোথায় আছ? আমি যে তোমার দাসী, এই সৌভাগ্যই আমার হৃদয়ে বলপূর্বক তোমারই সুখবিধানের ইচ্ছাকে উৎপাদন করিয়াছে, তাই তোমার সুখ সাধনের অনুকূল পরিচর্যা করিতে চাই। আমি সখ্যাদি চাহি না, কেবল তোমার দাসী হইয়া তোমার শ্রীচরণ সেবা করিব—ইহাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হা নাথ! আমার এই উদ্দেশ্য যেন বিফল না হয়। আমি তোমারই দাসী, তোমার সেবা বিনে আমি একান্ত কাতর হইয়াছি। তোমার সন্নিধান আমাকে প্রদর্শন করাও।

বস্তুতঃ বিরহের গভীরতা লইয়াই মিলনের গৌরব ; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম-মিলনের মধ্যে বহুবিধ বিরহ-দুঃখের সম্মিলন। অর্থাৎ মিলনের সময়েই চুম্বন-আলিঙ্গনাদি সুখের অনুভব মধ্যেই বিয়োগ-দুঃখেরও অনুভব হয়। আর এই অনুভব ব্যাপার—স্ফূর্তি দ্বারাও নহে, কায়ব্যূহ দ্বারাও নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে মিলনানন্দের সহিত বিবিধ বিয়োগ-দুঃখেরও একই সময়ে অনুভব হয়। সুতরাং এই প্রেম ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি মহাজন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী অনিকেতন অবস্থায় যখন অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন, সেই সময়ে বিরহবিকল অবস্থায় নিম্নোক্ত শ্লোক স্মরণ করিয়াছিলেন—

অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কয়োম্যহম্॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রেম বিহ্বলাবস্থায় এই শ্লোক আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

এই শ্লোক কহিয়াছে রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥
কিবা মহাপ্রভু ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥

রাগমার্গে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের বিরহদশায় প্রণয়োন্মাদময় বিকারসমূহ সাধকের বিশেষরূপে ধ্যেয়। কারণ, উৎকণ্ঠা প্রধানা দৈন্যময়ী রতির ইহাই সম্পত্তি। সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভাববিহ্বলা উৎকণ্ঠাময়ী দশার অনুধ্যান পূর্বক তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইবে, ততদূর (তাঁহার চিত্তও) তাদৃশ ভাব-সংস্কারময় হইবে, সুতরাং তিনি শ্রীরাধাদাস্যরসে লালসান্বিত হইবেন।

এইজন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে বিরহে যে পরম দৈন্য ও মোহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই দৈন্য-মোহাত্মিকা প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ব্রজ-জাতীয় প্রেমের প্রশস্ততা সূচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা ব্রজসুন্দরীগণের আর একটি চিত্র অবলোকন করুন।

দাবগ্রস্থা মৃগদুহিতরশ্চন্দ্রহীনাশ্চকোর্যঃ।
স্ত্রস্তা বৃক্ষান্নবকলতিকা নীররিক্তাঃ শফর্যঃ॥
উর্জা প্রান্তাদ্বহিরপগতা হন্ত! নব্যাব্জনাল্যে।
যদ্বদ্দৃষ্টা হরিবিরহিতা রাধিকাদ্যাশ্চ তদ্বৎ॥

(গোপালচম্পূ পূঃ ৩৩ অনু ৩২৯)

দাবানল-ভয়গ্রস্থা মৃগ-দুহিতার যেরূপ অবস্থা হয়, চন্দ্রবিহীন হইলে চকোরিদিগের যেমন অবস্থা হয়, বৃক্ষ-স্খলিত নবলতিকার যেমন দুর্দশা হয়, জল বিনা মৎস্যের যেমন দুরবস্থা হয়, ছিন্নমূল নবীন কমলের যেমন অবস্থা হয়, হায়! শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণেরও সেইরূপ অবস্থা দেখা গিয়াছে।

২২৫। ব্রহ্মানন্দ নির্নিমেষ বীক্ষণবৎ বলিয়া বৈচিত্রীশূন্য, আর ভজনানন্দ অপাঙ্গ বীক্ষণবৎ বলিয়া বহু বৈচিত্রীসম্পন্ন।

২২৭। **দবানলার্চির্যমুনামৃতং ভবেত্তথা তদপ্যগ্নিশিখেব যদ্বতাম্।**
বিষঞ্চ পীযুষমহো সুধা বিষং মৃতিঃ সুখং জীবনমার্তিবৈভবম্॥

মূলানুবাদ

২২৭। সেই প্রেমিকের হৃদয় শীতল যমুনা জল তুল্য হইয়াও দাবানলের শিখা-তুল্য হইয়া থাকে। আবার দাবানল শিখাও যমুনার অমৃততুল্য হইয়া থাকে। বিষ অমৃত হয়, অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যু সুখের হয়, জীবন ধারণ আর্তির বৈভবরূপে প্রতীত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৭। কিঞ্চ, যৎ প্রেমবতাং দবানলার্চিরপি যমুনামৃতমিব ভবেদিত্যেবং সর্বত্রৈব শব্দার্থো দ্রষ্টব্যঃ! যদ্বা, তস্য তস্যাত্যন্ত-তদাত্মকতয়া যথাশ্রুতমেব ব্যাখ্যা। এবং সুখকারণমপি দুঃখকারণত্বেনোক্ত্বা তদ্বৈপরীত্যেনাহ—তৎ যমুনামৃতমপি, অগ্নি-শিখাদবানলার্চির্ভবতীত্যর্থঃ, পরমপ্রেমাবির্ভাবেন তত্তদ্বিবেকাশক্তেঃ। কিংবা তাদৃশস্য প্রেম্‌ণো বিরহদুঃখস্ফোরকস্বভাবাস্মরণাদেঃ পরমহিতত্বেন তদনুকূলস্য দ্রব্য-স্যেষ্টত্বাত্তদ্বিপরীতস্য চানিষ্টত্বাত্তথা তথা তত্তৎ স্ফুরতীতি দিক্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। জীবনঞ্চ পরমদুঃখময়মিত্যর্থ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৭। আর সেই সকল প্রেমবানের সম্বন্ধে দাবানল শিখাও যমুনামৃতের তুল্য হইয়া থাকে। এই প্রকার সর্বত্র শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। অথবা সেই সেই বস্তুর অত্যন্ত তাদাত্মকতা বশতঃ যথাশ্রুত ব্যাখ্যা এইরূপ সুখের কারণও দুঃখকারণে পর্যবসিত হয় বলিয়া তদ্বিপরীত বোধ হয়। যেমন যমুনামৃতও অগ্নিশিখা তুল্য হইয়া থাকে। আবার দুঃখময় বস্তুও সুখময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিশিখাও যমুনামৃত তুল্য হয়। বস্তুতঃ পরম প্রেম আবির্ভাবের জন্য তাঁহাদের বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হয় বলিয়া বিষও অমৃত হয়, অমৃতও বিষ হয়, মৃত্যু সুখ হয়, জীবনও পীড়ার বৈভব হইয়া থাকে। কিংবা তাদৃশ প্রেম বিশেষের স্বভাবে সর্বদা প্রিয়তমের স্মৃতি-হেতু বাহিরে বিরহ দুঃখ স্ফূর্তি হয় বলিয়া পরমহিতকর বা তত্তৎ অনুকূল-দ্রব্যাদিও ইষ্ট-বিপরীত অনিষ্টরূপে প্রতীতি হয়। আবার তদ্বিপরীত ইষ্টবিস্মরণের উপায় সমূহকে সুখকর বোধ হয়। এইজন্য যতই প্রিয়তম-বিস্মরণের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত

হন, ততই যেন সেই উপায় সমূহই অধিকতররূপে প্রিয়তমের স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া দেয়। তথাপি বিস্মরণের অনুকূল বস্তুনিচয়ে ইষ্ট এবং বিস্মরণের প্রতিকূল বস্তুর প্রতি অনিষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই প্রেমের বিচিত্র গতি। ইহাই অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

সারশিক্ষা

২২৭। প্রেমতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃত একত্রে মিলন॥

জাগতিক সুখ-দুঃখের সহিত এই প্রেমজনিত সুখ-দুঃখের কোনই সাদৃশ নাই ; কাজেই জাগতিক কোন প্রকার সুখ-দুঃখ দ্বারা, এই অতুলনীয় প্রেমের বৈভবস্বরূপ সুখ-দুঃখের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। জাগতিক সুখভোগ কালে দুঃখের অনুভূতি থাকে না ; কিন্তু প্রেমবান ভক্ত সকল যুগপৎ তাঁহাদের ইষ্টদেবের মিলনসুখেও বিরহ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। মিলনের সময়ে অন্তরে বিরহ, বাহিরে মিলন এবং বিরহের সময় অন্তরে মিলন, বাহিরে বিরহের তীব্রতাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণবিরহ উপস্থিত হইলেও অন্তরে অফুরন্ত মিলনানন্দের অনুভব হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ প্রতিক্ষণে নবনবায়মানভাবে অসমোর্ধ সুখ-দুঃখের অনুভূতি বিস্তার করিয়া থাকেন।

২২৮। যতো বিবেক্তুং ন হি শক্যতেঽদ্ধা,
ভেদঃ স সম্ভোগ-বিয়োগয়োর্যঃ।
তথেদমানন্দভরাত্মকং বা,-
থবা মহাশোকময়ং হি বস্তু ॥

মূলানুবাদ

২২৮। সেই প্রেমের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভরূপ ভেদ সাক্ষাৎভাবে কেহই বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন। কেননা, এই প্রেমাখ্য বস্তু 'আনন্দভরাত্মক' অথবা 'মহাশোকময়' ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৮। সম্ভোগ-বিয়োগয়োর্যো ভেদঃ, অয়ং সম্ভোগো বিয়োগশ্চায়মিত্যেবং যো বিশেষো বর্ততে, স যতঃ প্রেম্‌ণো হেতোঃ অদ্ধা সাক্ষাৎ বিবেক্তুং ভেদেন গ্রহীতুং ন হি শক্যতে। এতচ্চ ব্যক্তমেব দশমস্কন্ধশেষে জলক্রীড়ানন্তরং শ্রীভগবতা সহ সঙ্গমেঽপি বর্তমানে শ্রীমহিষীণাং তথা তথা বিরহদুঃখোক্তিবর্ণনাৎ। তথেতি সমুচ্চয়ে। ইদং প্রেমাখ্যং বস্তু আনন্দভরাত্মকং মহাশোকময়ং বেতি চাদ্ধা বিবেক্তুং ন শক্যতে, বুদ্ধ্যাদিলোপেন তদ্বিশেষগ্রহণাশক্তেঃ ; কিংবা পূর্বোদ্দিষ্ট-ভক্তিস্বভাবেন তত্তদ্রূপেণৈব বহুধা স্ফুরণাৎ, কিংবা পরমান্ত্যসীমাপ্রাপ্তস্য বস্তুনস্তস্য তৎস্বভাবকত্বাৎ। যথা ঘনহিমচয়স্যাগ্নেরিব স্পর্শনুভবঃ স্যাদিতি দিক্। যদ্যপি তাদৃশপ্রেমবিশেষসম্ভোগে পরমমহানন্দঘনমূর্তিনা শ্রীভগবতা সহ ক্রীড়াবিশেষেণ তদনুরূপসুখবিশেষানুভবোঽপি তৎপ্রিয়তমানাং জায়ত এব। যথা ভক্তানাং মুক্তিসুখং তথাপ্যুক্তরীত্যা পরমপ্রেমবিশেষস্বভাবেনৈব সম্ভোগেঽপি বিরহস্যৈব পরস্ফূর্ত্যা তথৈব পর্যবস্যতি, পরমমহাফলবিশেষরূপস্য তস্য তথৈব সম্যগাবির্ভাবসিদ্ধেঃ। তথৈব হি তৎসুখস্য পরমমহত্তাবিশেষসম্পত্তিলক্ষণত্বাচ্চেতি প্রাঙ্‌নিরূপিতমস্ত্যেব ; অগ্রেঽপি বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৮। সেই প্রেমস্বভাবেই সম্ভোগ ও বিরহের ভেদ সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এইপ্রকার সম্ভোগ, এইপ্রকার বিয়োগের বিশেষ বিদ্যমান, তাহা প্রেমস্বভাবেই সাক্ষাৎ বুঝা যায় না। এবিষয় দশমস্কন্ধশেষে—'জলক্রীড়ানন্তর

ভগবানের সহিত মহিষীগণের মিলন হইলেও বিরহ-দুঃখোক্তি বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এই প্রেমাখ্যবস্তু 'আনন্দ-ভরাত্মক' অথবা 'মহাশোকময়' ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। কারণ, তখন বুদ্ধিবৃত্তি বিলোপ হয় বলিয়া বিশেষ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কিংবা পূর্বোদ্দিষ্ট ভক্তিস্বভাবে বহু বহু বৈচিত্রী স্ফূর্তি করায় বলিয়া বিশেষ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কিংবা পরমান্ত্য-সীমা-প্রাপ্ত বস্তুর এইরূপ স্বভাব বলিয়াই বিশেষ গ্রহণাসামর্থ্য হইয়া থাকে। প্রেম-স্বভাবে যেমন ঘন হিমনিচয়ও (বরফখণ্ড) অগ্নিতুল্য উষ্ণ স্পর্শ হইয়া থাকে। যদ্যপি তাদৃশ প্রেমবিশেষ সম্ভোগের সময় পরম মহানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়াবিশেষ-হেতু প্রিয়তমের সুখানুভবে প্রেমিকেরও তদনুরূপ সুখবিশেষ অনুভব হইয়া থাকে, তথাপি পরম প্রেমস্বভাবে সেই সম্ভোগকালেও বিরহবিশেষ পরিস্ফূর্তি করাইয়া দেয় বলিয়া উহা বিরহেই পর্যবসিত হয়। ইতিপূর্বে নিরূপিত হইয়াছে যে, বিরহজ প্রেমই পরম মহাফল বিশেষরূপে সর্বোপরি বিরাজমান, অর্থাৎ 'সম্ভোগস্তুত' রূপে সেই প্রেমই পরম ফল। অতএব সম্ভোগকালেও উহার সম্যক্ আবির্ভাব কেন না হইবে? ক্ষুধার সহিত ভোজ্যসামগ্রী যদি সমভাবে মিলিত না হয়, তাহা হইলে যেমন ভোজনলোলুপের সুখোদয় হয় না, সেইরূপ মিলন ও বিরহের একত্র সম্মিলন ব্যতিরেকে পরম-মহত্ত্বলক্ষণ প্রেমসম্পত্তিবিশেষেরও উপপত্তি হয় না, জানিবে। ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

সারশিক্ষা

২২৮। প্রিয়ার সহিত প্রিয়তমের মিলন হইলে যদি পরস্পর-স্ব-সুখ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন, তবে আর প্রীতি থাকে না। কারণ, প্রীতির স্বভাব সাক্ষাৎ সুখানুভব নয়, প্রিয়তমের সুখে সুখী হওয়া, প্রিয়তমকে সুখ দেওয়া, যাহা দ্বারা তাঁহার সুখ হয়, সেইরূপ চেষ্টা করাই মিলনের প্রধান হেতু। যেখানে প্রীতিমূলক মিলন হয়, সেখানে সেই মিলনের মধ্যেও সতত বিরহ বর্তমান থাকে। কেননা, স্ব-সুখোদয়ে আত্মতৃপ্তি-হেতু দৈন্য থাকে না বলিয়া বিরহের অশ্রু শুখাইয়া যায়। অতএব স্ব-সুখবোধ প্রীতির বিঘাতক বলিয়া প্রেমিকের পক্ষে ঐ সুখ অসহ্য এবং উহা ক্রন্দনেই পর্যবসিত হয়। স্ব-সুখোদয়ে প্রিয়তমের সুখ অন্তর্ধান করে বলিয়া প্রেমিক প্রীতি-লাভের জন্য রোদন করেন। এই প্রকার যতক্ষণ স্ব-সুখ বাসনা থাকে, ততক্ষণ প্রীতির উদয় হয় না। ইহা অবশ্য সাধারণ প্রীতির কথা, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি স্বভাবতঃ প্রেমিকের হৃদয়ে প্রিয়তমের মাধুর্য স্ফূর্তি করাইয়া সর্বদাই নিজের অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে।

২২৯। **ভবন্তি সম্পত্ত্যুদয়েন যস্য, সদা মহোন্মত্তবিচেষ্টিতানি।**
ন যদ্বিনা সঞ্জনয়েৎ সুখং সা, নবপ্রকারাপি মুকুন্দ-ভক্তিঃ॥

মূলানুবাদ

২২৯। যে প্রেম-সম্পত্তির উদয় হইলে প্রেমিকের ব্যবহারসকল সর্বদাই মহা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে ; আবার সেই প্রেম বিনা শ্রীমুকুন্দের নবধা ভক্তি ও সুখ-সম্পাদন করিতে পারেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৯। যস্য প্রেম্ণ সম্পত্তেঃ সিদ্ধের্বৈভবস্য বা উদয়েন প্রকাশেন হেতুনা মহোন্মত্তস্য পরমোন্মাদগৃহীতস্যেব বিচেষ্টিতানি ভবন্তি। তানি চৈকাদশস্কন্ধাদৌ (শ্রীভা ১১।২।৪০) 'হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি' ইত্যাদি-নোক্তানি সন্তি। যৎ প্রেম বিনা সা পরমফলরূপাপি নবপ্রকারকা মুকুন্দস্য ভক্তিঃ সুখং ন সম্যক্ জনয়েৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৯। যে প্রেমসম্পত্তি সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রেমের বৈভব উদয় হইলে ব্যবহারসকল সর্বদাই মহা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'জাতপ্রেম মহানুভবগণ কখনও উন্মত্তের ন্যায় হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, চীৎকার করেন, গান করেন, কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন।' এই প্রেম বিনা সেই পরম ফলরূপা নবপ্রকার মুকুন্দভক্তিও সুখ সম্পাদন করিতে পারেন না।

২৩০। যথা হি শাকো লবণং বিনৈব, ক্ষুধাং বিনা ভোগ্য-চয়ো যথা চ।
বিনার্থবোধাদিব শাস্ত্র-পাঠঃ, ফলং বিনারামগণো যথৈব॥

মূলানুবাদ

২৩০। যেমন লবণ বিনা ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত ভোজ্যসামগ্রী, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ ও ফল বিনা বাগিচা যেমন সুখকর হয় না ; সেইরূপ প্রেম ব্যতীত নবপ্রকার মুকুন্দ-ভক্তিও সুখকর হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩০। তত্র দৃষ্টান্তান্ দর্শয়তি—যথেতি। শাক ইতি সর্বব্যঞ্জনানামুপলক্ষণম্। অর্থাবগমব্যতিরেকেণ শাস্ত্রাণাং সুখপাঠো যথেত্যর্থঃ। আরামা উপবনানি, তেষাং সমূহোঽপি ফলং বিনা যদা সুখং ন জনয়েদিতি পূর্বেণৈব সর্বেষামন্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩০। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসকল দেখাইতেছেন, 'যথা হি শাকো' ইত্যাদি। এখানে 'শাক' শব্দ উপলক্ষণে, অতএব সর্বপ্রকার ব্যঞ্জন বুঝিতে হইবে। যেমন, লবণ বিনা ব্যঞ্জনসমূহ, অর্থবোধ ব্যতিরেকে শাস্ত্রপাঠ, ফুল ফল বিনা যেমন উপবন (উদ্যান) ব্যর্থ হয়, সেইরূপ প্রেম বিনা নবপ্রকার মুকুন্দ ভক্তিও সুখজনক হয় না। অর্থাৎ নবপ্রকার ভক্তি-লতিকার উদ্যান শোভমান হইলেও যতদিন পর্যন্ত ভাব-পুষ্প বিকশিত না হয় এবং প্রেম-ফল প্রসব না করে, ততদিন সেই উদ্যান পরম সুখকর হয় না।

২৩১। সামান্যতঃ কিঞ্চিদিদং ময়োক্তং, বক্তুং বিশেষেণ ন শক্যতে তৎ।
প্রেমা তু কৃষ্ণে ব্রজ-যোষিতাং য,-স্তত্তত্ত্বমাখ্যাতুমলং কথং স্যাম্॥

মূলানুবাদ

২৩১। আমি এতাবৎ সাধন রীতিতে যে কিছু প্রেমের কথা বলিলাম, তাহা ভগবানের কোন অবতার কিংবা বৈকুণ্ঠনাথ বিষয়ক বলিয়াই জানিবে। পরন্তু এই প্রেমও বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। আর শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি ব্রজযোষিতগণের যে প্রেম, সেই বিশেষ প্রেম আমি কিরূপে নির্দেশ করিব? অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহা নির্দেশ করিতে সক্ষম নহি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩১। ইদন্তু শ্রীভগবতঃ কস্মিংশ্চিদবতারে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেঽপি বা। ভক্তানাং সাধারণ্যেন জায়মানস্য প্রেম্‌ণো লক্ষণমুক্তম্। শ্রীনন্দনন্দনে শ্রীরাধিকাদীনাম-সাধারণোঽসৌ প্রেমা তু কথমপি ন নির্দেষ্টুং শক্যত ইত্যাহ—সামান্যত ইতি। তৎ প্রেম তল্লক্ষণং বা। তস্য প্রেম্‌ণস্তত্ত্বং স্বরূপং কথমাখ্যাতুং নিরূপয়িতুমলং সমর্থঃ স্যাম্? অপি তু কথমপি ন ভবামীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩১। এই যে প্রেমের কথা বলা হইল, এই প্রেমের বিষয় শ্রীভগবানের কোন অবতার বা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিষয়ক বলিয়াই জানিবে। অর্থাৎ সাধারণ ভক্তবৃন্দকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম অবস্থান করেন, সেই প্রেমের কথাই বলিলাম। কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের যে অসাধারণ প্রেম, সেই প্রেম আমি কিরূপে নির্দেশ করিব? তাহাতেই বলিতেছেন, 'সামান্যতঃ' ইত্যাদি। সেই ব্রজজাতীয় প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ, বা সেই প্রেমের তত্ত্ব, আমি কি প্রকারে নিরূপণ করিব? অপিচ সামান্যতরূপেও নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি।

২৩২। কৃষ্ণে গতে মধুপুরীং বত বল্লবীনাং,
ভাবোঽভবৎ সপদি যো লয়বহ্নিতীব্রঃ।
প্রেমাস্য হেতুরুত তত্ত্বমিদং হি তস্য,
মা তদ্বিশেষমপরং বত বোদ্ধুমিচ্ছ॥

২৩৩। সা রাধিকা ভগবতী ক্বচিদীক্ষ্যতে চেৎ,
প্রেমা তদানুভবমৃচ্ছতি মূর্তিমান্ সঃ।
শক্যেত চেদ্গদিতুমেষ তয়া তদৈব,
শ্রূয়েত তত্ত্বমিহ চেদ্ভবতি স্ব-শক্তিঃ॥

মূলানুবাদ

২৩২। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী গমন করিলে বল্লবীগণের প্রলয়াগ্নি হইতেও তীব্রতর যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্র হেতু প্রেম এবং ইহাই সেই প্রেমের তত্ত্বঃ ইহা ব্যতীত প্রেমের অপর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিও না।

২৩৩। আর তাহার বিশেষ বর্ণনও করা যায় না। যদিও কিছু বর্ণিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার প্রতীতির বিষয় হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট গোপীগণের সাক্ষাৎ হয়, বিশেষতঃ পরমভগবতী শ্রীরাধিকা যদি ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়েন, তবেই সেই মূর্তিমান প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইবে। তিনিই সেই প্রেমের বিষয় বলিতে পারেন। আর এখানে যদি বা কাহারও স্ব-শক্তিতে সেই প্রেমতত্ত্ব শ্রবণের ইচ্ছা হয়, তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। কারণ, সেই পরমানন্দময় প্রেম শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই মোহগ্রস্ত করিয়া দেয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩২। তথাপ্যুদ্দেশেনান্তর তটস্থলক্ষণদ্বারা পূর্ববৎ কিঞ্চিৎ আখ্যামীত্যাহ—কৃষ্ণ ইতি। সপদি গমনকালে, লয়বহ্নিঃ প্রলয়কালানলস্তস্মাদপি তীব্রঃ পরমদুঃসহ ইত্যর্থঃ। অস্য ভাবস্য হেতুঃ প্রেমৈব। উত অপি, তস্য প্রেম্ণঃ তত্ত্বং স্বরূপমপি। ইদমেব তত্ত্ববিশেষণতয়া নপুংসকত্বম্, অয়ং ভাব এবেত্যর্থঃ। তস্য প্রেম্ণো বিশেষং তত্ত্ববিবরণম্, অপরমুক্তাদন্যং বোদ্ধুং জ্ঞাতুং মা ইচ্ছ নাভিলষ, অপরং তদ্বিশেষ-নিরূপণেন তব মমাপি দশাবিশেষশঙ্কাপত্তেঃ॥

২৩৩। এবং তৎ-প্রেমা নিরূপিত এব ন স্যাৎ, কথঞ্চিদ্ যত্নেন নিরূপিতশ্চাধুনা তব হৃদি সম্যক্ প্রতীতোঽপি নৈব স্যাৎ ; কিন্তু তাদৃশপ্রেমবতো লোকস্য দর্শনাদেব স সাক্ষাদনুভূতোঽপি স্যাৎ ইত্যাহ—সেতি দ্বয়েন। সা শ্রীভগবৎ-প্রিয়তমত্বেন গোপীগণমধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরমপ্রেমভরবতী। সময়োক্তলক্ষণঃ প্রেমা মূর্তিমান্

সাক্ষাদ্ভূত এবানুভবং প্রাপ্নোতি, প্রত্যক্ষমনুভূয়ত এবেত্যর্থঃ। তয়া চ ভগবত্যা এষ প্রেমা গদিতুং তত্ত্বতো নিরূপয়িতুং চেদ্‌যদি শক্যেত, তদা তস্য তত্ত্বং পরমানন্দাত্মকং পরমশোক-দুঃখাত্মকমিত্যাদি শ্রূয়েত। ইহ তত্তত্ত্বশ্রবণে স্বস্যাত্মনঃ শক্তিশ্চেদ্ যদি ভবেদেবং তথাপি বক্তুং ন শক্যতে, নিরন্তর পরমপ্রেমভরাবির্ভাবেন সদা মহোন্মাদাদিময়ত্বাৎ। অন্যেনাপি শ্রোতুং ন শক্যতে, প্রেমমোহপ্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অতঃ কেবলং তস্যা ভগবত্যা দর্শনে বৃত্তে সত্যেব সদা তস্যাং প্রাদুর্ভবতাং মহাপ্রেম-লক্ষণানাং সাক্ষাদ্দর্শনাৎ স প্রেমা তত্ত্বতো বিজ্ঞাতঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩২। তথাপি শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভাববিশেষ উদ্দেশ পূর্বক তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পূর্ববৎ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে বল্লবীগণের প্রলয়াগ্নি হইতেও তীব্রতর পরম দুঃসহ যে ভাব উদ্গত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্র কারণ, প্রেম। ইহাকেই সেই প্রেমের তত্ত্ব বা স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ইহা ব্যতীত সেই প্রেমবিশেষের অপর তত্ত্ব বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিও না। অপর, তাহার বিশেষ নিরূপণে আমার ও তোমার দশাবিশেষ উপস্থিত হইবারও আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ সেই প্রেম মনে চিন্তা করিলেই নিশ্চয়ই মূর্ছিত হইব, আর তুমিও মূর্ছিত হইবে, তখন আর কে শ্রবণ করিবে? কাজেই সেই প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিব না।

২৩৩। এইরূপে সেই প্রেম নিরূপিত হইতেই পারে না। যদি বা অতি যত্নে কোন ক্রমে কিঞ্চিৎ নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার সম্যক্ প্রতীতিবিষয়ও হইবে না। কিন্তু যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। ইহাই 'সা রাধিকা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। ভগবানের প্রিয়তমা প্রেমবতী গোপীগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরমপ্রেম-ময়মূর্তি শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্তিমান প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। আর সেই ভগবতী যদি সেই প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এবং এখানে যদি কাহারও পরমানন্দময় ও পরম শোকদুঃখময় সেই প্রেমতত্ত্ব শ্রবণে নিজের শক্তি হইতে পারে ; তথাপি ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। কারণ, সেই পরমানন্দময় অথচ পরম দুঃখময় প্রেমতত্ত্ব পরম প্রেমবিবশতাবশতঃ বর্ণন-সামর্থ্য থাকে না এবং উপর্যুপরি প্রেমাবির্ভাবে সর্বদা সকলে মোহ-উন্মাদাদিময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপর শ্রোতাও তাদৃশ প্রেম-মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন। অতএব কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেই, তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম তত্ত্বতঃ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

২৩৪। চেৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মহাবতারস্তাদৃগ্‌নিজপ্রেমবিতানকারী।
স্যাদ্বা কদাচিদ্‌যদি রাধিকায়াঃ, প্রেমানুভূতিং তদুপৈত্যথাপি॥

২৩৫। তদ্ গচ্ছ শীঘ্রং তৎ ক্ষেত্রং মাথুরং ব্রজভূ-ভব।
নিজার্থসিদ্ধয়ে ত্বং হি ন মাদৃক্ তদ্দয়ালয়ঃ॥

মূলানুবাদ

২৩৪। অথবা তাদৃশ নিজ-প্রেমবিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন মহান্ অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার প্রকট হয়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে।

২৩৫। হে গোপকুমার! তুমি নিজ ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র সেই ক্ষেত্রে গমন কর। তুমি শ্রীগোলোকনাথের যেরূপ দয়ার পাত্র, আমরা তাদৃশ দয়ার পাত্র নহি। কারণ, তুমি ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৪। ননু সদা সর্বৈর্জনৈঃ সা কিল ন দৃশ্যতে, তর্হি মাদৃশৈরধুনা কথং জ্ঞেয়ঃ? যদ্বা, সৈবৈকা জগতি তাদৃশ-প্রেমবতী, অন্যোঽপি বা কশ্চিৎ কদাচিৎ স্যাৎ, অন্যথা অন্যান্য তত্র নৈরাশ্যাপত্তেঃ। তত্রাহ—চেদিতি। তাদৃশ শ্রীরাধাপ্রেমসদৃশস্য উক্তসদৃশস্য বা নিজস্ব-কৃষ্ণচন্দ্র-বিষয়কস্য প্রেম্‌ণো বিতানো বিস্তারস্তৎকারী। বাশব্দঃ পক্ষান্তরে, পূর্বতোঽপ্যুত্তরপক্ষস্য বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া যদি বা রাধিকায়া মহানবতারঃ স্যাৎ, তথাপি তদুক্তলক্ষণং প্রেম, অনুভূতিম্ অনুভবম্, উপৈতি প্রাপ্নোতি। ঈত্থং শ্রীরাধিকা-প্রাণনাথ-পাদসরোজয়োঃ যেন প্রেমানুভূত্যাশা দত্তা তং নারদং ভজে॥

২৩৫। তৎ তস্মাৎ, তৎ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং ক্ষেত্রং নিজার্থস্য সিদ্ধয়ে শীঘ্রং ব্রজ। ননু সা হি পরমদুর্ঘটেতি ত্বয়ৈবোক্তম্ ; তত্রাহ—হি যস্মাৎ, ত্বং ন মাদৃক্ ন ময়া সদৃশোঽসি, কিন্তু তস্য শ্রীগোলোকনাথস্য দয়ায়া আলয়ঃ পাত্রম্। তত্র হেতুঃ—হে মাথুরব্রজভূভবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৪। যদি বল, সর্বদা সর্বজনে যদি তাঁহার দর্শন লাভে সক্ষম না হয়েন, তবে অধুনা মাদৃশজন কিরূপে সেই প্রেমতত্ত্ব অবগত হইবে? অথবা জগতে যদি তিনিই

একমাত্র প্রেমবতী হন বা অন্য কেহ তাদৃশী প্রেমবতী না হয়েন, তাহা হইলে কি সকলেই নৈরাশ্যে পতিত হইবেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'চেৎ' ইত্যাদি। শ্রীরাধিকাপ্রেম-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রেম অর্থাৎ নিজপ্রেমবিস্তারকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন মহা-অবতার হয়। অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন মহা-অবতার হয়, তাহা হইলে সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে। মূল শ্লোকের 'বা' শব্দ পক্ষান্তরে, অর্থাৎ পূর্বপক্ষ হইতেও উত্তরপক্ষের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষায়। এইপ্রকার যিনি শ্রীরাধিকা-প্রাণবন্ধু-পদকমলযুগলের সাক্ষাৎ প্রেমানুভূতির আশা-সংবাদ প্রদান করিলেন, সেই শ্রীনারদকে আমি ভজনা করি।

২৩৫। হে মাথুর-ব্রজভূমিজাত! অতএব তুমি শীঘ্র সেই শ্রীপুরুষোত্তমাখ্য ক্ষেত্রে নিজ ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। যদি বল, উহা পরম দুর্ঘট বলিয়া আপনিই ত' বলিয়াছেন? শ্রবণ কর, তুমি আমার মত নহ, কিন্তু শ্রীগোলোকনাথের দয়ার পাত্র। যেহেতু, তুমি সেই মাথুর-ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

সারশিক্ষা

২৩৪। এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের সূচনা করা হইল। যেহেতু, শ্রীনারদের বচন কখনও ব্যর্থ হয় না। অতএব যিনি শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ-পাদপদ্মযুগে প্রেম প্রাপ্তির আশা দান করিলেন, সেই মহাভাগ শ্রীনারদকে আমি প্রণাম করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও মহাযোগী শ্রীকরভাজন বলিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (১১।৫।৩২)

যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অথবা সাধারণের দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্ত বিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে সুমেধা জনগণই কলিযুগে উপাসনা করেন। উপাসনার উপাদান-বিষয়ে বলিতেছেন,, সংকীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারাই তাঁহার অর্চনা হয়। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, শ্রীগদাধর শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, অথবা সাঙ্গোপাঙ্গ বলিতে যাঁহার শ্রীকরচরণাদি অঙ্গসমূহ পরমসুন্দর বলিয়া উপাঙ্গ-স্বরূপ এবং কৌস্তুভ, বনমালা ও মুরলী প্রভৃতি মহাপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গস্বরূপ। আরও উক্ত আছে—'ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ' (৭।৯।৪৮) কলিযুগে শ্রীভগবান প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ। যথা, চ্ছন্নত্বং—'প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্' নিজ প্রেয়সী (শ্রীরাধার) কান্তিতে আবৃত, সুতরাং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ। শ্রীবৃহন্নারদীয়েও লিখিত আছে,—"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।"

শ্রীমহাপ্রভুর কান্তি সম্বন্ধে শ্রীগর্গ মহাশয়ও বলিয়াছেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (১০।৮।১৩)

হে শ্রীনন্দ মহারাজ! তোমার এই পুত্র যুগে যুগে তনু ধারণ করিয়া থাকেন, পূর্বে ইঁহার বর্ণ তিন প্রকার হইয়াছিল—শুক্ল, রক্ত ও পীত ; ইদানী কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূল শ্লোকে 'ইদানীং' শব্দে দ্বাপরযুগ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-যুগোপাস্যত্ব ব্যক্ত হইল। বিশেষতঃ সত্যে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ উক্ত হওয়ায় কলিতে পীতবর্ণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই অবতার সূচিত হইল। এইজন্যই মহাভারতের সহস্রনাম স্তোত্রে 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী' (৯২) এবং 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ।' ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

যদি বল, পূর্বোদ্ধৃত 'আসন' শব্দে অতীতকাল নির্দেশ হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তাহা দ্বারা ভাবী শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের গ্রহণ হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাচীন শ্রীমহাপ্রভুর অবতারকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শ্লোকে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার হইয়াছে। কেবলমাত্র এই কলিযুগেই যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার হইয়াছে, তাহা নহে, প্রত্যুত যে যে দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়, তৎপরবর্তী কলিযুগেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও অবতার হয়, ইহাই অবতার-প্রাদুর্ভাবের নিয়ম। যেহেতু, অন্য কলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবতার হয় না বলিয়া 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত করা হয়। এই মর্মেই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।' (মুঃ ২।১।৩) "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্তকঃ।" (শ্বেঃ ৩।১২) এইরূপ স্কন্দপুরাণ ও হরিবংশেও পীতবর্ণ অবতারের কথা দেখা যায়।

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

২৩৬। ক্ষেত্রং যথা তৎ পুরুষোত্তমং প্রভোঃ,
প্রিয়ং তথৈতৎ পুরমপ্যদো যথা।
পরেশতালৌকিকতোচিতেহিতৈ,
র্বিভূষিতং তস্য তথেদমপ্যতম্॥

মূলানুবাদ

২৩৬। শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন, হে শ্রীনারদজি! আপনি সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে এই দ্বারকাপুরী হইতেও অধিক প্রশংসা করিতেছেন ; পরন্তু সেই ক্ষেত্র যেরূপ প্রভুর প্রিয়, এই দ্বারকাপুরীও তদ্রূপ প্রিয়। আর সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যেরূপ পরমৈশ্বর্য ও লৌকিক ব্যবহারে বিভূষিত, এই দ্বারকাপুরীও তদ্রূপ পরমৈশ্বর্য ও লৌকিকতার বিভূষিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৬। এবং শ্রীনারদোক্ত্যা প্রাপ্তং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাৎ শ্রীদ্বারকায়া ন্যূনত্বম-সহমানঃ শ্রীদ্বারকানাথৈকভক্তঃ শ্রীমদুদ্ধবস্তৎক্ষেত্রকৃত্যং দ্বারকায়ামপি সিধ্যে-দিত্যাহ—ক্ষেত্রমিতি সার্ধদ্বয়েন। এতৎ শ্রীদ্বারকাখ্যং পুরং, অদঃ ক্ষেত্রং, যথা প্রভোঃ পরেশতায়াঃ পারমৈশ্বর্যস্য লৌকিকতায়াশ্চ লোকানুসারিতায়া উচিতৈর্যোগ্যৈরী-হিতৈর্ব্যবহারৈর্বিভূষিতং, তথা ইদং পুরমপি। এতচ্চ সত্যমেব সাক্ষাত্তদনুভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৬। এইপ্রকার শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, (শ্রীপুরুষোত্তম হইতেও শ্রীদ্বারকার ন্যূনত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া) শ্রীদ্বারকানাথের ভক্ত শ্রীমান্ উদ্ধব বলিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে যে ফল লাভ হয়, এই দ্বারকায়ও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তাহাই 'ক্ষেত্রং' ইত্যাদি সার্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যেরূপ প্রভুর প্রিয়, এই দ্বারকাপুরীও সেইরূপ প্রিয়। আর সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র প্রভুর পারমৈশ্বর্য ও লৌকিকতায় (লোকানুসারি ব্যবহারে) যেরূপ বিভূষিত, এই দ্বারকাপুরীও তাদৃশ পারমৈশ্বর্য ও লৌকিকতায় বিভূষিত। ইহা সত্য। কারণ, আমি সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

২৩৭। শ্রীদৈবকীনন্দন এষ নঃ প্রভু-
স্তদ্রূপধারী পুরুষোত্তমে স্বয়ম্।
স্থৈর্যং ভজন্ ক্রীড়তি তন্নিবাসিনাং,
তৎপ্রেমপূরার্দ্রহৃদাং সদা মুদে॥

২৩৮। যত্তত্র সংসিদ্ধ্যতি বস্ত্বিহাপি,
সম্পদ্যতে তৎ কিল নাস্তি ভেদঃ।
কিন্ত্বস্য তত্র ব্রজভূচরিত্র,-
দৃষ্টি-শ্রুতিভ্যাং ভবিতা স শোকঃ॥

মূলানুবাদ

২৩৭। আমাদের এই প্রভু (স্বয়ং শ্রীদৈবকীনন্দনই) সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মূর্তি ধারণ করিয়া ক্ষেত্রবাসী ভক্ত সকলকে সুখী করিবার নিমিত্ত স্থৈর্যভাব অবলম্বনে অপূর্ব আর্দ্র হৃদয়ে তথায় সদা ক্রীড়া করিতেছেন।

২৩৮। সেই ক্ষেত্রে যে বস্তু সংসিদ্ধ হয়, এখানেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ হইতে পারে। অতএব সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও এই দ্বারকাপুরী উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। পরন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্রজচরিত্রের লীলা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এই গোপকুমারের নিজ ইষ্টদেবের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন শোকই সমুপস্থিত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৭। কিঞ্চ, এষ শ্রীদেবকীনন্দনো নোঽস্মাকং যদূনাং প্রভুরেব স্বয়ং তদ্রূপং দারুব্রহ্মময়-শ্রীজগন্নাথমূর্তিস্তদ্ধারী সন্ পুরুষোত্তমে ক্ষেত্রে ক্রীড়তি। কিমর্থং কথং বা? তৎক্ষেত্রনিবাসিনাং জনানাং নিরন্তরং হর্ষার্থং স্থৈর্যং ভজন্ স্থিরতয়া বর্তমানঃ সন্নিত্যর্থঃ। তৎ কুতঃ? তস্মিন্ রূপে প্রেম-পুরেণার্দ্রং হৃদ্‌যেষাং তেষাম্॥

২৩৮। অতো যদ্‌বস্তু, তদ্‌দ্রব্যং, তৎক্ষেত্রে সংসিধ্যতি। ইহ অস্মিন্ পুরেঽপি তৎ সংসিধ্যতি। এবমনয়োর্ভেদঃ কিল নিশ্চিতং নাস্তি। অতস্তৎক্ষেত্রে অস্য প্রস্থাপনেন ন কিমপ্যধিকং ফলং দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। বিশেষতশ্চাস্যাভীষ্টসিদ্ধি-র্নিতরাং তত্র নাবকল্পত ইত্যাহ—কিন্ত্বিতি সার্ধদ্বয়েন। তৎ ক্ষেত্রে ব্রজভূমিচরিত্রস্য ভগবৎকৃত-গোকুললীলায়া দৃষ্ট্যা অনুকরণাদিদ্বারাবলোকনেন, শ্রুত্যা চ গীতাদিদ্বারা শ্রবণেন, অস্য গোপকুমারস্য, সঃ নিজেষ্টাপ্রাপ্তিজঃ শোকো ভবিষ্যতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৭। আর আমাদের প্রভু শ্রীদেবকীনন্দন স্বয়ংই সেই দারুময় শ্রীজগন্নাথ মূর্তি ধারণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছেন। কি প্রয়োজনে বা কি প্রকারে তাদৃশ ক্রীড়া করিতেছেন? সেই ক্ষেত্রবাসি লোকসকলের নিরন্তর হর্ষবর্ধনার্থ স্থৈর্য অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। আর সেই ক্ষেত্রবাসি ভক্তগণও সেইরূপে নিরন্তর প্রেমভরে আর্দ্রচিত্তে তাঁহার সেবা করিতেছেন।

২৩৮। অতএব সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে বস্তু সংসিদ্ধ হয়, এই দ্বারকাপুরেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে পুরুষোত্তম ও দ্বারকা এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। শ্রীউদ্ধবের অভিপ্রায় এই যে, অতএব সেই ক্ষেত্রগমনে ইহার অধিক কি ফল লাভ হইবে? বিশেষতঃ তথায় ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তথায় গমন করা উচিত নহে। ইহাই 'কিন্তু' ইত্যাদি অর্ধ শ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্রজভূমির চরিত্র অর্থাৎ শ্রীভগবানের গোকুল-কৃত লীলার অনুকরণাদি অবলোকনে এবং গীতাদি শ্রবণে এই গোপকুমারের নিজ ইষ্ট অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন শোকই প্রাদুর্ভূত হইবে।

২৩৯। তস্মিন্ জগন্নাথ-মুখাব্জদর্শনা,
ন্মহাপ্রসাদাবলি-লাভতঃ সদা।
যাত্রোৎসবৌঘানুভবাদপি স্ফুর,-
ত্যুল্লাস এবাত্মনি নৈব দীনতা॥

মূলানুবাদ

২৩৯। সেই ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ-মুখপদ্ম দর্শন এবং সর্বদা মহাপ্রসাদ লাভ ও যাত্রা-উৎসবাদির অনুভব হইয়া থাকে, এই সকল কারণে ইহার হৃদয়ে উল্লাসেরই সঞ্চার হইবে, কিন্তু দীনতার সঞ্চার হইবে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৯। এবমস্য চিত্তোদ্বেগেন তত্র সুখবিশেষো ন কিল সম্পৎস্যত ইত্যুক্তম্। ইষ্টসাধনঞ্চ ন সেৎস্যতীত্যাহ—তস্মিন্নিতি সার্ধেন। তস্মিন্ ক্ষেত্রে, সদা আত্মনি মনসি, উল্লাসঃ হৃষ্টতা স্ফুরতি। দীনতা তু নৈব স্ফুরতি, তত্র হেতুত্রয়ং—জগন্নাথেতি। মহাপ্রসাদোহন্নাদি, তস্য আবলেঃ শ্রেণ্যা লাভাৎ। যাত্রা গুণ্ডিচা বিজয়াদিঃ, সৈব উৎসবঃ তস্য অঘঃ পরম্পরা তস্যানুভবাদপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৯। এইরূপে ইহার চিত্তের উদ্বেগ-হেতু সুখ বিশেষ সম্পন্ন হইবে না, আর ইষ্টসাধনও হইবে না। ইহাই 'তস্মিন্' ইত্যাদি সার্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই ক্ষেত্রে সর্বদা আপন হৃদয়ে উল্লাসেরই সঞ্চার হইবে, দীনতার সঞ্চার হইবে না। তাহার হেতুত্রয় যথা, শ্রীজগন্নাথের মুখকমলদর্শন ; সর্বদা বিচিত্র বিচিত্র অন্নাদিরূপ মহাপ্রসাদ লাভ ; গুণ্ডিচা-বিজয়াদি যাত্রা উপলক্ষে মহা মহা উৎসবাদির অনুভব হইয়া থাকে।

২৪০। তাং বিনোদেতি ন প্রেম গোলোকপ্রাপকং হি যৎ।
ন চ তল্লোকলাভেন বিনাস্য স্বাস্থ্যমুদ্ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

২৪০। আর সেই দীনতা বিনা গোলোক-প্রাপক প্রেম উদিত হইবে না এবং গেলোকপ্রাপ্তি ব্যতীত ইহার স্বাস্থ্যলাভও হইবে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪০। ততঃ কিমিত্যত আহ—তামিতি। হি নিশ্চয়ে, গোলোকস্য প্রাপকং যৎ প্রেম, তৎ দীনতাং বিনা ন উদেতি নাবির্ভবতি, তস্য গোলোকাখ্যস্য লোকস্য লাভেন বিনা চ অস্যঁ স্বাস্থ্যং সুখং নোৎপদ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪০। তাহাতে কি হইল? বলিতেছি, গোলোক-প্রাপক যে প্রেম, তাহা দীনতা বিনা উদিত হইবে না। আর সেই গোলোকলাভ ব্যতীত (সেই প্রেমের দ্বারা গোলোকলাভ না হওয়া পর্যন্ত) ইহার স্বাস্থ্যলাভ অর্থাৎ সুখ হইবে না।

২৪১। পুনস্ততোঽসৌ পরদুঃখকাতরঃ,
প্রহেষ্যতি শ্রীপুরুষোত্তমস্ত্বিমম্।
স্ব-গোকুলে শ্রীমথুরাবিভূষণে,
তদেষ তত্রৈব কথং ন চাল্যতে॥

২৪২। তত্রৈবোৎপদ্যতে দৈন্যং তৎপ্রেমাপি সদা সতাম্।
তত্তচ্ছূন্যমিবারণ্যসরিদ্‌গির্যাদি পশ্যতাম্॥

মূলানুবাদ

২৪১। পরদুঃখকাতর সেই শ্রীপুরুষোত্তম ব্যস্ত হইয়া পুনর্বার ইহাকে শ্রীমথুর-বিভূষিত স্বীয় গোকুলেই প্রেরণ করিবেন। অতএব আপনি ইহাকে কি জন্য গোকুলে প্রেরণ করিতেছেন না?

২৪২। তথায় তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট শূন্যময় অরণ্যে, সরিৎ, গিরী আদি অবলোকনে সাধুদিগের স্বতঃই দৈন্য ও প্রেম সর্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪১। অতস্তত্রাস্য চিরং নিবাসোঽপি ন ভবিতেত্যাহ—পুনরিতি। অসৌ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ক্ষেত্রনাথঃ, ইমং গো কুমারং, ততঃ ক্ষেত্রাৎ শ্রীমথুরায়া বিভূষণরূপে স্বর্গোকুল স্বকীয়ব্রজভূমৌ প্রহেষ্যতি। তত্র হেতুঃ—পরেতি। অন্যস্য কস্যচিদ্‌-দুঃখনৈব বিবশঃ স্যাদস্য চ নিজপ্রিয়তমস্য দুঃখং কথং সহতামিত্যর্থঃ। পুনরিতি যথাপূর্বং তত্র প্রহিতবানস্তীতি প্রামাণ্যং দ্যোতয়তি। তত্তস্মাদেষ গোপকুমারঃ তত্র শ্রীমথুরাগোকুল এব কথং ন চাল্যতে ন প্রস্থাপ্যতে?

২৪২। কিঞ্চাস্যাভীষ্টসিদ্ধিশ্চ তত্রৈবাযত্নেন সম্পৎস্যত ইত্যাহ—তত্রেতি দ্বাভ্যাম্। তৎ উক্তলক্ষণং দৈন্যং প্রেমাপি, তত্র শ্রীমথুরাগোকুলে এব সতাং সাধূনাং সদা তত্র বর্তমানানাং বা উৎপদ্যতে। কুতঃ? তত্তন্নিরন্তর-তাদৃশ-তাদৃশ-শ্রীনন্দ-নন্দনক্রীড়ামণ্ডিতং, অরণ্যং শ্রীবৃন্দাবনাদি, সরিতঃ শ্রীযমুনাদ্যাঃ গিরীন্ শ্রীগোবর্ধনা-দীন্ ; আদিশব্দাৎ সরোবর-দ্রোণ্যাদি, তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। শূন্যমিব পশ্যতাম্। ইবেতি বস্তুতঃ সর্বদা তত্রেতর-জনালক্ষ্যমাণ-শ্রীভগবৎ-ক্রীড়ানুবৃত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪১। আর সেই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই যে ইহার চিরকাল বাস হইবে, তাহাও

নহে। কারণ, সেই ক্ষেত্রনাথ শ্রীপুরুষোত্তম পুনর্বার এই গোপকুমারকে সেই ক্ষেত্র হইতে শ্রীমথুরা-বিভূষিত স্বকীয় ব্রজভূমিতেই প্রেরণ করিবেন। তাহার কারণ, তিনি পরদুঃখকাতর ; কাজেই নিজ প্রিয়তম জনের দুঃখ সহ্য করিবেন না। 'পুনর্বার' বলায় যথাপূর্ব ইহাকে সেই গোকুলেই প্রেরণ করিবেন, সুতরাং ইহা প্রামাণ্যরূপেই ব্যঞ্জিত হইল। অতএব আপনি এই গোপকুমারকে কিজন্য সেই শ্রীমথুরা-গোকুলেই প্রেরণ করিতেছেন না?

২৪২। আরও বলিতেছেন, সেই ব্রজভূমিতে অনায়াসে ইহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। ইহাই 'তত্রৈব' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। উক্ত লক্ষণ দৈন্য ও প্রেম সেই শ্রীমথুরা-গোকুলে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সাধুগণ তথায় সর্বদা বাস করিয়া থাকেন। কি প্রকারে দৈন্য ও প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে? তথায় তাদৃশ শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়ামণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনাদি অরণ্য, শ্রীযমুনাদি সরিৎ, শ্রীগোবর্ধনাদি পর্বত। আদি-পদে শ্রীরাধাকুণ্ডাদি সরোবর ও দ্রোণ প্রভৃতি। এই সকল শূন্যময় অবলোকন করিয়া সাধুদিগের দৈন্য ও প্রেম সর্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে। মূল শ্লোকে 'ইব' পদে বস্তুতঃ তথায় ইতরজনের অগোচরে শ্রীভগবান সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

২৪২। যে সকল সাধু ব্রজভূমি আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহারা সর্বদা ক্রীড়ারত শ্রীনন্দনন্দনের ক্রীড়ার চিহ্নমাত্র অবলোকন করিয়া থাকেন ; কিন্তু ক্রীড়ারত সেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন না। এজন্য তাঁহাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃই ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই ব্যাকুলতার পরিপাকক্রমেই দৈন্য ও প্রেম সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তিই লীলারস পোষণের নিমিত্ত অর্থাৎ সাধুদিগের দৈন্য ও প্রেম বৃদ্ধির নিমিত্ত এই প্রকারে শূন্যময় ভাব উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় লীলাসমূহে বিভূষিত কুঞ্জ, পর্বত, সরোবর প্রভৃতি নিত্য বিরাজমান থাকিলেও শূন্যময় বোধ হয়, অথচ সেই সেই লীলাস্থলীতে লীলাপরিকর পরিবেষ্টিত রহস্যময় লীলাবলি প্রকটিত এবং তাহা কেবল সেই লীলাপরিকরই দর্শন করিতে সমর্থ ; তদ্ভিন্ন অন্য কেহই দর্শন করিতে পারেন না। এক সময়ে একস্থানে লীলাসমূহ বর্তমান থাকিয়াও যে এই প্রকার লীলা ও লীলাস্থানসমূহের বিভিন্নতা, ইহা অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব বলিয়া সাধুদিগের হৃদয়েও দর্শনযোগ্য প্রেম উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন।

২৪৩। সদা হাহা-রবাক্রান্ত-বদনানাং তথা হৃদি।
মহাসন্তাপদগ্ধানাং স্ব-প্রিয়ং পরিমৃগ্যতাম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৪৪। মন্ত্রিপ্রবর-বাক্যং তৎ স্ব-হৃদ্যং ন্যায়বৃংহিতম্।
নিশম্য নিতরাং প্রীতো ভগবান্নারদোঽব্রবীৎ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

২৪৫। সত্যমুদ্ধব তদ্ভূমিলোকেষু প্রীতিমানসি।
যদস্যাশ্বিষ্টসিদ্ধ্যর্থমাত্থ মন্ত্রমিমং হিতম্॥

২৪৬। তস্যা ব্রজভুবো বেত্তি ভগবানেব মহিষ্ঠতাম্।
নিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং ত্যক্ত্বা যত্রাবসচ্চিরম্॥

মূলানুবাদ

২৪৩। তথায় সাধু সকল হা হা রবাক্রান্ত বদনে এবং মহাসন্তাপদগ্ধহৃদয়ে সদা ব্যাকুল হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

২৪৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! ভগবান্ শ্রীনারদ মন্ত্রীপ্রবর শ্রীউদ্ধবের স্ব-হৃদ্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

২৪৫। হে উদ্ধব! তুমি সত্যই বলিয়াছ, সেই ব্রজবাসীর প্রতি এতাদৃশ প্রীতি তোমার পক্ষেই সম্ভবপর। তজ্জন্যই এই গোপকুমারের শীঘ্র ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে এই প্রকার হিতকর মন্ত্রণা প্রদান করিলে।

২৪৬। তুমি আমা হইতেও সেই ব্রজভূমির মহা মাহাত্ম্যের বিষয় অবগত আছ। কারণ, তুমি নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়াও বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিলে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৩। অতঃ হা হেতি রবেণ আক্রান্তানি বদনানি, যেষাং তেষাং হৃদি চ সদা সন্তাপেন দগ্ধানাম্। যতঃ স্বপ্রিয়ং শ্রীনন্দনন্দনং, তত্তাপনিবর্তকতদীয়দর্শনামৃতং বা সদা পরিমৃগ্যতাং তত্রান্বিষ্যতাম্। এবং তত্র বহুলদৈন্যসামগ্রীসত্ত্বয়া প্রেম্ণোঽচিরাৎ সিদ্ধেঃ। শ্রীগোলোকপ্রাপ্তিরাশু ভবিতেতি মর্ত্ত্যলোকবর্তিশ্রীমাথুরব্রজভূমাবেবায়ং প্রস্থাপ্যতামিতি ভাবঃ॥

২৪৪। স্বস্য নারদস্য হৃদ্যং প্রিয়ম্। যদ্বা, হৃদি বর্তমানমেব কেবলমুদ্ধববাক্য-শ্রবণাপেক্ষয়া। পূর্বং তথা নোক্তমিত্যর্থঃ। যতো ন্যায়েন যুক্ত্যা বৃংহিতং পুষ্টম্।

২৪৫। হে উদ্ধব! তস্যা মাথুরব্রজভূমেলোকেষু প্রীতিমান্ ত্বমসীতি সত্যমেব, যদ্‌যস্মাদস্য গোপকুমারস্য আশু অচিরেণ ইষ্টসিদ্ধিনিমিত্তং হিতং পথ্যম্ ইমমুক্ত-প্রকারং মন্ত্রং যুক্তিনাথ কথয়সি। আশ্বিতানেন ভৌম শ্রীপুরুষোত্তমেঽপি অত্রাপি চ সিধ্যেৎ, কিন্তু বিলম্বেনৈবেতি চ সূচিতম্॥

২৪৬। ননু তর্হি ত্বং কথং স্বয়মেব তথা নাবাদীস্তত্রাহ—তস্যা ইতি। মহিষ্ঠতাং রমমাহাত্ম্যম্। তত্র হেতুঃ—নিজেতি। যত্র ব্রজভুবি, ভবানিবাহং তত্রত্যমহিমবিশেষং ন বেদ্মীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৩। অতএব তথায় সাধুসকল সর্বদা হা-হা-রবে আক্রান্ত বদন এবং নিজ ইষ্ট বিরহে মহাসন্তাপদগ্ধ হইয়াই নিজ প্রিয়তম শ্রীনন্দনন্দনকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই তাপ-নিবর্তক তদীয় দর্শনামৃত-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সর্বদা তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এইরূপে তথায় বহুল দৈন্য সামগ্রী বর্তমান থাকায় অতি শীঘ্র প্রেমলাভ হইয়া থাকে। আর সেই প্রেম বলে শ্রীগোলোক প্রাপ্তি সুসিদ্ধ হইবে। অতএব ইহাকে মর্ত্যলোকবর্তি শ্রীমাথুর-ব্রজভূমিতে প্রেরণ করাই কর্তব্য।

২৪৪। ভগবান্ শ্রীনারদ মন্ত্রিপ্রবর শ্রীউদ্ধবের এইপ্রকার যুক্তিযুক্ত হৃদয় রোচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অথবা পূর্ব হইতে নিজ হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল, কেবল শ্রীউদ্ধবের বাক্যশ্রবণ অপেক্ষায় তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কারণ, ইহা দ্বারা নিজ হৃদ্য বক্তব্য বিষয়ই পরিপুষ্ট হইবে। অতএব প্রীতিপূর্বক বলিতে লাগিলেন—

২৪৫। হে উদ্ধব! তুমি মাথুর-ব্রজভূমির ও ব্রজবাসীর প্রতি সত্যই প্রীতিমান্। এইজন্যই এই গোপকুমারের আশু ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হিতকর পথ্যস্বরূপ উক্ত প্রকার ন্যায়যুক্ত উপদেশ প্রদান করিলে। 'আশু'-পদ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ভৌম পুরুষোত্তমে এবং এই স্থানে যদিও ইহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে।

২৪৬। যদি বল, তাহা হইলে আপনি, সেই কথা পূর্বে কেন বলেন নাই? হে উদ্ধব! তুমি আমা অপেক্ষাও ভালরূপে ব্রজভূমির পরমমাহাত্ম্য অবগত আছ। কারণ, তুমি নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ ত্যাগ করিয়াও সেই ব্রজে বহুকাল বাস করিয়াছিলে। অতএব তুমি সেই ব্রজভূমির মহিমা বিশেষ অবগত আছ।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৪৭। **পরিতঃ পুনরালোক্য লক্ষণানি শুভানি সঃ।**
হৃষ্টো মামাহ সর্বজ্ঞো নারদো বৈষ্ণবপ্রিয়ঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

২৪৮। **ব্রজবীর-প্রিয় শ্রীমন্ স্বার্থং বিদ্ধ্যাশু সাধিতম্।**
এতচ্চাস্তি মহাভাগ পুরৈবানুমিতং ময়া॥

মূলানুবাদ

২৪৭। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সর্বজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রিয় শ্রীনারদজী পুনর্বার চতুর্দিকে শুভ লক্ষণসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে আমাকে বলিলেন।

২৪৮। শ্রীনারদ বলিলেন, হে ব্রজবীরপ্রিয় শ্রীমান্ গোপকুমার! শীঘ্রই তোমার স্বার্থসিদ্ধি হইবে। হে মহাভাগ! এ বিষয় আমি পূর্বেই অনুমান করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৭। লক্ষণানি যাত্রাসিদ্ধিসূচকানি পক্ষিরুতাদীনি, শুভানি অনুকূলান্যালোক্য হৃষ্টঃ সন্ পুনরাহ। তত্র হেতুঃ—বৈষ্ণবা এব প্রিয়া যস্য সঃ, সর্বং তত্তল্লক্ষণাদিকং জানাতীতি তথা সঃ॥

২৪৮। হে ব্রজবীরস্য শ্রীনন্দকিশোরস্য প্রিয়! শ্রীমন্! হে শোভাতিশয়যুক্ত! এতচ্চ সিদ্ধিলক্ষণং স্বস্য তব অর্থং প্রয়োজনমাশু অচিরেণ সাধিতমেবেতি বিদ্ধি। এতত্ত্বদীয়াস্বার্থসাধনং ময়া পুরৈবানুমিতমস্তি, তত্র হেতুঃ—হে মহাভাগেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৭। এখানে 'লক্ষণানি' বলিতে যাত্রাসিদ্ধিসূচক বিশেষ বিশেষ পক্ষীর কলরব ইত্যাদি। সেই সকল অনুকূল শুভলক্ষণ অবলোকন করিয়া হর্ষভরে আমাকে বলিয়াছিলেন। যেহেতু, সেই শ্রীনারদ বৈষ্ণবপ্রিয় এবং সর্বজ্ঞ, তাই সেই সেই লক্ষণাদিও অবগত আছেন।

২৪৮। হে ব্রজবীর নন্দকিশোরপ্রিয়! হে শ্রীমান্! (শোভাতিশয়যুক্ত) এই সকল সিদ্ধিলক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, শীঘ্রই তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। হে মহাভাগ! তোমার এইরূপ স্বার্থসাধন আমি পূর্বেই অনুমান করিয়াছি।

২৪৯। শ্রীবৈকুণ্ঠেঽতুল-সুখভর-প্রান্তসীমাস্পদেঽস্যা,-
যোধ্যাপুর্যাং তদধিকতরে দ্বারকাখ্যে পুরেঽস্মিন্।
আয়াতস্যাপি তব বলতে দুর্ঘটং চিত্তদুঃখং,
স্বর্গাদৌ চ প্রভুবর-পদাব্জেক্ষণেনাপ্যবোধঃ॥

২৫০। তচ্চামুষ্ঞ স্ব-দয়িতবরস্বামি-পাদারবিন্দ,-
দ্বন্দ্বে দৃশ্যে প্রণয়-পটলী-বর্ধনায়ৈব মন্যে।
অস্মিঁল্লোকে কথমিতরথা সম্ভবেদ্দুঃখহেতু,-
স্তস্মিংস্তস্মিন্নপি মতিপদে তত্র তত্রাজ্ঞতা বা॥

মূলানুবাদ

২৪৯। অতুল সুখরাশির প্রান্তসীমার আস্পদ এই শ্রীবৈকুণ্ঠ এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সুখময় স্থান শ্রীঅযোধ্যা, তাহা হইতেও অধিকতর সুখময় স্থান এই শ্রীদ্বারকাতে আগমন করিয়াও যখন তোমার চিত্তদুঃখ সংঘটিত হইতেছে, তখন স্বর্গাদিতে প্রভুবরের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে তোমার সেই চিত্তদুঃখের নিবৃত্তি হইবে? এক্ষণে সেই চিত্তদুঃখের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২৫০। সেই দুঃখের হেতু এই যে, স্ব-দয়িতবর স্বামি-পদারবিন্দযুগলের প্রতি প্রণয়পটলী-বর্ধনের নিমিত্তই সেই দুঃখ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অন্যথা এই বৈকুণ্ঠলোকে দুঃখ কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইবে? আর জ্ঞানাস্পদ স্বর্গ অর্থাৎ মহর্লোকাদিতে অচ্যুত দর্শন করিয়াও যে অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৯। তদেবাহ—শ্রীকৈুণ্ঠ ইতি দ্বাভ্যাম্। অতুলস্য নিরুপমস্য সুখভরস্য প্রান্ত-সীমায়াঃ পরমান্ত্যকাষ্ঠায়া আস্পদে শ্রীবৈকুণ্ঠে আগতস্যাপি তথা অস্য শ্রীবৈকুণ্ঠস্যাযোধ্যা-পুর্যাশ্চায়াতস্যাপি। উত্তরত্র 'তর' প্রত্যয়-প্রয়োগাদ্বৈকুণ্ঠাধিকায়ামযোধ্যাপুর্যামিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, তদধিকতর ইত্যস্যৈব লিঙ্গব্যত্যয়েনাত্রাপি সম্বন্ধঃ কার্যঃ। তথা তস্মাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাৎ তস্যা অযোধ্যাপুর্যা বাঽধিকতরেঽস্মিন্ দ্বারকাখ্যে পুরে চায়াতস্যাপি তব চিত্তে দুঃখং দুর্ঘটমপি পরমমহাসুখ বিশেষাত্মকস্থানপ্রাপ্ত্যাঽঘটমানমপি যদ্‌বলতে প্রভবতি। তথা স্বর্গাদৌ চ প্রভুবরস্য তত্তল্লোকাধিষ্ঠাতুর্ভগবতঃ, পদাব্জয়োরীক্ষণেনাপি অবোধো মহর্লোকাদ্যজ্ঞানং দুর্ঘটোঽপি যো বলতে। আদি-শব্দান্মহর্লোকাদি॥

২৫০। তচ্চ দুঃখম্ অমুষ্ণ অবোধং প্রণয়পটল্যাঃ প্রেমসমূহস্য বর্ধনায়ৈবেত্যহং মন্যে। কস্মিন্? দৃশ্যে পরমসুন্দরে অগ্রে দ্রষ্টব্যে বা, স্বদয়িতবরস্য নিজেষ্টতমস্য স্বামিনঃ শ্রীমদনগোপালদেবস্য পাদপদ্মদ্বয়ে। অত্রান্যথানুপপত্তিকন্যায়ং দর্শয়তি—অস্মিন্নিতি। ইতরথা প্রণয়পটলীবর্ধমানপ্রকারব্যতিরেকেণ কথং দুঃখস্য হেতুবৈকুণ্ঠ-লোকে সম্ভবেৎ ঘটেত? কিঞ্চ, তস্মিন্ তস্মিন্ স্বর্গাদৌ লোকেঽপি তত্র তত্র গমনাৎ ভগবৎসন্দর্শনাচ্চ মতের্বুদ্ধের্জ্ঞানস্য বা পদে বিষয়ে তত্র তত্র মহর্লোকাদৌ অজ্ঞতা অজ্ঞানং বা কথমিতরথা সম্ভবেৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৯। তাহাই 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। অতুল নিরুপম সুখরাশির প্রান্তসীমায় অর্থাৎ পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্ত আস্পদ এই শ্রীবৈকুণ্ঠ এবং এই বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক সুখের আস্পদ শ্রীঅযোধ্যা, তাহা হইতেও অধিক সুখরাশির আস্পদ এই শ্রীদ্বারকায় আগমন করিয়াও তোমার যে চিত্তদুঃখ, (এস্থলে উত্তরোত্তর 'তর'—প্রত্যয় প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক সুখময় অযোধ্যা এবং তাহা হইতেও অধিক সুখময় এই দ্বারকাপুরী, অতএব পরম মহাসুখবিশেষাত্মক স্থান প্রাপ্ত হইয়াও যে অঘটন দুঃখ বুদ্ধি) তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর, স্বর্গাদিতেও প্রভুবরের অর্থাৎ তত্তৎ লোকের অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিলে সকলের অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া যায়, কিন্তু তোমার অজ্ঞান উপস্থিতি হইয়াছিল। তথা মহর্লোকাদিতেও সেইরূপ অঘট্যমান অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব এই দুঃখ, সেই অজ্ঞানেরই কারণ জানিবে। আরও বলি—

২৫০। এই যে দুঃখ, ইহা কেবল প্রণয়পটলী (প্রেমসমূহ) বর্ধনের নিমিত্ত বলিয়াই মনে হয়। যেহেতু, দর্শনযোগ্য পরমসুন্দর কিংবা অগ্রে দ্রষ্টব্য স্বীয় দয়িতবর স্বামি শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মযুগলের প্রতি প্রণয়পটলী বর্ধমান-প্রকার-বিশেষই দুঃখ ও অজ্ঞানরূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অন্যথা পরমসুখাস্পদ এই বৈকুণ্ঠলোকে দুঃখ বা অজ্ঞানতা কিরূপে সংঘটিত হইল? আরও বলি, সেই স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া এবং তথায় জ্ঞানানন্দঘন শ্রীভগবৎস্বরূপ অবলোকন করিয়া বিশেষতঃ মহর্লোকাদিতে দুঃখ ও অজ্ঞানতা কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইবে? অর্থাৎ পরমসুখময় স্থান বৈকুণ্ঠে আসিয়াও যখন তোমার মন শান্ত হইল না, বরং উত্তরোত্তর দুঃখ বর্ধিত হইয়াছে, তখন স্বর্গ-মহর্লোকাদিতে কিরূপে তৃপ্ত হইবে?

২৫১। যয়া হৃৎক্ষোভরাহিত্যান্মহাকৌতুকতোঽপি তে।
বৃত্তং ভাববিশেষেণ তত্তল্লোকেঽচ্যুতেক্ষণম্॥

মূলানুবাদ

২৫১। পরন্তু এই অজ্ঞতা-নিবন্ধনই সেই সেই লোকে হৃৎক্ষোভরাহিত্যহেতু মহা কৌতুকযুক্ত ভাববিশেষ সহকারে অচ্যুত দর্শন সংঘটিত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫১। দুঃখেন প্রণয়পটলী বর্ধতাম্ নাম ; পরমহেয়য়াহজ্ঞতয়া কিম্? তত্রাহ—যয়েতি। অজ্ঞতয়া হেতুনা, তস্মিন্ তস্মিন্ মহরাদৌ লোকে অচ্যুতস্য ভগবত ঈক্ষণং সন্দর্শনং, ভাববিশেষেণ পরমপ্রেম্ণা, জগদ্বিলক্ষণমনোঽভিনিবেশেন বা তে তব বৃত্তং ভূতম্! কুতঃ? হৃৎ-ক্ষোভস্য চিত্তবিক্ষেপস্য রাহিত্যাৎ অভাবাৎ। কিঞ্চ, মহাকৌতুকাদপি। অয়মর্থঃ—বিবিধজ্ঞানেন মনশ্চাঞ্চল্যাত্তথাঽত্যন্তৌৎসুক্যাভাবাচ্চ। ভাববিশেষানুৎপত্ত্যা ভগবদ্দর্শনেঽপি তাদৃশসুখং নোদেতি। অতস্তত্তদভাবেন তত্র সুখবিশেষো জাত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫১। যদি বল, স্বর্গাদিলোকে দুঃখাদি দ্বারা প্রণয়পটলী বর্ধিত হয় হউক, কিন্তু অত্যন্ত হেয় অজ্ঞতা কিজন্য তথায় স্থানপ্রাপ্ত হইল? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যয়া' ইত্যাদি। অজ্ঞতা-হেতু সেই সেই লোকেও হৃদয়ক্ষোভের অভাব-নিবন্ধন এবং মহাকৌতুকবশতঃ ভাববিশেষ সহকারে ভগবান অচ্যুতের সন্দর্শন হইয়া থাকে। অর্থাৎ তুমিও পরম প্রেমভরেই জগদ্বিলক্ষণ মনোভিনিবেশ সহকারে ভগবৎ সন্দর্শন করিয়াছ ; তথাপি অন্য অন্য লোকবর্তি ভগবৎস্বরূপ দর্শন নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহা কি প্রকার? বিবিধ জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত বিক্ষেপ বা মন চঞ্চল হইয়া থাকে ; সুতরাং জ্ঞানের প্রাচুর্যে ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় না। আর সেই ঔৎসুক্যের অভাববশতঃ তাদৃশ ভাববিশেষেরও উৎপত্তি হয় না ; কাজেই সচ্চিদানন্দময় ভগবৎ সন্দর্শনেও তাদৃশ সুখলাভ হয় না। অতএব ঔৎসুক্য প্রধান ভাববিশেষ হইতেই ভগবৎ দর্শনে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

২৫১। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিই দুঃখ এবং এই দুঃখ-হেতু স্বাভাবিক জ্ঞান আবৃত হয়

বলিয়া অভীষ্ট বস্তুর দর্শন নিমিত্ত ক্ষণকালও বিলম্ব সহ্য হয় না। বস্তুতঃ এইপ্রকার অসহিষ্ণুতা বা ঔৎসুক্য হইতেই ইষ্টদেব দর্শনে সুখলাভ হইয়া থাকে।

'শ্রীভগবান সর্বত্র বিরাজমান', এই জ্ঞান প্রবল হইলে শ্রীভগবানের প্রতি ভাবের যেরূপ আবির্ভাব হয়, সেই জ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ তিনি সর্বত্র বিরাজমান হইলেও ভক্তির বশ, কিন্তু আমার তাদৃশ ভক্তি নাই, আমি কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব? এইপ্রকার দীনতা বা অজ্ঞান হইতে প্রগাঢ় উৎকণ্ঠার আবির্ভাববশতঃ ভাবের ঝটিতি যেমন বৃদ্ধি হয়, পূর্বোক্ত জ্ঞান-সংযোগে উৎকণ্ঠার শৈথিল্যবশতঃ সেরূপ ভাবোদ্গম হইতে পারে না। অতএব অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য চিত্তের যে ক্ষোভ বা দুঃখ, তাহাই উৎকণ্ঠার অন্তর্বর্তি অজ্ঞান। এই প্রকার গুরুতর উৎকণ্ঠার আবির্ভাবেই (স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পরমসুখময় স্থান শ্রীদ্বারকাপুরীতেও) ইষ্ট-বিরহ জনিত সন্তাপ উদ্গত হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীগোপকুমারের শ্রীমদনগোপাল-দেবই সর্বস্ব, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিকট স্বর্গ, মহর্লোক বা সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীদ্বারকাও শূন্য ও নিরানন্দময়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত ধামাদি নিরানন্দময় নহে এবং উক্তপ্রকার অজ্ঞানও জ্ঞানের উপরিচর। ভক্তির ব্যভিচারীভাব মাত্র।

যদিও বৈকুণ্ঠপ্রাপক বা ভগবৎ জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রকাশ ও আনন্দস্বরূপ, সুতরাং তত্রস্থ সকল স্থানেই চিত্তবৃত্তি সুখাকারী হওয়া উচিত, তথাপি ব্রজজাতীয় প্রেমের তথা স্বীয় ইষ্টদর্শনের প্রবল উৎকণ্ঠাবশতঃ সেই জ্ঞান না থাকার মতই মনে হয়। যেমন প্রবল বায়ুর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপ শিখা না থাকার মতই মনে হয়। সেইরূপ প্রবল বিপক্ষ মধ্যবর্তী জ্ঞানও ঠিকমত প্রকাশ পায় না। সেইজন্য তাহার অবলম্বন বা বিষয়ীভূত বস্তুকেও উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, কাজেই চিত্তের ঐ প্রকার উৎকণ্ঠাময় বৃত্তিতে জ্ঞানের প্রভাব অভিব্যক্ত হয় না ; কিন্তু স্বকীয় ইষ্ট বিষয়ে প্রচুর প্রীতিময় আনুকূল্য বিস্তার করিয়া থাকে। যেহেতু, চিত্তের অন্যবিষয়াকারতার বিরোধী স্বীয় ইষ্ট বিষয়ে প্রচুর প্রীতিসম্পাদনাই সাধনের চরম সার্থকতা জানিতে হইবে। আর এইরূপেই সাধনের পরিপক্বদশায় চিত্তের সর্ববিধ বিষয়াকারতাজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া একমাত্র ইষ্টবিষয়েই চিত্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে।

২৫২। **তদ্‌গচ্ছতু ভবান্ শীঘ্রং স্ব-দীর্ঘাভীষ্ট-সিদ্ধয়ে।**
মাথুরীং ব্রজভূমিং তাং ধরা-শ্রী-কীর্তিবর্ধিনীম্॥

মূলানুবাদ

২৫২। যে মহাভাগ! তুমি নিজ দীর্ঘকালীন অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র মথুরা সম্বন্ধি ব্রজভূমিতে গমন কর। সেই ব্রজভূমি পৃথিবীর শ্রী ও কীর্তি বর্ধিনী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫২। তৎ তস্মাৎ, স্বস্য তব দীর্ঘস্য চিরন্তনস্য অভীষ্টস্য শ্রীমদনগোপালদেব-তাদৃশসন্দর্শনস্য সিদ্ধয়ে, তাং সর্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণীম্। যতঃ ধরায়াঃ পৃথিব্যাঃ শ্রীঃ শোভা কীর্তিশ্চ তয়োর্বিস্তারিণীম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২১।১০)—'বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং, যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫২। অতএব হে গোপকুমার! তোমার চিরন্তন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রীমদনগোপালদেবের তাদৃশ সন্দর্শন নিমিত্ত শীঘ্রই সেই মাথুর-ব্রজভূমিতে গমন কর। যেহেতু, সেই ব্রজভূমি পৃথিবীর শোভা ও কীর্তিবর্ধিনী এবং সকলের সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধিকারিণী। যথা, দশম স্কন্ধে—'সখি! সুখময় শ্রীবৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্তি বিস্তার করিতেছেন। কেনই বা না করিবেন, এই শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের সংসর্গ-জাত যাবতীয় শোভা স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন।'

২৫৩। **তত্রৈব সাধনং সত্যং সাধু সম্পদ্যতেঽচিরাৎ।**
বৈকুণ্ঠোপরি বিভ্রাজচ্ছ্রীমদ্‌গোলোকযাপকম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৫৪। **তস্য বাক্‌সুধয়া প্রীতস্তত্রাহং গন্তুমুৎসুকঃ।**
অন্তর্ভগবদাজ্ঞার্থী সংলক্ষ্যোক্তো মহাত্মনা॥

মূলানুবাদ

২৫৩। সেই স্থলেই তোমার সাধন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে ; কারণ, সেই স্থানেই সাধকের গোলোকপ্রাপ্তির সম্যক্ সত্যসাধন অচিরাৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু, ঐ স্থানও বৈকুণ্ঠের উপরি বিরাজমান গোলোক হইতে অভিন্ন।

২৫৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—শ্রীনারদের বাক্যসুধাপানে প্রীত হইয়া আমি তথায় গমন করিতে ইচ্ছুক হইলাম, কিন্তু দ্বারকানাথের আজ্ঞা লইয়া গমন করিব—এইরূপ আমার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা শ্রীউদ্ধব বলিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৩। তত্র মাথুরব্রজভূমাবেব, সাধু যথা স্যাত্তথাচিরাৎ সম্পদ্যত ইতি সত্যমেব। কীদৃশম্? বৈকুণ্ঠলোকোপরি বিভ্রাজতঃ শ্রীমতো গোলোকস্য যাপকং প্রাপকম্॥

২৫৪। তস্য শ্রীনারদস্য বাগেব সুধা, পরমাপ্যায়নত্বাৎ তয়া। তত্র ব্রজভূমৌ উৎসুকঃ সোৎকণ্ঠঃ উদ্যতো বা সন্ অন্তঃ মনসি ভগবতঃ শ্রীদ্বারকানাথস্য আজ্ঞার্থো গমনাদেশমিচ্ছন্নহং, মহাত্মনা উদ্ধবেন সংলক্ষ্য আকারাদিনা সম্যগ্ লক্ষয়িত্বা, উক্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৩। সেই মাথুর-ব্রজভূমিতেই তোমার সাধন সাধুপ্রকারে এবং অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইবে। তাহা কি প্রকার? বৈকুণ্ঠলোকোপরি বিরাজমান গোলোকপ্রাপ্তির যথার্থ সাধন।

২৫৪। শ্রীনারদের বাক্‌সুধাপানে পরম আপ্যায়িত হইয়া সেই ব্রজভূমি গমনের জন্য উৎসুক হইলাম এবং ভগবান্ শ্রীদ্বারকানাথের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই গমন করিব—মনে মনে স্থির করতঃ তাঁহার আজ্ঞাপ্রার্থী হইলে, মহাত্মা শ্রীউদ্ধব আমার আকার-প্রকারাদি সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

২৫৫। **তদৈব যাদবেন্দ্রাজ্ঞাপেক্ষ্যা স্যাদ্‌যদি গম্যতে।**
কুত্রাপি ভবতান্যত্র সা ভূর্হ্যস্য মহাপ্রিয়া॥

২৫৬। **ন সাক্ষাৎ সেবয়া তস্য যা প্রীতিরিহ জায়তে।**
তদ্ব্রজস্থানবাসেন সা হি সম্পদ্যতে দৃঢ়া॥

মূলানুবাদ

২৫৫। শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,—হে গোপকুমার! শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম হইতে যদি অন্যত্র যাইতে হয়, তবেই শ্রীযাদবেন্দ্রের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয় ; কিন্তু সেই ব্রজভূমি তাঁহার মহা-প্রিয়স্থান, কাজেই তথায় গমন করিতে হইলে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয় না।

২৫৬। আর এই দ্বারকাতে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিলে তাঁহার যাদৃশী প্রীতি উৎপন্ন না হয়, সেই ব্রজভূমিতে বাস করিলে তাঁহার তদপেক্ষা দৃঢ়া প্রীতি জন্মিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৫। যদি অন্যত্র তদীয়প্রিয়স্থানাদন্যস্মিন্ স্থানে গম্যতে। হি যস্মাৎ সা শ্রীমাথুরব্রজসম্বন্ধিনী ভূমিঃ, অস্য যাদবেন্দ্রস্য পরমপ্রিয়া। মহচ্ছব্দপ্রয়োগেণ দ্বারকাতোঽপ্যধিকপ্রিয়েতি সূচিতম্॥

২৫৬। তদেব স্পষ্টয়তি—নেতি দ্বাভ্যাম্। যা যাদৃশী, ইহ দ্বারকায়াম্ ; তস্মিন্ ব্রজস্থানে বাসেন সা প্রীতিঃ, সা চ দৃঢ়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৫। যদি অন্য স্থানে (তদীয় প্রিয়স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে) যাইতে হয়, তবেই শ্রীযাদবেন্দ্রের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয় ; কিন্তু সেই শ্রীমাথুর-ব্রজসম্বন্ধিনী-ভূমি তাঁহার পরম প্রিয়া বলিয়া তথায় যাইতে হইলে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয় না। মূল শ্লোকে 'মহাপ্রিয়া' পদের 'মহৎ' শব্দ প্রয়োগে সূচিত হইতেছে যে, ব্রজভূমি দ্বারকা হইতেও মহত্তরা।

২৫৬। তাহাই 'ন সাক্ষাৎ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। এই দ্বারকায় সাক্ষাৎ সেবা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রীতি না হয়, সেই ব্রজভূমিতে বাস করিলেই তাঁহার ততোধিক দৃঢ়া প্রীতি হইয়া থাকে।

২৫৭। **অতএবোষিতং তস্যাং ব্রজভূমৌ চিরং ময়া।**
তত্রত্যতৎপ্রিয়-প্রাণিবর্গস্যাশ্বাসনচ্ছলাৎ॥

২৫৮। **মন্যে মদীশ্বরোঽবেত্য কামমেতং তবোৎকটম্।**
তাং নেষ্যত্যেষ ভূমিং ত্বাং স্বয়ং স্বস্য প্রিয়াং প্রিয়ম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৫৯। **তদ্বাগমৃতপানেন পরমানন্দপূরিতঃ।**
গতো মোহমিবামুত্র ক্ষণং দৃষ্টী ন্যমীলয়ম্॥

মূলানুবাদ

২৫৭। এইজন্যই আমি কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ব্রজবাসীগণের আশ্বাসন-ছলে তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার মত আমার কোন সামর্থ্যই ছিল না।

২৫৮। আমি ইহাও মনে করি যে, আমাদের ঈশ্বর তোমার গোলোক গমন বিষয়ে উৎকট অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ংই প্রিয়স্বরূপ তোমাকে সেই নিজ প্রিয়া ব্রজভূমিতে লইয়া যাইবেন।

২৫৯। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, আমি শ্রীউদ্ধবের বচনামৃত পানে পরমানন্দপূর্ণ হইয়া যেন মোহদশা প্রাপ্ত হইলাম, তজ্জন্য ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৭। ননু গোপগোপীনাং সান্ত্বনার্থমেব চিরং তত্রাবাৎসীৎ ; তত্রাহ—তত্রত্যানাং ব্রজভূমিবাসিনাং তস্য যাদবেন্দ্রস্য প্রিয়াণাং প্রাণিনাং প্রাণমাত্রাবশেষবতাম্। যদ্বা, পশুপক্ষ্যাদীনামপি সর্বেষাং জীবানাং বর্গস্য আশ্বাসনমেব ছলং তস্মাদ্ধেতোঃ। বস্তুতো মত্তস্তেষামাশ্বাসনাসম্ভবাৎ॥

২৫৮। ননু তর্হি গমনাজ্ঞা ন হি প্রার্থনীয়া, কিন্তু কেবলং তদ্দর্শনমঙ্গলং বিধায় প্রস্থানং করবাণীতি চেৎ স এব স্বয়ং ত্বৎসঙ্গত্যা তত্রৈব যাস্যতীত্যাহ—মন্য ইতি। তব উৎকটমুদ্রিক্তমেতং তদ্ব্রজভূ-গমনবিষয়কং শ্রীগোলোকপ্রাপ্তিবিষয়কং বা কামং মনোরথমবেত্য জ্ঞাত্বা, তাং শ্রীবৃন্দাবনাদ্যাত্মকাং ভূমিং স্বয়মেব এষঃ অচিরাদেব ত্বাং নেষ্যাতি প্রাপয়িষ্যতি। তত্র হেতুঃ—স্বস্যেতি। সা ভূমিঃ তস্য প্রিয়া, ত্বঞ্চ তস্য প্রিয়ঃ, অতোঽচিরাৎ স্বয়মেব নেষ্যতীত্যর্থঃ॥

২৫৯। তদুক্তঞ্চ ময়ানুভূতমেবেত্যাহ—তদিতি দ্বাভ্যাম্। তস্য উদ্ধবস্য বচ এবামৃতং তস্য পানেন যঃ পরমানন্দস্তেন পূরিতঃ মোহমিব প্রাপ্তঃ সন্। ইবেতি কেবলবহির্দৃষ্ট্যভাবসাম্যং, ন তু জ্ঞানরাহিত্যং দ্যোতয়তি। অমুত্র বৈকুণ্ঠদ্বারাকায়াং দৃষ্টী স্বনেত্রে, ন্যমীলয়ন্ মুদ্রিতবানস্মি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৭। যদি বল, গোপ-গোপীগণের সান্ত্বনার্থ চিরকাল তথায় বাস করা কর্তব্য? তাহাতেই বলিতেছেন, এইজন্যই আমি তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলাম। সেই ব্রজভূমিতে শ্রীযাদবেন্দ্রের প্রাণপ্রিয় পরিকর সকলের প্রাণমাত্র অবশেষ আছে। অথবা পশু-পক্ষী আদি যে সকল ব্রজবাসীবর্গের (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায়) প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাঁহাদের আশ্বাসনছলেই আমি তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাঁহাদের আশ্বাসন অসম্ভব। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার মত আমার কোন সামর্থ্য নাই।

২৫৮। যদি বল, তাহা হইলে আমি গমনাজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্তু গমনকালে কেবল তাঁহার দর্শন-জনিত মঙ্গল-বিধান করিয়াই প্রস্থান করিব। হে গোপকুমার! মদীশ্বর শ্রীযাদবেন্দ্র তোমার ব্রজভূমি গমনবিষয়ক বা শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি বিষয়ক উদ্রিক্ত উৎকট মনোরথ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ংই প্রিয়স্বরূপ তোমাকে সেই প্রিয়া শ্রীবৃন্দাবনাত্মক ভূমিতে লইয়া যাইবেন। কারণ, সেই ব্রজভূমি তাঁহার যেরূপ প্রিয়া, তুমিও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়, অতএব অচিরাৎ স্বয়ংই তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

২৫৯। আমি তৎকালেই তাঁহার উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিলাম। তাহাই 'তদ্বাগ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমি শ্রীউদ্ধবের বচনামৃত পানে পরমানন্দপূর্ণ হইয়া যেন মোহপ্রাপ্ত হইলাম। মূল শ্লোকের 'ইব' কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, সেই মোহ কেবল বহির্দৃষ্টির অভাব মাত্র, জ্ঞানরাহিত্য নহে। অমুত্র অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠ-দ্বারকায় এইপ্রকার আনন্দভরে ক্ষণকালের জন্য নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলাম।

২৬০। **কেনচিন্নীয়মানোঽস্মি কুত্রাপীতি বিতর্কয়ন্।**
দৃশাবুন্মীল্য পশ্যামি কুঞ্জেঽস্মিন্নস্মি সঙ্গতঃ॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণখণ্ডে
প্রেমনামা পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

২৬০। তখন অনুভব করিলাম, কেহ যেন আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন। পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম যে, আমি এই কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬০। কুত্রাপি স্থানে কেনচিন্নীয়মানোঽস্মীতি বিতর্কয়ন্ তর্হ্যেবানুমানেন জানন্ সন্ দৃশৌ উন্মীল্য উদ্‌ঘাট্য পশ্যামি। কিম্? যত্রাহমুপবিষ্টোঽস্মি অস্মিন্নেব কুঞ্জে সঙ্গতো মিলিতোঽস্মীতি। কেনচিদিতি শ্রীভগবতি দৃষ্টে তৎপরিত্যাগেনান্যত্র গমনস্য স্মিতের্বাত্যন্তসম্ভবাৎ সাক্ষাত্তদ্দর্শনং ন বৃত্তমিতি দ্যোতয়তি। অতএবোদ্ধবেনাপি ভগবদ্দর্শনার্থং সাক্ষাদ্‌গমনং নিষিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ম্ ; তচ্চ তস্মৈবাচিরাদ্‌ভীষ্টসিদ্ধয়ে॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দিগ্‌দর্শিন্যা-টীকায়াং দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

২৬০। তখন অনুমান করিলাম, কেহ যেন আমাকে কোনস্থানে লইয়া যাইতেছেন, এই বিবেচনা করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম। কি দেখিলেন? (এখন যেখানে উপবিষ্ট আছি) এই কুঞ্জে সমুপস্থিত হইয়াছি। তখন সেই শ্রীউদ্ধবের বাক্য স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'শ্রীদ্বারকানাথই তোমাকে লইয়া যাইবেন।' এখানে 'কেনচিৎ' শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ দর্শনের পর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন অসম্ভব, এই জন্যই বোধ হয়, তৎকালে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হইল না, বা শ্রীউদ্ধবও ভগবদ্দর্শনার্থ সাক্ষাৎ গমন নিষেধ করিয়াছিলেন। যেহেতু, সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হইলে আর ব্রজগমন হইবে না, আর ব্রজগমন ব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধিও হইবে না।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১। **তাং নারদীয়ামনুসৃত্য শিক্ষাং, শ্রীকৃষ্ণ-নামানি নিজ প্রিয়াণি।**
সংকীর্তয়ন্ সুস্বরমত্র লীলা,-স্তস্য প্রগায়ন্ননুচিন্তয়ংশ্চ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ্! শ্রীনারদের শিক্ষা অনুসারে আমি নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামসকল সংকীর্তন এবং তাঁহার লীলা সমুদয় গান ও চিন্তা করিতে করিতে এই বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

ষষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্।
কৃপাবিশেষস্তস্যাথ লীলা তল্লোকবর্তিনী॥

১। ইদানীং শ্রীনারদোপদিষ্টস্য গোলোকপ্রাপকসাধনপরস্য সম্পত্তিং সাঙ্গমাহ—তামিতি পঞ্চভিঃ। তাং পূর্বোক্তাং নারদকৃতাং শিক্ষামুপদেশমনুসৃত্য তদনুসারেণেত্যর্থঃ। তৎপ্রকারমেবাহ—শ্রীকৃষ্ণেত্যাদিনা। অত্র শ্রীবৃন্দাবনে, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীগোপকুমারের গোলোকগমন, তথায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং তাঁহার বিশেষ কৃপালাভ ও তল্লোকবর্তিনী লীলাসমূহ বর্ণিত হইবে।

১। ইদানীং শ্রীনারদপ্রদত্ত উপদেশ অনুসারে গোলোক-প্রাপক সাধনসম্পত্তির অঙ্গসমূহ বর্ণন করিবার নিমিত্ত 'তাং' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে উক্ত সাধন-লক্ষণ বলিতেছেন। পূর্বোক্ত শ্রীনারদ-কৃত শিক্ষা অনুসরণ করিয়া নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামসকল সংকীর্তন করিতে করিতে এবং সুস্বরে তদীয় লীলাসকল গান ও চিন্তা করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলাম।

২। তদীয়লীলাস্থল-জাতমেত,-দ্বিলোকয়ন্ ভাব-দশে গতো যে।
তয়োঃ স্ব-চিত্তে করণেন লজ্জে, কথং পরস্মিন্ কথয়ান্যহং তে॥

৩। সদা মহার্ত্যা করুণস্বরৈ রুদ,-ন্নয়ামি রাত্রীর্দিবসাংশ্চ কাতরঃ।
ন বেদ্মি যদ্‌যৎ সুচিরাদনুষ্ঠিতং, সুখায় বা তত্তদুতার্তিসিন্ধবে॥

৪। কথঞ্চিদপ্যাকলয়ামি নৈতৎ, কিমেষ দাবাগ্নিশিখান্তরেঽহম্।
বসামি কিংবা পরমামৃতাচ্ছ,-সুশীতলশ্রীযমুনা-জলান্তঃ॥

৫। কদাচিদেবং কিল নিশ্চিনোম্যহং, শঠস্য হস্তে পতিতোঽস্ম কস্যচিৎ।
সদা ন্যমজ্জং বহুদুঃখসাগরে, সুখস্য গন্ধোঽপি ন মাং স্পৃশেৎ ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

২। তদীয় লীলাস্থলসমূহ অবলোকন করিয়া যে ভাব-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাব স্ব-চিত্তে ধারণা করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি ; অপরের সমীপে তাহা আমি কি করিয়া ব্যক্ত করিব?

৩। আমি সর্বদাই মহা আর্তিভরে রোদন করিতাম, অর্থাৎ মহাকাতর হইয়া করুণ স্বরে 'হা নাথ!' বলিয়া ডাকিতাম এবং এইরূপেই রাত্রি-দিবস অতিবাহিত হইত। আমি বহুকাল ধরিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা সুখপ্রাপ্তির জন্য অথবা উহার ফল দুঃখরূপ সাগরে নিমজ্জনের জন্য হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। আমি কোন প্রকারেই বিবেচনা দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না যে, আমি দাবাগ্নিশিখামধ্যে বাস করিতেছি, কিংবা পরমমধুর পরম নির্মল সুশীতল শ্রীযমুনাজল মধ্যে বাস করিতেছি?

৫। কোন কোন সময়ে নিশ্চয় করিতাম যে, আমি কোন শঠের হস্তে পতিত হইয়াছি। সেইজন্য সর্বদা মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—কোন সময়ে সুখের গন্ধও আমাকে স্পর্শ করে নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২। এতৎ প্রত্যক্ষমেব বর্তমানং, ভাবশ্চান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ, দশা চোন্মত্তাদিবদবস্থা, তে যে যাদৃশৌ প্রাপ্তোঽহম্। তয়োর্ভাব-দশয়োঃ, স্বচিত্তে করণেনানুসন্ধানেনাপি লজ্জে। অতঃ কথং তে ভাবদশে? পরস্মিন্ অন্যং প্রতি কথয়ানি ; পঞ্চমী সম্ভাবনায়াম্॥

৩। তথাপি স্নেহেন তে কিঞ্চিৎ কথয়ামীত্যাহ—সদেতি, কাতরো বিবশঃ সন্, নয়ামি গময়ামি। সুচিরাদ্‌বাল্যে নিজগৃহত্যাগমারভ্য, যদ্‌যৎ সাধনমনুষ্ঠিতং কৃতম্, তত্তৎ সুখায় বা, উত কিংবা, দুঃখসাগরায়ানুষ্ঠিতমিতি ন বেদ্মি। সামীপ্যে বর্তমানা ; বেদনক্রিয়ায়া বহুকাল্যনুবৃত্তেঃ, কথনেন অধুনা মনস্যনুবৃত্তের্বা এবমুত্তরত্রাপি॥

৪। এতচ্চ কথঞ্চিদপি নাকলয়ামি, ন বোদ্ধুং শক্নোমি। কিং দাবাগ্নিশিখামধ্যে-হহমেষ বসামি বর্তে? কিংবা, পরমমধুরস্য পরমনির্মলস্য সুখশীতলস্য শ্রীমতো যমুনাজলস্য অন্তর্মধ্যে?

৫। তত্র আদ্য এব পক্ষো মুহুর্মে প্রত্যভাদিতি সহেতুকমাহ—কদাচিদিতি। কস্যচিৎ পরমশ্রেষ্ঠতমস্য শঠস্য হস্তে, ক্বচিৎ কদাচিদপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। এইপ্রকারে তদীয় লীলাস্থলসকল অবলোকন করিয়া যাদৃশ ভাব (অন্তঃ-করণবৃত্তিবিশেষ) ও দশা (উন্মাদাদিবৎ অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাদৃশ ভাব-দশা স্বচিত্তে ধারণা বা তাহা স্মরণ করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি। অতএব অপরের সমীপে আমি কিরূপে সেই ভাব-দশা পুনরায় বর্ণন করিব?

৩। তথাপি স্নেহবশতঃ কিঞ্চিৎ তোমার নিকট বর্ণন করিব। আমি সর্বদাই মহা আর্তিভরে কাতরতার সহিত রোদন করিয়া রাত্রিদিন কিরূপে যে অতিবাহিত করিতাম, তাহা জানিতাম না! সুচিরকাল অর্থাৎ বাল্যকালে নিজগৃহ ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ যে কিছু সাধনানুষ্ঠান করিলাম, বলিতে পারি না, সেই সকল অনুষ্ঠান সুখের নিমিত্ত হইয়াছিল? কিংবা দুঃখসাগরে নিমগ্নের নিমিত্ত হইয়াছিল? এস্থলে সামীপ্যে বর্তমান, অর্থাৎ বেদন-ক্রিয়ায় বহুকাল অনুবর্তি বলিবার জন্য কিংবা অধুনা মনের অনুবৃত্তি-হেতু এইরূপ উত্তরকালে বর্তমান প্রয়োগ হইতে পারে।

৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫। তন্মধ্যে আদ্যপক্ষ অর্থাৎ আমি দাবাগ্নিশিখার অভ্যন্তরে বাস করিতেছি, ইহাই প্রতিমুহূর্তে অনুভব হইতে লাগিল। তাহার হেতু বলিতেছেন, 'কদাচিৎ' ইত্যাদি। কখন কখনও নিশ্চয় করিতাম, আমি কোন পরম শ্রেষ্ঠ শঠের হস্তে পতিত হইয়াছি।

৬। ইত্থং বসন্নিকুঞ্জেঽস্মিন্ বৃন্দাবনবিভূষণে।
একদা রোদনাম্ভোধৌ নিমগ্নো মোহমব্রজম্॥

৭। দয়ালু চূড়ামণিনাঽমুনৈব, স্বয়ং সমাগত্য করাম্বুজেন।
বংশীরতেনামৃতশীতলেন, মদ্‌গাত্রতো মার্জ্জয়তা রজাংসি॥

৮। নীতোঽস্মি সঞ্চাল্য মুহুঃ সলীলং, সংজ্ঞাং মহাধূর্ত-বরেণ যত্নাৎ।
নাসাপ্রবিষ্টৈরপুরানুভূতৈ,-রাপূর্য সৌরভ্যভরৈঃ স্বকীয়ৈঃ॥

মূলানুবাদ

৬। এই প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনের ভূষণস্বরূপ এই নিকুঞ্জে বাস করিতে করিতে একদা রোদনসাগরে নিমগ্ন হইয়া মোহদশা প্রাপ্ত হইলাম।

৭-৮। এমন সময়ে সেই দয়ালু চূড়ামণি স্বয়ং সমাগত হইয়া বংশীরত অমৃত-সুশীতল-করকমল দ্বারা আমার গাত্রের ধূলি মার্জন করিতে লাগিলেন। সেই মহাধূর্তবর আমার নাসারন্ধ্রে অপূর্ব সৌরভ্যরাশি যত্নপূর্বক প্রবিষ্ট করাইয়া ও পুনঃপুনঃ সলীল সঞ্চালন করতঃ আমায় সচেতন করাইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ দিনানি কতিচিদস্মিন্নেব কুঞ্জে নিবসন্॥

৭-৮। ততশ্চ অমুনা শ্রীমদনগোপালদেবেন, স্বয়মেব সমাগত্য আবির্ভূয়, সলীলং মুহুঃ সঞ্চাল্যাহং সংজ্ঞাং বোধং যত্নান্নীতোঽস্মীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিং কুর্বতা? অমৃতাদপি শীতলেন। যদ্বা, অমৃতং পরমমধুরঞ্চ তৎ শীতলঞ্চেতি তথা, তেন বংশীরতেন বেণুসংযুক্তেন দক্ষিণেন করাম্বুজেন মদ্‌গাত্রেভ্যো রজাংসি মার্জয়তা অপসারয়তা ; তত্র তত্র হেতুঃ—দয়ালুচূড়ামণিনেতি। ননু তাদৃশপ্রেমমোহে বহির্জ্ঞানাভাবাদাশু ব্যুত্থানং কথং বৃত্তম্? তত্রাহ—নাসেতি, নাসাদ্বারা মদন্তঃপ্রবিষ্টৈঃ পূর্বং ময়া কুত্রাপ্যননুভূতৈঃ স্বকীয়ৈর্নিজৈরসাধারণৈঃ সৌরভ্যভরৈরাপূর্য। ননু নাসাপ্রবেশোঽপি কথং সম্ভবেত্তত্রাহ—মহাধূর্তবরেণেতি। তৎপ্রকারং সম্যগ্ বেত্তীত্যর্থঃ। মহাভিজ্ঞবরেণেতি বক্তব্যে প্রেমবিশেষপরিপাকেণ তথোক্তিঃ। যদ্বা, অগ্রে পরিত্যাগেন গাত্ররজঃসম্মার্জনাদেঃ পরমশাঠ্যে এবং পর্যবসানাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। এই প্রকারে কিছুদিন এই কুঞ্জে নিবাস করিতে লাগিলাম।

৭-৮। অতঃপর সেই মূর্ছার মধ্যেই অনুভব করিলাম যে, শ্রীমদনগোপালদেব স্বয়ং সমাগত হইয়া যত্নপূর্বক লঘু লঘু সলীল সঞ্চালন দ্বারা আমায় সচেতন করাইতেছেন। ইহাই দুইটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। তিনি কি করিলেন? অমৃত হইতেও সুশীতল বেণুসংরত দক্ষিণ করকমল দ্বারা মদীয় গাত্র হইতে ধূলি অপসারিত করিতে লাগিলেন। তাহার হেতু কি? তিনি দয়ালু চূড়ামণি। যদি বল, তাদৃশ প্রেম মোহাবস্থায় বহির্জ্ঞান অভাবে আশু ব্যুত্থান (বাহ্যস্ফূর্তি) কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'নাসা' ইত্যাদি স্বকীয় শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব সৌরভ্যভর আমার নাসাপথে অন্তঃকরণে যত্নপূর্বক প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। (এখানে 'অপূর্ব' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ অসাধারণ সৌরভ্যরাশি কুত্রাপি আমার অনুভূত হয় নাই)। যদি বল, নাসা-প্রবেশই বা কিরূপে সম্ভব হইল? তাহাতেই বলিতেছেন, মহাধূর্তবর ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই কৌশলবিশেষ প্রয়োগে মহা অভিজ্ঞ। এখানে 'মহা অভিজ্ঞ' শ্লেষ বাক্য, তাদৃশ প্রেমবিশেষের পরিপাক বশতঃ এই প্রকার উক্তি। অথবা সেই দয়ালু চূড়ামণি অথচ মহাধূর্তবর স্বয়ং সমাগত হইয়া যে অমৃত হইতেও সুমধুর সুশীতল করকমল দ্বারা গাত্ররজ সম্মার্জনাদি করিলেন, তাহা পরম শাঠ্যেই পর্যবসান হইতেছে। যেহেতু দয়ালু চূড়ামণি সদৃশ আচরণ করিয়া পরক্ষণেই পরিত্যাগ (?) হঠাৎ অন্তর্ধানে প্রাণ সংহাররূপ মহা ধূর্ততাই পর্যবসিত হইতেছে? উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

৯। তদীয়বক্ত্রাব্জমথাবলোক্য,-সসম্ভ্রমং সত্বরমুত্থিতোঽহম্।
অমুং বিধর্তুং বরপীতবস্ত্রে, সমুদ্যতো হর্ষভরাচিতাত্মা॥

১০। স নাগরেন্দ্রোঽপসসার পৃষ্ঠতো, নিনাদয়ংস্তাং মুরলীং স্ব-লীলয়া।
অভূচ্চ কুঞ্জান্তরিতঃ সপদ্যসৌ, ময়া ন লব্ধো বত ধাবতাপ্যলম্॥

মূলানুবাদ

৯। তদীয় বদনকমল অবলোকন করিয়া আমি সসম্ভ্রমে সত্বর উত্থিত হইলাম এবং অতি হর্ষ মনে তাঁহার মনোহর পীতবস্ত্র ধরিবার জন্য সমুদ্যত হইলাম।

১০। তখন সেই নাগরেন্দ্র স্বীয় লীলাবশে বংশী বাজাইতে বাজাইতে পৃষ্ঠদিকে অপসরণ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই কোন কুঞ্জ মধ্যে লুক্কাইত হইলেন। আমি ধাবমান হইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। অথ সংজ্ঞাবাপ্ত্যনন্তরম্ অমুং মহাধূর্তবরং, বরে কৌশেয়পীতবস্ত্রে ধর্তুমহং সমুদ্যতঃ সম্যগুদ্‌যুক্তঃ। কুতঃ? হর্ষভরেণাচিতো ব্যাপ্ত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ॥

১০। ততশ্চ পৃষ্ঠতঃ মদভিমুখতয়া পশ্চাদ্‌গত্যা সোঽপসসার। তৎ কুতঃ? নাগরেষু বিদগ্ধবরেষু ইন্দ্রঃ পরমশ্রেষ্ঠঃ। অতএব স্বয়া অসাধারণ্যা লীলয়া তাং পরমমোহিনীং মুরলীং নিনাদয়ন্নপসসার। কিঞ্চ, সপাদি তৎক্ষণ এব কুঞ্জেন অন্তরিতো ব্যবহিতশ্চাভূৎ। বত খেদে, অলমত্যর্থং, ধাবতাপি ময়া অসৌ নাগরেন্দ্রো ন লব্ধঃ, ধর্তুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। সংজ্ঞা প্রাপ্তান্তর তদীয় মুখপদ্ম অবলোকন করিয়া আমি তাঁহার সুন্দর পীতবস্ত্র ধারণে সমুদ্যত হইলাম। কি জন্য? হর্ষভরে অন্তঃকরণ ব্যাপ্ত হওয়ায় মত্ততা-হেতু।

১০। তখন সেই নাগরেন্দ্র চূড়ামণি মদীয় অভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ পৃষ্ঠদিকে অপসরণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ অপসরণের কারণ কি? নাগরেন্দ্র। অর্থাৎ বিদগ্ধগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীয় অসাধারণ লীলা বশে তিনি পরম মোহন মুরলী-নিনাদ করিতে করিতে অপসরণ করিলেন। আরও বলিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি কোন কুঞ্জ মধ্যে অন্তরিত (লুক্কায়িত) হইলেন। 'বত'—শব্দ খেদে। হায়! আমি ধাবমান হইয়াও সেই নাগরেন্দ্রকে ধরিতে পারিলাম না।

১১। অন্তর্হিতং তং ত্ববিলোক্য মূর্চ্ছাং, প্রাপ্তোঽপতং শ্রীযমুনা-প্রবাহে।
এতস্য বেগেন সমুহ্যমানো, লব্ধেব সংজ্ঞাং ব্যকিরং স্ব-দৃষ্টী॥

১২। পশ্যাম্যতিক্রান্তমনোজবেন, যানেন কেনাপি মহোর্দ্ধগেন।
কেনাপি মার্গেণ মহাদ্ভুতেন, দেশান্তরে কুত্রচিদাগতোঽস্মি॥

১৩। চিত্তং সমাধায় মৃশামি যাবদ্বৈকুণ্ঠলোকং তমিতোঽস্মি তাবৎ।
তং বিস্মিতো বীক্ষ্য বহন্ প্রহর্ষং, পশ্যন্নযোধ্যাদিকমত্যগাং তৎ॥

মূলানুবাদ

১১। এইরূপে তাঁহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মূর্ছাগ্রস্ত-হেতু শ্রীযমুনা-প্রবাহে পতিত হইলাম। পরে জলপ্রবাহের তরঙ্গ-হিল্লোলে চেতনপ্রাপ্ত হইয়া দুই চক্ষু উন্মীলন করিলাম।

১২। তখন দেখিলাম, মনোবেগেরও অতিক্রমকারী মহাঊর্ধ্বগ কোন যান দ্বারা মহাদ্ভুত মার্গের মধ্য দিয়া কোন দেশান্তরে সমাগত হইয়াছি।

১৩। তখন চিত্ত সমাধান পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি এবং বিস্মিত হইয়া সেই বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিতে করিতেই অযোধ্যাদি পুরীও অতিক্রম করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। ততোঽন্তর্হিতং সন্তং তু তং ন দৃষ্ট্বা ; এতস্য প্রবাহস্য ; ইবেতি বস্তুতোঽন্তর্বোধানপগমাৎ, তদানীমপি সম্যক্ প্রেমমোহানপগমাদ্বা, অগ্রে চিত্ত সমাধায়েত্যুক্তেঃ। স্বস্য মম দৃষ্টী নেত্রে ব্যকিরং প্রসারিতবানস্মি॥

১২। কেনাপি পরমদুর্বিতর্কেণ, যানেন বিমানেন, গত্যা বা। কেনাপি মার্গেণ বর্ত্মনা কস্মিংশ্চিদ্দেশান্তরে ভিন্নস্থানে আগতোঽস্মীতি। কীদৃশেন যানেন? অতিক্রান্তো মনসোঽপি জবো যেন তেন। কিঞ্চ, মহোর্ধ্বং পরমোপরিষ্টাদ্‌গচ্ছতীতি তথা তেন। কীদৃশেন মার্গেণ? মহাদ্ভুতেন, পূর্বপূর্বানুভূতাৎ পরমবিলক্ষণেনেত্যর্থঃ। মহোর্ধ্বগেনেত্যস্যাত্রাপি মহাদ্ভুতেনেত্যস্য চ পূর্বত্রাপি সম্বন্ধো দ্রষ্টব্যঃ॥

১৩। মৃশার্মি বিচারয়ামি, তং পূর্বানুভূতং শ্রীনারায়ণাধিষ্ঠিতং বৈকুণ্ঠলোকং তাবৎ ইতঃ প্রাপ্তোঽস্মি। গমিত ইতি পাঠে যানেনৈব প্রাপিতঃ। তং বৈকুণ্ঠলোকং বীক্ষ্য প্রকৃষ্টহর্ষং বহন্ অনবচ্ছেদেন লভমানঃ সন্, তদ্‌বৈকুণ্ঠবর্তি অযোধ্যাদিকং পশ্যন্নেবাত্যগাম্ অতিক্রান্তোঽহম্ ; আদিশব্দেন শ্রীদ্বারকাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। এইরূপে সহসা অন্তর্হিত হইলে, আমি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মোহবশতঃ এই যমুনা-প্রবাহে পতিত হইলাম। 'ইব'কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ তাঁহার অন্তর্ধান বোধ অপগম হয় নাই, বা তদানীন্তন তাঁহার প্রেম মোহও সম্যক্ অপগম হয় নাই। অগ্রে চিত্তের সমাধান ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইবে। পরে যমুনা-তরঙ্গ-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়ায় চেতন প্রাপ্ত হইলে চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিলাম।

১২। তখন দেখিলাম, কোন পরম দুর্বিতর্ক যান দ্বারা কোন দুর্বিতর্ক মার্গে কোন দেশান্তরে সমাগত হইয়াছি। সেই যান কি প্রকার? মনোবেগেরও অতিক্রমকারী, আর মহা ঊর্ধ্বগামী অর্থাৎ পরম উপরিস্থ স্থানের গমনোপযোগী। সেই মার্গ কি প্রকার? মহাদ্ভুত, পূর্ব পূর্ব অনুভূত মার্গ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ।

১৩। যখন চিত্ত সমাধান পূর্বক বিচার করিলাম, তখন দেখিলাম, আমি পূর্বানুভূত শ্রীনারায়ণাধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি। 'গমিত' পাঠ হইলে যানের দ্বারা প্রাপিত বুঝিতে হইবে। পরে সেই বৈকুণ্ঠলোক হর্ষভরে অবলোকন করিতে করিতেই সেই বৈকুণ্ঠবর্তি অযোধ্যাদি ও শ্রীদ্বারকাপুরী প্রাপ্ত হইলাম। এবং সেই সকল ধাম দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিলাম।

১৪। শ্রীগোলোকং তং চিরাশাবলম্বং, প্রাপ্তো ভান্তং সর্বলোকোপরিষ্টাৎ।
আস্তে শ্রীমন্মাথুরে মণ্ডলেঽস্মিন্, যাদৃক্ সর্বং তত্র বৈ তাদৃগেব॥

১৫। তস্মিন্ শ্রীমথুরারূপে গত্বা মধুপুরীমহম্।
অত্রত্যামিব তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং হর্ষমপ্যগাম্॥

মূলানুবাদ

১৪। আমার চির আশার অবলম্বন সর্বলোকের উপরি বিরাজিত সেই প্রকাশমান শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হইলাম। মর্ত্যলোকে বিরাজিত শ্রীমন্ মাথুরমণ্ডলের স্থানসমূহ যাদৃশ, তথায় তাদৃশই অবলোকন করিয়াছিলাম।

১৫। শ্রীমধুপুরীস্বরূপ সেই গোলোকস্থিত মধুপুরী গমন করিলাম। সেই মধুপুরীও (ভৌম) মধুপুরীর ন্যায় অবলোকন করিয়া বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হইয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। তং নিজেষ্টদেবস্য নিরন্তরতাদৃশক্রীড়াবিষয়ম্, অতএব চিরকালীনায়া আশায়া অবলম্বমাশ্রয়ং, সর্বেষাং লোকানাং ভুবনানামুপরিষ্টাদ্‌ভান্তং বিরাজমানম্। ননু কীদৃশোঽসৌ লোকঃ? ইত্যত্রাহ—অস্মিন্ মর্ত্যলোকবর্তিনি শ্রীমতি মাথুরে মণ্ডলে মণ্ডলাকারদেশে যাদৃক্ সর্বং সচেতনাচেতনপ্রপঞ্চজাতং বর্ততে, তত্র শ্রীগোলোকেঽপি তাদৃগেব। অতএব তন্মথুরামণ্ডলসদৃশ এব স ইত্যর্থঃ। এতচ্চ তত্র পারমৈশ্বর্যাদি-দৃষ্ট্যভাবেন পরমপ্রেমবিশেষ সম্পত্তি-কারণং জ্ঞেয়ম্॥

১৫। অতঃ শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপে তস্মিন্ শ্রীগোলোকে যা মধুপুরী তাং গত্বা প্রাপ্য, অত্রত্যাম্ এতন্মথুরাবর্তিনীমিব তাং মধুপুরীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং বৈকুণ্ঠোপর্যপি মর্ত্যলোকরীতিদৃষ্ট্যা হর্ষঞ্চ, নিজমনোরথ-পরিপূর্তিসম্ভাবনয়া প্রাপ্তোঽহম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। আমার নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের নিরন্তর তাদৃশ ক্রীড়ার বিষয়, অতএব আমার চিরকালের আশার অবলম্বন বা আশ্রয় সর্বলোকের উপরি বিরাজমান সেই প্রকাশমান শ্রীগোলোকপ্রাপ্ত হইলাম। যদি বল, সেই শ্রীগোলোক কি প্রকার? তাহাতেই বলিতেছেন, এই মর্ত্যলোকবর্তি শ্রীমতি মথুরামণ্ডলে যাদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম, তথায় তাদৃশই অবলোকন করিলাম। অর্থাৎ সচেতন

অচেতন প্রপঞ্চজাত বস্তুর আকারে যথাযথ বিদ্যমান আছে, কাজেই সেই মর্ত্যলোকবর্তি শ্রীমথুরামণ্ডল সদৃশ। অর্থাৎ পারমৈশ্বর্যাদি-দৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন ঐ স্থান পরমপ্রেম বিশেষের কারণ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

১৫। অতএব শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সেই শ্রীগোলোকে যে মধুপুরী আছে, তথায় গমন পূর্বক এই মর্ত্যলোকবর্তিনী মধুপুরী অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। ফলে বৈকুণ্ঠোপরি অবস্থিত সেই শ্রীগোলোকেও মর্ত্যলোক-রীতি দেখিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম। হর্ষপ্রাপ্তির কারণ এই যে, নিজ মনোরথ পরিপূর্তির সম্ভাবনায়।

সারশিক্ষা

১৪। গোলোকবাসীর স্বাভাবিক প্রেমাতিশয্য যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম-মাধুর্যকে আবির্ভাব করায়, সেইরূপ তাঁহার লীলাস্থলীও স্বীয় ঐশ্বর্যকে বাহিরে প্রকটিত হইতে দেয় না। এইরূপে ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ না থাকায় ভয়, গৌরব, সম্ভ্রম, লজ্জা, অবিশ্বাস প্রভৃতি প্রেম-বিঘাতক ভাব আসিয়া ধামবাসীর সহজ প্রেমের বিঘ্ন উৎপাদন করে না। ফলতঃ তাঁহাদের নিরঙ্কুশ অনির্বচনীয় সহজ প্রেম-দৃষ্টিতে পারমৈশ্বর্যও মাধুর্যে আবৃত হইয়া যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা ও দ্বারকাদি ধামে ঐশ্বর্যই প্রধান হইয়া মাধুর্যকে আবৃত করে, আর এই শ্রীগোলোকে তাহার বিপরীত অর্থাৎ সেই সমস্ত ঐশ্বর্য চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াও মাধুর্য-নিষিক্ত অর্থাৎ মর্ত্যলোকবর্তি মাথুর-গোকুলের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীগোলোক এক অপূর্ব ধাম। যেহেতু, ঐশ্বর্য-পরাকাষ্ঠা প্রকাশ সত্ত্বেও লৌকিকত্ব উহার সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছে। আর লৌকিকত্ব প্রধান হইলেও ঐশ্বর্য তাহার অধীনভাবে থাকিয়াই ভিতরে ভিতরে নিজ-প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্তর্মধুরিমার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই ঐশ্বর্যের প্রভাব।

১৬। তস্যামশৃণবং চেদং নিগৃহ্য পিতরং স্বয়ম্।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ কংসো রাজ্যং করোতি সঃ॥

১৭। তস্য প্রিয়সুরামিত্রপরিবারস্য শঙ্কয়া।
নোৎসহন্তে যথাকামং বিহর্তুং যাদবাঃ সুখম্॥

১৮। তস্মাদ্বহুবিধাং বাধামপি বিন্দন্তি তেঽনিশম্।
কুত্রাপ্যপসৃতাঃ কেচিৎ সন্তি কেঽপিতমাশ্রিতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৬। তথায় শুনিলাম যে, কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া এবং দেবকী-বাসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন।

১৭। যাদবগণ অসুর মিত্র পরিবারবেষ্টিত কংসের ভয়ে তথায় যথেচ্ছ বিহার করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না।

১৮। তাঁহারা কংস হইতে অহর্নিশ বহুবিধ বাধা প্রাপ্ত হইয়া কেহ কেহ দেশান্তরে পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ কংসকেই আশ্রয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬। তস্যাং মাধুপুর্যাং পিতরমুগ্রসেনং স পরমদুষ্টত্বেন প্রসিদ্ধঃ, শাস্ত্রাদিদ্বারা শ্রুতবৃত্তান্তো বা কংসঃ, স্বয়মেব রাজ্যং রাজত্বং করোতি। মর্ত্যলোকে পূর্বমেব ঘাতিতানামপি কংসাদীনাং দুষ্টানাং সম্প্রতি তত্র শ্রীগোলোকে বৃত্তেঃ কারণমগ্রতো ব্যক্তং ভাবি॥

১৭। তস্য চ কংসস্য শঙ্কয়া ভয়েন যাদবাস্তন্মধুপুর্যাং বর্তমানাস্তজ্জাতয়ঃ, যথেচ্ছং সুখং বিহর্তুং নোৎসহন্তে ন শক্নুবন্তি, তত্রোৎসাহমপি ন কুর্বন্তীতি বা। কুতঃ ? প্রিয়া সুরামিত্রা দৈত্যা এব পরিবারা যস্য তস্য॥

১৮। কিঞ্চ, তস্মাৎ কংসাৎ, তে যাদবাঃ, কুত্রাপি কেষুচিদ্দেশান্তরেষু কেচিদুদ্ধবাদয়োঽপসৃতাঃ, ভয়েন পলায্য গতাঃ। কেঽপ্যক্রূরাদয়স্তং কংসমাশ্রিতাঃ সন্তঃ তত্রৈব সন্তি। তদ্বা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২।১-৪)—'প্রলম্ব-বক-চাণূর-তৃণাবর্ত-মহাশনৈঃ। মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিধ পূতনা-কেশিধেনুকৈঃ॥ অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈ-র্বাণভৌমাদিভির্বৃতঃ। যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ॥ তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরু-পাঞ্চাল-কেকয়ান্। শাল্বান্ বিদর্ভান্নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি॥ একে

তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে।' ইতি এতচ্চ সর্বং যথাপূর্বং ভৌমব্রজভূমাবিব ভগবতো গোলোকে সুখক্রীড়ায়াঃ সামগ্রীকারণং দর্শিতম্ ; অন্যথা পরমৈকান্তিনাং মনঃপূর্ত্যনুৎপত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬। সেই মধুপুরীতে শ্রবণ করিলাম যে, কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন। সেই কংস যে পরম দুষ্ট, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এবং তাহার বৃত্তান্ত পূর্বে শাস্ত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু মর্ত্যলোকে দুষ্ট কংসাদির সংহার সম্ভবপর হইলেও সম্প্রতি এই শ্রীগোলোকেও তাহাদের বিদ্যমানতার কারণ অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

১৭। কংসের ভয়ে যাদবগণ সেই মধুপুরীতে যথেচ্ছ সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইতেছেন না, এমন কি তথায় বাস করিতেও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না। কি জন্য? অসুর সকল যাহার প্রিয়, সেই দুষ্ট কংস সর্বদা দৈত্য পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় রাজত্ব করিতেছে।

১৮। আর সেই যাদবগণ কংস হইতে অহর্নিশ পীড়া প্রাপ্ত হইয়া কেহ দেশান্তরে পলায়ন করিলেন, শ্রীউদ্ধবাদির ন্যায় কেহ কেহ ভয়ে লুক্কাইত হইলেন, শ্রীঅক্রূরাদির মত কেহ কেহ কংসকে আশ্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যথা দশমস্কন্ধে—"বলদর্পিত সেই কংস মগধবাসী জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী ও ধেনুক এবং বাণ, ভৌম প্রভৃতি অন্যান্য অসুর রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যদুগণকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিদারুণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কেহ কুরুদেশে, কেহ বা পাঞ্চালপ্রদেশে, কেহ বা কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ ও কৌশলাদি দেশে পলায়ন করিলেন। আর কতকগুলি জ্ঞাতি অনুরুদ্ধ হইয়া সেই কংসের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।" এইসকল ক্রীড়াসামগ্রীর যথাপূর্ব সমাবেশ, অর্থাৎ ভৌমব্রজভূমির ন্যায় শ্রীভগবানের সুখক্রীড়া সম্পাদনের নিমিত্ত গোলোকেও সুখক্রীড়াসামগ্রী যথাযথ বর্তমান আছে। অন্যথা পরম ঐকান্তিক ভক্তগণের মনঃপূর্তি হয় না।

সারশিক্ষা

১৭। শ্রীভগবানের যুযুৎসাবৃত্তিও একপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকবিশেষ। এইজন্য স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে প্রতিকূল ভাবাবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর পার্ষদগণও প্রতিকূল ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া

থাকেন। অতএব শ্রীগোলোকের কংসাদি দৈত্যগণ (প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইলেও) সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ।

১৮। এই শ্লোকে প্রকটলীলাগত ভাব-বিশেষের সহিত অপ্রকটলীলাগত ভাবের সম্মিলন অর্থাৎ প্রকটাপ্রকট লীলাদ্বয়ের ঐক্য বর্ণিত হইয়াছে।

অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলার প্রকাশ এবং তাহাতেই যখন লীলার অবসান হয়, তখনই লীলাদ্বয়ের ঐক্য বলা হয়। যেমন—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥ (চৈঃ চঃ)

অপ্রকটলীলায় এই সমস্ত (যুযুৎসু ইত্যাদি) ভাব নিরন্তর বর্তমান আছে, তথাপি সেই ভাবকে নব নবরূপে সমুদ্দীপ্ত করিবার জন্য বারংবার প্রকটলীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার প্রকটলীলাগত ভাব বিশেষের সহিত অপ্রকটলীলায় প্রবেশ নিবন্ধন তত্তৎ পরিকরবর্গেরও প্রকটলীলাগত উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবের প্রবল আবেশ-হেতু প্রকটলীলাই প্রভাব বিস্তার করে। অতএব অপ্রকট প্রকাশগত লীলাও প্রকট প্রকাশগত ভাবেই আস্বাদন হইয়া থাকে। এতদ্বারা লীলাদ্বয়ের ঐক্যতাই সূচিত হইতেছে।

১৯। ততোঽহমপি ভীতঃ সন্ কৃতবিশ্রান্তিমজ্জনঃ।
নিঃসৃত্য ত্বরয়াগচ্ছং শ্রীমদ্বৃন্দাবনং ততঃ॥

২০। তস্মিন্নগম্যেঽখিলদেবতানাং, লোকেশ্বরাণামপি পার্ষদানাম্।
এতস্য ভূ-ভারতবর্ষকীয়া,-র্যাবর্তদেশস্য নিরূপ্য রীতিম্॥

২১। দিব্যাং দিনেশোদ্গমনাদিনৈতাং, ভৌমীং নৃভাষাচরিতাদিনাপি।
মহাচমৎকারভরেণ রুদ্ধো, ন্যমজ্জমানন্দরসাম্বুরাশৌ॥

মূলানুবাদ

১৯। অতএব আমিও ভয়ে তথা হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রামতীর্থে স্নান করতঃ অতি শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলাম।

২০-২১। যদিও সেই গোলোক অখিল দেবতাগণের, লোকেশ্বরগণের, এমন কি পার্ষদ সকলেরও অগম্য, তথাপি সেই গোলোকেও এই ভূ-ভারতবর্ষীয় আর্যাবর্ত দেশ-সম্বন্ধিনী রীতি, সূর্যোদয়াদি দ্বারা দিব্যগতি নিরূপণ এবং নরভাষা, মনুষ্যের আকৃতি ও আচরণাদি দ্বারা ভৌম সদৃশী গতি অবগত হওত মহা আশ্চর্যযুক্ত হইয়া আনন্দরস-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। ততঃ কংসাৎ, কৃতং বিশ্রান্তিতীর্থে মজ্জনং স্নানং যেন সঃ। ততো মধুপুরীতস্ত্বরয়া নিঃসৃত্য, ভীতঃ সন্নিতি তল্লোকপ্রাপ্ত্যা নিজাভীষ্টসিদ্ধিপরীপাককারণত্বেন তদনুরূপতত্রত্যস্বভাবাপত্তেরিতি দিক্॥

২০-২১। সংক্ষেপেণোক্তং শ্রীগোলোকস্য ভৌমমাথুরমণ্ডলসাদৃশ্যমগ্রে বক্ষ্যমাণপ্রাতঃসায়ংকালাদ্যুপপত্তয়ে কিঞ্চিদ্ বিস্তার্য দর্শয়তি—তস্মিন্নিতিদ্বাভ্যাম্। অখিলানাং দেবতানাম্ সূর্য-চন্দ্রাদীনাং, তথা লোকেশ্বরাণাং শক্রব্রহ্মাদীনাং, পার্ষদানামপি শ্রীগরুড়াদীনামগম্যে গন্তুমশক্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীগোলোকে, এতস্য সাক্ষাদনুভূয়মানস্য, ভুবঃ পৃথিব্যাঃ ভারতবর্ষসম্বন্ধিনঃ আর্যাবর্তসংজ্ঞদেশস্য রীতিং ব্যবস্থাং নিরূপ্য সমালোক্য মহতা চমৎকারভরেণ কৌতুকাতিশয়েন রুদ্ধঃ সন্, আনন্দ এব রসো দ্রববিশেষঃ, চিত্তস্যার্দ্রীকরণাৎ, তস্য অম্বুরাশৌ সাগরে। যদ্বা, আনন্দরূপভাববিশেষসমুদ্রে ন্যমজ্জমিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। দিনেশস্য সূর্যস্য উদ্গমনমুদয়স্তদাদিনা দিব্যামন্তরীক্ষবর্তিনীং, নৃণাং ভাষাচরিতাদিনা, ভৌমীং ভূমিবর্তিনীমপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। অনন্তর আমিও কংস ভয়ে সেই মধুপুরী হইতে ত্বরায় নিঃসৃত হইয়া বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান পূর্বক বৃন্দাবন উপনীত হইলাম। ভীত হইবার কারণ এই যে, তল্লোকপ্রাপ্তি-হেতু তদনুরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিজাভীষ্ট সিদ্ধির পরিপাক বশতঃ তত্রত্য পরিকরগণের স্বভাব উপপত্তি হইয়া থাকে—উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

২০-২১। শ্রীগোলোকের ভৌম মাথুরমণ্ডলের সাদৃশ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, এক্ষণে (অগ্রে বর্ণিত হইবে) প্রাতঃকাল ও সায়ংকালাদি বিভাগক্রমে কিছু বিস্তৃত-রূপে প্রদর্শন জন্য 'তস্মিন্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, সূর্যচন্দ্রাদি অখিল দেবতাগণের, তথা ইন্দ্র ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণের ও গরুড়াদি পার্ষদ সকলেরও অগম্য সেই শ্রীগোলোকে সাক্ষাৎ অনুভূত এই পৃথিবীর মধ্যবর্তি ভারতবর্ষ সম্বন্ধিনী আর্যাবর্ত নামক দেশের নীতি, তথা সূর্যের উদয় ও অস্তদ্বারা দিব্য গতিনির্ণয় এবং নরভাষা ও আচরণাদি দ্বারা ভৌমগতি নিরূপণাদি সম্যক্ অবলোকন করিয়া মহা চমৎকার ভরে অভিভূত হইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। অথবা আনন্দরূপে ভাব বিশেষের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলাম।

২২। ক্ষণাদপশ্যং ভ্রমতো গোপানিব বনে নরান্।
পুষ্পাণি চিন্বতীর্বৃদ্ধা গোপীবেশবতীস্তথা॥

মূলানুবাদ

২২। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, গোপসদৃশ মানবগণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং গোপীবেশবতী বৃদ্ধাগণ পুষ্পচয়ন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২। বনে ভ্রমতঃ গোপসদৃশান্ নরান্ পুরুষান্ ; ইবেতি বস্তুতস্তত্র লৌকিক-গোপত্বাসম্ভবাৎ। গোপীসদৃশবেশযুক্তা বৃদ্ধনারীশ্চাপশ্যম্। কীদৃশীঃ? পুষ্পাণি বিচিন্বতীঃ, ভগবদ্বিরহেণান্যাসাং পুষ্পাবচয়নাসক্তেঃ, বাহ্যবনগমনাযোগ্যত্বাদ্বা। এবং জরতীনামপি ভগবদ্ভক্তিবিশেষো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। তথায় দেখিলাম, গোপসদৃশ মানবগণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। এখানে 'ইব' কার অর্থে বস্তুতঃ তথায় লৌকিক গোপত্ব অসম্ভব, তজ্জন্য 'গোপ সদৃশ' বলা হইয়াছে। আরও দেখিলাম, গোপীসদৃশ বেশযুক্তা বৃদ্ধা নারীগণ পুষ্পচয়ন করিতেছেন ; কিন্তু ভগবৎ বিরহে ব্যাকুলতাবশতঃ পুষ্পচয়নে অসমর্থা। কিংবা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পক্ষে বাহ্য বনগমন অযোগ্য বলিয়া গোপীবেশধারিণী বৃদ্ধাগণ পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এই কথা বলা হইয়াছে। এতদ্বারা বৃদ্ধাগণেরও ভগবদ্ভক্তিবিশেষ প্রদর্শিত হইল।

২৩। তে চ সর্বে জনাঃ পূর্বদৃষ্টসর্ববিলক্ষণাঃ।
কেনাপি হৃতহৃদ্বিত্তাস্তদ্ভাবব্যাকুলা ইব॥

মূলানুবাদ

২৩। পরন্তু সেই সকল লোক পূর্বদৃষ্ট লোকসকল হইতে সর্ববিষয়ে বিলক্ষণ, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, কে যেন তাঁহাদের হৃদয় (বিত্ত) চুরি করিয়াছে, সেইজন্যই যেন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩। তে চ তত্রত্যাঃ কীদৃশাঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তে চেতি। পূর্বদৃষ্টেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিলক্ষণাঃ। অয়মর্থঃ—তেষু বর্তমানং রূপগুণমহিমাদিকং কুত্রাপ্যন্যত্র কেষ্বপি নাস্তি, অতঃ কেন দৃষ্টান্তাদিনা কথয়িত্বা তদ্বোধয়িতুং শক্যমিতি। এবং সামান্যেন সর্বতোঽধিকবহুবিধোৎকৃষ্টতাধিক্যমুদ্দিশ্য বিশেষেণাপ্যাহ—কেনাপীতি। হৃতং চোরিতং হৃৎ চিত্তমেব বিত্তং যেষাং তে ইব, সদা প্রেমভরেণোন্মনস্ত্বাৎ। অতস্তস্য হৃদ্বিত্তাপহারকস্য ভাবেন চেষ্টয়া তদ্বিষয়কপ্রেম্‌ণা বা ব্যাকুলা ইব। ইবেতি তৎকালং তত্তত্ত্বনির্ধারাশক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। তত্রস্থ লোকসকল কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'তে চ' ইত্যাদি। সে সকল লোক পূর্বদৃষ্ট লোকসকল অপেক্ষা সর্ববিষয়েই বিলক্ষণ। অর্থাৎ তাঁহাদের মত রূপ, গুণ ও মহিমাদি অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। অতএব কোন দৃষ্টান্তাদি দ্বারা তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। এই প্রকার সামান্যরূপে তাঁহাদের রূপ-গুণ-মহিমাদির সর্বপ্রকার অধিক উৎকর্ষ বা বহুবিধ উৎকৃষ্টতাধিক্য উদ্দেশ করিয়া 'কেনাপি' ইত্যাদি শ্লোকার্ধ দ্বারা বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে প্রতীতি হয় যে, কেন যেন তাঁহাদের চিত্তরূপ ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সেইজন্য যেন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন। অর্থাৎ সেই হৃৎবৃত্তি অপহারকের ভাবে ভাবিত হইয়া এবং তাঁহার চেষ্টাদি দ্বারা তদ্বিষয়ক প্রেমভরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। 'ইব' কারের অর্থ এই যে, তৎকালে সেই তত্ত্ব নির্ধারণে অশক্ত।

২৪। তেষাং দর্শনমাত্রেণ তাদৃশং ভাবমাপ্লুবন্।
যত্নাদ্ধৈর্যমিবাসৃত্যাপৃচ্ছং তানিদমাদরাৎ॥

২৫। পরমহংস-মনোরথদুর্লভৈঃ, পরমহর্ষভরৈং পরিষেবিতাঃ।
প্রণয়ভক্তজনৈঃ কমলাপতেঃ, পরমযাচ্য-তদীয়দয়ালয়াঃ॥

২৬। পরমদীনমিমং শরণাগতং, করুণয়া বত পশ্যত পশ্যত।
কথয়তাস্য নৃপো বিষয়স্য কো, গৃহমমুষ্য কুতোঽস্য চ বর্ত্ম কিম্॥

২৭। ভো ভোঃ সকাকু পৃচ্ছন্তং ধন্যাঃ কৃপয়তাত্র মাম্।
দত্ত প্রত্যুত্তরং কিঞ্চিৎ সঙ্কেতানাপি সুব্রতাঃ॥

মূলানুবাদ

২৪। তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রেই আমিও তাদৃশ ভাবে আপ্লাবিত হইলাম, পরে যত্নপূর্বক ধৈর্যধারণ করিয়া আদরের সহিত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

২৫-২৬। হে পরমহংসগণের মনোরথেরও দুর্লভ পরমহর্ষরাশিসমূহ দ্বারা পরিসেবিতাগণ! কমলাপতির প্রণয়ভাজন ভক্তগণেরও পরম প্রার্থনীয় দয়ার আস্পদগণ! আমি পরম দীন, আপনাদের শরণাগত, আমার প্রতি করুণা করিয়া দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা আমাকে বলুন, এই দেশের রাজা কে? তাঁহার গৃহই বা কোথায়? আর কোন্ পথেই বা সেখানে যাওয়া যায়?

২৭। ভো ভো ধন্যাগণ! আমি বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা কৃপা করিয়া বলুন। হে সুব্রতাগণ! কিঞ্চিৎ সঙ্কেত দ্বারাও আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪। তাদৃশং তেষাং ভাবসদৃশং ব্যাকুলত্বাদিকম্। ইবেতি সমগ্র-ধৈর্যানাশ্রয়ং দ্যোতয়তি। অন্যথা সর্বং তত্ত্বতো জানতোঽপি তস্য তাদৃশপ্রশ্নাদ্যনুপপত্তেঃ॥

২৫। তত্র চ তেষাং ব্যাকুলত্বাদিকং কথমপি ন সম্ভবতীত্যভিপ্রায়েণাদৌ প্রষ্টুং সম্বোধয়তি—পরমেতি। হে পরমহর্ষভরৈঃ পরিতঃ সেবিতাঃ ; কীদৃশৈঃ? পরম-হংসানাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং মনোরথেনাপি দুর্লভৈরলভ্যৈঃ, অনেন মুক্তেভ্যোঽপি তেষাং মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। ভক্তেভ্যোঽপ্যাহ—হে কমলাপতেঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য প্রণয়ভক্ত-জনৈঃ পরমযাচ্যায়া অত্যন্তপ্রার্থনীয়ায়া এব, ন তু প্রাপ্তায়া তদীয়দয়ায়া আলয়া বিষয়াঃ॥

২৬। ইমং জনং মাম্। অত্যন্তবৈয়গ্র্যেণ বীপ্সা বত খেদে ; অস্য বিষয়স্য দেশস্য নৃপো রাজা কঃ কতমঃ, অমুষ্য নৃপস্য গৃহং কুতঃ কস্মিন্ স্থানে অস্য গৃহস্য বর্ত্ম কিং কতমচ্চেতি কথয়ত॥

২৭। তথাপ্যসম্ভাষমাণাংস্তানাহ—ভো ভো ইতি। বীপ্সা চ বাধির্যাশঙ্কয়াত্যুচ্চৈঃ শব্দার্থম্। তচ্চৈষাং ন সম্ভবত্যেবেতি মত্বা পুনঃ স্তুত্যা সম্বোধয়তি—হে ধন্যা মহাভাগ্যবন্তঃ! অত্র যুষ্মৎসমীপ এব স্থিতমিমং মাম্। হে সুব্রতাঃ পরমনিয়মরতাঃ। অয়মর্থঃ—যদি বা গৃহীতমৌনব্রতা ভবথ, তর্হি হস্তসংজ্ঞাদিনা কিঞ্চিদুত্তরং দত্তেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। তাদৃশ—তাঁহাদের ভাবসদৃশ ব্যাকুলতাদি। 'ইব' পদে সমগ্র ধৈর্যধারণ সূচিত হইতেছে, অন্যথা সর্বতত্ত্ব জানিয়াও তাঁহাদিগকে তাদৃশ প্রশ্নাদির উৎপত্তি হয় না।

২৫। তথায় তাঁহাদের প্রতি ব্যাকুলত্বাদি ভাব প্রকাশন কিছুতেই সম্ভবপর নয়—এই অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে পরমহর্ষরাশি সমূহ দ্বারা পরিসেবিতাগণ! তাহা কি প্রকার? পরমহংস সকলের মনোরথেরও দুর্লভ (অলভ্য)। এতদ্বারা মুক্তগণ হইতেও তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল। আর ভক্ত সকলেরও প্রার্থনীয়। অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কমলাপতিরও প্রণয়-ভক্তজনসকলের অত্যন্ত প্রার্থনীয় (পরন্তু প্রাপ্তব্য নয়) হে দয়ার আস্পদগণ! অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও তদীয় দয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

২৬। পরম দীন এই শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়া কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। (অত্যন্ত ব্যগ্রতা বশতঃ 'পশ্যত' 'পশ্যত' দুইবার বলিয়াছেন।) আপনারা প্রকাশ করিয়া বলুন, এই দেশের রাজা কে? সেই রাজার গৃহই বা কোন্ স্থানে? আর কোন্ পথেই বা তাঁর গৃহে গমন করিব?

২৭। তথাপি তাঁহারা কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, এজন্য তাঁহাদের বধিরতা আশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'ভো ভো!' (এস্থলে বীপ্সায় দুইবার সম্বোধন করিলেন।) পরক্ষণেই তাঁহাদের বধিরতা অসম্ভব মনে করিয়া পুনর্বার স্তুতিপূর্বক সম্বোধন করিলেন, হে ধন্যা মহাভাগ্যবতীগণ! আপনাদের সমীপে আগত এই শরণাগতের প্রতি কৃপা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করুন! হে সুব্রতাগণ! (পরম নিয়মরতাগণ!) তাৎপর্য এই যে, যদিও আপনারা মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি হস্ত চালনাদিরূপ সঙ্কেত দ্বারাও কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

২৮। **অহো বত মহার্তস্য শৃণুতাপি বচাংসি মে।**
নূনং তস্যৈব ধূর্তস্য যূয়ং ভাবেন মোহিতাঃ॥

মূলানুবাদ

২৮। অহো! আমি বুঝিয়াছি, আমার মহা আর্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন আপনারাও নিশ্চয়ই সেই ধূর্তের ভাবে বিমোহিতা হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। তথাপি দৃষ্টিমপ্যকুর্বতঃ প্রত্যাহ—অহো বতেতি অত্যন্তখেদে, নূনমিতি বিতর্কে। তস্য সুপ্রসিদ্ধস্য ; যদ্বা, বৃন্দাবনে তত্র যেনাহং বঞ্চিতস্তস্য। এব-কারেণা-সাধারণতাং দ্যোতয়তি, অন্যেন তাদৃশমোহনস্যাসম্ভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। তথাপি তাঁহারা দৃষ্টিপাতও করিলেন না, এজন্য অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতেছেন, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন ; আমি মহা আর্ত। অহো! বুঝিয়াছি, আপনারাও বোধ হয়, সেই সুপ্রসিদ্ধ ধূর্তের ভাবে মোহিত হইয়াছেন। অথবা এই বৃন্দাবনে আমি যাহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি, (এব-কারে 'সাধারণতঃ' সূচিত হইতেছে।) অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলেই তাঁহার দ্বারা মোহিত হইয়া থাকেন, অন্যের দ্বারা তাদৃশ মোহন অসম্ভব।

২৯। ইত্থং মুহুঃ সকাতর্যং সম্পৃচ্ছংস্তানিতস্ততঃ।
দৃশ্যমানান্ পুরো ভূত্বা ব্রজস্থানান্যবাপ্নুবম্॥

৩০। পরিতশ্চালয়ংশ্চক্ষুঃ পুরীমেকাং বিদূরতঃ।
অদ্রাক্ষং মাধুরীসার-পরীপাকেণ সেবিতাম্॥

মূলানুবাদ

২৯। এই প্রকার যেখানে যাঁহাকে দেখি, তাঁহাকেই কাতরস্বরে বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রবর্তী হইলে ব্রজস্থান প্রাপ্ত হইলাম।

৩০। ইতস্ততঃ চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে অদূরে এক পুরী দর্শন করিলাম। এই পুরী সর্বপ্রকার মাধুরী-সারের পরিপাক দ্বারা সেবিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯। ইতস্ততঃ স্থানে স্থানে দৃশ্যমানান্ সতস্তান্ তত্রত্যজনান্ কাতর্যেণ দৈন্যবিশেষেণ সহিতং যথা স্যাত্তথা মুহুঃ সম্যক্ পৃচ্ছন্ সন্, পুরগমনক্রমেণাগ্রে ভূত্বা, ব্রজঃ গবামাবাসস্তস্য স্থানানি প্রাপ্তোঽহম্॥

৩০। মাধুরীণাং সারঃ পরমোৎকৃষ্টাংশঃ, তস্য পরীপাকেন অত্যন্তনিষ্ঠয়া সেবিতাম্ সদাশ্রিতাম্। অনেন শ্রীবৈকুণ্ঠাদিপুরীতোঽপ্যুৎকর্ষভরো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যাঁহাকে দর্শন করি, তাঁহাকে কাতরতার সহিত সবিনয়ে বারম্বার জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কাহারও নিকট কোন উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। এই প্রকারে ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হইয়া গাভী সকলের বিশ্রাম স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

৩০। এই প্রকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অদূরে এক আশ্চর্য পুরী নিরীক্ষণ করিলাম, সেই পুরী মাধুর্যসারেরও পরিপাকময়। অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট অংশসমূহ দ্বারা সদা পরিসেবিত হইতেছেন। এতদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদি পুরী হইতেও অধিক উৎকর্ষভর প্রদর্শিত হইল।

৩১। তৎপার্শ্বে চাভিতোঽশ্রৌষং গোপীনাং গীতমদ্ভুতম্।
দধ্নাং মথনঘোষাঢ্যং কান্তং ভূষণ-সিঞ্জিতৈঃ॥

৩২। প্রহর্ষাকুলমাত্মানং বিষ্টভ্য পুরতো ব্রজন্।
প্রাপ্নুবং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সবৈয়গ্র্যং নিরন্তরম্॥

৩৩। কীর্তয়ন্তং রুদন্তম্ স্তঞ্চ নিবিষ্টং বৃদ্ধমেকলম্।
তস্মাৎ প্রযত্নচাতুর্যৈরশ্রৌষং গদ্‌গদাক্ষরাৎ॥

৩৪। গোপরাজস্য নন্দস্য তচ্ছ্রীকৃষ্ণ-পিতুঃ পুরম্।
তচ্ছব্দ-শ্রুতিমাত্রেণ ব্যমুহ্যং হর্ষ-বেগতঃ॥

৩৫। ক্ষণাত্তেনৈব বৃদ্ধেন চেতিতোঽহং দয়ালুনা।
ধাবন্নগ্রেঽভিসৃত্যাস্যা ন্যষীদং গোপুরে পুরঃ॥

মূলানুবাদ

৩১। সেই পুরীর চতুঃপার্শ্বে গোপীদিগের দধিমন্থনের ঘর্ঘর শব্দ এবং তাঁহাদের মনোহর ভূষণ-সিঞ্জনের সহিত অদ্ভুত গীত শ্রবণ করিলাম।

৩২-৩৩। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীর হইলাম, পরে যত্নপূর্বক ধৈর্য ধারণ করিয়া অগ্রে গমন করিলে এক বৃদ্ধাকে দর্শন করিলাম। তিনি ব্যাকুল হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নিরন্তর রোদনের সহিত কীর্তন করিতেছেন ও নিবিষ্টভাবে একাকী অবস্থান করিতেছেন। আমি প্রযত্নপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন।

৩৪। তিনি বলিলেন, ''ইহা শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপরাজ নন্দের পুরী''—এই শব্দ শ্রবণমাত্র হর্ষবেগে বিমুগ্ধ হইলাম।

৩৫। ক্ষণকাল পরে সেই দয়ালু বৃদ্ধা-কর্তৃক চেতন প্রাপ্ত হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হওত সেই গোপুরে (শ্রীনন্দের পুরদ্বারে) উপবিষ্ট হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১। তস্যাঃ পুর্যাঃ পার্শ্বে নিকটে, অভিতঃ সর্বাদিক্ষু, অদ্ভুতং পূর্বং কুত্রাপ্যননু-ভূতং, ভূষণানাং বলয়াদীনাং সিঞ্জিতৈঃ শব্দৈঃ কান্তং মনোহরম্॥

৩২-৩৩। বিষ্টভ্য স্থিরীকৃত্য নিবিষ্টমুপবিষ্টমেকং বৃদ্ধং প্রাপ্নুবমিত্যন্বয়ঃ।

কীদৃশম্? বৈয়গ্র্যেণ পরমাকুলতয়া সহিতং যথা স্যাত্তথা, নিরন্তরমনবচ্ছেদেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যক্ষরং কীর্তয়ন্তম্, অতো রুদন্তম্। তস্মাদ্ বৃদ্ধাৎ, রোদনেনৈব গদ্‌গদানি অক্ষরাণি বাগ্‌বর্ণা যস্য তস্মাৎ॥

৩৪। কিন্তদাহ—গোপেতি। তৎ পুরং শ্রীকৃষ্ণপিতুর্নন্দস্যেতি। গোপরাজস্যেতি স এব তদ্দেশস্য রাজেতিধ্বনিতম্। তস্য শব্দস্য শ্রবণমাত্রেণৈব॥

৩৫। চেতিতঃ সংজ্ঞাং প্রাপিতঃ সন্ অস্যা গোপরাজ-সম্বন্ধিন্যাঃ পুরঃ পুর্যাঃ, গোপুরে বহির্দ্বারে, ন্যষীদমুপবিষ্টোঽহম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। সেই পুরীর পার্শ্বে—নিকটে, অভিত—চতুর্দিকে, অপূর্ব—যাহা পূর্বে কুত্রাপি অনুভূত হয় নাই, তাদৃশ গোপীদিগের ভূষণসিঞ্জন (বলয়াদির ধ্বনি) সহিত দধিমন্থনের মনোহর শব্দ এবং অদ্ভুত গীতধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

৩২-৩৩। বিষ্টভ্য অর্থাৎ সেই দধিমন্থন-ধ্বনির সহিত গোপীদিগের গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীর হইলাম, কিন্তু যত্নপূর্বক সেই আনন্দবেগ স্থিরীকৃত (সম্বরণ) করিয়া অগ্রে গমন করিতেই এক বৃদ্ধার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। সেই বৃদ্ধা নিবিষ্টচিত্ত হইয়া একাকী অবস্থান করিতেছেন এবং পরম আকুলভাবে নিরন্তর (অবিচ্ছেদে) 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই নাম কীর্তনের সহিত রোদন করিতেছেন। আমি সেই বৃদ্ধার নিকট হইতে তাদৃশ রোদনের সহিত গদ্‌গদাক্ষর অর্থাৎ বাগ্‌বর্ণা কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলাম এবং প্রযত্ন সহকারে (চতুরতা পূর্বক) কিছু প্রশ্ন করিলাম, তখন সেই বৃদ্ধা গদগদস্বরে বলিলেন—

৩৪। এই পুরী গোপরাজ শ্রীনন্দের এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের পিতা। 'গোপরাজ' এই বাক্যে তিনি তদ্দেশের রাজা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব এই শব্দ শ্রবণমাত্র হর্ষবেগে মূর্ছিত হইলাম।

৩৫। ক্ষণকাল পরে সেই দয়ালু বৃদ্ধা-কর্তৃক চেতন প্রাপ্ত হইয়া গোপরাজ-সম্বন্ধিনী সেই পুরী অভিমুখে ধাবিত হইলাম এবং সেই পুরীর বহির্দ্বারে উপবিষ্ট হইলাম।

৩৬। অদৃষ্টমশ্রুতং চান্যৈরসম্ভাব্যং ব্যলোকয়ম্।
বহুপ্রকারমাশ্চর্য্যং লক্ষশস্তত্র কোটিশঃ॥

৩৭। নিশ্চেতুং নাশকং কিন্তে. পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কিংবা দুঃখভরগ্রস্তা জনাঃ সর্বে দ্বিজোত্তম॥

মূলানুবাদ

৩৬। তথায় অদৃষ্ট অশ্রুত লক্ষ লক্ষ বার বহুপ্রকার আশ্চর্য অবলোকন করিলাম ; সেই সকল অত্যাশ্চর্য বিষয় অনুভবীজন ব্যতীত অন্যের অগোচর।

৩৭। হে দ্বিজোত্তম! সেই পুরবাসিগণ পরমানন্দপূর্ণ অথবা দুঃখভর-গ্রস্ত, ইহা আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬। তত্র পুর্যাং শ্রীগোলোকে বা অদৃষ্টঞ্চাশ্রুতঞ্চাশ্চর্যঞ্চ ব্যলোকয়ং সাক্ষাদন্ব-ভবম্। ননু কীদৃশং তদিতি বিশিষ্য কথয়েতি চেত্তত্রাহ—অন্যৈস্তদনুভবি-ব্যতিরিক্তৈ-র্জনৈরসম্ভাব্যম্, পরমদুর্বিতর্ক্যত্বাৎ। অতো বিশেষেণ বক্তুং ন যুজ্যত ইতি ভাবং॥

৩৭। তথাপি তৎস্নেহভরেণ তৎ কিঞ্চিদ বিবৃত্য কথয়ামীত্যাহ—নিশ্চেতুমিতি চতুর্ভিঃ। তে তত্রত্যাঃ সর্বে জনাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। সেই শ্রীগোলোকস্থ পুরীতে যে সকল আশ্চর্য অবলোকন করিলাম, তাহা পূর্বে কুত্রাপি দর্শন করি নাই, বা কখনও শ্রবণ করি নাই। এই প্রকার আশ্চর্য সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম। যদি বল, তাহা কি প্রকার? তাহার বিশেষ বর্ণন করা যায় না, আর যদি বা কিছু বলা যায়, অনুভবীজন ব্যতিরিক্ত অন্যজনের পক্ষে তাহা ধারণাও অসম্ভব। যেহেতু, পরম দুর্বিতর্ক্য, অতএব বিশেষ বলিতে কেহই সমর্থ নহেন।

৩৭। হে ব্রহ্মণ্! তথাপি তোমার স্নেহবশে তৎবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি, তাহাই 'নিশ্চেতুং' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তে—তত্রত্য সর্বজন।

৩৮। গোপিকানাঞ্চ যদ্‌গীতং শ্রূয়তে রোদনান্বিতম্।
তত্তোষস্য শুচো বান্ত্যকাষ্ঠয়েতি ন বুদ্ধ্যতে॥

৩৯। পদং তৎ পশ্যতা মর্ত্যলোকেঽস্মীত্যেব মন্যতে।
যদা তু পূর্বপূর্বানুসন্ধানং ক্রিয়তে বহু॥

মূলানুবাদ

৩৮। গোপিকাদিগের রোদনসংযুক্ত যে গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই গীত আনন্দ-পরাকাষ্ঠা অথবা শোক-পরাকাষ্ঠা, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

৩৯। সেই গোলোকাখ্যপদ অবলোকন করিয়া মনে করিতাম যে, আমি মর্ত্যলোকেই অবস্থান করিতেছি ; কিন্তু যখন পূর্বপর অনুসন্ধান করিতাম—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৮। তদ্‌গীতম্, তোষস্য আনন্দস্য অন্ত্যকাষ্ঠয়া পরময়ীময়া ভবেৎ ; কিংবা শুচঃ শোকস্যান্ত্যকাষ্ঠয়া ইতি ন বুধ্যতে ন নিশ্চেতুং শক্যতে, পরমপ্রেমবিশেষ পরীপাক-স্বভাবজত্বাৎ॥

৩৯। তৎ শ্রীগোলোকাখ্যং পদং স্থানং পশ্যতা সত্য, মর্ত্যলোক এবাহং বর্ত ইতি মন্যতে ময়া, মর্ত্যলোকীয়-শ্রীমথুরামণ্ডলেন সহাভেদাৎ। পূর্বপূর্বস্য ঊর্ধ্বগত্যা প্রথমং বৈকুণ্ঠলোকমাগতঃ, ততশ্চাযোধ্যাদিকমতিক্রম্যাত্রাগতোঽস্মীত্যাদেঃ পূর্ব-পূর্বানুভূতস্য অনুসন্ধানং বিচারণং, বহু বহুলং, ক্রিয়াবিশেষণং বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। তদ্‌গীতম্—গোপিকাদিগের রোদনসংযুক্ত গীত। বলিতে পারি না, সেই গীত সন্তোষজনিত আনন্দের অন্ত্যসীমায় অবস্থিত কিংবা শোকের অন্ত্যকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। অর্থাৎ আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ ইহা প্রেমবিশেষ-পরিপাক স্বভাবজ বলিয়া কিছুই নিশ্চয় করা যায় না।

৩৯। সেই শ্রীগোলোকাখ্যপদ অবলোকন করিয়া এইরূপই মনে করিতাম যে, আমি মর্ত্যলোকেই অবস্থান করিতেছি। কারণ, গোলোক মর্ত্যলোকেই অবস্থান করিতেছি। কারণ, গোলোক মর্ত্যলোকীয় শ্রীমাথুরমণ্ডল সহ অভেদ। তবে সে সময়ে পূর্ব পূর্ব অনুভূত লোক সকলের অনুসন্ধান করিতাম। অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতি ক্রমে আমি প্রথমতঃ বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করিয়াছি। তদনন্তর অযোধ্যাদি অতিক্রম করিয়া এইস্থানে আসিয়াছি।

৪০। তদাখিলানাং লোকানামলোকানামুপর্যপি।
তথা লোকাতিলোকানাং বর্তেয়েত্যবগম্যতে॥

৪১। অথ তত্রাগতামেকাং বৃদ্ধাং নত্বাতিকাকুভিঃ।
অপৃচ্ছং বিহরত্যদ্য ক্বাসৌ শ্রীনন্দনন্দনঃ॥

শ্রীবৃদ্ধোবাচ—

৪২। প্রাতর্বিহর্তুং গহনং প্রবিষ্টো, গোভির্বয়স্যৈশ্চ মহাগ্রজেন।
প্রাণপ্রদাতা ব্রজবাসিনাং নঃ, সায়ং সমায়াস্যতি সোঽধুনৈব॥

৪৩। তিষ্ঠন্তি যস্মিন্ ব্রজবাসিনো জনা, ন্যস্তেক্ষণা বর্ত্মনি যামুনেঽখিলাঃ।
এতে নগা যস্য তদীক্ষণোন্মুখাঃ, সন্ত্যুচ্ছ্রয়ৈরেষ্যতি নম্বনেন সঃ॥

মূলানুবাদ

৪০। তখনই অনুভব করিতাম যে, আমি লোকালোক ও লোকাতীত বৈকুণ্ঠাদিরও উপরে অবস্থিত গোলোকে বর্তমান আছি।

৪১। অনন্তর তথায় সমাগতা এক বৃদ্ধাকে প্রণামপূর্বক অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই শ্রীনন্দনন্দন অদ্য কোথায় বিহার করিতেছেন?

৪২। শ্রীবৃদ্ধা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে গো, বয়স্য ও অগ্রজের সহিত বিহার করিবার জন্য বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই মাদৃশ ব্রজবাসীগণের প্রাণদাতা, এখনই (সায়ংকালে) প্রত্যাবর্তন করিবেন।

৪৩। যে যমুনাতীর পথে সমস্ত ব্রজবাসী দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, এমন কি, বৃক্ষসকলও স্ব স্ব পত্রসকল উন্নমিত করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। লোকানাং চতুর্দশভুবনানাম্, অলোকানাং তদ্‌বাহ্যানামাবরণাদীনাম্, লোকাশ্চ তে তত্তৎসাদৃশ্যাৎ, অতিলোকাশ্চ লোকাতীতাঃ, তত্ত্ববিচারাত্তেষাং বৈকুণ্ঠাদীনামুপর্যপি বর্তেয় বর্তমানোঽস্মীতি অবগম্যতে বুধ্যতে ময়া॥

৪১। তত্র গোপুরে, অসৌ যুষ্মন্মনোহরঃ ক্ব কস্মিন্ স্থানে বিহরতীত্যপৃচ্ছম্॥

৪২। অগ্রজেন শ্রীবলরামেণ সহ স শ্রীনন্দনন্দনঃ সায়ং সন্ধ্যায়াং তত্রাপ্যধুনৈব ; তৎকালপ্রাপ্তেঃ। সম্যক্ কুশলেন, প্রত্যেকং সর্বেষামপি সন্তোষকারিতয়া বা

আয়াস্যতি ; যতো নোঽস্মাকং ব্রজবাসিনাং প্রাণদাতা, অন্যথা অস্মাকং মরণ-দুঃখাপত্তেঃ॥

৪৩। এবং তদাগমনবার্তাজাতোল্লাসেন বর্ত্মাপি কথয়তি—তিষ্ঠন্তীতি। যামুনে যমুনাতীরসম্বন্ধিনি যস্মিন্ বর্ত্মনি ন্যস্তানি ঈক্ষণানি নেত্রাণি যৈস্তথাভূতাঃ সন্তঃ, অখিলা এতে ব্রজবর্তিনো জনাস্তিষ্ঠন্তি। যস্য চ বর্ত্মনঃ সম্বন্ধিনঃ এতেঽভিমুখে বর্তমানাঃ নগাঃ বৃক্ষাঃ উচ্ছ্রৈরুন্নমিতৈশ্ছদৈঃ পত্রৈর্লক্ষণৈঃ, তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য ঈক্ষণে অবলোকনে উন্মুখাঃ সন্তি। ননু বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। অনেন বর্ত্মনা সঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ এষ্যতি আয়াস্যতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। সেই সময় তত্ত্ববিচার দ্বারা স্থির করিতাম যে, আমি অখিললোক (চতুর্দশ ভুবন) অলোক (তদ্ বাহ্য অষ্ট আবরণাদি) এবং অতিলোক (লোকাতীত) বৈকুণ্ঠাদিরও উপরি বর্তমান শ্রীগোলোকে অবস্থান করিতেছি।

৪১। সেই পুরদ্বারে সমাগত কোন এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের মনহরণকারী সেই শ্রীনন্দনন্দন অদ্য কোন্‌স্থানে বিহার করিতেছেন?

৪২। অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত শ্রীনন্দনের এখনই সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তন করিবেন। অর্থাৎ সম্যক্ কুশলের সহিত প্রত্যেক ব্রজবাসীর সন্তোষ সাধন করিতে করিতে এখনই উপস্থিত হইবেন। যেহেতু, তিনি মাদৃশ ব্রজবাসিবৃন্দের প্রাণদাতা, অন্যথা আমাদের মরণ সদৃশ দুঃখের উৎপত্তি হইবে।

৪৩। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তাজাত উল্লাসভরে তাঁহার আগমন পথের বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাই 'তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যমুনাতীর সম্বন্ধি সেই পথের প্রতি অখিল ব্রজবাসী দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। ('অখিলা' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকলেই তথায় অবস্থায় করিতেছেন।) এমন কি তত্রত্য বৃক্ষসকলও স্ব স্ব পত্রসকল তদভিমুখে উন্নমিত করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এইরূপে সকলেই সেই শ্রীনন্দনন্দনের অবলোকনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। (ননু-শব্দ বিতর্কে বা নিশ্চয়ে) অতএব নিশ্চয়ই সেই পথে শ্রীনন্দনন্দন এখনই প্রত্যাবর্তন করিবেন।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৪৪। **পরমামৃত-ধারাভিরভিষিক্ত ইবাভবম্।**
তয়া তং দর্শিতং-মার্গমেকদৃষ্ট্যা ব্যলোকয়ন্॥

৪৫। **পরমানন্দ-ভারেণ স্তম্ভিতোরুঃ কথঞ্চন।**
যত্নেনাগ্রে ভবন্ দূরেঽশৃণবং কমপি ধ্বনিম্॥

৪৬। **গবাং হাম্বারাবৈঃ সুললিততরং মোহমুরলী-**
কলং লীলাগীত-স্বরমধুররাগেণ কলিতম্।
জগদ্বৈলক্ষণ্যাচিতবিবিধ-ভঙ্গীবিলসিতং,
ব্রজস্থানাং তেষাং সপদি পরমাকর্ষবলিতম্॥

মূলানুবাদ

৪৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! আমি সেই কথা শুনিয়া পরমামৃত-ধারায় অভিষিক্ত হইলাম এবং বৃদ্ধা-প্রদর্শিত পথের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

৪৫। ঐ সময় পরমানন্দভরে আমার জানুদ্বয় স্তম্ভিত হইল, তথাপি অতি যত্নে কিছুদূরে অগ্রসর হইলে দূরদেশে কোন মধুরধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

৪৬। গো-সকলের হাম্বারবে সুললিততর ও বিবিধ রাগ-রাগিণীযুক্ত স্বর এবং জগদ্বিলক্ষণ মূর্ছনাদিভঙ্গীবিলসিত ব্রজবাসীদিগের পরমাকর্ষণস্বরূপ সেই মোহন-মুরলীর অস্ফুট মধুরধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪। তয়া বৃদ্ধয়া, তং শ্রীনন্দনন্দনাগমনসম্বন্ধিনম্ একয়া একাগ্রয়া দৃষ্ট্যা অবলোকনেন॥

৪৫। স্তম্ভিতৌ জড়ীকৃতৌ উরু যস্য সঃ ; দূরে বর্তমানম্॥

৪৬। ধ্বনিমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গবামিতি। মোহস্য তদ্ধেতোর্মূরল্যাঃ কলং মধুরা-স্ফুটশব্দমশৃণবমিতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। লীলয়া গীতানি তেষাং স্বরাঃ ষড়্জাদয়স্তেষু চ মধুরা রাগা মল্লারাদয়স্তৈ, কলিতং যুক্তম্। জগদ্বৈলক্ষণ্যেনাচিতাভির্ব্যাপ্তাভি-বিবিধাভির্ভঙ্গীভির্মূর্চ্ছনাদিভিঃ পরিপাটীভির্বিলসিতং শোভিতম্। তেষাং গোপী-প্রভৃতি-জনানাং, পরমেণ অত্যন্তেন আকর্ষেণ আকৃষ্ট্যা বলিতং সম্বলিতং, তত্র কৃতবলং বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। তয়া—সেই বৃদ্ধা কর্তৃক, তং—শ্রীনন্দনন্দনের আগমনসম্বন্ধিনী মার্গ, এক দৃষ্টে অবলোকন করিতে লাগিলাম।

৪৫। পরমানন্দভরে আমার উরু স্তম্ভিত (জড়ীকৃত) হইল। দূরে—দূরদেশে বর্তমান কোন ধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

৪৬। সেই ধ্বনি কি প্রকারে অভিব্যঞ্জিত হইতেছে, তাহাই 'গবাং' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। গো-সকলের হাম্বা হাম্বারবে সুললিততর সেই মোহজনক মোহন মুরলীর কল কল মধুর অস্ফূট ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সেই ধ্বনি লীলাগীতের ষড়জাদিস্বর ও মল্লরাদি মধুর রাগসংযুক্ত। জগদ্বিলক্ষণ বিবিধ মূর্ছনাদিভঙ্গি পরিপাটী দ্বারা বিচিত্র বিলাস মাধুরীতে সুশোভিত এবং গোপী প্রভৃতি ব্রজবাসীজনের পরমাকর্ষণ শক্তি সম্বলিত।

৪৭। যস্মাৎ সস্রুস্তরুবিততিতো দীর্ঘধারা রসানাং,
ঘোষস্থানামপি তনুভৃতাং নেত্রতোঽশ্রু-প্রবাহাঃ।
তন্মাতৃণামপি বিবয়সাং ক্ষীরপূরাঃ স্তনেভ্যঃ,
কালিন্দ্যাশ্চ প্রচলপয়সাং তে ন্যবর্ত্তন্ত বেগাঃ॥

মূলানুবাদ

৪৭। সেই মুরলীধ্বনি-প্রভাবে তরুসকল হইতে রসের দীর্ঘধারা নিঃসৃত হইতেছিল, ঘোষপল্লীবাসী প্রত্যেকের চক্ষু হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ-মাতৃবর্গের এমন কি বৃদ্ধা ধাত্রী প্রভৃতিরও স্তন হইতে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতেছিল। আর যমুনাস্রোতের স্বাভাবিক গতিও বিপরীতগামী ও স্তব্ধ হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭। যস্মাদ্ধনের্মুরলীকলাদ্বা, তরূণাং বিততিতঃ শ্রেণ্যাঃ, রসানাং দীর্ঘা ধারাঃ সস্রুঃ। ঘোষঃ গোপনিবাসস্থানং, তস্মিন্ স্থিতানামিতি তত্র তদ্দৃষ্ট্যভিপ্রায়েণ বস্তুতস্তু বনস্থাদীনামপি। তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য ; মাতৃণাং বহুত্বঞ্চ মাতৃস্বসৃ-ধাত্র্যাদ্যপেক্ষয়া, যদ্বা, ব্রহ্মকৃতবালকবর্গ-হরণসময়ে পীতস্তন্যান্যাং গোপীনামপেক্ষয়া ; বিবয়সাং বৃদ্ধানামপি। তে খরতরা দুর্নিরোধাঃ ন্যবর্তন্ত, স্তব্ধতাং প্রতিকূলতাং বা প্রাপুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। যে ধ্বনি-প্রভাবে বা মুরলীর কলনাদে তরুশ্রেণী হইতে রসের দীর্ঘ ধারা নিঃসৃত হইতেছিল ; ঘোষ (গোপনিবাসস্থান) অর্থাৎ আভীর পল্লীবাসী সকলের ও বনস্থ শরীরী সকলের নেত্র হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল। আর শ্রীনন্দনন্দনের মাতৃসকলের অর্থাৎ মাতা, মাতৃস্বসৃ (মাসী) ও ধাত্রী প্রভৃতি। অথবা ব্রহ্মা-কৃত বালকবর্গ হরণ সময়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বালক হইয়া যাঁহাদের স্তন্য পান করিয়াছিলেন, (এই অপেক্ষায় মাতৃগণের বহুত্ব উক্ত হইয়াছে) সেই সকল মাতৃগণের, এমন কি বৃদ্ধা ধাত্রী সকলেরও স্তন হইতে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতেছিল ; অধিক কি বলিব, যমুনার দুর্নিবার খরতর স্রোতও স্তব্ধ হইয়া প্রতিকূলবাহী হইয়াছিল।

৪৮। **ন জানে সা বংশ্যুদ্‌গিরতি গরলং বামৃতরসম্,**
ন জানে তন্নাদোঽপ্যশনিপরুষো বাম্বুমৃদুলঃ।
ন জানে চাত্যুষ্ণো জ্জ্বলিতদহনাদ্বেন্দুশিশিরো,
যতো জাতোন্মাদা মুমুহুরখিলাস্তে ব্রজজনাঃ॥

মূলানুবাদ

৪৮। আমি জানি না, সেই বংশী গরল উদ্গীরণ করিতেছে, কি অমৃত বর্ষণ করিতেছে ; অথবা সেই বংশীনাদ অশনি-সম কঠিন কি জলবৎ কোমল অথবা জ্বলিতাগ্নি হইতে অতি উষ্ণ কিংবা সুধাংশু হইতেও শীতল। কারণ, সেই বংশীনাদ শ্রবণমাত্র অখিল ব্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৮। ননু মুরলীকলোঽসৌ তত্ত্বতঃ কীদৃশঃ? ইত্যত্রাহ—নেতি। উদ্গিরতি বমতি, তন্নাদেন পরমমোহপ্রাপ্তেঃ। তস্য বংশ্যা নাদঃ অশনের্বজ্রাদপি পরুষঃ কঠিনঃ, অম্বুনো জলাদপি মৃদুলো বেত্যপি ন জানে। জ্বলিতাদ্দহনাদগ্নেরপত্যুষ্ণঃ, ইন্দোশ্চন্দ্রাদপি শিশিরঃ শীতলো বেতি ন জানে, যতো বংশ্যাস্তন্নাদতো বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। যদি বল, সেই মুরলী-কলধ্বনি তত্ত্বতঃ কীদৃশ? তাহাতেই বলিতেছেন, 'ন জানে' ইত্যাদি। আমি বলিতে পারি না যে, সেই মুরলী গরল উদ্গীরণ করিতেছে, কি অমৃতরস উদ্গীরণ করিতেছে ; সেই বংশীনাদ বজ্র হইতেও কঠিন, অথবা জল হইতেও কোমল। জানি না, সেই বংশীধ্বনি জ্বলিতাগ্নি হইতে অতি উষ্ণ, অথবা সুধাকর চন্দ্রকিরণ হইতেও সুশীতল। যেহেতু, সেই বংশীনাদ শ্রবণ করিবামাত্র অখিল ব্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

৪৯। অথানুপশ্যামি গৃহাদ্বিনিঃসৃতা-
স্তদীয়নীরাজনবস্তুপাণয়ঃ।
প্রযান্তি কাশ্চিদ্ব্রজযোষিতোঽপরাঃ,
শিরোঽর্পিতালঙ্করণোপতোগ্যকাঃ॥

মূলানুবাদ

৪৯। অনন্তর দেখিলাম, গৃহ-বিনিঃসৃত কতিপয় ব্রজযোষিৎ তদীয় নীরাজন বস্তু হস্তে লইয়া গমন করিতেছেন। অপর কতকগুলি নিজ নিজ শিরোপরি অলঙ্কার ও উপভোগ সামগ্রী লইয়া গমন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। অথ ক্ষণানন্তরম্ ; দৃষ্টমেবাহ—গৃহাদি বিনিঃসৃতাঃ সত্যো ব্রজযোষিতো গোপ্যঃ প্রযান্তি। তাসু চ কাশ্চিৎ তদীয়স্য শ্রীনন্দনন্দনসম্বন্ধিনো নীরাজনস্য নির্মঞ্ছনকর্মণঃ বস্তূনি দীপপুষ্প-সর্ষপাদীনি পাণিষু যাসাং তাঃ! অপরাশ্চ শিরঃসু অর্পিতানি ন্যস্তানি অলঙ্করণানি মাল্যানুর্লেপনাদীনি উপভোগ্যানি চ নবনীত-শিখরিণ্যাদীনি যাভিস্তাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। অনন্তর দেখিলাম, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কতিপয় ব্রজযোষিৎ তদভিমুখে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীনন্দনন্দনের নীরাজনার্থ নির্মঞ্ছন বস্তু দীপ-পুষ্প-সর্ষপাদি হস্তে গ্রহণপূর্বক গমন করিতেছেন। অপর কেহ নিজ শিরোপরি অলঙ্কারাদি স্থাপন করিয়া গমন করিতেছেন, কেহ বা মাল্য অনুলেপনাদি উপভোগ সামগ্রী, কেহ বা নবনীত শিখরিণী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী লইয়া গমন করিতেছেন।

৫০। কিঞ্চিচ্চ কাশ্চিত্ত্বনপেক্ষমাণাঃ, সম্ভ্রান্তিবিঘ্নাকলিতাঃ স্খলন্ত্যঃ।
ধাবন্তি তস্যাং দিশি যত্র ধেনু-হাম্বারবা বেণু-নিনাদমিশ্রাঃ॥

৫১। কাশ্চিদ্বিপর্যগ্‌ধৃতভূষণা যযুঃ, কাশ্চিচ্চ নীবীকচ-বন্ধনাকুলাঃ।
অন্যা গৃহান্তস্তরুভাবমাশ্রিতাঃ, কাশ্চিচ্চ ভূমৌ ন্যপতন্ বিমোহিতাঃ॥

৫২। মোহং গতাঃ কাশ্চন নীয়মানা, ধৃত্বাশ্রুলালার্দ্রমুখাঃ সখীভিঃ।
যান্তীতরাঃ প্রেম-ভরাকুলাস্তং, পশ্যৈতমিত্যালিভিরুচ্যমানাঃ॥

মূলানুবাদ

৫০। কতকগুলি ব্রজাঙ্গনা সম্ভ্রমাদিরূপ বিঘ্নে আকুলিতা হইলেও কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়াই বেণুনাদমিশ্র ধেনু সকলের হাম্বারব যে দিক হইতে আসিতেছিল, সেই দিকে স্খলিত পদেই ধাবিত হইলেন।

৫১। কোন ব্রজাঙ্গনা বিপর্যয়ভাবে ভূষণাদি ধারণ করিয়াই গমন করিতেছেন। কেহ নীবীবন্ধনে ব্যাপৃত, কেহ কেশবন্ধনে আকুলা হইলেও তৎপ্রতি মনোনিবেশ না করিয়াই গমন করিতেছেন, অন্য কতকগুলি ব্রজাঙ্গনা গৃহমধ্যেই তরুভাব (স্তব্ধভাব) প্রাপ্ত হইলেন, অপর কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

৫২। কোন কোন ব্রজসুন্দরী মোহগ্রস্ত হইলেও অশ্রুলালার্দ্রমুখে সখীগণ কর্তৃক নীয়মানা। অপর প্রেমভরে বিহ্বলা কোন কোন ব্রজসুন্দরীকে সখীগণ দেখাইতেছেন, 'হে সখি! দেখ, ঐ তোমার প্রাণেশ্বর আসিতেছেন।'

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। অপ্যর্থে চকারঃ ; কিঞ্চিদপ্যনপেক্ষমাণাঃ ; যতঃ সম্ভ্রান্তিঃ সম্ভ্রম এব বিঘ্নঃ গমনাদ্যন্তরায়ঃ তেন আকুলিতা গৃহীতাঃ, অতএব স্খলন্ত্যঃ ইতস্ততো নিপতন্ত্যঃ ; যত্র যস্যাং দিশি ধেনূনাং হাম্বারবাঃ সন্তি॥

৫১। বিপর্য্যঞ্চ বিপরীতানি ; যদ্বা, বিপর্যক্ বিপর্যয়ো যথা স্যাত্তথা ধৃতানি ভূষণানি যাভিস্তাঃ, নীবীনাং পরিধান-বস্ত্রগ্রন্থীনাং কচানাঞ্চ মুহুর্মূচ্যমানত্বাৎ বন্ধ-নেনাকুলাঃ, তরুভাবং স্থাবরত্বং গৃহান্তরেব আশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ॥

৫২। মোহং গতাঃ সত্যোঽপি সখীভির্ধৃত্বা নীয়মানাঃ, প্রেমভরেণাকুলা বিহ্বলাঃ ; ত্বং নিজপ্রাণেশ্বরং শ্রীনন্দনন্দনম্ ; আলিভিঃ সখীভিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। কোন কোন ব্রজাঙ্গনা কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়াই ধাবমান হইতেছেন, কিন্তু সম্ভ্রমরূপ বিঘ্ন-সঙ্কুল তাঁহাদের গমনান্তরায় হইতেছে, তথাপি তাঁহারা স্খলিতপদেই কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই ধেনু সকলের হাম্বারব মিশ্রিত মুরলীধ্বনি যে দিক হইতে শ্রবণ করা যাইতেছে, সেইদিকে গমন করিতেছেন।

৫১। কোন ব্রজসুন্দরী বিপরীত, অর্থাৎ বিপর্যয়ভাবে ভূষণ সকল ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। কেহ নীবি অর্থাৎ বস্ত্র পরিধান-গ্রন্থি বন্ধন করিতে করিতে গমন করিতেছেন। কাহারও বা গমন সময়ে কেশপাশ বারম্বার আলুলায়িত হইতেছে, আর সেই কেশবন্ধনে ব্যাকুলা হইয়াই গমন করিতেছেন। অন্য কতিপয় ব্রজসুন্দরী গৃহে অবস্থান করিলেও তরুর ন্যায় স্থাবরভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

৫২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৩। তদীয়নামেহিতগানতৎপরা, বিচিত্রবেশাম্বরকান্তিভূষিতাঃ।
রমাতিসৌভাগ্যমদ-প্রহারিকা, জবেন্ কৃষ্ণা-তটমাশ্রয়ন্ত তাঃ॥

৫৪। ততোঽহমপি কেনাপ্যাকৃষ্যমাণ ইবাগ্রতঃ।
ধাবন্তীভিঃ সমন্তাভির্ধাবন্নভ্যসরং রয়াৎ॥

মূলানুবাদ

৫৩। এই সকল ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের নাম ও চেষ্টাদির বিষয় গান করিতে করিতে দ্রুতগতিতে যমুনাতটে আশ্রয় করিতেছেন। ইঁহারা বিচিত্র বেশ, বস্ত্র ও কান্তি দ্বারা বিভূষিত রমারও সৌভাগ্যমদ খর্ব করিয়াছেন।

৫৪। অনন্তর আমিও দ্রুতগামিনী সেই ব্রজসুন্দরীগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। ঐ সময় আমার প্রতীত হইল যে, আমি যেন কাহারও দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩-৫৪। এবং বর্গশো গৃহান্নির্গতা বিশেষেণ কেনচিদ্ বর্ণয়িত্বা সামান্যেন সর্বা এব তা বর্ণয়তি—তদীয়েতি। তাশ্চ সর্বাঃ কৃষ্ণায়াঃ কালিন্দ্যাস্তটং তীরমাশ্রয়ন্ত, তদ্বর্ত্মনা ভগবদাগমনাৎ। কীদৃশ্যঃ? তদীয়ানাং শ্রীনন্দনন্দনসম্বন্ধিনাং নাম্নামী-হিতানাঞ্চ চরিতানাং গানে তৎপরাঃ পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ, কদাচিৎ কথঞ্চিদপি তদ্রাহিত্যাভাবাৎ। বিচিত্রৈর্বেশৈর্ভূষণৈঃ অম্বরৈঃ কান্তিভিশ্চ ভূষিতাঃ ; রমায়া মহালক্ষ্ম্যাঃ অতিসৌভাগ্যমদস্য অত্যন্তসৌন্দর্যাভিমানস্য প্রহারিকা বিনাশকর্ত্র্যঃ ; তস্যা অপি সকাশাৎ পরম সৌন্দর্যাতিসেবিতা ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩-৫৪। এই প্রকার গৃহনির্গতা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক্ষণে সামান্যরূপে সকল ব্রজসুন্দরীগণেরই গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। যে সকল ব্রজসুন্দরী কালিন্দীতীরে আশ্রয় লইতেছেন, তাঁহারা কীদৃশ? বিচিত্র বেশ বস্ত্র ভূষণ ও কান্তিদ্বারা ভূষিত মহালক্ষ্মীরও অতি সৌভাগ্যজনিত-দর্প খর্বকারিণী অর্থাৎ মহালক্ষ্মীরও অত্যন্ত সৌন্দর্যাভিমানের বিনাশকর্ত্রী বা সেই মহালক্ষ্মী হইতেও পরম সৌন্দর্যাদি দ্বারা পরিসেবিতা। সেই ব্রজাঙ্গনাসকল শ্রীনন্দনন্দনের নাম ও ঈহিত অর্থাৎ তদীয় লীলা-চরিতাদি গানে তৎপরা—পরম

নিষ্ঠাপ্রাপ্তা অর্থাৎ কদাচিৎ কেহ তাঁহার নাম ও লীলাদি গানে বিরত নহেন। অতএব আমিও দ্রুতগামিনী সেই ব্রজসুন্দরীগণের অনুগমন করিলাম।

সারশিক্ষা

৫৩-৫৪। এ বিষয়ে মহাজন-কৃত একটি পদ—

ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণুরব শুনি শুনি, উনমত ব্রজবধূ ধায়।
দিবি উৎপল, সবহু পসারল, পূজয়িতে শ্যামল রায়॥
আরি মাই! কহই না হোয় আনন্দ।
দরশন লাগি, সবহুঁ আঁখি শুখল, ধাই আগরল পন্থা॥ ধ্রু॥
অঙ্গ শিঙ্গার, আধ আধ করু, বিছরল আধহি সাজ।
হরিগত-চিত, ভীত নাহি মানত, তেজল গুরুজন লাজ॥
কিশলয়-বলিত, ললিত মণিকুণ্ডল,-মণ্ডিত গণ্ডহি লোল।
বন ফুল ধাত্ত, বিরাজিত কলেবর, পহিরণ পীত নিচোল॥
নিরখণ কারণ, সবহুঁ গোপীগণ, নিরবধি চিত রোল।
শ্যামদাস পহুঁ, নটবর শেখর, অখিলজন মনচোর॥

৫৫। **অথাপশ্যন্ দূরান্মধুরমুরলী-রাজিতকরো,**
জবান্নিঃসৃত্যাসৌ সখিপশুগণাদ্ধাবনপরঃ।
অয়ে শ্রীদামংস্ত্বৎকুলকমলভাস্বানয়মিতঃ,
সরূপঃ প্রাপ্তো মে সুহৃদিতি বদন্নেতি ললিতম্॥

মূলানুবাদ

৫৫। অনন্তর আমি কিছুদূরে থাকিয়া দেখিলাম, সেই মধুর মুরলীশোভিতকর, সখা ও পশুসমূহের মধ্য হইতে দ্রুত নিঃসৃত হইয়া বলিলেন, "হে শ্রীদামন্! ঐ দেখ, তোমার কুল-কমল-ভাস্করস্বরূপ আমার প্রিয় সুহৃৎ সরূপকে এখানে প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে ললিত গতিতে আগমন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। অথানন্তরং দূরাদপশ্যম্ কিন্তদাহ—মধুর ইত্যাদিনা সিন্ধুরিত্যন্তেন। সখীনাঞ্চ শ্রীদামাদিগোপানাং, পশুনাঞ্চ গবাদীনাং গণাৎ জবেন নিঃসৃত্য ধাবনপরঃ সন্ অসৌ শ্রীনন্দনন্দনঃ ললিতং যথা স্যাত্তথা এতি আগচ্ছতি। কিং কুর্বন্? তৎ কুলমেব কমলং তস্য ভাস্বান্ ভাস্করঃ ত্বদ্‌বংশ্যানাং মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। মম সুহৃৎ পরমবন্ধুঃ সরূপসংজ্ঞোহয়মিতঃ অত্রৈব প্রাপ্তঃ সমাগতো লব্ধো ময়া বেতি বদন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। অনন্তর দূর হইতে দেখিলাম, (কি দেখিলেন, তাহাই 'মধুর' ইত্যাদি বাক্যসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের শ্লোকের 'সিন্ধু' শব্দে সমাপ্ত হইয়াছে) শ্রীদামাদি সখা মণ্ডলী ও গবাদি পশুপাল মধ্য হইতে দ্রুত নিঃসৃত হইয়া সেই মধুর মুরলীধারী শ্রীনন্দনন্দন মনোহর ভঙ্গীর সহিত বলিলেন, হে শ্রীদামন্! ঐ দেখ, তোমার কুল কমল ভাস্কর (তোমার বংশের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ) সরূপ-নামক আমার পরম প্রিয় বন্ধুকে এখানে প্রাপ্ত হইয়াছি। একথা বলিতে বলিতে আগমন করিতেছেন।

৫৬। **আরণ্যবেশো বিচলৎকদম্ব,-মালাবতং সাম্বরবাহ মৌলিঃ।**
সৌরভ্যসংবাসিতদিক্তটান্তো, লীলাস্মিত-শ্রীবিকসন্মুখাব্জঃ॥

মূলানুবাদ

৫৬। হে ব্রহ্মণ্! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বন্যবেশ ধারণ করিয়াছেন। গমনবেগে কণ্ঠলগ্ন কদম্বমালা আন্দোলিত হইতেছে ; গাত্রে পীতবস্ত্র ও মস্তকে ময়ূরপাখা-নির্মিত চূড়া শোভিত হইতেছে ; শ্রীঅঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে এবং মুখকমল-বিকসিত মন্দ-মন্দ হাস্যে লীলাশ্রী দীপ্তি পাইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৬। তমেব বর্ণয়তি—আরণ্যেতি চতুর্ভিঃ, আরণ্যানামিব বেশঃ ছন্দো যস্য সঃ ; যদ্বা, আরণ্যা বেশা ভূষণানি যস্য সঃ। তদেবাহ—বিচলন্তঃ ধারনেন কম্প-মানাঃ কদম্বমালাদয়ো যস্য সঃ ; তত্র অবতংসঃ কর্ণভূষণদ্বয়ম্ অন্তরং পরিধানো-ত্তরীয়বস্ত্রযুগ্মং, বার্হো বর্হনির্মিতো মৌলির্মুকুটম্, সৌরভ্যেণ নিজগাত্রামোদেন সম্যগ্ বাসিতো দিক্তটানামন্তো যেন সঃ ; লীলয়া যৎ স্মিতং তস্য শ্রিয়া শোভয়া বিকসৎ মুখাম্বুজং যস্য সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬। তাহাই চারিটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। হে ব্রহ্মণ্! সেই সময় তাঁহার অরণ্য বিহারের উপযোগী বেশ-ভূষার শোভা এই প্রকার দেখিলাম, গমনকালে কম্পমান কদম্বমালা এবং কর্ণভূষণ মকর কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত হইতেছে। পরিধানে পীতাম্বর ও গাত্রের উত্তরীয় বস্ত্রযুগল ও শিরোপরি ময়ূরপুচ্ছনির্মিত মুকুট শোভিত হইতেছে। নিজ গাত্র সৌরভে দিক্তটান্ত (দশদিক) আমোদিত করিতেছেন। তাঁহার বিকসিত মুখকমলে লীলাময়ী মৃদু মধুরহাস্য-শ্রী দীপ্তি পাইতেছে।

৫৭। কৃপাবলোকোল্লসদীক্ষণাম্বুজো, বিচিত্রসৌন্দর্যভরৈকভূষণঃ।
গোধূলিকালঙ্কৃত-চঞ্চলালক,-শ্রেণ্যাবৃতিব্যগ্রকরাম্বুজাঙ্গুলিঃ॥

৫৮। ধরাতল-শ্রীভর-দানহেতুনা, ভূমিস্পৃশোর্নৃত্যবিলাসগামিনোঃ।
সুজাতয়োঃ শ্রীপদপদ্ময়োর্জবদুচ্চালনোল্লাসভরৈর্মনোহরঃ॥

মূলানুবাদ

৫৭। কৃপাবলোকনে নেত্রকমল উল্লসিত হইতেছে, এইরূপে বিচিত্র সৌন্দর্য-রাশিই তাঁহার মুখ্যতম ভূষণ হইয়াছে। তাঁহার করকমলের অঙ্গুলিদল গোধূলি-অলঙ্কৃত চঞ্চল অলকাশ্রেণী সম্বরণ জন্য ব্যগ্র হইতেছে।

৫৮। পৃথিবীর শোভা সম্পাদন জন্য ভূমিস্পর্শি নৃত্যবিলাসশীল কোমল শ্রীপাদপদ্মযুগল উল্লাসবশতঃ বেগভরে সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৭। কৃপাবলোকেন উল্লসন্তী ঈক্ষণাম্বুজে লোচনকমলে যস্য সঃ ; বিচিত্রাণাং সৌন্দর্যাণাং ভর এব একং মুখ্যম্ অসাধারণং বা ভূষণং যস্য সঃ, গোধূলিকা-ভিরলঙ্কৃতানাং চঞ্চলানামলকানাং শ্রেণ্যা আবৃতৌ সম্বরণে ব্যগ্রা করাম্বুজস্যাঙ্গুলয়ো যস্য সঃ॥

৫৮। শ্রীযুক্তয়োঃ পদপদ্ময়োঃ জবাদ্‌বেগেন উচ্চালনে উচ্চৈঃ সঞ্চালনে উল্লাসভরৈরৌৎসুক্যাতিশয়ৈঃ ; যদ্বা, উচ্চালনেন শোভাতিশয়ৈর্মনো হরতীতি তথা সঃ। কীদৃশোঃ? সুজাতয়োঃ কোমলয়োঃ। কিঞ্চ, ধরাতলস্য ভূমেঃ শ্রীভরঃ শোভাতিশয়স্তস্য দানহেতুনৈব ভূমিং স্পৃশত ইতি তথা তয়োঃ অনেন পরমবেগেন চলনং গতিসৌন্দর্যঞ্চ দর্শিতম্, অতএব নৃত্যবিলাসেন গামিনোঃ গমনশীলয়োঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৮। তাঁহার শ্রীযুক্ত পাদপদ্ম যেন ধরাতলে শোভাতিশয় প্রদানের নিমিত্তই ভূমিস্পর্শ করিতেছেন। অথবা নৃত্যবিলাসগামী কোমল শ্রীপদকমল দ্রুত সঞ্চালনে উল্লাসভরে উচ্ছলিত হইয়া ঔৎসুক্যাতিশয়ে সকলের মন হরণ করিতেছেন। এতদ্বারা গতি-সৌন্দর্য প্রদর্শিত হইল।

৫৯। কৈশোরমাধুর্যভরোল্লসচ্ছ্রীগাত্রাভ্রকীন্ত্যুজ্জ্বলিতাখিলাশঃ।
তত্রত্যনিত্যপ্রিয়লোক-চিত্তগ্রাহ্যাদ্ভুতানেকমহত্ত্বসিন্ধুঃ॥

মূলানুবাদ

৫৯। নিত্যপ্রিয় গোলোকবাসীর চিত্ত-বৃত্তির দ্বারা গ্রহণীয় অদ্ভুত অপার মহত্ত্ব-সিন্ধুস্বরূপ তাঁহার কৈশোর মাধুর্যরাশি এবং দেদীপ্য নব মেঘের ন্যায় শ্যামল কান্তি দ্বারা দশদিক উজ্জ্বলিত করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৯। কৈশোরেণ যো মাধুর্যভরস্তেন উল্লসন্তী প্রস্ফুটন্তী শ্রীঃ শোভা যস্য গাত্রস্য, যদ্বা, উল্লসত উচ্চৈঃ শোভমানস্য গাত্রস্য শ্রীযুক্তমূর্তেঃ শ্রীমদবয়ববর্গস্য বা, অভ্রস্য নবীননীরদস্যেব কান্ত্যা উজ্জ্বলিতা বিদ্যোতিতা অখিলা আশা দিশো যেন সঃ। এবং তন্মাধুর্যাদিকং সামান্যেনোক্তম্, বিশেষতশ্চ সমগহং বর্ণয়িতুং নার্হামীত্য-ভিপ্রায়েণাহ—তত্রত্যেতি। তত্রত্যানাং শ্রীগোলোকীয়ানাং নিত্যপ্রিয়াণাং নিত্যাশ্চ তে প্রিয়াশ্চ ভগবদ্বল্লভাস্তেষাম্, যদ্বা, নিত্যমেব তৎপ্রিয়াণাং লোকানাং চিত্তেনৈব গ্রাহ্যাণাং গ্রহীতুং শক্যানাম্ অদ্ভুতানাং সর্বতো বিলক্ষণানাম্ অনেকানাং বহুবিধানাং মহত্ত্বানাং মহিম্নাং সিন্ধুঃ, স্থিরাপার-গভীরৈকাশ্রয় ইত্যর্থঃ। এবমনুক্তান্যন্যান্যপি সর্বোৎকৃষ্টতরাণি তদীয়সৌন্দর্য-মাধুর্যাদীনি উহ্যানি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯। কৈশোরে সে মাধুর্যরাশির উচ্ছলন, তাহা হইতে প্রস্ফুটিত শ্রীঅঙ্গের শোভাতিশয়। অথবা কৈশোরসংযুক্ত শ্রীমদ্ অবয়ববর্গের যে শোভা, তাহা নবীন নীরদের কান্তি-বিড়ম্বিত শ্যামল কান্তিতে দশদিক উজ্জ্বলিত করিতেছে। এইরূপে তাঁহার মাধুর্যাদি সামান্যরূপে বলিলাম, বিশেষভাবে আমি আর কি বর্ণন করিব? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'তত্রত্য' ইত্যাদি। তত্রত্য অর্থাৎ শ্রীগোলোকবাসী নিত্যপ্রিয় পরিকরগণ কর্তৃক চিত্তের দ্বারা সেই মাধুর্যবিশেষ গ্রহণীয়। বিশেষতঃ তাঁহার নব নব মাধুর্য উৎকৃষ্টতর অদ্ভুত (সর্বতঃ বিলক্ষণ) বহুবিধ মহিমার সিন্ধুস্বরূপ (স্থির অপার গম্ভীরাশ্রয়) অতএব অনুক্ত অন্যান্য সর্বোৎকৃষ্টতর তদীয় সৌন্দর্য মাধুর্য বর্ণনাতীত বলিয়া উহ্য রহিল।

৬০। স্বদীনলোক-প্রিয়তানিয়ন্ত্রিতো, বলাদথোৎপ্লুত্য সমীপমাগতঃ।
তদীক্ষণপ্রেমবিমোহিতং হি মাং, গলে গৃহীত্বা সহসাপতদ্ভুবি॥

৬১। ক্ষণেন সংজ্ঞামহমেত্য তস্মাদ্ বিমোচ্য যত্নাদ্ গলমুত্থিতঃ সন্।
পশ্যামি ভূমৌ পতিতো বিমুহ্য, বর্ত্মার্দ্রয়ন্নস্তি রজোময়ং সঃ॥

মূলানুবাদ

৬০। তাঁহার দর্শনে প্রেমে বিমোহিত হইলাম। আর এই দীনজনের প্রিয়তা-নিয়ন্ত্রিত সেই মুরলীধারী সবলে লম্ফ দিয়া সমীপে আগমন পূর্বক আমার কণ্ঠধারণ করিয়া প্রেমভরে সহসা ভূপতিত হইলেন।

৬১। ক্ষণকাল পরে আমি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্বক শ্রীভগবানের বাহুপাশ হইতে নিজকণ্ঠ বিমোচন করতঃ উত্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই শ্রীনন্দনন্দন প্রেমমোহে বিমুহ্য, তাঁহার নয়নের অশ্রুধারায় রজোময় পথ পঙ্কিল হইয়াছে আর তিনি ভূমি-পতিত হইয়া রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬০। অথ পশ্চাৎ, সমীপমদূরমাগতঃ সন্ বলাদুৎপ্লুত্য উচ্চৈঃ কূদিত্বা সহসা অতর্কিতমেব গলে মাং ধৃত্বা ভূব্যপতৎ। তত্র হেতুঃ—স্বস্য তস্য দীনলোকো যোঽহং, তস্মিন্ প্রিয়তা প্রেম, তয়া নিয়ন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ। কীদৃশং মাম্? তস্য ভগবতঃ ঈক্ষণেন দর্শনেনৈব প্রেম্ণা বিমোহিতম্॥

৬১। সংজ্ঞামেত্য প্রাপ্য ; গলং নিজকণ্ঠং তস্মাৎ শ্রীভগবতঃ সকাশাদ্‌যত্নাদ-বিমোচ্য, সঃ শ্রীনন্দনন্দনো বিমুহ্য মোহং প্রাপ্য ভূমৌ পতিতঃ সন্ রজোময়ং বর্ত্ম আর্দ্রয়ন্ অশ্রুধারাভিঃ পঙ্কিলয়ন্নস্তীত্যপশ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক উচ্চ লম্ফ দিয়া আমার সমীপে আগমন করতঃ অতর্কিতভাবে আমার কণ্ঠধারণ করিয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। তাহার হেতু এই যে, তিনি এই দীনজনের প্রিয়তায় বশীভূত। যদি বল, সেই সময়ে আপনার অবস্থা কি প্রকার? আমি সেই শ্রীভগবানের অবলোকনে প্রেম-বিমোহিত, সুতরাং আমিও সেই সঙ্গে ভূপতিত হইলাম।

৬১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬২। গোপ্যঃ সমেত্যাহুরহো বতায়ং, কোঽত্রাগতো বা কিমিদং চকার।
এতাং দশাং নোঽসুগতিং নিনায়, হা হা হতাঃ স্মো ব্রজবাসিলোকাঃ॥

৬৩। কংসস্য মায়াবিবরস্য ভৃত্যঃ, কশ্চিদ্ভবিষ্যত্যয়মত্র নূনম্।
এবং বিলাপং বিবিধং চরন্ত্যস্তমুদ্রুদত্যঃ পরিবব্রুরার্তাঃ॥

মূলানুবাদ

৬২। গোপীগণ সমাগত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, কে এস্থলে আগমন করিয়াছে? কে এমন কার্য করিল? কে আমাদের প্রাণনাথকে এই অবস্থায় উপনীত করিল? হায়! হায়! আমরা (ব্রজবাসী লোকসকল) হত হইলাম।

৬৩। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মায়াবীশ্রেষ্ঠ কংসের ভৃত্য হইবে। কেহ কেহ বলিলেন, ইহা নয়, অন্য কোন কারণে হয়ত মূর্ছা হইয়াছে। এইরূপে তাঁহারা বিবিধ বিলাপযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে মহা আর্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। অয়ং গোপকুমারবেশঃ। কঃ কতমঃ? ইদন্তাপরামৃষ্টমেব বিবৃণ্বন্তি—এতামিতি নোঽস্মাকং অসুগতিং প্রাণনাথম্॥

৬৩। তত্র কারণমুদ্ভাবয়ান্ত—কংসস্যেতি। নূনং বিতর্কে ; উচ্চৈ রুদত্যঃ, তং শ্রীনন্দনন্দনং পরিবব্রুঃ পরিত আবৃতবত্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। সমাগত ব্রজবাসীবৃন্দ বলিতে লাগিলেন, এই গোপকুমার-বেশধারী কে? কোথা হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন? কে আমাদের প্রাণনাথকে এই দশায় উপনীত করিলেন?

৬৩। তাহার কারণ উদ্ভাবন করিতেছেন, 'কংসস্য' ইত্যাদি শ্লোকে। নূনং-বিতর্কে, কেহ বলিতেছেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মায়াবী কংসের ভৃত্য, কেহ বা বলিতেছেন, ইহা নয়, ইঁহাকে মহাশয় ব্যক্তি মনে হইতেছে, ইত্যাদি। এইরূপে তাঁহারা রোদন করিতে করিতে সেই শ্রীনন্দনন্দনকে পরিবেষ্টন করিলেন।

৬৪। অথাস্য পৃষ্ঠতো বেগাদ্ গোপ-সঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।
দৃষ্ট্বা তাদৃগবস্থং তং রুরুদুঃ করুণস্বরৈঃ॥

৬৫। তমাক্রন্দ-ধ্বনিং ঘোরং দূরাচ্ছ্রুত্বা ব্রজস্থিতাঃ।
বৃদ্ধা নন্দাদয়ো গোপা যশোদা পুত্রবৎসলা॥

৬৬। জরত্যোঽন্যাস্তথা দাস্যঃ সর্বে তত্র সমাগতাঃ।
ধাবন্তঃ প্রস্খলৎপাদা মুগ্ধা হা হেতি-বাদিনঃ॥

মূলানুবাদ

৬৪। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে যে গোপসংঘ ছিলেন, তাহারা দ্রুতবেগে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

৬৫-৬৬। সেই ভয়ঙ্কর ক্রন্দনধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থিত শ্রীনন্দাদি বৃদ্ধ গোপবর্গ এবং পুত্রবৎসলা শ্রীযশোদা ও অন্যান্য বৃদ্ধা গোপীসকল, এমন কি দাসীগণও স্খলিত গতিতে ছুটিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হওত শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলে 'হা হা' রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৪। তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ স্থিতাঃ। তং নিজপ্রাণসখং তাদৃগবস্থং প্রাপ্তমোহং দৃষ্ট্বা॥

৬৫-৬৬। আক্রন্দঃ আর্তনাদেন রোদনং তস্য ধ্বনিং, তং গোপী-গোপগণৈঃ ক্রিয়মাণং, ঘোরং ভয়ঙ্করং, দূরাচ্ছ্রুত্বা। যত্রাসৌ বিমুহ্য পতিতোঽস্তি তত্র। মুগ্ধাঃ তন্মোহকারণানভিজ্ঞাঃ, মোহং প্রাপ্তা ইতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। অতঃপর সেই শ্রীনন্দনন্দনের পশ্চাৎস্থিত গোপসকল সমাগত হওত নিজ প্রাণনাথের তাদৃশ মোহদশা অবলোকন করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

৬৫-৬৬। সেই ভয়ঙ্কর ক্রন্দনধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থিত গোপীসকল ও গোপসকল কাতর হইয়া স্খলিতপদে তথায় আগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের মোহদশা অবলোকন করিয়া তাঁহারাও মূর্ছিত হইলেন। যদিও তাঁহারা সেই মূর্ছার কারণ অবগত ছিলেন না, তথাপি মোহ প্রাপ্ত হইলেন।

৬৭। ততো গাবো বৃষা বৎসাঃ কৃষ্ণসারাদয়ো মৃগাঃ।
আগতাস্তাং দশাং তস্য দৃষ্ট্বা রোদনকাতরাঃ॥

৬৮। অশ্রুধারাভির্ধৌতাস্যা নদন্তঃ স্নেহতো মৃদু।
আগত্যাগত্য জিঘ্রন্তো লিহন্ত্যেতং মুহুর্মুহুঃ॥

৬৯। খগাস্তস্যোপরিষ্টাচ্চ ভ্রমন্তো ব্যোম্নি দুঃখিতাঃ।
রুদন্ত ইব কুর্বন্তি কোলাহলমনেকশঃ॥

মূলানুবাদ

৬৭। অনন্তর গাভী, বৃষ ও বৎসসকল এবং কৃষ্ণসারাদি মৃগসকল তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই দশা অবলোকনে রোদন-কাতর হইয়াছিল।

৬৮। সেই পশুসকলের অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ধৌত হইল। তাহারা কাতরসূচক শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া স্নেহভরে বারম্বার তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আঘ্রাণ ও লেহন করিতে লাগিল।

৬৯। আকাশের পক্ষীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঊর্ধ্বদেশে দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিল। তখন বোধ হইল যেন, তাহারা কোলাহলছলে রোদন করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৭। তস্য জীবনস্বামিনঃ ; তাং মোহরূপাং দশাং দৃষ্ট্বা॥

৬৮। অশ্রুধারাভিরভিতো ধৌতানি আস্যানি যেষাং তে ; এতং শ্রীনন্দনন্দনম্॥

৬৯। তস্য নিজপ্রাণাবলম্বনস্য উপরিষ্টাদ্ ব্যোম্নি ভ্রমন্তঃ ; ইবেতি ব্যোম্নি ভ্রমণেন সাক্ষাত্তত্ত্বাননুভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। অনন্তর গাভী ও বৃষাদি পশু সকলও নিজ নিজ জীবনস্বামীর তাদৃশ মোহরূপ দশা দেখিয়া—

৬৮। সেই পশুসকলের অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ধৌত হইল। তাহারা কাতরসূচক শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া স্নেহভরে বারম্বার তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আঘ্রাণ ও লেহন করিতে লাগিল।

৬৯। ঊর্ধ্বদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ প্রাণাবলম্বন শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ দশা দেখিয়া পক্ষীগণও দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। 'ইব' শব্দে আকাশে ভ্রমণ-হেতু তাহারা সাক্ষাৎ সেই তত্ত্বানুভব করে নাই।

৭০। স্থাবরাশ্চান্তরুত্তপ্তাঃ সদ্যঃ শুষ্কা ইবাভবন্।
বহুনোক্তেন কিং সর্বে মৃতা ইব চরাচরাঃ॥

৭১। অহং মহাশোকসমুদ্রমগ্নঃ, স্বকৃত্যমূঢ় পরমার্তিমাপ্তঃ।
নিধায় তৎপাদযুগং স্বমস্তে, রুদন্, প্রবৃত্তো বহুধা বিলাপে॥

মূলানুবাদ

৭০। স্থাবরাদি বৃক্ষসকলও দুঃখে উত্তপ্ত হইয়া যেন সদ্য শুষ্ক হইয়া গেল ; অধিক কি বলিব, সেই সময়ে চরাচর সকলেই শোকে মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

৭১। তখন আমিও মহা শোকসমুদ্রে মগ্ন হইলাম। পরমাবর্তিবশতঃ নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হইলাম। কি করিব কিছু বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল নিজমস্তকে স্থাপন করিয়া বহু প্রকার বিলাপের সহিত রোদন করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০। বহুনা তদ্ বৃত্তেন উক্তেন কিম্? এতেনৈর্বালমিত্যর্থঃ॥

৭১। স্বস্য মম কৃত্যে তদানীং কর্তব্যে মূঢ়ঃ সন্! তত্তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য। যদ্বা, তৎ পরমসুন্দরকোমলমধুরম্ অর্থাৎ তস্যৈব স্বস্য মম মস্তকে নিধায় ন্যস্য রুদন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। সেই বৃত্তান্ত অধিক কি বর্ণন করিব? অর্থাৎ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

৭১। তদানীন্তন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্থাৎ স্বকর্তব্যও বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরে শ্রীনন্দনন্দনের পরম সুন্দর কোমল মধুর পদযুগল নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

৭২। বিদূরবর্তী বলভদ্রদেবোঽনুজোপমাকল্পবয়োঽভিরামঃ।
নীলাম্বরালঙ্কৃতগৌরকান্তিস্ততঃ সমায়াৎ সভয়ং সবেগম্॥

৭৩। বিশারদেন্দ্রঃ পরিতো বিলোক্য, রুদন্ ক্ষণার্দ্ধৈর্যমিবাবলম্ব্য।
মদীয়দোর্ভ্যামনুজস্য কণ্ঠং সংগ্রাহয়ামাস নিজপ্রযত্নাৎ॥

৭৪। সম্মার্জয়ামাস মদীয়পাণিনা, শ্রীমত্তদঙ্গানি তথা তমুচ্চকৈঃ॥
আহ্বায়য়ামাস বিচিত্রকাকুভিঃ, প্রোত্থাপয়ামাস ময়ৈব ভূতলাৎ॥

মূলানুবাদ

৭২। অনন্তর অনুজ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা ও বয়োক্রমযুক্ত নীলাম্বর দ্বারা অলঙ্কৃত গৌরকান্তি শ্রীবলভদ্রদেব দূর হইতে সভয়ে বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন।

৭৩। বিশারদ চূড়ামণি শ্রীবলরাম অনুজের তাদৃশ দশা দেখিয়া রোদন করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে আমাকে অবলোকন করিয়া নিজেই যত্নপূর্বক আমার বাহুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দিলেন।

৭৪। পরে সেই শ্রীবলরাম আমার হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জন করাইলেন এবং বিচিত্র বিনয়বাক্যের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে আমাকে তাঁহার আহ্বান করাইলেন। পরিশেষে আমারই দ্বারা তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২। ততঃ পশ্চাৎ, তস্মাদার্তনাদাদ্বা, মদ্বিলাপাদ্বা তস্মিন্ স্থানে ইতি বা? বলভদ্রদেবঃ সভয়ং সবেগঞ্চ সমায়াতঃ। ননু সর্বপশ্চাৎ কথমাগত স্তত্রাহ—বিদূরবর্তি কৃষ্ণেন সহ ধাবনাসামর্থ্যাৎ পশ্চাদ্ভুত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কেনাপি হেতুনা দূরে স্থিতঃ ; অনুজঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদুপমেন তদীয়াকল্পবয়ঃসদৃশেন আকল্পেন ভূষণেন বয়সা চ কৈশোরেণ অভিরামঃ সুন্দরঃ, নীলাম্বরাভ্যামলঙ্কৃতা গৌরী মৃণালধবলা কন্তির্যস্য সঃ॥

৭৩। প্রথমং রুদন্, অনুজস্য তাদৃগবস্থাদর্শনাৎ। পশ্চাদ্ধৈর্যমলবম্ব্য ইব তন্মোহ-নিদান-নিশ্চয়ার্থং পরিতো বিলোক্য সর্বতো দৃষ্টিং প্রসার্য পশ্চাস্মদ্দর্শনান্নিদানাব-ধারণেন মদীয়াভ্যাং দোর্ভ্যাং কৃত্বা নিজাদসাধারণৎ প্রযত্নাৎ অনুজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস, যতো, বিশারদানাং পরমাভিজ্ঞ বরাণামিন্দ্রঃ পরমপূজাঃ॥

৭৪। শ্রীমন্তি তস্যানুজস্যাঙ্গানি সম্যক্ মার্জয়ামাস। তথেতি সমুচ্চয়ে যদ্বা, তেন প্রকারেণেত্যর্থঃ। এবং সতি সর্বত্রৈবাস্য সম্বন্ধো দ্রষ্টব্যঃ। ততশ্চাস্য বলাদুত্তরত্র যথেত্যধ্যাহার্যম্। তম্ অনুত্তম, ময়া মদ্দ্বারৈব, বিচিত্রকাকুভিঃ, কৃত্বা উচ্চৈরাহয়ামাস আহ্বানং কারয়ামাস॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। আমার বিলাপ বা সেই ঘোর আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎস্থিত শ্রীবলভদ্রদেব সভয়ে দ্রুতবেগে তথায় সমাগত হইলেন। যদি বল, সর্ব পশ্চাৎ ছিলেন কি জন্য? দূরবর্তি কৃষ্ণের সহ ধাবনাসামর্থ্য-হেতু অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ দূরে ছিলেন। অনুজ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই তদীয় সুন্দর বেশ ভূষণ এবং নয়নাভিরাম কৈশোর বয়স ও নীলাম্বর দ্বারা অলংকৃত মৃণাল-ধবল-গৌরকান্তি।

৭৩। অনুজের তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়াই প্রথমে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক সেই মোহের নিদান জানিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ আমাকে অবলোকন করিয়া সেই মোহের নিদান অবধারণ পূর্বক নিজেই অসাধারণ প্রযত্ন সহকারে মদীয় বাহুদ্বয় অনুজের কণ্ঠে সংলগ্ন করাইয়া দিলেন। যেহেতু, তিনি বিশারদগণের মধ্যে পরম অভিজ্ঞ বা পরম পূজ্য।

৭৪। সেই শ্রীমান্ বলরাম মদীয় হস্তদ্বারা তদীয় অনুজের শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জিত করাইলেন। এখানে 'তথা' শব্দ সমুচ্চয়ে। অথবা এইপ্রকার সর্বত্রই সম্বন্ধ আছে জানিতে হইবে। পরিশেষে আমা-কর্তৃকই সবলে তিনি স্বীয় অনুজকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করাইলেন। আর আমা-কর্তৃক বিচিত্র দীনতাপূর্ণ বাক্য দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করাইলেন।

৭৫। সদ্যোঽশ্রুধারাপরিমুদ্রিতে তে,
শ্রীনেত্রপদ্মে উদমীলয়ৎ সঃ।
মাং বীক্ষ্য হর্ষাৎ পরিরভ্য চুম্বন্,
লজ্জামগচ্ছৎ পরিতোঽবলোক্য॥

৭৬। চিরাদৃষ্ট-প্রাণপ্রিয়সখমিবাবাপ্য স তু মাং,
করে ধৃত্বা বামস্বকর-কমলেন প্রভুবরঃ।
বিচিত্রং সম্প্রশ্নং বিদধদখিলাংস্তান্ ব্রজজনান্,
সমানন্দ্য শ্রীমানবিশদিভগামী ব্রজবরম্॥

৭৭। বন্যা মৃগাস্তস্য বিয়োগদীনা, গন্তুং বিনা তং হি কুতোঽপ্যশক্তাঃ।
প্রাতর্ভবিষ্যৎপ্রভুদর্শনাশাস্তস্থুর্ব্রজ-দ্বারি নিশাং নয়ন্তঃ॥

মূলানুবাদ

৭৫। সদ্য অশ্রুধারায় পরিমুদ্রিত শ্রীনয়নকমল বিকশিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে আলিঙ্গন পূর্বক চুম্বন করিতে করিতে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত হইলেন।

৭৬। বহুকাল পরে দেখা প্রাণপ্রিয় সখার মত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রভুবর স্বীয় বামকর-কমলের দ্বারা আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্বক বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীমান্ সমবেত ব্রজবাসীবৃন্দকে আনন্দিত করিয়া গজগমনে শ্রীনন্দব্রজে প্রবেশ করিলেন।

৭৭। বন্য মৃগগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া সেই স্থানেই রহিল। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বিনা তাহাদের অন্যস্থানে গমনের শক্তি ছিল না। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে পুনরায় প্রভু-দর্শন হইবে, এই আশায় সেই ব্রজদ্বারে তাহারা রাত্রিযাপন করিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৫। তে পরমমনোহরে ; সঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ পরিতঃ সর্বদিক্ষু অবলোকনং কৃত্বা লজ্জাং প্রাপ, সর্বেষামেব তত্রাগমন-রোদনাদিদর্শনেন নিজপ্রেমমোহানুমানাৎ॥

৭৬। সঃ শ্রীনন্দনন্দনস্তু চিরং বহুকালমদৃষ্টো যঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ সখা তমিব মাং প্রাপ্য বামেন দক্ষিণেতরেণ সুন্দরেণ বা স্বকরকমলেন—মাং ধৃত্বা, 'হে প্রিয়সখ! ক্ষেমমারোগ্যং তে' ইত্যাদিকং সম্যক্‌প্রশ্নং কুর্বন্ ইভো গজস্তদ্বদ্‌গমনশীলঃ ব্রজবরং সর্বব্রজেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীনন্দব্রজং প্রাবিশৎ॥

৭৭। ততশ্চ তস্য প্রভুবরস্য বিয়োগেন বিরহেণ দীনাঃ নিশাং নয়ন্তঃ। হেতৌ শতৃঙ্, গময়িতুমিত্যর্থঃ, ব্রজস্য দ্বার্যেব তস্থুঃ। হি যতঃ, তং প্রভুবরং বিনা কুত্রচিদপি গন্তুমশক্তাঃ। কিঞ্চ, প্রাতর্ভবিষ্যতি ভাবিনি প্রভোস্তস্য দর্শনে আশা যেষাং তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৫। অনন্তর সেই শ্রীনন্দনন্দন পরম মনোহর নেত্রকমল বিকশিত করিয়া আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে আলিঙ্গন পূর্বক চুম্বন করিতে লাগিলেন ; পরন্তু চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত হইলেন। কারণ, সকলেই তথায় সমাগত এবং তাঁহাদের রোদনাদি দর্শনে নিজ প্রেমমোহ অনুমান করিয়া লজ্জিত হইলেন।

৭৬। সেই শ্রীনন্দনন্দন বহুকাল পরে দর্শনপ্রাপ্ত প্রাণপ্রিয় সখার ন্যায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সুন্দর বাম করকমল দ্বারা আমার দক্ষিণ কর ধারণ পূর্বক বলিলেন, 'হে প্রিয়সখ! মঙ্গল ত'? ইত্যাদি বিচিত্র প্রকার কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীমান্ সমাগত ব্রজবাসীবৃন্দকে আনন্দিত করিয়া গজগমনে ব্রজবরে অর্থাৎ সর্ব ব্রজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দব্রজে প্রবেশ করিলেন।

৭৭। অতঃপর প্রভুবরের বিয়োগে কাতর হইয়া দীনা বন্য মৃগীগণ অন্যস্থানে গমনে অসমর্থ হওত ব্রজদ্বারেই অবস্থান করিতে লাগিল। যেহেতু, তাহারা প্রভুবর বিনা অন্য কুত্রাপি গমনে অশক্ত। আরও, প্রভাতে পুনর্বার প্রভুদর্শন হইবে, এই আশায় তথায় নিশা যাপন করিতে লাগিল।

৭৮। উড্ডীয়োড্ডীয় পশ্যন্তো বিহগাস্তং ব্রজান্তরে।
রাত্রাবদৃষ্ট্বা ক্রোশন্তো রুদন্ত ইব নির্যযুঃ॥

৭৯। গোদোহনানন্তরমাগ্রহেণ, নন্দস্য পুত্রপ্রণয়াকুলস্য।
সম্ভালনং সাধু গবামকৃত্বা, তৌ ভ্রাতরৌ জগ্মতুরাত্ম-গেহম্॥

৮০। স্নেহস্রুবৎস্তন্যদৃগশ্রুধারয়া, ধৌতাম্বরাঙ্গা ত্বরয়া যশোদয়া।
ভূত্বা পুরোঽকারি সরোহিণীকয়া, প্রত্যঙ্গনীরাজনমেতয়োর্মুহুঃ॥

মূলানুবাদ

৭৮। বিহগগণ উড়িয়া উড়িয়া ব্রজমধ্যে প্রভুবরকে দর্শন করিতে লাগিল এবং রাত্রিকালে প্রভুদর্শন হইবে না, সেই দুঃখে কোলাহল ছলে রোদন করিতে করিতে বাহিরে গমন করিল।

৭৯। গোদোহনের পর পুত্র-প্রণয়াকুল শ্রীনন্দের আগ্রহে গোসকলের সম্ভালন না করিয়াই সেই দুই ভ্রাতা নিজ গৃহে গমন করিলেন।

৮০। অনন্তর পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া ধৌতবস্ত্র-শোভিতা শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী মাতার স্তন হইতে ক্ষীরধারা ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। তাঁহারা অগ্রবর্তিনী হইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গে বার বার নীরাজন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। ব্রজস্য অন্তরে মধ্যে উড্ডীয়োড্ডীয় তং প্রভুবরং পশ্যন্তঃ। বীপ্সা পৌনঃপুন্যেন, পশ্চাদ্রাত্রৌ সত্যাং তমদৃষ্ট্বা ন পশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। এবং তত্রত্য-বন্য-পশুপক্ষিগণস্যাপি তদেক-প্রেমপরতা দর্শিতা॥

৭৯। গবাং দোহনানন্তরং, পশ্চাৎ গবাং সম্ভালনং পরিজ্ঞানং সাধু যথা স্যাত্তথা অকৃত্বৈব দ্বৌ ভ্রাতরৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ আত্মগেহং জগ্মতুঃ। তত্র হেতুঃ, নন্দস্যা-গ্রহেণ—'তাত! বনভ্রমণেন পরিশ্রান্তোঽসি, সাগ্রজো গৃহং গত্বা স্নানাদিকং কুরু, গবাং সম্ভালনমহং করিষ্যে, বিলম্বং মা বিধেহি, তব মাতা শোচন্তী মাং নিন্দিষ্যতি, মম শপথং মানয়, দ্রুতং, প্রযাহি' ইত্যাদি প্রযত্নবিশেষেণ। তৎ কুতঃ? পুত্রস্য তস্য প্রণয়েন স্নেহেনাকুলস্য॥

৮০। ততশ্চ রোহিণীসহিতয়া যশোদয়া ত্বরয়া পুরোঽগ্রে ভূত্বাভিগম্য, তয়োর্ভ্রাত্রোঃ প্রত্যঙ্গনীরাজনং মুহুর্বারংবারমকারি। কীদৃশ্যা? স্নেহেন স্রুবতঃ ক্ষরত স্তন্যস্য দৃগশ্রুণশ্চ ধারয়া ধৌতানি অম্বরাণি অঙ্গানি চ যস্যাস্তয়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। বিহগগণ আকাশে উড্ডীন হইয়া ব্রজমধ্যে প্রভুবরকে দর্শন করিতে লাগিল। এখানে বীপ্সায় উড্ডীন উড্ডীন পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়াছে। পশ্চাৎ রাত্রিকালে প্রভুবরকে দর্শন করিতে পারিব না। এইরূপে তত্রত্য বন্য পশু-পক্ষী-গণেরও তদেক প্রেমপরতা প্রদর্শিত হইল।

৭৯। গো-দোহনের পর গো-সকলের সম্ভালন না করিয়াই শ্রীরাম-কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার কারণ, শ্রীনন্দের আগ্রহ—হে তাত! বন-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অগ্রজের সহিত গৃহে গমন করিয়া স্নানাদি কর। আমিই গো-সকলের সম্ভালন করিব। বিলম্ব করিও না, বিলম্ব হইলে তোমার মাতা দুঃখিত হইয়া আমায় নিন্দা করিবেন। অতএব আমার শপথ, তোমরা শীঘ্র গৃহে গমন কর ইত্যাদি প্রযত্নবিশেষ। তাঁহার এইরূপ আগ্রহের হেতু কি? তিনি পুত্র-প্রণয়াতুর বা পুত্রস্নেহে আকুল বলিয়া এইপ্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

৮০। অনন্তর শ্রীরোহিণীর সহিত শ্রীযশোদা সত্বর অগ্রবর্তিনী হইয়া পুরদ্বারে গমন করিলেন এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া বারংবার তাঁহাদের প্রতি অঙ্গে নীরাজন করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার? পুত্রস্নেহে স্তন হইতে ক্ষীরধারা ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহাদের অঙ্গ বিধৌত ও শুক্ল বস্ত্র সিক্ত হইতেছিল।

৮১। নীরাজয়ন্ত্যাত্ম-শিরোরুহৈঃ সূতং,
সালিঙ্গতি স্নেহ-ভরেণ চুম্বতি।
নো বেতি রক্ষিষ্যতি শীর্ষ্ণি কিং নিজে,
বক্ষোঽন্তরে বা জঠরান্তরে বা॥

মূলানুবাদ

৮১। মা যশোদা নিজ কেশদ্বারা পুত্রের নীরাজন করিতে করিতে স্নেহভরে আলিঙ্গনসহ বারম্বার চুম্বন করিয়াছিলেন। আর সেই স্নেহময়ী জননী নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না যে, আমি পুত্রকে নিজ বক্ষে বা শিরে বা হৃদয় মধ্যে অথবা জঠরাভ্যন্তরে রক্ষা করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১। এবং সামান্যেন দ্বয়োরেব তস্যাঃ স্নেহমুক্ত্বাধুনা বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-মাহ—নীরাজয়ন্তীতি। সা যশোদা আত্মনঃ শিরোরুহৈঃ কেশৈ সুতং কৃষ্ণং নীরাজয়ন্তী সতী স্নেহভরেণালিঙ্গতি চুম্বতি চ। বক্ষসঃ হৃদয়স্য অন্তরে অভ্যন্তরে ; এবকারশ্চ পুত্রত্বেন জঠরমধ্য এবং রক্ষণস্যৌচিত্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। এইরূপে সামান্যতঃ দুই ভ্রাতার স্নেহপূর্ণ নীরাজনের কথা বলিয়া অধুনা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নীরাজনাদির বিষয় বলিতেছেন। সেই শ্রীযশোদা নিজ কেশ দ্বারা পুত্রের নীরাজন করিতে করিতে স্নেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন। পরন্তু জননী সেই সময় পুত্রকে কোথায় রাখিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, আমি পুত্রকে বক্ষঃস্থলে বা হৃদয় ভিতরে অথবা শিরোপরে রক্ষা করিব? 'এব' কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, পুত্রকে নিজ জঠর মধ্যেই রক্ষা করা উচিত।

৮২। **তত্রৈব নীতং প্রণয়াকুলেন মাং, তেন স্বয়ং কারিতমাতৃবন্দনম্।**
সা লালয়ামাস মুদা স্ব-পুত্রবদ্দৃষ্ট্বা ময়ি প্রেম-ভরং সুতস্য তম্॥

মূলানুবাদ

৮২। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে আকুল হইয়া আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং মাতাদিগকে প্রণাম করাইলেন। আর শ্রীযশোদা মাতাও আমার প্রতি নিজ পুত্রের অপূর্ব প্রেমরাশি অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত স্ব-পুত্রের ন্যায় আমায় লালন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮২। তদানীন্তনং নিজবৃত্তমাহ—তত্রৈবেতি। তেন প্রভুবরেণ ; তত্রান্তঃপুরে মাতৃসমীপ এব নীতং মাং সা যশোদা স্বপুত্রবন্মুদা লালয়ামাস নীরাজনাদিকমকরোৎ। কীদৃশম্? স্বয়ং প্রভুবরেণ তেনৈব প্রযোজকেন কারিতং মাতুঃ শ্রীযশোদায়া বন্দনং যেন তম্। কুতঃ? প্রণয়েন মদ্বিষয়ক-প্রেম্‌ণা আকুলেন ব্যগ্রেণ। ননু তস্যাঃ কথমন্য-স্মিংস্তাদৃশঃ স্নেহঃ সম্ভবেৎ? তত্রাহ—দৃষ্ট্বেতি। তং পরম গাঢ়ম্ ; যদ্বা, পথি প্রথম-সমাগমেঽনুভূতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। তদানীন্তন (গোপকুমার) নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। সেই প্রভুবর আমাকে অন্তঃপুরে স্বীয় মাতৃসমীপে লইয়া গেলেন। আর সেই শ্রীযশোদা আমার প্রতি নিজ পুত্রের অপূর্ব প্রণয় অবলোকন করিয়া হর্ষভরে পুত্রের ন্যায় আমায় লালন অর্থাৎ নীরাজনাদি করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার? স্বয়ং প্রভুবর প্রযোজক হইয়া স্বীয় মাতা শ্রীযশোদাকে বন্দনাদি করাইয়াছিলেন। কি জন্য? প্রণয়াকুল অর্থাৎ মদ্বিষয়ক প্রেমে আকুল হইয়া। যদি বল, তিনি কিরূপে অন্যজনের প্রতি তাদৃশ স্নেহপ্রকাশ করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। আমার প্রতি নিজ পুত্রের প্রগাঢ় প্রেমভরতা দেখিয়া অথবা প্রথম সমাগমে পথিমধ্যে পুত্রের তাদৃশ প্রেমভরতা অনুভব করিয়া।

৮৩। তাবদাগত্য মিলিতা যুগপত্তত্র গোপিকাঃ।
কাশ্চিদ্ব্যাজেন কেনাপি কাশ্চিৎ সর্বানপেক্ষয়া॥

মূলানুবাদ

৮৩। যে সময়ে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের নীরাজন করিতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ব্রজসুন্দরী যুগপৎ মিলিত হইয়াছিলেন। কেহ বা কোন কার্যছলে, কেহ বা কোন অপেক্ষা না করিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৩। যাবন্মাতা নীরাজনাদিকং করোতি, তাবদেব অনেন তাসাং তদেকপরত্বাদিকং ব্যঞ্জিতম্। কাশ্চিচ্চ সর্ব্বত্র লোকধর্ম্মাদৌ অনপেক্ষয়া নৈরপেক্ষ্যেণ হেতুনা বিশিষ্টা বা তত্রাগত্য মিলিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। যে সময় মাতা নীরাজনাদি করিতেছিলেন, সেই সময় ব্রজসুন্দরীগণ কোন কার্য-ছলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা লোক-ধর্মাদি অপেক্ষা না করিয়া তথায় মিলিত হইলেন। এতদ্বারা ইঁহাদের তদেকপরত্বাদিরূপ বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইতেছে।

৮৪। মাতৃভ্যাং স্নাপনারম্ভং দ্বাভ্যাং ভ্রাত্রোদ্বয়োঃ কৃতম্।
আলক্ষ্য ভগবানাহ বল্লবীরতিলম্পটঃ॥

৮৫। মাতরৌ ভ্রাতরাবাবাং ক্ষুধার্তৌ স্বস্তদোদনম্।
নিষ্পাদ্য ভোজয়েথাং নৌ তাতমানায্য সত্বরম্॥

৮৬। তচ্ছ্রুত্বাহুঃ প্রিয়ং গোপ্যঃ শ্রীযশোদে ব্রজেশ্বরি।
দেবি রোহিণি কর্তব্যাদস্মাদ্বিরমতাং যুবাম্॥

মূলানুবাদ

৮৪। মাতৃগণ (শ্রীযশোদা ও রোহিণী) সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নান-কার্য আরম্ভ করিলেন দেখিয়া বল্লবীরতি-লম্পট ভগবান্ বলিলেন—

৮৫। হে মাতঃ! আমরা দুই ভাই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি, অতএব সত্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পিতাকে আনয়ন পূর্বক আমাদিগকে ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন।

৮৬। সেই কথা শুনিয়া গোপিকাসকল বলিলেন, হে ব্রজেশ্বরি শ্রীযশোদে! হে দেবি শ্রীরোহিণি! আপনারা এই স্নান-কার্য হইতে বিরত হউন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। মাতৃভ্যাং যশোদা-রোহিণীভ্যাম্॥

৮৫। কিন্তদাহ—হে মাতরৌ। আবাং ভ্রাতরৌ দ্বৌ ক্ষুধয়া আর্তৌ ; স্বঃ ভবাবঃ তত্তস্মাৎ, সত্বরমোদনং নিষ্পাদ্য সাধয়িত্বা তাতং শ্রীনন্দমানার্য্য কমপি প্রেষ্য তদানয়নং কারয়িত্বা নৌ আবাং ভোজয়েথাম্॥

৮৬। প্রিয়ং, মাত্রোর্জ্যেষ্ঠস্য চান্যত্র প্রস্থাপনকারণত্বাৎ। নিজহৃদ্যং তদ্ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা। অস্মাৎ পুত্রয়োঃ স্নাপনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪-৮৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৮৬। মাতৃদ্বয় ও জ্যেষ্ঠের অন্যত্র প্রস্থাপনের কারণ নিজপ্রিয় ভগবদ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজাঙ্গনাগণ বলিলেন, হে ব্রজেশ্বরি! আপনারা নিজ পুত্রের স্নপন কার্য হইতে বিরত হউন।

৮৭। **শীঘ্রং ভোজনসামগ্রীং সম্পাদয়তমেতয়োঃ।**
বয়মেব সুখং সম্যক্ স্নাপয়েমাচিরাদিমৌ॥

শ্রীযশোদোবাচ—

৮৮। **প্রথমং ত্বরয়া জ্যেষ্ঠঃ স্নাপয়িত্বা প্রহীয়তাম্।**
নন্দস্যানয়নায়াত্র ভোজনার্থায় বালিকাঃ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

৮৯। **প্রশস্য তদ্বচো হৃদ্যং রামং তাঃ কতিচিদ্দ্রুতম্।**
আপ্লাব্য প্রেষয়ামাসুস্তয়োর্গেহং প্রবিষ্টয়োঃ॥

মূলানুবাদ

৮৭। আপনারা শীঘ্রই ভোজনসামগ্রী সম্পাদন করুন। আমরাই সুখে ইহাদের (শ্রীরাম-কৃষ্ণের) সম্যক্ স্নান-কার্য নিষ্পাদিত করিব।

৮৮। শ্রীযশোদা বলিলেন, হে বালিকাগণ! প্রথমেই তোমরা ত্বরায় জ্যেষ্ঠ বলদেবকে স্নান করাইয়া দাও। পরে ভোজনার্থ গোপরাজের আনয়ন জন্য তাহাকে প্রেরণ কর।

৮৯। শ্রীসরূপ বলিলেন, জননীদ্বয় এই কথা বলিয়া পাকগৃহে গমন করিলেন। আর ব্রজসুন্দরীগণ মা যশোদার বাক্যের প্রশংসা পূর্বক কেহ কেহ শ্রীবলদেবের স্নানকার্য শীঘ্রই সমাপন করিয়া শ্রীনন্দরাজের আনয়ন নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭। এতয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ॥

৮৮। জ্যেষ্ঠঃ শ্রীবলরামঃ। ভোজনমেব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্মৈ, নন্দস্যানয়নারত্রা প্রহীয়তাম্। অতএব ত্বরয়া প্রথমং স্নাপয়িত্বা। হে বালিকা ইতি সম্বোধনেন কদাপি কুত্রচিৎ কাপ্যাশঙ্কা তস্যা নাস্তীতি ব্যজ্যতে॥

৮৯। গোপকুমারস্যাস্য ভগবতী সরূপেতি নামোক্তেঃ ইতঃ প্রভৃতি তন্নাম্নৈব নির্দেশঃ। তস্যা যশোদায়া বচঃ প্রশস্য সাধু সাধ্বিতি সংশ্লাঘ্য যতো হৃদ্যং নিজপ্রিয়মেতৎ। জ্যেষ্ঠস্য সাক্ষাদ্যথেষ্টং স্নাপনাদিক্রীড়াসুখস্য অনুপপত্তেঃ। তয়োঃ শ্রীযশোদারোহিণ্যোর্গেহং প্রবিষ্টমাত্রয়োঃ সত্যোঃ। এবং তৎস্নাপনে শৈঘ্র্যং দর্শিতম্। তয়োস্তত্রানবস্থিত্যা তাসামসঙ্কোচোঽপ্যুক্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৮৮। হে বালিকাগণ। তোমরা প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ শ্রীবলরামের স্নান-কার্য সত্বর সমাপ্ত করিয়া ভোজনের নিমিত্ত গোপরাজকে আনয়নার্থ প্রেরণ কর। এস্থলে 'হে বালিকাগণ!' এই সম্বোধনে তাঁহার কদাপি কোনরূপ আশঙ্কার অবকাশ হয় নাই প্রকাশ পাইতেছে।

৮৯। শ্রীভগবান গোপকুমারকে সরূপ নামে অভিহিত করিলেন, অতএব ইহার পর ইনি সর্বত্র সরূপ নামে অভিহিত হইবেন। শ্রীসরূপ বলিলেন, মাতৃযুগল এই কথা বলিয়া গৃহে প্রবিষ্টমাত্র সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীযশোদার বাক্যের প্রশংসা করিয়া নিজ হৃদ্য স্নানকার্য নির্বাহ করিবার জন্য শ্রীবলদেবকে শীঘ্র সুচারুরূপে স্নপিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রেরণ করিলেন। কারণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের সাক্ষাতে স্নপন ক্রীড়াদির সুখ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। আর তথায় অবস্থানও তাঁহার পক্ষে সঙ্কোচজনক।

সারশিক্ষা

৮৮। বিশুদ্ধ বৎসলভক্তিরস অপর রসের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় বৎসল নামক স্থায়ী ভাবটিও অপর কোন ভাবের সহিত মিশ্রিত হয় না। অধিক কি, বৎসলের শত্রু সম্ভোগ-শৃঙ্গারস্থলেও কোনরূপ আশঙ্কার অবকাশ হয় না। যেমন, শ্রীগীতগোবিন্দে 'মেঘৈর্মেদুরাম্বরং বনভূবঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "হে রাধে! নিবিড় মেঘে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, তমালাদি তরুরাজিতে বনভূমি আরও অন্ধকারময় হইয়াছে ; তাহাতে রাত্রিকাল, আর এই শিশু শ্রীকৃষ্ণও ভয়ে কাতর ; অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।" শ্রীনন্দমহারাজের এই প্রকার আদেশক্রমে প্রস্থিত (চলিত) শ্রীরাধা ও শ্রীমাধবের যমুনাতীরে পথিস্থিত নিভৃতকুঞ্জে অনুষ্ঠিত গুপ্ত ক্রীড়ার তুলনা নাই।

এই প্রকার মা-যশোদারও ব্রজসুন্দরীগণে বালিকা-প্রতীতি এবং শ্রীকৃষ্ণেও তদ্রূপ শিশু-প্রতীতি-হেতু কোনরূপ শৃঙ্গারভাবসূচক আশঙ্কার অবকাশ হয় নাই ; কিন্তু ইহা মূলতঃ শৃঙ্গারভাবময় লীলাবিশেষ।

৯০। শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিত্রাণি ভূষণানি বিভাগশঃ।
ক্রমেণোত্তার্য তাঃ স্বীয়ৈর্ব স্ত্রৈর্গাত্রাণ্যমার্জয়ন্॥

৯১। বংশীং সপত্নীমিব যাচ্যমানাং, তাভিঃ করাব্জাচ্চ জিঘৃক্ষ্যমাণাম্।
সঙ্কেতভঙ্গ্যা স তু মাং প্রবোধ্য, চিক্ষেপ দূরান্মম মুক্তহস্তে॥

মূলানুবাদ

৯০। সেই ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর সেবাকার্য বিভাগপূর্বক ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র বিচিত্র ভূষণাদি উত্তারিত করিয়া নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জন করিতে লাগিলেন।

৯১। সেই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত বংশীকে আপন সপত্নী ন্যায় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সকলেই এককালে বলপূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্যতা হইলে, সেই চতুর-চূড়ামণি সঙ্কেত-ভঙ্গীতে আমাকে প্রবোধিত করিলেন, আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রসারণ করিলে তিনি কৌশলপূর্বক আমার হস্তে বংশী নিক্ষেপ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯০। বিভাগশ ইতি কাচিচ্চ কিমপি কাচিচ্চ কিমপীত্যেবৎ পৃথক পৃথক বহুল-বণ্টনেনেত্যর্থঃ। তথাপি কতিচিৎ ইত্যত্রাপ্যনুবর্তনীয়ম্, এবমগ্রেঽপি সর্বত্র। বহুতরাণাং তাসাং যুগপদেক-সেবাপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ। তাঃ গোপ্যঃ স্বীয়ৈঃ স্বস্বগৃহা-দানীতৈঃ নিজোত্তরীয়ৈর্বা॥

৯১। এবং স্মপনার্থং ক্রমেণ ভূষণোত্তারণসময়েঽপি মুরলিকয়াপি ন প্রাপ্তেতি তস্য চাতুর্যং দর্শয়তি—বংশীমিতি। স তু কৃষ্ণঃ বংশীং মম মুক্তে প্রসারিতে হস্তে দূরাচ্চিক্ষেপ। কিং কৃত্বা? সঙ্কেতস্য ভ্রূ-নর্তনাদিসংজ্ঞায়া ভঙ্গ্যা পরিপাট্যা মাং প্রবোধ্য ময়া ক্ষিপ্যমাণামেতাং মুরলীং দূরং পৃষ্ঠতোঽপসৃত্য হস্তং প্রসার্য গৃহাণেতি প্রকর্ষেণ বোধয়িত্বা। কুতঃ? তাভির্গোপীতির্যাচ্যমানাং 'ময্যর্পয় ময্যর্পয়' ইতি প্রত্যেকং সর্বাভিরেব প্রার্থ্যমানাম্। এবমেকয়া সর্বাসামাসাং মনোরথসিদ্ধ্যা সাপত্ন্য-প্রাপ্তেস্তন্নিরাসায় কস্যামপি নৈনামর্পয়েতি গম্যতে। কিঞ্চ, জিঘৃক্ষমাণাং বলাদ্-গ্রহীতুমীষ্যমাণাম্। কুতঃ? সপত্নীমিব স্বাতন্ত্র্যেণ সদাধরামৃতপানাং॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০। বিভাগশ, অর্থাৎ কার্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ দল বিভক্ত (আমি এই অঙ্গের,

তুমি ঐ অঙ্গের ইত্যাদিরূপ সেবার বহুল বণ্টনক্রমে) সেই গোপসুন্দরীগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র বিচিত্র অলঙ্কারাদি উত্তারিত করিলেন। বহুতঃ এরূপ সেবার বিভাগ ব্যতীত বহুতর গোপসুন্দরীর যুগপৎ এক সেবা প্রবৃত্তির সংসাধন অসম্ভব। অতঃপর তাঁহারা নিজ নিজ গৃহানীত সম্মার্জনি বস্ত্র দ্বারা অথবা নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা গাত্রমার্জন করিতে লাগিলেন।

৯১। এইরূপে স্নপন কার্যের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে ভূষণাদি উত্তারণ সময়েও সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য দর্শিত হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আমায় প্রসারিত করে কৌশলপূর্বক সেই মুরলী নিক্ষেপ করিলেন। কি করিয়া? সঙ্কেত পূর্বক অর্থাৎ ভ্রূনর্তনাদির ভঙ্গীপূর্বক আমায় প্রবোধিত করিলে আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে গমন করিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলাম। কি জন্য সেই মুরলী নিক্ষেপ করিলেন? সেই গোপসুন্দরীগণ এককালে 'আমায় দাও' 'আমায় দাও' বলিয়া প্রত্যেকেই প্রার্থনা করিলেও তিনি কাহাকেও প্রদান করেন নাই। কারণ, একজনকে প্রদান করিলে অপরের মনোরথ সিদ্ধ হইবে না ; কাজেই এইরূপ সাপত্ন্যভাব নিরসনের জন্য কাহাকেও অর্পণ করিলেন না। আরও বলিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এককালে বলপূর্বক বংশী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেও সেই চতুরচূড়ামণি নাগরেন্দ্র কাহাকেও সেই বংশী প্রদান করিলেন না। যেহেতু, তাঁহারা বংশীকে সপত্নী সমান মনে করেন। কারণ, সেই মুরলী স্বতন্ত্রভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করেন।

৯২। অভ্যজ্যোত্তমতৈলৈস্তাঃ কর্তুমুদ্বর্তনং শনৈঃ।
আরেভিরে স্ব-হস্তাব্জকোমলস্পর্শপাটবৈঃ॥

৯৩। তথাপি সৌকুমার্যাদ্বা লীলাকৌতুকতোঽপি বা।
স করোত্যার্তি-সীৎকারং সমং শ্রীমুখভঙ্গিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৯২। তাঁহারা প্রথমতঃ উত্তম তৈলে অভ্যঙ্গ করিয়া নিজ নিজ হস্তকমলের কোমলস্পর্শ-পটুতা সহকারে ধীরে ধীরে উদ্বর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

৯৩। তথাপি সেই নাগরেন্দ্র সৌকুমার্যবশতঃ অথবা লীলা-কৌতুকবশতঃ শ্রীমুখভঙ্গি সহকারে আর্তি-সীৎকার করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯২। উত্তমৈর্মহারাজাদিভিঃ তৈলৈঃ অভ্যজ্য সর্বাঙ্গেষ্বভ্যঙ্গং কৃত্বা স্বাসাং গোপীনাং হস্তাব্জানি তৈঃ কোমলস্পর্শস্তস্মিন্ পাটবৈশ্চাতুর্যৈঃ শনৈরুদ্‌বর্তনং তৈলাদ্যুৎপাটনং কর্তুমারেভিরে তা এব॥

৯৩। স নাগরেন্দ্রঃ কৃষ্ণঃ আর্ত্যা ব্যথয়া যঃ সীৎকারঃ মুখশব্দবিশেষস্তং করোতি। ন চ কেবলং সীৎকরোতি, আর্তিলক্ষণং শ্রীমুখবিকারঞ্চ করোতীত্যাহ—সমমিতি।

টীকার তাৎপর্য্য

৯২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৯৩। তথাপি সেই নাগরেন্দ্র আর্তি (ব্যথা) জনিত সীৎকার (মুখশব্দ বিশেষ) করিলেন। কেবল সীৎকার নয়, বাহিরে আর্তিলক্ষণ (শ্রীমুখ বিকারাদিও) প্রকাশ করিলেন।

৯৪। পুত্রৈকপ্রাণয়াকর্ণ্য তং তদার্তিস্বরং তয়া।
বর্হির্ভূয়াশু কিং বৃত্তং কিং বৃত্তমিতি পৃচ্ছ্যতে॥

৯৫। সুতস্য সস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্যাথো বিশ্যতে গৃহম্।
তাভিস্তু সস্মিত-ত্রাসং গীতৈর্নিষ্পাদ্যতেঽস্য তৎ॥

মূলানুবাদ

৯৪। পুত্রগতপ্রাণা শ্রীযশোদা পুত্রের সেই আর্তি-স্বর শ্রবণ করিয়া ত্বরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইল? কি হইল?'

৯৫। পরে তিনি পুত্রের হাস্যবদন নিরীক্ষণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে সেই ব্রজসুন্দরীগণ ত্রাস ও মৃদু হাস্য সহকারে গান করিতে করিতে তাঁহার উদ্বর্তন ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৪। তমুদ্বর্তনোদ্ভবং তস্য কৃষ্ণস্য আর্তিস্বরমাকর্ণ্য তরা যশোদয়া আশু বহির্ভূয় গৃহান্নির্গত্য, বীপ্সা সম্ভ্রমেণ॥

৯৫। অথোঽনন্তরং গৃহং প্রবিশ্যতে তয়ৈব, তাভির্গোপীভিস্তু স্মিতং মিথ্যার্তি-স্বীকারাৎ ত্রাসশ্চ যশোদানির্গমাৎ তাভ্যাং সহিতং যথা স্যাত্তথা অস্য কৃষ্ণস্য তদুদ্বর্তনং গীতৈঃ কৃত্বা তস্য গীতপ্রিয়ত্বাৎ। যশোদায়াং ভৎসীৎকারশব্দাচ্ছাদনার্থং বা সংপাদ্যতে সমাপতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৪। সেই উদ্বর্তনোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণের আর্তিস্বর শ্রবণ করিয়া মা যশোদা শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইল? কি হইল?' এস্থলে সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি হইয়াছে।

৯৫। অনন্তর শ্রীযশোদা পুত্রের সুস্মিত বদন অবলোকন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে গোপীগণ তাঁহার মিথ্যা আর্তি-সীৎকার-হেতু ত্রাস ও হাস্য সহকারে গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্বর্তনক্রিয়া সমাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতপ্রিয় বলিয়া উদ্বর্তনক্রিয়ার সময়েও তাঁহারা গান করিলেন। অথবা শ্রীযশোদা-সকাশে তাঁহার আর্তিসীৎকার শব্দ আচ্ছাদন জন্য বা নির্বিঘ্নে উদ্বর্তনক্রিয়া সমাপ্তির জন্য গান করিলেন।

৯৬। অথ কোষ্ণৈঃ সুবাসৈস্তং যামুনৈর্নির্মলৈর্জলৈঃ।
সলীলং স্নাপয়ামাস রত্নকুম্ভঘটীভৃতৈঃ॥

৯৭। নী তৈঃ স্বস্বগৃহান্মালালেপনাম্বরভূষণৈঃ।
বিচিত্রৈর্নটবেষেণাভূষয়ংস্তং যথারুচি॥

মূলানুবাদ

৯৬। অনন্তর ঈষদুষ্ণ সুবাসিত যমুনার নির্মল জল রত্নকুম্ভ হইতে ঘটি দ্বারা গ্রহণপূর্বক জল প্রক্ষেপাদি দ্বারা হাস-পরিহাসাদি লীলার সহিত স্নান করাইতে লাগিলেন।

৯৭। তাঁহারা নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত মালা, অনুলেপন, বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা যথারুচি বিচিত্র নটবর বেশে তাঁহাকে সুসজ্জিত করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬। কোষ্ণৈঃ ঈষদুষ্ণৈঃ, সুবাসৈঃ সুগন্ধিভিঃ তং কৃষ্ণং সলীলং জলপ্রক্ষেপাদি-লীলাসহিতং তস্য বিশেষণং ক্রিয়াবিশেষণং বা, ঘটী স্বল্পো ঘটঃ॥

৯৭। যথারুচীতি, কৃষ্ণায় যদ্ রোচতে তদনতিক্রম্য। যদ্বা, স্বস্বরুচানুসারেণে-ত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৯৭। যথারুচি—শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অভিরুচি, অথবা নিজ নিজ রুচি অনুসারে।

৯৮। ভোগ্যঞ্চ নিভৃতং কিঞ্চিৎ ভোজয়িত্বোক্তবস্তুভিঃ।
মুহুর্নীরাজনং কৃত্বা দধ্যুস্তানি স্ব-মূর্ধসু॥

৯৯। দিব্যচন্দন-কাশ্মীর-কস্তূরীপঙ্ক-মুদ্রয়া।
গল-ভাল-কপোলাদৌ চিত্রয়ামাসুরদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

৯৮। অনন্তর গোপীগণ নিভৃতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া নীরাজন-বিহিত বস্তু দ্বারা বার বার নীরাজন পূর্বক সেই সকল দ্রব্য নিজ নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইলেন।

৯৯। দিব্য চন্দন কস্তুরি-কুঙ্কুম-পঙ্ক দ্বারা কণ্ঠ, কপোল ও ললাটে অতি সুন্দর-রূপে চিত্র অঙ্কন করিয়া দিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৮। ভোগ্যং নবনীতাদিকং নিভৃতং ভোজয়িত্বেতি প্রেমবিশেষ সঙ্গোপনায় শ্রীযশোদাবঞ্চনায় বা, অন্যথা বারং বারং ভোজনেন পুত্রস্যোদরাস্বাস্থ্যাদিশঙ্কয়া তস্যাঃ ক্রোধোৎপত্তেঃ। উক্তৈর্নীরাজনবিহিতৈর্বস্তুভিঃ, কর্পূরদীপসর্ষপাদিভিঃ তানি নীরাজিতবস্তুনি॥

৯৯। দিব্যানাং পরমোত্তমানাং চন্দনাদীনাং পঙ্কস্য লেপস্য মুদ্রয়া অঙ্কবিশেষেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। অনন্তর গোপীগণ নিভৃতে নবনীতাদি ভোজ্যবস্তু তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। এখানে নিভৃত বলিবার তাৎপর্য এই যে, প্রেমবিশেষ সঙ্গোপনের নিমিত্ত। কিংবা শ্রীযশোদা-বঞ্চনের নিমিত্ত ; অন্যথা বারংবার ভোজনে পুত্রের উদরাময় হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে—এই আশঙ্কায় জননীর ক্রোধোদ্রেক হইতে পারে। উক্ত নীরাজন-বিহিত দ্রব্য কর্পূর, দীপ ও সর্ষপাদি দ্বারা নীরাজন করিলেন এবং সেই সকল নীরাজিত দ্রব্য স্ব স্ব মস্তকে স্থাপন করিলেন।

৯৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১০০। সভাবং বীক্ষ্যমাণাস্তা হস্তং সংস্তভ্য যত্নতঃ।
প্রবৃত্তা নেত্রকমলে তস্যোজ্জ্বলয়িতুং মুদা॥

১০১। বন্যক্রীড়াসুখং কৃষ্ণো ভূরিশস্তাসু ভাষতে।
বিচিত্রাণি চ নর্মাণি কাঞ্চিচ্চ তনুতে রাতিম্॥

মূলানুবাদ

১০০। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপসুন্দরীগণের মধুরভাব দর্শন করিলেন, আর তাঁহারাও সেই ভাবজনিত হস্তস্তম্ভাদি যত্নপূর্বক সম্বরণ করিয়া হর্ষভরে নেত্রকমল কাজল দ্বারা উজ্জ্বলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০১। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমীপে বন্য-ক্রীড়াসুখ বর্ণন করিলেন এবং বিচিত্র বিচিত্র নর্মবাক্য প্রয়োগ করিয়া রতিসুখ (কুচস্পর্শাদি ক্রীড়াসুখ) বিস্তার করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০। বীক্ষ্যমাণাঃ কৃষ্ণেনৈব দৃশ্যমানাঃ ; হস্তং স্বস্বকরাব্জং সংস্তভ্য স্থিরীকৃত্য। তদীয়-সভাববীক্ষণতস্তাসামপি ভাববিশেষোদয়েন হস্তকম্পাৎতন্নেত্রকমলোজ্জ্বলনা-সম্পত্তেঃ॥

১০১। রতিং কুচালম্ভনাদিক্রীড়াম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। বীক্ষ্যমাণা—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দৃশ্যমানা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদের ভাববিশেষের উদয়-হেতু হস্ত কম্পন জন্য নেত্রকমলে কজ্জল প্রদান অসম্পূর্ণ রহিল, এজন্য তাঁহারা যত্নপূর্বক ভাব সম্বরণ করিয়া নেত্রকমল কজ্জলে উজ্জ্বলিত করিলেন।

১০১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১০২। এবমন্যোন্যসৌহার্দভর-প্রকটনেন হি।
বেশঃ সমাপ্তিং নায়াতি লোপ্যমানস্তথা মুহুঃ॥

১০৩। ভূয়ো ভূয়ো যশোদা চ পুত্রস্নেহাতুরান্তরা।
বহির্নির্গত্য পশ্যন্তী বদত্যেবং রুমেব তাঃ॥

শ্রীযশোদোবাচ—

১০৪। লোলপ্রকৃতয়ো বাল্যাদহো গোপকুমারিকাঃ।
স্নানালঙ্করণং নাস্যাধুনাপি সমপদ্যত॥

মূলানুবাদ

১০২। এইরূপে পরস্পর সৌহৃদ্যরাশি প্রকটন-হেতু বেশ-রচনা ক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই। কারণ, গোপীগণ অঙ্গস্পর্শ-লোভে বারবার তিলকাদি রচনা করেন, আর শ্রীকৃষ্ণও বারবার তাহা লোপ করেন।

১০৩। পুত্রস্নেহাতুরা যশোদা বারবার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিতেছেন যে, পুত্রের বেশ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি না, বিলম্ব দেখিয়া রোষবশতঃ গোপীদিগকে একথা বলিয়াছিলেন—

১০৪। শ্রীযশোদা বলিলেন, হে গোপকুমারিকাসকল! বাল্য স্বভাববশতঃ তোমরা বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির, এতক্ষণ পর্যন্ত স্নান বা বেশ-রচনাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইল না?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০২। বেশঃ তিলকবিরচন-তালচিত্রণাদিঃ সমাপ্তো ন স্যাৎ। তথেতি হেত্বন্তরে ; মুহুর্লোপ্যমানঃ—'ইদং সাধু ন বৃত্তং, লুপ্ত্বা পুনর্নির্মীয়তাম্' ইত্যেবং তেনৈব পুনঃ পুনরুৎসাদ্যমান ইত্যর্থঃ॥

১০৩। পুত্রস্নেহেন আতুরং বিবশং অন্তরং হৃদ্‌যস্যাঃ সাঃ। এবং বক্ষ্যমাণং তা গোপীঃ প্রতি বদতি। ইবেতি তত্ত্বতো রোষাভাবাৎ॥

১০৪। গোপানাং কুমারিকা বাল্যাদেবারভ্য লোলাশ্চঞ্চলাঃ প্রকৃতয়ঃ স্বভাবাঃ যাসাং তাদৃশ্যো ভবন্তি। সম্বোধনদ্বয়ং বা। তল্লিঙ্গমাহ—স্নানেতি। অস্য কৃষ্ণস্য ন সমপদ্যত ন সমাপ্তমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। বেশ-রচনা, অর্থাৎ কপোলদেশে তিলক বিরচণাদি ক্রিয়া (সমাপ্ত হয় নাই), কারণ, বারংবার সেই রচনা বিলোপন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বার-বার 'ইহা সুন্দর হয় নাই' এই বলিয়া লোপ করিয়া দেন, কাজেই পুনর্নির্মাণ করিতে হয়। এই প্রকারে মুহুর্মুহু শ্রীকৃষ্ণ-বিলোপন-হেতু বেশ-রচনা উৎসাদিত হওয়াতে তাহা সমাপ্ত হয় নাই।

১০৩। পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়া শ্রীযশোদা পুত্রের বেশ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্য বারংবার পাকশালা হইতে বহির্গত হইয়া রোষ ভরে সেই গোপীদিগের প্রতি এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে 'ইব'কার দ্বারা তত্ত্বতঃ রোষাভাব বুঝিতে হইবে।

১০৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীসরূপ উবাচ—

১০৫। তাসাং নিরীক্ষ্যমাণানাং পরিতঃ স্ব-প্রিয়ং মুহুঃ।
পরিহাসোৎসুকং চিত্তং বৃদ্ধাভিপ্রেত্য সাব্রবীৎ॥

১০৬। অরে পুত্রি যশোদেঽত্র হর্ষাদেত্য নিরীক্ষ্যতাম্।
ভবত্যাঃ শ্যামলং পুত্রং নিন্যুঃ সুন্দরতামিমাঃ॥

১০৭। স্ব-ধাত্র্যা বাক্যমাকর্ণ্য মুখরায়াঃ পুনর্বহিঃ।
ভূত্বাভিপ্রেত্য তন্নর্ম সরোষমিব সাব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

১০৫। শ্রীসরূপ বলিলেন, সেই গোপসুন্দরীগণ বারবার স্ব প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলে, কোন এক পরিহাসোৎসুকা বৃদ্ধা তাঁহাদের চিত্ত ভাব অবগত হইয়া বলিলেন—

১০৬। অয়ি পুত্রি যশোদে। এখানে আগমন করিয়া হর্ষভরে নিরীক্ষণ কর। দেখ, তোমার শ্যামবর্ণ পুত্রকে এই বালিকাসকল গৌরবর্ণ করিয়াছে।

১০৭। স্বীয় ধাত্রী মুখরার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযশোদা পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধাকথিত নর্মবাক্যের সরোষে উত্তর প্রদান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৫। স্বপ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং পরিতঃ সর্বতো মুহর্নিরীক্ষ্যমাণানাং তাসাং গোপীনাং তত এবং পরিহাসে উৎসুকং চিত্তমভিপ্রেত্য। সা তাসাং তস্য চ প্রিয়ঙ্করী॥

১০৬। নিরীক্ষ্যণীয়মেবাহ—ভবত্যা ইতি। ইমা বালিকাঃ॥

১০৭। মুখরাসংজ্ঞায়াঃ, তচ্চ নর্ম ইত্যভিপ্রেত্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৫। সেই ব্রজসুন্দরীগণ চতুর্দিক আবৃত করিয়া বার-বার স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময় গোপীগণের প্রিয়কারী বৃদ্ধা মুখরা "তাঁহাদের চিত্ত পরিহাসে উৎসুক হইয়াছে" জানিয়া উল্লাস ভরে বলিলেন।

১০৬-১০৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযশোদাবাচ—

১০৮। **সহজাশেষসৌন্দর্যনীরাজিতপদাম্বুজঃ।**
জগন্মূর্ধ্নি নরীনর্তি মদীয়শ্যামসুন্দরঃ॥

১০৯। **এতৎপাদনখাগ্রৈকসৌন্দর্যস্যাপি নার্হতি।**
সৌন্দর্যভারঃ সর্বাসামাসাং নীরাজনং ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

১০৮। শ্রীযশোদা বলিলেন, স্বাভাবিক অশেষ সৌন্দর্য যাহার পাদপদ্মের নীরাজনা করিতেছে, সেই মদীয় পুত্র শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য সমস্ত জগতের সৌন্দর্যশ্রীর মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছে।

১০৯। ইহা নিশ্চয় জানিও, এই সকল গোপকুমারীর সৌন্দর্যভার আমার শ্যামসুন্দরের পাদনখাগ্রের সৌন্দর্য-কণারও নীরাজন-যোগ্য নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৮। সহজৈঃ স্বাভাবিকৈরশেষসৌন্দর্যৈঃ নীরাজিতং পদাম্বুজং যস্য সঃ ; অতএব জগতাং মূর্ধ্নি মদীয়ো মৎপুত্রো নরীনর্তি সর্বসুন্দরগণানাং পরমমূর্ধন্য ইত্যর্থং। শ্যামশ্চাসৌ সুন্দরশ্চেতি শ্যামতয়ৈব পরমসুন্দরত্বমভিপ্রেতম্॥

১০৯। ননু অন্যো জনো মা ভবতু মাম, ইমাস্তু গৌরাঙ্গ্যঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ পরম-সুন্দর্যস্তত্রাহ—এতদিতি। সর্বাসাম্ আসাং শ্রীরাধাদীনাং সৌন্দর্যভারঃ এতস্য মদীয়-শ্যামসুন্দরস্য যৎপাদনখাগ্রস্য একমেকতরং সৌন্দর্য্যং তস্যাপি নীরাজনং নার্হতি। ধ্রুবং নিশ্চিতম্ ; ভারশব্দস্যায়মভিপ্রায়ঃ—যচ্চ কিঞ্চিৎ সৌন্দর্যমাসাং বিদ্যতে, তন্মদীয়শ্যামসুন্দরস্য বধূত্বাভাবেন বৈফল্যাপত্তের্ভার এবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। সহজ—স্বাভাবিক অশেষ সৌন্দর্য যাহার পাদপদ্মে নীরাজিত হইতেছে, সেই আমার পুত্র (শ্যামসুন্দর) সৌন্দর্য বিষয়ে সর্বসুন্দরগণের মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছে। অভিপ্রায়—শ্যামল বর্ণই পরমসুন্দর।

১০৯। যদি বল, অন্যজন না হউক, কিন্তু এই গৌরাঙ্গী পরমসুন্দরী শ্রীরাধাদির সৌন্দর্য কি তোমার শ্যামসুন্দরের যোগ্য হইবে না? তুমি এই গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাদির সৌন্দর্য দেখিয়া কি গর্ব করিতেছ? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইহাদের এই সৌন্দর্যভার শ্যামসুন্দরের পদনখাগ্র-সৌন্দর্যের এক কণামাত্রেরও নীরাজনযোগ্য নহে। 'ভাব' শব্দের অভিপ্রায় এই যে, ইহাদের যা কিছু সৌন্দর্য আছে, তাহা আমার শ্যামসুন্দরের বন্ধুত্ব অভাবে ভাবস্বরূপ অর্থাৎ বিফল হইবে।

শ্রীসরূপ উবাচ—

১১০। তৎ সৌন্দর্যং সা চ লাবণ্যলক্ষ্মী, স্তন্মাধুর্যং তস্য কিং বর্ণিতং স্যাৎ।
দ্রব্যৈর্যোগ্যা লৌকিকৈর্নোপমা স্যাৎ, কিম্বান্যেন দ্বারকেন্দ্রেণ নাপি॥

১১১। কৃষ্ণো যথা নাগরশেখরাগ্র্যো, রাধা তথা নাগরিকাবরাগ্র্যা।
রাধা যথা নাগরিকাবরাগ্র্যা, কৃষ্ণস্তথা নাগরশেখরাগ্র্যঃ॥

মূলানুবাদ

১১০। শ্রীসরূপ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! শ্রীযশোদানন্দনের সেই সৌন্দর্যরাশি, সেই লাবণ্যশোভা, তথা সেই মাধুর্যাদির কি বর্ণন করিব? কারণ, কমল প্রভৃতি লৌকিক দ্রব্যের সহিত তাঁহার উপমা হয় না ; কিংবা অন্যান্য অবতারের সহিত এমন কি সাক্ষাৎ দ্বারকেন্দ্রের সহিতও তাঁহার রূপমাধুর্যাদির তুলনা হয় না।

১১১। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নাগরশেখরাগ্রগণ্য, শ্রীরাধাও তদ্রূপ নাগরিকাবরাগ্র্যা, আর শ্রীরাধা যাদৃশী নাগরিকাবরাগ্র্যা, শ্রীকৃষ্ণও তাদৃশ নাগরশেখরাগ্রা।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১০। ননু শ্রীযশোদানন্দনস্য তস্য কীদৃশং তৎ সৌন্দর্যম্? বিশেষেণ কথয়তি চেত্তত্রাহ—তদিতি। পরমাদ্ভুতং সৌন্দর্যমঙ্গসৌষ্ঠবং, লাবণ্যং কান্তিবিশেষস্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পত্তির্বা, মাধুর্যং হসিতাদি। তব হেতুমাহ—দ্রব্যৈরিতি। লৌকিকৈ-র্দ্রব্যৈঃ শ্রীলোচনাদীনাং কমলাদিভিঃ, যদ্বা, লোকানুসারিভিঃ শ্রীবিষ্ণ্বাদিভিরপি তস্যোপমা ন স্যাৎ, তস্য পরমলোকাতীতত্বাৎ। ননু তর্হি শ্রীনারায়ণাদিভিঃ সহ দৃষ্টান্তেন কথয়েতি চেত্তত্রাহ—কিং বেতি। অন্যেন শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরেণ শ্রীমদ্ অযোধ্যানাথেনাপি বা তস্যোপমা যোগ্যা ন স্যাদিতি কিং বক্তব্যম্? দ্বারকেন্দ্রেণ শ্রীযদুনাথেনাপি তস্যোপমা যোগ্যা ন স্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদপ্যধিকালিক-সৌন্দর্যযুক্ত ইতি ভাবঃ॥

১১১। কিন্তু কেবলং শ্রীরাধিকৈব তদুপমাযোগ্যেত্যাশয়েনাহ—কৃষ্ণ ইতি। নাগরাণাং বিদগ্ধানাং শেখরেষু মূর্ধন্যেষ্বপি অগ্র্যঃ পরমশ্রেষ্ঠঃ। তস্যাশ্চ সদৃশঃ স এবৈকো নান্য ইত্যাহ—রাধেতি। এবং তয়োরন্যোহনং সাদৃশ্যং তাভ্যামেব, স ত্বন্যেন কেনাপীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। যদি বল, শ্রীযশোদানন্দনের সেই সৌন্দর্য কি প্রকার? তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন! তাহাতেই বলিতেছেন, শ্রীযশোদানন্দনের সেই সৌন্দর্য পরমাদ্ভুত। তাঁহার সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, সেই লাবণ্যলক্ষ্মী (কান্তি বিশেষের শোভা বা সম্পত্তি) সেই মাধুর্য (সর্বাবস্থায় অত্যন্ত রুচিকর হসিতাদি) এই সকলের বিষয় কি বর্ণন করিব? তাহার হেতু এই যে, কমলাদি লৌকিক দ্রব্যের সহিত লোকাতীত শ্রীলোচনাদির উপমা হইতে পারে না। অথবা লোকানুসারী দৃষ্টান্তানুসারে তাঁহার অবতার শ্রীবিষ্ণু আদির সহিতও তুলনা হয় না। কারণ, তাঁহার সৌন্দর্যাদি বিষয় পরম লোকাতীত। যদি বল, তাহা হইলে শ্রীনারায়ণাদির সহিত দৃষ্টান্তদ্বারা কিঞ্চিৎ বর্ণন করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, কি বর্ণন করিব? বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের বা অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দ্বারকেন্দ্র শ্রীযদুনাথের সহিতও শ্রীযশোদানন্দনের সৌন্দর্যাদি বিষয়ে তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকাধিক সৌন্দর্যযুক্ত।

১১১। কিন্তু কেবল শ্রীরাধিকা তাঁহার উপমাযোগ্য—এই আশয়ে বলিতেছেন, 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নাগরশেখর বিদগ্ধ শিরোমণি, শ্রীরাধিকাও তাঁহার সদৃশ নাগরিকাবরাগ্র্যা বিদগ্ধা নায়িকাগণের শিরোভূষণস্বরূপা। অতএব উভয়েই উভয়ের উপমাস্থল। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ে তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে, নতুবা অন্য কোন তুলনা নাই।

১১২। স্নাত্বা গতং গোপরাজং বলরামেণ সংযুতম্।
সংলক্ষ্য লীনাস্তাঃ সর্বা দ্রুতং কৃষ্ণোঽগ্রতোঽভবৎ॥

১১৩। নন্দো ভোজনশালায়ামাসীনঃ কনকাসনে।
ভোজনং কর্তুমারেভে তথা তৌ তস্য পার্শ্বয়োঃ॥

১১৪। যশোদানন্দনো বামে দক্ষিণে রোহিণী-সুতঃ।
তেষামহন্তু মহতাগ্রহেণাভিমুখে পৃথক্॥

মূলানুবাদ

১১২। অতঃপর শ্রীবলদেবের সহিত গোপরাজ স্নান করিয়া তথায় আগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়াই গোপীগণ সকলেই আত্মগোপন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ পিতার সহিত মিলিত হইলেন।

১১৩। শ্রীনন্দ ভোজনশালায় কনকাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং দুই ভ্রাতা তাঁহার দুই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরে সকলে ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

১১৪। তাঁহার বামপার্শ্বে যশোদানন্দন, আর দক্ষিণপার্শ্বে রোহিণীতনয় উপবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহাদের আগ্রহে তাঁহাদেরই সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। প্রস্তুতমাহ—স্নাত্বেতি। আগতং সংলক্ষ্য স্বরাদিলক্ষণেনাভিজ্ঞায় তা গোপ্যো লীনাঃ প্রচ্ছন্না বভূবুঃ॥

১১৩। তথেতি সমুচ্চয়ে। তৌ দ্বাবপি ভ্রাতরৌ তস্য নন্দস্য পার্শ্বদ্বয়ে কনকাসনয়োরাসীনৌ ভোজনং কর্তুমারেভাতে ইত্যর্থঃ॥

১১৪। তত্রাসনপ্রকারমাহ—যশোদেতি। বামপার্শ্বে তস্যাসনঞ্চ জ্যেষ্ঠত্বেন দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবলরামস্যাসনাথ। তথা শ্রীনন্দেন স্বহস্তেন সুখং পুত্রভোজনস্য কারণাচ্চ। অহন্তু অভিমুখে নন্দস্য সম্মুখে ; তেষাং শ্রীনন্দাদীনাং মহতা আগ্রহেণ ; পৃথগিত্যনেন তেষাম্ একত্রৈব ভোজনং ধ্বনিতম্। তয়োরকৃতোপবীতত্বেনাদোষাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন। গোপরাজ শ্রীনন্দ স্নান

করিয়া তথায় আগমন করিতেছেন (স্বরাদি লক্ষণে) অবগত হইয়া সেই গোপসুন্দরীগণ সকলেই প্রচ্ছন্ন হইলেন।

১১৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১১৪। তাঁহাদের ভোজনাসনের প্রকার বলিতেছেন। শ্রীনন্দের বামপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। কারণ, শ্রীনন্দ পুত্রের সুখের জন্য তাঁহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠত্ব-হেতু তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবলরাম উপবেশন করিলেন। আর আমি শ্রীনন্দাদির মহতী আগ্রহে তাঁহাদের সম্মুখে উপবেশন করিলাম। এই প্রকার পৃথক উপবেশন বলায় তাঁহাদের একত্র ভোজনই সূচিত হইতেছে। বিশেষতঃ রাম-কৃষ্ণ অনুপবীত বলিয়া তাঁহাদের একত্র ভোজন দোষাবহ নহে।

১১৫। শ্রীরোহিণ্যা পরিষ্কৃত্য রাত্নসৌবর্ণরাজতৈঃ।
বিবিধৈর্ভাজনৈর্দিব্যৈঃ প্রহিতং গৃহমধ্যতঃ॥

১১৬। পরিবেষ্যমাণং স্নেহেন মাত্রা ভোগপুরন্দরঃ।
সর্বসদ্‌গুণসম্পন্নমন্নং ভুঙ্‌ক্তে চতুর্বিধম্॥

মূলানুবাদ

১১৫-১১৬। ঐ সময়ে শ্রীরোহিণীদেবী পাকশালার পরিষ্কৃত রত্নমণ্ডিত সুবর্ণময় ও রজতময় বিবিধ প্রকার পাত্রে দিব্য দিব্য ভোজ্যদ্রব্য সজ্জিত করিতেছেন। আর শ্রীযশোদা অতি যত্নে তাহা পরিবেশন করিতেছেন। ভোগপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৫-১১৬। তত্র ভোজনে শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাধান্যতস্তদীয়-ভোজনপ্রকারং বিশেষেণাহ—শ্রীরোহিণ্যেতি দশভিঃ। পরিষ্কৃত্য, উপস্কৃত্য, দিব্যৈর্ভাজনৈঃ কৃত্বা গৃহমধ্যতঃ শ্রীরোহিণ্যা প্রহিতং চতুর্বিধমন্নং ভোগপুরন্দরো নিখিল-ভোগেন্দ্রঃ শ্রীযশোদানন্দনো ভুঙ্‌ক্তে ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। রাত্নৈশ্চ রত্ননির্মিতৈঃ সৌংর্ণৈশ্চ রাজতৈশ্চ। মাত্রা শ্রীযশোদয়া পরিবেষ্যমাণম্ সর্বৈঃ সদ্‌গুণৈঃ সৌরভ্যসারস্য-সৌবর্ণ্যাদিভিঃ সম্পন্নম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫-১১৬। সেই ভোজনে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য বলিয়া তদীয়া ভোজনপ্রকারই বিশেষরূপে দশটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। পরিষ্কৃত—উপস্কৃত। গৃহমধ্যস্থিত শ্রীরোহিণীদেবী দিব্য দিব্য পাত্রে ভোজ্যদ্রব্যসকল সজ্জিত করিতেছেন ; মাতা শ্রীযশোদা পরিবেশন করিতেছেন ; ভোগপুরন্দর (নিখিল ভোগেন্দ্র) শ্রীযশোদা-নন্দন সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন (সৌরভ্য, সারস্য ও সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট) চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিতেছেন।

১১৭। পৃথক পৃথক্ কচোলাসু বিচিত্রাসু প্রপূরিতম্।
বিস্তীর্ণকনকস্থল্যাং নীত্বা কবলয়ন্ ভৃশম্॥

১১৮। মাত্রা কদাচিৎ পিত্রা চ ভ্রাত্রাপি ক্রমশোম্মুখে।
সমর্প্যমাণং যত্নেন কবলং লীলয়াদদৎ॥

১১৯। তথা পানকজাতঞ্চ কচোলাভৃতমুত্তমম্।
ভৃঙ্গারিকাভৃতাশ্চাপো মধ্যে মধ্যে পিবন্ শিবাঃ॥

১২০। আদৌ সুমৃষ্টমুৎকৃষ্টং কোষ্ণং সঘৃতশর্করম্।
পায়সং নাড়িকা-পূপ-ফেণিকা-রোটিকাযুতম্॥

১২১। অন্যানি ঘৃতপক্কানি রসালাসহিতানি চ।
দধিদুগ্ধবিকারোত্থমিষ্টান্নান্যপরাণ্যপি॥

১২২। মধ্যে সূক্ষ্মং সিতং ভক্তং কোষ্ণং সুরভিকোমলম্।
বটকৈঃ পর্পটৈঃ শাকৈঃ সূপৈশ্চ ব্যঞ্জনৈঃ পরৈঃ॥

১২৩। মধুরাম্লরসপ্রায়ৈঃ প্রায়ো গোরসসাধিতৈঃ।
কটুচূর্ণান্বতৈরল্পদ্রব্যৈঃ সলবণৈর্যুতম্॥

১২৪। অন্তে পুনঃ শিখরিণীং বিকারান্ দধিসম্ভবান্।
হিঙ্গ্বাদিসংস্কৃতং তক্রং বুভুজে মাঞ্চ ভোজয়ন্॥

মূলানুবাদ

১১৭। পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র কটোরা-পরিপূর্ণ ভোজ্যদ্রব্য এক বিস্তীর্ণ কনক থালীর উপর স্থাপন পূর্বক গ্রাসরূপে রচনা করিয়া যথেষ্ট ভোজন করিতেছেন।

১১৮। কোন সময়ে মাতা, কোন সময়ে পিতা, কোন সময়ে বা ভ্রাতা যত্নপূর্বক ক্রমশঃ মুখে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেছেন। তিনিও লীলাস্বরূপ সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিতেছেন।

১১৯। কচোলাপূর্ণ পানক জাতীয় সামগ্রী ও ভৃঙ্গার-পরিপূরিত পরমোত্তম সুবাসিত জল মধ্যে মধ্যে (অন্ন ভোজন অবসরে) পান করিতেছেন।

১২০-১২৪। প্রথমতঃ ঘৃত ও শর্করাসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পায়স, ঝিলাপী, পিষ্টক, বাতাসা ও রোটিকা ভক্ষণ করিলেন। পরে রসালার সহিত অন্যান্য ঘৃতপক্ক দ্রব্য, দধি-দুগ্ধ-বিকার-জাত আমিক্ষা (ছানা) প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং বটক,

পাঁপড়, শাক, সূপ, ব্যঞ্জনাদির সহিত ঈষদুষ্ণ, সূক্ষ্ম, শুভ্র ও সুরভিত কোমল অন্ন ভোজন করিলেন। দধি-বড়া (পকড়া) আদি মধুর অম্বল রস, কটু, তিক্ত, লবণ ও ভৃষ্ট জীরকাদি সংযুক্ত নানাবিধ খাদ্য ভোজন করিবার পর পুনরায় গোরস-সাধিত শিখরিণী, দধি-বিকার তরল খাদ্য ভোজন করিয়া তক্রপান করিলেন আর আমাকেও পান করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৭। তৎপ্রকারবিশেষমাহ—পৃথগিতি দ্বাভ্যাম্। কবলয়ন্ কবলরূপেণ রচয়ন্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি পূর্বেনৈবান্বয়ঃ॥

১১৮। আদদৎ স্বীকুর্বন্॥

১১৯। তথেতি সমুচ্চয়ে। কচোলানু ভৃতং পূরিতম্। মধ্যে মধ্যেঽন্নভোজনস্য অন্তরান্তরা। শিবাঃ পরমোত্তমাঃ॥

১২০-১২৪। তত্রৈব ক্রমমাহ—আদাবিতি। সুমৃষ্টং পরম-মধুরং পরমোজ্জ্বলং বা, নাড়িকাদিভিরন্বিতং বুভুজে ইতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। রসালা, শিখরিণী, দধিদুগ্ধয়োর্বিকারেভ্যঃ প্রকারবিশেষেভ্যঃ উত্থানি সিদ্ধানি মিষ্টান্নানি আমিক্ষাদীনি। মধ্যে চ ভক্তং শাল্যোদনং বটকাদিভির্যুতং বুক্ষুজে ইত্যনেনৈবান্বয়ঃ। ব্যঞ্জনান্যেব বিশিনষ্টি—মধুরেতি। কেবলৈরম্লদ্রব্যৈশ্চ কাদিকাদিভির্যুতম্। কীদৃশৈস্তৈঃ? কটুনাং মরিচ্যাদীনাং চূর্ণেনান্বিতৈঃ লবণসহিতৈশ্চ আদিশব্দেন লবণভৃষ্টজীরকাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭-১২৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১২৫। সা চর্বণোদ্যদরুণাধরচারুজিহ্বা,
গণ্ডস্থলাননসরোজবিলাস-ভঙ্গী।
ভ্রূচাপলোচন সরোরুহনর্ত্তনশ্রী,
বিদ্যোতিতা ন বচসা মনসাপি গম্যা॥

১২৬। গোপিকাভিশ্চ মিষ্টান্নমানীয় স্ব-স্ব গেহতঃ।
ক্ষীরাজ্যশর্করাপক্কং যশোদাগ্রে ধৃতং তদা॥

১২৭। বিচিত্রলীলয়া তত্তৎ সশ্লাঘং বুভুজেঽসকৃৎ।
তাঃ সর্বাঃ রঞ্জয়ন্ কিঞ্চিদ্ভোজয়ম্ স্ব-করেণ মাম্॥

১২৮। অথ শ্রীরাধিকানীয় সা মনোহরলড্ডুকম্।
কৃষ্ণস্য বামতো দধ্রে গুটিকাপূরিকান্বিতম্॥

১২৯। নিষ্কৃষ্য তন্নখাগ্রেণ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ কিয়ৎ।
জিহ্বাগ্রে ন্যস্য চক্রেঽসৌ নিম্ববন্মুখবিক্রিয়াম্॥

মূলানুবাদ

১২৫। শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালে অভিব্যক্ত অরুণবর্ণ অধর, চারু জিহ্বা, সুন্দর গণ্ডস্থল ও আনন-সরোজের বিলাসভঙ্গী এবং ভ্রূধনু ও লোচনকমলে প্রকাশিত অপূর্ব নর্তন-শ্রী, মন-বচনের অগোচর।

১২৬। গোপিকাগণও শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত স্ব স্ব গৃহ হইতে আনীত ক্ষীর, ঘৃত ও শর্করা সংযুক্ত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য শ্রীযশোদার অগ্রে স্থাপন করিলেন।

১২৭। বিচিত্র লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিয়া অর্থাৎ সাধু সাধু ইত্যাদি প্রশংসাবাক্য সহ তাঁহাদের মনোরঞ্জন নিমিত্ত ভোজন করিলেন এবং স্বহস্তে আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন।

১২৮। অনন্তর শ্রীরাধিকার আনীত গুটিকা-পূরিকাসংযুক্ত মনোহর নামক লড্ডুক শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে স্থাপন করিলেন।

১২৯। শ্রীকৃষ্ণ ঐ লড্ডুক তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রদ্বারা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া জিহ্বাগ্রে প্রদান করিলেই নিম্ব ভোজনের ন্যায় মুখভঙ্গী করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৫। ননু ভোজনজং তস্য শ্রীমুখশোভাবিশেষং বর্ণয়েত্যপেক্ষায়ামাহ—

সেতি। পরমাদ্ভুতা চর্বণেন নাড়িকাদীনাং দন্তৈরবখন্তনেন উদ্‌যন্তী আবির্ভবন্তী অরুণাধরাদি-বিলাসভঙ্গী, বচসা মনস্যাপি গম্যা প্রাপ্যা ন ভবতি। কীদৃশী? ভ্রূচাপয়োর্লোচনসরোরুহয়োশ্চ নর্তনস্য শ্রিয়া শোভয়া বিদ্যোতিতা বিশেষেণ প্রকাশিতা॥

১২৬। ক্ষীরৈরাজ্যৈশ্চ ঘৃতৈঃ শর্করাদিভিশ্চ পক্বম্॥

১২৭। শ্লাঘয়া সাধু সাধ্বিত্যাদি প্রশংসয়া সহিতং যথা স্যাৎ। তা গোপিকা রঞ্জয়ন্ রঞ্জয়িতুম্॥

১২৮। অথ ভাভ্যঃ পশ্চাৎ সা উক্তমাহাত্ম্যা। মনোহরেত্যন্বর্থসংজ্ঞং লড্ডুকং মোদকম্। বামতো বামপার্শ্বে ; তত্র তস্য ধরণঞ্চ স্বয়ং তেন তস্য সুখগ্রহণায়েতি জ্ঞেয়ম্। গুটিকা-পূরিকাভ্যামন্বিতম্॥

১২৯। অসৌ কৃষ্ণশ্চ তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্নখাগ্রেণ তল্লড্ডুকং কিয়ৎ সর্বমেব নিষ্কৃষ্য ভুঙ্‌ক্ত্বাদায় নিম্ববৎ জিহ্বাগ্রে বিন্যাসেনৈব মুখস্য বিক্রিয়াং ভঙ্গীবিশেষং চক্রে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। যদি বল, ভোজনকালে অভিব্যক্ত তাঁহার শ্রীমুখ-শোভাবিশেষ কিঞ্চিৎ বর্ণন করুন। এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, ঝিলাপী প্রভৃতি চর্ব্য দ্রব্য সকল দন্ত দ্বারা খণ্ডনকালে বা চর্বণকালে অভিব্যক্ত তাঁহার অরুণবর্ণ অধর-ওষ্ঠাদির বিলাসভঙ্গী পরমাদ্ভুত। সেই বিলাসভঙ্গী কি প্রকার? ভ্রূধনু ও লোচন-কমলের অপূর্ব নর্তন-শ্রী, যাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর।

১২৬-১২৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১২৮। তদনন্তর শ্রীরাধিকার স্বহস্ত-প্রস্তুত গুটিকা-পূরিকাসংযুক্ত 'মনোহরা' নামক লড্ডুক তাঁহার বামপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ংই সুখে গ্রহণ করিতে পারেন।

১২৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৩০। ভ্রাতুঃ স্মিতং রুষং মাতুস্তস্যাং তাতস্য বিস্ময়ম্।
তন্বন্ সখীনাং মুগ্ধানামাধিং তস্যা দ্বিষাং মুদম্॥

১৩১। তদ্‌ভ্রাতৃবংশজাতস্য মম চিক্ষেপ ভাজনে।
তৎ সর্বাং পরমস্বাদু ভুক্ত্বাহং বিস্মিতোঽভবম্॥

মূলানুবাদ

১৩০। শ্রীকৃষ্ণের মুখভঙ্গী দেখিয়া ভ্রাতা শ্রীবলরাম ঈষৎ হাস্য করিলেন, মাতা শ্রীরাধিকার প্রতি কুপিত হইলেন, পিতা বিস্মিত হইলেন, মুগ্ধা সখীগণ ব্যথিত হইলেন এবং সপত্নী-সখীগণ আনন্দিত হইলেন।

১৩১। "হে শ্রীরাধে! তোমার ভ্রাতৃবংশজাত এই সরূপেরই যোগ্য" এই বলিয়া সেই মনোহর লড্ডুক আমার ভোজনপাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। আমি সেই পরম সুস্বাদু লড্ডুক ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩০। তত্র হেতুং বক্তুং তমেব বিশিনষ্টি—ভ্রাতুরিতি। শ্রীবলরামস্য স্মিতং তন্বন্ পরিহাসভঙ্গী বিস্তারণাৎ। তস্যাং শ্রীরাধিকায়াং বিষয়ে মাতুঃ শ্রীযশোদায়া রুষং ক্রোধম্, পুত্রং প্রতি তিক্তদ্রব্যদানাৎ। তাতস্য শ্রীনন্দস্য বিস্ময়ং তদীয়-তদ্দ্রব্যস্য তাদৃশত্বাসম্ভবাৎ। তস্যাশ্চ শ্রীরাধিকায়াঃ সখীনামাধিম্, তন্নীতদ্রব্যস্য প্রামাদিক-তিক্তত্বানুমানাৎ। মুগ্ধানামিত্যনেন বিদগ্ধানাং হর্ষবিশেষো জাতস্তদীয়-তাদৃক্-পরিহাস-ভঙ্গ্যা নিজসখীসৌভাগ্য-বিশেষতর্কণাদিতি ধ্বন্যতে। দ্বিষাং সপত্নীনাং চ মুদং সপত্ন্যানীতদ্রব্যস্য তাদৃশত্বাৎ। অত্রাপি মুগ্ধানামিত্যনুষঙ্গঃ॥

১৩১। তল্লড্ডুকাদিকঞ্চ মম ভাজনে ভোজনপাত্রে চিক্ষেপ। কুতঃ? তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া ভ্রাতুঃ শ্রীদাম্নো বংশে জাতস্য অয়ং ভাবঃ। নিম্বসদৃশমিদং মাদৃশাং যোগ্যং ন ভবেৎ, কিন্তু ত্বদ্‌বন্ধুনামেবোচিতমিত্যনেনৈব ভুজ্যতাম্। বস্তুতস্তু সর্বোৎকৃষ্টতরং তৎ পরমপ্রীত্যা ভোজনার্থং তস্মৈ দদাবিতি। অহঞ্চ তৎ সর্ব্বং ভুক্ত্বা বিস্মিতোঽভবম্ ; কুতঃ? পরমস্বাদু॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। তাহার হেতুবিশেষ বিবৃত হইতেছে। অনুজের পরিহাসভঙ্গীবিস্তার দেখিয়া শ্রীবলরাম ঈষৎ হাস্য করিলেন। পুত্রের প্রতি তাদৃশ তিক্তদ্রব্য-প্রদান-হেতু

মাতা শ্রীযশোদা শ্রীরাধিকার প্রতি কুপিত হইলেন। বুদ্ধিমতী শ্রীরাধিকা কিরূপে প্রমত্তা হইয়া তাদৃশ বিস্বাদ-দ্রব্য-প্রদান করিল? কিন্তু শ্রীরাধিকার তাদৃশ প্রমত্ততা অসম্ভব, এই ভাবিয়া শ্রীনন্দ বিস্মিত হইলেন। আর শ্রীরাধিকার মুগ্ধা সখীগণ তাঁহার আনীত দ্রব্যের তিক্তত্ব অনুমান করিয়া ভাবিলেন, হায়! আমাদের সখী শ্রীরাধিকা কিরূপে প্রমত্তা হইলেন? এখানে 'মুগ্ধা' এই বাক্যের দ্বারা বিদগ্ধা সখীগণের পরমহর্ষবিশেষ জাত-হেতু তাদৃশ পরিহাস-ভঙ্গী হইতে নিজ সখী শ্রীরাধিকার সৌভাগ্যবিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব এখানে 'মুগ্ধা' শব্দ অনুষঙ্গ মাত্র। আর সপত্নীগণ হর্ষলাভ করিলেন। কারণ, সপত্নী-আনীত দ্রব্যই তাদৃশ বিস্বাদযুক্ত।

১৩১। নাগরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহরা লড্ডুকাদি আমার ভোজনপাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। কি জন্য? আমি শ্রীরাধিকার ভ্রাতা শ্রীদামের বংশজাত বলিয়া। অভিপ্রায়—নিস্বসদৃশ এই লড্ডুকাদি মদীয় যোগ্য নহে, কিন্তু তোমার ভ্রাতৃবংশজাত এই বন্ধুরই যোগ্য। বস্তুতঃ সর্বোৎকৃষ্টতর সেই লড্ডুকসকল পরম প্রীতিপূর্বকই ভোজনার্থ আমার পাত্রে প্রদান করিলেন এবং আমিও সেই লড্ডুকাদি ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। কি জন্য? পরমস্বাদু বলিয়া।

১৩২। রাধয়া নিভৃতং কৃষ্ণঃ সভ্রূভঙ্গং নিরীক্ষিতঃ।
মৃদুস্মিতানতাস্যস্তাং কটাক্ষেণান্বরঞ্জয়ৎ॥

মূলানুবাদ

১৩২। সেই নিভৃতস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গী নিরীক্ষণ করিলেন এবং তিনিও মৃদু-স্মিতানত শ্রীরাধিকার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মনোরঞ্জন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩২। ননু সরলবুদ্ধেঃ, শ্রীযশোদায়া রোষেণ শ্রীরাধায়াঃ কচ্চিল্লজ্জাদুঃখং ন জাতমিত্যত্রাহ—রাধয়েতি। নিভৃতমিতি তত্রৈব কেনাপ্যলক্ষ্যত্বেনেত্যর্থঃ। মৃদু স্মিতং যস্মিন্ তচ্চ তৎ আনতঞ্চ আস্যং শ্রীমুখং যস্য সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩২। যদিও সরলবুদ্ধি শ্রীযশোদার রোষ প্রকাশে শ্রীরাধিকার কোনরূপ লজ্জা বা দুঃখ জাত হয় নাই, তথাপি তাঁহার রোষ প্রকাশে ব্যথিতের ন্যায় হইয়াই তিনি নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকটাক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। আর উক্ত রোষপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণও অবনতমুখে মৃদুহাস্য করিতে করিতে নিভৃতে তাঁহার শ্রীমুখকমল অবলোকন পূর্বক তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মনোরঞ্জন করিলেন।

১৩৩। সদ্যো বুদ্ধা ময়া লীলা সা বিদগ্ধশিরোমণেঃ।
নিজপ্রেমভরার্তানাং পরমপ্রীণনাত্মিকা॥

১৩৪। অথাচম্য যথান্যায়ং তাম্বূলং লীলয়োত্তমম্।
চর্বন্ স রাধিকাং পশ্যন্ চর্বিতং সম্মুখে ন্যধাৎ॥

১৩৫। মাতা স্নেহাতুরা মন্ত্রান্ পঠন্তী ভুক্তজারকান্।
বামপাণিতলেনাস্যোদরং মুহুরমার্জয়ৎ॥

মূলানুবাদ

১৩৩। আমি সদ্যই সেই লীলার রহস্য অবগত হইলাম। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম-ভরার্তজনের প্রতি পরমপ্রীতি বিস্তারের জন্যই বিদগ্ধশিরোমণির এতাদৃশী লীলা।

১৩৪। তদনন্তর তিনি যথারীতি আগমনপূর্বক লীলাভরে উত্তম তাম্বুল চর্বণ করিয়া শ্রীরাধিকাকে দেখিতে দেখিতে চর্বিত তাম্বুল আমার মুখে প্রদান করিলেন।

১৩৫। স্নেহাতুরা মাতা ভুক্তজারক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্বীয় বামপাণিতল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর বার বার মার্জন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৩। নিজেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়কেন তৎসম্বন্ধিনা বা প্রেমভরেণ আর্তানাং দীনানাং জনানাং যৎ পরমপ্রীণনং তদেব আত্মা তত্ত্বং যস্যাঃ সা। বহুব্রীহৌ কঃ॥

১৩৪। উত্তমমুৎকৃষ্টম্ ; স বিদগ্ধশিরোমণিঃ কৃষ্ণ, রাধিকাং পশ্যন্নিতি তদ্বন্ধুজনং প্রত্যপি তদভীষ্টদ্রব্যপ্রদানেন তস্যাঃ সন্তোষোৎপত্তে তস্যৈব বা সুখবিশোষোৎ-পত্তেরিতি দিক্॥

১৩৫। মাতা শ্রীযশোদা। অস্য কৃষ্ণস্য স্নেহাতুরেতি কথঞ্চিদপি তন্ন সম্ভবেদেব, কেবলং স্নেহবিবশত্বেনৈব তথা করোতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৩৪। সেই বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে দেখাইয়া তাম্বুলচর্বিত আমার মুখে প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুজনের প্রতিও তদভীষ্ট দ্রব্য প্রদানরূপে তাঁহার সন্তোষবিধান করিলেন এবং সেই সন্তোষ-হেতু নিজেরও সুখবিশেষ উৎপত্তি হইল। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

১৩৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৩৬। গোব্রজান্তর্গতো নন্দো রামঃ সুপ্তো বিচক্ষণঃ।
চংক্রম্যতে স্ম গীতানি গায়ন্ কৃষ্ণো ব্রজাঙ্গনে॥

১৩৭। ক্ষণং বিহৃত্য ব্রজসুন্দরীরতঃ স মাতুরাকারণ-গৌরবাদরাৎ।
সুখ স্ম শেতে শয়নালয়ং গতস্তল্পে পয়ঃফেনমনোজ্ঞতুলিকে॥

মূলানুবাদ

১৩৬। অতঃপর শ্রীনন্দ গো-ব্রজের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। বিচক্ষণ শ্রীবলরাম নিজ শয়নকক্ষে গমন করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ গান করিতে করিতে সেই অঙ্গনে পাদচালনা করিতে লাগিলেন।

১৩৭। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল সেই ব্রজসুন্দরীগণের সহিত বিহার করিয়া মাতা-কর্তৃক শয়নের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ আহ্বানের জন্য শয়নালয়ে গমন করিলেন এবং দুগ্ধফেননিভ তুলিকাসংযুক্ত মনোজ্ঞ শয্যায় শয়ন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৬। বিচক্ষণ ইতি কৃষ্ণস্য রহঃক্রীড়াবসরোহয়মিত্যাদিকং জানমিত্যর্থঃ। যশোদাপি গৃহকৃত্যার্থং গৃহান্তঃ-প্রবিষ্টেতি জ্ঞেয়ং বক্ষ্যমাণ্যকারণানুসারাৎ। কৃষ্ণশ্চ ব্রজাঙ্গনে চংক্রমতে পুনঃ পুনর্ভ্রমতি॥

১৩৭। স কৃষ্ণঃ ব্রজসুন্দরীষু রতঃ সকামঃ সন্ ক্ষণং বিহৃত্য চংক্রমণক্রীড়াং কৃত্বা মাতুঃ শ্রীযশোদায়া আকারণস্য তৎকৃতস্যাহ্বানস্য গৌরবমাধিক্যং তস্মিন্না-দরাদ্ধেতোঃ শয়নালয়ং গতঃ সন্ তল্পে শয্যায়াং সুখং শেতে স্ম অশয়িষ্ট। কীদৃশে? পয়ঃফেনাদপি মনোজ্ঞা শৌক্ল্যসৌকুমার্যাদিনা রুচিরা তুলিকা যস্মিন্ তস্মিন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৬। বিচক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রহঃ ক্রীড়ারসরাদি বিষয়ে রহস্যজ্ঞ। আর (বক্ষ্যমাণ কারণানুসারে) মা যশোদাও গৃহ-কৃত্য নির্বাহের জন্য গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাঙ্গণে পাদচালন (পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ) করিতে লাগিলেন।

১৩৭। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পাদচালন ক্রীড়া করিতে করিতে ক্ষণকাল ব্রজসুন্দরী-গণের সহিত সকামে বিহার করিয়া মাতা শ্রীযশোদা-কর্তৃক শয়নার্থ পুনঃপুনঃ আহ্বানের গৌরব বশতঃ (তাঁহার বাক্যের সম্মান রক্ষা জন্য) শয়নালয়ে গমন করিয়া শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন। সেই শয্যা কি প্রকার? দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শুভ্র তুলিকা-সংযুক্ত।

১৩৮। **নিরঙ্কপূর্ণেন্দুসমৈস্তথাপরৈর্মৃদূপধানৈর্যু তমস্তি যত্ততম্।**
অনর্ঘ্যরত্নাচিতকাঞ্চনোল্লসল্ললামপল্যঙ্কবরে মহাপ্রভে॥

মূলানুবাদ

১৩৮। মহাপ্রভাপূর্ণ অনর্ঘরত্ন-খচিত অতি সুন্দর কাঞ্চন পালঙ্কোপরি সেই শয্যা এবং নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মৃদুল উপাধানসমূহে সেই শয্যা সুশোভিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৮। তল্পমেব বিশেষতো বর্ণয়ন্ তদাধারমাহ—নিরঙ্কেতি। অনর্ঘরত্নৈ-রাচিতৈঃ কাঞ্চনৈরুল্লসতি উচ্চৈঃ শোভমানে ললামে পরমসুন্দরে পল্যঙ্কবরে যত্তল্পং ততং বিস্তারিতমস্তি। কীদৃশম্? নিরঙ্কেণ পূর্ণেন চেন্দুনা সমৈঃ পরমশুভ্র বর্তুলাকারৈরিত্যর্থঃ। তথা অপরৈস্তদিতরৈরায়তাকারৈরিত্যর্থঃ। মৃদুভিঃ কোমলৈরু-পাধানৈরুচ্ছীর্ষকৈর্যুতম্। মহতী প্রভা কান্তির্যস্মিন্ তস্মিন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৮। শয্যা এবং শয্যাধারবিশেষ বর্ণন করিতেছেন। অনর্ঘরত্ন-খচিত কাঞ্চন-ময় মহাপ্রভাসম্পন্ন পরম সুন্দর উচ্চ পালঙ্কের উপরি সেই শয্যা রচিত হইয়াছে। তাহা কি প্রকার? নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ পরম শুভ্র বর্তুলাকার উপাধানদ্বয় দুই পার্শ্বে সুশোভিত এবং অপরাপর ছোট মহাপ্রভাযুক্ত কোমল উপাধানসমূহ শিরোদেশে ও পাদদেশে সুশোভিত হইতেছিল।

১৩৯। যঃ শোভতে মৌক্তিকমালিকাবৃতে,
শ্চিত্রৈর্বিতানৈরুপশোভিতে ধৃতঃ।
প্রাসাদসিংহেঽগুরুধূপবাসিতে,
রম্যপ্রকোষ্ঠে বহুরত্ননির্মিতে॥

১৪০। রাধার্পয়ত্যস্য মুখান্তরে সা, সংস্কৃত্য তাম্বুলপুটং বিদগ্ধা।
চন্দ্রাবলী শ্রীললিতাপি পাদ,-পদ্মেতু সম্বাহয়তঃ সলীলম্॥

মূলানুবাদ

১৩৯। সেই পালঙ্কের কি অপূর্ব শোভা! প্রাসাদশ্রেষ্ঠ রম্য প্রকোষ্ঠে অগুরু আদি ধূমবাসিত এবং মৌক্তিক মালিকাবৃত চিত্র বিতানে সেই পালঙ্ক সুশোভিত।

১৪০। সেই বিদগ্ধা শ্রীরাধিকা সংস্কৃত তাম্বূল বীটিকা তাঁহার শ্রীমুখে অর্পণ করিতেছেন। আর শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীললিতাদেবী লীলাভরে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৯। তস্যাপ্যাধারমাহ—য ইতি। প্রাসাদেষু সিংহে পরমশ্রেষ্ঠে যঃ পল্যঙ্কবরঃ ধৃতঃ স্থাপিতঃ শোভতে। কীদৃশে? মৌক্তিকানাং মালাভিঃ বিলম্বরূপশ্রেণীভিরা-বৃতৈশ্চিত্রৈর্বহুবিধৈর্বিতানৈশ্চন্দ্রাতপৈরূপশোভিতে। কিঞ্চ, অগুরূণাং ধূপৈর্বাসিতে ; রম্যাণি প্রকোষ্ঠানি চতুর্দিক্ষু বর্তমানকোষ্ঠবিশেষো যস্য তস্মিন্॥

১৪০। শয়নলীলামেব সবিশেষং বর্ণয়তি—রাধেতি পঞ্চভিঃ। অস্য কৃষ্ণস্য মুখান্তরে মুখমধ্যে। সা প্রিয়তমগণমুখ্যা ; তাম্বূলস্য পুটং পুটিকাং সংস্কৃত্য উপস্কৃত॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৯। সেই পালঙ্কবর বহুরত্ন নির্মিত পরমশ্রেষ্ঠ প্রাসাদমধ্যে শোভিত হইতেছিল। তাহা কি প্রকার? মৌক্তিকমালা-বিলম্বিত এবং বহুবিধ চন্দ্রাতপে উপশোভিত। আর অগুরু-ধূপবাসিত (চতুর্দিকে বহু প্রকোষ্ঠ বর্তমান যাহার, তাদৃশ) রম্য প্রকোষ্ঠে শোভা পাইতেছে।

১৪০। অতঃপর 'রাধা' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বিশেষরূপে শয়নলীলা বর্ণন করিতেছেন। সা—প্রিয়তমাগণমুখ্যা শ্রীরাধিকা। সংস্কৃত্য তাম্বূলপুটং—তাম্বূল বীটিকা সংস্কৃত করিয়া।

১৪১। কাশ্চিচ্চ বালব্যজনান্যুপাদদুঃ,
কাশ্চিশ্চ তাম্বূলসমুদ্গকাবলিম্।
কাশ্চিৎ পতদ্গ্রাহচয়ং বিভাগশো,
ভৃঙ্গারিকাঃ কাশ্চন সজ্জলৈর্ভৃতাঃ॥

১৪২। অন্যাশ্চ তচ্ছোত্রমনোহরাণি, গায়ন্তি গীতানি সকীর্তনানি।
বাদ্যানি কাশ্চিদ্বহু বাদয়ন্তি, তন্বন্তি নর্মাণ্যমুনা সহান্যাঃ॥

মূলানুবাদ

১৪১। কোন ব্রজসুন্দরী বীজনার্থ চামরাদি, কেহ পিকদানী, কেহ তাম্বূল-সম্পুট, কেহ মধুর সুবাসিত জলপূর্ণ ভৃঙ্গারাদি গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ বিভাগক্রমে সকলেই পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন।

১৪২। অন্য কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রোত্র-মনোহর গীত, সংকীর্তন ও বাদ্য বাদন করিতেছেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নর্মালাপ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪১। বালব্যজনানি চামরাণি উপাদদুঃ বীজনার্থং জগৃহুঃ। তাম্বূলস্য সমুদ্গকানাং পাত্রবিশেষাণামাবলিং শ্রেণীম্। পতদ্গ্রাহকাণাং তাম্বূলচর্বিতধারণ-পাত্রাণাং চয়ম্। বিভাগশঃ প্রত্যেকমেকমেকমিত্যেবং বহুলবিভজনক্রমেণ। অস্য সর্বত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। কাশ্চন গোপ্যো ভৃঙ্গারিকাঃ জলপান-পাত্রবিশেষানুপাদদুঃ। কীদৃশীঃ? সদ্ভির্মাধুর্যাদিসদ্গুণযুক্তৈর্জলৈর্ভৃতাঃ পূর্ণাঃ॥

১৪২। কীর্তনৈর্নর্ম-গাথোচ্চারণবিশেষৈঃ সহিতানি। বহু যথা স্যাত্তথা। অমুনা কৃষ্ণেন সহ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। বালব্যজনানি—বীজনার্থ চামর। তাম্বূল সমুদ্গক—তাম্বূল-সম্পুট অর্থাৎ তাম্বূল-বীটিকা রাখিবার পাত্রবিশেষ। পতদ্গ্রাহ—পিকদানী। বিভাগশঃ কার্যানুসারে পৃথক পৃথক দলবিভক্ত বা এক একপ্রকার সেবার বহুলবিভজন-ক্রম। যেমন কোন গোপী মধুর সুবাসিত জলপূর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা চামর গ্রহণ করিয়াছেন।

১৪২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৪৩। সর্বাভিরেবং পরিষেব্যমাণস্তাভিঃ স সৌহার্দভরার্দ্রিতাভিঃ।
তাম্বূলিকং চর্বিতমত্যভীষ্টং, তাভ্যো দদেঽন্যোন্যমলক্ষ্যমাণম্॥

১৪৪। এবং মহাধূর্তসদঃশিরোমণিঃ, সর্বাঃ প্রিয়াস্তা রময়ন্ স্ব-চেষ্টিতৈঃ।
শ্রীরাধিকা-প্রেমকথাসু নির্বৃতঃ, প্রস্বাপলীলামভজৎ ক্ষণাদয়ম্॥

১৪৫। কেয়াপি সংজ্ঞয়া তাস্তু তেন সঙ্কেতিতাঃ কিল।
সর্বাঃ স্ব-স্ব-গৃহং জগ্মুর্হর্ষপূরপরিপ্লুতাঃ॥

১৪৬। শ্রীদাম্নাগত্য গেহং স্বমহং নীতঃ প্রযত্নতঃ।
অন্যত্তস্য নিশাক্রীড়াবৃত্তং নার্হামি ভাষিতুম্॥

মূলানুবাদ

১৪৩। এই প্রকারে তাঁহারা সকলেই সৌহার্দ পরিপূরিত হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত, আর তিনিও তাঁহাদের সকলকেই অথচ পরস্পরের অলক্ষ্যে স্ব স্ব অভীষ্টচর্বিত তাম্বুল ইত্যাদি প্রদান করিতেছিলেন।

১৪৪। এইরূপে মহাধূর্ত সমাজের শিরোমণি নিজ ব্যবহারে প্রিয়া সকলকে সন্তোষিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমকথার নির্বৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্য শয়নলীলা ভজনা করিলেন।

১৪৫। পরে শ্রীকৃষ্ণ কোন সংজ্ঞাবিশেষ দ্বারা তাঁহাদিগকে সঙ্কেতিত করিলেন, আর তাঁহারাও হর্ষপরিপ্লুত হইয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

১৪৬। হে ব্রাহ্মণ! এই সময় শ্রীদাম সেই স্থানে আগমন করিয়া যত্নসহকারে আমাকে স্বীয়-গৃহে লইয়া গেলেন। এজন্য তাঁহার অন্যান্য নৈশবিহার বর্ণন করিতে পারিলাম না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৩। এবং সেবমানানাং নিজাভীষ্টপ্রাপ্তিমাহ—সর্বাভিরিতি। এবমুক্ত প্রকারেণ, স শ্রীকৃষ্ণঃ সৌহার্দভরেণ প্রেমাতিশয়েন আর্দ্রিতাভির্যন্ত্রিতাভিঃ ; তাম্বূলিকং তাম্বূলভবম্। নন্বেবং সর্বাসামপি পরস্পরং সাম্যাপত্তেঃ কথং প্রত্যেকং সুখবিশেষঃ সম্পদ্যতাম্? তত্রাহ—অন্যোন্যং তাভিরলক্ষ্যমাণম্—একস্যৈ দীয়মানমন্যয়া ন লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ॥

১৪৪। ননু তর্হি শ্রীরাধিকায়াঃ সর্বতো বৈশিষ্ট্যং কথং সিধ্যেদিত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রকারং বদন্ শয়নলীলাপ্রসঙ্গমুপসংহরতি—এবমিতি। মহাধূর্তানাং সদসঃ সমাজস্য শিরোমণিঃ। শ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমকথাভিঃ সুনির্বৃতঃ সন্॥

১৪৫। সংজ্ঞয়া ভ্রূনর্তনাদিসঙ্কেতেন। তা গোপ্যঃ। তেন কৃষ্ণেন কিলেতি বিতর্কে। অতএব হর্ষভরে আনন্দরসপ্রবাহে পরিপ্লুতা নিমগ্নাঃ প্রত্যেকং সর্বাঃ প্রত্যেব পূর্ববদন্যোন্যমলক্ষ্যত্বেন রহঃক্রীড়াসঙ্কেতনাৎ॥

১৪৬। স্বং স্বকীয়ম্। ননু সঙ্কেতহেতুকং তৎক্রীড়াবিশেষং বিবৃণ্বিতি চেত্তত্রাহ—অন্যদিতি। কথিতাৎ পরম্, নিশি যা ক্রীড়া তস্যা বৃত্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৩। এইরূপে সেব্যমান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন। উক্ত প্রকারে সকলেই সৌহার্দভরে পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাৎ প্রেমাতিশয়ে আর্দ্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তিনিও তাঁহাদের সকলকেই নিজ নিজ অভীষ্ট চর্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। যদি বল, এইরূপ পরস্পর সাম্য হইলে কিরূপে প্রত্যেকের সুখবিশেষ সম্পন্ন হইতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন, পরস্পরের অলক্ষ্যে অর্থাৎ একজনকে প্রদান করিবার সময় অন্যজন লক্ষ্য করিতে না পারেন, এইরূপ চাতুর্যের সহিত সেই অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন।

১৪৪। যদি বল, তাহা হইলে শ্রীরাধিকার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এই অপেক্ষায় তৎপ্রকার শয়নলীলা বর্ণন করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। মহাধূর্তসমাজের শিরোমণি স্বীয় ব্যবহারে সকলকে আপ্যায়িত করিলেও শ্রীরাধিকার প্রেমকথার সুনির্বৃত হইয়াছিলেন।

১৪৫। ভ্রূনর্তনাদি সঙ্কেত দ্বারা সকলকে আনন্দরস-প্রবাহে নিমজ্জিত করিলেন এবং ইঁহারাও স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানেও পূর্ববৎ পরস্পরের অলক্ষ্যক্রমে প্রত্যেককে ভ্রূনর্তনাদি দ্বারা রহঃক্রীড়া সঙ্কেত করিলেন।

১৪৬। যদি বল, সঙ্কেত-হেতু তত্তৎক্রীড়াবিশেষ বর্ণন করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'অন্য' ইত্যাদি। তাঁহার নিশাকালীন অন্যান্য ক্রীড়া আমি বর্ণন করিতে অক্ষম।

১৪৭। নীত্বা মহার্ত্যা তাং রাত্রিং প্রাতর্নন্দগৃহে গতঃ।
অপশ্যং স হি সুপ্তোঽস্তি পর্যঙ্কে রতিচিহ্নভাক্॥

১৪৮। সরলপ্রকৃতির্মাতা নিবিষ্টা তস্য পার্শ্বতঃ।
বহুধা লালয়ন্তী তং কিঞ্চিদাত্মন্যভাষত॥

মূলানুবাদ

১৪৭। মহা আর্তির সহিত তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে শ্রীনন্দগৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ রতিচিহ্নযুক্ত হইয়া পর্যঙ্কে নিদ্রিত রহিয়াছেন।

১৪৮। সরল প্রকৃতি মাতা শ্রীযশোদা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহুপ্রকারে পুত্রের লালন করিতেছেন এবং আপন মনে কি বলিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৭। দৃষ্টমেবাহ—স শ্রীকৃষ্ণঃ পর্যঙ্কে সুপ্তোঽস্তীতি, রাত্রৌ জাগরণেন প্রাতরপি নিদ্রাভঙ্গাভাবাৎ। কীদৃশঃ সঃ? রতেঃ সৌরতস্য চিহ্নানি নখক্ষতাদীনি ভজতি সর্বাঙ্গেষু বিভর্তীতি তথা সঃ॥

১৪৮। তাদৃশং চিহ্নযুক্তং পুত্রং দৃষ্ট্বাপি শ্রীযশোদয়া তদীয়া সা ক্রীড়া নৈব প্রতীতা ইত্যাহ—সরলেতি। সরলা ঋজুপ্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্যাঃ সা। অতএব তং কৃষ্ণং বহুধা মুহুর্নির্মজ্জনাদি-বহুপ্রকারেণ লালয়ন্তী। আত্মনি স্বস্মিন্নেব কিঞ্চিদ্-বক্ষ্যমাণমভাষত॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৭। সেই রহঃক্রীড়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাতঃকালে আসিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ পর্যঙ্কে নিদ্রিত রহিয়াছেন। আর কি দেখিলেন? তাঁহার সর্বাঙ্গে নখক্ষতাদি সুরতচিহ্নসমূহ প্রকাশ পাইতেছে।

১৪৮। কিন্তু তাদৃশ চিহ্নযুক্ত নিজপুত্রকে অবলোকন করিয়াও মা যশোদার তদীয় নৈশক্রীড়া প্রতীতি হইল না। ইহাতেই বলিতেছেন, 'সরলা' ইত্যাদি। সরল প্রকৃতি মাতা স্বীয় পুত্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া বহুধা লালন অর্থাৎ নিজ হস্তে অঙ্গস্পর্শ করিয়া বারবার সংমার্জনাদি দ্বারা বহুপ্রকারে লালন করিতেছেন। আর নিজে নিজে বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতেছেন।

শ্রীযশোদোবাচ—

১৪৯। **হন্ত বলো মমাবিত্বা গা বনেষ্বখিলং দিনম্।**
শ্রান্তো নিদ্রাসুখং প্রাপ্তো ন জাগর্ত্যধুনাপ্যয়ম্॥

১৫০। **অরণ্যকণ্টকৈর্দুষ্টৈঃ ক্ষতানীমানি সর্বতঃ।**
অক্রিয়ন্তাস্য গাত্রেষু পরিতো ধাবতো মুহুঃ॥

মূলানুবাদ

১৪৯। শ্রীযশোদা বলিলেন, অহো! আমার এই বালক বনে বনে সারাদিন ভ্রমণ করিয়া গোরক্ষা করিয়াছে, তাহাতেই পরিশ্রান্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে ; এখন পর্যন্ত জাগরিত হয় নাই।

১৫০। অবোধ বালক বনে বনে বারম্বার ছুটাছুটি করিয়াছে। সেইজন্য বনের দুষ্টকণ্টকে গাত্র ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৯। তত্রাদৌ রাসক্রীড়য়া সমগ্ররাত্রিজাগরণেন জ্ঞাতাং প্রাতর্নিদ্রাং দৃষ্ট্বান্যথা সম্ভাবয়ন্ত্যাহ—হন্তেতি খেদে। অয়ং বাল ইতি তদীয়তৎক্রীড়াবিশেষ শঙ্কারাহিত্যং দ্যোতয়তি। অখিলং সম্পূর্ণং দিনং বনে গা অরিত্বা রক্ষিত্বা। অধুনা প্রাতঃ-সময়েঽপি॥

১৫০। বিদগ্ধগোপীগণকৃত-নখক্ষতানি দৃষ্ট্বা আহ—অরণ্যেতি। ইমানীতি হস্তেন স্পৃষ্ট্বা কথয়তীতি বোধয়তি। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। নন্বরণ্যকণ্টকৈরধরাদৌ ক্ষতং কথং সম্ভবেৎ তত্রাহ—পরিতো ধাবত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৯। প্রথমতঃ রাসক্রীড়ায় সমগ্র রাত্রিজাগরণ-হেতু প্রাতঃকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন দেখিয়া বলিতেছেন, কি দুঃখের বিষয়! আমার এই বালক ইত্যাদি। এতদ্বারা তদীয় রাসক্রীড়া বিষয়ে শঙ্কারাহিত্য সূচিত হইল। সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া গাভী রক্ষা করে, এজন্য পরিশ্রান্ত হইয়া এখন পর্যন্ত (প্রাতঃসময়েও) জাগরিত হয় নাই।

১৫০। বিদগ্ধা গোপীগণ-কৃত নখক্ষতাদি চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন, অবোধ বালক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দুষ্ট অরণ্য-কণ্টকে গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। এইরূপে স্বীয় হস্ত দ্বারা সেই সকল ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়া এই সকল কথা বলিলেন। ইহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে। যদি বল, অরণ্য-কণ্টকে অধরাদি ক্ষত হইবে কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন, ইতস্ততঃ ধাবমান-হেতু অরণ্য-কণ্টকে অধর ক্ষত হইয়াছে।

১৫১। অহো কষ্টং ন জানাতি কিঞ্চিন্নিদ্রাবশং গতঃ।
ম্রক্ষয়ামাস গাত্রেষু স্বস্যেদং নেত্রকজ্জলম্॥

১৫২। তথাত্মাধরতাম্বূলরাগঞ্চেতস্ততো বিদন্।
চিচ্ছেদ্ হারমালাদি-পরিবৃত্তিং মুহুর্ভজন্॥

মূলানুবাদ

১৫১। অহো কি কষ্ট! আমার এই বালক নিদ্রাবেশে কিছুই জানিতে পারিতেছে না, আপনার নেত্রকজ্জল আপনার গাত্রে ম্রক্ষিত হইতেছে।

১৫২। এই নিদ্রিত বালক পার্শ্বপরিবর্তনকালে নিজ অধর-তাম্বূলরাগ ইতস্ততঃ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়াছে। আর ক্রটিত হার-মাল্যাদিতেও তাহা সংযোজিত করিয়াছে ; কিন্তু নিদ্রাবেশে কিছুই জানিতে পারিতেছে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫১। অথ কজ্জলোজ্জ্বল-শ্রীগোপিকা-লোচনচুম্বনাদিনা অধরাদৌ লগ্নং কজ্জলং বীক্ষ্যাহ—অহো ইতি। কিঞ্চিদপি ন জানাতি, যতঃ স্বস্য নেত্রকজ্জলমিদং স্বস্যৈব গাত্রে ম্রক্ষয়ামাস॥

১৫২। স্বগণ্ডাদৌ লগ্নং শ্রীগোপিকাধরতাম্বূলরাগং তথা ক্রটীতহারাদীনপি দৃষ্ট্বাহ—তথেতি সমুচ্চয়ে। আত্মনোঽধরস্য তাম্বূলরাগঞ্চ ইতস্ততঃ সর্বাঙ্গেষু ম্রক্ষয়ামাস। অবিদন্ নিদ্রাবশেন কিঞ্চিদপ্যজানন্। অবিদন্নিত্যস্য উত্তরত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। পরিবৃত্তিং পার্শ্বপরিবর্তনং মুহুর্ভজম্ কুর্বন্। আদিশব্দাৎ কণ্ঠসূত্র, বসনাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫১। অনন্তর শ্রীগোপীকার কজ্জলোজ্জ্বল লোচনযুগল চুম্বনকালে শ্রীকৃষ্ণের অধরসংলগ্ন কজ্জল দেখিয়া জননী বলিতেছেন, অহো কি কষ্ট! আমার এই বালক নিদ্রাবেশে কিছুই জানিতে পারিতেছে না যে, নিজ নেত্রকজ্জল সর্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে!

১৫২। শ্রীগোপীকার অধর-তাম্বূলরাগ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলাদিতে সংলগ্ন দেখিয়া, তথা ক্রটিত হারাদিতেও সেই তাম্বূলরাগ নিরীক্ষণ করিয়া জননী বলিতেছেন, আপন অধরের তাম্বূলরাগ সর্বাঙ্গে মাখাইয়াছে এবং বার বার পার্শ্ব পরিবর্তনকালে হার মালাদিতেও সংযোজিত করিয়াছে ; কিন্তু আমার এই নিদ্রিত বালক কিছুই জানিতে পারিতেছে না।

১৫৩। নূনং কাশ্মীরবর্ণেয়ং যমুনাতীর-মৃত্তিকা।
ন পরিত্যাজিতা হন্ত স্নানেনাপি বপুঃসখী॥

১৫৪। বালাভিশ্চপলাভি-র্হ্যঃ সন্ধ্যায়ামবধানতঃ।
স্নানং ন কারিতং সম্যঙ্নাভ্যঙ্গোদ্বর্তনে তথা॥

মূলানুবাদ

১৫৩। নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, যমুনাতীরের কুঙ্কুমবর্ণা মৃত্তিকা সর্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য! অঙ্গরাগের ন্যায় এই মৃত্তিকাচিহ্ন স্নানের দ্বারাও বিলুপ্ত হয় নাই!

১৫৪। গতকাল সায়ংকালে বোধ হয় চঞ্চল বালিকারা অবধান পূর্বক উদ্বর্তন বা অঙ্গমার্জনাদি করিয়া স্নান করায় নাই, এজন্য মৃত্তিকা দাগ দূরীভূত হয় নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৩। শ্রীগোপীস্তনেভ্যো লগ্নং কুঙ্কুমং দৃষ্ট্বাহ—নূনমিতি বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। যতো বপুষঃ শ্রীমূর্তেঃ সখী সহচরী অত্যন্তসংলগ্নেত্যর্থঃ॥

১৫৪। ননু তথাপ্যুদ্বর্তনাদিনাপসরেত্তত্রাহ—বালাভিরিতি। অবধানতঃ মনোঽভিনিবেশেন। সম্যগ্ যথা স্যাৎ। অভ্যঙ্গোদ্বর্তনে চ সম্যক্ ন কারিতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৩। শ্রীগোপীস্তন-সংলগ্ন কুঙ্কুম (শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে লিপ্ত) দেখিয়া বলিতেছেন, 'নূনং' ইত্যাদি। এখানে 'নূনং' শব্দ বিতর্কে বা নিশ্চয়ে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কাশ্মীরবর্ণ যমুনাতীরের মৃত্তিকা সর্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে। কি আশ্চর্য! শ্রীঅঙ্গের সহচরীর ন্যায় সংলগ্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ অত্যন্ত সংলগ্ন রহিয়াছে।

১৫৪। যদি বল, তথাপি উহা উদ্বর্তনাদি দ্বারাও কি অপসারিত হয় নাই? তাহাতেই বলিতেছেন, 'বালাভি' ইত্যাদি। চপলা বালিকাগণ মনোনিবেশ পূর্বক সম্যক্ উদ্বর্তন করে নাই।

শ্রীসরূপ উবাচ—

১৫৫। **মাতা যশোদা মুহুরেবমাহ, তাসাং সমক্ষং ব্রজকন্যকানাম্।**
তত্রাগতানাং ভয়হাসলজ্জাবির্ভাব-মুদ্রাবিলসন্মুখীনাম্॥

১৫৬। **ততোঽসৌ স্বাপলীলায়া বিরতঃ স্নাপিতস্তয়া।**
ভূষণৈর্ভূষিতঃ সাকং বলরামেণ ভোজিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৫৫। শ্রীসরূপ বলিলেন, প্রাতে নন্দালয়ে সমাগত্য সেই ব্রজবালাগণ মাতা যশোদার এইসকল কথা শুনিয়া ভয়, হাস ও লজ্জার আবির্ভাবে তাঁহাদের মুখমণ্ডল অপূর্ব ভাবভঙ্গীতে বিভূষিত হইয়াছিল।

১৫৬। তারপর শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন। শ্রীযশোদা বলরামের সহিত তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া পরে ভোজন করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৫। যশোদেতি শ্লেষেণ তস্মা এবং যশো দদাবিত্যর্থঃ। এবমুক্ত প্রকারকং তাসাং রাত্রৌ তেন সহ কৃতক্রীড়ানাং সমক্ষং সাক্ষান্মাতা মুহুরাহ—তত্র শ্রীনন্দগৃহে। ভয়ং কদাচিচ্ছ্রীযশোদয়া তত্ত্বতো বুদ্ধ্যেতেত্যাশঙ্কয়া, হাসশ্চ তদীয়মৌগ্ধ্যবচন-শ্রবণাৎ, লজ্জা চ তত্তদঙ্গেষু তত্তচ্চিহ্নদর্শনাৎ, তাসামাবির্ভাবস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা চিহ্নেন বা বিলসন্তি মুখানি যাসাং তাসাম্॥

১৫৬। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ। তয়া যশোদয়া বলরামসহিতো ভোজিতশ্চ তয়ৈব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৫। অতএব 'যশোদা' এই শ্লেষবাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যিনি কেবল পুত্রেরই যশ দান করেন বা বর্ণন করেন। এইরূপে মাতা যশোদার উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগতা ব্রজসুন্দরীগণের মুখমণ্ডল ভয়াবির্ভাবজনিত আশঙ্কায় অর্থাৎ আমাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিবিলাস রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িলে শ্রীযশোদা তত্ত্বতঃ সমস্ত ব্যাপার বুঝিবেন, এই আশঙ্কায় এবং মাতার মুগ্ধতা অবলোকনে হাস্যাবির্ভাবজনিত উল্লাস, তথা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রকাশমান রতিচিহ্ন অবলোকনে লজ্জাবির্ভাবে তাঁহাদের শ্রীমুখকমলের ভঙ্গীতে যুগপৎ ভয়-হাস্য-লজ্জা-মিশ্রিত অপূর্ব শোভা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৫৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫৭। বিশ্রময্য ক্ষণং তঞ্চ গোপীনাং সুখবার্তয়া।
বনে শুভপ্রয়াণায় তস্য কৃত্যানি সাঽকরোৎ॥

১৫৮। তাসামপ্যন্তরার্তানাং ভাবিবিচ্ছেদচিন্তয়া।
দিব্যমঙ্গলগীতেন পূর্ণকুম্ভাদিকং ন্যধাৎ॥

মূলানুবাদ

১৫৭। পরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সুখবার্তায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। এদিকে মাতা শ্রীযশোদা স্বীয় পুত্রের শুভ বন-প্রয়াণের কৃত্যাদি সমাধান করিতে লাগিলেন।

১৫৮। যদিও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভাবি বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আকুল, তথাপি তাঁহার বন-প্রয়ানের নিমিত্ত দিব্য মঙ্গলগীতের সহিত পূর্ণ কুম্ভাদি স্থাপন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৭। তং শ্রীকৃষ্ণম্ ; তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বনে শুভপ্রয়াণার্থম্ ; কৃত্যানি কর্তুং যোগ্যানি, সা শ্রীযশোদা॥

১৫৮। কৃত্যান্যেবাহ—তাসামিতি ত্রিভিঃ। গোপীনাং ভাবিনঃ বনপ্রয়াণেন ভবিষ্যতঃ বিচ্ছেদস্য চিন্তয়া অনুসন্ধানেন অন্তর্মনসি আর্তানাং দুঃখতানামিতি গানেঽশক্তিরুক্তা। তথাপি দিব্যমঙ্গলগীতেন যাত্রা-মঙ্গলার্থং তস্যাবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ। আদিশব্দেন দধ্যক্ষত-পুষ্পলাজাদি-মঙ্গল-দ্রব্যম্। ন্যধাৎ স্থানে স্থানে ন্যস্তবতী॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫৮। সেই সকল কৃত্যের প্রকার তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বনপ্রয়াণ নিমিত্ত ভাবি-বিচ্ছেদ-চিন্তায় গোপীগণ অত্যন্ত দুঃখিত, এজন্য তাঁহাদের গান করিবারও শক্তি ছিল না ; তথাপি যাত্রার মঙ্গল অবশ্য কর্তব্য দিব্য মঙ্গল গীতসকল গান করিতে করিতে স্থানে স্থানে পূর্ণকুম্ভাদি স্থাপন করিলেন। আদি শব্দে দধি, অক্ষত, পুষ্প, লাজাদি মঙ্গলদ্রব্য।

১৫৯। নিবেশ্য সাগ্রজং পুত্রং পীঠেঽরণ্যোচিতানি সা।
পর্যধাপয়দঙ্গেষু ভূষণান্যৌষধানি চ॥

১৬০। প্রযোজ্য বৃদ্ধবিপ্রাভিরন্যাভিশ্চ শুভাশিষঃ।
বলাদ্ যাত্রাবিধিং তেন সর্বং সা সমপাদয়ৎ॥

মূলানুবাদ

১৫৯। অতঃপর জননী এক পীঠোপরি শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করাইয়া অরণ্যোচিত বেশভূষাদি রচনা করিলেন এবং বিশল্যকরণী আদি ঔষধিসমূহ গাত্রে বন্ধন করিয়া দিলেন।

১৬০। পরে তিনি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও বৃদ্ধা গোপীগণ দ্বারা শুভাশীষ করাইয়া পুনরায় পুত্রদ্বয়ের দ্বারাই বলপূর্বক যাত্রাবিধির সম্যক্ অনুষ্ঠান করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৯। সাগ্রজং শ্রীবলরামসহিতম্ ; পীঠে একস্মিন্নেব, স্নেহেন দ্বয়োরভেদ-মননাৎ। অঙ্গেষু তয়োর্গাত্রেষু, ঔষধানি গারুড়মণি-ব্যাঘ্রনখাভিমন্ত্রিতরক্ষাডোর-বিশল্যকরণীপ্রভৃতীনি॥

১৬০। অন্যাভিঃ বৃদ্ধগোপীভিঃ তেন পুত্রেণ দ্বারেণ যাত্রাবিধিং স্বরবিজ্ঞানাদ্যর্থং তদীয়-শ্রীহস্তাঙ্গুলিভিস্তদীয়নাসাগ্রধারণাদিলক্ষণং সর্বং বলাত্তস্যানিচ্ছয়াপি সম্পাদিতবতী॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত এক পীঠোপরি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেশিত করিয়া (মাতার সমান স্নেহ-হেতু উভয়ের অভেদ-মননে) তাঁহাদের অঙ্গে বনগমনোচিত রক্ষৌষধি অর্থাৎ গারুড়মণি, ব্যাঘ্রনখ, অভিমন্ত্রিত রক্ষা-ডোর বিশল্যকরণী প্রভৃতি ঔষধসকল ধারণ করাইলেন।

১৬০। পুত্রদ্বয়ের দ্বারা যাত্রাবিধি সম্যক্ অনুষ্ঠান করাইলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক তদীয় শ্রীহস্তাঙ্গুলি দ্বারা তদীয় নাসাগ্রধারণাদি লক্ষণ স্বরবিজ্ঞান এবং হস্তাঙ্গুলি প্রক্ষেপনাদিরূপ যাত্রাবিধি সম্পাদন করাইলেন।

১৬১। ভোগ্যং মাধ্যাহ্নিকং মাত্রার্পিতমাদায় কিঞ্চন।
তথাপ্যগাঃ পুরঃ কুর্বন্ প্রস্থিতো বেণুমীরয়ন্॥

১৬২। তাবৎ সহচরাঃ সর্বে তস্যাভ্যর্ণে সমাগতাঃ।
নির্গত্য বর্গশো ঘোষাত্তৎসখ্যোচিততাং গতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৬১। পরে জননী-প্রদত্ত মধ্যাহ্নকালের ভোজ্য সামগ্রী শ্রীদামের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোসকলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

১৬২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্যোচিত ব্যবহারজ্ঞ সহচরগণ স্ব স্ব ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ পূর্বক ঘোষপল্লী হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া তথায় মিলিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬১। মাত্রা অর্পিত শিক্যাদিনা নিবধ্য শ্রীহস্তে ন্যস্তং গৃহীত্বা। যদ্বা, শ্রীদামাদি-হস্তেঽর্পিতং স্বীকৃত্য গাঃ তদ্বিশ্রামার্থমাসীনাঃ সতীরুত্থাপ্য পুরঃ কুর্বন্ অগ্রে চালয়ন্ তৎপ্রকারমাহ—বেণুম্ ঈরয়ন বাদয়ন্ বেণুসঙ্কেতাদিনেত্যর্থঃ॥

১৬২। তাবদিতি তৎক্ষণ এবেত্যর্থঃ। ইতি তেষাং তদেকাপেক্ষ্যতোক্তা, সহচরা গোপকুমারাঃ, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ; সম্যক্ স্বস্বভোজ্যাদিগ্রহণপূর্বকমাগতাঃ। ঘোষাৎ নিজনিজাবাসান্নির্গত্য ; বর্গশ ইতি স্বস্ব-সম্প্রদায়ভেদেন, তত্র চ বাহুল্যেনেত্যর্থঃ। ননু তে কীদৃশাঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তস্য কৃষ্ণস্য এব সখ্যে সখিত্বে বিষয়ে উচিততাং যোগ্যতাং প্রাপ্তা ইতি সর্বথা তৎসদৃশা ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬১। মাতা-কর্তৃক অর্পিত শিক্যাদিদ্বারা নিবদ্ধ মাধ্যাহ্নিক ভোজন সামগ্রী শ্রীহস্তে গ্রহণ করিয়া অথবা শ্রীদামের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বীকৃত্য গাভী সকলকে (শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় যে সকল গাভী বিশ্রাম করিতেছিল) বেণু সঙ্কেত দ্বারা উত্থিত করিয়া অগ্রে চালনা করিলেন। তাঁহার গমন প্রকার বলিতেছেন, বেণুবাদন করিতে করিতে গোসকলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

১৬২। ততক্ষণ পর্যন্ত যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সহচর গোপকুমারবর্গ ঘোষপল্লী (নিজ নিজ বাসভবন) হইতে নির্গত হইয়া দলে দলে বিভক্ত অর্থাৎ তাঁহাদের সংখ্যা বাহুল্য বশতঃ স্ব স্ব সম্প্রদায়-ভেদে বিভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। যদি বল, সেই সহচরবর্গ কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখিত্ব বিষয়ে উপযুক্ত এবং বেশ-ভূষাদি বিষয়েও সর্বথা তৎসদৃশ।

১৬৩। কদাচিত্তৈঃ সমং বংশীঃ শৃঙ্গাণি চ কদাপি সঃ।
কদাচিৎ পত্রবাদ্যানি বহুধা বাদয়ন্ বভৌ॥

১৬৪। সমং ভ্রাত্রাঽবতস্থেঽসাবাত্তক্রীড়াপরিচ্ছদৈঃ।
গায়দ্ভিস্তৈশ্চ নৃত্যাদ্ভিঃ স্তুবদ্ভিস্তং প্রহর্ষতঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৩। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত কখনও বংশী, কখনও বা শৃঙ্গ, কদাচিৎ পত্র-রচিত বাদ্যাদি বাজাইতে বাজাইতে বনবিহার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন।

১৬৪। অগ্রজের সহিত অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ সেই সহচরবৃন্দের নানাবিধ ক্রীড়া-পরিচ্ছদসংযুক্ত নর্তন ও স্তবনশীলতা দর্শনে হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৩। স শ্রীকৃষ্ণঃ ; পত্রবাদ্যানি দর্ভপত্রাদি-রচিত বাদ্যভাণ্ডানি। বভৌ অশোভত॥

১৬৪। ভ্রাত্রা শ্রীবলরামেণ সহিতঃ। আত্তা গৃহীতাঃ পরিচ্ছদাঃ ধ্বজ-চামর-ছত্র-পাদুকা-ব্যজনাসন-ভোগ্য-পেয়-কন্দুক-তাল-মৃদঙ্গাদীনি বিচিত্রক্রীড়াসাধনাদি যৈস্তৈঃ। প্রকৃষ্টহর্ষত ইতি বনগমনেন স্বচ্ছন্দসহক্রীড়া-সুখসম্পত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৩। পত্রবাদ্য বলিতে দর্ভপত্রাদি-বিরচিত বাদ্যবিশেষ।

১৬৪। ভ্রাতা শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং উক্ত সহচরবৃন্দের মধ্যে কেহ ধ্বজা, কেহ চামর, কেহ ছত্র, কেহ পাদুকা, কেহ ব্যঞ্জন, কেহ অশনপাত্র, কেহ ভোজ্য সামগ্রী, কেহ সুস্বাদু পেয়, কেহ কন্দুক, কেহ করতাল, কেহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকের সামগ্রী-সংযুক্ত হইয়া কেহ কেহ বা মঙ্গলগীত সকল গান করিতে করিতে বনবিহার নিমিত্ত প্রকৃষ্ট হর্ষ অর্থাৎ বনবিহারে তাঁহাদের সহিত স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

১৬৫। অগ্রে জ্যায়ানহং পৃষ্ঠে তাশ্চানুব্রজনচ্ছলাৎ।
আকৃষ্টাঃ প্রেমপাশেন প্রস্থিতা বিরহাসহাঃ॥

১৬৬। ভাবেন কেনচিৎ স্বিন্নং পুত্রস্যোদ্বীক্ষ্য সা মুখম্।
সম্মার্জ্য প্রস্নুবৎস্তন্যা বহির্দ্বারান্তমন্বগাৎ॥

মূলানুবাদ

১৬৫। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে শ্রীবলদেব, পশ্চাতে আমি গমন করিয়াছিলাম। আর শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধ গোপিকারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন।

১৬৬। মাতা শ্রীযশোদা কোন এক ভাব-প্রভাবে পুত্রের স্বেদযুক্ত বদনকমল দেখিয়া হস্তদ্বারা সম্মার্জন করিলে তাঁহার স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই স্নেহতুরা জননী বর্হিদ্বার পর্যন্ত পুত্রের অনুগমন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৫। প্রস্থানপ্রকারমাহ—অগ্র ইতি। জ্যায়ান্ শ্রীবলদেবঃ, অহং সরূপঃ। তাস্তদেকপ্রেষ্ঠত্বেন প্রসিদ্ধা গোপ্যঃ ব্যক্তং তাসামনুক্তিস্তদানীন্তনতদ্ভাববিশেষ-স্মরণেন ভাব-বিশেষোদয়বৈবশ্যাৎ। ননু ব্যাজেনাপি দিনে জনতান্তঃ কথং তাসাং প্রস্থানং যুজ্যতে? তত্রাহ—আকৃষ্টা ইতি। কিঞ্চ, বিরহং তদ্বিচ্ছেদদুঃখং ন সহন্তে ন সোঢ়ুং শক্নুবন্তীতি তথা তাঃ॥

১৬৬। কেনচিদ্‌গোপী-নিরীক্ষণাদিকামজেন ইত্যর্থঃ। তস্য স্পষ্টমনুক্তিঃ সুগোপ্যত্বাৎ। সা শ্রীযশোদা। সম্যঙ্‌মার্জয়িত্বা আদৌ হস্তেন পশ্চাচ্চ বস্ত্রাঞ্চলাদিনেতি জ্ঞেয়ম্। প্রস্নুবৎ স্তন্যং স্তনাভ্যাং ক্ষীরং যস্যাঃ সা। বনান্তঃপ্রয়ানেন স্নেহভরোদয়াৎ স্বভাবতঃ এব বা। বহির্দ্বারান্তং ব্রজস্য বাহ্যদ্বারপর্যন্তমন্বগাৎ পুত্রমনুবব্রাজ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৫। এক্ষণে প্রস্থান প্রকার বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে জ্যেষ্ঠ শ্রীবলরাম এবং পশ্চাতে আমি (সরূপ) আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠত্বে প্রসিদ্ধ সেই সেই গোপসুন্দরীগণও কোন ছলে তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের নাম

স্পষ্টরূপে উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, তদানীন্তন শ্রীকৃষ্ণের কোন ভাববিশেষের স্মরণ জন্য তাঁহাদের ভাববিশেষ উদয়ে অর্থাৎ প্রেমবৈবশ্যতা। যদি বল, ছলবিশেষ হইলেও দিবাভাগে জনতার মধ্য দিয়া কিরূপে তাঁহাদের প্রস্থান সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'আকৃষ্টা' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক আকৃষ্টা হইয়া অর্থাৎ প্রেমপাশে বদ্ধ-হেতু তাঁহারা বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিলেন।

১৬৬। কোন গোপী-কর্তৃক নিরীক্ষণাদি জনিত কোন বিশেষ ভাবপ্রভাবে (তাহা সুগোপ্য বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন না) স্বেদযুক্ত পুত্রমুখ অবলোকন করিয়া মা যশোদা প্রথমতঃ হস্তদ্বারা পরে নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সম্যক্ পরিমার্জনা করিলেন জানিতে হইবে ; বনান্তঃ প্রয়াণের সময় স্নেহরাশির উচ্ছবন-হেতু বা স্বভাবতঃ সেই জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছিল। পরে সেই স্নেহাতুরা জননী ব্রজের বহির্দ্বার পর্যন্ত পুত্রের অনুগমন করিয়াছিলেন।

১৬৭। তেনোক্তাপি গৃহং যান্তী গ্রীবামুদ্বর্তয়ন্ত্যহো।
পদান্যতীত্য দ্বিত্রাণি পুনর্ব্যগ্রা যযৌ সুতম্॥

১৬৮। উপস্কৃত্যাস্য তাম্বূলং মুখে হস্তে সমর্প্য চ।
পুনর্নিবৃত্য প্রাগ্বৎ সা তং বেগৈরাযযৌ পুনঃ॥

১৬৯। মিষ্টং ফলাদিকং কিঞ্চিদ্ভোজয়িত্বা সুতং পথি।
পায়য়িত্বা চ গেহায় যান্তী প্রাগ্বন্ন্যবর্তত॥

মূলানুবাদ

১৬৭। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিবারিত হইলেও দুই তিন পদ না যাইতে যাইতে জননী-গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার পুত্রস্নেহে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রভাবে পুত্রের সমীপে আগমন করিলেন।

১৬৮। পুত্রের মুখে উপস্কৃত তাম্বূল সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হইতে না হইতে পূর্বের ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া তাঁহাকে অবলোকন করিলেন আবার বিস্মরণ-ছলে ব্যগ্র হইয়া পুত্রের নিকটে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৬৯। এবারে পথিমধ্যে কিঞ্চিৎ মিষ্ট ফলাদির রসপান করাইয়া গৃহে যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া পুত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬৭। ততশ্চ তেন পুত্রেণ গৃহগমনায়োক্তা সতী গৃহং যান্ত্যপি। অহো বিস্ময়ে খেদে বা। ব্যগ্রা পুত্রবিচ্ছেদেন ব্যাকুলা সতী। যদ্বা, স্নেহভরোদয়েনাসনাপিতং কৃত্যং কিঞ্চিৎ স্মৃত্বৈব সম্ভ্রান্তা সতী সুতং তং পুনরাযযৌ তৎপার্শ্বমাগতা।

১৬৮-১৬৯। অস্য সুতস্য মুখে হস্তে চ সমর্প্য ; প্রাগ্বদিতি গ্রীবোদ্বর্ত্তনা দিকমতি-দিশতি। এবমগ্রেঽপি। পথীতি বর্ত্মমধ্যে গচ্ছন্তমপীত্যর্থঃ। পায়য়িত্বা চ কিঞ্চিৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৭-১৬৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৭০। মুহুর্নিরীক্ষ্য বস্ত্রাদি সন্নিবেশ্য সুতস্য সা।
পুনর্নিবৃত্যাথাগত্য দীনা পুত্রমশিক্ষয়ৎ॥

১৭১। ভো বৎস দুর্গমেঽরণ্যে ন গন্তব্যং বিদূরতঃ।
সকণ্টকবনান্তশ্চ প্রবেষ্টব্যং কদাপি ন॥

১৭২। তদর্থঞ্চাত্মশপথং মাতা বিস্তার্য কাকুভিঃ।
পুনর্নিবৃত্য কতিচিৎ পদানি পুনরাযযৌ॥

মূলানুবাদ

১৭০। এইবারে সেই জননী পুত্রের বস্ত্র ও বেশ-ভূষাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া যথাযোগ্যরূপে সন্নিবেশিত করিলেন। পরে গৃহগমন করিতে করিতে পুনর্বার সমাগত হইয়া কাতরস্বরে পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

১৭১-১৭২। হে বৎস! দুর্গম অরণ্যে বা দূরবনে গমন করিও না। যদি বা কিঞ্চিৎ দুর্গম বনে গমন কর, তথাপি অতিদূরে গমন করিও না। কণ্টকাকীর্ণ বনে কদাপি প্রবেশ করিও না। এইরূপে জননী বহুপ্রকার কাতরবাক্যে এবং নিজের শপথ প্রদান করিয়া উক্ত নিষিদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। পরে গৃহের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭০। আদি-শব্দাদ্‌ভূষণাদি ; দীনা দুঃখিতা সতী পুত্রচাঞ্চল্যানুসন্ধানেন। যদ্বা, নিজশিক্ষাগ্রাহণায়, যদ্বা স্নেহভরস্বভাবেন সদৈবার্তা॥

১৭১-১৭২। শিক্ষণমেবাহ—ভো ইতি, বিদূরত ইতি। যদি বা কথঞ্চিদ্দুর্গমে গম্যতে, তথাপি অতিদূরে ন গন্তব্যমেবেত্যর্থঃ। সকণ্টকেতি নিকটেঽপি কণ্টক-যুক্তবনমধ্যে নৈব প্রবেষ্টব্যমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭০-১৭২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভোস্তাত রাম স্থাতব্যং ভবতাগ্রেঽনুজস্য হি।
ত্বয়া চ সখ্যুঃ শ্রীদামন্ স-সরূপেণ পৃষ্ঠতঃ॥

১৭৪। অংশোঽস্য দক্ষিণে স্থেয়ং বামে চ সুবল ত্বয়া।
ইত্যাদিকমসৌ প্রার্থ্য সতৃণং পুত্রমৈক্ষত॥

১৭৫। এবং ব্যগ্রধিয়া যাতায়াতং সা কুর্বতী মুহুঃ।
নবপ্রসূতামজয়ৎ সুরভিং বরবৎসলাম্॥

মূলানুবাদ

১৭৩-১৭৪। হে তাত! হে রাম! তুমি সর্বদাই অনুজের অগ্রে থাকিবে। হে শ্রীদাম! তুমি সরূপের সহিত তোমার সখার পশ্চাৎ থাকিবে। হে অংশুমান! তুমি ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবে। হে সুবল! তুমি ইহার বাম পার্শ্বে থাকিবে। এইরূপে জননী দশনে তৃণ গ্রহণ করিয়া বার বার প্রার্থনা করতঃ পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

১৭৫। এইরূপ পুত্রস্নেহে ব্যগ্রবুদ্ধি বশতঃ জননী বারম্বার যাতায়াত করিয়া স্নেহ বিষয়ে নবপ্রসূতা গাভীকেও জয় করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭৩-১৭৪। অনুজস্য কৃষ্ণস্যাগ্রে ; হীত্যনেন জ্যেষ্ঠতয়া তদ্‌যোগ্যতাং বোধয়তি। সরূপসহিতেন ত্বয়া সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ স্থাতব্যম্। যদ্যপি তথৈব তৈর্গচ্ছদ্ভিঃ স্থীয়তে, তথাপি নিয়মেন তথাবস্থানায় ব্যগ্রতয়া তথোক্তম্। অনুজস্যেতিসখ্যুরিত্যনেন চ স্নেহবিশেষং জনয়তি। সখ্যুরিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্তনীয়ম্। হে অংশো অস্য কৃষ্ণস্য দক্ষিণে পার্শ্বে স্থেয়ম্ ; হে সুবল ত্বয়া চ বামে পার্শ্বে স্থেয়ম্, আদিশব্দেন সকণ্টকবনে সভয়স্থানে চ গচ্ছন্নয়ং বলান্নিবার্যঃ ; আতপাদৌ ছায়াদিকং কার্যম্ ; ভোজনপানসময়ে চ ভোজনাদিকং প্রযত্নতঃ কারয়িতব্যমিত্যাদি। সতৃণং দশনৈস্তৃণানি গৃহীত্বা, প্রার্থ্য তেষু প্রার্থনং কৃত্বা, অসৌ শ্রীযশোদা পুত্রং শ্রীকৃষ্ণম্ ঐক্ষত স্বপ্রার্থনাস্বীকারায়াবলোকয়ামাস। সতৃণমিত্যস্যাত্রৈব বান্বয়ঃ। যদ্বা, গৃহায় নিরস্যন্তী স্নেহভরোদয়েনৈবৈক্ষত॥

১৭৫। এবমিতি অনুক্তমন্যদপি সংগৃহ্লাতি, তচ্চাতিবিস্তরভয়েনাশক্ত্যা বা বিস্তার্য নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ; তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। মুহুর্যাতায়াতং গমনাগমনে কুর্বতীত্যত্র হেতুঃ—ব্যগ্রা স্নেহভরেণ ব্যাকুলা যা ধীস্তয়া ইতি তেন সহ প্রযাতুং তং

পরিত্যক্তুঞ্চাশক্তেরিত্যর্থঃ। সুরভিং গাম্ অজয়ৎ বাৎসল্যবিশেষেণাতিশয়িত-বতীত্যর্থঃ। বরবৎসলাং পরমস্নিগ্ধামিতি কদাচিৎ কস্যাশ্চিত্তাদৃশস্নেহাভাবেন তৎপরিহারার্থম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৩-১৭৪। হে তাত রাম! তুমি অনুজের অগ্রেই গমন করিবে। এখানে 'হি' এই শব্দে জ্যেষ্ঠতা-হেতু তাঁহার অগ্রগমনে যোগ্যতা সূচিত হইয়াছে। হে শ্রীদাম! সরূপের সহিত তোমার সখা কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে থাকিবে। যদ্যপি তাঁহারা তথায় সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছেন, তথাপি ব্যগ্রতা বশতঃ নিয়মিতরূপে অবস্থান জন্য এইরূপ উক্তি বুঝিতে হইবে। 'অনুজ ও সখা' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবিশেষ উৎপাদন। এই সখ্যত্বের পরিচয় অগ্রে বিবৃত হইবে। হে অংশুমান! তুমি কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবে। হে সুবল! তুমি কৃষ্ণের বামপার্শ্বে থাকিবে। আদি-শব্দে কণ্টকাকীর্ণ বনে ও ভয়সঙ্কুলাদি স্থানে (কৃষ্ণ গমন করিতে উদ্যত হইলে) তোমরা সবলে প্রতিনিবৃত্ত করিবে এবং আতপাদি হইতে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ ছায়ার কার্য করিবে ও ভোজন-সময়ে সযত্নে ভোজনাদি করাইবে। পরে দন্তে তৃণ গ্রহণ পূর্বক বারংবার সকলের সমীপে প্রার্থনা করিয়া সেই শ্রীযশোদা পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, পুত্রও আমার প্রার্থনা স্বীকার করুক। অথবা গৃহ নিবর্তন সময়ে স্নেহরাশির উচ্ছলন-হেতু পুত্রের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিপাত করিলেন।

১৭৫। এইরূপ স্নেহভরে ব্যাকুলা জননীর ব্যবহার বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল না, তাহাও সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ, তদানীন্তন তাঁহার অতিবিস্তর আর্তিময় অবস্থা বর্ণন করা যায় না। অগ্রে কিছু ব্যক্ত হইবে। মাতার বারংবার গমনাগমনের হেতু এই যে, স্নেহভরে ব্যাকুলবুদ্ধি অর্থাৎ পুত্রের সহিত বনেও গমন করিতে পারিতেছেন না, আর পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহেও প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এই প্রকার বাৎসল্য বিষয়ে বরবৎসলা নবপ্রসূতা অজেয় সুরভি (গাভীও) জয় করিলেন। বরবৎসলা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কখনও কাহারও তাদৃশ পরমস্নিগ্ধ বাৎসল্যভাব হইতে পারে না।

১৭৬। তাং সপাদগ্রহং নত্বাশ্লিষ্য পুত্রঃ প্রযত্নতঃ।
বিবিধচ্ছলতঃ স্বীয়শপথৈশ্চ ন্যবর্তয়ৎ॥

১৭৭। তস্থৌ তত্রৈব সা দূরাৎ পশ্যন্তী তং বনান্তিকে।
চিত্রিতেব স্মৃতস্তন্যা সাস্রোত্তুঙ্গস্থলোপরি॥

মূলানুবাদ

১৭৬। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদগ্রহণ পূর্বক প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি করিয়া প্রযত্ন সহকারে বিবিধ ছলে ও নিজ শপথ প্রদানে মাতাকে নিবৃত্ত করিলেন।

১৭৭। তখন জননী দু'চার পদ গমন করিয়া এক উচ্চ টীলার উপর আরোহণ করিলেন এবং সেই স্থান হইতে চিত্রিতের ন্যায় দূরগামী পুত্রকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭৬। তাং শ্রীযশোদাম্ ; পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। ইতি তদ্‌বচনাদরায় স্নেহো দর্শিতঃ। বিবিধৈশ্ছলৈর্নিজভোগাদিসাধনগৃহকৃত্যব্যাজৈঃ। তথাপ্যনিবর্তমানাং নিজশপথৈশ্চ নিবর্তয়ামাস॥

১৭৭। যত্র ন্যবর্তয়ত্তত্রৈব বনান্তিকে যদুত্তুঙ্গস্থলং তদুপরি তস্থৌ সাস্রং রুদতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৬। শ্রীকৃষ্ণ মাতার বচনে আদর-হেতু স্নেহ প্রদর্শিত হইল। পুত্র তাঁহার পাদগ্রহণাদি করিয়া নিজ ভোগ-সাধন সামগ্রী প্রস্তুত জন্য তাঁহাকে গৃহকৃত্যের বিষয় স্মরণ করাইলেন। তথাপি নিবর্তিত হইলেন না দেখিয়া নিজ শপথ প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিবর্তিত করিলেন।

১৭৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৭৮। শ্রীগোপ্যস্ত্বনুগচ্ছন্ত্যো বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠিকাঃ।
গানাশক্তাঃ স্খলৎপাদা অশ্রুধারাস্তদৃষ্টয়ঃ॥

১৭৯। কর্তুং বক্তুঞ্চ তাঃ কিঞ্চিদশক্তা লজ্জয়া ভিয়া।
মহাশোকার্ণবে মগ্নাস্তৎপ্রতীকরণেঽক্ষমাঃ॥

১৮০। ব্রজাদ্বহির্দূরতরং গতানাং, তদঙ্গনানাং হৃদয়েক্ষণানি।
জহার যত্নেন নিবর্তয়ংস্তা, মুহুঃ পরাবৃত্ত্য নিরীক্ষ্যমাণাঃ॥

মূলানুবাদ

১৭৮-১৭৯। যে সকল শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে অনুগমন করিতেছিলেন, ভাবি-বিচ্ছেদ দুঃখে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পবেগে রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা গান করিতে পারেন নাই। গমনকালে পদ-স্খলন হইতেছিল, অশ্রুধারায় দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা ভয় ও লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে বা কিছু করিতে পারেন নাই। এই প্রকার বিরহশোক-প্রতীকারে অক্ষমা সেই গোপীগণ মহাশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

১৮০। যাঁহারা ব্রজের বাহিরে অতিদূর বনান্তে আগমন করিয়াছেন, সেই ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় ও সতৃষ্ণনেত্র শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেছিলেন না ; সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অতি যত্নে তাঁহাদিগকে নিবর্তিত করিলেও, তাঁহারা গ্রীবা বক্র করিয়া বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭৮-১৭৯। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে পূর্বতো বিশেষায় ; অনুগচ্ছন্তঃ তমনুব্রজন্ত এব। অশ্রুধারয়াস্তদৃষ্টয়শ্চ বভুবুঃ। দ্বাভ্যাং বান্বয়ঃ। ততশ্চ তাস্তদেকপ্রিয়াঃ সর্বসদ্‌গুণালঙ্কৃতা বা। লজ্জয়া স্বাভাবিক্যৈব, ভিয়া চ গুরুজনাদেঃ তস্মাদেব বা, যদ্বা, গুরুজনাদিলজ্জয়া যা ভীস্তয়া। তস্য শোকস্য প্রতিকরণে প্রতিকারে অক্ষমা অশক্তাঃ। তত্র হেতুঃ—কিঞ্চিদালিঙ্গনাদিকং কর্তুম্ ; অপ্যর্থে চকারঃ! কিঞ্চিৎ কথমস্মাভির্জীবিতব্যমিত্যাদিকং বক্তুমপ্যশক্তাঃ। 'নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি' ইত্যাদিন্যায়তস্তেনাপি তচ্ছোক-প্রতিকারঃ সম্ভবেত্তদভাবাচ্চ মহাশোকার্ণবে মগ্না এবেত্যর্থঃ॥

১৮০। কিঞ্চ, ব্রজাদিতি। অস্য ব্রজস্য তাসাং বা মহাশোকার্ণবমগ্নানামঙ্গনানাং হৃদয়ানীক্ষণানি চ জহার নিতরামাচকর্ষ। কথমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্নেনেতি। তা ব্রজাঙ্গনা নিবর্তয়িতুম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৮-১৭৯। এখানে 'তু' শব্দ প্রয়োগে ভিন্নোপক্রমে পূর্ব হইতেও বিশেষ (গোপীগণের অবস্থা) বর্ণন করিতেছেন। যে সকল ব্রজসুন্দরী তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন, ভাবি বিরহ শোকে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পবেগে নিরুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্য স্বভাবসুলভ গান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন এবং অশ্রুধারায় দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গমনকালে পদস্খলিত হইতেছিল। সেই সর্বসদ্‌গুণালঙ্কৃতা তদেকপ্রিয়াগণ স্বাভাবিক লজ্জা বা গুরুজনাদির প্রতি লজ্জাবশতঃ সেই শোকাদি প্রতীকারে অসমর্থা। কারণ, কিছু (আলিঙ্গনাদি) করিতে বা কিছু (আপনার বিরহে আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব?) বলিতে পারেন নাই। অর্থাৎ "নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি"—'বন্ধুর নিকট দুঃখ নিবেদন করিলে সুখ হয়।' এই ন্যায়ানুসারে অবশ্যম্ভাবি শোক প্রতীকারে অসমর্থা হইয়া সেই অবলাগণ মহাশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

১৮০। আরও বলিতেছেন, মহাশোকসাগরে নিমগ্না সেই ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় ও সতৃষ্ণনয়ন শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া লইলেন। কিরূপে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, অতি যত্নে। অর্থাৎ সেই ব্রজাঙ্গনাসকলকে অতিযত্নে নিবর্তিত করিয়াও বারংবার তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৮১। ব্যগ্রাত্মনাথ তেনেষ্টদূতেন স্বয়মেব চ।
গ্রীবামুদ্বর্ত্য সপ্রেমদৃষ্ট্যাশ্বাসয়তা মুহুঃ॥

১৮২। ভ্রূসঙ্কেতাদিনা লজ্জাভয়ে জনয়তা বলাৎ।
সংস্তম্ভিতাস্তাস্তন্মাতুরগ্রে তদ্বদবস্থিতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৮১-১৮২। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ব্যগ্রতা বশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া সপ্রেমদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগকে বারম্বার আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন এবং নিজ প্রিয়দূত ভ্রূসঙ্কেতাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় ও লজ্জাদি জাগ্রত করতঃ বলপূর্বক তাঁহাদিগের গতি রোধ করিলেন। আর তাঁহারাও দুঃখভরে স্তম্ভিত হইয়া মা যশোদার অগ্রেই তাঁহার ন্যায় কোন উচ্চ স্থান অবলম্বন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮১-১৮২। অথ অনন্তরং দুর্গমবনান্তঃপ্রবেশকাল ইত্যর্থঃ। ব্যগ্রাত্মনা ব্যাকুল-চিত্তেন সতা, তেন শ্রীকৃষ্ণেন, বলাত্তা ব্রজাঙ্গনাঃ সম্যক্ স্তম্ভিতাঃ পশ্চাদাগচ্ছন্ত্যঃ স্থিরীকৃতাঃ সত্যঃ। তন্মাতুঃ শ্রীযশোদায়া অগ্রে পুরতঃ। তদ্বৎ তন্মাতৃবদিতি তং দূরাৎ পশ্যন্ত্যশ্চিত্রিতা ইবোত্তুঙ্গস্থলোপরি রুদতাঃ অবতস্থিরে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন তেন? ইষ্টেন প্রিয়েণ দূতেন তদ্দ্বারা বাচিকেন ইত্যর্থঃ। তথা স্বয়মেব গ্রীবামুদ্বর্ত্য পরাবর্ত্য সপ্রেমদৃষ্ট্যা চাশ্বাসয়তা সান্ত্বয়তা। কিঞ্চ, ভ্রূবিক্ষেপ-সঙ্কেতেন আদি শব্দাচ্ছিরো-হবধূনন-জিহ্বাগ্রে-দশনাদিনা চ লজ্জাং ভয়ঞ্চ জনয়তা, আচ্ছন্নে সতি প্রাদুর্ভাবয়তা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮১-১৮২। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে সময় দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিবেন, সেই সময় তিনি স্বয়ংই ব্যাকুলচিত্তে বারবার তাঁহাদের প্রতি সপ্রেমদৃষ্টিপাতে বলপূর্বক যেন সেই ব্রজাঙ্গনাদের অনুগমন গতিরোধ করিলেন। তজন্য তাঁহারা দুঃখভরে স্তম্ভিত হইয়া মাতা শ্রীযশোদার অগ্রে তাঁহারই ন্যায় অশ্রুপ্লুতনয়নে চিত্রপুত্তলিকা-সদৃশ কোন উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাদের গতি কিরূপে স্থিরীকৃত হইল? বাচিকভঙ্গীস্বরূপ প্রিয় দূত দ্বারা তাঁহাদের গতিনিরোধ হইল। তথা স্বয়ংই গ্রীবা বক্র করিয়া বারংবার সপ্রেম-দৃষ্টিপাতদ্বারা তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। আর ভ্রূসংকেতাদি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় ও লজ্জা সঞ্চারিত করিলেন। আদি-শব্দে শিরঃকম্পন, দশনের দ্বারা জিহ্বাগ্র দংশনাদি বুঝিতে হইবে।

১৮৩। বল্লবেন্দ্রশ্চ সুস্নিগ্ধঃ স্বত এব বিশেষতঃ।
পত্নী-বাৎসল্যদৃষ্ট্যা চ স্নেহোদ্রেকেণ যন্ত্রিতঃ॥

১৮৪। সর্বব্রজজনস্নেহভরং পুত্রে বিলোক্য তম্।
বৃদ্ধৈঃ সহানুযাতোঽপি দূরং ত্যক্তুং ন চাশকৎ॥

মূলানুবাদ

১৮৩-১৮৪। স্বজন-বেষ্টিত স্বভাবস্নিগ্ধ শ্রীনন্দরাজ নিজ পত্নীর পুত্র-বাৎসল্য অবলোকন করিয়া স্নেহোদ্রেক-হেতু স্তম্ভিত হইলেন। পুত্রের প্রতি সমগ্র ব্রজবাসীর স্নেহরাশি বিলোকন করিয়া বৃদ্ধ উপনন্দাদির সহিত দূরে আগমন করিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৩-১৮৪। বল্লবেন্দ্রঃ শ্রীনন্দঃ ইতি সর্বৈরেব ব্রজজনৈঃ পুরোহিতাদিভিশ্চ পরিবৃত ইতি জ্ঞেয়ম্। স্বত এব সুস্নিগ্ধঃ, স্বভাবতঃ এব স্নেহার্দ্রচিত্তঃ ; কিংবা পুত্রেঽত্যন্তস্নেহযুক্তঃ। বিশেষতশ্চ পত্ন্যাঃ শ্রীযশোদায়া বাৎসল্যস্য দৃষ্ট্যা স্নেহস্য উদ্রেকঃ আধিক্যাবির্ভাবঃ তেন যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ সন্। বৃদ্ধৈরুপনন্দাদিভিঃ সহিতঃ তং পুত্রং দূরমনুযাতোঽপি ত্যক্তুং নাশকদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিঞ্চ, পুত্রে সর্বেষামেব ব্রজজনানাং শ্রীগোপীপ্রভৃতীনাং স্নেহভরং বিলোক্যেতি ত্যাগাশক্তৌ স্নেহোদ্রেক এব বা হেতুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৩-১৮৪। পুরোহিত প্রভৃতি সমস্ত ব্রজজন-পরিবৃত বল্লবেন্দ্র শ্রীনন্দ স্বতঃই সুস্নিগ্ধ অর্থাৎ স্বভাবতঃ স্নেহার্দ্রচিত্ত। কিংবা পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহযুক্ত হইলেও পত্নী শ্রীযশোদার পুত্রবাৎসল্য অবলোকন করিয়া স্নেহোদ্রেকযুক্ত অর্থাৎ অত্যধিক স্নেহাবির্ভাবে বশীভূত হইলেন এবং বৃদ্ধ উপনন্দাদির সহিত দূরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদেরও পশ্চাৎগমনের বিরাম হইতেছে না। বিশেষতঃ পুত্রের প্রতি শ্রীগোপী প্রভৃতি সমগ্র ব্রজবাসীর স্নেহরাশি অবলোকন করিয়া স্নেহোদ্রেক বশতঃ পুত্রকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

১৮৫। **শুভানি শকুনান্যুচ্চৈঃ পশ্বাদীনাঞ্চ হৃষ্টতাম্।**
সংলক্ষ্যান্তঃ প্রহৃষ্টোঽপি পুত্রবিচ্ছেদকাতরঃ॥

১৮৬। **সাগ্রজং পৃথগালিঙ্গ্য যুগপচ্চাত্মজং মুহুঃ।**
শিরস্যাঘ্রায় চ স্নেহভরার্তোঽশ্রূণ্যবাসৃজৎ॥

মূলানুবাদ

১৮৫-১৮৬। যদিও ঊর্ধ্বদেশে মঙ্গল সূচনাকারী পক্ষীগণ এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী পশু সকলের হৃষ্টতা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে হৃষ্ট হইয়াছেন, তথাপি পুত্রবিচ্ছেদে কাতর হইলেন। পরে পৃথক্ পৃথক্ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া যুগপৎ বলদেবের সহিত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৫-১৮৬। শুভানি-শকুনানি সম্পূর্ণ-মুখ-কায়-পরিভ্রমণাদীনি। পশ্বাদীনাং রাত্রিবিরহেণ দিবা বনপ্রয়াণে চ হৃষ্টতাং হর্ষং সংলক্ষ্য ইতি অন্তঃপ্রহৃষ্টত্বে হেতুঃ। আদি-শব্দেন বন্যমৃগ-খগাদয়ঃ। তথাপি পুত্রস্য বিচ্ছেদেন কাতরো দুঃখিতঃ সন্ বিবশো বা সন্ সাগ্রজং শ্রীবলরাম সহিতম্ আত্মজং শ্রীকৃষ্ণং পৃথক্ আদৌ পৃথক্ত্বেন আলিঙ্গ্য পশ্চাদ্ যুগপচ্চ বাহুভ্যাং তৌ দ্বাবেবৈকদা গৃহীত্বা আলিঙ্গ্য। মুহুরিতি সর্বত্রৈব যোজ্যম্। অবাসৃজৎ ধারান্যায়েন মুমোচ। বহু রুরোদেত্যর্থঃ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৫-১৮৬। মুখ-কায় দ্বারা সম্পূর্ণ শুভলক্ষণ সূচনাকারী পক্ষিসকলের ঊর্ধ্বদেশে পরিভ্রমণাদি এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল পশ্বাদি ও বন্য মৃগগণের হৃষ্টতা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে হৃষ্ট হইলেন। তথাপি পুত্রবিচ্ছেদভয়ে কাতর ও বিবশ হইলেন এবং অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত আত্মজ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বারবার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ও অশ্রুধারা বিসর্জন করিলেন। অর্থাৎ বহু রোদন করিলেন।

১৮৭। **অথ প্রণম্য পুত্রেণ কৃত্যং দর্শয়তা বহু।**
প্রস্থাপিতঃ পরাবৃত্ত্য তমেবালোকয়ন্ স্থিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৮৭। অনন্তর শ্রীরাম-কৃষ্ণ পিতাকে প্রণাম করিয়া বহু বহু কর্তব্য নির্দেশ পূর্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং শ্রীনন্দও গ্রীবা বক্র করিয়া বার বার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিত রহিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৭। অথ অনন্তরং বহু কৃত্যমবশ্যং কর্তব্যং স্ববিষয়ক-দৈন্যাদিভয়তো ব্রজ-জনাশ্বাসন-রক্ষণাদিকং, তথা অপরাহ্ণে নিজাগমনসময়ে ব্রজশোভাপাদনাদিকঞ্চ কর্ম দর্শয়তা বোধয়তা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে বহুকৃত্য (অবশ্য কর্তব্য বিষয়) স্মরণ করাইলেন। অর্থাৎ দৈন্যের সহিত ব্রজজনের আশ্বাসন ও ভয় হইতে রক্ষা ইত্যাদি। তথা অপরাহ্ণে নিজগমন সময়ে ব্রজশোভা-সম্পাদনাদিরূপ বহুকৃত্যের নির্দেশ করিয়া পিতাকে প্রস্থাপিত করিলেন।

১৮৮। অরণ্যান্তরিতো দূরে গতৌ পুত্রাবলোকয়ন্।
শব্দং কঞ্চিদশৃন্বংশ্চ নিববর্ত ব্রজং প্রতি॥

১৮৯। নিযুজ্য জাঙ্ঘিকান্ ভৃত্যান্ তদ্বার্তাহরণায় সঃ।
গোপীভিরন্বিতাং পত্নীং সান্ত্বয়িত্বানয়দগৃহান্॥

১৯০। তাস্তু তাস্য বিলাসাংস্তান্ গায়ন্ত্যো বিবিশুর্ব্রজম্।
দিনমারেভিরে নেতুং ধ্যায়ন্ত্যস্তস্য সঙ্গমম্॥

১৯১। তত্তদ্বিশেষো নির্বাচ্যোঽনন্তশক্ত্যাপি নাপরঃ।
মহার্তিজনকে তস্মিন্ কো বা ধীমান্ প্রবর্ততে॥

মূলানুবাদ

১৮৮-১৮৯। অতঃপর পুত্রযুগল অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলে যখন আর দেখা গেল না বা শিঙ্গাদির কোন শব্দ কি গাভী সকলের হাম্বারব শুনা গেল না ; তখন পুত্রের বার্তা আনিবার জন্য দ্রুতগামী দূত নিয়োজিত করিয়া ব্রজাঙ্গনাসকলকে ও যশোদাকে সান্ত্বনা পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৯০। আর বিরহ-ব্যথিত সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাবলি গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গম ধ্যান করিয়া দিনক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

১৯১। এই সকল ব্রজসুন্দরীগণের বিশেষ অবস্থা বর্ণনে অনন্তদেবও অসমর্থ, অথবা মহা আর্তিজনক সেই বিষয় বর্ণন করিতে কোন্ ধীমান্ প্রবৃত্ত হইবে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮৮-১৮৯। অপ্যর্থে চকারঃ। কঞ্চিদ্হম্বারাব শৃঙ্গাদিশব্দমপ্যশৃণ্বন্ সন্ ব্রজং প্রতি তত্র গন্তুং নিববর্ত তদভিমুখো বভূবেত্যর্থঃ। তয়ো পুত্রয়োঃ বার্তায়া আহরণায় জাঙ্ঘিকাম্ জঙ্ঘয়া শীঘ্রং দূরং গন্তুং শক্তান্ বরান্ ভৃত্যান্ নিযুজ্য, গৃহানিতি তাসাং নিজনিজগৃহং স্বগৃহমেব বা প্রাপয়ৎ॥

১৯০। ননু তথাপি তাসাং গৃহেঽবস্থিতির্দিননয়নঞ্চ কথমস্তু? তত্রাহ—তাস্তিতি। 'তু'-শব্দোঽত্র শ্রীনন্দাদিভ্যো বিশেষায়। তান্ রাসাদীন্ রম্যান্ বা 'বামবাহুকৃত বামকপোলঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২) ইত্যাদ্যুক্তান্। সঙ্গমং সম্ভোগং সংযোগং বা ; তঞ্চ ভূতং ভাবিনং বা॥

১৯১। ননু মাত্রা প্রবোধনমারভ্য ব্রজাগমনাবধি তত্তত্তদীয়ং চেষ্টিতং হৃৎকর্ণ-রসায়ণং, বিস্তার্য নিঃশেষং কথয়েত্যত্রাহ—তত্তদিতি। অনন্তস্য সহস্রাননশেষস্য ; যদ্বা, অনন্ততয়া অপরিচ্ছিন্নয়া শক্ত্যাপি অপরস্তত্তদ্বিশেষো তত্তদ্বিশেষনির্দেশো ন নির্বাচ্যো ভবতি। ননু 'মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিৎ' ইত্যাদি-ন্যায়েন ভাগবতপ্রবরস্য ভগবতঃ কিমশক্যম্? অনন্তত্বাদশক্যমেবেতি চেত্তর্হি কিঞ্চিদ্বিস্তার্য কথ্যতামিতি চেত্তত্রাহ—মহেতি। ধীমান্ ইতি অন্যথা জগদ্দুঃখবিশেষ-জননান্নির্বুদ্ধিরেবেতি ভাবঃ। অতএব শ্রীবাদরায়ণিপ্যেতদ্বিস্তার্য নাকথয়দিতি জ্ঞেয়ম্। এবমন্যদপ্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৮-১৮৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৯০। যদি বল, তথাপি সেই বিরহব্যথিতা ব্রজাঙ্গনাসকল কিরূপে গৃহে গমন করিলেন? আর কিরূপেই বা তাঁহারা গৃহে অবস্থান করিয়া দিন ক্ষেপন করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'তাস্তু' ইত্যাদি। এখানে 'তু' শব্দ পূর্বোক্ত শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণ হইতেও বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক। সেই বিরহিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই রাসাদি বিলাসাবলী গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। আর "শ্রীকৃষ্ণ যখন বামবাহুমূলে বামকপোল সংন্যস্ত করিয়া ভ্রূনর্তন করিতে করিতে" ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গম ধ্যান করিয়া দিনক্ষেপ করিয়া থাকেন।

১৯১। যদি বল, বিরহব্যথিত মাতার প্রবোধন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজাগমনাবধি তাঁহাদের সেই সেই চেষ্টাদি হৃৎকর্ণ রসায়ণ, সুতরাং বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন। এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, এই সকল বিরহ-বৈচিত্র্য বর্ণনে সহস্রবদন অনন্তদেবও অসমর্থ। অথবা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন শক্তিবলেও তত্তৎ বিশেষ নির্দেশ করা যায় না। যেহেতু, সেই বিরহ বৈচিত্র্য অনির্বাচ্য। যদি বল, 'হে ভগবন্! তুমি নিজ যোগমায়া অবলম্বনে সর্বদা লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান কর, তথাপি তোমার অনন্য ভক্তসকল তোমাকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন।' এই ন্যায়ানুসারে ভাগবতপ্রবরগণের কি অসাধ্য আছে? আর সেই লীলার অনন্তত্ব প্রযুক্ত সম্যক্ বর্ণনে অসমর্থ হইলেও কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলুন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'মহার্তি' ইত্যাদি। মহার্তিজনক সেই লীলা বর্ণন করিতে কোন্ বুদ্ধিমান প্রবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ মহামোহজনক দাবানলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান জগদ্দুঃখ উৎপাদন করিবে? (অন্যথা জগদ্দুঃখজননই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়—ইহাই ভাবার্থ) এইজন্য শ্রীবাদরায়ণিও এই বিরহলীলার বিস্তার করেন নাই।

১৯২। স তু প্রস্থাপ্য তাঃ স্বান্তরার্তোঽপি সখিভির্বলাৎ।
নীতাঽগ্রে প্রাবিশত্ত্বূর্ণং শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরম্॥

১৯৩। সন্দর্শ্যমানঃ সখিভিঃ স তু বৃন্দাবনশ্রিয়ম্।
স্বয়ঞ্চ বর্ণয়ন্ যুক্ত্যা নির্গতাধিরিবাভবৎ॥

১৯৪। ততোঽতনোদ্‌যান্ স তু গোপবিভ্রমা-
নতোঽভজন্ যাদৃশতাং চরাচরাঃ।
হৃদা ন তদ্বৃত্তমুপাসিতং ভবেৎ,
কথং পরস্মিন্ রসনা নিরুপয়েৎ॥

মূলানুবাদ

১৯২-১৯৩। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ব্রজগণকে বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে বিদায় দিয়া নিজ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও সখাগণ-কর্তৃক বলপূর্বক অগ্রে নীত হইয়া শীঘ্রই শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে সখাগণ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা দেখাইতে লাগিলেন এবং তিনিও স্বয়ং সেই বৃন্দাবন-শোভা বর্ণন করিয়া মনোব্যথা নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

১৯৪। অনন্তর তিনি যে সকল গোপবিভ্রমণ ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছিলেন, আর সেই বিলাস-ভ্রমণ দর্শনে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল বিভ্রম-বিলাস ও ভাব হৃদয়েও ধ্যান করা যায় না, সুতরাং রসনা কিরূপে তাহা অপরের সমীপে বর্ণন করিবে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯২-১৯৩। নন্বসৌ কথং নাম তাসাং বিরহমসহতেত্যত্রাহ—স ত্বিতি দ্বাভ্যাম্, স শ্রীকৃষ্ণঃ ; তু-শব্দেন তাভ্যোঽপ্যস্য দুঃখবিশেষো বোধ্যতে স তু সখিভির্বলা-দিত্যাদিনা দর্শিতঃ। সখিভির্বলাদগ্রে পুরতো নীতঃ সন্, অন্যথা অন্যোঽন্যং নিরীক্ষণেন পরিত্যাগাশক্তেঃ। শ্রীমতো বৃন্দাবনস্যান্তরং মধ্যম্, দুর্গমিতি তত্র তাসাং গমনশঙ্কা নিরস্তা। যদ্যপি শ্রীযশোদয়োঽপি তেন প্রস্থাপিতাঃ, তথাপি তাঃ প্রস্থাপ্যেতি গোপীনাং বিরহেণ তস্য চিত্তান্তর্দুঃখবিশেষোৎপত্তেঃ। সন্দর্শ্যেতি যুক্ত্যা নিজাগ্রজ-সম্মাননাদিব্যাজেন। তথা চোক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৫।৫)—'অহো অমী দেববরামরার্চিতং, পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।

নমস্ত্যপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥' ইত্যাদি। ইবেতি সমগ্রান্ধ্যনির্গমং দ্যোতয়তি॥

১৯৪। গোপানামিব তেষামিব বা বিভ্রমান ক্রীড়াঃ, অতঃ এভ্যো গোপবিভ্রমেভ্যো হেতুভ্যঃ। যাদৃশতাং যাদৃগ্ ভাবম্ অভজন্ প্রাপুঃ, তদ্বৃত্তং হৃদা মনস্যাপি উপাসিতং ধ্যাতং ন ভবেৎ। অতঃ কথং রসনা জিহ্বা পরস্মিন্ অন্যজনং প্রতি নিরূপয়েৎ? তদ্বৃত্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯২-১৯৩। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাদের বিরহদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন? তাহাই 'স তু' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের বিরহে একপদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এখানে 'তু' শব্দ প্রয়োগে তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর বিরহদুঃখ সূচিত হইয়াছে। তজন্য তিনি সহচরবর্গ-কর্তৃক বলপূর্বক অগ্রে নীত ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নিরীক্ষণ-পরিত্যাগ অসম্ভব হইত। এতদ্বারা শ্রীমৎ বৃন্দাবনের মধ্যে তাঁহার দুর্গমবনে প্রবেশ আশঙ্কা নিরস্ত হইল। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদা প্রমুখ ব্রজবাসীবর্গকে প্রস্থাপিত করিয়া নিজ অন্তরে দুঃখিত, তথাপি সেই গোপাঙ্গনাগণকে প্রস্থাপিত করিয়া নিজ অন্তরে অন্তরে দুঃখিত হইয়াছিলেন। এজন্য অগ্রজের সম্মানন ছলে শ্রীবৃন্দাবনের শোভাবিশেষের যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীবাদরায়ণি তাহাই দশমস্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—"হে দেব! কি আশ্চর্য! যে তমোগুণে বৃক্ষজন্ম হয়, সেই তমোগুণ বিনাশ করিবার জন্যই এই সকল বৃক্ষের প্রকটন হইয়াছে এবং ফল পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া শাখাগ্র নত করিয়া আপনার অমরার্চিত পদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে।" ইত্যাদি প্রকারে যেন সমগ্র মনোব্যথা নির্গমনের প্রয়াস করিয়াছিলেন।

১৯৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৯৫। গোবর্ধনাদ্রিনিকটেষু স চারয়ন্ গা,
রেমে কলিন্দতনয়াম্বুনি পায়য়ংস্তাঃ।
সায়ং তথৈব পুনরেত্য নিজং ব্রজং তং,
বিক্রীড়তি ব্রজবধূভিরসৌ ব্রজেশঃ॥

১৯৬। শ্রীগোপরাজস্য যদপ্যসৌ পুরী,
নন্দীশ্বরাখ্যে বিষয়ে বিরাজতে।
তে তস্য কৃষ্ণস্য মতানুবর্তিনঃ,
কুঞ্জাদিরাসং বহু মন্যতে সদা॥

মূলানুবাদ

১৯৫। শ্রীগোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তি স্থানসমূহে গোচারণ করিতে করিতে এবং শ্রীযমুনায় গো-সকলকে জল পান করাইতে করাইতে ও সায়ংকালে পূর্ববৎ নিজব্রজে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূগণের সহিত সেইরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

১৯৬। যদিও গোপরাজের পুরী শ্রীনন্দীশ্বরনামক প্রদেশে অবস্থিত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে শ্রীগোলোকবাসীগণ সর্বদা কুঞ্জ আদি বাসে অধিক আগ্রহ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৫। এবং সামান্যেন তদানীন্তনক্রীড়াপ্রসঙ্গমুপসংহরন্ নিত্যমাশ্চর্যমাণা অহোরাত্রবিহারপ্রকারং সংক্ষেপেণোদ্দিশতি—গোবর্ধনেতি। স শ্রীকৃষ্ণঃ ; তা গাঃ ; তথা পূর্বোক্তপ্রকারেণৈব বিবিধং ক্রীড়তি। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ; ব্রজেশ ইতি তত্রত্যমশেষং শ্রীব্রজবধ্বাদিকং তস্যৈব ভোগক্রীড়াসাধনমিতি বোধয়তি॥

১৯৬। তং ব্রজমেত্যেত্যুক্তম্। তত্র পূর্বোদ্দিষ্টপুরী মধ্যে বনমধ্যে বা নিত্যমসৌ ক্রীড়তীত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রীগোপেতি। অসৌ শ্রীপূর্বোক্তস্বরূপা বিষয়ে স্থানে, তে শ্রীগোলোকবর্তিনো জনাঃ, কৃষ্ণস্য মতং প্রায়ঃ সদা বনান্তর্বিহরণাদিকং তদনুবর্তন-শীলাঃ ; অতএব সদা নিকুঞ্জাদিরাসং বহু যথা স্যাত্তথা মন্যন্তে। আদি-শব্দেন তরুতল-শকটাবরণাদি, এবং প্রায়ো নিত্যং বনান্তরেব বিক্রীড়তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৫। এইরূপ সামান্যে তদানীন্তন ক্রীড়াপ্রসঙ্গ উপসংহার করিয়া তাঁহার নিত্য আশ্চর্যমান অহোরাত্র বিহার-প্রকার সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছেন, 'গোবর্ধন' ইত্যাদি। এখানে 'ব্রজেশ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ব্রজের যাবতীয় বস্তুই তাঁহার ক্রীড়া সাধনের অনুকূল জানিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্রজবধূবর্গ সর্বোপরি বর্তমান।

১৯৬। এখানে 'ব্রজ'-পদে ব্রজের মধ্যবর্তি শ্রীগোপরাজের পুরী, আর পুরীমধ্যে এবং বনমধ্যে নিত্য সেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন—এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সেই শ্রীগোলোকবাসীজনও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্বদা বনমধ্যে বিহারাদি জন্য তাঁহারই মতানুবর্তি। অর্থাৎ তাঁহারাও সর্বদা নিকুঞ্জাদিতেই বাস করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'আদি' শব্দে তরুতল ও শকটাবরণ স্থানসমূহ। এই প্রকারে তাঁহারা এই পুরীতেও নিত্যবিহারের মত বিহার করিয়া থাকেন।

১৯৭। তত্রৈব বসতা ব্রহ্মন্নানন্দো যোঽনুভূয়তে।
সুখং যচ্চ স বা তদ্বা কীদৃগিত্যুচ্যতাং কথম্॥

মূলানুবাদ

১৯৭। হে ব্রাহ্মণ! আমি এই গোলোকে বাস করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়াছি, সেই আনন্দ যে কীদৃক্, তাহা কোনরূপেই ব্যক্ত করা যায় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৭। অধুনা শ্রীগোলোকস্য পূর্বোদ্দিষ্টমেব সর্বোৎকৃষ্টতরমাহাত্ম্যং দর্শয়িতু-মাদৌ তত্রত্যং সর্বতোঽধিকতরং পরমানন্দসুখমাহ—তত্রেতি। স আনন্দো বা কীদৃক্? কেন সদৃশঃ? তৎসুখং বা কীদৃগিতি কথমুচ্যতাম্ অপি তু ন বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। আনন্দসুখয়োর্ভেদশ্চ কার্য-কারণত্বেন বাহ্যাভ্যন্তরত্বাদিনা বা কশ্চিৎ কল্প্যঃ লোকে তথা অশ্রবণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৭। অধুনা পূর্বোদিষ্টরূপে শ্রীগোলোকের সর্বোৎকৃষ্টতর মাহাত্ম্য প্রদর্শন নিমিত্ত প্রথমতঃ তত্রত্য সর্বতো অধিকতর পরমানন্দ ও সুখের কথা বলিতেছেন। তথায় বাস করিয়া যে আনন্দ ও সুখ অনুভব করিয়াছি, সেই আনন্দ কীদৃক্ বা কাহার সদৃশ এবং সেই সুখই বা কি প্রকার, তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিব? অপিচ ব্যক্ত করিবারও শক্তি নাই, কিংবা জগৎ-ভিতরে উপমারও স্থল নাই। আনন্দ ও সুখের কার্য-কারণত্বরূপে ভেদ আছে, অথবা বাহ্যাভ্যন্তরত্ব রূপেও ভেদ হইতে পারে।

সারশিক্ষা

১৯৭। উল্লাসাত্মক জ্ঞানবিশেষের নাম সুখ। আর প্রিয়বস্তুর সংযোগে যে চিত্তের উল্লাস, তাহার নাম আনন্দ। অর্থাৎ প্রিয়বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার প্রাণ এবং যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয় ও বিষয়ানুভব-হেতু যে উল্লাস, তাহাই আনন্দ। অতএব সুখ হইতেও আনন্দের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। অথচ আনন্দেই সুখের পরিসমাপ্তি। সুখের অনুভূতি হয় অন্তরে, অতএব ইহাতে আশ্রয় বিচার আছে, কিন্তু বিষয়ের বিচার নাই। আনন্দ বিষয়ের আনুকূল্যময় স্পৃহাবিশেষ বলিয়া আশ্রয় ও বিষয় বিচার আছে এবং আনন্দের মধ্যেও সুখের ধর্ম বিদ্যমান আছে। আর সুখের প্রাণ হইল একমাত্র

আশ্রয়ের (নিজের) উল্লাস, ইহাতে বিষয়ের অপেক্ষা নাই ; কিন্তু আনন্দে যে উল্লাস আছে, তাহা বিষয় (প্রিয়জনের) উল্লাসের অনুগতভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া উভয়নিষ্ঠ। এজন্য আনন্দের স্বসুখবাসনা থাকে না, তথাপি সুখের ধর্ম বর্তমান থাকে। আর সুখের মূলে কাহারও আনুকূল্যস্পৃহা থাকে না বলিয়া উহা কেবল আত্মনিষ্ঠ। এজন্য স্বসুখোদয়ে বিরহের অশ্রু শুষ্ক হইয়া যায়।

আর আনন্দের যে অনুভূতি, তাহা সর্বপ্রকার স্ব-সুখ-সম্বন্ধ-রহিত বিশুদ্ধ প্রতীতিমাত্র, উহাতে কোনরূপ বিশেষণের প্রতীতি থাকে না। পক্ষান্তরে নানাপ্রকার বস্তুর যোগাযোগের ফলে চিত্তে যে সুখ অনুভব হয়, তাহা অতি অজ্ঞলোকেও অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং এইপ্রকার সুখের স্বতঃই তারতম্য হইয়া থাকে বলিয়া এই সুখের অনুভূতিও ভেদযুক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পরমার্থসম্বন্ধি বিভাব ও অনুভাবাদির প্রতীতি ফলে আত্মায় যে আনন্দরস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনপ্রকার বিশেষণের বা ভেদ সম্বন্ধের প্রতীতি থাকে না। তজ্জন্য উঁহার প্রতীতিকে রসাস্বাদন বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে আনন্দই আত্মায় অভিব্যক্ত হইয়া স্বীয় আবরণ অপনীত করতঃ অনুভূতির বিষয় হইয়া রতি ও প্রেম পর্যায়ে রস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই আনন্দ নিত্য প্রকাশমান আত্মার স্বরূপভূত ধর্ম বলিয়াই অপর কোন বস্তু বিষয়ের বা প্রকাশকের সাহায্য না লইয়াই প্রকাশমান। আর সুখ এই আনন্দলাভের সহায়তা করে বলিয়া জাগতিক জড় বস্তু সকলেও সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই সুখানুভূতি আত্মার পক্ষে মুখ্য নহে—গৌণ। আবার স্বসুখ-বাসনামূলক কর্মজ দেহ যতদিন বর্তমান আছে, ততদিন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলেও স্বসুখাশা উহার নিদান বলিয়া আনন্দানুভূতি সম্ভব নয়।

অতএব প্রিয়বস্তুনিষ্ঠ আনন্দ হইতে সমুৎপন্ন রতি বা প্রেমই বিভাবাদির সম্মিলনে রসরূপে পরিণত হয় এবং এই প্রেমরস ভেদেও অভেদ প্রতীতি ও অভেদেও ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব এ জগতের কোন নর-নারীই আনন্দের বিষয় হইতে পারে না। একমাত্র রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণই আনন্দের বিষয়-আশ্রয় হইতে পারেন। উপমাস্থলে শ্রীরাধা-শ্যামের উভয়নিষ্ঠ প্রেমরসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্যামসুন্দর বলিতেছেন, অয়ি রাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রেয়সী, এই সকল উক্তি প্রবাদ বাক্য মাত্র। অথবা তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার প্রাণ, এই সকল উক্তিও প্রলাপমাত্র। আমি তোমার, তুমি আমার, এই সকল উক্তিও সাধু বাক্য নহে। কারণ, আমাদের পরস্পরের ব্যবহারে বা কথোপকথনে 'যুষ্মদ্' 'অস্মদ্' শব্দ প্রয়োগ কখনও সমুচিত হইতে পারে না।

১৯৮। মুক্তানাং সুখতোঽত্যন্তং মহদ্বৈকুণ্ঠবাসিনাম্।
ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদুক্তং তদ্বেদিভিঃ সুখম্॥

মূলানুবাদ

১৯৮। ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য-হেতু মুক্তগণের সুখ হইতেও বৈকুণ্ঠবাসিগণের সুখ মহৎ। ভক্তিতত্ত্ববেত্তাগণ এইরূপই স্থির করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৮। তত্র হেতুমাহ—মুক্তানামিতি চতুর্ভিঃ। অত্যন্তং মহৎ সুখমুক্তম্। অত্যন্তমহত্ত্বে হেতুঃ—ভগবদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৮। তাহার কারণ 'মুক্তানাং' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। সুখমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, মুক্তগণের সুখ মহৎসুখ ; আর ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত মহত্ত্ব-হেতু মুক্তগণের সুখ অপেক্ষাও বৈকুণ্ঠবাসিগণের সুখের মহত্ত্ব অত্যন্ত অধিক।

সারশিক্ষা

১৯৮। অতএব সকল প্রকার সুখই প্রেমরসে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আনন্দ ও সুখের কার্য-কারণত্বরূপে ভেদ আছে এবং সুখ হইতেও আনন্দের বৈশিষ্ট্য আছে।

১৯৯। **অযোধ্যাদ্বারবত্যাদিবাসিনাঞ্চ ততোঽপি তৎ।**
উক্তং রসবিশেষেণ কেনচিৎ কেনচিন্মহৎ॥

মূলানুবাদ

১৯৯। বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যাসুখ মহৎ, আর অযোধ্যাসুখ হইতে দ্বারকাবাসীগণের সুখ মহৎ। কোন কোন রসবিশেষের তারতম্য-হেতু উক্ত প্রকার সুখানুভূতির তারতম্য হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯৯। ততস্তস্মাদ্ বৈকুণ্ঠবাসি সুখাদপি অযোধ্যাবাসিনাং তৎসুখং মহদুক্তম্। কেন হেতুনা? কেনচিৎ কেনচিৎ রসবিশেষেণ পরমৈকান্তিতয়া সেবাদিরসভেদেন। এতচ্চ প্রাগেবোদ্দিষ্টমস্তি। তদ্‌যথা শ্রীবৈকুণ্ঠে বিচিত্রভক্তিরসেন মোক্ষাদপ্যধিকতরং সুখবিশেষমনুভবদ্ভ্যঃ শ্রীনারায়ণস্য নিত্যপার্ষদেভ্যোঽপি অযোধ্যায়াং শ্রীরঘুনাথ-চরণারবিন্দৈকান্তিনাং নিত্যসেবকানাং সেবারসনিষ্ঠাবিশেষেণাধিকং সুখম্, তেভ্যোঽপি দ্বারকায়াং শ্রীযাদবেন্দ্র চরণারবিন্দৈকান্তিনাং নিত্যসুহৃদাং সৌহৃদরস-নিষ্ঠা-বিশেষেণাধিকমিতি এবম্ এতেভ্যোঽপি শ্রীগোলোকে শ্রীনন্দনন্দনচরণার-বিন্দৈকান্তিনাং নিত্যপ্রিয়াণাং প্রেমরসনিষ্ঠাবিশেষেণাধিকাধিকমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৯। সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণের সুখ হইতেও অযোধ্যাবাসিগণের সুখ মহৎ। ভাল, কি জন্য সুখের তারতম্য হয়? রসবিশেষের তারতম্য হইতে সুখবিশেষের তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন কোন রসবিশেষ হইতে পরম ঐকান্তিকতা প্রযুক্ত ভগবদ্ সেবা বিষয়ে সুখের ভেদ হইয়া থাকে। এই সকল তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই প্রকার—শ্রীবৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তিরসের দ্বারা মোক্ষ হইতেও অধিক সুখবিশেষ অনুভব হইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রীনারায়ণের নিত্য পার্ষদ হইতেও অযোধ্যায় শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ কমলের ঐকান্তিক নিত্য সেবকগণ সেবারস নিষ্ঠাবিশেষ দ্বারা অধিকতর সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আর তাহা হইতেও দ্বারকায় শ্রীযাদবেন্দ্র-চরণারবিন্দের ঐকান্তিক নিত্য সুহৃদ্‌গণের সৌহৃদ্‌রস নিষ্ঠাবিশেষ দ্বারা অধিক সুখ অনুভব হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্রমোৎকৃষ্টানুসারে শ্রীগোলোকবাসিগণের যে সুখ, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ শ্রীগোলোকে

শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দের ঐকান্তিক নিত্য প্রিয়াগণের প্রেমরসনিষ্ঠাবিশেষের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকাধিক সুখ অনুভব হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৯৯। ঐশ্বর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে ভক্তিরস দাস্যভাবের দ্বারা ভক্তের চিত্তরঞ্জনের হেতু হয়, এজন্য তাঁহাদের স্থায়িভাব চিত্তরঞ্জকতা স্নেহবিশেষ। শ্রীনারায়ণ আলম্বন, তদীয় মহিমা উদ্দীপন। হৃদয়দ্রবাদি অনুভাব এবং নির্বেদ-দৈন্যাদি ব্যভিচারিভাব।

এইপ্রকার সেব্য-সেবকভাবাত্মক স্নেহের বা ভক্তিরসের তিনপ্রকার ভেদ হয়। শ্রীনারায়ণের দাসভাবে প্রথম, বন্ধুভাবে দ্বিতীয় এবং দাসভাব ও সখ্যভাবের সংমিশ্রণে তৃতীয়। তন্মধ্যে, দাস্য ও সখ্যে প্রভেদ এই যে, দাস্যে বিশেষভাবে সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকে, আর সখ্যে বিশ্বাসের আতিশয্য থাকে। কিন্তু সেবা-সম্বন্ধ উভয়স্থলেই সমান থাকে। এইপ্রকার স্নেহপ্রযুক্ত দ্রবীভূত চিত্তে সেব্য-সেবকভাবে (আমি সেবক, শ্রীকৃষ্ণ আমার সেবনীয়) এইভাবে (বন্ধুভাবে) যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাকে 'সেবারসনিষ্ঠা' বলে। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অযোধ্যাবাসী প্রভৃতির ছিল। আর এইপ্রকার স্নেহপ্রযুক্ত দ্রবীভূতচিত্তে সেব্য-সেবকভাবে 'সৌহৃদনিষ্ঠা' দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাকে 'সৌহৃদরসনিষ্ঠা' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বারকাবাসী প্রভৃতির ছিল। প্রেমরসনিষ্ঠার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

২০০। গোলোকবাসিনাং যত্তৎ সর্বতোঽপ্যধিকাধিকম্।
সুখং তদ্‌যুক্ত্যতিক্রান্তং দধ্যাদ্বাচি কথং পদম্॥

২০১। তস্যানুভবিনো নিত্যং তত্রত্যা এব তে বিদুঃ।
তত্ত্বং যে হি প্রভোস্তস্য তাদৃক্ সৌহার্দ-গোচরাঃ॥

মূলানুবাদ

২০০। অতএব গোলোকবাসীগণের যে সুখ, তাহা সকল সুখ হইতেই অধিকাধিক। এই সুখ যখন কোনরূপ যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে না, তখন কিরূপে বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবে?

২০১। সেই সুখ তাদৃশ সৌহার্দ্যেরই গোচর। অর্থাৎ নিরন্তর সেই সুখের অনুভাবক একমাত্র গোলোকবাসীগণই প্রভুর সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০০। তদেবাহ—গোলোকেতি। যত্তদিতি কথঞ্চিদপি নির্বক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। যতঃ সর্বতঃ তদযোধ্যাদিবাসিসুখতোঽপ্যধিকাধিকম্। অতএব যুক্তীস্তর্কানতিক্রান্ত-মতীতং তৎ সুখং কথং বাচি বিষয়ে পদং দদ্যাৎ? বাগ্‌বৃত্তিগোচরো ভবত্বিত্যর্থঃ॥

২০১। ননু তর্হি তৎ কথং বিজ্ঞাতং স্যাদিত্যত্রাহ—তস্যেতি। নিত্যমনুভবিনঃ নিরন্তর-তৎসুখানুভবন্তঃ তত্রত্যাঃ শ্রীগোলোকবর্তিনস্ত এব তস্য সুখস্য তত্ত্বং স্বরূপং বিদুঃ। সর্বত্রৈব হেতুঃ—যে হীতি। তস্য শ্রীগোলোকনাথস্য ; তাদৃশ পরমা-নির্বচনীয়াবিতর্ক্যস্য সৌহার্দ্যস্য প্রেম্‌ণো গোচরা বিষয়াঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২০১। যদি বল, তাহা হইলে সেই সুখের স্বরূপ কিরূপে অবগত হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'তস্য' ইত্যাদি। সেই সুখের নিত্য অনুভবি অর্থাৎ যাঁহারা নিরন্তর অনুভব করিতেছেন, সেই শ্রীগোলোকবাসীগণই সেই সুখের স্বরূপতত্ত্ব অবগত আছেন। অর্থাৎ সেই শ্রীগোলোকনাথ যাঁহাদিগকে তাদৃশ পরমানির্বচনীয় সৌহার্দ্যের একমাত্র বিষয় করিয়াছেন, সেই গোলোকবাসীগণের আনুগত্যেই প্রভুর তত্ত্ব বা প্রেমসুখ অনুভব হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

২০১। কোন প্রেমরস-লোলুপ গাঢ় তৃষ্ণা দ্বারা তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাদিগের অনুসৃত কোন একটি ভাব অবলম্বন করিলে (ঐ প্রকার রসাস্বাদে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলে) তাঁহাদের কৃপায় কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। অর্থাৎ সাধক তাঁহাদের মধুর ভাবকে অবলম্বন পূর্বক ভাবনা দ্বারা নিজের চিত্তকে তদনুরূপ ভাবে বিভাবিত করিবেন। যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধ বচনানুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাবনীয় বস্তুর (যাহা ভাবনা করা যায়, তাহার) অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্তিই চিত্তের স্বভাবিক ধর্ম। আবার ভক্ত যেরূপভাবে ভগবানকে প্রেমের বিষয় করিয়া থাকেন, ভগবানও তদ্রূপ ভাবের দ্বারা ভক্তকে প্রেমের বিষয় করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান নিজ স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তির (সেই ব্রজদেবীগণের) দ্বারাই ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন। অতএব এই ভাব অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ব্রজদেবীগণের ভাবের অনুসরণ করিতে হইবে।

২০২। **এষামেবাবতারাস্তে নিত্যা বৈকুণ্ঠপার্ষদাঃ।**
প্রপঞ্চান্তর্গতাস্তেষাং প্রতিরূপাঃ সুরা যথা॥

মূলানুবাদ

২০২। বৈকুণ্ঠের নিত্য পার্ষদ যে শ্রীনন্দাদি, তাঁহারাও গোলোকবাসী নিত্যপরিকর শ্রীনন্দাদির অবতার। সেইরূপ প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গাদিতে বর্তমান দেবগণও সেই বৈকুণ্ঠবাসীর প্রতিরূপ বা অংশ-অবতার।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০২। শ্রীগোলোকস্য সর্বোৎকৃষ্টত্ব এব হেতুং দর্শয়ন্। শ্রীনন্দাদীনাং দ্রোণধরাদ্যবতারত্বেন প্রাপ্তং নিত্যপ্রিয়ত্বাদিবাধং বারয়ন্ শ্রীপদ্মপুরাণীয়োত্তর-খণ্ডাদ্যনুসারেণ তেষামেব তদবতারিত্বমাহ—এষামেবেতি সপ্তভিঃ। তে পূর্ব্বোক্ত-মাহাত্ম্যা বৈকুণ্ঠস্য শ্রীনারায়ণস্য। যদ্বা, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্য তদ্বর্তিনঃ পার্ষদাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ এষাং শ্রীগোলোকবাসিনাং নিত্যপ্রিয়গোপরাজ-শ্রীমন্নন্দাদীনামেবাব-তারাঃ। ননু তর্হ্যবতারত্বেন নিত্যত্বহানিঃ স্যাত্তত্রাহ—নিত্যা ইতি। লোকদ্বয়েঽস্মিংস্ত এব রূপদ্বয়েন নিত্যং বিহরন্তীত্যর্থঃ। তৎ প্রামাণ্যায় তত্র দৃষ্টান্তাঃ। প্রপঞ্চান্তর্গতাঃ স্বর্গাদৌ বর্ত্তমানা দেবা যথা তেষাং বৈকুণ্ঠপার্ষদানাং প্রতিরূপাঃ, প্রতিবিম্বরূপ-মূর্তয়স্তথেতি। প্রতিরূপত্বঞ্চ তেষাং প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেন মায়িকবৎ প্রতীতেঃ। অতএব অবতারা ইত্যনুক্তিঃ। বস্তুতস্তু প্রতিরূপত্বেঽপি তৎসাদৃশ্যমেবোহ্যম্। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণাবতারৈঃ সহ দৃষ্টান্তিতত্বেন তেষামেতেষামেতৈঃ সহাভিন্নতাপত্তেঃ। যদ্বা, প্রতিরূপা অবতারা এবেত্যর্থঃ। তথা সতি চাবতার শব্দপ্রয়োগো বৈকুণ্ঠবর্তীন্দ্র-চন্দ্রাদি-প্রতিবিম্বস্বরূপাণাং স্বর্গাদিবর্তীন্দ্রচন্দ্রাদীনাং প্রপঞ্চান্তর্গতানাং প্রতিচ্ছায়া-তুল্যানাং মায়িকানাং সাহচর্যানিত্যুহ্যম্। অগ্রে অবতারশব্দপ্রয়োগশ্চ উভয়েষামেব তেষাং প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেনৈকরূপতয়া দোষাভাবাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০২। শ্রীগোলোকের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। "গোলোকের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দাদি দ্রোণ-ধরাদিরূপে অবতারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন", এই কথা বলায়, তাঁহাদের নিত্য প্রিয়ত্বাদি বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে সেই বাধা বারণ নিমিত্ত পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডাদির প্রমাণানুসারে তাঁহাদিগের অবতারিত্ব প্রতিপাদন জন্য 'এষাং' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। পূর্বে যাঁহাদের

মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের নিত্য পার্ষদ শ্রীনন্দাদি গোলোকবাসী নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দাদিরই অবতারস্বরূপ। যদি বল, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের অবতারত্ব-হেতু নিত্যত্ব হানিরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন, না, তাঁহারাও নিত্য। (কারণ, শ্রীগোলোকও বৈকুণ্ঠ) এই লোকদ্বয়ে এই শ্রীনন্দাদিই দুই স্বরূপে নিত্য বিহার করিতেছেন। এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গাদিতে বর্তমান দেবগণ যেরূপ সেই বৈকুণ্ঠবাসীরই প্রতিরূপ (প্রতিবিম্বরূপ মূর্তি)। এখানে প্রতিরূপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, প্রপঞ্চান্তর্গতত্ব হেতু মায়িকবৎ দেবগণ প্রতীত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিরূপ বলিয়াছেন, অবতাররূপে বর্ণন করিলেন না। বস্তুতঃ প্রতিরূপত্বেও অবতারির সাদৃশ্যত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের অবতারসকলের সহিত দৃষ্টান্তিত হইবে। অতএব তাঁহাদের (নিত্য পার্ষদগণের) সহিত ইঁহাদের (দেবগণের) অভেদত্ব প্রতিপন্ন হইবে। তাহা হইলেও অবতার-শব্দ প্রয়োগে বৈকুণ্ঠবর্তি ইন্দ্র-চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বস্বরূপ স্বর্গাদিবর্তি ইন্দ্র-চন্দ্রাদিরূপ বুঝিতে হইবে। যেহেতু, প্রপঞ্চান্তর্গত বলিয়া প্রতিচ্ছায়াতুল্য। অর্থাৎ মায়িকের ন্যায় সাহচর্য ধর্ম সংলিপ্ত। এইজন্যই দেবতাসকলকে সাক্ষাৎ অবতার বলিলেন না। তবে যে অগ্রে অবতার-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা উভয়ের প্রপঞ্চান্তর্গতত্ব-হেতু একরূপতা বলিয়া দোষাবহ হয় নাই। আর শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে যে শ্রীমন্ নন্দকে দ্রোণবসুর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীনন্দাদি যেরূপ গোলোকবাসী গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতার, সেইরূপ স্বর্গস্থ দেবগণ বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীনন্দাদির প্রতিরূপ। অতএব স্থির হইল যে, স্বর্গবাসী দ্রোণবসু গোলোকবাসী শ্রীনন্দের প্রতিরূপ। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনন্দকে দ্রোণবসুর অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

২০৩। যথা চ তেষাং দেবানামবতারা ধরাতলে।
ক্রীড়াং চিকীর্ষতো বিষ্ণোর্ভবন্তি প্রীয়তে মুহুঃ॥

২০৪। যথাবতারাঃ কৃষ্ণস্যাভিন্নাস্তেনাবতারিণা।
তথৈষামবতারাস্তে ন স্যুরেতৈঃ সমং পৃথক্॥

মূলানুবাদ

২০৩। যেমন, শ্রীভগবান পৃথিবীতে শ্রীবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত পৃথিবীতে দেবগণের বার বার অবতার হইয়া থাকে।

২০৪। যেরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অবতারসমূহ অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীনন্দাদির অবতারসকলও অবতারী অর্থাৎ গোলোকের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৩। তত্রাপি তথৈব দৃষ্টান্তমাহ—যথা চেতি। তেষাং বৈকুণ্ঠপার্ষদপ্রতিরূপ-ভূতানাং দেবানামবতারা ধরাতলে মুহুর্বারংবারং যথা ভবন্তি। কিমর্থম্? ধরাতল এব ক্রীড়াং কর্তুমিচ্ছতো বিষ্ণোরুপেন্দ্রস্য প্রীতয়ে। মুহুরিতি ভগবদবতারাণামিব তত্র তত্র তেষাং চিরকালাস্থায়িত্বেন তত্তৎপ্রয়োজনবশেন পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবাৎ। অত্র চায়ং বিবেকঃ—শ্রীগোলোকে বর্তমানস্য নিত্যপ্রিয়স্য গোপরাজ-শ্রীনন্দ-স্যৈবাবতারো বৈকুণ্ঠে নন্দনামা নিত্যপার্ষদঃ। তস্যাপি দেবেষু দ্রোণনামা বসুঃ। পৃথিব্যাং স হি স্বয়ং কদাচিন্নন্দরূপ এবাবতরতি। এবং শ্রীগোলোকে শ্রীবলরামঃ, বৈকুণ্ঠে শেষাখ্যো নিত্যপার্ষদঃ ; দেবেষু চ ধরণীধরঃ সপ্তমপাতালবর্তী। ভুবি চ কদাচিদ্‌বলরাম এব। তথা গোলোকে শ্রীদামা, বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদো গরুড়ঃ, দেবেষু বিনতানন্দনঃ, ভুবি চ কদাচিৎ শ্রীদামৈব। তথা গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবক্যৌ, বৈকুণ্ঠে সুতপঃ পৃষ্ণ্যৌ, দেবেষু কশ্যপাদিতী, ভুবি চ কদাচিদ্‌বসুদেব-দেবক্যা-বেবেতি। এবমন্যেঽপি কল্পনীয়াঃ॥

২০৪। এবং রূপাদিভেদেঽপ্যভেদমাহ—যথেতি। তেন কৃষ্ণেন সহাভিন্নাঃ। কুতঃ? অবতারিণা তত্তদবতারনিধানেনেত্যর্থঃ, অংশস্যাংশিনোঽপৃথক্ত্বাদিতি ভাবঃ। এষাং নিত্যপ্রিয়গোপরাজ-শ্রীনন্দাদীনাং তে পূর্বোক্তা নিত্যপার্ষদ শ্রীনন্দাদয়োঽবতারা এতৈঃ শ্রীনন্দাদিভিরবতারিভিঃ সমং পৃথক্ ভিন্না ন স্যুঃ। এবমেব স্বর্গাদৌ বর্তমানানামপি শ্রীকশ্যপাদিত্যাদীনাং ভূমৌ পৃথক্ শ্রীবসুদেব দেবক্যাদি জন্মাপি সঙ্গচ্ছতে, তৈঃ সহৈষাং ভিন্নাভিন্নত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৩। তথাপি উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের প্রতিরূপ দেবগণের বারবার ধরাতলে অবতার হইয়া থাকে। কি জন্য অবতার হইয়া থাকে? ক্রীড়াচিকীর্ষু শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীউপেন্দ্রের) প্রীত্যর্থে ধরাতলে দেবগণের মুহুর্মুহু অবতার হইয়া থাকে। এখানে 'মুহুঃ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ভগবদবতারের ন্যায় দেবগণের অবতার চিরকাল স্থায়িত্ব বিশিষ্ট নহে, কেবল ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীবিষ্ণুর সুখ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবশে ভগবদবতারের মত চিরকালই পুনঃ পুনঃ দেবগণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এস্থলের বিচার এইরূপ ঃ—শ্রীগোলোকে বর্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে শ্রীনন্দ-নামক নিত্য পার্ষদ এবং তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণ নামে বসু। আর সেই গোলোকস্থ শ্রীনন্দও স্বয়ং পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সময়ে তাঁহার অবতারসমূহ তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীগোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষ নামে নিত্য পার্ষদ এবং দেবসমাজে সপ্তপাতালবর্তী ধরণীধর। পৃথিবীতে সেই মূল শ্রীবলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইরূপ গোলোকে শ্রীদাম, বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ শ্রীগরুড় এবং দেবসমাজে বিনতানন্দন। পৃথিবীতে কোন সময়ে সেই শ্রীদামই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তথা শ্রীগোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা ও পৃশ্নী এবং দেবসমাজে কশ্যপ ও অদিতি। সেই শ্রীবসুদেব ও দেবকী কোন সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য পার্ষদগণেরও কল্পনা করিতে হইবে।

২০৪। এইরূপ রূপাদি ভেদ হইলেও অভেদ কল্পনা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভেদ। সেই অভেদ কি প্রকার? অবতারী শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারের নিধান বলিয়া সমস্ত অবতারের সহিত ভেদরূপে প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ অভেদ। এখানে অংশী হইতে অংশরূপে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ অংশীরই অংশ বলিয়া অভিন্ন। সেইরূপ নিত্য প্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দাদির অবতারসমূহ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৈকুণ্ঠপার্ষদ শ্রীনন্দাদি অবতার সকল এই অবতারী শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন। এইরূপ স্বর্গাদিতে বর্তমান শ্রীকশ্যপ ও অদিতির সহিত শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী রূপে জন্মাদি হইলেও তাঁহাদের সহিত অভিন্নরূপেই সঙ্গতি হইতেছে। যেহেতু, তাঁহার অবতারসমূহ তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন, সুতরাং অংশী হইতে অংশ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন।

২০৫। **কদাপ্যংশেন জায়ন্তে পূর্ণত্বেন কদাচন।**
যথাকালং যথাকার্যং যথাস্থানঞ্চ কৃষ্ণবৎ॥

মূলানুবাদ

২০৫। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ কাল কার্য ও স্থানানুসারে কখনও অংশরূপে কখনও বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ গোলোকের শ্রীনন্দাদির অবতারসকলও কখনও কখনও অংশরূপে, কখনও বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৫। ননু তর্হি বহুবৈলক্ষণ্যং কথং দৃশ্যতে? তত্রাহ—কদাপীতি। জায়ন্তে, প্রাদুর্ভবন্তি, অবতরন্তীত্যর্থঃ। যথাকালমিতি যস্মিন্ কালে যৎ প্রয়োজননিমিত্তং যস্মিন্ স্থানে চাংশত্বেন পূর্ণত্বেন বা অবতরিতুং যুজ্যন্তে, তদা তদর্থং তত্র তথৈবাবতরন্তীত্যর্থঃ। অত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—কৃষ্ণবদিতি। যথাসৌ সত্যযুগাদৌ পৃথিব্যুদ্ধরণাদ্যর্থং শৌকরপুর্য্যাদাবংশেন শ্রীবারাহরূপাদিনা অবতরতি, কস্মিং-শ্চিদ্দ্বাপরান্তে চ নিজ-প্রেমভক্তিবিশেষবিস্তারক-সুখক্রীড়াবিশেষার্থং শ্রীমথুরায়াং পূর্ণত্বেনাবতরতি তথেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৫। যদি বল, তাহা হইলে কিরূপে বহুবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, যে কালে যে প্রয়োজনের নিমিত্ত যে স্থানে যেরূপ অবতার হইয়া থাকে, সেই কাল ও প্রয়োজনানুসারে এবং সেই স্থানের বৈশিষ্ট্যানুসারে কখনও অংশরূপে, কখনও বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীনন্দাদির অবতারসকলও কাল অনুসারে কার্য অনুসারে, এবং স্থানের বৈশিষ্ট্যানুসারে কখনও অংশরূপে, কখনও বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী-উদ্ধারার্থ শোকরাদিপুরে অংশরূপে বরাহশরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং কোন দ্বাপরের শেষভাগে নিজ প্রেমভক্তিবিশেষ বিস্তার-হেতু সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীনন্দাদিরও অবতার বিষয়ে জানিতে হইবে।

২০৬। এবং কদাচিৎ কেনাপি সমাকৃষ্টা রসেন তে।
নিজনাথেন সহিতাঃ কুত্রাপ্যতিতিতীর্ষবঃ॥

২০৭। অবতারৈর্নিজৈঃ সর্বৈঃ পরমেশ্বরবদ্‌যদা।
ঐক্যং ব্যাজেন কেনাপি গতাঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি॥

২০৮। তদৈষামবতারাস্তে গচ্ছন্ত্যেতেষু বৈ লয়ম্।
অতোঽভবংস্ত এবৈতে ইতি তে মুনয়োঽবদন্॥

মূলানুবাদ

২০৬-২০৮। এইরূপে নিত্য পরিকরসকলে কদাচিৎ কোন রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজনাথের সহিত কোনস্থলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে, পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহারাও নিজ অবতারসমূহের সহিত কোন ছল বিশেষে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। আর সেই সময় তাঁহাদের অবতারগণও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া (তাঁহাতে লীন হইয়া) থাকেন। এইজন্য মুনিগণ বলেন, দ্রোণাদিই নন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৬-২০৮। অতএব শ্রীদ্রোণাদয়ো ব্রহ্মদত্ত-শ্রীবিষ্ণুভক্তিবরাদি প্রাপ্ত্যা ভুবি নন্দাদয়ো বভূবুরিত্যেতং সঙ্গচ্ছতে, ইত্যাম—এবমিতি ত্রিভিঃ। তে শ্রীগোলোক-বর্তিনো নিত্য-প্রিয়-শ্রীনন্দাদয়ঃ, কেনাপি রসেন পরমপ্রেমময়ক্রীড়াবিশেষেণাকৃষ্টাঃ, নিজনাথেন শ্রীগোলোকেশ্বরেণ পরমভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহিত্যঃ কুত্রাপি শ্রীমথুরায়ামবতর্তুমিচ্ছন্তো নিজৈরবতারৈর্নন্দপার্ষদাদিভিঃ সহ কেনাপি ব্রহ্মবরাদিনা মিষেণ ঐক্যং গতাঃ সন্তো যদা প্রাদুর্ভবন্তি, তদা এষাং নিত্যপ্রিয়-শ্রীনন্দাদীনাং তে নন্দপার্ষদাদয়োঽবতারা এতেষু নিত্যপ্রিয়-শ্রীনন্দাদিষু লয়ং গচ্ছন্তি লীয়ন্ত ইতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। তত্র সর্বত্রৈবানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—পরমেশ্বরবৎ কৃষ্ণ ইবেতি। অতোঽস্মাত্তেষামেতেষ্বেব লয়াদ্ধেতোস্তে দ্রোণাদয় এব এতে নন্দাদয়োঽভবন্নিতি তত্তল্লোকবৃত্তান্তাদিপরা মুনয়োঽবদন্। এতদখিলং শ্রীনারদোক্তকৃষ্ণাবতারপ্রসঙ্গে প্রাগ্‌বিবৃতমস্ত্যেব। এবমেব পদ্মপুরাণীয় কার্তিকমাহাত্ম্য-প্রতিপাদিত-শ্রীরাধাপূর্ব-জন্মবৃত্তঞ্চ সুসঙ্গতং স্যাৎ। কোটিকন্দর্পসুন্দর-শ্রীভগবন্মূর্তিসেবাদ্যর্থং তত্তদ্রূপেণ তথৈব তত্র তত্রাবতীর্ণত্বাৎ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। অলমতিবিস্তরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৬-২০৮। অতএব শ্রীদ্রোণাদি ব্রহ্মা-দত্ত শ্রীবিষ্ণুভক্তিবরাদি-প্রাপ্তিহেতু যে ধরাতলে শ্রীনন্দাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহারও সঙ্গতি হইতেছে। ইহাই 'এব' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সেই শ্রীগোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় শ্রীনন্দাদি কোন রসবিশেষ-বলে অর্থাৎ পরম প্রেমময় ক্রীড়াবিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথ শ্রীগোলোকেশ্বর সহ সেই শ্রীমথুরায় অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই) নিজ নিজ পার্ষদাদির সহিত ব্রহ্মা-দত্ত বরাদিরূপ ছলবিশেষে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তদানীন্তন তাঁহাদের সহিত এই নিত্যপ্রিয় অবতারী শ্রীনন্দাদির অবতার (বৈকুণ্ঠস্থ পার্ষদ শ্রীনন্দাদিও) অবতারীর সহিত মিলিত হইয়া লয় (একতা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে সর্বত্র অনুরূপ দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণবৎ জানিতে হইবে। অতএব দ্রোণাদির অবতারী নন্দাদিতে লয়-হেতু এই শ্রীনন্দাদিকেই দ্রোণাদি বলা হয়। যেমন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেহ বামন, কেহ বরাহ, কেহ বা নৃসিংহাদিও বলেন, সেইরূপ যে লোকের যে বৃত্তান্ত যিনি অবগত আছেন, তিনি সেই লোকে নিজ-নাথকে না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, 'তিনি মথুরায় প্রকট হইয়াছেন।' এই সমুদয় তত্ত্ব (শ্রীনারদোক্ত শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে) পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকারে পদ্মপুরাণের কার্তিক-মাহাত্ম্যে-প্রতিপাদিত শ্রীরাধার পূর্বজন্ম বৃত্তান্তাদিও সুসঙ্গত হইতেছে। কোটিকন্দর্পসুন্দর শ্রীভগবন্মূর্তি সেবার জন্য সমস্ত পার্ষদই তত্তৎরূপে তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এ জাতীয় উদাহরণ আরও অন্যত্র অনুসন্ধান করিবে। অতএব এস্থলে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সারশিক্ষা

২০৬-২০৮। যেরূপ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ ও দ্বারকাপতি শ্রীবাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তি, সেইরূপ বৈকুণ্ঠস্থ নিতাপার্ষদ শ্রীনন্দাদি ও দ্বারকাস্থ শ্রীবসুদেবাদি গোলোকস্থ গোপরাজ শ্রীনন্দেরই মূর্তিবিশেষ এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে কোন বিরোধ থাকে না এবং পূর্বাপর বাক্যেরও অর্থ সঙ্গতি করা যায়। আর যে সকল স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অংশাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সাধারণ চক্ষুতে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি-অনুসারে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জনে খণ্ডাংশরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া তাহাদের প্রতীতিতে অংশের মত বলিয়াই বোধ হয়, সেইরূপ

তাঁহার নিত্যপরিকর বিষয়েও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রের ঐ সকল স্থলে বাস্তবিকপক্ষে অংশ বলা অভিপ্রেত নহেন ; সাধারণের প্রতীতি যেরূপ হইয়াছে, শাস্ত্র সেইরূপই বলিয়াছেন।

আর যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পূর্বজন্মে সাধকরূপে সাধনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীভগবানের মত ভগবদিচ্ছা-ক্রমে লোক সংগ্রহের জন্য অথবা লীলারস বিস্তারের জন্য তাঁহাদের অংশাবতার দ্বারা সাধক-জীবে আবেশ-হেতু সম্ভাবিত হইয়া থাকে। আবার তাঁহারা পৃথিবীতে স্বয়ং যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন উক্তরূপ অংশ-অংশীতে অভিন্নভাবে উক্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ অংশীতে অংশের প্রবেশ অপেক্ষায় বলা হইয়া থাকে যে, শ্রীদেবকী পূর্বকল্পে পৃশ্নি হইয়াছিলেন। শ্রীবসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি হইয়াছিলেন। পরন্তু এস্থলে শ্রীদেবকীদেবীই পৃশ্নি হইয়াছিলেন, কিন্তু যিনি পৃশ্নি ছিলেন, তিনি দেবকীদেবী হইয়াছেন, এরূপ নহে। যেহেতু, শ্রীদেবকীদেবী পৃশ্নির অংশিনী। এইরূপ সমস্ত নিত্যপরিকর-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

২০৯। কৃৎস্নমেতৎ পরং চেত্থং তত্রত্যং বিদ্ধ্যসংশয়ম্।
পূর্বোক্ত-নারদোদ্দিষ্টসিদ্ধান্তাদ্যনুসারতঃ॥

মূলানুবাদ

২০৯। হে ব্রহ্মণ্! সংশয় করিবেন না, এইপ্রকারে পূর্বাপর যে সিদ্ধান্ত, তাহারও সমন্বয় হইয়া থাকে এবং বৈকুণ্ঠলোকে পূর্বোক্ত শ্রীনারদ-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের অনবদ্য সঙ্গতি হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০৯। নন্বেবং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকতোঽপি পরমোৎকৃষ্টমাহাত্ম্যবতি তল্লোকে কংসাদীনাং দৈত্যানাং কথং নিবাসঃ? কথং বা তত্রাপি তেষাং পূর্ববদ্দুষ্টতানুবৃত্তিঃ? কথং বা অচেতনকাষ্ঠাদিময়ানাং শকটাদীনাং গোধূল্যাদীনাং বা সম্ভাবনেত্যাদিকং, তথা গোলোকবর্তি-নিত্য-প্রিয়-শ্রীনন্দাদীনামেব নন্দাদি বৈকুণ্ঠ পার্ষদত্বেনাবতরণে, তথা শ্রীগোলোকস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদপি মাহাত্ম্য বিশেষাদৌ চাপ্রসিদ্ধত্বেন কঞ্চিদপি সংশয়ং না কৃথা ইত্যাহ—কৃৎস্নমিতি। ইত্থমুক্ত-প্রকারেণ ; এতদুক্তং শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যাদিকং পরঞ্চানুক্তমগ্রে বক্ষ্যমাণমন্যদপি, তত্রত্যং শ্রীগোলোকসম্বন্ধি কৃৎস্নমশেষমেব ন বিদ্যতে সংশয়ো যস্মিন্ তথাভূতং বিদ্ধি প্রতীহি। কুতঃ? পূর্বং শ্রীবৈকুণ্ঠমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে উক্তানাং ময়া নিরূপিতানাং নারদোদ্দিষ্টসিদ্ধান্তানাং নারদেন সংক্ষেপাদুক্তানাং ময়া প্রতিপাদিতানাং ন্যায়ানাম্, আদিশব্দাৎ পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ড-পঞ্চরাত্রাদিবচনানাং, তথা অগ্রে বক্ষ্যমাণ-সচ্চিদানন্দময়-নিজ-তত্তৎপরিবারসহিত-শ্রীভগবল্লীলাবতরণসিদ্ধান্তাদেশ্চানুস্মরণাৎ। তত্র চ কংসাদীনাং তল্লোকনিবাসহেতু-রগ্রে মূলগ্রন্থ এব ব্যক্তো ভাবী। তদ্‌বিবরণঞ্চ তত্রৈব বিশেষতো বিধেয়ম্। কিং তর্হি তেঽপি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহা ভগবন্নিত্যপ্রিয়া এব শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদা ইব শ্রীভগবতো বিনোদবিশেষবিস্তারণায় তথা তথেহন্তে? তথা শকটাদিকঞ্চ তত্রত্যং সর্বে সচ্চিদা-নন্দঘনরূপমেবেত্যাদিকং পূর্ব্বোক্তবৈকুণ্ঠবতিরীত্যৈব সর্বমনবদ্যমূহ্যম্। তত্রা-পেক্ষিত-প্রমাণবচনানি চান্তে লেখ্যানীতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৯। যদি বল, শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতেও পরমোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট সেই শ্রীগোলোকে কংসাদি দৈত্যগণ কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল? কিরূপেই বা তথায়

তাহারা দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে? আর কিরূপেই বা তথায় অচেতন কাষ্ঠাদিময় শকটাদি এবং গো-ধূলি প্রভৃতি অবস্থিত হইতে পারে? তথা গোলোকস্থিত নিত্যপ্রিয় শ্রীনন্দাদির সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠপার্ষদ শ্রীনন্দাদি কিরূপে পার্ষদত্বরূপে অবতরণ করেন? হে ব্রহ্মণ্! চিন্তা করিবেন না। কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতেও শ্রীগোলোকের সুপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে যে গোলোকমাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে বা পরেও যাহা বর্ণিত হইবে, সেই গোলোক-সম্বন্ধিয় বস্তুবিষয়ে কোন প্রকার সংশয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং কোন সংশয় করিবেন না। অতঃপর যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। পূর্বে শ্রীবৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য-বর্ণন প্রসঙ্গে সেই বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীনারদোক্ত সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তানুসারে আমি বিশেষ বিচারপূর্বক যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছি, সে সমস্তই অনবদ্য হইয়াছে। 'আদি' শব্দে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ও পাঞ্চরাত্রাদির বচনসমূহ তথা অগ্রে যাহা বলা হইবে, সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের নিজ বিগ্রহ এবং তত্তৎপরিকরবর্গের সহিত স্বয়ংভগবান লীলাবশতঃ যেরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুস্মরণীয়। আর শ্রীগোলোকে কংসাদির নিবাসের হেতুও অগ্রে মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইবে। অতএব যথাস্থানে তাহাদের বিশেষ বিবরণ অনুসন্ধান করিবেন। তথাপি এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে কি তাঁহারাও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের নিত্য প্রিয় পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসিগণের ন্যায় শ্রীভগবানের লীলাবিশেষ বিস্তারের জন্য দৈত্যাদির মত চেষ্টা দ্বারা তথায় অবস্থান করিতেছেন? তথা শকটাদি কাষ্ঠময় বস্তু সকলও কি সচ্চিদানন্দঘনরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, পূর্বোক্ত (বৈকুণ্ঠবর্তি) সিদ্ধান্তানুসারে সমস্তই অনবদ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেও তৃণাদি বস্তু বা বানরাদি জন্তুসকল সচ্চিদানন্দময় হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকেও কংসাদি দৈত্য ও শকটাদি বস্তুসমূহ সচ্চিদানন্দময় হইয়া থাকে। কেবল প্রভুর বিনোদার্থই তাঁহারা তত্তৎ রূপ ধারণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে কিছু প্রমাণ বচনের অপেক্ষা রহিল, তাহা পরে লিখিত হইবে। এই বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন জানিতে হইবে।

২১০। **মাথুরোত্তম তত্রত্যং মহাশ্চর্যমিদং শৃণু।**
কথ্যমানং ময়া কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবতঃ॥

২১১। **বালকাস্তরুণা বৃদ্ধা গোপাস্তে কোটি-কোটিশঃ।**
সর্বে বিদুর্মহাপ্রেয়ানহং কৃষ্ণস্য নেতরঃ॥

মূলানুবাদ

২১০। হে মাথুরোত্তম! শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-প্রভাবে সেই শ্রীগোলোক সম্বন্ধে কিছু আশ্চর্য মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

২১১। সেই গোলোকে কোটি কোটি বালক, তরুণ ও বৃদ্ধ গোপসমূহ বাস করেন ; পরন্তু ইঁহারা সকলেই মনে করেন যে, আমিই শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয়, আমার মত অপর কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১০। পুনরন্যং শ্রীগোলোকস্য এব মাহাত্ম্যবিশেষং তত্রত্যানাং ভাববিশেষতোঽপি আহ—মাথুরেত্যাদিনা অদ্ভুতেত্যন্তেন। হে মাথুরেষু উত্তম! শ্রেষ্ঠেতি পরমাশ্চর্য-শ্রবণেঽবধানবিশেষায় সম্বোধনম্। তত্রত্যং শ্রীগোলোকীয়ম্ ; ইদং বক্ষ্যমাণম্, তচ্চ বাঙ্‌মনসাবিষয়ামপি শ্রীকৃষ্ণকৃপা বিশেষমহিম্নৈব। সারতঃ সংক্ষেপেণ কথয়ামীত্যাহ—কথ্যমানমিতি॥

২১১। তদেব বদন্ প্রথমং তত্রত্যানাং পুংসাং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে ভাববিশেষং দর্শয়তি—বালকা ইতি ত্রিভিঃ। তে শ্রীগোলোকবাসিনঃ। অহমেব কৃষ্ণস্য প্রেয়ান্ পরমপ্রিয়ঃ ন তু ইতরোঽন্য ইতি। সর্বে প্রত্যেকং বিদুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১০। পুনরায় সেই শ্রীগোলোকবাসীর ভাববিশেষের মহত্ত্ব-হেতু অন্য প্রকারে শ্রীগোলোকের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। হে মাথুরোত্তম! (মাথুরবাসীর মধ্যে উত্তম) শ্রীগোলোক-সম্বন্ধি পরমাশ্চর্য মহত্ত্ব শ্রবণে অবধান বিশেষের জন্য এই সম্বোধন। বক্ষ্যমাণ মাহাত্ম্য বাক্য ও মনের বিষয় না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ-বলে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

২১১। তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ তত্রত্য পুরুষগণের ভাববিশেষ অর্থাৎ তাঁহাদিগের ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভাববিশেষ প্রদর্শন জন্য 'বালকা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। সেই গোলোকবাসীগণ সকলেই জানেন যে, আমিই কৃষ্ণের পরমপ্রিয়—অপর কেহ নহে।

২১২। **তথৈব ব্যবহারোঽপি তেষাং কৃষ্ণে সদেক্ষ্যতে।**
প্রত্যেকং তেষু তস্যাপি বিশুদ্ধস্তাদৃগেব সঃ॥

মূলানুবাদ

২১২। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ বিশুদ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১২। ন চৈতন্মননমাত্রং কিন্তু ব্যবহারোঽপি তেন সহ তেষাং নিরন্তর-মন্যোঽন্যং তদনুরূপ এবেত্যাহ—তথৈবেতি। তাদৃশ এব তেষাং গোপবর্গাণাং ব্যবহারো ভোজনাদিঃ। তেষু গোপবর্গেষু তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি স ব্যবহারস্তাদৃক্ তেষাং ব্যবহারানুরূপ এব। যদ্বা, পরমপ্রিয়তমবিষয়ক-কৃত্যানুরূপ এব। ন চ তত্র কথঞ্চিদপি কিঞ্চিৎ কাপট্যমস্তীত্যাহ—বিশুদ্ধ ইতি। অত একস্মিন্নেব তাত্ত্বিকী পরমপ্রিয়তা অন্যেষু চ ব্যবহার-কৌশলেনৈবেতি নিরস্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১২। তাঁহারা যে কেবল তাদৃশ বিবেচনা মাত্র করেন এরূপ নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরন্তর তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'তথৈব' ইত্যাদি। সেই গোপবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদৃশ বিশুদ্ধ ব্যবহার অর্থাৎ ভোজন-পানাদি নির্বাহ করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই গোপবর্গের প্রতি তাদৃশ বিশুদ্ধ ব্যবহার অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অথবা পরমপ্রিয়তম-বিষয়ক কৃত্যের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ব্যবহারে কাহারও কিছুমাত্র কাপট্য নাই—পরম বিশুদ্ধ। এতদ্বারা একের ব্যবহার পরমপ্রিয়তা-হেতু তাত্ত্বিকী এবং অপরের ব্যবহার কৌশলপূর্ণ বলিয়া অতাত্ত্বিকী, এরূপ কাপট্য ব্যবহার নিরস্ত হইল।

২১৩। তথাপি তৃপ্তিঃ কস্যাপি নৈবোদেতি কদাচন।
প্রেমতৃষ্ণা চ বিবিধা দৈন্যমাতা বিবর্ধতে॥

২১৪। গোপীষু চ সদা তাসু প্রত্যেকং কোটিকোটিষু।
পরা প্রীতিঃ কৃপাসক্তিরপি সা তস্য বীক্ষ্যতে॥

২১৫। যয়া যুক্তিশতৈর্ব্যক্তং মাদৃশৈরনুমন্যতে।
আভিঃ সমো ন কোঽপ্যন্যত্রত্যোঽপ্যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

২১৬। তত্রাপি যাং প্রতি প্রেমবিশেষোঽস্য যদেক্ষ্যতে।
তদা প্রতীয়তে কৃষ্ণস্যৈষৈব নিতরাং প্রিয়া॥

মূলানুবাদ

২১৩। তথাপি কদাচ কাহারও তাহাতে তৃপ্তি লাভ হয় না ; বরং উত্তরোত্তর প্রেমতৃষ্ণা বর্ধিতই হইয়া থাকে। কারণ, সেই প্রেমতৃষ্ণা হইতে দৈন্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২১৪। তথায় কোটি কোটি গোপী বাস করিতেছেন এবং প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরাপ্রীতি বর্তমান আছে। আর শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ কৃপা-আসক্তি বর্তমান আছে।

২১৫। এইজন্য আমরা শত শত যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছি যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ প্রিয়, তাদৃশ প্রিয় গোলোকে বা অন্য কুত্রাপি বর্তমান নাই।

২১৬। তথাপি ঐ গোপীগণের মধ্যেও যখন তিনি যাঁহাকে প্রেমবিশেষের সহিত অবলোকন করেন, সেই সময় প্রতীত হয় যে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৩। তৃপ্তিঃ পরিপূর্ণতা। ন চ কেবলং তৃপ্ত্যনুদয় এব, প্রেমবিশেষেণ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়কা নানাতৃষ্ণা চ বরীবৃদ্ধ্যত ইত্যাহ—প্রেমেতি। প্রেম্ণা তৃষ্ণা লোভঃ প্রেমতৃষ্ণা। কীদৃশী? দৈন্যস্য মাতা জননী। সঙ্গমে বর্তমানেঽপি পরমপ্রেমবিশেষস্য প্রায়ো বিরহার্তিপর্যবসানস্বভাবকত্বাৎ॥

২১৪। ইদানীং তত্রত্যানাং স্ত্রীণাং ভাববিশেষং দর্শয়তি—গোপীষ্বিতি পঞ্চভিঃ। তাসু শ্রীগোলোকবর্তিনীষু, তস্য কৃষ্ণস্য, সা তাদৃশী পরা পরমা প্রীতিঃ প্রেমা, কৃপা প্রীতিলক্ষণাভিব্যঞ্জনম্ আসক্তিরপি তদেকপরতা বীক্ষ্যতে সাক্ষাদনুভূয়তে॥

২১৫। যয়া প্রীত্যা কৃপয়া আসক্ত্যাপি হেতুনা যুক্তিশতৈঃ কৃত্বা ব্যক্তং নিশ্চিতম্ যথা স্যাত্তথা মাদৃশৈরনু নিরন্তরং মন্যতে। কিং তদাহ—আভিরিতি। অন্যত্রত্যস্য কা বার্তা, অত্রত্য শ্রীগোলোকবর্ত্যপ্যন্যঃ কোঽপি জনো গোপীভিঃ সমোঽস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়ো নাস্তীতি॥

২১৬। এবং সামান্যেনোক্ত্বা প্রত্যেকং বিশেষতোঽপ্যাহ—তত্রাপীতি। সর্বাসাং তাসাং সাম্যেন পরমপ্রিয়তমত্বেঽপি যাং গোপীং প্রতি অস্য কৃষ্ণস্য প্রেমবিশেষঃ সর্বতোঽসাধারণঃ প্রেমা যদা ঈক্ষ্যতে। নিতরাং সর্বতোভাবেন এষৈব কৃষ্ণস্য প্রিয়েতি প্রতীয়তে নিশ্চয়েন জ্ঞায়তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৩। তৃপ্তিঃ—পরিপূর্ণতা। কেবল যে তৃপ্তির উদয় হইতেছে না, তাহা নয়। প্রেমবিশেষ হইতে শ্রীকৃষ্ণবিষযক নানা তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন, 'প্রেমতৃষ্ণা' ইত্যাদি। প্রেম-হেতু যে তৃষ্ণা (লোভ) তাহাই প্রেমতৃষ্ণা। তাহা কি প্রকার? দৈন্যাত্মক। অর্থাৎ দীনতাই সেই প্রেমতৃষ্ণার জননী। এজন্য মিলনও প্রায়শঃ বিরহার্তিস্বভাবেই পর্যবসান হয়। অর্থাৎ বিবিধ প্রেমতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয় বলিয়া (মিলনেও) সেই পরম প্রেমবিশেষের স্বভাবে কাহারও কদাচ তৃপ্তি লাভ হয় না।

২১৪। ইদানীং তত্রত্য স্ত্রীগণের ভাববিশেষ প্রদর্শন জন্য 'গোপীষু' ইত্যাদির পাঁচটি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। শ্রীগোলোকস্থিত গোপীগণের প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাদৃশী পরমাপ্রীতি বর্তমান আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশী পরাপ্রীতিলক্ষণাকৃপা (আসক্তি) বা তাদেকপরতা দেখা যায়।

২১৫। সেই প্রীতিলক্ষণা কৃপা আমরা নিরন্তর শত শত যুক্তিবলে নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিয়াছি। কি নির্ধারণ করিয়াছেন? সেই আভিরি রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রিয়া, তাদৃশী প্রিয়া অন্য কুত্রাপির কি কথা, এই গোলোকেও বর্তমান নাই। অর্থাৎ গোপীগণের সমান অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন।

২১৬। এইরূপ সামান্যে সকলের কথা বলিয়া এক্ষণে প্রত্যেকের বিশেষ বলিতেছেন। এইরূপে সেই সকল গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমত্বে সাম্য হইলেও যখন তিনি যে গোপীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তখন প্রতীত হয় যে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বতো অসাধারণ প্রিয়পাত্রী। অর্থাৎ ইঁহাতেই প্রভুর অসাধারণ প্রেমবিশেষ বর্তমান আছে, সুতরাং ইনিই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া।

২১৭। সর্বাস্তদুচিতাং তাস্তু ক্রীড়াসুখপরম্পরাম্।
সর্বদানুভবন্ত্যোঽপি মন্যন্তে প্রেম ন প্রভোঃ॥

২১৮। প্রত্যেকং চিন্তয়ন্ত্যেবমহো কিং ভবিতা কিয়ৎ।
সৌভাগ্যং মম যেন স্যাং কৃষ্ণস্যাধমদাস্যপি॥

মূলানুবাদ

২১৭-২১৮। যদ্যপি এই সকল গোপীকা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে পরম প্রেম বিশেষের সহিত ক্রীড়াসুখ পরম্পরা সর্বদা অনুভব করিয়া থাকেন ; তথাপি প্রেম স্বভাবে তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেম নাই। এইজন্য তাঁহারা প্রত্যেকে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার এমন কি সৌভাগ্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমায় অধমা দাসী বলিয়া গণনা করিবেন?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৭। ন চ তাসাং বহুতরত্বেন কথঞ্চিদপি তদনুরূপ ব্যবহার-সঙ্কোচঃ কস্যাঞ্চিদপ্যস্তীতি বদন্ প্রত্যেকং তাসাং তস্মিন্ প্রেমপরীপাক-নিষ্ঠাবিশেষং দর্শয়তি—সর্বা ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্য পরমপ্রেমবিশেষস্য উচিত্যং যোগ্যাম্। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম স্বস্যাং প্রিয়তামহং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীতি ন মন্যত ইত্যর্থঃ॥

২১৮। অতএব তাঃ প্রত্যেকমেবং চিন্তয়ন্তি অভিলষন্তীত্যর্থঃ। অহো খেদে। মম সৌভাগ্যং কিঞ্চিৎ স্বল্পমপি কিং ভবিতা, যেন সৌভাগ্যেন দাস্যপি তত্রাপ্যধমাপি স্যামহং ভূয়াসম্? এবং গোপাঃ কদাচিদাত্মানং শ্রীকৃষ্ণস্য দাসবরং পরমপ্রিয়তমমপি মন্যেরন্। অতঃ স্বসৌভাগ্যবিশেষঞ্চ ভাবয়ন্তি। কিন্তু, পরং প্রেমবিশেষ-স্বভাবতো মনোঽতৃপ্ত্যা ভগবতি বিবিধতৃষ্ণাং বহন্তি। গোপ্যঃ পরমপ্রেমনিষ্ঠয়া সদৈবাতৃপ্তি-বিশেষেণ পরমদীনতাং গতাঃ, কদাচিদাত্মানমধমাং দাসীমপি মন্যমানাঃ কেবলং তদ্দাস্যমাত্রায় সৌভাগ্যমেবেচ্ছন্তীতি গোপেভ্যো গোপীনাং ভাববিশেষো দ্রষ্টব্য ইতি দিক্। যদ্যপি শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদাদীনামপি ভক্তিস্বভাবেন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-ভজনানন্দাদৌ তৃপ্তির্নাস্ত্যেব, তথাপি পরমশক্তিমতঃ শ্রীভগবতঃ কৃপাভরোঽস্মাসু সর্বেষ্বেব নির্বিশেষতয়া বিদ্যত ইতি তেষাং প্রত্যেকং প্রতিভাতীত্যেবং শ্রীগোলক-বর্তিভ্যো ভেদো দ্রষ্টব্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৭। এইরূপ বহুতর গোপীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমবিশেষ বর্তমান

থাকিলেও কোন সময়ে কাহারও প্রতি প্রতি-ব্যবহার সঙ্কোচ হইতেছে না, এই কথা বলিবার জন্য প্রত্যেক গোপীর প্রেমপরিপাক-নিষ্ঠাবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহাই 'সর্বা ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সকল গোপীকাই তাঁহার পরমপ্রেমবিশেষের উপযুক্ত। কারণ, তাঁহার ক্রীড়াসুখ-পরম্পরা সর্বদা অনুভব করিলেও মনে করিতেন যে, আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রিয়তা নাই। এই প্রকার খেদবুদ্ধিই প্রেমপরিপাকের পরিচয়।

২১৮। অতএব তাঁহারা প্রত্যেকে চিন্তা ও অভিলাষ করিয়া থাকেন যে, অহো! আমার এমন কি সৌভাগ্য হইবে যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমায় অধমা দাসী বলিয়া গণনা করিবেন? এইরূপ গোপসকল পরম প্রিয়তম হইলেও কদাচিৎ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসবর বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। এখানে 'কদাচিৎ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, গোপগণ কখনও কখনও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম মনে করিয়া নিজ নিজ সৌভাগ্যবিশেষ ভাবনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু পরম প্রেমস্বভাবে কদাচ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা বিষয়ে বিবিধ তৃষ্ণাযুক্ত হয়েন, কিন্তু গোপীগণ প্রেমপরিপাক-নিষ্ঠা-হেতু সর্বদা অতৃপ্তিবিশেষ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং পরম দীনতাই প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এজন্য কখনও আপনাকে অধমা দাসী বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছেন এবং কেবল তাঁহার দাস্যমাত্র প্রাপ্তিকেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এতদ্বারা গোপসকল হইতেও গোপীগণের ভাববিশেষ সূচিত হইতেছে। উক্ত বিচারের ইহাই দিকদর্শন। যদিও বৈকুণ্ঠপার্ষদগণেরও ভক্তিস্বভাববলে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের ভজনানন্দবিষয়ে তৃপ্তি নাই, তথাপি তাঁহারা প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমাদের সকলের উপরি পরম শক্তিমান্ শ্রীভগবানের কৃপারাশি নির্বিশেষে বর্তমান আছে। এইজন্যই বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীগোলোকবাসীগণের ভাববিশেষের উৎকৃষ্টতা, সুতরাং ভেদ দ্রষ্টব্য।

২১৯। **অহো স্বামিন্ গভীরোঽয়ং দুস্তর্কো মহতামপি।**
গাঢ়প্রেমরসাবেশ-স্বভাবমহিমাদ্ভুতঃ॥

মূলানুবাদ

২১৯। হে স্বামিন্! সেই গাঢ় প্রেমরসের আবেশ ও সেই ভাবের স্বভাবগত অদ্ভুত মহিমা অতি গম্ভীর—মহতেরও দুস্তর্ক, এজন্য কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১৯। নন্বেবং সর্বতোঽধিকতরং শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তৎকারুণ্যবিশেষং নিরন্তরং সাক্ষাদনুভবতামপি তেষাং কথং তাদৃশো ভাবঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—অহো ইতি আশ্চর্যে। অয়মুক্তলক্ষণঃ গাঢ়েন প্রেমরসেন য আবেশোঽভিভবস্তস্য স্বভাবঃ প্রকৃতিস্তস্য মহিমা মাহাত্ম্যং মহতামপি দুস্তর্কঃ, দুঃখেনাপি তর্কয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। যতো গভীরোঽনন্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অদ্ভুতঃ লোকোত্তরঃ নিখিলকরণবৃত্ত্যতীত ইতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৯। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিকতর তত্তৎ কারুণ্যবিশেষ নিরন্তর সাক্ষাৎ অনুভবকারী তাঁহাদের কিরূপে তাদৃশভাব সম্ভব হয়? সেই জন্য বলিতেছেন, অহো! অর্থাৎ আশ্চর্য! এই প্রকার লক্ষণ (গাঢ় প্রেমরসের দ্বারা যে আবেশ অর্থাৎ অভিভব তাহার স্বভাব ও মাহাত্ম্য) মহৎ ব্যক্তিগণেরও দুস্তর্ক্য। যেহেতু, উহা গভীর অর্থাৎ অনন্ত। আরও, উহা অদ্ভুত অর্থাৎ লোকোত্তর অথবা নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত।

২২০। একদা যমুনা তীরে বিহরন্নন্দনন্দনঃ।
শুশ্রাবাত্মহ্রদে তস্মিন্ কালিয়ং পুনরাগতম্॥

২২১। একাকী তত্র গত্বাশু নীপমারুহ্য বেগতঃ।
কৃদিত্বা নিপপাতাস্মিন্ হ্রদে নিঃসারয়ন্নপঃ॥

২২২। বিচিত্রসন্তারবিতারলীলয়া, জলে লসংস্তদ্বহুধা নিনাদয়ন্।
খলেন ভোগৈরমুনৈত্য বেষ্টিতঃ, স কৌতুকী কাঞ্চিদদর্শয়দ্দশাম্॥

মূলানুবাদ

২২০। একদা যমুনাতীরে শ্রীনন্দনন্দন বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, কালিয়নাগ আপন হ্রদে পুনর্বার আগমন করিয়াছে।

২২১। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ একাকী তথায় গমন করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং সেই বৃক্ষ হইতে বেগভরে লম্ফ প্রদান করিলেন, তাহাতেই হ্রদের জল আলোড়িত হইল।

২২২। বিচিত্র প্রকার সন্তরণ লীলা বিস্তার করিতে করিতে নানাবিধ জলবাদ্যাদি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে খলস্বভাব কালিয় স্বীয় ফণা দ্বারা প্রভুকে বেষ্টন করিলেন। আর কৌতুকী প্রভুও সেইরূপ কোন এক বিচিত্র অবস্থা প্রদর্শন করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২০। তমেব সপ্রপঞ্চং দর্শয়িতুং তত্রত্যং শ্রীভগবল্লীলাবিশেষমাহ—এক-দেত্যাদিনা ভক্তমনোহরা প্রভোরিত্যন্তেন। আত্মনঃ কালিয়স্য হ্রদে॥

২২১। একাকিতয়া চ গমনং স্নেহভরেণ স্বসঙ্গিনাং মহাবিষদূষিতস্থানে নয়না-যোগ্যতয়া বিমর্শনাৎ। কিংবা, এতে প্রেমভরেণ তদ্ধ্রদবিষয়ক-মদীয় নিপাতবিহারং যত্নেন বারয়িষ্যন্তীত্যাশঙ্কাতঃ অপো জলানি নিঃসারয়ন্ বেগনিপাতেনৈব হ্রদাদ্বহিঃ কুর্বন্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৬।৭)—'সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ,-সংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ। পর্যক্প্লুতো বিষকষায়বিভীষণোর্মির্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ॥' ইতি॥

২২২। বিচিত্রৌ বহুবিধৌ সন্তারবিতারৌ অনুলোম-প্রতিলোম-সন্তরণে এব লীলা তয়া। লসন্ ক্রীড়ন্ শোভমান ইতি বা। বহুধা তজ্জলং নিনাদয়ন্ বিচিত্র-জলবাদ্যানি কুর্বন্নিত্যর্থঃ। খলেন পরমদুষ্টেন অমুনা কালিয়েন এত্য আগত্য স

শ্রীনন্দনন্দনঃ ভোগৈর্নিজদেহাবয়বৈনিজদেহৈরেব বা গুরুত্বেন বহুত্বঃ বেষ্টিতং সন্। কাঞ্চিদবাচ্যাং দশাং নিজাবস্থাম্ অদর্শয়ৎ, যতঃ কৌতুকী॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২০। কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিমিত্ত শ্রীভগবল্লীলা বিশেষ বর্ণন করিতেছেন এবং তাহাই 'একদা' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া (২৫৪ শ্লোকের শেষ-বাক্য) 'ভক্তমনোহরা' পর্যন্ত উপন্যস্ত হইয়াছে।

২২১। প্রভুর একাকী গমনের উদ্দেশ্য এই যে, নিজ সঙ্গীগণের প্রতি স্নেহভরতা, সুতরাং তাঁহাদিগকে মহাবিষ-দূষিত স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। কিংবা ইহারা প্রেমভরে সেই বিষ-দূষিত কালিয় হ্রদে মদীয়-নিপাতনরূপ বিহারে যত্নপূর্বক বাধা প্রদান করিবে, এই আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং সেই হ্রদে বেগভরে লম্ফ প্রদান পূর্বক জল নিঃসারণ করিয়াছিলেন। যথা, (শ্রীভা) সেই পরমপুরুষ-সার শ্রীকৃষ্ণের পতনবেগে কালিয়হ্রদের সর্পগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং সেই ব্যাকুলিত সর্পগণের মুখোদ্গীর্ণ বিষে হ্রদের জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল এবং সেই বিষ-কষায়িত স্ফীত জলরাশির ভয়ঙ্কর তরঙ্গসমূহ শত ধনু ব্যাপিয়া চতুর্দিক প্লাবিত করিল।

২২২। বিচিত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ (অনুলোম-প্রতিলোম বা উজান-ভাটি) সন্তরণ লীলা বিস্তারপূর্বক জলমধ্যে শোভমান হইলেন। আর সেই জলমধ্যে বহুবিধ জলবাদ্য (জলমণ্ডুক বাদ্যাদি) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরমদুষ্ট কালিয় তথায় আগমন করিয়া নিজদেহ ও ফণাসমূহ দ্বারা সবলে সেই শ্রীনন্দনন্দনকে বেষ্টন করিল। আর সেই কৌতুকী প্রভুও সেই খল কালিয়নাগ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আপনার কোন এক অবস্থা বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেহেতু, তিনি কৌতুকী।

২২৩। তৎসঙ্গিনস্তং সহসা প্রয়াতং, গোপাস্ত্বনালোক্য মৃতা ইবাভবন্।
সর্বে তদন্বেষণকাতরা যযু, স্তৎপাদচিহ্নৈর্হদমীক্ষিতৈরমুম্॥

২২৪। দৃষ্ট্বৈব কৃষ্ণং তমদৃষ্টচেষ্টং, মোহং গতাস্তেঽস্য বয়স্যসঙ্ঘাঃ।
আচ্ছাদিতং যং বনবীথিভির্যে, ঽনালোকয়ন্তো ন জিজীবিষন্তি॥

মূলানুবাদ

২২৩। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী গোপসকল সহসা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মৃতবৎ হইলেন। সকলেই তাঁহার পদচিহ্ন (ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চিহ্ন) অনুসরণ করিয়া শেষে কালীয়হ্রদতীরে উপস্থিত হইলেন।

২২৪। সেই বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় বেষ্টনে চেষ্টারহিত অবলোকন করিয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। হায়! তাঁহারা যে বনবীথিতে শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত হইতে দেখিলেই প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৩। তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য সঙ্গিনঃ সহচরাঃ গোপাঃ, তং শ্রীনন্দনন্দনং তস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য অন্বেষণে মার্গণে কাতরা বিবশাস্তেন বিকলা বা সন্তঃ। পশ্চাৎ ঈক্ষিতৈস্তত্রৈব লক্ষিতৈঃ তস্য পাদচিহ্নৈর্ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভির্দ্বারভূতৈরমুং কালিয়-সম্বন্ধিনং হ্রদং যযুঃ॥

২২৪। তং কালিয়তোগবেষ্টিতাঙ্গং তত্রাপি ন দৃষ্টা ন লক্ষিতা চেষ্টা যস্য তথাভূতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বৈব। তে উক্তস্বভাবাঃ, অস্য কৃষ্ণস্য বয়স্যসংঘাঃ সর্বেঽপি গোপা ইত্যর্থঃ। তচ্চোচিতমেবেত্যাহ—আচ্ছাদিতমিতি। যং কৃষ্ণং বনবীথিভিরাচ্ছাদিতং সন্তমপ্যনালোকয়ন্তো যে বয়স্যসংঘা ন জীবিতুমিচ্ছন্তি। এবমত্রৈব বাক্যোপ-সংহারঃ। কিংবা পূর্বয়োর্যচ্ছব্দয়োরাভ্যাং যচ্ছব্দাভ্যাং সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৩। শ্রীনন্দনন্দনের সঙ্গী সহচরসকল সহসা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মৃততুল্য হইলেন, পরে সকলেই মহাব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্ন (ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি শোভিত চিহ্ন) লক্ষ্য করিয়া কালিয়হ্রদতীরে উপস্থিত হইলেন।

২২৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২২৫। গাবো বৃষা বৎসতরাস্তথান্যে, গ্রাম্যাঃ সমগ্রাঃ পশবোঽথ বন্যাঃ।
তীরে স্থিতাস্তত্র মহার্তনাদৈঃ ক্রন্দন্তি কৃষ্ণানন-দত্তনেত্রাঃ॥

২২৬। আক্রন্দদীনা বিহগা হ্রদস্য, তস্যান্তরুড্ডীয় পতন্তি বেগাৎ।
বৃক্ষাদয়স্তৎক্ষণমেব শোষং, প্রাপ্তা মহোৎপাতচয়াশ্চ জাতাঃ॥

২২৭। সম্প্রেরিতোঽন্তঃ প্রভুণৈব তেন, ধাবন্ জগাম ব্রজমেকবৃদ্ধঃ।
হাহা মহারাবগণৈঃ সুঘোরৈঃ, ক্রন্দন্নুদন্তং তমথাচচক্ষে॥

মূলানুবাদ

২২৫। গাভী, বৃষ, বৎস, গ্রাম্য ও বন্য পশুসকল তীরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণমুখোপরি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতঃ মহা করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

২২৬। বিহগগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে বেগে উড়িয়া সেই হ্রদের জলে পতিত হইতে লাগিল। সমুদয় বৃক্ষ-লতা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে মহা উৎপাত আরম্ভ হইল।

২২৭। এই সময় প্রভু-কর্তৃক যেন অন্তরে প্রেরণা লাভ করিয়াই কোন এক বৃদ্ধ দ্রুতগতিতে ঘোষপল্লীতে গমন করিলেন এবং ঘোর আর্তনাদ ও রোদন করিতে করিতে সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৫। ন কেবলং তৎসঙ্গিনো গোপা এব পরমদুঃখিতা বভূবুঃ, গ্রামারণ্য-পশবোঽপি তথৈবাভবন্নিত্যাহ—গাব ইতি। অন্যে মহিষ্যজাদয়ঃ ; বন্যা হরিণাদয়ঃ, তত্র হ্রদে তীরে স্থিতাঃ সন্তঃ॥

২২৬। ন চ কেবলং ত এব তথা বভূবুঃ, সর্বে পক্ষিণোঽপি স্থাবরাশ্চাপি মৃতপ্রায়া অভবন্নিত্যর্থঃ। আক্রন্দেতি, আক্রন্দেন অত্যুচ্চস্বররোদনেন দীনা বিকলাঃ অন্তর্মধ্যে পতন্তি। সর্বত্রৈব তত্র পরমোপদ্রবাশ্চ বভূবুরিত্যাহ—সহেতি, মহান্তঃ গুরুতরা উৎপাতচয়াঃ ভূকম্পাদয়ঃ ; তে চ তত্রৈব শ্রীশুকেনাপি উক্তাঃ—'অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ। উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ।' (শ্রীভা ১০।১৬।১২) ইতি॥

২২৭। ইদানীং ব্রজবর্তিনাং শ্রীনন্দাদীনামপি প্রাক্ তত্তদুৎপাতদর্শনেন পশ্চাত্তদ্বার্তাশ্রবণেন চ মৃতপ্রায়তামাহ—সম্প্রেরিত ইতি ত্রিভিঃ। তেন শ্রীনন্দনন্দনেনৈব অন্তশ্চিত্ত মধ্যে সম্যক্ প্রেরিতঃ সন্, অন্যথা তস্য তত্রাগমনা-সম্ভবাৎ। তথাপি কথং ঘটেতেত্যত্রাহ—প্রভুণা সর্বং কর্তুং সমর্থেন। তস্য তত্র তেন

প্রেরণঞ্চ তদ্বার্তাশ্রবণেন তেষাং পরমপ্রেমাবিশেষাবির্ভাবনার্থম্। কিংবা মহোৎপাত-দর্শনেনৈব পরমশঙ্কাকুলানাং পরমার্তানাং শীঘ্রং স্বনিকটনয়নার্থমিত্যুহ্যম্। একঃ কশ্চিদ্বৃদ্ধঃ বৃদ্ধত্বেন রসবিশেষহান্যাপত্তের্বাক্যপ্রামাণ্যাদ্বা তৎপ্রেরণমিত্যুহ্যম্। তং কালিয়হ্রদ-বিষয়ক-শ্রীকৃষ্ণনিপাতাদিরূপম্ উদন্তং বৃত্তান্তমাচচক্ষে বভাষে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৫। কেবল যে তাঁহার সহচর গোপগণেরই এই দশা হইল তাহা নহে, গ্রাম্য ও অরণ্য পশুসকলও তদ্রূপ দশা প্রাপ্ত হইল। অন্যে—মহিষাদি পশুসকল। বন্য—হরিণাদি পশুসকলও সেই হ্রদতীরে অবস্থিত হইয়া মহাকরুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

২২৬। কেবল যে স্থলচর পশু সকলেরই তাদৃশ দশা হইল তাহা নহে, আকাশের পক্ষীগণ এমন কি স্থাবর বৃক্ষাদিও মৃতপ্রায় হইয়াছিল। পক্ষীগণ উচ্চৈঃস্বরে (কোলাহল ছলে) ক্রন্দন করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া সেই হ্রদমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষসকল শুষ্ক হইয়া গেল। আসন্ন ভয়সূচক মহাদারুণ উৎপাত আরম্ভ হইল। ভূমিকম্প হইতে লাগিল। এই প্রকার গুরুতর উৎপাতের বিষয় শ্রীশুকদেবও শ্রীভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। ব্রজে অতি দারুণ ত্রিবিধ মহোৎপাত ঘটিতে লাগিল। পৃথিবী, আকাশ ও আত্মাতে সেই আসন্ন ভয়সূচক দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে সঙ্গে না লইয়া গোচারণ করিতে গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

২২৭। ইদানীং ব্রজস্থিত শ্রীনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী প্রথমতঃ সেই প্রকার উৎপাত দর্শনে এবং পশ্চাৎ সেই বার্তা-শ্রবণে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাহাই 'সম্প্রতি' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। সেই শ্রীনন্দনন্দন কর্তৃক অন্তরে সম্যক্ প্রেরিত হইয়া কোন এক বৃদ্ধ দ্রুতগতিতে সেই ব্রজমধ্যে গমন করিলেন। অন্যথা সেই সময় তথায় তাঁহার গমন অসম্ভব। তথাপি সেইরূপ অবস্থা কিরূপে সংঘটিত হইল? তাহাতেই বলিতেছেন, 'প্রভুণা' (সকলি করিতে সমর্থ)। বিশেষতঃ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহাদের পরম প্রেম বিশেষ আবির্ভাবনার্থ কিংবা তাদৃশ মহোৎপাত দর্শনে তাঁহারা পরমশঙ্কাকুল হইলে পরমার্তিবশতঃ শীঘ্র নিজ নিকটে আনয়নার্থ জানিতে হইবে। 'কোন এক বৃদ্ধ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রসবিশেষ হানির অভাব, বা তাঁহার বাক্য প্রামাণ্যস্বরূপে সকলের গ্রহণীয় হইবে। (এজন্য সেই বৃদ্ধকে প্রেরণ করিয়াছিলেন) সেই বৃদ্ধ ঘোর আর্তনাদ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কালিয়হ্রদ-বিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণ-নিপতন ইত্যাদি যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন) বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

২২৮। প্রাগেব দৃষ্ট্বা মহতো ভয়ঙ্করা,-নুৎপাতবারান্ বহুসম্ভ্রমাকুলাঃ।
অন্বেষণার্থং ব্রজমঙ্গলস্য তে, ঘোষস্থিতাঃ সন্তি বহির্বিনিঃসৃতাঃ॥

মূলানুবাদ

২২৮। পূর্ব হইতেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাতাদি দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে আকুল হইয়া সেই ঘোষপল্লীস্থিত ব্রজবাসীগণ ব্রজমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৮। ততঃ প্রাক্তনং তেষামেব বৃত্তমাহ—প্রাগেবেতি। উৎপাতানাং বারান্ সমুহান্ ; ব্রজমঙ্গলস্য কৃষ্ণস্যেতি ব্রজস্য মঙ্গলরূপে তস্মিন্ স্বস্থে স্থিতে সতি কদাচিদপ্যুৎপাতাস্তাদৃশা ন সম্ভবেয়ুরেবেতি তস্যান্বেষণার্থং ঘোষে নিজবাসে স্থিতাঃ শ্রীনন্দযশোদাদয়ঃ প্রাক্ তদ্বৃদ্ধগমনাৎ পূর্বমেব ঘোষাদ্‌বহির্বিনিঃসৃতাঃ সন্তীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৮। অতঃপর সেই বৃদ্ধ গমনের পূর্বাবস্থা বর্ণন করিতেছেন। পূর্বেই তাঁহারা তাদৃশ মহাভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়াই মহাসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ ব্রজের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদিও ব্রজমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের কদাচ তাদৃশ উৎপাতাদি হইতে কোন ভয়াদির আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহার অন্বেষণার্থ শ্রীনন্দ-যশোদাদিও নিজ আবাসের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলেই ব্রজের মঙ্গল।

২২৯। পুনঃ প্রবয়সস্তস্য ভগ্নকণ্ঠস্বরস্য তু।
তদ্বাক্যং তেষু সহসা বজ্রপাত ইবাভবৎ॥

২৩০। স গৃহেঽবস্থিতো রামো মিথ্যা মিথ্যেতি ঘোষয়ন্।
সান্ত্বয়ন্ ব্রজলোকাংস্তান্ মৃতপ্রায়ান্ প্রধাবতঃ॥

২৩১। মাতরং রোহিণীং যত্নাৎ প্রবোধ্য গৃহরক্ষণে।
নিযুজ্য পুরতো যাতৈর্ধাবিত্বা তৈঃ সহামিলৎ॥

২৩২। অচিরাত্তং হ্রদং প্রাপ্তঃ সোঽনুজং বীক্ষ্য তাদৃশম্।
নাশক্নোদ্রক্ষিতুং ধৈর্য্যং রুরোদ প্রেমকাতরঃ॥

২৩৩। বিলাপং বিবিধং চক্রে কাষ্ঠপাষাণভেদকম্।
ক্ষণান্মূর্ছামনুপ্রাপ্তো যশোদানন্দবৎ স তু॥

২৩৪। ততস্তেষাঞ্চ সর্বেষাং প্রাণিনামাতিপূরিতাঃ।
মহাক্রন্দবরা ঘোরা বভূবুর্বিশ্বরোদকাঃ॥

২৩৫। তেন নাদেন মহতা বলরামঃ স চেতিতঃ।
আত্মানং স্তম্ভয়ামাস যত্নাদ্ধীরশিরোমণিঃ॥

মূলানুবাদ

২২৯। পুনরায় সেই বৃদ্ধের ভগ্নকণ্ঠে তাদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলে, ঐ বাক্য তাঁহাদের সম্বন্ধে সহসা বজ্রপাতের ন্যায় হইয়াছিল।

২৩০-২৩১। কিন্তু স্বগৃহে অবস্থিত শ্রীবলরাম 'মিথ্যা মিথ্যা' বলিয়া মৃতপ্রায় অথচ ধাবনপর সেই সকল ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আর মাতা শ্রীরোহিণীকে প্রবোধ দিয়া গৃহরক্ষণে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দ্রুতগমনে সেই ব্রজবাসীদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

২৩২। তাঁহারা অচিরাৎ হ্রদপ্রাপ্ত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবলরাম অনুজের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না—প্রেমকাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

২৩৩। শ্রীবলরাম কাষ্ঠ পাষাণ-ভেদকারী বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং শেষে শ্রীযশোদা-নন্দের ন্যায় মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।

২৩৪। তখন প্রাণিসকলের আর্তিপূরিত মহাক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। বোধ হইল যেন, সমস্ত বিশ্বই ঘোর রোদন করিতেছে।

২৩৫। সেই ঘোর ক্রন্দনরবে ধীরশিরোমণি শ্রীবলরাম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন এবং যত্নপূর্বক নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২৯। তৎ কালিয়হ্রদবিষয়ক-শ্রীকৃষ্ণনিপাতাদি-বার্তারূপং বাক্যম্॥

২৩০-২৩১। স নিজানুজপ্রভাবাদি জ্ঞাতবান্। ঘোষয়ন্ সর্বত উচ্চৈঃ শব্দং কারয়ন্, তেনৈব তান্ কৃষ্ণান্বেষণার্থং নির্গতান্ সান্ত্বয়ন্ আশ্বাসয়ন্ ধাবিত্বা বেগেনাভিদ্রুত্য তৈর্ব্রজজনৈঃ সহ অমিলৎ সঙ্গত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশৈঃ? পুরতোঽগ্রে যাতৈঃ দূরং গতৈরিত্যর্থঃ। নন্বয়ং কথং পশ্চাদ্ভূতঃ? ইত্যত্রাহ— মাতরমিতি প্রবোধ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবাদিকং প্রকর্ষেণ বোধয়িত্বা যত্নেন তাং গৃহরক্ষণে শ্রীকৃষ্ণভোজনাদি গৃহকৃত্যাবেক্ষণে নিযুজ্য॥

২৩২। স রামঃ অনুজং শ্রীকৃষ্ণং তাদৃশং তথাভূতং বীক্ষ্য॥

২৩৩। কাষ্ঠানামপি পাষাণানামপি চ ভেদকং বিদারকম্। অনু-শব্দেন যশোদানন্দবদিত্যনেন চ তয়োরপি ততঃ পূর্বমেব মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত্যাদিকং ধ্বনিতম্॥

২৩৪। প্রাণিনামিতি তত্রত্যাখিলজীবানামেবেত্যর্থঃ। বিশ্বং জগদপি রোদয়ন্তীতি তথা তে॥

২৩৫। সঃ প্রাপ্তমূর্চ্ছোঽপি চেতিতঃ সংজ্ঞাংপ্রাপিতঃ। স্তম্ভয়ামাস ধৈর্যবন্তঞ্চকার॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৩০-২৩১। শ্রীবলরাম নিজ অনুজের প্রভাবাদি জ্ঞাত আছেন, এজন্য উচ্চৈঃস্বরে 'মিথ্যা মিথ্যা' বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে নির্গত দ্রুত গমনশীল ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়াই কালিয়-হ্রদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অবশেষে শ্রীবলরাম দ্রুতপদে সেই ব্রজবাসীবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। যদি বল, শ্রীবলরাম পশ্চাৎ গমন করিলেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, মাতা শ্রীরোহিণীকে প্রবোধ দিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবাদির বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাদি সামগ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি গৃহকৃত্য বিষয়ে অবহিত করিয়া ও তাঁহাকে গৃহরক্ষণে নিয়োজিত করিয়া পশ্চাৎ গমন করিলেন।

২৩২-২৩৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৩৬। ক্ষণেন সংজ্ঞাং পিতরৌ গতৌ তৌ, দৃষ্ট্বা সুতং তাদৃশমুদ্রুদন্তৌ।
বেগাত্তমেব হ্রদমাবিশন্তৌ, রুদ্ধৌ বলাচ্ছ্রীবলিনা করাভ্যাম্॥

মূলানুবাদ

২৩৬। ক্ষণকাল পরে পিতা-মাতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে তাদৃশ অবস্থাযুক্ত অবলোকন করিয়াই সবেগে হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু শ্রীবলদেব বলপূর্বক হস্তধারণ করিয়া নিরোধ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৬। পিতরৌ যশোদা-নন্দৌ। সুতং শ্রীকৃষ্ণং তাদৃশং দুরবস্থসদৃশং দৃষ্ট্বা, শ্রীবলিনা শ্রীবলভদ্রেণ করাভ্যাং বলাৎ স্বশক্ত্যা রুদ্ধৌ আবৃতৌ। অতোঽপি গৃহে রোহিণ্যা যত্নেন রক্ষণমিতি জ্ঞেয়ম্, অন্যথা দ্বাভ্যাং করাভ্যাং ত্রয়াণাং তেষাং রোধনাশক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৬। শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া সবেগে হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শ্রীবলভদ্র বলপূর্বক দুইজনকে দুইহস্তে ধারণ করিয়া রোধ করিলেন। এইজন্যই বোধ হয় শ্রীরোহিণী-দেবীকে যত্নপূর্বক গৃহরক্ষায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অন্যথা দুই হস্তে তিনজনের রোধন অসম্ভব হইত।

২৩৭। **মূর্ছিতান্মৃততুল্যাংস্তান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বার্তিযন্ত্রিতঃ।**
সুগদ্‌গদস্বরেণোচ্চৈঃ কৃষ্ণং সম্বোধ্য সোঽব্রবীৎ॥

শ্রীবলদেব উবাচ—

২৩৮। **এতে ন বৈকুণ্ঠনিবাসি-পার্ষদা, নো বানরাস্তে ন চ যাদবা অপি।**
গোলোকলোকা ভবদেকজীবনা, নশ্যন্ত্যশক্যা ভগবন্ ময়াবিতুম্॥

মূলানুবাদ

২৩৭। ব্রজবাসী সকলেই মূর্ছিত, মৃতবৎ ভূতলে পতিত রহিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীবলরাম অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া সুগদ্‌গদ্ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

২৩৮। শ্রীবলদেব বলিলেন, হে ভগবন্! ইঁহারা বৈকুণ্ঠনিবাসী পার্ষদ নহেন, অথবা অযোধ্যাবাসী বানরাদিও নহেন, কিংবা দ্বারকাবাসী যাদবাদিও নহেন, পরন্তু ইঁহারা গোলোকবাসী—তুমিই ইঁহাদের একমাত্র জীবন। এজন্য আমি ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৭। আর্ত্যা যন্ত্রিতো বশীকৃতঃ স বলরামঃ॥

২৩৮। এতে শ্রীনন্দাদয়ঃ, বৈকুণ্ঠনিবাসিনঃ পার্ষদা গরুড়াদয়ো ন ভবন্তি ; তে অযোধ্যানিবাসিনো বানরাশ্চ শ্রীহনূমদাদয়োঽপি নো ভবন্তি ; ন চ তে দ্বারকা-বাসিনো যাদবাঃ শ্রীমদুদ্ধবাদয়োঽপি ভবন্তি কিং তর্হি? গোলোকস্য লোকা জনাঃ, অতো ভবানেবৈকো জীবনং যেষাং তে ; অতএব ময়া অবিতুং নাশতো রক্ষিতুমশক্যা নশ্যন্তি ম্রিয়ন্তে। অয়মর্থঃ—বৈকুণ্ঠপার্ষদাদয়স্তে ভবদ্বিরহাদিকমপি সোঢ়ুং শক্নুবন্তি, ত্বদীয়প্রভাববিশেষং সদৈবানুসন্দধতে ; অতো ময়াপি প্রবোধ্য রক্ষিতাঃ স্যুঃ। এতে তু পরমপ্রেমভরোপহতচিত্তা বিগতানুসন্ধানাঃ ক্ষণমপি ত্বদীয়বিচ্ছেদমপ্যসহমানাঃ কথমীদৃশীং তে দশাং সহেরন্? অতো ম্রিয়ন্ত এবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৩৮। শ্রীবলদেব বলিলেন, হে ভগবন্! এই শ্রীনন্দাদি বৈকুণ্ঠনিবাসী পার্ষদ

গরুড়াদি নহেন, কি অযোধ্যানিবাসী শ্রীহনুমদাদি বানরও নহেন। এমন কি দ্বারকানিবাসী শ্রীমান্ উদ্ধবাদি যাদবও নহেন। তাহা হইলে ইঁহারা কি? ইঁহারা গোলোকবাসী, অতএব আপনিই ইঁহাদের একমাত্র জীবন। এজন্য আমিও ইঁহাদিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ; কাজেই ইঁহারা অচিরে নাশ প্রাপ্ত হইবেন। তাৎপর্য এই যে, বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ আপনার বিরহ সহনে সমর্থ। কেননা, তাঁহারা আপনার প্রভাব বিশেষ সর্বদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অতএব আমিও তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ। ইঁহারা কিন্তু সর্বদা আপনার প্রেমভরে আত্মহারা-বিগতানু-সন্ধানা অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মানুসন্ধান নাই, তাঁহারা কিরূপে আপনার প্রভাব বিশেষ অনুসন্ধান করিবে? অতএব ক্ষণকালও তদীয় বিচ্ছেদ-অসহমানা, সুতরাং কিরূপে ঈদৃশ বিরহদশা সহ্য করিবে? অর্থাৎ আপনার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া সদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

২৩৯। প্রাণৈর্বিযুক্তা ন ভবন্তি যাবত্তাবদ্বিনোদং করুণ ত্যজৈতম্।
কৃষ্ণান্যথা গোষ্ঠজনৈকবন্ধো, গন্তাসি শোকং মৃদুলস্বভাবঃ॥

মূলানুবাদ

২৩৯। হে দয়াময়! যে পর্যন্ত ইঁহাদের প্রাণ বিয়োগ না হয়, সেই পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া এই করুণ বিনোদ-কৌতুক পরিত্যাগ কর। অন্যথা 'গোষ্ঠজনৈক-বন্ধু' এই নাম থাকিবে না ; তখন তুমিও শোকাতুর হইবে। কারণ, তোমার স্বভাব মৃদুল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩৯। হে করুণ! পরমকারুণিক! যদ্বা, হে মূর্তকরুণরস! এতং চেষ্টা-রাহিত্যাদিরূপ বিনোদং কৌতুকং ত্যজ। হে কৃষ্ণ! অন্যথা শীঘ্রেতদ্বিনোদাত্যাগেন শোকং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। যতো মৃদুলঃ পরমদুঃখসহনাসমর্থঃ স্বভাবো যস্য সঃ। কিঞ্চ, গোষ্ঠজনা এব একে মুখ্যা অনন্যা বা বন্ধবো যস্য তস্য সম্বোধনম্। অত এষাং শোকদুঃখং কদাচিদপি সোঢ়ু ন শক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৯। হে করুণ! হে পরম কারুণিক। অথবা হে মূর্তকরুণরস! আপনি এই চেষ্টারাহিত্যাদিরূপ বিনোদ-কৌতুক পরিত্যাগ করুন। হে কৃষ্ণ! অন্যথা শীঘ্রই তদ্‌বিনোদ-অপরিত্যাগ-হেতু শোক প্রাপ্ত হইবেন। আরও বলিতেছেন, হে গোষ্ঠজনের একমাত্র মিত্র! গোষ্ঠজনের একমাত্র বান্ধব বলিয়া আপনিও শোকাতুর হইবেন। কারণ, আপনার স্বভাব কোমল, কাজেই এতাদৃশ শোক-দুঃখ কদাচ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন না।

শ্রীসরূপ উবাচ—

২৪০। গোপ্যো বিলাপৈর্বিবিধৈরুদন্ত্যো, মোমুহ্যমানাঃ পরমার্তগাত্র্যঃ।
পার্শ্বে প্রভোর্গন্তুমিব প্রবিষ্টা,-স্তাস্তং হ্রদং শোকবিনষ্টচিত্তাঃ॥

২৪১। তাবদ্বিহায় প্রভুরাত্ম-কৌতুকং, নির্গত্য তৎকালিয়ভোগবন্ধনাৎ।
উত্তুঙ্গবিস্তীর্ণসহস্রতৎফণে, স্বারুহ্য হস্তাব্জযুগং ব্যসারয়ৎ॥

মূলানুবাদ

২৪০। শ্রীসরূপ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! এই সময় গোপীগণ মোহ হইতে চেতন পাইয়া বিবিধ বিলাপের সহিত রোদন করিতে করিতে মহা আর্তিবশতঃ পুনরায় মূর্ছিত হইলেন। পরে চেতন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই মহা শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পার্শ্বে গমন করিবার নিমিত্ত হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।

২৪১। তখন প্রভু আত্ম-কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া কালিয়ের ফণাবন্ধন হইতে নির্গত হইলেন এবং কালিয়ের উন্নত বিস্তীর্ণ সহস্র সহস্র ফণাতে আরোহণ করিয়া গোপী সকলকে তথায় নীত করিবার জন্য যুগল হস্তকমল প্রসারণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪০। শ্রীগোপ্যস্তু পরমবিহ্বলতয়া পশ্চাৎ পতিতাঃ কথঞ্চিদাগত্য নিজ-প্রাণেশ্বরং তাদৃশং বীক্ষ্যৈব তস্মিন্ হ্রদে প্রাবিশন্নিত্যাহ—গোপ্য ইত্যাদি। মোমুহ্য-মানাঃ পুনঃ পুনর্মুহ্যন্ত্য ইতি সর্বপশ্চাদাগমনকারণমুক্তম্। অতএব শেষে তাসাং চরিতবর্ণনমিত্যপি জ্ঞেয়ম্। পরমার্তানি মুক্তকেশ-ভগ্নবলয়ত্বাদিনা পরমদুঃখিতানি গাত্রান্যপি যাসাং তাঃ। ইবেতি পরমার্থতো মরণায়ৈব প্রবেশাৎ। ননু সর্বজ্ঞ-শিরোমণিবর্গপূজ্যপাদানাং তাসাং কথং তাদৃশ-শ্রীভগবৎ-প্রভাবাজ্ঞানং সম্ভবতি? তত্রাহ—শোকেন বিশিষ্টমুপহতং চিত্তং যাসাং তাঃ। ননু শোকোঽপি কথং নাম সম্ভবেত্তত্রাহ—তা ইতি। ক্ষণমপি তদ্বিরহাসহাস্তদেকপ্রাণা উক্তমাহাত্ম্যা ইত্যর্থঃ॥

২৪১। স চ শ্রীগোপিকানাং তদ্দুঃখভরমসহমানঃ সদ্য এব তং নিজবিনোদং পরিত্যজ্য তা নিতরামানন্দয়দিত্যাহ—তাবদিতি ত্রিভিঃ। যাবত্তাঃ প্রবিশন্তি, তাবদেবাত্মনঃ কৌতুকং বিহায়। অতএব তস্মাৎ কালিয়ভোগেন বন্ধনাৎ নির্গত্য বহির্ভূয় উত্তুঙ্গেষু অত্যুচ্চেষু বিস্তীর্ণেষু সহস্রেষু চাপরিমিতেষু তস্য কালিয়স্য ফণেষু আরুহ্য নিজকরকমলদ্বয়ং প্রসারিতবান্, তেষ্বেব যুগপৎ গোপীগণস্য

নয়নার্থম্। ননু দূরস্থিতানাং তথা তৎ কথং সম্ভবতীত্যত্রাহ—প্রভুরিতি, অসম্ভাব্যমপি কর্তুং সমর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪০। শ্রীগোপীগণ পরম বিহ্বলতা-প্রযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় প্রেমাবির্ভাবহেতু বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ ভূপতিতা ছিলেন, এজন্য পরে কষ্ট-সৃষ্টে কিঞ্চিৎমাত্র অগ্রসর হইয়াই নিজ প্রাণেশ্বরের তাদৃশ দশা অবলোকন করিয়া সেই হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাই 'গোপ্য' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা পুনঃপুনঃ মোহযুক্ত হইতেছিলেন বলিয়া সকলের পশ্চাৎ আগমন করিয়াছেন। এজন্য সকলের শেষে তাঁহাদিগের চরিত বর্ণন করিতেছেন। পরমার্তিভরে তাঁহাদিগের গাত্র ক্ষীণ হইল, কেশবন্ধন-মুক্ত হইল, নীবীবন্ধন শিথিল হইল এবং হস্তস্থিত বলয়াদি অলঙ্কার স্খলিত হইল। 'ইব'কারে সূচিত হইতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে মরণের জন্যই তাঁহারা বিষহ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। যদি বল, সর্বজ্ঞ শিরোমণিবর্গপূজ্যপাদ সেই গোপীগণের কিরূপে তাদৃশ শ্রীভগবৎ প্রভাব বিষয়ে অজ্ঞান সম্ভব হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, শোকের দ্বারা তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপে উপহত হইয়াছিল। যদি বল, শোকই বা কিরূপে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে আবৃত করিল? তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই গোপীগণ ক্ষণকালও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। যেহেতু, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা, এজন্য তাঁহারা প্রভুর পার্শ্বে গমন করিবার জন্য হ্রদে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন—ইহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

২৪১। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের তাদৃশ দুঃখভার সহ্য করিতে পারিলেন না, এজন্য সদ্য নিজ বিনোদক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় আনন্দিত করিলেন। তাহাই 'তাবদ্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যখন তাঁহারা হ্রদে প্রবেশ আরম্ভ করিলেন, সেই সময়েই প্রভু আত্ম-কৌতুক পরিত্যাগ পূর্বক কালিয়ের ফণা-বন্ধন হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই কালিয় নাগের অতি উচ্চ ও বিস্তীর্ণ সহস্র সহস্র (অপরিমিত) ফণাতে আরোহণ করিয়া সেই গোপীগণকে যুগপৎ আনয়নার্থ নিজকরকমলদ্বয় প্রসারিত করিলেন। যদি বল, দূরস্থিত সেই গোপীগণকে কিরূপে নিকটে আনয়ন সম্ভব হইল? তাহাতেই বলিতেছেন 'প্রভু'—অসম্ভবও সম্ভব করিতে সমর্থ।

২৪২। **তেষ্বেব নীত্বা যুগপন্নিজপ্রিয়াস্তা গোপিকাঃ সত্বরমধ্যরোহয়ৎ।**
রত্নস্থলীপঙ্‌ক্তিসমেষু সর্বতশ্চিত্রাতিচিত্র-ভ্রমণাভিরামিষু॥

মূলানুবাদ

২৪২। পরে মহা কৌতুকী সেই ভগবান্ রত্নস্থলীর শ্রেণীদলের ন্যায় সর্বত চিত্র-বিচিত্র ভ্রমণাভিরাম কালিয়ফণাসমূহে যুগপৎ সেই নিজপ্রিয়া গোপিকাগণকে সত্বর আরোহণ করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪২। ততশ্চ তেষু ফণেষ্বেব যুগপদেকদৈব তাঃ সর্বা এব গোপিকাঃ সত্বরং নীত্বা অধ্যরোহয়ৎ আরোহয়ামাস। কীদৃশেষু? রত্নস্থলীনাং পঙ্‌ক্তিভিঃ সমেষু তেল্যেষু, মহারত্ন নিকরাচিতত্বাৎ। কিঞ্চ, সর্বতঃ ইতস্ততশ্চিত্রাতিচিত্রৈর্বহুতরপ্রকারৈঃ পরমাশ্চর্যরূপৈর্বা ভ্রমণৈঃ অভিরামিষু মনোরমশীলেষু॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৪৩। তাভিঃ সমং তেষু মহাদ্ভুতেষু, রঙ্গেষু দিব্যৈর্বহুগীতবাদনৈঃ।
নৃত্যন্ বিচিত্রং স তু কৌতুকার্ণবো, লেভে সুখং রাসবিলাস-সম্ভবম্॥

মূলানুবাদ

২৪৩। কৌতুক-সমুদ্র-রসিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সেই ফণারূপ মহাদ্ভুত রঙ্গমঞ্চে গোপিকা সকলের সহিত দিব্য গীত, বাদ্য ও বিচিত্র নৃত্য কৌতুক বিস্তার করিয়া রাসবিলাস জনিত সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৩। স শ্রীকৃষ্ণস্তু তাভির্গোপীভিঃ সমং মহাদ্ভুতেষু পরমাপূর্বেষু রঙ্গেষু নৃত্যস্থলীরূপেষু তেষু ফণেষু রাসবিলাস-সম্ভবং রাসক্রীড়োদ্ভূতং সুখং লেভে অন্বভুৎ। কিং কুর্বন্? তাভিঃ সমং তেষ্বেব দিব্যৈঃ তত্রত্যদেবৈর্দিবি ক্রিয়মাণৈর্বহুভি-র্গীতৈর্বাদনৈশ্চ বাদ্যৈর্বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা নৃত্যন্। যতঃ কৌতুকানামর্ণবঃ সাগরঃ রাসক্রীড়া চেয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য শক্তিবিশেষতঃ ; কিংবা স্বীয়মোহস্য গাম্ভীর্যেণ শীঘ্রানপগমাৎ শ্রীনন্দাদিভির্নাবলোকিতেত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৩। শ্রীকৃষ্ণ সেই পরম অপূর্ব রঙ্গমঞ্চে (নৃত্যস্থলী-রূপ কালিয়ের ফণার উপরে) রাসক্রীড়াজনিত সুখলাভ করিয়াছিলেন। কি করিলেন? সেই গোপীগণের সহিত নৃত্য-কৌতুক বিস্তার করিলে আকাশে দেবগণ নানাবিধ বাদ্য-গীত ও বিচিত্র নৃত্য-কৌতুক বিস্তার করিলেন। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সাগর। আর এই রাসক্রীড়াও তাঁহার অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে কিংবা স্বীয় মোহগাম্ভীর্য শীঘ্র অপগম হয় নাই বলিয়া শ্রীনন্দাদি অবলোকন করিতে পারেন নাই।

সারশিক্ষা

২৪৩। শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলাবলী, তাহা স্ব স্ব লীলা-পরিকরেরাই দর্শন করিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই দর্শন করিতে পারেন না। একস্থানে এক সময়ে বর্তমান থাকিয়াও ঐ সকল লীলা যোগমায়া প্রভাবে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অর্থাৎ সেই রহস্য লীলা-দর্শনে অযোগ্য ব্যক্তিগণ লীলাকৌতুকবশতঃ শূন্যরূপে দর্শন করেন।

২৪৪। রামেণ প্রাপিতৈর্বোধং বর্তমানৈস্তটোপরি।
কৃষ্ণং নন্দাদিভির্দৃষ্ট্বা প্রাপ্তৌ তৈর্হর্ষবিস্ময়ৌ॥

২৪৫। দময়িত্বাহিরাজং স স্তবতীনাং সমাচ্ছিনৎ।
বস্ত্রাণি নাগপত্নীনামুত্তরীয়াণি সস্মিতম্॥

২৪৬। তৈরেকং প্রগ্রহং দীর্ঘং বিরচয্যাস্য নাসিকাম্।
বিধ্বা প্রবেশ্য বামেন পাণিনাধাৎ স কৌতুকী॥

২৪৭। নাগমশ্বমিবারূঢ়শ্চোদয়ামাস তং হঠাৎ।
ধৃতাং দক্ষিণহস্তেন মুরলীং বাদয়ন্ মুদা॥

২৪৮। কশয়েব কদাচিত্তং তয়া সঞ্চালয়ন্ বলাৎ।
নিজবাহনতাং নিন্যে প্রসাদভরমাচরন্॥

মূলানুবাদ

২৪৪। তটের উপরে অবস্থিত শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীবৃন্দ শ্রীবলরাম কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনপূর্বক হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন।

২৪৫। পরে তিনি অহিরাজ কালিয়কে দমন করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে (ভাববিশেষের সহিত বা প্রসাদবিশেষ প্রদানের নিমিত্ত) স্তবনশীলা কালিয় পত্নীগণের উত্তরীয় বস্ত্রসকল আকর্ষণ করিলেন।

২৪৬। সেই কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা এক দীর্ঘ প্রগ্রহ (লাগাম দড়ি) প্রস্তুত পূর্বক কালিয়ের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া স্বীয় বাম হস্তে ধারণ করিলেন।

২৪৭। অশ্বের ন্যায় সেই নাগের উপর আরোহণ করিয়া বলপূর্বক ইতস্ততঃ চালিত করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে মুরলী গ্রহণ পূর্বক আনন্দের সহিত বাজাইতে লাগিলেন।

২৪৮। কখনও কখনও কশার (চাবুকের) ন্যায় সেই মুরলী সঞ্চালিত করিয়া কালিয়কে দ্রুতবেগে চালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই কালিয়নাগের প্রতি নিজ বাহনের উপযুক্ত কৃপা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৪। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বস্থতাদিদর্শনেন হর্ষঃ, দুষ্টকালিয়চেষ্টয়াপ্যনভিভবাদ্যা-লোচনেন বিস্ময়শ্চ প্রাপ্তৌ॥

২৪৫। ততশ্চ স কৃষ্ণঃ স্তুবতীনাং কৃষ্ণস্যৈব স্তুতিং কুর্বতীনাং নাগস্য কালিয়স্য পত্নীনাম্ উত্তরীয়াণি বস্ত্রাণি সস্মিতং ভাববিশেষেণ প্রসাদবিশেষাভিব্যঞ্জনায় বা স্মিতেন সহিতং যথা স্যাত্তথা সম্যক্ আচ্ছিনৎ বলাদাকৃষ্য জগ্রাহ॥

২৪৬। তৈরুত্তরীয়বস্ত্রৈশ্চ সর্বৈরেকং প্রগ্রহং রজ্জুবিশেষং বিরচয্য অস্যাহি-রাজস্য নাসিকাং বিদ্ধা তস্যামেব তৎ প্রবেশ্য স কৃষ্ণো বামেন পাণিনা নিজ-করাম্বুজেন অধাৎ ধৃতবান্, যতঃ কৌতুকী॥

২৪৭। ততশ্চ তং নাগং কালিয়ং দমিত্বা অশ্বমিবারূঢ়ঃ সন্ হঠাদ্বলাৎ চোদয়ামাস ইতস্ততোঽশ্ববদ্গন্তুং প্রেরয়ামাস। কিং কুর্বন্? নিজদক্ষিণহস্তেন ধৃতাং গৃহীতাং মুরলীং মুদা বাদরন্॥

২৪৮। তয়া মুরলৈব কশয়েব কদাচিৎ সঞ্চালয়ন্ বলান্নিজবাহনতাং নিন্যে, শ্রীগরুড়মিব নিজবাহনং চকার ইত্যর্থঃ। ন চায়ং দমনাদিনা নিগ্রহো মন্তব্যং, কিন্তু পরমানুগ্রহ এবেত্যাহ—প্রসাদেতি। তথা চ শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৬।৩৪) নাগপত্নীস্তুতৌ—'অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো, দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ। যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ, ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥' ইত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৪-২৪৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৪৮। কোন সময়ে কশার ন্যায় মুরলী সঞ্চালন দ্বারা সবেগে পরিচালনা করিয়া গরুড়ের মত নিজ বাহনরূপে পরিনমিত করিয়াছিলেন। অতএব কালিয়-দমনাদিরূপ নিগ্রহ মন্তব্য করিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার প্রতি পরমানুগ্রহই বিস্তার করিয়াছিলেন। নাগপত্নীগণের স্তুতিতেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা, (শ্রীভা) ইহাতে আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করা হইল। কারণ, আপনি অসৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দণ্ড বিধান করেন, তাহাতে তাহাদিগের কল্মষসমূহ নষ্ট হয়। আর এই দেহীও নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সম্প্রতি সর্পশরীর প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সর্পত্বের মূলীভূত কল্মষ বিনাশ হওয়ায় আপনার ক্রোধ দ্বন্দ্বশূকত্ব অর্থাৎ পরম অনুগ্রহই বলিতে হইবে। আপাততঃ নিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হইলেও আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহই বিস্তার করিলেন।

২৪৯। তৎপত্নীভিরুপানীতমনর্ঘ্যং রত্নভূষণম্।
বস্ত্রমাল্যানুলেপঞ্চ তৎফণেষ্বেব সোঽদধাৎ॥

২৫০। পদ্মোৎপলাদিভিঃ পুষ্পৈর্যামুনৈস্তাভিরাহৃতৈঃ।
ভূষণৈস্তৈশ্চ তা গোপীরাত্মানঞ্চ ব্যভূষয়ৎ॥

মূলানুবাদ

২৪৯। সেই কালিয়নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল অনর্ঘ রত্নভূষণ বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনাদি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সমুদয় সামগ্রী কালিয়নাগের ফণার উপরি রাখিয়াছিলেন।

২৫০। আর নাগপত্নীগণের আহৃত যমুনাজলোৎপন্ন পদ্ম উৎপল আদি পুষ্প-সমূহ ও পূর্বোক্ত ভূষণসমূহ দ্বারা সেই গোপিকাসকলকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এবং নিজেও ভূষিত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪৯। তস্য কালিয়স্য পত্নীভিঃ, রত্নময়ভূষণম্, বস্ত্রাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। স কৃষ্ণঃ কালিয়স্য ফণেষ্বেব ধৃতবান্॥

২৫০। এবকারেণ তদানীং ন বপুষি পর্যধত্তেতি বোধিতম্। তৎকারণমেব দর্শয়তি—পদ্মেতি। তাভিঃ কালিয়-পত্নীভিরেবাহৃতৈঃ ; অত্রান্তর্ভূতকারিতার্থো দ্রষ্টব্যঃ ; অহারিতৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা, তাভিঃ কৃত্বা আহৃতৈরানীতৈর্যমুনাজলোদ্ভবৈঃ পদ্মাদিভিঃ পুষ্পৈঃ তৈশ্চ। কালিয়ফণোপরি-নিহিতৈর্ভূষণৈঃ কৃত্বা তাভিরেব তন্নাগপত্নীগণহস্তৈরেব দ্বারভূতৈঃ তাঃ কালিয়ফণেষ্বধিরোহিতাঃ সর্বা গোপীঃ আত্মানঞ্চ বিশেষেণ ভূষয়ামাস। স শ্রীকৃষ্ণ এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৫০। 'এব' কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তখনও পর্যন্ত সেই সকল পূজোপহার ভূষণাদি ধারণ করেন নাই, বুঝিতে হইবে। তাহার কারণ বলিতেছেন, 'পদ্ম' ইত্যাদি। পরে কালিয়পত্নীগণের আহৃত যমুনাজলোৎপন্ন পদ্ম ও উৎপলাদির সহিত পূর্বোক্ত ভূষণাদি (যাহা কালিয়ের ফণার উপর রক্ষিত হইয়াছিল) নাগপত্নীগণ দ্বারা গোপীগণকে বিভূষিত করাইলেন এবং নিজেও বিভূষিত হইলেন।

২৫১। স্তূয়মানঃ ফণীন্দ্রেণ তেনাসংখ্যমুখেন সঃ।
নিঃসসার হ্রদাৎ সর্বান্ স্বীয়ান্ হর্ষেণ নর্তয়ন্॥

২৫২। সুপর্ণদুষ্প্রাপ-মহাপ্রসাদবরাবলী-লাভমহাপ্রহৃষ্টাৎ।
স কালিয়াদগোপবধূসমূহৈঃ, সমং মহাশ্চর্যতরোঽবরূঢ়ঃ॥

মূলানুবাদ

২৫১। পরে সেই ফণীন্দ্র-কর্তৃক অসংখ্যমুখে স্তূয়মান হইয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইহা দেখিয়া সকলে হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল।

২৫২। এইপ্রকার মহা আশ্চর্যতর লীলাভিনয় করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ গরুড়েরও দুষ্প্রাপ্য মহাপ্রসাদাবলি লাভে মহাহৃষ্ট কালিয়নাগের মস্তক হইতে গোপবধূবৃন্দসহ অবতরণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫১। অসংখ্যানি অপরিমিতানি মুখানি যস্য তেন ; অনেন স্তবনস্য বহুবিধবৈচিত্রী সূচিতা। এবং শেষসাদৃশ্যমপি তং নিন্য ইত্যুহ্যম্। স্বীয়ান্ শ্রীনন্দাদীন্॥

২৫২। স কৃষ্ণো গোপবধূসমূহৈঃ সমং কালিয়াদবরূঢ়ঃ অবততার। কীদৃশাৎ? সুপর্ণেন শ্রীগরুড়েনাপি দুষ্প্রাপাণামলভ্যানাং মহাপ্রসাদরূপাণাং সর্বদোষহীনানাং সর্বসদ্‌গুণময়ানামিত্যর্থঃ। যদ্বা, মহাপ্রসাদানাং শ্রীগোপীগণেন সহ নিজফণগণোপরি ভগবতঃ সমারোহণাদীনাং পরমানুগ্রহবিশেষাণাং বরাবলীনাঞ্চ বাঞ্ছিতার্থশ্রেণীনাং লাভেন মহাপ্রহৃষ্টাৎ। এবং বহুবিধা বরাশ্চ প্রাপ্তা ইত্যুক্তম্। তে চ সমূর্দ্ধগণবিষয়ক-নিত্য শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দচিহ্নাবস্থিতিরূপাদয়ো বিতর্ক্যাঃ। ননু কথমেবং তস্য মহাদুষ্টস্য সম্ভবেৎ? কথং বা তৎফণেষু রাসক্রীড়াদিকঞ্চ? তত্রাহ—মহাশ্চর্যতর ইতি। নিখিলমদ্ভুতজাতং তত্ত্বতস্তস্মাদেব সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫১। অসংখ্য অপরিমিত মুখ যাহার, সেই ফণীন্দ্র-কর্তৃক বহুবিধ বিচিত্ররূপে স্তূয়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শেষনাগের সদৃশ কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন।

২৫২। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে গোপবধূসমূহকে কালিয়নাগের ফণার উপরি আরোহণ করাইয়াছিলেন, সেই প্রকারেই তাঁহাদিগকে অবতরণ করাইলেন। আর

সেই কালিয়কে শ্রীগরুড়েরও দুষ্প্রাপ্য সর্বসদ্‌গুণময় মহাপ্রসাদশ্রেণীতে বিভূষিত করিলেন। অথবা মহাপ্রসাদ বলিতে শ্রীগোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ সেই কালিয় ফণার উপরি সমারোহণাদিরূপ পরমানুগ্রহবিশেষের দ্বারা বিভূষিত করিলেন এবং সেই কালিয়ও নিজ বাঞ্ছিত মহাপ্রসাদলাভে প্রহৃষ্ট হইলেন। এইরূপে সেই কালিয় বহুবিধ বর প্রাপ্ত হইলেন। বিশেষতঃ নিজ শিরোভূষণবিষয়ক-নিত্য-শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-চিহ্নের অবস্থিতি অর্থাৎ শ্রীভগবান সেই কালিয় মস্তকোপরি নিজ চরণচিহ্ন অর্পণ করিয়া তাহার প্রতি নিজ অনুগ্রহ চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। যদি বল, মহাদুষ্টের সম্বন্ধে এতাদৃশ মহাপ্রসাদাবলি কিরূপে সম্ভব হইল? আর কিরূপেই বা তাহার ফণাসমূহের উপর রাসক্রীড়াদি নির্বাহ হইল? তাহাতেই বলিতেছেন, মহাশ্চর্যতর অর্থাৎ নিখিল অদ্ভুতকর্মের অনুষ্ঠাতা সেই ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় অর্থাৎ সেই ভগবান হইতেই সমস্ত সিদ্ধ হয়।

২৫৩। নীরাজনালিঙ্গনরাজিকাপরৈ,-র্নন্দাদিভির্হর্ষদৃগশ্রুধারয়া।
আপ্লাবিতোঽসৌ কৃপয়ানুশিষ্য তং, কিঞ্চিৎ ফণীন্দ্রং নিরসারয়দ্ধ্রদাৎ॥

মূলানুবাদ

২৫৩। তখন শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণ-কর্তৃক সেই ভগবান্ নীরাজন, আলিঙ্গন-রাজি ও আনন্দ অশ্রুধারায় আপ্লাবিত হইলেন। পরে তিনি কৃপাপূর্বক সেই ফণীন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুশাসন বাণী প্রয়োগ করিয়া তাহাকে হ্রদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৩। নীরাজনানামালিঙ্গনানাঞ্চ রাজিকা পরম্পরা তৎপরৈঃ, হর্ষেণ যা দৃশোরশ্রুধারা তয়াপ্লাবিতঃ স্নাপিতঃ সন্ অসৌ কৃষ্ণঃ কৃপয়া তং ফণীশং কালিয়ং কিঞ্চিদনুশিষ্য আজ্ঞাপ্য। তথা চ শ্রীদশমস্কন্ধে, (শ্রীভা ১০।১৬।৬০-৬১) শ্রীভগবদাজ্ঞা—'নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প! সমুদ্রং যাহি মাচিরম্। স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গো-নৃভির্ভুজ্যতে নদী। য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্। কীর্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্‌ভয়মাপ্নুয়াৎ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৩। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তীরে অবতরণ করিলে শ্রীনন্দাদি-কর্তৃক নীরাজন এবং আলিঙ্গন-পরম্পরায় ও হর্ষজনিত অশ্রুধারায় আপ্লাবিত হইলেন। পরে কৃপাপূর্বক সেই ফণীন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুশাসন প্রদান করিলেন। তথা দশমস্কন্ধে শ্রীভগবদাজ্ঞা—'হে সর্প! তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না। স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতিসহ সাগরে প্রস্থান কর—বিলম্ব করিও না। কারণ, গো-মনুষ্যাদি এই যমুনার জল পান করিয়া থাকে। তুমি এখানে থাকিলে তাহারা আর আসিতে পারিবে না। আর আমি যে তোমার প্রতি এই দণ্ড বিধান করিলাম, যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যাতে শ্রদ্ধাপূর্বক ইহা স্মরণ করিবে বা কীর্তন করিবে, তোমরা কদাচ তাহাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না।'

২৫৪। তৈর্গোপগোপীনিবহৈঃ প্রহৃষ্টৈ,-র্বিস্তার্যমাণেন মনোহরেণ।
বাদিত্রগীতাদিমহোৎসবেন, সন্তোষিতোঽগাদ্ ভগবান্ স্বঘোষং॥

মূলানুবাদ

২৫৪। অতঃপর গোপ-গোপী নিবহ-কর্তৃক বিস্তীর্যমান মনোহর বাদ্যগীতাদি-রূপ মহোৎসবের দ্বারা সন্তোষিত হইয়া সেই ভগবান্ স্বীয় ঘোষভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৪। তৈস্তদেকপরায়ণৈঃ বাদিত্রগীতাদিভির্যো মহোৎসবস্তেন। স্বকীয়ং ঘোষমাবাসম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৫৫। কদাচিত্তস্য দুষ্টস্য কংসস্যানুচরৌ প্রিয়ৌ।
বহিশ্চরাসুরূপৌ তৌ কেশ্যরিষ্টৌ মহাসুরৌ॥

২৫৬। আদ্যো মহাহয়াকারো দ্বিতীয়স্তু বৃষাকৃতিঃ।
গোপান্ ভীষয়মাণৌ তান্ মর্দয়ন্তৌ চ গোকুলম্॥

২৫৭। গগনস্পৃঙ্মহাকায়ৌ নাদেন প্রাণিনোঽখিলান্।
নিপাতয়ন্তৌ ভূপৃষ্ঠে যুগপদ্ব্রজমাগতৌ॥

মূলানুবাদ

২৫৫-২৫৭। কোন সময়ে দুষ্ট কংসের প্রিয় অনুচর (যাহারা বহিশ্চরগণের মধ্যে মুখ্যতর) কেশী ও অরিষ্ট নামক দুই মহা অসুর ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন মহা ঘোটকাকৃতি, দ্বিতীয় জন বৃষের আকৃতি। সেই অসুরদ্বয় সমগ্র গোকুলকে মর্দিত করিয়া গোপ গোপী সকলের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়াছিল। তাহাদের গগনস্পর্শী শরীর দেখিয়া এবং ঘোর নাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণীগণ ভয়ে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৫-২৫৭। এবং করুণরসাদি মিশ্র বীররসলীলামুক্ত্বা শুদ্ধবীররসলীলামাহ—কদাচিদিতি। একদা তৌ প্রসিদ্ধৌ কেশ্যরিষ্টৌ তৎসংজ্ঞৌ মহাসুরৌ যুগপদেক-কালমেব ব্রজমাগতাবিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। কীদৃশৌ? তস্য মথুরাধিপস্য কংসস্য প্রিয়ৌ অনুচরৌ সেবকৌ ; অতস্তস্যৈব বহিশ্চরা অসবঃ প্রাণাস্তৎস্বরূপৌ। আদ্যঃ কেশী মহাহয়স্যেবাকারো যস্য সঃ, দ্বিতীয়োঽরিষ্টঃ বৃষভস্যেবাকৃতির্যস্য সঃ। তান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরাকৃষ্টচিত্তান্ ; গবাং কুলঞ্চ মর্দয়ন্তৌ পদ্ভিরাক্রমন্তৌ। গগনং স্পৃশত ইতি তথা তৌ মহান্তৌ চ অতি স্থূলৌ কায়ৌ দেহৌ যয়োস্তৌ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৫-২৫৭। এইরূপ করুণরসাদি-মিশ্র-বীররসলীলা বর্ণন করিয়া এক্ষণে শুদ্ধ বীররসলীলা বর্ণন করিতেছেন। কোন সময়ে কেশী ও অরিষ্ট নামক প্রসিদ্ধ দুই মহা অসুর ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাই তিনটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহারা কি প্রকার? তাহারা মথুরাধিপতি দুষ্ট কংসের প্রিয় অনুচর। অতএব তাহারা বহিশ্চরগণের প্রাণস্বরূপ, তন্মধ্যে একজন মহা ঘোটকাকৃতি, অপর মহা বৃষভের আকৃতি। তাহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরাকৃষ্ট-চিত্ত গোকুলবাসী গোপ ও গোপীসমূহের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিতে করিতে সমগ্র গোকুলকে মর্দিত করিতেছিল। সেই অসুরদ্বয়ের মহাস্থূল শরীর গগন স্পর্শ করিয়াছিল।

২৫৮। তয়োর্ভিয়াকৃষ্য বলেন কৃষ্ণো,
নিবার্যমাণোঽপি নিজেষ্টলোকৈঃ।
আশ্বাস্য তান্ দর্শিতবীরদর্পঃ,
স্বপাণিনাস্ফোট্য ভুজং পুরোঽভূৎ॥

২৫৯। প্রথাগতং বেগভরেণ কেশিনং,
পাদপ্রহারেণ নিরস্য দূরতঃ।
পশ্চাদ্বৃষং প্রাপ্য বিভিদ্য নাসিকাং,
বদ্ধাশু গোপীশ্বর-সম্মুখে ন্যধাৎ॥

মূলানুবাদ

২৫৮। যদিও সেই কেশী ও অরিষ্টের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত, তথাপি নিজ ইষ্টলোকসকল-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক নিবার্যমান হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজ বাহুস্ফোট সহকারে বীরদর্প দেখাইয়া অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন।

২৫৯। প্রথমেই বেগভরে সমাগত কেশীকে পাদপ্রহার দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে বৃষাসুরকে বন্ধনপূর্বক নাসিকাবিদ্ধ করিয়া গোপীশ্বর মহাদেবের সম্মুখে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার বাহনের জন্য রক্ষা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫৮। তয়োঃ কেশ্যরিষ্টয়োর্ভিয়া নিজৈরিষ্টলোকৈঃ প্রিয়জনৈর্গোপ-গোপীভিঃ বলেনাকৃষ্য নিবার্যমাণোঽপি নিরুধ্যমাণোঽপি তান্ লোকান্ আশ্বাস্য পুরোঽভূৎ অগ্রে নিঃসৃত॥

২৫৯। ততশ্চ বেগভরেণ মহাহয়তয়া জবাতিশয়বত্ত্বেন হেতুনা প্রাক্ আদাবেব আগতম্। দূরতো নিরস্য নিঃশেষেণাক্ষিপ্ত্বা। বৃষং বৃষাকৃতিমরিষ্টমাগতং প্রাপ্য তস্য নাসিকাং বিভিদ্য বিদার্য। গোপীশ্বরস্য শ্রীবৃন্দাবনান্তর্বর্তি শ্রীশিবলিঙ্গস্য সম্মুখে ন্যধাৎ। তস্য চালনাশক্ত্যা তদ্বাহনত্বেমেব তস্মিন্নেব বর্দ্ধা ন্যাসতয়াঽরক্ষদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫৮-২৫৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬০। **পুনস্তমায়াতমমন্দবিক্রমো, হয়ং সমুৎপত্য মহাপরাক্রমঃ।**
বলাৎ সমারুহ্য গতীরনেকশো,-ঽনুশিক্ষয়ন্নির্দময়ন্ ব্যরাজত॥

মূলানুবাদ

২৬০। কেশী অসুর পুনর্বার বেগভরে আক্রমণ করিলে অমন্দবিক্রম ভগবান্ মহাপরাক্রমে সেই কেশীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তাহাকে দমনের নিমিত্ত অনেকপ্রকার গতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে সেই অশ্বরূপী অসুরকে নির্দমিত করিয়া তিনি বিশেষরূপে শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬০। হয়াকারং তং কেশিনং পুনরায়ান্তং সন্তং সমুৎপ্লুত্য সম্যগুচ্চৈঃ কূর্দিত্বা বলাৎ সম্যগারুহ্য অনেকশঃ গতীরশ্বচলনপ্রকারান্ অনুশিক্ষয়ন্ তেনৈব নিঃশেষং দময়ন্ ব্যরাজত বিশেষেণাশোভিত। ননু মহাবেগবলবান্ কেশী যাবৎ পুনরেতি, তাবদেব কথং মহাবলমরিষ্টং বদ্ধা গোপীশ্বরে নিধায় সদ্য এব কেশিগ্রহণায় আশু তত্রৈবাগতঃ স্যাত্তত্রাহ—অমন্দঃ পরমশীঘ্রঃ বিক্রমো গমনাগমনাদিচেষ্টা যস্য সঃ ; যতঃ মহান্ পরাক্রমো বীর্যবিশেষো যস্য সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬০। অশ্বাকৃতি সেই কেশী অসুর পুনর্বার সম্যক্ বেগভরে কূর্দন করিতে করিতে উপস্থিত হইলে মহাপরাক্রমে সেই ভগবান তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অনেক প্রকারে অশ্বচালনাদির প্রকার শিক্ষা দিয়া তাহাকে নিঃশেষে দমন করতঃ তিনি বিশেষ শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি বল, মহাবেগবান কেশী যে সময়ে পুনরাগমন করে নাই, সেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে মহাবলবান অরিষ্টাসুরকে বন্ধন করিয়া গোপীশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন? আর কিরূপেই বা সদ্য সেই কেশীকে আক্রমণ নিমিত্ত অতি দ্রুতগতিতে তথায় আগমন করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, অমন্দবিক্রম (পরমশীঘ্রবিক্রম) অর্থাৎ যাঁহার গমনাগমনাদি চেষ্টা কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। যেহেতু, তিনি মহাপরাক্রমশীল—মহাবীর্যবান।

২৬১। হয়ং তমারুহ্য নিজান্ বয়স্যান্, সুশীঘ্রহস্তেন সহস্রশস্তান্।
বিচিত্র-তৎকূর্দন-কৌতুকেন, ভ্রমন্ ভুবি ব্যোম্নি চ সোঽভিরেমে॥

২৬২। ক্ষণান্নিষম্য স্ববসে বিধায়, নিবধ্য পাশৈস্তমপি ব্রজান্তঃ।
অরক্ষদারোহণকেলয়েঽমুং, বৃষং তথানোগণ-বাহনায়॥

মূলানুবাদ

২৬১। সেই অশ্বের পৃষ্ঠে নিজ বয়স্যবর্গকেও আরোহণ করাইলেন এবং সুশীঘ্ররূপে হস্তপ্রসারণাদি দ্বারা বিচিত্র কূর্দন-কৌতুক প্রদর্শনপূর্বক কখনও পৃথিবীতে কখনও বা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নানাপ্রকার মনোহর ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

২৬২। এইপ্রকারে ক্ষণকাল মধ্যে সেই অসুরকে সংযত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আরোহণ-কৌতুক বিস্তারের জন্য তাহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ব্রজের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। পরে শ্রীগোপীশ্বরের সম্মুখে রক্ষিত বৃষাসুরকেও শকট বহনের জন্য ব্রজান্তরে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬১। তং হয়ং কেশিপৃষ্ঠোপরীত্যর্থঃ। তান্ পরমপ্রিয়তমান্, স শ্রীকৃষ্ণঃ বিচিত্রং তস্য কেশিনো যৎ কূর্দনং গতিবিশেষস্তদেব কৌতুকং তেন, কদাচিদ্ ভুবি কদাচিচ্চ ব্যোম্নি ভ্রমন্ অভিতো রেমে চিক্রীড়॥

২৬২। আরোহণরূপকেলয়ে তং হয়মপি ব্রজস্যান্তর্মধ্যেঽরক্ষৎ। তথেতি সমুচ্চয়ে। অমুৎ শ্রীগোপীশ্বরে নিহিতম্ অরিষ্টাখ্যং বৃষঞ্চ, অনসাং শকটানাং গণস্য বাহনায় ব্রজান্তরে বা অরক্ষৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬১-২৬২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬৩। **নন্দীশ্বরপুরে তত্র বসন্তং কৃষ্ণমেকদা।**
কংসাজ্ঞয়াগতোঽক্রূরো নেতুং মধুপুরীং ব্রজাৎ॥

২৬৪। **তস্মিংস্তদানীং যদ্বৃত্তং তচ্ছ্রুত্বান্যত্রিকা অপি।**
শিলাকাষ্ঠাদয়ো নূনং রুদন্তি বিদলন্তি চ॥

মূলানুবাদ

২৬৩। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কংসের আজ্ঞায় অক্রূর ব্রজ হইতে মধুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

২৬৪। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন ব্রজবাসীগণের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনে কাহারও সামর্থ্য নাই। এমন কি অন্যস্থানস্থিত শীলাকাষ্ঠাদিও রোদন করিতে লাগিল এবং তাহারা শোকভরে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬৩। ইদানীং বিশুদ্ধপরমকরুণরসলীলামাহ—নন্দীশ্বরেত্যাদিনা কথং ব্রুবেতামিত্যন্তেন। তত্র তস্মিন্ পূর্বোক্তে শ্রীগোলোকবর্তিনি নন্দীশ্বরসংজ্ঞকে পুরে এব, একদা কদাচিদক্রূর আগতঃ। কিমর্থম্? তদানীং তত্রৈব বসন্তং শ্রীকৃষ্ণং ব্রজাত্তস্মাদেব মধুপুরীং নেতুম্। নন্দীশ্বরপুর ইত্যস্যাত্র নির্দেশেন পূর্বোক্তা লীলা প্রায়ো বনান্তরেবেতি ধ্বনিতম্॥

২৬৪। তস্মিন্ ব্রজে, তদানীন্তন-তত্রত্যলোকানাং কা বার্তা? ইদানীম্ অন্যত্রিকা অন্যদেশবর্তিনোঽপি, তত্র চ শিলাদয়োঽপি। নূনমিতি বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। বিদলন্তি বিদারং লভন্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬৩। ইদানীং বিশুদ্ধ পরম করুণরস-লীলা বর্ণন করিতেছেন। এই লীলা 'নন্দীশ্বর' হইতে আরম্ভ করিয়া (৩৪৪ শ্লোকের শেষবাক্য) 'কথং ব্রুবে' পর্যন্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রীগোলোকস্থিত নন্দীশ্বর নামক পুরীতে একদা অক্রূর উপস্থিত হইয়াছিলেন। কি জন্য? শ্রীকৃষ্ণ সেই নন্দীশ্বরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, অক্রূর ব্রজ হইতে মধুপুরীতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। নন্দীশ্বরপুর নির্দেশের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, পূর্বোক্তলীলা প্রায় বনমধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৬৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬৫। রাত্রাবার্কণ্য তাং বার্ত্তাং লোকা গোকুলবাসিনঃ।
ব্যলপন্ বহুধা সর্ব্বে রুদন্তো মুমুহুর্ভৃশম্॥

২৬৬। পুত্রপ্রাণা যশোদা চ বিভ্যতী দুষ্টকংসতঃ।
জুগোপ কৃষ্ণমেকান্তে নিহ্নুত্য শপথৈর্নিজৈঃ॥

২৬৭। প্রাতঃ প্রবোধিতো নন্দোঽক্রূরেণ বহুযুক্তিভিঃ।
প্রবোধ্য রুদতীং পত্নীং স্বপুত্রং বহিরানয়ৎ॥

মূলানুবাদ

২৬৫। রাত্রিকালে সেই বার্তা শ্রবণ করিয়া গোকুলবাসী সমস্ত লোক বহুপ্রকার বিলাপের সহিত রোদন করিতে করিতে বার-বার মূর্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৬৬। পুত্রপ্রাণা শ্রীযশোদা দুষ্ট কংস হইতে ভীত হইয়া আপন শপথ দিয়া কৃষ্ণকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

২৬৭। প্রভাতে অক্রূর বহুবিধ যুক্তিদ্বারা শ্রীনন্দকে প্রবোধিত করিলে, তিনি রোদনশীলা পত্নীকে আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে বহির্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬৫। তাং কংসাজ্ঞয়াক্রূরেণ মধুপুর্যাং শ্রীকৃষ্ণনয়নসম্বন্ধিনীং বার্তাং, শ্রীগোলোকবর্তিব্রজ এব গোকুলং তদ্বাসিনঃ॥

২৬৬। জুগোপ নিভৃতমরক্ষৎ ; নিহ্নুত্য বস্ত্রাদিনা আচ্ছাদ্য ; নিজৈঃ শপথৈরিতি অন্যথা রহসি নিহ্নুত্য তস্য সঙ্গোপনাশক্তেঃ॥

২৬৭। বহ্বীভির্যুক্তিভিঃ কংসপরমদুষ্টতাপ্রদর্শন-শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবভর-প্রতি-পালনদিরূপাভিঃ প্রবোধিতঃ প্রবোধং প্রাপিতঃ সন্। পত্নী শ্রীযশোদাং রুদতীমপি তথৈব প্রবোধ্য। স্বপুত্রং শ্রীকৃষ্ণম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬৫। সেই বার্তা—কংসের আজ্ঞাক্রমে অক্রূর ব্রজ হইতে মধুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন।

২৬৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬৭। অক্রূর-কর্তৃক বহু বহু যুক্তি অর্থাৎ কংসের পরম দুষ্টতা প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজভক্ত পালনাদি বিষয়ে প্রভাবরাশি প্রতিপাদনাদি দ্বারা প্রবোধিত হইয়া শ্রীনন্দ রোদনশীলা নিজ পত্নী শ্রীযশোদাকে প্রবোধ দিয়া নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বহির্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

২৬৮। হাহেত্যার্তস্বরৈরুচ্চৈ রুদতীনামলজ্জিতম্।
গোপীনাং বীক্ষমাণানাং প্রাণানিব সমাচ্ছিনৎ॥

২৬৯। তদা যশোদা বহিরেত্যদীনা, নিজাশ্রুধারাঃ পরিমার্জ্জয়ন্তী।
ধৃত্বা করে ন্যাসমিবাত্মপুত্রং, শ্বফল্কপুত্রস্য করে ন্যধত্ত॥

মূলানুবাদ

২৬৮। তাহা দেখিয়া গোপীগণ 'হা হা' এই আর্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নির্লজ্জভাবে সেই উচ্চরোদনশীলা গোপীদিগের প্রাণ যেন বলপূর্বকই আকর্ষণ করিয়া বাহির করা হইয়াছিল।

২৬৯। সেই সময়ে দীনা যশোদা বাহিরে আসিয়া নিজ অশ্রুধারা মার্জন করিতে করিতে পুত্রের কর ধারণ করিয়া শ্বফল্কতনয় অক্রূরের হস্তে ন্যাসের ন্যায় অর্পণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬৮। তস্য বহির্নয়নেন চ শ্রীনন্দো গোপীনাং জীবনমেব বলাদাচকর্ষেত্যাহ—হা হেতি। বীক্ষমাণানামিতি নন্দেন স্বয়ং বহিঃ স্বপুত্রনয়নে কিঞ্চিৎ কর্তুমশক্ত্যা নিরীক্ষণমাত্রং কুর্বতীনামিত্যর্থঃ॥

২৬৯। শ্বফল্কপুত্রস্যাক্রূরস্য করে ন্যাসং নিক্ষেপমিবাত্মপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং ন্যধত্ত অর্পয়ামাস॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬৮। স্বীয়পুত্রকে বহির্দেশে আনয়ন করিলে শ্রীনন্দ যেন সেই সঙ্গে গোপীগণের জীবনও বলপূর্বক বাহিরে আকর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা 'হা হা' এই আর্তস্বরে নির্লজভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে কেবলমাত্র অবলোকনই করিলেন। কারণ, পিতা-কর্তৃক পুত্রের আনয়ন বা অন্যত্র প্রেরণে তাঁহাদের কোন বলিবার অধিকার নাই।

২৬৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৭০। প্রোবাচ নন্দঞ্চ তবাপি হস্তে, ন্যাস্তো ময়া প্রাণধনাধিকোঽয়ম্।
কুত্রাপ্যবিশ্বস্য নিধায় পার্শ্বে,-ঽত্রানীয় দেয়ো ভবতা করে মে॥
২৭১। এবং সুতস্নেহভরাতুরা সতী, মোমুহ্যমানা সময়ং বিধায় সা।
কৃষ্ণং বিনৈকাত্মগৃহং যদা গতা,-ক্রন্দস্তদাসীদ্ব্রজযোষিতাং মহান্॥

মূলানুবাদ

২৭০। সেই যশোদা নন্দকেও বলিলেন, আমি আপনার হস্তে আমার প্রাণাধিক এই পুত্রকে সমর্পণ করিলাম। আপনি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করিয়া আপন পার্শ্বে রক্ষা করিবেন এবং শীঘ্র ফেরত আনিয়া আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন।

২৭১। এইরূপ পুত্রস্নেহভরে ব্যাকুলা হইয়া সেই সতী পুনঃপুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যখন কৃষ্ণশূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন ব্রজাঙ্গনাসকলের মহান্ রোদনধ্বনি উত্থিত হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭০। নন্দঞ্চ প্রোবাচ সৈব কিন্তদাহ—তবাপীতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, ন্যস্তঃ ন্যাসরূপেণার্পিতঃ। যতঃ প্রাণেভ্যোঽপি চাধিকঃ, অতো ভবতা কুত্রাপি কস্মিংশ্চিদ-ক্রূরাদাবপি অবিশ্বস্য বিশ্বাসমকৃত্বা ; অতএব নিজ-পার্শ্বে নিধায় অত্রানীয় মম করে দেয়ঃ॥

২৭১। সময়ং বাগ্‌বন্ধম্ ; সা শ্রীযশোদা একাকিনী আত্মনো গৃহমাগতা যদা, তদা মহানাক্রন্দঃ উচ্চৈরার্তনাদেন রোদনশব্দঃ আসীদভূৎ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণত্যাগেন নৈরাশ্যাপত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭০। কেবল অক্রূরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিজপতি শ্রীনন্দকে বলিতেছেন, হে আর্যপুত্র! এই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার হস্তে সরূপে অর্পণ (গচ্ছিত) করিলাম। যেহেতু, এই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ধন, এমন কি প্রাণ হইতেও অধিক। অতএব আপনি কোন স্থানে কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিয়া এমন কি এই অক্রূরকেও বিশ্বাস না করিয়া সর্বদা আপন পার্শ্বে রক্ষা করিবেন এবং সত্বর আনয়ন করিয়া আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন।

২৭১। সেই সময় শ্রীযশোদা বাগ্‌বন্ধ করিয়া একাকিনী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন ব্রজাঙ্গনাগণের মহান্ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-ত্যাগের দ্বারা তাঁহাদের নৈরাশ্যাপত্তি-হেতু পুনঃপুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৭২। যস্মিন্ স্মৃতেঽদ্যাপি শিলাপি রোদিতি,
স্রবত্যপো দারু পবিশ্চ দীর্যতে।
নূনং জগন্মজ্জতি শোকসাগরে,
প্রাণৈর্বিযুক্তং ন ভবেদ্‌যদি ক্ষণাৎ॥

মূলানুবাদ

২৭২। হে ব্রহ্মণ্! অদ্যাপিও সেই কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অধিক কি শীলাও রোদন করিয়া থাকে, শুষ্ককাষ্ঠ হইতে জল স্রাবিত হইয়া থাকে, বজ্র বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এমন কি ক্ষণকাল মধ্যে যদি জগৎবাসীর প্রাণ-বিযুক্তও না হয়, তবে নিশ্চয়ই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭২। যস্মিন্ আক্রন্দে, দারু শুষ্ককাষ্ঠমপি, অপো জলানি, স্রবতি বহতি, পবির্বজ্রমপি স্বয়মেব দীর্যতে ; কিমন্যদ্ বহু বক্তব্যং, জগদপি মৃতপ্রায়মেব ভবতী-ত্যাহ—নূনমিতি বিতর্কে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৭৩। যশোদয়া তা বহুধানুসান্ত্বিতাঃ প্রবোধ্যমানাঃ সরলস্বভাবয়া।
মহার্ত্তিশোকার্ণবমগ্নমানসাঃ, সকোপমূচুর্বত তাং ব্রজস্ত্রিয়ঃ॥

২৭৪। রে নির্দয়েঽরে ধিষণাবিহীনে, বৎসরং নিজং ব্যাঘ্রকরে সমর্প্য।
শক্তাসি দাহার্হমিদং প্রবেষ্টুং, রিক্তং গৃহং তেন কথং ত্বমেকা॥

২৭৫। তামেবমন্যাংশ্চ বিগর্হয়ন্ত্যো-ঽক্রূরং শপন্ত্যোঽধিকশোকবেগাৎ।
নির্গত্য গেহাৎ প্রভুমাহ্বয়ন্ত্যো-ঽধাবন্ সবেগং করুণং রুদত্যঃ॥

২৭৬। তৈস্তৈর্মহাশোকদৃঢ়ার্তিরোদনৈ, রক্রূরনন্দৌ বলবল্লবান্বিতৌ॥
যানাধিরূঢ়ং প্রিয়মপ্যরোদয়ন্, ব্যামোহয়ন্ত ব্রজবাসিনোঽখিলান্॥

মূলানুবাদ

২৭৩। সরলস্বভাবা যশোদা বহুপ্রকারে সান্ত্বনা ও প্রবোধ প্রদান করিলেও সেই ব্রজাঙ্গনাসকল মহার্তি শোকসাগরে নিমগ্নমানস-হেতু সকোপে সেই যশোদাকে বলিয়াছিলেন।

২৭৪। রে নির্দয়ে! রে বুদ্ধিহীনে। ব্যাঘ্র করে নিজ বৎস অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণশূন্য দাহ যোগ্য গৃহে প্রবেশ করিতে একমাত্র তুমিই সক্ষম হইয়াছ।

২৭৫। এইরূপে সেই ব্রজাঙ্গনাসকল যশোদা ও নন্দকে ধিক্কার এবং অক্রূরকে অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে আরও অধিকতর শোকাবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রভুকে আহ্বান পূর্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমানা হইলেন।

২৭৬। সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের মহাশোক জনিত প্রগাঢ় আর্তিময় রোদন বলদেব অন্যান্য গোপবৃন্দসহ শ্রীনন্দ ও অক্রূরকে এমন কি সেই অক্রূর আনীত রথারূঢ় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকেও রোদন করাইয়া নিখিল ব্রজবাসীকে মূর্ছিত করিয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭৩। বহুধেতি ময়া মুনিপুত্রস্যাক্রূরস্য শ্রীনন্দস্য চ হস্তে করে নিক্ষেপতয়া অসৌ সমর্পিতোঽস্তি। সাধুলোকহস্তনিক্ষিপ্তদ্রব্যে চ কাপি শঙ্কা ন সম্ভবতি। 'তচ্ছীঘ্রং তাভ্যামেবাসাবত্রানীয় ময়ি সমর্প্য' ইত্যাদিনা বহুপ্রকারেণ প্রবোধ্যমানা অপি। অতএব তথা কপটাক্রূরযুক্তিজাতপ্রতীতেশ্চ সরল অবক্রঃ সর্বতোঽপ্রসারী বা স্বভাব্যে যস্যাং তয়া। তাং শ্রীযশোদাম্॥

২৭৪। বৎসং স্বপুত্রমিতি ; যথা ব্যাঘ্রহস্তে গোবৎসো নার্পয়িতুং যুজ্যতে তথা কংসভৃত্যহস্তে শ্রীকৃষ্ণোঽপি ন সমর্পয়িতুং যুজ্যতে, তথাপি সমর্প্যেতি শ্লেষার্থঃ।

তেন শ্রীকৃষ্ণেন রিক্তং শূন্যম্, অতএব দাহস্যার্হং যোগ্যম্ ইদং ত্বদীয়ঃ গৃহং কথা ত্বমেকাকিনী প্রবেষ্টুং শক্তাসি?

২৭৫। এবমিত্যাদিপ্রকারেণ তাং যশোদাম্ অন্যাংশ্চ নন্দাদীন্ বিগর্হয়ন্ত্যঃ বিনিন্দন্ত্যঃ ; প্রভু শ্রীকৃষ্ণং করুণং যথা স্যাৎ॥

২৭৬। বলেন শ্রীবলরামেণ, বল্লবৈশ্চ গোপৈরন্বিতৌ। যানং শ্রীকৃষ্ণনয়নার্থম-ক্রূরেণৈবানীতং রথমধিরূঢ়ং প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণমপি রোদয়ামাসুঃ। কিং বহুনা? সর্বানপি ব্রজবাসিনস্তান্ ব্যামোহয়ন্ত চ পরমমোহব্যাকুলাঞ্চক্রূরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭৩। বহুধা প্রবোধ অর্থাৎ আমি মুনিপুত্র অক্রূর এবং শ্রীগোপরাজের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছি। সাধুলোকের হস্তে সমর্পিত দ্রব্যবিষয়ে কোনও শঙ্কার সম্ভাবনা নাই। 'তাঁহারা অবশ্য শীঘ্রই পুত্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।' ইত্যাদি বহুপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করিলেও সেই ব্রজাঙ্গনাগণ মহাশোকার্ণবে নিমগ্ন-মানসা বলিয়া সকোপে শ্রীযশোদাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি সরলস্বভাবা (সর্বতোভাবে অপ্রসারি-স্বভাবা) বলিয়া অক্রূরের কপট যুক্তিজালে পতিত হইয়াছ। অর্থাৎ তাহার ক্রূরযুক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছ।

২৭৪। রে বুদ্ধিবিহীনে! গাভীর পক্ষে যেমন নিজ বৎসকে ব্যাঘ্র কবলে সমর্পণ করা যোগ্য হয় না, সেইরূপ কংসভৃত্য অক্রূর হস্তে নিজপুত্রকে সমর্পণ করা যোগ্য হয় না। তথাপি যখন ব্যাঘ্রহস্তে নিজ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছ—ইহা শ্লেষার্থ। অতএব কৃষ্ণশূন্য রিক্তগৃহ দাহযোগ্য। আর সেই দাহযোগ্য গৃহে তুমিই একাকিনী প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছ?

২৭৫-২৭৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৭৭। স্বাস্থ্যং ক্ষণাৎ প্রাপ্য স গোপিকাগতি,
স্তা বীক্ষ্য লব্ধান্ত্যদশা ইব স্বয়ম্।
সঞ্জীবয়ন্ যানবরাদবাপ্লুত,
স্তাভির্বৃতঃ কুঞ্জমগাদলক্ষিতম্॥

২৭৮। কংসদূতস্ততঃ স্বস্থোঽপশ্যন্ কৃষ্ণং রথোপরি।
অনুতপ্য বলং বাক্যপাটবৈরনুনীতবান্॥

২৭৯। দুঃখঞ্চ কথয়ামাস দেবকীবসুদেবয়োঃ।
যাদবানাঞ্চ সর্বেষাং তচ্চ কৃষ্ণৈকহেতুকম্॥

মূলানুবাদ

২৭৭। সেই গোপিকাগতি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল পরে স্বাস্থ্য লাভ করতঃ অন্ত্যদশা-প্রাপ্ত সেই গোপিকাসকলকে দেখিলেন এবং তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য রথ হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিয়া সেই গোপীমণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন ও সকলের অলক্ষ্যে সেই গোপিকা সকলের সহিত কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন।

২৭৮। অতঃপর কংসদূত অক্রূর সুস্থ হইয়া দেখিলেন যে, রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান নাই। এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন, তথাপি বাক্‌পটুতায় শ্রীবলদেবকে বশ করিয়াছিলেন।

২৭৯। সেই অক্রূর এমনভাবে বাক্য বিন্যাস করিলেন যে, তাহাতে প্রতীত হইল দেবকী, বসুদেব ও অন্যান্য যাদবসকলের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্তই যত দুঃখ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭৭। গোপিকানাং গতিঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ, তা গোপিকাঃ, লব্ধা অন্ত্যা চরমা দশা অবস্থা যাভিস্তা ইব বীক্ষ্য সঞ্জীবয়ন্ তা এব অলক্ষিতং কেনাপি ন লক্ষিতং যথা স্যাত্তথা যানবরাৎ রথোত্তমাদবাপ্লুতঃ কুর্দিত্বাঽবতীর্ণঃ সন্ তাভিগোপীভির্বৃতো নিকুঞ্জং গতঃ॥

২৭৮। ততস্তদন্তরং কংসদূতোঽক্রূরঃ স্বস্থঃ সন্ অনুতপ্য পশ্চাত্তাপং কৃত্বা বলং শ্রীবলভদ্রং বাক্‌চাতুর্যৈরনুনীতবান্ বশীচক্রে॥

২৭৯। তচ্চ দুঃখং, কৃষ্ণ এবৈকো হেতুর্যস্য তৎ ইত্যাপি কথয়ামাসেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭৭-২৭৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৮০। ততঃ শ্রীরৌহিণেয়োঽসৌ বাসুদেবোঽমুনা সহ।
পিতৃব্যেণানুজং মৃগ্যন্ কুঞ্জং তৎ প্রাপ লক্ষণৈঃ॥

২৮১। গোপীভিরাবৃতঃ কৃষ্ণমালক্ষ্যারাৎ স্থিতোঽগ্রজঃ।
অক্রূরস্ত্বব্রবীৎ কৃষ্ণং শ্রাবয়ন্নিদমুদ্রুদন্॥

মূলানুবাদ

২৮০। অতঃপর বসুদেবতনয় রোহিণীপুত্র শ্রীবলরাম পিতৃব্য অক্রূরের সহিত অনুজের অন্বেষণ করিতে করিতে পদচিহ্ন দেখিয়া সেই কুঞ্জ সমীপে উপস্থিত হইলেন।

২৮১। শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ-পরিবেষ্টিত দেখিয়া অগ্রজ শ্রীবলরাম দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; অক্রূর উচ্চ-ক্রন্দন করিতে করিতে (শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া শুনাইয়া) এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮০। বাসুদেবো বসুদেবসুত ইতি তস্য বসুদেবাদিদুঃখানসহিষ্ণুত্বং সূচিতম্, অতএব অমুনা পিতৃব্যেণাক্রূরেণ সহ অনুজং শ্রীকৃষ্ণং মৃগান্ সন্ লক্ষণৈঃ শ্রীকৃষ্ণ-পদপদ্ধত্যাদিভিঃ, তৎ শ্রীকৃষ্ণাধিষ্ঠিতং কুঞ্জং প্রাপ॥

২৮১। অগ্রজো বলরামশ্চ আরাদ্দূরে স্থিতঃ উচ্চৈ রুদন্ সন্ অক্রূরস্তু ইদং বক্ষ্যমাণমব্রবীৎ ; কৃষ্ণং শ্রাবয়ন্নিতি যথাসৌ শৃণোতি তথেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮০। বাসুদেবো—বসুদেবসুত বলায় শ্রীবসুদেবাদির দুঃখসহনে অসহিষ্ণুত্ব সূচিত হইল। অতএব শ্রীবলদেব পিতৃদুঃখে কাতর হইয়া পিতৃব্য অক্রূরের সহিত অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্নাদি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণাধিষ্ঠিত কুঞ্জসমীপে উপস্থিত হইলেন।

২৮১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদক্রূর উবাচ—

২৮২। **নির্ভর্ৎস্যেতে দুষ্টকংসেন নিত্যম্,**
দীনৌ বৃদ্ধৌ খড়্গামুদ্যম্য হন্তুম্।
ইষ্যেতে চ ত্রাসশোকার্তিমগ্নৌ,
ভক্তৌ যুক্তৌ জাতু নোপেক্ষিতুং তৌ॥

মূলানুবাদ

২৮২। শ্রীমদ্ অক্রূর বলিলেন, দুষ্ট কংস বৃদ্ধ দীন বসুদেব ও দেবকীকে নিত্যই ভর্ৎসনা করিয়া থাকে, কখনও বা খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যম করিয়া থাকে। এইরূপে আপনার সেই ভক্তদ্বয় ত্রাসে আর্তিযুক্ত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব তাহাদের প্রতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮২। বৃদ্ধৌ দেবকী-বসুদেবৌ দুষ্টেন কংসেন নির্ভর্ৎস্যেতে হন্তুমিষ্যেতে চ। ননু হন্যেতাং নাম, তেন মম কিমিতি চেত্তত্রাহ—তৌ দেবকী-বসুদেবৌ তব ভক্তৌ, তত্র চ ত্রাসঃ কংসাদ্ভয়ং, শোকশ্চ পুত্রাদর্শনাদিনা, আর্তিশ্চ পুত্রবিষয়ক-কংসদুর্মন্ত্রণ-শ্রবণাদিনা তেষু মগ্নৌ, অতো জাতু কদাচিদপি উপেক্ষিতুং ন যুক্তৌ ত্বয়া। যথা, তত্র কালবিলম্বোঽপ্যযুক্ত ইত্যেতদর্থং ত্রাসাদিমগ্নাবিত্যুক্তম্। ততশ্চ বিলম্বে সতি ত্রাসাদিনা স্বয়মেব মরিষ্যতে ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮২। দুষ্ট কংস দেবকী-বসুদেবকে ভর্ৎসনা করিয়া থাকে এবং সেই দীন বৃদ্ধদ্বয়কে কখনও কখনও খড়্গ দ্বারা হনন করিতেও ইচ্ছা করিয়া থাকে। যদি বল, তাহাতে আমার কি হইল? হে প্রভো! সেই দেবকী-বসুদেব আপনারই ভক্ত। তাঁহারা কংস ভয়ে শোকার্ত-সাগরে নিমগ্ন। আর সেই শোকের কারণও পুত্রের অদর্শনাদি এবং আর্তির কারণও পুত্রবিষয়ক—কংসের দুর্মন্ত্রণা শ্রবণাদি। অতএব তাঁহাদের প্রতি কদাচ উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। অথবা তথায় গমন বিষয়ে কালবিলম্বও উপযুক্ত নহে। কারণ, বিলম্বে ত্রাসাদি হেতু তাঁহারাও স্বয়ংই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

২৮৩। **সর্বেঽনন্যালম্বনা যাদবাস্তে, মদ্বর্ত্মান্তর্দত্তনেত্রা মহার্তাঃ।**
শোকোত্তপ্তা মা হতাশা ভবন্তু, ত্রস্তাঃ কংসাদ্দেববিপ্রাদয়শ্চ॥

২৮৪। **স শ্লাঘতে বাহুবলং সদাত্মনো, নো মন্যতে কঞ্চন দেরমর্দনঃ।**
আত্মানুরূপৈরসুরৈর্বলাবলৈঃ, কংসস্তথা রাজকুলৈঃ সদার্চিতঃ॥

মূলানুবাদ

২৮৩। আর অন্যান্য যাদবগণেরও কোন আশ্রয় নাই। তাঁহারা সকলেই আপনার গমনপথের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। মহা-আর্ত ও শোকসন্তপ্ত সেই যাদবগণকে হতাশ করিবেন না। বিশেষতঃ সেই কংস হইতে দেব-বিপ্রাদিও সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

২৮৪। সেই কংস সর্বদা আত্মশ্লাঘার সহিত স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই দেব-মর্দনকারী কাহাকেও তৃণের ন্যায় মনে করে না। আপনার অনুরূপ অসুররাজকুল-কর্তৃক সেই কংস সর্বদা পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮৩। ন কেবলং তৌ দ্বাবেব, সর্বে যাদবাদয়োঽপি তাদৃশা এবেত্যাহ—সর্বে ইতি। ন বিদ্যতে অন্যৎ ত্বত্তঃ পরম্ আলম্বনং গতির্যেষাং তে, ত্বদ্‌বান্ধবাঃ ত্বদীয়া ইতি বা। মম বর্ত্মনোঽন্তর্দত্তানি অর্পিতানি নেত্রাণি যৈস্তে তত্র ত্বৎসহিত মদ্‌গমনপ্রতীক্ষকা ইত্যর্থঃ। অতস্ত্বাং বিনা মদ্‌গমনাভাবাৎ হতা আশা ত্বদ্দর্শনাদি-বিষয়কা লালসা যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ স্বত এব প্রাগার্তাঃ শোকেন তপ্তাশ্চ, ইদানীং পরমার্তা শোকেনোচ্চৈস্তপ্তাশ্চ মা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'মহার্তাঃ' 'শোকোত্তপ্তাঃ' ইতি পদদ্বয়ং তেষাং স্বরূপনিরূপণমাত্রার্থকং, ততশ্চ হতাশা মা ভবন্নিত্যেব বাক্যসমাধানম্। দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ বিপ্রা গর্গাদয়ঃ, আদিশব্দাদ্-গোবৈষ্ণবাদয়শ্চ ; কংসাত্রস্তাঃ সদা ভীতা এব কেবলং ত্বদাশয়া জীবন্ত্যেঽধুনা হতাশা মা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ॥

২৮৪। তথাপি কিমপ্যব্রুবাণং শ্রীকৃষ্ণং সংলক্ষ্য করুণা-রসাদিবিঘাতকং কোপং জনয়ন্নাহ—স ইতি। অনির্বচনীয়-দোষরাশিরূপঃ, যতো দেবানিন্দ্রাদীনপি মর্দয়তীতি তথা সঃ। আত্মনঃ কংসস্যানুরূপৈস্তুল্যৈরিতি কংসস্যাপি মহাবলত্বং তেষামপ্যাত্ম-শ্লাঘাদিকঞ্চ ধ্বনিতম্। তথেতি সমুচ্চয়ে, তাদৃশৈরিতি বা। রাজ্ঞাং বাণ-ভৌমাদীনাং কুলৈশ্চ বর্গৈরর্চিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮৩। কেবল তাঁহারা দুইজন নহেন, সমস্ত যাদববর্গেরই এই দশা। আর সেই যাদবগণেরও অন্য কোন অবলম্বন নাই। অর্থাৎ আপনি ভিন্ন তাঁহাদের অন্য গতি নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা আপনার বান্ধব এবং আপনিও তাঁহাদের বান্ধব। তাঁহারা সকলেই আপনার গমনপথের উপরি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। অর্থাৎ আমার সহিত আপনার গমন প্রতীক্ষায় জীবনধারণ করিতেছেন। অতএব আপনি ভিন্ন আমার একাকী গমন হইবে কিরূপে? আর গমন অভাবেও তাঁহারা হতাশ হইবেন। বিশেষতঃ আপনার দর্শন লালসায় তাঁহারা পূর্ব হইতেই আর্ত হইয়াছেন, এক্ষণে পরমার্ত হইয়া শোকে দগ্ধীভূত হইবেন। অতএব মহার্ত ও শোকসন্তপ্ত সেই যাদবগণকে হতাশ করিবেন না। অথবা 'মহার্ত' ও 'শোকসন্তপ্ত' এই পদদ্বয় তাঁহাদের স্বরূপনিরূপণ মাত্র। অতএব আপনিও পরে হতাশ হইবেন। আর সেই কংস হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, গর্গাদি বিপ্রগণ, 'আদি' শব্দে গো ও বৈষ্ণবগণ সর্বদা ভীত হইয়া আপনার আশায় জীবনধারণ করিতেছেন। অতএব হে দয়াময়! এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগকে হতাশ করিবেন না।

২৮৪। তথাপি (অক্রূরের এই প্রকার বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও) শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। এজন্য পুনর্বার সেই অক্রূর করুণরসাদির বিঘাতক কোপোদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। অনির্বচনীয় দোষরাশিরূপ সেই কংস সর্বদা স্বীয় বাহুবলেরই শ্লাঘা করিয়া থাকে, কাহাকেও মান্য করে না। এমন কি, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও মর্দিত করিয়া থাকে। আবার নিজানুরূপ দুর্দান্ত বান-ভৌমাদি অসুর নরপতিকুল-কর্তৃক সেই কংস সর্বদা অনুকূলভাবে পূজিত হইয়া থাকে। এতদ্বারা সেই কংসের মহাবলত্ব ও আত্মশ্লাঘাদির হেতু প্রদর্শিত হইল।

শ্রীসরূপ উবাচ—

২৮৫। **এবং ব্রুবাণঃ সতৃণানি ধৃত্বা, দন্তৈর্মহাকাকুকুলং চকার।**
একৈকশস্তাঃ প্রণমন্ ব্রজস্ত্রীরক্রূরনামা পরমোগ্রকর্মা॥

মূলানুবাদ

২৮৫। শ্রীসরূপ বলিলেন, এইরূপে পরম উগ্রকর্মা অক্রূর দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া মহা কাকুবাদ করিতে করিতে প্রত্যেক ব্রজস্ত্রীকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮৫। তথাপি তস্য কুঞ্জাৎ নিঃসরণমনালোক্য নিজপ্রিয়জনবশবর্তিতামালোচ্য শ্রীগোপীঃ প্রত্যেব প্রার্থনাঞ্চকারেত্যাহ—এবমিতি। তৃণানি দন্তৈর্ধৃত্বা পরমমুগ্রং ক্রূরং কর্ম যস্য সঃ, মহাপ্রযত্নেন কংসাজ্ঞয়া কৃষ্ণস্য নয়নাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮৫। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন না দেখিয়া তাঁহার প্রিয়জনবশবর্তিতারূপ মহান্ গুণাবলী আলোচনাপূর্বক অনন্যোপায় হইয়া দন্তে তৃণধারণ করতঃ একে একে প্রত্যেক গোপীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যেহেতু, নামে মাত্র অক্রূর হইলেও কার্যতঃ পরম উগ্রকর্মা। এখানে 'উগ্রকর্মা' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মহাপ্রযত্নে কংসের আজ্ঞা প্রতিপালন-পূর্বক ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাপুরী গমন করিতেছেন।

শ্রীমদক্রূর উবাচ—

২৮৬। **মা ঘাতয়ধ্বং যদুবংশজ্যতান্,**
লোকাংশ্চ কৃৎস্নান কৃপয়ধ্বমেতান্।
কৃষ্ণস্য দীনৌ পিতরৌ চ দেব্যঃ,
কংসেন রুদ্ধৌ পরিরক্ষতাম্॥

শ্রীগোপিকা ঊচুঃ—

২৮৭। **হে হে মহাধূর্ত মৃষাপ্রলাপক,**
কংসানুবর্তিন্ পিতরৌ কুতোঽস্য।
পুত্রস্য বৈ নন্দ-যশোদয়োস্তৌ,
মা গোকুলং মারয় মা জহি স্ত্রীঃ॥

মূলানুবাদ

২৮৬। শ্রীমদ্ অক্রূর বলিলেন, হে দেবীগণ। আপনারা যদুবংশজাত লোকসকলকে বিনাশ করিবেন না। তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া রক্ষা করুন। বিশেষতঃ কংস কর্তৃক কারারুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সেই দীন পিতামাতাকে রক্ষা করুন।

২৮৭। শ্রীগোপিকাসকল বলিলেন, হে মহাধূর্ত! হে মিথ্যাপ্রলাপক! হে কংসানুবর্তি দূত। বসুদেব-দেবকী কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হইলেন? শ্রীনন্দ-যশোদাই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা। এই ছলে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া তুমি গোকুলবাসীকে বধ করিও না, স্ত্রীহত্যা করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮৬। এতানিত্যনেন গোপাদীনামপি কংসাদ্‌ভয়ং সূচয়তি। অমূ দেবকী-বসুদেবৌ, কৃষ্ণস্য তত্র গমনে ন বৃত্তে সতি কংসেন সর্বে যাদবা, অন্যেঽপি সর্বে লোকা, বিশেষতো বৃদ্ধৌ দেবকী-বসুদেবৌ চাচিরাদেব হন্তব্যাঃ। অতস্তত্তদ্রক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র শুভ প্রয়াণমনুমোদয়ধ্বমিতি ভাবঃ॥

২৮৭। মৃষা অনৃতঃ প্রলাপো যস্য তস্য সম্বোধনম্। ননু শ্বফল্কমুনিপুত্রস্যাস্য কথং মহাধূর্ততা মৃষাপ্রলাপতা চ সম্ভবেত্তত্রাহুঃ—হে কংসস্যানুবর্তিন্নিতি মহাধূর্তত্ব-মেবাভিব্যঞ্জয়ন্তি। বৈ প্রসিদ্ধৌ। নন্দযশোদয়োঃ পুত্রস্যাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ; তৌ বসুদেব-দেবক্যৌ। কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ পিতরৌ ভবতঃ? ননু তৌ মা ভবতঃ পিতরৌ

অনন্যগতী ভক্তৌ তু ভবত ইত্যত্র আহুঃ—মেতি। অয়ং ভাবঃ—তয়োস্তু কংসহেতুকো বধস্ত্বয়ি ন পর্যবস্যত্যেব, স চ ভাবী প্রতিকারশ্চ অন্যথা কথঞ্চিত্তত্র ঘটেত, এষ চ তদ্ধেতুকো বধঃ, তত্র চ গব্যং কুলস্য স্ত্রীগণস্য চ স চ সম্প্রত্যেব জায়েত ; অতো মহাপাতকজাতমেতত্ত্বং হঠাৎ কর্তুং নার্হসীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮৬। 'এতান্' এই বাক্যের দ্বারা গোপাদি ব্রজবাসীবর্গের প্রতিও কংসের অত্যাচার সূচনা করিলেন। অভিপ্রায়—তাঁহাদের রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের তথায় শুভপ্রয়াণ অনুমোদন।

২৮৭। মৃষাপ্রলাপক! (মিথ্যা প্রলাপ যাহার, তাহার এই সম্বোধন) যদি বল, শ্বফল্কমুনিপুত্র শ্রীঅক্রূরের কিরূপে মহাধূর্ততাব্যঞ্জক মিথ্যা প্রলাপতা সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, হে কংসানুবর্তিন্! সেই প্রসিদ্ধ দুষ্টকংসের সঙ্গদোষ মহাধূর্তত্ব দোষ সঞ্চারিত হইয়াছে। এতদ্বারা মহাধূর্তত্ব অভিব্যঞ্জিত হইল। শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্র এই শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব-দেবকী কিরূপে কৃষ্ণের পিতা-মাতা হইলেন? (অক্রূর বলিলেন) আচ্ছা, বসুদেব-দেবকী শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা না হউন, কিন্তু অনন্যগতি ভক্ত, অতএব তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কর্তব্য। গোপীগণ অক্রূরের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিতেছেন, হে অক্রূর! কংস যদি বসুদেব-দেবকীকে বধ করে, তবে তোমার উপর কোন দোষ আপতিত হইবে না। কারণ, সেই ঘটনা ভবিষ্যদ্বর্তিনী এবং তাহার প্রতীকারও অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ তুমি এই গোকুলের নিখিল প্রাণীর বিশেষতঃ গোসমূহের এবং স্ত্রীনিবহের বধের কারণ হইতেছ। আর সেই বধব্যাপার সদ্যই সংঘটিত হইবে। অতএব হঠাৎ মহাপাতকজাত কার্যের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।

শ্রীসরূপ উবাচ—

২৮৮। **দুষ্টস্য কংসস্য নিশম্য চেষ্টিতং,**
দুঃখং নিজানাঞ্চ তদাত্মহেতুকম্।
আশ্বাস্য গোপীর্নিরগাদ্রুষা শুচা,
কুঞ্জাদ্বলস্যানুমতিং বিলক্ষ্য চ॥

মূলানুবাদ

২৮৮। শ্রীসরূপ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, দুষ্ট কংসের তাদৃশ ব্যবহার এবং নিজের জন্য যাদবদিগের সেই দুঃখ বৃতান্ত শ্রবণ করিলেন এবং শ্রীবলদেবেরও মধুপুরী গমনে অনুমতি অবগত হইলেন। তখন তিনি গোপীদিগকে সান্ত্বনা পূর্বক রোষ ও শোকভরে সেই কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮৮। নিজানাং যাদবাদীনাং তৎ কংসকৃতং পরম-দুংখঞ্চ নিশম্য তত্র চ আত্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এব হেতুর্যস্য তৎ, তেষাং স্বতো দোষাভাবাৎ কংসদুষ্টতাশ্রবণেন রুট্ ক্রোধস্তয়া, নিজানাং দুঃখশ্রবণেন তু শুক্ শোকস্তয়া চ হেতুনা কুঞ্জান্নিঃসৃতঃ বলস্য শ্রীবলরামস্য অনুমতিং মধুপুরীগমনাদি-বিষয়ক-সম্মতিঞ্চ বিলক্ষ্য তত্রৈবাক্রূর-সঙ্গত্যাগমন-মৌনাদি-লক্ষণেন জ্ঞাত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮৮। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট কংসের তাদৃশ ব্যবহারে যাদবগণের পরম দুঃখ এবং সেই দুঃখও স্বনিমিত্ত, (শ্রীকৃষ্ণের জন্যই দেবকী-বসুদেবাদির তাদৃশ দুঃখ) সুতরাং স্বতঃই তাঁহাদিগের দোষাভাব এবং কংসের পরম দুষ্টতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে এবং নিজজনের দুঃখ শ্রবণ জন্য শোকভরে অভিভূত হইয়া কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীবলরামেরও অনুমতি (অক্রূরের সহিত মধুপুরী গমনাদি-বিষয়ক সম্মতি) মৌনাদি লক্ষণে অবগত হইলেন।

২৮৯। ততঃ প্রমুদিতোঽক্রূরো বলরামানুমোদিতঃ।
তত্রৈব রথমানেতুং ধাবন্ বেগাদ্বহির্গতঃ॥

২৯০। নির্ণীয় কৃষ্ণস্য পুরে প্রয়াণং,
তস্যাননাব্জং মুহুরীক্ষমাণাঃ।
ভীতা বিয়োগানলতো রুদত্যো,
গোপ্যঃ পদাব্জে পতিতাস্তমাহুঃ॥

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

২৯১। ন শক্নুমো নাথ কদাপি জীবিতুং,
বিনা ভবন্তং লবমপ্যনাশ্রয়াঃ।
ন মুঞ্চ দাসীস্তদিমা নিজাঃ প্রভো,
ন যস্য তত্রৈব যতো গমিষ্যসি॥

মূলানুবাদ

২৮৯। অনন্তর অক্রূর অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া শ্রীবলদেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানে রথ আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন।

২৯০। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন দেখিয়া গোপীগণ তাঁহার মুখকমল বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিবিয়োগানলে ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

২৯১। শ্রীগোপীগণ বলিয়াছিলেন, হে নাথ! তুমি বিনা আমরা নিরাশ্রয় হইয়া একলবও জীবিত থাকিতে পারিব না। হে প্রভো! তুমি এই অনাশ্রয়া নিজ দাসীগণকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি যথায় গমন করিবে, আমাদিগকেও তথায় লইয়া চল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮৯। বলরামেণ অনুমোদিতঃ অভিনন্দিতঃ সন্॥

২৯০। পুরে মধুপুর্যাং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তস্যৈব পদাব্জে পতিতাঃ সত্যস্তং শ্রীকৃষ্ণমেবাহুঃ। ননু সাক্ষাত্তথোক্তৌ ধার্ষ্ট্যং স্যাত্তত্রাহ—বিয়োগবিরহ এবানল-স্তস্মাদ্‌ভীতাঃ, অতএব রুদত্যঃ, যথা শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২৩।২৯) শ্রীকৃষ্ণস্য

সাক্ষাদেব পরমার্ত্যা—'মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্' ইত্যাদিকং তাসামেব বচনম্। তথৈবেদমপ্যাধিবিশেষেণেত্যনবদ্যম্॥

২৯১। হে নাথ। লবমপি জীবিতুং ন শক্নুমঃ, যতো ন বিদ্যতে আশ্রয়ো গতিস্ত্বদ্ব্যতিরিক্তং জীবনালম্বনং বা যাসাং তাঃ, তত্তস্মাৎ, যতো যত্র॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮৯। বলরাম কর্তৃক অনুমোদিত অর্থাৎ অভিনন্দিত হইয়া।

২৯০। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী-গমনে কৃতনিশ্চয় হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদাব্জে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। যদি বল, সাক্ষাৎ সেইপ্রকার উক্তি-হেতু তাঁহাদের ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, তাঁহারা বিরহরূপ অনলে ভীতা হইয়াই তাদৃশ বিলাপ করিয়াছিলেন। যথা, দশমস্কন্ধে—(শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই পরমার্তির সহিত বলিয়াছিলেন) হে বিভো! (তোমরা গৃহে যাও) এরূপ নৃশংস বাক্য-প্রয়োগ আপনার উচিত হয় নাই। বেদ সত্য করুন। ইত্যাদি তাঁহাদেরই বচনাবলি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিদ্যমান অথচ কেবল 'তোমরা গৃহে যাও' এই বাক্যে তাঁহাদের যে বিরহ-বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় বক্ষ্যমান বিচ্ছেদবেদনা যে কিরূপ গুরুতর অসহ্য বেদনাদায়ক, তাহা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে 'কৈমুত্যিক ন্যায়ানুসারে' অনুমান করিতে হইবে।

২৯১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৯২। **বনং গৃহং নো ভবদালয়ো বনং,**
দ্বিষৎসুহৃদ্বন্ধুগণাশ্চ বৈরিণঃ।
বিষঞ্চ পীযূষমুতামৃতং বিষং,
যদর্থমস্মাত্ত্বদৃতে ম্রিয়ামহে॥

মূলানুবাদ

২৯২। হে নাথ! তোমার জন্য বন আমাদের গৃহ হইয়াছে, গৃহ বন হইয়াছে। শত্রু মিত্র হইয়াছে, বন্ধু বৈরী হইয়াছে। বিষও অমৃত হইয়াছে, অমৃত বিষ হইয়াছে। এইজন্যই বলিতেছি, তোমার বিরহে আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯২। অন্যথা ত্বচিরাদেব মরিষ্যাম ইত্যাহুর্বনমিতি। যস্য তবার্থং নিমিত্তং বদমপি নোঽস্মাকং গৃহমভবৎ তত্রৈব ত্বৎসঙ্গমলাভাৎ ; আলয়শ্চ বনমভবৎ ত্বৎ-সঙ্গমাভাবাৎ ; দ্বিষৎ-সপত্নীবর্গাদিরপি সুহৃৎ ত্বৎসঙ্গমসাহায্যাৎ ; বন্ধু-গণাশ্চপতি পুত্রাদয়ো বৈরিণোঽভবন্ ত্বৎসঙ্গমনিবারণাৎ ; বিষমপি পীযূষমভবৎ দুঃখপ্রদদ্রব্য-স্যাপি প্রেমাভিভবেন পীযূষবৎ সুখেনৈব ভোজনাৎ ; যদ্বা, বিরহে মুমূর্ষোর্জনস্য বিষস্যাপি পরমেষ্টতাপত্তেঃ। উত অপি অমৃতং সুধাংশু-জ্যোৎস্না-চন্দনালেপনাদি মধুরোপভোগদ্রব্যমপি বিষমেবাভবৎ, ত্বদীয়শীঘ্র-সঙ্গমবিরোধিত্বাৎ। কিংবা বিরহে সতি সুখস্যাপি দুঃখরূপেণৈব পরিস্ফূর্তেরিত্যেষা দিক্। এতচ্চ প্রেমভর-স্বাভাবিকং প্রাগপি শ্রীনারদকৃত-প্রেমবিশেষতত্ত্বনির্বচন-প্রসঙ্গে বিবৃতমস্ত্যেব ; অস্মাত্ত্বত্তঃ ঋতে বিনা ম্রিয়ামহ ইতি তত্তদখিলনিরপেক্ষা এবং বয়ং কেবলং ত্বদেকাবলম্বন জীবনাস্ত্বদ্বিয়োগেন কথমধুনা জীবিতুং শক্ষ্যামোঽতোঽচিরান্মরিষ্যাম এবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯২। অন্যথা.অচিরেই আমাদের প্রাণত্যাগ হইবে। হে নাথ! আপনার নিমিত্ত বনও আমাদের গৃহ হইয়াছে। কারণ, সেই বনেই আপনার সঙ্গলাভ করিয়া থাকি। আলয় বন হইয়াছে। কারণ, আলয়ে আপনার সঙ্গ লাভ করিতে পারি না। সপত্নীবর্গও সুহৃৎ হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা আপনার মিলনে সাহায্য করিয়া

থাকেন। পতি-পুত্রাদি বন্ধুগণও বৈরী হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা আপনার সহিত মিলনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। বিষও অমৃত হইয়াছে। কারণ, দুঃখপ্রদ দ্রব্যাদিও প্রেমাভিভবহেতু অমৃতবৎ সুখে ভোজন করা যায়। অথবা বিরহে মরিবার জন্য বিষও পরম ইষ্টসাধক হইয়া থাকে। আর অমৃতও বিষতুল্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সুধাংশু-জ্যোৎস্না-চন্দন আলেপনাদি মধুর উপভোগ দ্রব্যও বিষতুল্য হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সকল দ্রব্য শীঘ্র তদীয় সঙ্গম বিরোধী। কিংবা বিরহে সুখও দুঃখরূপে স্ফূর্তি হয়। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন। কারণ, এই প্রকার প্রেমাতিশয়ের স্বাভাবিক-স্বভাব পূর্বে শ্রীনারদ-কৃত প্রেমবিশেষ তত্ত্ব-নিরূপণ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এইজন্যই বলিতেছি, হে প্রভো! আপনার বিরহে আমরা শীঘ্রই মরিব। কেননা, সর্ব নিরপেক্ষ আপনি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। অতএব আপনার বিয়োগে কিরূপে অধুনা জীবিত থাকিতে সক্ষম হইব। আমরা অচিরেই প্রাণত্যাগ করিব।

২৯৩। **কথং তবেদং স্মিতসুন্দরাননং, মনোহরং পাদসরোরুহদ্বয়ম্।**
উরঃস্থলঞ্চাখিল-শোভয়ার্চিতং, কুতোঽপ্যনালোক্য চিরং ম্রিয়েমহি॥

মূলানুবাদ

২৯৩। এই যে তোমার মৃদুহাস্যযুক্ত সুন্দর মুখকমল, মনোহর পাদপদ্মযুগল, অখিল শোভার আধার বক্ষঃস্থল, কি গৃহে কি বনে কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া আমরা নিশ্চয় মরিব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯৩। ননু অনন্যগতীনাং সুহৃদাং সুখং বিধায় যাদবায়ামি তাবন্মম স্মরণ-কীর্তনাদিনা সুখং তিষ্ঠত ; তত্রাহুঃ—কথমিতি। কুত্রাপি গৃহে বনেঽপি চ অনালোক্য সাক্ষাদ্‌দৃষ্ট্বা কথং চিরং ম্রিয়েমহি, জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু মন্নিমিত্তকেন সুহৃদাং দুঃখেন মমাপ্যকীর্তিঃ স্যাদিত্যেতন্মদীয়গমনকারণং বিমৃশ্য ধৈর্যমবলম্বধ্বম্, তত্রাহুঃ—কুতোঽপি কস্মাচ্চিৎ কারণাদপীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯৩। যদি বল, অনন্যগতি সুহৃৎগণের সুখবিধান করিয়া যাবৎ আমি প্রত্যাবর্তন না করি, তাবৎ আমার স্মরণ-কীর্তনাদি করিয়া সুখে অবস্থান কর। তাহাতেই বলিতেছেন, আপনার এই ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর মুখকমল, পাদপদ্মযুগল এবং নিখিল শোভার আশ্রয় বক্ষঃস্থল কি গৃহে কি বনে কুত্রাপি অবলোকন না করিয়া আমরা নিশ্চয় মরিব—কিছুতেই জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। অথবা যদি বলেন, আমার নিমিত্ত সুহৃৎগণের যে দুঃখ, তাহা আমারই অপকীর্তি, অতএব ইহাই আমার গমনের কারণ জানিয়া ধৈর্যাবলম্বন কর। হে নাথ! যে কোন কারণই থাক্ না কেন, আপনার বিরহে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।

২৯৪। **বৃন্দাবনং গোপবিলাসলোভাৎ, ত্বয়ি প্রয়াতে সহ মিত্রবৃন্দৈঃ।**
সায়ং সময়াস্যসি খল্ববশ্যমিত্যাশয়াহর্গময়েম কৃচ্ছ্রাৎ॥

মূলানুবাদ

২৯৪। তুমি গোপবিলাস লোভে মিত্রবৃন্দের সহিত পূর্বাহ্ণে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে, সায়াহ্নে নিশ্চয়ই প্রত্যাগমন করিবে—এই আশায় আমরা অতি কষ্টে জীবনধারণপূর্বক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯৪। ননু অচিরাদেবমাগত প্রায়ং মন্যধ্বম্ তত্রাহুঃ—বৃন্দেতি ত্রিভিঃ। গোপক্রীড়ালোভেন মিত্রবৃন্দৈর্গোপবর্গৈঃ সহ ত্বয়ি বৃন্দাবনং প্রয়াতে সতি অহর্দিবসং কৃচ্ছ্রাদ্দুঃখেন নৈব গময়েম। কথম্? খলু নিশ্চিতম্ অবশ্যমেব সায়ং সমায়াস্য-সীত্যেতদাশয়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯৪। যদি বলেন, আমি অচিরেই প্রত্যাগমন করিব। অর্থাৎ আগতপ্রায় মনে করিয়াই ধৈর্যাবলম্বন কর। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশয় অবগত হইয়াই গোপীগণ 'বৃন্দাবনং' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন, আপনি গোপক্রীড়ালোভে মিত্রবৃন্দ সহ প্রভাতে বৃন্দাবনে গমন করিলে, আমরা অতি কষ্টে সেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি। কি প্রকারে? সায়ংকালে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করিবেন—এই আশায়।

২৯৫। দূরং গতে তৎপুরমাজ্ঞয়া পুনঃ, কংসস্য দুষ্টস্য তদিষ্টসঙ্গতঃ।
জীবেম নানাবিধশঙ্কয়াকুলাঃ কথং প্রবাসার্তিবিচিন্তনেন চ॥

২৯৬। ন জ্ঞায়তে সানুচরস্য তস্য, কংসস্য ঘাতেন কিয়ান্ শ্রমঃ স্যাৎ।
কালশ্চ তত্রত্য-জনার্তিহত্যা, স্যাদ্বা ন বা তত্র বত স্মৃতির্নঃ॥

মূলানুবাদ

২৯৫। ইহাতে তুমি দূরদেশে আবার দুষ্ট কংসের আজ্ঞায় তাহার সুহৃদ অক্রূরের সহিত মধুপুরী গমন করিলে আমরা নানাবিধ বিপদের আশঙ্কায় আকুল অন্তরে প্রবাসজনিত তোমার দুঃখচিন্তায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

২৯৬। আমরা জানি না যে, সানুচর কংসের বিনাশে তোমার কিরূপ শ্রম হইবে, আর তত্রত্য প্রিয়জনগণের দুঃখ বিনাশের জন্য কতকাল ব্যয়িত হইবে, তাহাও জ্ঞাত নহি। আর সেখানে যাইয়া আমাদিগকে স্মরণ করিবে কি না, তাহাও অবগত হইতে পারিতেছি না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯৫। অধুনা চ দূরং দেশান্তরং ত্বয়ি গতে সতি, তত্র চ সুহৃদ্‌বর্গ-নারীগণ-বৃন্দং তস্য বা কংসস্যৈব পুরম, এতদেব পরমাসহ্যং, পুনশ্চ কংসাজ্ঞয়া তত্রাপি তস্য ইষ্টঃ প্রিয়োঽক্রূরস্তস্য সঙ্গতঃ সঙ্গত্যা ; অতএব নানাবিধয়া শঙ্কয়া আকুলাঃ সত্যং কথং জীবেম? ননু কালিয়-দমনাদিনা মৎ-প্রভাবো ভবতীভিরনুভূতোঽস্ত্যেব, তৎ কথং মিত্যৈব শঙ্কাকুলা ভবিষ্যথ? তত্রাহুঃ—প্রবাসেন নিজগৃহাদ্দেশান্তরগমনেন যা অ্যর্নির্ভাবিভয়দুঃখং তস্যাশ্চিন্তনেন চেতি॥

২৯৬। ননু মম প্রিয়া ধেনবো বয়স্যাস্তাতশ্চ সঙ্গে যান্তি, তত্রাহুঃ—নেতি। শ্রমস্তবায়াসঃ কিয়ান্ কিং পরিমিতঃ স্যাদিতি ন জ্ঞায়তে, জ্ঞাতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। মহানেব শ্রমঃ সম্ভাব্যত ইতি ভাবঃ। ননু সপরিবারোঽসৌ কংসোঽত্যল্পসামর্থ্যো লীলয়ৈব সুখং হন্তব্যস্তত্রাহুঃ—তত্রত্যানাং মধুপুরীবর্তিনিজজনানাং যাদবাদীনামার্তে-র্হত্যা নাশনেন কালঃ কিয়ান্ স্যাদিতি চ ন জ্ঞায়তে, মহান্ বিলম্ব এব সম্ভাব্যত ইতি ভাবঃ। ননু ভবতীনাং স্মরণেন তত্র মম বিলম্বো ন ভবিতৈব, তত্রাহুঃ স্যাদ্বেতি। বত খেদে, তত্র মধুপুর্যাং নোঽস্মাকং স্মৃতিস্ত্বৎকর্তৃকং স্মরণং স্যাদ্বা, ন বেত্যপি ন জ্ঞায়তে, ন স্যাদেবেতি সম্ভাব্যত ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯৫। অধুনা আপনি দূর দেশান্তর গমন করিতেছেন এবং তথায় সুহৃদ্‌বর্গ ও নারীবৃন্দ আছেন, বিশেষতঃ দুষ্ট কংসের পুরী, ইহা আমাদের পরম অসহ্য, আর তাহারই আজ্ঞানুসারে তাহার প্রিয় সুহৃৎ অক্রূরের সঙ্গে গমন করিতেছেন। অতএব আমরা নানাবিধ শঙ্কায় আকুলা হইয়া কি প্রকারে জীবিত থাকিব? যদি বলেন, কালিয় দমনকালে আমার প্রভাব তোমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছ। অতএব কি জন্য মিথ্যা শঙ্কায় আকুলা হইতেছ? তাহাতেই বলিতেছেন, প্রবাসে অর্থাৎ নিজগৃহ হইতে দেশান্তর গমনে যে কত আর্তি, কত দুঃখ, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব?

২৯৬। যদি বলেন, আমার প্রিয় ধেনুসকল ও বয়স্যগণ বিশেষতঃ পিতা যখন সঙ্গে গমন করিতেছেন, তখন বৃথা শঙ্কায় আকুলা হইতেছ কেন? তাহাতেই বলিতেছেন, আমরা জানি না যে, অনুচর সহ কংসের বিনাশে আপনার কিরূপ শ্রম হইবে? প্রত্যুত মহান্ শ্রমেরই সম্ভাবনা হইতেছে। যদি বলেন, আমি অতি শীঘ্রই সপরিবার অল্প সামর্থ্যবিশিষ্ট সেই কংসকে লীলাসুখে অনায়াসে বিনাশ করিব। হে নাথ! মধুপুরীস্থিত নিজজন যাদবগণের সেই দুঃখ বিমোচনেই যে কতকাল ব্যয়িত হইবে, তাহাও অবগত নহি, তাহাতে মহা বিলম্বেরই সম্ভাবনা মনে হইতেছে। যদি বলেন, তোমাদিগকে স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিব—তথায় বিলম্ব হইবে না। অহো! সেই মধুপুরীতে গমন করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করিবেন কিনা তাহাও আমরা অবগত হইতে পারিতেছি না।

শ্রীসরূপ উবাচ—

২৯৭। **ইত্যেবমাদিকং কাকুকুলং তা বিদধুস্তথা॥**
যেন তত্রত্যমখিলং রুরোদ চ মুমোহ চ॥

২৯৮। **কথঞ্চিদ্ভগবান্ ধৈর্যমালম্ব্যাশ্রূণি মার্জয়ন্॥**
স্বস্য তাসাঞ্চ নেত্রেভ্যোঽব্রবীদেতৎ সগদ্গদম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—

২৯৯। **সত্যং মমাপি দ্বিষতোঽল্পশক্তের্বিধায় কংসস্য শমং সহেলম্।**
মামাগতপ্রায়মিদং প্রতীত, সখ্যো রুদিত্বা কুরুতাশিবং মা॥

মূলানুবাদ

২৯৭। শ্রীসরূপ বলিলেন, সেই সকল গোপী এইরূপ কাকুকুল প্রকাশ করিলেন যে, সেই কাকুবাণী শ্রবণ করিয়া তত্রত্য অখিল প্রাণী রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়াছিলেন।

২৯৮। ক্ষণকাল পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ করিয়া অশ্রু মার্জন করিলেন এবং গোপীগণের অশ্রু মার্জন করিতে করিতে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

২৯৯। শ্রীভগবান বলিলেন, সাধুদ্বেষী ও আমার দ্বেষকারী অল্পশক্তিবিশিষ্ট সেই কংসকে হেলায় বিনাশ করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলাম বলিয়াই ধারণা কর। হে সখিগণ! এক্ষণে তোমরা রোদন করিয়া যাত্রাকালীন অমঙ্গল আচরণ করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯৭। তথা তাদৃশং, তা গোপ্যঃ, যেন কাকুকুলেন, অখিলং সর্বপ্রাণিজাতম্॥

২৯৮। স্বস্য ভগবতঃ, তাসাঞ্চ গোপীনাং নেত্রেভ্যোঽশ্রূণি মার্জয়ন্ অপসারয়ন্॥

২৯৯। সতাং মমাপীতি, দ্বিষঃ কর্মণি ষষ্ঠী। অল্পা শক্তির্বলং যস্য তস্য ; অতএব হেলয়া অবজ্ঞয়ৈব সহিতং যথা স্যাত্তথা শমং নাশং বিধায়, হে সখ্যঃ, রুদিত্বা অশিবং মম শুভযাত্রায়ামমঙ্গলং মা কুরুত॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯৭-২৯৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩০০। অথ তত্রৈব নন্দাদ্যা গোপাঃ সর্বে গতা জবাৎ।
রোহিণী শ্রীযশোদা চ পরেঽপি পশবস্তথা॥

৩০১। অক্রূরেণ দ্রুতানীতমারুরোহ রথং হরিঃ।
সাগ্রজো গোপিকালগ্নাং দৃষ্টিং যত্নান্নিবর্তয়ন্॥

৩০২। যশোদা রুদতীর্দৃষ্ট্বা পতিতা ধূলিপঙ্কিলাঃ।
মুহ্যতীর্বিহ্বলা গোপীঃ প্রারুদৎ করুণস্বরম্॥

৩০৩। যত্নাত্তাঃ সান্ত্বয়ন্নাহ নন্দোঽন্তর্দুঃখিতোঽপি সন্।
প্রস্তুতার্থসমাধান-নৈপুণ্যং দর্শয়ন্নিব॥

শ্রীনন্দ উবাচ—

৩০৪। মা বিদ্ধি হর্ষেণ পুরীং প্রযামি তাং,
কৃষ্ণং কদাপ্যন্যসুতঞ্চ বেদ্ম্যহম্।
হিত্বেমমায়ানি কথঞ্চন ব্রজং,
তস্যাং বিধাস্যে চ বিলম্বমুন্মনাঃ॥

মূলানুবাদ

৩০০। শ্রীসরূপ বলিলেন, ইত্যবসরে তথায় (যেখানে গোপিকাসহ ভগবান বর্তমান) শ্রীনন্দাদি গোপবর্গ ও শ্রীযশোদা-রোহিণী প্রমুখ অপরাপর পুরোহিত-দাস-দাসী ব্রজবাসীবর্গ এবং গো-মহিষাদি পশু সমুদয়ও দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়াছিল।

৩০১। অক্রূর দ্রুত রথ আনয়ন করিলে শ্রীহরি যত্নপূর্বক গোপিকালগ্ন দৃষ্টি নিবর্তিত করিয়া অগ্রজের সহিত সেই রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩০২। কিন্তু গোপীগণ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অশ্রুধারায় ধরণীর ধূলি পঙ্কিল করিতেছেন দেখিয়া মা যশোদাও পুনরায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

৩০৩। যদ্যপি শ্রীনন্দের হৃদয় অতিশয় দুঃখে জর্জরিত, তথাপি তিনি যত্নসহকারে যশোদাকে সান্ত্বনা করিয়া আরব্ধ কার্যের সমাধান বিষয়ে নৈপুণ্য বিশেষ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তথায় সমাধান অসম্ভব!

৩০৪। শ্রীনন্দ বলিলেন, হে যশোদে! তোমরা এরূপ মনে করিবে না যে, আমি হর্ষের সহিত মধুপুরী গমন করিতেছি। আর আমি ইহাও মনে করি না যে, কৃষ্ণ অন্যের পুত্র। আমি সত্যই বলিতেছি যে, এই কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি কদাচ ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না, বা আমি উন্মনা হইয়া তথায় বিলম্ব করিব না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০০। যত্র শ্রীগোপিকাভিঃ সহ ভগবান্ বর্ততে, তত্রৈব অপরেঽপি পুরোহিত-দাস-দাসীপ্রভৃতয়ো জনাঃ, তথা পশবশ্চ গোমহিষ্যাদয়ো জবাদ্‌গতাঃ॥

৩০১। দ্রুতমেবানীতং ; গোপিকাসু লগ্নাম্ আসক্তাং স্বস্য দৃষ্টিম্॥

৩০২। ততশ্চ তন্মাতা গোপীকানাং রোদনাদিদর্শনেন পুনরুচ্চৈরধিকং রুরোদেত্যাহ—যশোদেতি। করুণস্বরং যথা স্যাৎ॥

৩০৩। তাং যশোদাম্ ; প্রস্তুতস্য অবশ্যকর্তব্যত্বেনোপস্থিতস্য অর্থস্য প্রয়োজনস্য সমাধানে সমাপনে নৈপুণ্যং পাণ্ডিত্যং প্রকটয়ন, ইবেতি চ পরমার্থতস্তথা সমাধানাযোগাৎ॥

৩০৪। তত্রাদৌ মধুপুরীদর্শনৌৎসুক্যেন তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গত্যৈব গমনেনাপি কাপি মম প্রীতিরস্তীতি ন মন্যস্বেত্যাহ—মেতি। তাং পরমোৎকৃষ্টাং মদীয়মিত্রবর-শ্রীবসুদেবাদি-সম্বন্ধিনীং বা পুরীং হর্ষেণাহং প্রযামীতি মা বিদ্ধি জানীহি। এবঞ্চ কংসাজ্ঞয়া গমনাদিকং, হর্ষাভাবে কারণমুহ্যম! যদ্বা, তাং দুষ্টকংসরাজাধিষ্ঠিতামিতি। ননু মিথ্যাপ্রলাপ্যক্রূরাদিবচনেন শ্রীবসুদেবসুতজ্ঞানতঃ শ্রীকৃষ্ণে কদাচিৎ তবৌদাসীন্যং সম্ভবেত্তত্রাহ—কৃষ্ণমিতি। অন্যস্য সুত ইতি কদাপ্যহং বেদ্মি প্রত্যেমীতি মা বিদ্ধি। ননু শ্রীবসুদেবাদিভির্বলাদয়ং রক্ষিষ্যতে, তত্রাহ—ইমং কৃষ্ণং কথঞ্চিদপি হিত্বা ব্রজমায়ানি আগমিষ্যামীতি চ মা বিদ্ধি। ননু কংসবধেন রাজ্যপ্রাপ্ত্যা তত্রৈব ভগবান সুখং চিরং বৎস্যতি, তত্রাহ—উন্মনাঃ হতবিচারঃ সন্নহং তস্যাং পুর্যাং বিলম্বং বিধাস্য ইতাপি মা বিদ্ধি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০০-৩০৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩০৪। হে যশোদে! প্রথমতঃ মধুপুরীদর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গমনে আমার যে কিছুমাত্র প্রীতি আছে, এরূপ মনে করিও না। কিংবা মদীয় মিত্রবর শ্রীবসুদেবের পুরী দর্শনের জন্য হর্ষভরে গমন করিতেছি, এরূপও বিবেচনা করিবে না ; বরং অত্যন্ত হর্ষভাব বশতঃ কংসের আজ্ঞায় গমন করিতেছি, মনে করিবে।

অথবা দুষ্ট কংসরাজাধিষ্ঠিত পুরী দর্শন কেবল বাধ্যতামূলক জানিবে। যদি মনে কর, মিথ্যা প্রলাপী অক্রূরের কথানুসারে শ্রীবসুদেবের পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিছুমাত্র আমার ঔদাসীন্য উপস্থিত হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, আমি কদাপি ধারণা করি না যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যের পুত্র। যদি বল, শ্রীবসুদেবাদি বলপূর্বক কৃষ্ণকে অধিকার করিবে। এরূপও আশঙ্কা করিও না। কারণ, কৃষ্ণকে বলপূর্বক অধিকার করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। আমি সত্যই বলিতেছি যে, এই কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ এই ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না। যদি বল, কংসবধে রাজ্যপ্রাপ্তি হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় সুখে বহুকাল বাস করিবে? এইরূপ আশঙ্কাও করিও না। কারণ, আমি কদাপি উন্মনা (হত বিচার) হইয়া সেই পুরীতে বিলম্ব করিব না। অর্থাৎ আমি কৃষ্ণকে তথায় বাস করিতে দিব না।

৩০৫। **জানে ন কিন্তে তনয়ং বিনা ক্ষণং,**
জীবেম নেমে ব্রজবাসিনো বয়ম্।
তদ্বিদ্ধি মামাশু সপুত্রমাগতং,
শ্রীদেবকীশূরসুতৌ বিমোচ্য তৌ॥

মূলানুবাদ

৩০৫। আমি কি জানি না যে, তোমার এই পুত্র বিনে আমরা বা ব্রজবাসীগণ ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, সেই দেবকী ও বসুদেবকে কংস কবল হইতে মোচন করিয়া শীঘ্রই পুত্রসহ প্রত্যাগমন করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০৫। নিজমনুন্মনস্ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিলম্ববিধানাদৌ সর্বত্রৈব হেতুমাহ—জান ইতি। তে তব তনয়ং শ্রীকৃষ্ণং বিনা, বয়মিত্যাত্মনা সহ সর্বেষামেব তেষামভেদাভিপ্রায়েণ। তত্তস্মাৎ সপুত্রং মামাশু শীঘ্রমেবাগতং বিদ্ধি প্রতীহি। ননু তর্হি গমনেনৈব কিং প্রয়োজনম্? তত্রাহ—শ্রীদেবকীতি, শূরসুতো বসুদেবঃ তৌ তব মম চ ক্রমেণ পরমসুহৃদৌ পরমদীনতাং প্রাপ্তাবিতি বা বিমোচ্য, শ্রীকৃষ্ণহস্তেন কংসবধ-দ্বারা বন্ধনবিমোচনমাত্রং কারয়িত্বৈবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০৫। নিজপুত্রমননত্ব প্রকাশপূর্বক তথায় বিলম্ব বিধানাদি যে আদৌ কর্তব্য নহে, তাহাই সর্বত্র হেতুরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। হে যশোদে! ইহা আমি বিশেষরূপে জানি যে, তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণ বিনা আমরা (ব্রজবাসীবর্গের সহিত অভেদাভিপ্রায়ে আমরা বলিলেন) ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিব না। অতএব শীঘ্রই পুত্রসহ প্রত্যাগমন করিব—ইহা নিশ্চয় ধারণা কর। যদি বল, তাহা হইলে তথায় গমনের কি প্রয়োজন? তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার ও আমার সুহৃৎ সেই শ্রীবসুদেব এবং তদীয় পত্নী শ্রীদেবকীর পরমদীনতা প্রাপ্তিই তথায় গমনের হেতু। সেই দুষ্ট কংস হইতে তাঁহাদিগকে বিমোচিত করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণহস্তে কংস বধ দ্বারা তাঁহাদের বন্ধন বিমোচনমাত্র অপেক্ষা করিয়া অতি শীঘ্র পুত্রসহ প্রত্যাগমন করিব।

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩০৬। **ইত্থং সশপথং তেন যশোদাশ্বাসিতা মুহুঃ।**
চিত্তে শান্তিমিবাধায় গোপীরাশ্বাসয়দ্বহু॥

৩০৭। **যত্নাৎ সন্তর্প্য বহুধা তাঃ সমুত্থাপিতাস্তয়া।**
অনাংস্যারুরুহুর্গোপাঃ সোঽক্রূরোঽচালয়দ্রথম্॥

মূলানুবাদ

৩০৬। শ্রীসরূপ বলিলেন, এই প্রকারে শ্রীনন্দ বার বার শপথ করিয়া শ্রীযশোদাকে বহুরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। আর শ্রীযশোদা চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া গোপীদিগকে বহুপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

৩০৭। শ্রীযশোদা বহযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তর্পিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন। পরে গোপসকল শকটে আরোহণ করিলেন এবং সেই অক্রূরও রথ চালনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০৬। শপথৈঃ সহিতং যথা স্যাত্তথা, তেন নন্দেন আশ্বাসিতা সান্ত্বিতা সতী। ইবেতি তত্ত্বতঃ শান্ত্যভাবং দ্যোতয়তি। বহু যথা স্যাৎ॥

৩০৭। বহুধা সন্তর্প্য জলসেকাদিনা নানাপ্রকারেণ সন্তর্পণং কৃত্বা তা গোপ্যস্তয়া যশোদয়া সমুত্থাপিতা ভূমিপতনাৎ মোহাদ্বা। স শ্রীকৃষ্ণনয়নোৎসুকঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০৬। 'ইব' কারে তত্ত্বতঃ শান্তির অভাবই সূচিত হইতেছে।

৩০৭। বহুধা সন্তর্প্য—জলসেকাদি দ্বারা নানাপ্রকারে সেই ব্রজাঙ্গনাগণকে সন্তর্পিত করিয়া শ্রীযশোদা (মোহ-হেতু) ভূমিপতন হইতে উত্থাপিত করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ-আনয়নোৎসুক অক্রূরও সেই অবসরে রথ চালনা করিলেন।

৩০৮। প্রয়ান্তং কৃষ্ণমালোক্য কিঞ্চিত্তদ্বিরহাসহাঃ।
হাহেত্যাক্রোশ-শুষ্কাস্যাঃ প্রস্খলৎ-পাদবিক্রমাঃ॥

৩০৯। ভগ্নকণ্ঠস্বরৈদীর্ঘৈর্মহার্ত্যা কাকুরোদনৈঃ।
পূরয়ন্ত্যো দিশঃ সর্বা অন্বধাবন্ ব্রজস্ত্রিয়ঃ॥

৩১০। কাশ্চিদ্রথং দধুঃ কাশ্চিচ্চক্রাধো ন্যপতন্ জবাৎ।
কাশ্চিন্মোহং গতাঃ কাশ্চিন্নাশকন্ গন্তুমগ্রতঃ॥

মূলানুবাদ

৩০৮-৩০৯। যাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন না, সেই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া 'হা হা' রবে শুষ্কমুখে ভগ্নকণ্ঠস্বরে মহার্তিপূর্ণ কাকুবাদময়-দীর্ঘস্বরে রোদন করিতে করিতে দিগ্‌বিদিগ্ পরিপূর্ণ করিয়া স্খলিত পদে রথের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

৩১০। কোন গোপী রথ ধারণ করিলেন, কেহ কেহ রথ গমন নিরোধের জন্য বা স্ব মরণের জন্য রথচক্রের অগ্রে পতিত হইলেন, কেহ কেহ মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন, কেহ কেহ কিঞ্চিৎদূর গমনমাত্র শোকে মুহ্যমান হইয়া অগ্রগমনে সমর্থ হয়েন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০৮। কিঞ্চিৎ স্বল্পমপি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহং ন সহন্ত ইতি তথা তাঃ ; হা হেত্যাক্রোশেন উচ্চতরনাদেন শুষ্কানি আস্যানি যাসাং তাঃ ; প্রস্খলন্তঃ পাদানাং বিক্রমা ন্যাসা যাসাং তাঃ॥

৩০৯। অন্বধাধন্ রথস্য পশ্চাদধাবন্॥

৩১০। চক্রয়োরধঃ জবাদ্‌বেগেন ন্যপতৎ, রথগমন-নিরোধায় স্বমরণায় বা কাশ্চিচ্চ ধাবিত্বা কিয়দ্দূরং গতা এব সত্যো মোহং গতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০৮-৩১০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩১১। ততো গাবো বৃষা বৎসা মৃগাশ্চান্যেঽপি জন্তবঃ।
আক্রোশন্তোঽশ্রুধৌতাস্যাস্তস্থুরাবৃত্য তং রথম্॥

৩১২। খগাশ্চ বভ্রমুস্তস্যোপরি কোলাহলাকুলাঃ।
সপদ্যুদ্ভিজ্জ-জাতীনামশুষ্যন পত্রসঞ্চয়াঃ॥

৩১৩। স্খলন্তি স্ম মহাদ্রীণাং সবনস্পতিকাঃ শিলাঃ।
নদ্যশ্চ শুষ্কজলজাঃ ক্ষীণাঃ সস্রুঃ প্রতিস্রবম্॥

মূলানুবাদ

৩১১। তদনন্তর গো, বৃষ, বৎস, মৃগ ও বৃক-শৃগালাদি অন্যান্য প্রাণীসকল চিৎকার করিতে করিতে অশ্রুজলে মুখমণ্ডল প্লাবিত করতঃ রথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩১২। পক্ষীসকল কোলাহল করিতে করিতে রথের উপর ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ-লতাদি শাখা-পত্রের সহিত শুষ্ক হইয়া গেল।

৩১৩। শ্রীগোবর্ধনাদি মহা পর্বতের শিলা বৃক্ষের সহিত নিম্নে স্খলিত হইতে লাগিল। নদীসকলের কমলাদি পুষ্প শুষ্ক হইয়া গেল, নদীসকল ক্ষীণা হইয়া গেল, তাহাতে স্রোতের গতি নিরুদ্ধ হইল। কোন স্থলে প্রতিকূলবাহিনীও হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১১। জন্তবো বৃক-শৃগালাদ্যাঃ, অশ্রুভির্ধৌতানি আস্যানি যেষাং তে, তং শ্রীকৃষ্ণাদ্যধিরূঢ়ম্॥

৩১২। তস্য রথস্যোপরি, উদ্ভিজ্জজাতীনাং তরু-গুল্ম-লতাদীনাম্, অশুষ্যন্ শুষ্কতাং প্রাপুঃ॥

৩১৩। মহাদ্রীণাং শ্রীগোবর্ধনাদীনাং বনস্পতিভিঃ সহিতাঃ শিলাঃ স্খলন্তি পতন্তি, শুষ্কাণি জলজানি জলজাতানি পুষ্পাদীনি যাসাং তা ; ক্ষীণাঃ স্বল্পজলাঃ সত্যঃ প্রতিস্রবং স্রোতঃ প্রতিলোমং সস্রুরবহন॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১১-৩১৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩১৪। তেষাং দশাং তাং পরমপ্রিয়াণাং, বীক্ষ্যার্তিশোকাকুলমানসোঽসৌ।
উদ্রোদনং রোদ্ধুমভূদশক্তো, ব্যগ্রোঽশ্রুধারাপরিমার্জনৈশ্চ॥

৩১৫। রথাদবপ্লুত্য পুনঃ প্রয়াণং প্রভোরথাশঙ্ক্য স বৃষ্ণিবৃদ্ধঃ।
দধার পৃষ্ঠে প্রণয়াদিবামুং, কদাপি মোহন পতেৎ কিলেতি॥

৩১৬। কৃষ্ণং মুগ্ধমিবালক্ষ্য কশাঘাতৈঃ প্রচোদিতাঃ।
রাম-নন্দাদিসম্মত্যা রথাশ্বাস্তেন বেগতঃ॥

মূলানুবাদ

৩১৪। পরমপ্রিয় গোপী প্রভৃতির সেই পরমদুঃখময়ী দশা অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনও শোকে আকুল হইল। তিনিও উচ্চৈস্বরে রোদন সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অশ্রুধারা পরিমার্জনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

৩১৫। অনন্তর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া সেই বৃষ্ণিবৃদ্ধ অক্রূর তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা যেন প্রণয়প্রকাশছলেই অর্থাৎ পাছে শ্রীকৃষ্ণ মোহভরে পতিত হয়েন, এরূপ ছল করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিলেন।

৩১৬। শ্রীকৃষ্ণকে মোহগ্রস্তের ন্যায় দেখিয়া এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীনন্দের সম্মতিক্রমে অক্রূর অশ্বকে কশাঘাত করিয়া বেগে রথ চালাইয়া দিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১৪। তেষাং গোপীপ্রভৃতীনাং তাং পরমদুঃখময়ীং দশাং বীক্ষ্য, অসৌ কৃষ্ণঃ, আর্ত্যা শোকেন চ আকুলং মানসং যস্য তথাভূতঃ সন্। উদ্রোদনম্ উচ্চৈঃ নিজক্রন্দনং রোদ্ধুং স্তম্ভয়িতুমশক্তোঽভূৎ, ন শশাকেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, স্বস্য অশ্রুধারাণাং পরিমার্জনৈর্ব্যগ্রশ্চাভূৎ॥

৩১৫। অথ অনন্তরং, প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, সঃ অক্রূরঃ অমুং প্রভুং পৃষ্ঠে দধার ; যতো বৃষ্ণিষু বৃদ্ধঃ পরমবুদ্ধিমান্। তদেব দর্শয়তি—ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং, কিল বিতর্কে, কদাচিন্মোহেনায়ং পতেদিতি প্রণয়াদিব দধার, পরমার্থতস্তু পুনঃ প্রয়াণনিরোধ-নার্থমেব পৃষ্ঠভাগে ধারণাৎ॥

৩১৬। মুগ্ধং প্রাপ্তমোহমিব কৃষ্ণমালক্ষ্য লক্ষণেন জ্ঞাত্বা রামাদীনামনুমত্যা তেনাক্রূরেণ রথস্যাশ্বাঃ কশায়া ঘাতৈঃ প্রহারৈঃ বেগতঃ জবেন প্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১৪-৩১৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩১৭। ইতস্ততো নিপতিতা গোপনারীঃ পশূংশ্চ সঃ।
বর্জ্জয়ন বক্রগত্যাশু রথং তং নিরসারয়ৎ॥

৩১৮। ক্রোশন্তীনাঞ্চ গোপীনাং কুররীণামিবোল্বণম্।
পশ্যন্তীনাং প্রভুং জহ্রেহক্রূরঃ শ্যেন ইবামিষম্॥

মূলানুবাদ

৩১৭। ইতস্ততঃ নিপতিতা গোপনারী ও পশুসকলকে দেখিয়া অশ্বচালক সরলপথ ত্যাগ করিয়া বক্রপথে রথ চালনা করিয়াছিলেন।

৩১৮। কুররী পক্ষীদল হইতে শ্যেনপক্ষী যেরূপ আমিষ হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অক্রূর সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১৭। ননু রথস্য চক্রাধো নিপতিতাঃ সস্বশঃ পরিতো বর্তমানাশ্চ গো গোপ্যাদয়ঃ কথমতীতাঃ? তত্রাহ—ইত ইতি। সোঽক্রূরঃ বক্রগত্যা তির্যগ গমনেন বর্জয়ন্ পরিত্যজন্॥

৩১৮। পশ্যন্তীনামিত্যনাদরে ষষ্ঠী, প্রভুং শ্রীকৃষ্ণং, নির্দয়তয়া দ্রুতহরণে দৃষ্টান্তঃ—আমিষং শ্যেন ইবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১৭। যদি বল, রথচক্রের নিম্নে পতিতা ও ইতস্ততঃ পতিতা গোপিকাগণকে বা গোসমূহকে অতিক্রম করিয়া অক্রূর কিরূপে রথ পরিচালনা করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই অক্রূর বক্রগতিতে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বর্জন করিয়াই রথ চালনা করিয়াছিলেন।

৩১৮। প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে নির্দয়ভাবে দ্রুত হরণের দৃষ্টান্ত—শ্যেনপক্ষী (বাজ পক্ষী) যেরূপ আমিষ হরণ করিয়া থাকে।

৩১৯। তথা সঞ্চোদিতাস্তেন হয়াস্তে বেগবত্তরাঃ।
ক্বাসৌ গতো ন কেনাপি শক্তো লক্ষয়িতুং যথা॥

৩২০। স্বং স্বং শকটমারুঢ়া মহাবৃষভযোজিতম্।
সবেগমনুজগ্মু স্তং গোপা নন্দাদয়োঽখিলাঃ॥

৩২১। নীত্বা ব্রহ্মহ্রদেঽক্রূরঃ স্তুত্বা বহুবিধৈঃ স্তবৈঃ।
প্রবোধ্য ন্যায়সন্তানৈঃ কৃষ্ণং স্বাস্থ্যমিবানয়ৎ॥

৩২২। তেষাং ব্রজজনানান্তু যা দশাজনি দুঃশ্রবা।
দলন্তি কথয়া তস্যা হা হা বজ্রাদয়োঽপ্যলম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩২৩। এবং বদন্নয়ে মাতঃ সরূপঃ করুণস্বরৈঃ।
রুদন্নুচ্চৈঃ সকাতর্যং মুমোহ প্রেমবিহ্বলঃ॥

৩২৪। তেন মাথুরবর্যেণ ব্যগ্রেণ রুদতা ক্ষণাৎ।
প্রয়াসৈর্বিবিধৈঃ স্বাস্থ্যং নীতিঽসৌ পুনরব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৩১৯। সেই সময় অক্রূর এরূপ বেগে অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন যে, ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না যে, প্রভু কোথায় গমন করিলেন?

৩২০। শ্রীনন্দাদি গোপসকলও মহাবৃষভ-সংযোজিত স্ব স্ব শকটে আরোহণ করিয়া সবেগে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

৩২১। অক্রূর ব্রহ্মহ্রদের সমীপে রথ আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিধ স্তব করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ নীতিজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৩২২। পরন্তু সেই সহগামী ব্রজবাসীসকলের যে দুঃখদশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দুঃশ্রাব্য। হায়! সেই দশার কথা শুনিলে বজ্রাদিও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

৩২৩। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অয়ি মাতঃ। এই কথা বলিতে বলিতে সরূপ কাতর হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বল হইয়া মূর্ছিত হইয়াছিলেন।

৩২৪। আর সেই শ্রোতা মাথুরবিপ্রও ব্যগ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি কিছু সুস্থ হইয়া বহুযত্নে সরূপকে সুস্থ করিয়াছিলেন। পুনর্বার সেই সরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১৯। তেন অক্রূরেণ তে রথযোজিতাঃ শিক্ষিতাঃ কংসানুবর্তিনো বা। অসৌ প্রভুঃ রথো বা॥

৩২০। সবেগং যথা স্যাৎ, সবেগমপীতি বা। তং রথমনুজগ্মুঃ॥

৩২১। ব্রহ্মহ্রদেঽক্রূরতীর্থে, তত্র নয়নঞ্চ ব্রহ্মহ্রদদৃষ্ট্যা পূর্বং গোপবর্গেভ্যঃ দর্শিতস্যাস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য স্মৃত্যা কদাচিন্নিজাবতরণকৃত্যঃ কংসবধাদিকময়ং স্মরেদিত্যর্থমিবোহ্যম্। ন্যায়ানাং নীতানাং সন্তানৈর্বহুবিস্তারৈঃ প্রবোধ্য বেত্যন্তঃস্বাস্থ্যাভাবং দ্যোতয়তি॥

৩২২। ততো ব্রজে কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। দুঃশ্রবেতি—যৈঃ সা শ্রূয়তে, তেষামপি তাদৃশমেব দুঃখং জায়ত ইত্যর্থঃ। অলমত্যর্থং দলন্তি॥

৩২৩। হে মাতরুত্তরে! প্রেম্‌ণা বিহ্বলঃ সন্॥

৩২৪। তেন তৎকথাশ্রোত্রা ক্ষণাৎ স্বাস্থ্যং নীতঃ সন্ অসৌ সরূপঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১৯-৩২০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩২১। অক্রূর ব্রহ্মহ্রদে (অক্রূরতীর্থে) শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বহুবিধ স্তব করিয়াছিলেন। কারণ, পূর্বস্মৃতি উদয়-হেতু শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য ব্রহ্মহ্রদ দেখিয়া (শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে এখানে গোপবর্গকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইয়াছিলেন এবং কদাচিৎ নিজ অবতরণ-কৃত্য কংসবধাদিময় লীলা-স্মরণ-হেতু বিমোহিত হইতে পারেন।) এইজন্য বহুবিধ নীতিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্বাস্থ্যযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এতদ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্যাভাবই সূচিত হইল।

৩২২-৩২৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩২৫। কৃষ্ণো মধুপুরীং গত্বা তত্রত্যান্ পরিতোষ্য তান্।
কংসং সানুচরং হত্বা পিতরৌ তৌ ব্যমোচয়ৎ॥

৩২৬। উগ্রসেনঞ্চ কংসস্য তাতং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
আনিন্যে যাদবান্ দিগ্ভ্যঃ পৌরাংশ্চাশ্বাসয়জ্জনান্॥

মূলানুবাদ

৩২৫। শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করতঃ পৌরবাসীগণকে পরিতোষিত করিয়া এবং সানুচর কংসকে বিনাশ করিয়া আপনার মাতা-পিতাকে বিমোচিত করিয়াছিলেন।

৩২৬। তদনন্তর কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজা করিয়া এবং কংস-ভয়ে দেশান্তরে পলায়িত যাদবগণকে আনয়নপূর্বক পৌরবাসীগণকে আশ্বাসিত করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২৫। এবং পুনর্মোহাতিশয়শঙ্কয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহকৃত-গোপীপ্রভৃতিব্রজজন-মহাদুর্দশাপ্রসঙ্গং পরিত্যজ্য মধুপুর্যাং গতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বৃত্তমাহ—কৃষ্ণ ইতি। তান্ বায়ক মালাকার-প্রভৃতীন্ তত্রত্যান্ পৌরজনান্ ; পিতরৌ দেবকী-বসুদেবৌ॥

৩২৬। কংসস্য তাতমিতি তস্য রাজ্যাভিষেচনৌচিত্যমুক্তম্। দিগ্ভ্যঃ দেশান্তরেভ্যঃ আশ্বাসয়ৎ মিষ্টবাক্যাদিনা সান্ত্বয়ামাস॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২৫। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকৃত গোপী প্রভৃতি ব্রজজনের মহাদুর্দশা প্রসঙ্গ বর্ণনে কি জানি পুনরায় মোহাতিশয় উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় ঐ বিরহপ্রসঙ্গ বর্ণন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরী গত বার্তাই বর্ণন করিতেছেন। শ্রীসরূপ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিয়া তত্রত্য বায়ক (তন্তুবায়) মালাকার প্রভৃতি পৌরজন সকলকে পরিতোষিত করিয়া এবং সানুচর কংসকে বধ করিয়া দেবকী-বসুদেবকে বিমোচিত করিয়াছিলেন।

৩২৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩২৭। যদূনাং পরমার্তানাং তদেকগতিজীবিনাম্।
কংসেষ্টনৃপ-ভীতানামাগ্রহাদ্ভক্তবৎসলঃ॥

৩২৮। তত্রাবাৎসীৎ সুখং কর্তুং সাগ্রজো গোকুলে চ তান্।
নন্দাদীন্ প্রেষয়ামাস তত্রত্যাশ্বাসনায় সঃ॥

মূলানুবাদ

৩২৭-৩২৮। কংস-প্রিয় নৃপতিগণের ভয়ে ভীত ও পরমার্ত তদেকগত জীবন যদুগণের আগ্রহে সেই ভক্তবৎসল হরি অগ্রজের সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন আর ব্রজবাসীসকলকে আশ্বাসিত করিবার জন্য শ্রীনন্দাদিকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২৭-৩২৮। ততশ্চ যদূনামাগ্রহাত্তেষামেব সুখং কর্তুং তত্র মধুপুর্যামেব স শ্রীকৃষ্ণঃ সাগ্রজোঽবাৎসীদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কুতঃ? ভক্তবৎসলঃ ; কীদৃশানাম্? তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব, যদ্বা, তদ্রূপয়ৈব একয়া অনন্যয়া গত্যা অবলম্বনেন জীবিতুং শীল-মেষামিতি তথা তেষাম্ ; কিঞ্চ, পরমার্তানাং কংসকৃতদ্বেষাদিনা মহাদুঃখিতানাম্ ; কিঞ্চ, কংসস্য, ইষ্টেভ্যঃ প্রিয়েভ্যো নৃপেভ্যো জরাসন্ধাদিভ্যো ভীতানাম্। ননু তর্হি ব্রজজনাঃ কথং জীবেয়ুস্তত্রাহ—তান্ নিজসঙ্গাগতান্ নন্দাদীন্ গোকুলে প্রেষয়ামাস। কিমর্থম্? তত্রত্যানাং গোকুলবর্তিনামাশ্বাসনায় সান্ত্বনায়॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২৭-৩২৮। অতঃপর যদুগণের আগ্রহে এবং তাঁহাদিগের সুখ বিধান জন্য শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত সেই মধুপুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন। যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল। সেই ভক্তবাৎসল্য কি প্রকার? শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের জীবন। অথবা অনন্যগতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিনা গতি ও জীবনশূন্য যদুগণ কংস-কৃত দ্বেষাদি দ্বারা মহাদুঃখিত এবং কংসপ্রিয় জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণ হইতে ভীত বলিয়া তাঁহাদের সুখের নিমিত্ত সেই ভক্তবৎসল তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যদি বল, তাহা হইলে ব্রজজনসমূহ কিরূপে জীবিত থাকিবে? তাহাতেই বলিতেছেন, নিজ সঙ্গে আগত শ্রীনন্দাদিকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। কি প্রয়োজনে? সেই ব্রজজনসমূহকে আশ্বাসিত করিবার জন্য।

৩২৯। পিতরাদৌ ভবান্ যাতু গোপবর্গৈঃ সহ দ্রুতম্।
যাবন্ ম্রিয়তে কোঽপি তত্রত্যোঽস্মান্ বিনা জনঃ॥

৩৩০। অহঞ্চ তব মিত্রাণামেষামুদ্বিগ্নচেতসাম্।
অচিরাৎ সুখমাধায় তমেষোঽস্ম্যাব্রজন্ ব্রজম্॥

মূলানুবাদ

৩২৯। শ্রীভগবান বলিলেন, হে পিতঃ। আমাদের বিরহে যে অবধি কোন ব্রজবাসীর প্রাণ বহির্গত না হয়, তৎপূর্বেই আপনি গোপবর্গের সহিত শীঘ্র গোকুলে গমন করুন।

৩৩০। আপনারই মিত্র উদ্বিগ্নচিত্ত এই যাদবগণের সুখ বিধান করিয়া আমিও সত্বর সেই প্রিয় ব্রজে গমন করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২৯। প্রেষণপ্রকারমেবাহ—শ্রীভগবানিতি। হে পিতঃ শ্রীনন্দ! তত্রত্যঃ গোকুলবর্তী জনঃ, অস্মানিতি বহুত্বেন সর্বান্ নন্দাদীন্ গৃহ্লাতি। ততশ্চ ত্বয়ি গোপবর্গেষু চ তত্র গতেষু তে জীবিষ্যন্তীতি তৎপ্রস্থাপন-চাতুর্যমুহ্যম॥

৩৩০। ননু তথাপি ত্বাং বিনা ম্রিয়েত এবেতি চেত্তত্রাহ—অহমিতি। এষাং যাদবানাং সুখমাধায়, কুতঃ? তত্রৈব মিত্রাণাং সুহৃদাম্ ; তত্র চ উদ্বিগ্নং পরমভীতং দুঃখিততরং বা চেতো যেষাং তেষাম্ ; অচিরাদেব তং মৎপ্রিয়তমং ব্রজমেষোঽহমা-ব্রজন্নাগচ্ছন্নস্মি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২৯। প্রেরণ-প্রকার বলিতেছেন। (শ্রীভগবান বলিলেন) হে পিতঃ! সেই গোকুলস্থিত জনসমূহ ('অস্মান্' এই বহুবচনে শ্রীনন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীই গৃহীত হইয়াছেন) যে পর্যন্ত প্রাণত্যাগ না করেন, এই অবসরে প্রথমতঃ আপনি গোপবর্গের সহিত তথায় প্রস্থান করুন। এতদ্বারা তাঁহাদিগের প্রস্থাপন-চাতুর্য প্রকাশ পাইতেছে।

৩৩০। যদি বল, তথাপি তুমি ব্যতীত সকলেই মরিবে। তাহাতেই বলিতেছেন, এই যাদবগণের সুখ বিধান করিয়া কি জন্য? ইঁহারা আপনারই মিত্র। বিশেষতঃ সম্প্রতি ইঁহারা উদ্বিগ্নমানস (পরম ভীত) ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। অগত্যা ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আমিও শীঘ্রই সেই প্রিয়তম ব্রজে গমন করিতেছি।

শ্রীনন্দ উবাচ—

৩৩১। ত্বমন্যদীয়োঽসি বিহায় যাদৃশান্,
কুতোঽপি বস্তুঞ্চ পরত্র শক্নুয়াঃ।
ইতি প্রতীতির্ন ভবেৎ কদাপি মে,
ততঃ প্রতিজ্ঞায় তথা ময়াগতম্॥

৩৩২। তদ্রক্ষ রক্ষাত্মসমীপতোঽস্মান্,
মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ নিজান্ কথঞ্চন।
আত্মেচ্ছয়া তত্র যদা প্রযাস্যসি
ত্বৎসঙ্গতো যাম তদৈব হা বয়ম্॥

মূলানুবাদ

৩৩১। শ্রীনন্দ বলিলেন, হে পুত্র! তুমি অপরের নহ ইহা আমি জানি। আর তুমি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে সক্ষম হইবে, কদাপি এরূপ প্রতীতিও আমার হয় নাই ; তাই আমি বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়া এস্থলে আসিয়াছি।

৩৩২। হে পুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর, নিজ-সমীপ হইতে আমাদিগকে কদাচ বিযুক্ত করিও না। তুমি যখন আপন ইচ্ছায় ব্রজে গমন করিবে, আমরাও তখন তোমার সঙ্গে যাইব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩১। পরত্র ব্রজাদন্যস্মিন্ স্থানে বস্তুং শক্নুয়াশ্চ, তথা তাদৃশম্—'হিত্বেমমায়ানি কথঞ্চন ব্রজম্' ইত্যাদিপ্রকারমিত্যর্থঃ॥

৩৩২। তত্তস্মাৎ আত্মনস্তব সমীপ এব, রক্ষ রক্ষ বীপ্সাদ্বয়মত্যন্তবৈয়গ্র্যে। তত্র ব্রজে, হা কষ্টং তদা ত্বৎসঙ্গত্যৈব বয়ং তত্র যামঃ যাস্যামঃ যদ্বা, অনুমতৌ পঞ্চমী, তদৈব যানানুমতিং বিধেহীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য

৩৩২। অতএব নিজ সমীপ হইতে আমাদিগকে বিযুক্ত করিও না। হে পুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর। এখানে অত্যন্ত ব্যগ্রতাবশতঃ বীপ্সায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে। হা কষ্ট! কি বলিব! আমরাও তোমার সঙ্গেই ব্রজে গমন করিব।

৩৩৩। মদাশয়া তে ব্রজবাসিনো জনা, ভবজ্জনন্যা সহ সন্তি সাসবঃ।
গতে বিনা ত্বাং ময়ি দারুণান্তরে, ধ্রুবং বিনঙ্ক্ষ্যন্তি সপদ্যমী পিতঃ॥

মূলানুবাদ

৩৩৩। আমার প্রদত্ত-বাক্যের আশায় সেই সকল ব্রজবাসী তোমার মাতার সহিত প্রাণধারণ করিয়া আছেন। হে পিতঃ! আমার অত্যন্ত কঠিন প্রাণ, নচেৎ তোমার এই বাক্যে আমার প্রাণত্যাগ হওয়াই উচিত ছিল। আর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি গোকুলে গমন করি, তবে সেই ব্রজবাসীগণ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩৩। নন্বাদৌ তেষামাশ্বাসনায় ভবান্ যাত্বিত্যুত্তম, তত্রাহ—মদিতি। শ্রীনন্দঃ কৃতশপথঃ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ কদাচিদপি কৃষ্ণং বিহায় নায়াস্যতীতি মদ্বিষয়কাশয়া তথা মদ্দত্তয়া আশয়া বা ভবজ্জনন্যা যশোদয়া সহিতাঃ ; ভবজ্জনন্যেতি সম্বন্ধং দ্রঢ়য়ন্ তাং স্মারয়ংশ্চ স্নেহভরমুৎপাদয়তি ; সাসবঃ প্রাণযুক্তাঃ সন্তি ; দারুণং কঠিনমন্তরং চিত্তং যস্য তস্মিন্, অতোঽহং গন্তুমপি ন শক্নোমীত্যর্থঃ। কিংবা, ত্বদেতাদৃশবচন-শ্রবণাদপি প্রাণান্ ধায়য়িতুমর্হামীতি ভাবঃ। হে পিতঃ! অমী ব্রজবাসিনস্তু সপদি মদ্‌গমনক্ষণ এব ধ্রুবং বিনঙ্ক্ষ্যন্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩৩। যদি বল, প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে আশ্বাসন নিমিত্ত আপনি ব্রজে গমন করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'মদাশয়া' ইত্যাদি। মৎপ্রদত্ত আশা অবলম্বন করিয়াই ব্রজবাসীগণ তোমার জননীর সহিত প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। কারণ, তাঁহারা জানেন, নন্দ-কৃত শপথ (প্রতিজ্ঞা) 'কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না'—এই আশা অবলম্বনেই তাঁহারা এপর্যন্ত প্রাণযুক্ত আছেন। 'তোমার জননী' বলার তাৎপর্য এই যে, সুদৃঢ় সম্বন্ধ-স্মরণ-হেতু স্নেহভর-উৎপাদন। হে বাপ! আমি অত্যন্ত কঠিনহৃদয় নতুবা তোমার এই বাক্য শ্রবণ মাত্র আমার প্রাণত্যাগ হওয়াই উচিত ছিল। আর আমার দারুণ কঠিনহৃদয় বলিয়াই কি তথায় গমনে সক্ষম হইব? কিছুতেই সক্ষম হইব না। হে পিতঃ! তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি ব্রজে গমন করিলেই সেই ব্রজবাসীগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন।

শ্রীদামোবাচ—

৩৩৪। **গোচারণেন লসতি ত্বয়ি গোষ্ঠভূম্যা,-**
মাচ্ছাদিতে তরুলতাদিভিরেব যস্মিন্।
জীবেম যে ন বয়মীশ তমন্তরা তে,
স্থাতুং চিরং কথমমুত্র ভবেম শক্তাঃ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩৩৫। **এবং বিকুবিতং তেষাং শ্রুত্বা তূষ্ণীং স্থিতে প্রভৌ।**
ব্রজং জিগমিষাং তস্যাশঙ্ক্য শূরসুতোঽব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৩৩৪। শ্রীদাম বলিলেন, হে ঈশ! গোষ্ঠভূমিতে গোচারণের সময় খেলা করিতে করিতে তুমি তরুলতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে আমরা প্রাণধারণে অসমর্থ হইতাম, এক্ষণে সেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই গোষ্ঠব্রজে কিরূপে বাস করিতে সমর্থ হইব? অপিচ শীঘ্রই মরিব।

৩৩৫। শ্রীসরূপ বলিলেন, এইরূপ শ্রীনন্দাদির বৈকল্যোক্তি শ্রবণে প্রভু নীরব হইলেন, তখন শূরসেনসুত শ্রীবসুদেব প্রভুর ব্রজগমনের ইচ্ছা আশঙ্কা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩৪। হে ঈশ প্রভো! গোষ্ঠভূম্যামেব লসতি ক্রীড়তি সত্যেব যস্মিন্ ত্বয়ি আচ্ছাদিতে সত্যেব যে বয়ং ন জীবেম, তং ত্বামন্তরা বিনা তে এব বয়ম্ অমূত্র গোষ্ঠভূম্যাং চিরং স্থাতুং কথং শক্তা ভবেম? অপি তু শীঘ্রমেব মরিষ্যাম ইত্যর্থঃ॥

৩৩৫। এবমিত্যাদিপ্রকারেণ তেষাং শ্রীনন্দাদীনাং বিকুবিতং বৈকল্যোক্তিং শ্রুত্বা প্রভৌ শ্রীকৃষ্ণে তস্য প্রভোর্ব্রজগমনেচ্ছামাশঙ্ক্য সম্ভাব্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩৪-৩৩৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবসুদেব উবাচ—

৩৩৬। ভ্রাতর্নন্দ ভবৎসূনোঃ সাগ্রজস্যাস্য নির্বৃতিঃ।
ভবেত্তত্রৈব বসতঃ সর্বথান্যত্র তু ব্যথা॥

৩৩৭। কিন্তূপনয়নস্যায়ং কালস্তদ্ব্রহ্মচারিণৌ।
ভূত্বা স্থানান্তরে গত্বাধীত্যেমৌ ব্রজমেষ্যতঃ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩৩৮। সম্মতিং বসুদেবস্য বাক্যে স্বস্য ত্বসম্মতিম্।
কৃষ্ণস্য নন্দঃ সংলক্ষ্য প্রতস্থে রোদনাকুলঃ॥

৩৩৯। স যাদবকুলৈর্দেবো গোপরাজমনুব্রজন্।
রুদদ্ভিঃ ক্রমশো গোপৈর্ধৃতঃ কণ্ঠেঽরুদত্তরাম্॥

মূলানুবাদ

৩৩৬। শ্রীবাসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ নন্দ! অগ্রজ সহিত তোমার এই নন্দন সেই ব্রজে বাস করিয়াই পরমসুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্যস্থানে বাস করিলে কেবল ব্যথাই প্রাপ্ত হন।

৩৩৭। কিন্তু দুইজনেরই উপনয়নকাল উপস্থিত, সম্প্রতি ইঁহার ব্রহ্মচারী হইয়া স্থানান্তরে বেদাধ্যয়নপূর্বক ব্রজে গমন করিবেন।

৩৩৮। শ্রীসরূপ বলিলেন, বসুদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি এবং নিজ বাক্যের প্রতি তাঁহার অসম্মতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীনন্দ রোদনাকুল হইয়া প্রস্থান করিলেন।

৩৩৯। সেই দেব যাদবকুলের সহিত ব্রজরাজের অনুগমন করিলে গোপসকল ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩৬। অস্য ভবৎসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সাগ্রজস্যাপি তত্র ভবদ্ব্রজ এব বসতো নির্বৃতিঃ সুখং সর্বথা ভবেৎ, অন্যত্র তদ্ব্রজেতরস্থানে বসতস্তু ব্যথা দুঃখমেব ভবেৎ॥

৩৩৭। ননু তর্হি দ্রুতং তত্রৈবেমং প্রস্থাপয় তত্রাহ—কিন্ত্বিতি। অয়ম একাদশ-বর্ষবয়ঃসম্বন্ধী ; তৎ তস্মাৎ ইমৌ রামকৃষ্ণৌ কৃতোপনয়নতয়া ব্রহ্মচারিণৌ ভূত্বা ব্রজং তং গমিষ্যতঃ। ননু তর্হি অবিলম্বিতমত্রৈবৈতাবুপনীয়েতাম্, তত্রাহ—

স্থানান্তরে গত্বাধীত্যেতি ব্রহ্মচর্যাদবশ্যমেব বেদাধ্যয়নং, তচ্চ দেশান্তরে সদ্‌গুরা-বেবোপযুক্তমিতি ভাবঃ। অনেন বয়মপ্যত্র স্নেহেন রক্ষিষ্যামঃ, ভবতামপ্যত্রানুমতি-রুচিতৈব, এতয়োর্হি কৃত্যসম্পচ্চয় ইষ্টঃ স্যাৎ॥

৩৩৮। বসুদেবস্য বাক্যে কৃষ্ণস্য সম্মতিং স্বস্য বাক্যে কৃষ্ণস্য অসম্মতিং সম্মত্যভাবং নন্দঃ সংলক্ষ্য ইতি ইঙ্গিতেনাভিপ্রেত্য। বস্তুতস্তু মাদৃশাং গমনমা-লোক্যাস্মদ্বিরহেণান্যত্র স্থাতুমশক্তঃ। শ্রীকৃষ্ণোঽস্মৎসঙ্গত্যৈব ব্রজমেষ্যতীত্যভি-প্রায়েণ শ্রীনন্দস্য প্রস্থানমিতি জ্ঞেয়ম্॥

৩৩৯। যাদবকুলৈঃ সহ স দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কণ্ঠে ধৃতঃ সন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭। যদি বল, তাহা হইলে শীঘ্র ইহাদিগকে ব্রজে প্রেরণ কর। তাহাতেই বলিয়াছেন, 'কিন্তু' ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের উপনয়ন-কাল উপস্থিত। কারণ, একাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই রাম ও কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ কৃতোপনয়ন হইয়া ব্রজে গমন করিবেন। যদি বল, তাহা হইলে অবিলম্বে এই স্থানেই উপনয়ন-কৃত্য সমাধান করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন, দেশান্তরে গমন করতঃ সদ্‌গুরু সন্নিধানে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে বেদাধ্যয়নপূর্বক ব্রজে গমন করিবেন। এজন্য স্নেহে বশীভূত হইয়াও আমি ইহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিব—এখানে রক্ষা করিব না। অতএব এই কার্যে তোমারও অনুমতি প্রদান করা কর্তব্য। অর্থাৎ ইহাদের উপনয়নাদি কৃত্য সমাপনের জন্য স্নেহবশে আমি যেরূপ বাধাদান করিতেছি না, তোমারও সেইরূপ বাধাপ্রদান করা উচিৎ নহে।

৩৩৮। অতঃপর শ্রীনন্দ ইঙ্গিতাদি লক্ষণে বসুদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি এবং নিজ বাক্যে অসম্মতি অবগত হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু তিনি বিবেচনা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ব্রজ গমন অবলোকন করিলে বিরহে অন্যত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং আমাদের সঙ্গেই আগমন করিবে—এই অভিপ্রায়েই শ্রীনন্দের ব্রজে প্রস্থান জানিতে হইবে।

৩৩৯। যাদবকুলের সহিত সেই দেব শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠে ধৃত হইয়া।

৩৪০। ব্যাকুলং কৃষ্ণমালক্ষ্য যিযাসুং সংন্যবর্তয়ন্।
বসুদেবাদয়ো ধীরা যাদবা যুক্তিপঙ্‌ক্তিভিঃ॥

৩৪১। কৃষ্ণেচ্ছয়ৈব তে সর্বে নন্দাদ্যাঃ প্রাপিতা ব্রজম্।
শ্রুত্বায়ান্তঞ্চ নন্দং তে মুদাভীয়ুর্ব্রজস্থিতাঃ॥

মূলানুবাদ

৩৪০। তাঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমনোৎসুক হইলে বসুদেবাদি ধীর যাদবগণ যুক্তিজালবিস্তার (জরাসন্ধাদি হইতে যাদবগণের মহাকৈবকল্য উপশমনাদিরূপ আবশ্যকতা প্রদর্শন) করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

৩৪১। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই শ্রীনন্দাদি গোপসকল ব্রজে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের ব্রজে আগমনবার্তা শুনিয়াই ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪০। যিযাসু ব্রজমেব গন্তুমিচ্ছন্তং যুক্তীনাং জরাসন্ধাদি-ভয়কৃত-যদুকুলাদি-মহাবৈকল্যোপশমনাবশ্যকতা-প্রদর্শনাদি-রূপাণাং পঙ্‌ক্তিভিঃ সংন্যবর্তয়ন্, যতো ধীরা বিচক্ষণাঃ॥

৩৪১। শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছয়ৈব ব্রজং প্রাপিত্য ইত্যন্যথা তং বিনা তেষাং কথঞ্চিদপি ব্রজে প্রস্থানাসম্ভবাৎ। অতঃ শকটাদয়োঽপি তয়ৈক স্বয়ং চলিতা ইত্যূহ্যম্। তে চ তদাশাবদ্ধজীবনা ব্রজস্থিতা জনা নন্দমায়ান্তং শ্রুত্বা মুদা শ্রীকৃষ্ণাগমনসম্ভাবনয়া হর্ষেণ অভীয়ুঃ অভিমুখমগ্রতো গতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৪১। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই শ্রীনন্দাদি গোপবর্গ ব্রজে প্রস্থান করিয়াছিলেন, অন্যথা (শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-বিনা) তাঁহাদিগের কদাপি ব্রজে প্রস্থান সম্ভব হইতে পারে না। এমন কি তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে শকটসকলও চালিত হইয়াছিল। দূর হইতে সেই শকটধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় আশাবদ্ধজীবন ব্রজস্থিত জনসমূহ শ্রীনন্দ আসিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্ভাবনায় হর্ষভরে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৩৪২। নন্দস্তু শোক-লজ্জাভ্যাং মুখমাচ্ছাদ্য বাসসা।
রুদন্ গেহং গতোঽশেত ভূমৌ পরমদুঃখিত॥

৩৪৩। তে চাবিলোক্য প্রভুমার্তিকাতরাঃ, কর্তব্যমূঢ়া বহুশঙ্কয়াতুরাঃ।
শুষ্কাননাঃ প্রষ্টুমনীশ্বরাঃ প্রভোর্বার্তামশৃণ্বন্ বত বৃদ্ধগোপতঃ॥

৩৪৪। হা হেতি হা হেতি মহার্তিনাদৈঃরুচ্চৈ রুদত্যঃ সহ কৃষ্ণমাত্রা।
প্রাপ্যুর্দশাং যাং পুনরঙ্গনাস্তা, হা হন্ত হা হন্ত কথং ব্রুবেতাম্॥

মূলানুবাদ

৩৪২। শ্রীনন্দ শোক ও লজ্জাবশতঃ বস্ত্রদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে গমনপূর্বক পরমদুঃখিতমানসে ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন।

৩৪৩। ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন না করিয়া আর্তিবশতঃ স্বীয় স্বীয় কর্তব্যবিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছিলেন এবং নানাবিধ আশঙ্কা করিয়া অধিকতর আতুর হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। "কৃষ্ণ কোথায়?" এই কথাও বলিতে পারেন নাই। পরে বৃদ্ধ গোপসকলের মুখ হইতে সব কথা শুনিলেন।

৩৪৪। তখন ব্রজবাসীগণ যশোদাসহ 'হাহাকার' করিয়া মহা আর্তস্বরে রোদন করিতে করিতে যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হায়! হায়! সেই দশা আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪২। শোকঃ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদেন লজ্জা চ নিজপ্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ পূর্বং শ্রীযশোদাশ্বাসক-প্রতিজ্ঞাকরণাদ্বা শ্রীকৃষ্ণপরিত্যাগেন স্বগৃহগমনাদ্বা তাভ্যাং হেতুভ্যাং বাসসা বস্ত্রেণ কৃত্বা স্বস্য মুখমাচ্ছাদ্য॥

৩৪৩। তে ব্রজবাসিনশ্চ প্রভুং শ্রীকৃষ্ণম্ অবিলোক্য ন দৃষ্ট্বৈব আর্ত্যা কাতরা ব্যগ্রাঃ। অতঃ কর্তব্যেষু তদানীন্তন-নিজকৃত্যেষু, মুঢ়াঃ, কিঞ্চ, বহ্ব্যা কংসদুশ্চেষ্টাদিকৃতয়া শঙ্কয়া আতুরা বিবশাঃ ; অতএব শুষ্কাণি আননানি যেষাং তে। প্রভুমেব প্রষ্টুং শ্রীকৃষ্ণঃ কুত্রেতি প্রশ্নমপি কর্তুমসমর্থাঃ, প্রভোস্তস্যৈব বার্তাং যদুকুলদুঃখোপশমনাদ্যর্থমধুনাসৌ মধুপুর্যামেব স্থিত ইত্যাদিরূপাং শুশ্রুবুঃ। বত খেদে॥

৩৪৪। কৃষ্ণমাত্রা শ্রীযশোদয়া সহ তাঃ অঙ্গনাঃ শ্রীগোপ্যঃ যাং দশাং পুনঃ প্রাপুঃ তাং দশাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪২। কিন্তু শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত শোক ও নিজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রীযশোদা-আশ্বাসক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু এবং শ্রীকৃষ্ণপরিত্যাগে স্বগৃহে আগমন-হেতু লজ্জাবশতঃ বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিয়া পরমদুঃখিত মানসে শয়ন করিয়াছিলেন।

৩৪৩। সেই ব্রজবাসীগণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন না করিয়া আর্তিকাতরতা-বশতঃ তদানীন্তন নিজ কর্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইলেন। পরে কংসকৃত দুশ্চেষ্টাদি আশঙ্কা করিয়া অধিকতর আতুর হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। এমন কি 'প্রভু কোথায়?' এইরূপ প্রশ্নও করিতে সমর্থ হন নাই। পরে বৃদ্ধগোপ সকলের মুখ হইতে প্রভুর বার্তা অর্থাৎ যদুকুলের দুঃখোপশমনাদি বা তাঁহার মধুপুরীতে অবস্থান ইত্যাদিরূপ বার্তা শ্রবণ করিলেন।

৩৪৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩৪৫। **এবং মনস্যাগত-তৎপ্রবৃত্তি-প্রাদুষ্কৃতাত্যন্তশুগগ্নিদগ্ধঃ।**
মুগ্ধোঽভবদ্‌গোপকুমারবর্যো, মাতঃ সরূপো নিতরাং পুনঃ সঃ॥

৩৪৬। **তেনৈব বিপ্রপ্রবরেণ যত্নতো, নীতো মনাক্ স্বাস্থ্যমিব স্বযুক্তিভিঃ।**
আশঙ্ক্য মোহং পুনরাত্মনোঽধিকং, বার্তাং বিশেষেণ ন তামবর্ণয়ৎ॥

মূলানুবাদ

৩৪৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোপিকাদিগের যে দশা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিরহদশা বর্ণনসময়ে সরূপ নামক গোপকুমারবর্গের হৃদয়ে সেই লীলা স্ফূর্তি হইতেই তিনি সেই বিরহ-শোকানলে দগ্ধ হইয়া মূর্ছিত হইয়াছিলেন।

৩৪৬। তখন সেই বিপ্রপ্রবর সরূপের সেই দশা দেখিয়া স্বযুক্তিতে জলসেকাদি দ্বারা বহুযত্নে চেতন করাইলেন। এবং সেই সরূপও পুনর্বার অধিক মোহ আশঙ্কা করিয়া সেই বিরহবার্তা বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪৫। মনসি আগতয়া সাম্প্রপ্তয়া তাসাং তয়া বা শ্রীগোপিকাদি-তদ্দশা-সম্বন্ধিন্যা প্রবৃত্ত্যা বার্তয়া প্রাদুষ্কৃতা অত্যন্তা শুক্ শোক এবাগ্নিস্তেন দগ্ধঃ অন্তঃসন্তপ্তঃ সন্। হে মাতঃ! স সরূপনামা গোপকুমারবর্যো নিতরামতিশয়েন পুনর্মুগ্ধো লব্ধ-মোহোঽভবৎ॥

৩৪৬। স্বস্য বিপ্রবরস্যৈব যুক্তিভির্জলসেকাদ্যুপায়ৈর্যত্নতো মনাক্ ঈষৎ-স্বাস্থ্যমিব নীতঃ সন্ তাং তদ্‌ব্রজজনসম্বন্ধিনীং বার্তাম্ অধিকং বহুলং যথা স্যাত্তথা বিশেষতো নাবর্ণয়ৎ। তত্র হেতুঃ—আত্মনঃ স্বস্য পুনর্মোহমাশঙ্ক্যেতি অধিকমিত্য-স্যাত্রৈব বান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪৫-৩৪৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৪৭। **তৎকথা-শেষশুশ্রূষা-ব্যগ্রং তং বীক্ষ্য মাথুরম্।**
যত্নাৎ সোঽন্তরবষ্টভ্য পুনরাহ মহাশয়ঃ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩৪৮। **তেষান্তু শোকার্তিভরং কদাপি তং,**
পরৈঃ প্রকারৈরনিবর্ত্যমাপ্ততঃ।
জনাৎ স বিখ্যাপ্য জনেষু সর্বতো,
ব্রজং প্রিয়প্রেমবশো চিরাদ্গতঃ॥

মূলানুবাদ

৩৪৭। পরন্তু সেই মাথুর ব্রাহ্মণ সেই কথার অবশেষ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাহা দেখিয়া সেই মহাশয় অতিযত্নে চিত্ত স্থির করিয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।

৩৪৮। শ্রীসরূপ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদুগণের নিকট প্রচার করিলেন যে, ব্রজবাসীগণের সেই শোকরাশি আমার ব্রজগমন ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে নিবর্তিত হইবে না। অতএব নিজপ্রিয়জনের প্রেমবশে তিনি স্বয়ংই ব্রজে গমন করিবেন। অতঃপর সেই ভগবান ব্রজে গমন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪৭। তথাপ্যত্যন্তসংক্ষেপেণ কিঞ্চিদকথয়দিতি সহেতুকমাহ—তদিতি। তস্যাঃ প্রস্তুতায়াঃ কথায়াঃ শেষস্য অন্তভাগস্য শুশ্রূষয়া শ্রবণেচ্ছয়া ব্যগ্রং বীক্ষ্য স সরূপঃ অন্তশ্চিত্তমবষ্টভ্য স্থিরীকৃত্য মহাশয় ইতি তথাপি তস্য বিপ্রস্য হিতো দয়ানুসন্ধানাৎ তাদৃশদুঃখস্যাপি সম্বরণাদিতি বা॥

৩৪৮। তেষাং ব্রজজনানাং তমনির্বাচ্যং শোকার্তিভরং পরৈর্নিজগমন-ব্যতিরিক্তৈঃ প্রকারৈঃ কদাচিদপি অনিবর্ত্যং শময়িতুমশক্যমিতি, আপ্ততঃ প্রতীতি-যোগ্যাজ্জনাৎ শ্রীমদুদ্ধবাদের্হেতোঃ তদ্দ্বারেত্যর্থঃ। জনেষু যাদবাদিলোকেষু সর্বতো বিখ্যাপ্য স শ্রীকৃষ্ণঃ অচিরাদেব ব্রজং গতঃ, যতঃ প্রিয়-জনানাং প্রেম্ণঃ পরবশঃ সাগ্রজ এব যথাপূর্ববেশাদিবিশিষ্টো গত ইতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে পূর্ববদেব লীলাচরণা-দ্যুক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪৭। তথাপি অত্যন্ত সংক্ষেপে সহেতুক কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছেন। যেহেতু, মাথুর বিপ্র প্রস্তুত কথার অবশেষ শ্রবণেচ্ছায় অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তখন সেই মহাশয় (সরূপ) অতি যত্নে চিত্ত স্থির করিয়া (সেই বিপ্রের হিতানুসন্ধান-হেতু তাদৃশ বিরহ-দুঃখও সম্বরণ করিয়া) পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।

৩৪৮। প্রতীতিযোগ্যজন শ্রীমদ্ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন এবং সেই শ্রীউদ্ধব প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার দ্বারা প্রচার করিলেন যে, 'ব্রজবাসীগণের সেই অনির্বচনীয় শোকরাশি প্রভুর নিজ গমন-ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকারে নিবর্তিত করিতে পারা যাইবে না' ; কাজেই অতিশীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন করিবেন। যেহেতু, তিনি নিজ প্রিয়জনের প্রেমে বশীভূত। অতএব সেই ভগবান অগ্রজের সহিত (যথাপূর্ব বেশাদিবিশিষ্ট) ব্রজে গমন করিয়াছিলেন এবং পূর্ববৎ সমস্ত লীলা আচরণ করিয়াছিলেন।

৩৪৯। **বিদগ্ধমূর্ধন্যমণিং কৃপাকুলো, ব্রজস্থিতানাং স দদৎ সপদ্যসূন্।**
তথা সমং তৈর্বিজহার তে যথা, বিসস্মরুর্দুঃখমদঃ সমূলকম্॥

৩৫০। **যদি চ কোঽপি কদাচিদনুস্মরেদ্বদতি তর্হি ময়া স্বপতা বত।**
কিমপি দুষ্টমনন্বয়মীক্ষিতং, সরুদিতঞ্চ ভয়াদ্বহু শোচতি॥

মূলানুবাদ

৩৪৯। এইরূপে সেই বিদগ্ধ চূড়ামণি কৃপাকুল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী সকলের প্রাণদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহারও করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা সেই সমুদয় দুঃখঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

৩৫০। যদিও কেহ কখন শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরহ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেন, তথাপি তাহাকে স্বাপ্নিক ঘটনা বলিয়াই মনে করিতেন। অর্থাৎ স্মরণকর্তা ভাবিতেন যে, অদ্য আমি কৃষ্ণবিচ্ছেদরূপ অসম্ভব ঘটনা স্বপ্নে অনুভব করিয়া ভয়ে বহু রোদন ও বিলাপ করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪৯। স শ্রীকৃষ্ণঃ অসুন প্রাণান্ দদৎ দদানঃ তৈর্ব্রজস্থিতৈঃ, তে ব্রজস্থিতাঃ, অদঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখং, মূলেন অক্রূরব্রজগমন-শ্রীকৃষ্ণমথুরাগমনাদিনা নিদানেন সহিতং যথা বিসস্মরুঃ কথাকালাপেক্ষয়া অতীত নির্দেশঃ, তত্র হেতুদ্বয়ং কৃপয়া আকুলো ব্যগ্র ইতি বিদগ্ধানাং মূর্ধন্যমণিরিতি চ॥

৩৫০। তদেব দর্শয়তি—যদীতি। তেষাং মধ্যে কোঽপি জনঃ অনুস্মরেৎ তদ্দুঃখং তদ্‌বৃত্তং বা, তর্হি বদতি কিং তদাহ—বত বিতর্কে খেদে বা। ময় স্বপতা স্বপ্নেনেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দুষ্টমমঙ্গলং দৃষ্টং তচ্চ ন বিদ্যতে অন্বয়োঽঘটনাসম্ভাবনাপি বা যস্য তৎ, কদাচিদপি শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যত্র গমনাদ্যসম্ভবাৎ। ততশ্চ রুদিতেন রোদনেন সহিতং যথা স্যাত্তথা, ভয়াদ্দুঃস্বপ্ন-দর্শনভয়েন, বহু যথা স্যাত্তথা শোচতি। এবং সর্ববৈধ তেষাং পরমপ্রেম-বিশেষাবির্ভাবো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪৯। সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজস্থিত জনসমূহকে প্রাণদান করিয়াছিলেন। অতএব ব্রজবাসীবর্গ তাঁহার বিরহজনিত দুঃখের মূল যে অক্রূরের ব্রজে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা নিদানের সহিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

(এখানে কথাকালাপেক্ষায় অতীত নির্দেশ হইয়াছে।) তাহার হেতুদ্বয় এই যে, সেই ভগবান্ কৃপায় আকুল এবং বিদগ্ধসকলের শিরোমণি বলিয়া তাঁহাদের সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৩৫০। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনাদি দুঃখবৃত্তান্ত অনুস্মরণ করিয়া থাকেন, তথাপি সেই স্মরণকর্তা বলেন যে, আমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদরূপ অসম্ভব দুর্ঘটনা স্বপ্ন অনুভব করিয়া ভয়ে বহু রোদন ও বিলাপ করিয়াছি, বস্তুতঃ ঐ ঘটনা অতিকষ্ট অমঙ্গলময় বলিয়া অসম্ভব। এইজন্য সেই ঘটনা স্বপ্নকালের ন্যায়ই প্রতীতি হয়, জানিবেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনাদি অসম্ভব। এইরূপ সর্ব প্রকারে তাঁহাদের পরমপ্রেমবিশেষের আবির্ভাব প্রদর্শিত হইল।

সারশিক্ষা

৩৪৯। পরম কৃপালু গ্রন্থকার অন্তর্মুখজনের প্রতি কৃপা করিয়া প্রকটা-প্রকটলীলা-বিষয়ে উৎকণ্ঠানুরূপ গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও কেহ কেহ বলেন, "পদ্মপুরাণাদির মত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্রজাগমন এবং ব্রজবিহারাদি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই।" স্থূলদৃষ্টিতে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীমদ্ভাগবতেও বহু প্রকারে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। তবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বহির্মুখের নিকট এই গূঢ়লীলা আচ্ছাদন এবং অন্তর্মুখগণের উৎকণ্ঠাবর্ধন জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণন করেন নাই। কারণ, এই রীতিতে গূঢ়লীলা বর্ণন শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং।" (ভা ১১।২১।৩৫) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষবাদী ; যেহেতু, পরোক্ষ আমার প্রিয়। অতএব যে লীলা গোপনে রাখা শ্রীভগবানের অভিপ্রায়, তাহা শ্রীশুকদেবেরও অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণের নিকট কামধেনু-সদৃশ, তাঁহাদের ভাব-পোষক নানা অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য বিভিন্ন স্থানগত বাক্যসমূহ একত্রিত করিলে পূর্বোক্ত অর্থই লাভ হইবে। যথা, 'শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সুখবিধান এবং অসুরকুলের সংহার জন্য মধুপুরী গমন করিয়াছিলেন ও তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।' পরে 'বিচ্ছেদকাতর ব্রজবাসীদিগকে শ্রীউদ্ধবাদি দ্বারা বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন।' বলিয়াছিলেন যে, "আমি আপনাদেরই" "শ্রীবৃন্দাবন আমার পরমাভীষ্ট।" ইহা শপথাদি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন। আরও

বলিয়াছেন, ''আমার নিজগমন বিনা ব্রজবাসীদিগের প্রাণত্যাগ হইবে।'' যে সময় ব্রজবাসীবর্গ প্রাণ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অপর কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া গোকুলে গমনপূর্বক নিজ বিরহরূপ কালসর্পের মুখ হইতে তাঁহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়া নিজ দর্শনামৃত-সেচনে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। পরে মোহনমন্ত্রের মত মুরলী-নিনাদ করিতে করিতে বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। আর সেই ব্রজবাসীগণও বলিয়াছিলেন যে, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে এরূপ আনন্দ-বিহ্বল করিয়াছেন যে, আমরা কালাদির গতি নিরূপণ করিতেও অসমর্থ। বাস্তবিকপক্ষে প্রকটাপ্রকট লীলাদ্বয়ের ঐক্যবশতঃ ব্রজবাসীগণের এতাদৃশ মনোভাব হওয়া বিচিত্র নহে।

এইপ্রকার প্রকটলীলাগত ভাববিশেষের আবেশে লীলাপরিকরগণ অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের মনে হয় যে, আমাদের প্রাণকোটি-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন এবং অদ্যই তিনি আগমন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকটলীলাগত আনন্দোচ্ছ্বাস-হেতু তাঁহারা নিত্য সংযোগময়ী লীলায় অভিভূত হন বলিয়া প্রকট লীলাগত প্রভাবই অনুভূত হয়। এইজন্য কত সময় অতিবাহিত হইল, ইহা বোধ থাকে না। তাহাতেই ব্রজবাসীগণ মনে করেন, 'অদ্যই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।' এইপ্রকার প্রকট প্রকাশে লীলাগত ভাববিশেষের সহিত অপ্রকটলীলায় প্রবেশ-হেতু লীলা দ্বয়ের ঐক্য হইলেও লীলা পরিকরগণের প্রকটলীলাগত ভাবই প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়। যদ্যপি অপ্রকট লীলায়ও অনাদিকাল হইতে (প্রকটলীলাগত ভাববিশেষের ন্যায় উপলব্ধি) ''অদ্যই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন'' এই ভাব নিরন্তর বর্তমান আছে, তথাপি সেই ভাবকে নূতন হইতে নূতনতররূপে সমুদ্দীপ্ত করিবার জন্য বারংবার মথুরাপ্রয়াণাদিরূপ প্রকট প্রকাশে অবতীর্ণ হয়েন।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সাধকেরও উভয় লীলার সমন্বয়ে স্মরণ-মননই সাধনের সার্থকতা।

৩৫১। চিরেণ গোপালবিহারমাধুরী-
ভরৈঃ সমাকৃষ্ট-বিমোহিতেন্দ্রিয়াঃ।
ন সস্মরুঃ কিঞ্চিদতীতমেষ্যদ,-
প্যমী বিদুর্ন ব্রজবাসিনো জনাঃ॥

মূলানুবাদ

৩৫১। এইপ্রকার গোপালের সহিত বিহার মাধুরীরাশির প্রভাবে চিত্ত সম্যক্-ভাবে আকৃষ্ট হইত, সেইজন্য ব্রজবাসীগণ অতীত ও ভবিষ্যত কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫১। এতচ্চ তৎকালীনমেব বৃত্তমুক্তম্, পশ্চাচ্চ স্বপ্নে তদ্দর্শনং তৎস্মরণমপি চ গতমিতি কিং বক্তব্যম্? কিঞ্চিদ্‌প্যন্যচ্চ তেহনুসন্ধাতুং কদাচিদপি ন প্রভবন্তী-ত্যাহ—চিরেণেতি। অমী পূর্বোক্তমাহাত্ম্যা ব্রজবাসিনো জনাঃ, কিঞ্চিদপি চিরেণ ন সস্মরুঃ সর্বমপি বিস্মৃতবন্তঃ। কিংবা স স্মর্তুং শক্তা ইত্যর্থঃ। এষ্যৎ ভাবি চ কিঞ্চিন্ন বিদুঃ। তত্র হেতুঃ—গোপালস্য গোপক্রীড়াবিদগ্ধস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিহারঃ ক্রীড়া তস্য মাধুরী তস্যা ভরৈঃ পরম্পরাভিরুদ্রেকৈর্বা সমাকৃষ্টানি বিমোহিতানি চ ইন্দ্রিয়াণি মন আদীনি যেষাং তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫১। এই বৃত্তান্ত তৎকালীন, পশ্চাৎ এই বৃত্তান্ত (শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদরূপ ঘটনা) স্বপ্নেও যে স্মরণ হইত না, এ বিষয়ে অধিক কি বর্ণন করিব? অর্থাৎ তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-মাধুরী কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতেই বলিতেছেন, 'চিরেণ' ইত্যাদি। পূর্বোক্ত মাহাত্ম্যবিশিষ্ট ব্রজবাসীজনসমুদয় অতীত ও ভবিষ্যত কিছুমাত্র স্মরণ করিতে পারেন নাই—সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিংবা স্মরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার হেতু এই যে, গোপক্রীড়াবিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিহার-মাধুরী-প্রবাহে (লীলা-পরম্পরার উদ্রেকবশতঃ) তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল সমাকৃষ্ট ও বিমোহিত অর্থাৎ সর্বদা নিমগ্ন হইয়া থাকিত।

৩৫২। স হি কালান্তরেঽক্রূরোঽপূর্বাগত ইবাগতঃ।
তথৈব রথমাদায় পুনস্তস্মিন্ ব্রজে সখে॥

৩৫৩। নীয়মানে পুনস্তেন তথৈব ব্রজজীবনে।
তত্রত্যানাং দশা কাপি পূর্ববৎ সমজায়ত॥

মূলানুবাদ

৩৫২। হে সখে! কিছুকাল পরে সেই অক্রূরই পূর্ববৎ অনাগতের ন্যায় রথ লইয়া পুনর্বার ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন।

৩৫৩। সেই ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণও পুনর্বার সেই অক্রূর কর্তৃক মথুরাপুরীতে নীয়মান হইলে ব্রজবাসীদিগের সেইরূপ বিরহদশা উপস্থিত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫২। তদেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স হীতি ষড়্‌ভিঃ। যেন পূর্ব্বং কৃষ্ণো নীতঃ স এব তথৈব কংসাজ্ঞয়া মধুপুর্যাং শ্রীকৃষ্ণাদিনয়নার্থমেব হে সখে! তস্মিন্নেব ব্রজ আগতঃ, সোঽপি তদ্‌ব্রজজনবৎ শ্রীগোলোকস্বাভাবিকপ্রেমভরেণ মোহিত ইত্যভিপ্রায়েণাহ—পূর্বমনাগত ইবেতি॥

৩৫৩। তেন অক্রূরেণ, তথৈব পূর্ববদেব, ব্রজজীবনে শ্রীকৃষ্ণে, তত্রত্যানাং ব্রজবাসিনাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫২। তাহাই ছয়টি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হে সখে! সেই অক্রূরই কংসের আজ্ঞায় মধুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন নিমিত্ত পূর্ববৎ অনাগতেরই ন্যায় রথ লইয়া পুনর্বার ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে 'ইব' কারদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, শ্রীগোলোকে স্বাভাবিক প্রেমভরে সকলে বিমোহিত এবং এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে, পূর্ববৎ অনাগতের ন্যায়।

৩৫৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৫৪। মধুপুর্যাং পুনর্গত্বা কংসং হত্বা পুনর্ব্রজম্।
আগতঃ পূর্ববত্তত্র তথৈব বিহরত্যসৌ॥

৩৫৫। এবং পুনঃ পুনর্যাতি তৎপুরে পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ।
পুনঃ পুনঃ সমায়াতি ব্রজে ক্রীড়েত্তথৈব সঃ॥

৩৫৬। তথৈব কালীয়দমঃ পুনঃ পুন,-
স্তথৈব গোবর্ধনধারণং মুহুঃ।
পরাপি লীলা বিবিধাদ্ভুতাঽসকৃৎ,
প্রবর্ততে ভক্তমনোহরা প্রভোঃ॥

মূলানুবাদ

৩৫৪। শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার মধুপুরীতে গমন করিয়া কংসকে বধ করিলেন এবং পুনর্বার ব্রজে আগমন করিয়া সেইরূপই বিহার করিতে লাগিলেন।

৩৫৫। এইরূপে পুনঃপুনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী গমন করেন এবং পূর্ববৎ পুনঃপুনঃ ব্রজে সমাগত হইয়া ব্রজবাসীগণের সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

৩৫৬। এইপ্রকার কালিয়দমনাদি লীলা ও গোবর্ধনধারণাদি লীলা পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপেই প্রভু বারম্বার বিবিধ অদ্ভুত ভক্তমনোহারী লীলা প্রবর্তন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫৪। তত্র ব্রজে, তথৈব পূর্বোক্তপ্রকারেণৈব, অসৌ শ্রীকৃষ্ণো বিহরতি॥

৩৫৫। এবমুক্তপ্রকারেণ তৎপুরে তস্য কংসস্য পুর্যাং তস্যাং মধুপুর্যামিতি বা। তথৈব পূর্বপূর্ববদেব ; সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ॥

৩৫৬। ন চ কেবলং তস্য মধুপুরী-গমনাগমনাদি-লীলৈবেদৃশী অন্যাপি সর্বা তাদৃশ্যেবেত্যাহ—তথৈবেতি। কালিয়স্য দমঃ দমনং পুনঃ পুনর্ভবতি পরা অন্যাপি পূতনা-মোচনাদ্যা বিবিধা প্রভোর্লীলা অদ্ভুতা অদৃষ্টাশ্রুতরূপা সতী অসকৃৎ মুহুর্মুহুঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে। ননু প্রায়ঃ পূর্বপূর্বাচরিতৈব লীলা কথং পুনঃ পুনর্বিস্তার্যতে? ন চ পূতনা কাচিদন্যা নিত্যমাচর্য্যতে, তত্রাহ—ভক্তানাং নিত্যানামাধুনিকানামপি মনোহরেতি তত্র যাসাং লীলানাং স্মরণাদিনা ভগবতি ভক্তিবিশেষো জাতোঽস্তি, তা এব প্রীত্যা অত্যন্তং মনসি সংলগ্নাঃ সন্তি। তদনুভবেনৈব চ তেষাং সুখবিশেষোদয়ঃ

স্যাদিত্যেবমাধুনিকানাং মনোহরা, নিত্যানাং সর্ববিলক্ষণ-মাধুর্যাশ্চর্যতাদিবত্ত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫৪-৩৫৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৫৬। কেবল যে মধুপুরী-গমনাগমনাদি লীলা পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা নহে ; শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য সমস্ত লীলাই তাদৃশরূপে পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন, 'তথৈব' ইত্যাদি। প্রভুর সেইরূপই পুনঃপুনঃ কালিয়-দমন লীলা হইয়া থাকে। আর অন্যান্য লীলাও অর্থাৎ পূতনা মোচনাদিরূপ প্রভুর অন্যান্য বিবিধ লীলা যাহা অদৃষ্ট ও অশ্রুত তাদৃশ অদ্ভুত সমুদয় লীলাও পুনঃপুনঃ স্বয়ংই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যদি বল, পূর্ব পূর্বপ্রায় বাল্য চেষ্টাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত পূতনা মোচনাদি লীলা কিরূপে পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হইতে পারে? বিশেষতঃ পূতনাদি অসুরগণের সহিত আচরিত লীলার নিত্যত্ব কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, নিত্যপরিকর বা আধুনিক ভক্তগণের স্মরণীয় প্রভুর যে সমস্ত লীলা অর্থাৎ যে সকল লীলা তাঁহাদের মন হরণ করিয়া থাকে এবং সেই লীলাবিশেষে প্রীতি-হেতু স্মরণ-মননের দ্বারা শ্রীভগবানেও অতিশয়রূপে মন সংলগ্ন হইয়া থাকে। এজন্য সেই লীলার অনুভবে সুখবিশেষের উদয় হইয়া থাকে। ইহাতে আধুনিক ভক্ত-মনোহর লীলা হইলেও নিত্য পরিকরগণের অনুভূত সর্ববিলক্ষণ মাধুর্যবতার আশ্চর্যরূপে আবির্ভাব হইয়া থাকে—এই বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

সারশিক্ষা

৩৫৬। এই শ্লোকে সর্বপ্রকার শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। একই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের যেরূপ বহুপ্রকাশে স্থিতি, তদ্রূপ লীলাও বহুরূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। দামবন্ধন-লীলা ও মৃদ্ভক্ষণ-লীলার সঙ্গতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকতা অর্থাৎ নরাকার বিগ্রহস্বরূপেই বিভূত্ব দেখা যায়। আর শ্রীবিগ্রহের বিভূত্ব স্বীকৃত হইলে বহুস্থানে অধিষ্ঠান এবং তদুচিত লীলার নিত্যত্ব আলোচনা পিষ্টপেষণ মাত্র।

'যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়' ইত্যাদি (শ্রীভা) প্রমাণানুসারে জানা যায় যে, ভক্তিযোগে ভক্তগণ যেরূপ ভাবনা করেন, সদনুগ্রহের নিমিত্ত শ্রীভগবানও সেই সেই বপু প্রণয়ন করেন। অতএব অদ্যাপি সাধক-হৃদয়ে যেন এখনই এই লীলা সংঘটিত হইল ; এইরূপ স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

যদিও পূতনা বধাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণ এখনও পূতনার বক্ষে বর্তমান আছেন এরূপ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না, বরং ঐ সকল লীলা যে অতীতকালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখই দেখা যায় ; তথাপি যে সাধক-হৃদয়ে ঐ লীলার স্ফূর্তি হয়, তাহাও মিথ্যা নহে। যেহেতু, ভক্তানুগ্রহব্যগ্র শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ঐ লীলা তৎকালে ভক্তহৃদয়ে প্রকটিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই পূতনাবধ লীলাও কোন প্রকাশে কোন স্থানে সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া এই লীলাও নিত্য এবং স্বারসিকীতে পর্যবসিত হইতে পারে। আবার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকটলীলায় কোন এক প্রকাশে লীলার তিরোধান হইলেও অপর অপর প্রকাশে আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব অপ্রকট প্রকাশে ঐ সকল লীলা নিরন্তর বিরাজমান বলিয়া অপর অপর প্রকাশে নিরন্তর সংযোগ হইয়া থাকে।

আবার প্রতি-লীলাই বিবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ। তাহার হেতু এই যে, শ্রীভগবানের বাল্যাদি-সম্বন্ধবিশিষ্ট লীলাসকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্য-হেতু এবং কৈশোর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট লীলার সংযোগ-বিয়োগরূপ দ্বৈবিধ্য-হেতু প্রতিলীলার বৈবিধ ও বৈচিত্র্য সুব্যক্ত হইয়া থাকে। আর শ্রীভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা জন্য সকল লীলার (ভক্তের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায়) বহুরূপে আবির্ভাব হয় এবং সেই আবির্ভাবিত লীলার দ্বারা সেই সকল ভক্ত বা পরিকরের সহিত সেই সেই স্থানে সন্নিধান হয়। এইরূপে শ্রীভগবানের সকল লীলাতে একতা-প্রযুক্ত সেই সেই পরিকরের সহিত অবিচ্ছেদে অর্থাৎ নিখিল লীলাতেই সান্নিধ্য সিদ্ধ হইতেছে।

বস্তুতঃ লীলাবশেই কাল নিয়ন্ত্রিত হয়, কালবশে লীলার আবির্ভাব-তিরোভাব নহে। অর্থাৎ লীলার আবির্ভাব-তিরোভাবেই কালের প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন, গুণ ব্যতিরেকে ক্রিয়া প্রকাশ হয় না এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে গুণ প্রকাশ হয় না, সেইরূপ লীলার অনুভূতি হইতেই কালের প্রতীতি হইয়া থাকে। এজন্য লীলাকেই গুণ-ক্রিয়ার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

যদিও বাহ্যজগতের গুণ বহু প্রকারে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনেই ঐ গুণ দেশবৃত্তির অপেক্ষা করে ; এজন্য দেশবৃত্তিত্ব ভিন্ন গুণের ধারণা হয় না। অর্থাৎ গুণের পরিবর্তন ধারণা করা যায়, কিন্তু দেশ-সম্বন্ধ-রহিত গুণের ধারণা হয় না। বস্তুতঃ এই দেশ-ভাব বিভু বলিয়া আমাদের বুদ্ধির অতীত। কাল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এইজন্য কোন এক মহিয়সী লীলাশক্তিকেই ঐ সকল গুণ-ক্রিয়ার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীভা ৮।৩।৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভেও দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা অনন্ত প্রকাশে অনন্ত মূর্তি এবং জন্ম-কর্মাদি লক্ষণ লীলাও অনন্ত। আর সেই সেই

লীলাস্থান বৈকুণ্ঠাদি ধামেও অনন্ত পরিকর এবং তাঁহাদিগের প্রকাশও অনন্ত। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রানুসারে যোগমায়ার অংশস্বরূপা মায়াশক্তির দুই প্রকার বৃত্তি—জগৎ সৃষ্টিরূপা ও কৃষ্ণলীলা পোষিকারূপা। প্রথমা বৃত্তির কার্য অনিত্য। কারণ, মহাপ্রলয়ে মায়িকবস্তুর অভাব দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়া বৃত্তির কার্য নিত্য। কারণ, মহাপ্রলয়েও লীলার উপযোগী উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকে। যেমন, শ্রীদেবকী-দেবীর ষড়্গর্ভ সম্ভূত বালকগণ, কংসাদি অসুরগণ। অর্থাৎ যে গৌণ কারণ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা প্রবর্তিত হয়, সেই প্রকারে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ, পারিজাত হরণ, রুক্মিণীহরণ, সুতলে গমনাদি ও গুরুপুত্র-আনয়ন প্রভৃতি লীলা সকলেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় এবং নিত্য পরিকরগণের অনুষ্ঠিত লীলা সকলও আধুনিক ভক্ত-মনোহরা হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সকল লীলা স্মরণ-মননেও শ্রীভগবানে চিত্তসংলগ্ন-হেতু প্রীতিবিশেষের উদয় হইয়া থাকে এবং নিত্য পরিকরের অনুভূত সর্ববিলক্ষণ মাধুর্যও আস্বাদন হইয়া থাকে।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রপঞ্চগত দৈত্যবধাদি ভিন্ন প্রকটলীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রপঞ্চের লয় স্বীকার করিলে ঐ প্রকটলীলার নিত্যত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে? সমাধান এই যে, প্রপঞ্চ-বিশেষণযুক্ত লীলার নাশ স্বীকার করিলেও লীলারূপ বিশেষ্যের নাশ হয় না, বিশেষণেরই নাশ হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ সম্বন্ধেরই নাশ, লীলার নাশ হয় না। যেহেতু, বিধি-নিষেধ বিশেষণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, বিশেষ্যকে আশ্রয় করে না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি ধর্ম সকলও নিত্য এবং ঐ সকল ধর্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তত্তল্লীলাও নিত্য ও সমুদয় পার্ষদ-কর্তৃক অধিকারানুসারে ঐ সকল লীলা অনুভাব্য। যেহেতু, লীলা বিভুবস্তু বলিয়া বাল্যাদিভাবেও ন্যূনাধিক্যভাব প্রকাশ পায় না। অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হইতেছে।

৩৫৭। তত্রত্যাস্তে তু তাং সর্বামপূর্বাং মন্যতে সদা।
শ্রীকৃষ্ণ-পরমপ্রেমকালকূট-বিমোহিতাঃ॥

মূলানুবাদ

৩৫৭। এইরূপে সেই গোলোকবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমরূপ কালকূট বিষে বিমোহিত হইয়া তাঁহার সেই সকল লীলাকে সর্বদাই অপূর্ব বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫৭। ন চ তত্র পূর্বানুভূতত্বেন প্রীতিহানিঃ কাচিদপি স্যাদিত্যাশয়েনাহ—তত্রত্যা ইতি। তাং লীলাং সর্বামপি অপূর্বাং পূর্বমজাতামিত্যেব মন্যন্তে। ননু কথমেব সম্ভবেত্তত্রাহ—শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণবিষয়কং পরমপ্রেমৈব কালকূটং মহাবিষবিশেষস্তেন বিমোহিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫৭। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বানুভূতত্ব-হেতু এই সকল লীলা সংঘটনে অধুনা প্রীতিহানি হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হয় না। কারণ, সেই লীলাসমূহ সকলের পক্ষেই সর্বদা অপূর্ব অর্থাৎ অননুভূতরূপে অনুভব হইয়া থাকে। যদি বল, একথা কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পরম প্রেমরূপ কালকূটের মহাবিষবিশেষে তাঁহারা বিমোহিত বলিয়া সর্বদা-নব-নবায়মানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

৩৫৮। অতস্তেষাং হি নিতরাং স বরীবৃদ্ধ্যতে মহান্।
বিয়োগযোগয়োঃ প্রেমাবেশাবোগা নিরন্তরম্॥

৩৫৯। দূরেঽস্তু তাবদ্বার্তেয়ং তত্র নিত্যনিবাসিনাম্।
ন তিষ্ঠেদনুসন্ধানং নূত্নানাং মাদৃশামপি॥

৩৬০। তাদৃঙ্ মহামোহনমাধুরীসরি,-
দ্ধারাসমুদ্রে সততং নিমজ্জনাৎ।
তাদৃক্প্রিয়প্রেমমহাধনাবলী,-
লাভোন্মদাৎ কে হি ন বিস্মরন্তি কিম্॥

মূলানুবাদ

৩৫৮। অতএব সেই ব্রজবাসীগণের পূর্বোক্ত লক্ষণ প্রেমবিশেষের মহান্ আবেগ সংযোগ-বিয়োগ লীলা দ্বারা নিরন্তর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩৫৯। সেই গোলোকবাসী নিত্যপার্ষদগণের কথা দূরে থাকুক, মাদৃশ নবীন-গণেরও তথায় অন্য অনুসন্ধান তিরোহিত হইয়া যায়।

৩৬০। শ্রীকৃষ্ণের মহামোহন-মাধুরী-সরিৎরূপ সমুদ্রে সতত নিমজ্জনহেতু এবং তাদৃশ প্রিয়ভাববিশেষ হইতে প্রেমমহাধনসমূহ লাভ হইলে যে উন্মত্ততা সমুপস্থিত হয়, তাহাতে কে বা কোন্ সামগ্রী বিস্মৃত না হয়?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫৮। তেষাং ব্রজজনানাং, সঃ অনির্বচনীয়ঃ পূর্বোক্তলক্ষণো বা। বিয়োগে বিরহে, যোগে সঙ্গমেঽপি প্রেম্ণ আবেশ আবির্ভাববিশেষস্তস্য বা আবেগঃ পরাক্রমঃ মহান্, গুরুতরং নিরন্তরং নিতরাং পুনঃ পুনর্বর্ধতে॥

৩৫৯। কিং বক্তব্যমহো তে নিত্যপ্রিয়াস্তদ্বিস্মরন্তীতি আধুনিকা ভগবৎকৃপয়া সাধকা অপি তত্র গতা বিস্মরন্তীত্যাহ—দূরেঽস্ত্বিতি। তত্র শ্রীগোলোকে নিত্যনিবাসিনামিয়ং তত্তদ্ বিস্মরণাদিরূপা বার্তা দূরেঽস্তু॥

৩৬০। তচ্চোচিতমেবেত্যাহ—তাদৃশ্যোঽনির্বচনীয়া মহামোহন্যো মাধুর্য এব সরিতস্তাসাং ধারাঃ প্রবাহাস্তাসাং সমুদ্রে, সততং নিমজ্জনাৎ অন্তরবগাহনাৎ যস্তা-দৃগনির্বচনীয়ঃ সমুদ্রানুরূপো বা প্রিয়ঃ প্রেমা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দবিষয়কভাববিশেষ-

স্তদেব মহাধনং চিন্তামণিনিধির্বা তস্যাবল্যাঃ শ্রেণ্যা লাভেন য উস্মদ উন্মত্ততা তস্মাদ্ধেতোঃ ; কে বা জনা কিং ন বিস্মরন্তি? অপি তু সর্বেঽপি সর্বমপি বিস্মরন্তী-ত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৫৯। সেই নিত্যপ্রিয় ব্রজবাসীবর্গের যে নিরন্তর আত্মবিস্মরণ ঘটিয়া থাকে, সে কথা দূরে থাকুক ; আধুনিক ব্যক্তি সকলও ভগবদ্ কৃপায় তথায় গমন করিলে সর্ববিধ অনুসন্ধান তিরোহিত অর্থাৎ আত্মবিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। অতএব শ্রীগোলোকে নিত্যনিবাসী ব্রজবাসীবর্গের বিস্মরণাদিরূপ বার্তা কি বলিব?

৩৬০। সেই ব্রজবাসীবর্গের প্রেমাবেশের আবেগবশতঃ তাদৃশ বিস্মরণ হওয়াই উচিত। যেহেতু, তাদৃশ অনির্বচনীয় মহামোহন-মাধুরীরূপ-সরিৎপ্রবাহ সমুদ্রে সতত নিমজ্জন-হেতু এবং তাদৃশ অনির্বচনীয় সমুদ্রানুরূপ প্রিয় প্রেমরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দবিষয়ক-ভাববিশেষরূপ মহাধনাবলী-লাভে বা চিন্তামণিরূপ মহানিধি হইতেও পরমোত্তম বলিয়া উন্মত্ততা—হেতু কে বা কি বিস্মৃত না হয়? অপিচ সকলেই সকল সামগ্রী বিস্মৃত হইয়া থাকেন।

৩৬১। অহো মহৈশ্বর্য্যমসাবপি প্রভু,-র্নিজপ্রিয়প্রেমসমুদ্র-সংপ্লুতঃ।
কৃতঞ্চ কার্যঞ্চ ন কিঞ্চিদীশ্বরঃ, সদানুসন্ধাতুমভিজ্ঞশেখরঃ॥

মূলানুবাদ

৩৬১। কি আশ্চর্য! সর্বজ্ঞশিরোমণি সেই প্রভুও নিজপ্রিয়জনদের প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নিজ মহা-ঐশ্বর্য বিস্মৃত হওত কৃত বিষয় বা কি কর্তব্য, তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও অনুসন্ধান করিতে পারেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬১। ননু শ্রীভগবৎপ্রেমভরেণ সর্বজ্ঞতাদিস্ফূর্তিঃ স্বয়মেব স্যাত্তৎ কথং বিস্মরণং সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য প্রেমভর-স্বভাববর্ণনেন তৎপরিহারায় দৃষ্টান্তং দর্শয়িতুং শ্রীভগবানপি স্বয়ং বিস্মরেদিত্যাহ—অহো ইতি। নিজপ্রিয়াণাং তেষু বা যঃ প্রেমা স এব সমুদ্রঃ গাম্ভীর্যাদিনা তস্মিন্ সংপ্লুতঃ সম্যঙ্‌নিমগ্নঃ সন্ চিদ্‌ঘনবিগ্রহত্বাদভিজ্ঞ-শেখরোঽপি কিঞ্চিদপি সর্বদা অনুসন্ধাতুং ন ঈশ্বরঃ সমর্থো ভবতি। সর্বদেত্যনেন কদাচিৎ কিঞ্চিদেব তৎপ্রেমানুকূলমসৌ তত্র স্মরতীতি ধ্বন্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬১। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবৎ প্রেমপ্রভাবে সর্বজ্ঞতাদি স্ফূর্তিরূপ বৈভবসমূহ স্বয়ংই উপস্থিত হয়, অতএব সর্ববিস্মরণ কিরূপে সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত প্রেমাতিশয় স্বভাব বর্ণনের দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কি মহাশ্চর্য! তথায় প্রেমাতিশয়ের স্বভাবে স্বয়ং ভগবানকেও সর্ববিস্মরণ করাইয়া দেয়। সেই প্রভু ঈশ্বর অর্থাৎ চিদ্‌ঘনবিগ্রহত্ব-হেতু অভিজ্ঞশেখর ও সমর্থবান্ হইয়াও নিজপ্রিয় পরিকরগণের প্রেমসমুদ্রগাম্ভীর্যে সংপ্লুত অর্থাৎ সম্যক্ নিমগ্ন হইয়া কৃতবিষয় ও কার্যবিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও সর্বদা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। মূলের 'সদা' এই পদটির ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, কোন সময়ে সেই প্রেমের অনুকূল কিঞ্চিন্মাত্রের স্মরণও করিয়া থাকেন।

৩৬২। **লীলৈব নিত্যা প্রভুপাদপদ্ময়োঃ, সা সচ্চিদানন্দময়ী কিল স্বয়ম্।**
আকৃষ্যমাণেব তদীয়সেবয়া, তত্তৎপরীবারযুতা প্রবর্ত্ততে॥

মূলানুবাদ

৩৬২। প্রভুপাদপদ্ম-সম্বন্ধি সমুদয় লীলাই নিত্যা ও সচ্চিদানন্দময়ী। যে সময় যে লীলা প্রবর্তিত হয়, সেই সময় সেই সেই পরিবার সংযুত হইয়াই অর্থাৎ তদীয় সেবাকর্তৃক আকৃষ্যমান হইয়াই স্বয়ং প্রবর্তমান হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬২। ননু তর্হি যথাপূর্বং সা সা লীলাপি কথং ঘটতাম্? তত্রাহ—লীলেতি। প্রভুপাদপদ্ময়োর্লীলৈব তৈস্তত্তদুচিতৈঃ পরিবারৈর্নিজপরিকরৈর্যুক্তা স্বয়ং প্রবর্ততে, যতো নিত্যা ; তৎ কুতঃ সচ্চিদানন্দময়ী? স্বরূপে পরিণামে বাত্র ময়ট্ ; পরিণামত্বস্যাপি পূর্বোদ্দিষ্টেন ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ সম্পাদনান্নির্দোষতৈব সর্বথেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব 'এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি। কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ' (শ্রীভা ১০।৮।৩১) ইত্যাদ্যুক্তায়াং তত্তল্লীলায়াং লৌকিকরীতিদৃষ্ট্যা ঘৃণাদিদোষোঽপি নিরস্ত ইতি দিক্। কিমর্থং প্রবর্ততে? তদীয়য়া প্রভুপাদপদ্ম-সম্বন্ধিন্যা তদ্বিষয়কয়া সেবয়া। যদ্বা, তদীয়ানাং তদ্ভক্তানাং সেবয়া আকৃষ্যমাণেব। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ। লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে॥ ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬২। যদি বল, তাহা হইলে যথাপূর্ব সেই সেই লীলাই বা কিরূপে সংঘটিত হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'লীলৈব' ইত্যাদি। প্রভুপাদপদ্মের লীলা এবং লীলার উপযোগী পরিবারযুক্ত সেই নিত্যলীলা স্বয়ংই প্রবর্তমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রভুপাদপাদ্মের যখন যে লীলার আবশ্যক হয়, তখন ঐ লীলা আপন আপন পরিকরবর্গকে লইয়া স্বয়ংই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই লীলা কিরূপে নিত্য সচ্চিদানন্দময়ী হয়? সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়াই লীলারূপে পরিণমিত হয়। (এখানে স্বরূপে ময়ট্ হইয়াছে) অতএব লীলারূপে পরিণামত্ব প্রাপ্তিও পূর্বোদ্দিষ্ট ভগবৎভক্তিপ্রভাবে স্বতঃই সম্পাদিত হয় বলিয়া সর্বথা নির্দোষ জানিতে হইবে। অতএব মা-যশোদার প্রতি গোপীগণের বাক্য যথা, 'তোমার বালক এইরূপ বিবিধ

প্রকার দৌরাত্ম্য করে, কখনও বা সুমার্জিত গৃহে মেহনাদি ত্যাগ করে। অর্থাৎ জলসেচন ও ধূলি প্রক্ষেপাদি করিয়া থাকে।' (শ্রীভা) ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে, সেই সেই লীলায় লৌকিকরীতি হইতে ঘৃণাদি দোষ নিরস্ত হইল। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন। ভাল, কি নিমিত্ত লীলা প্রবর্তিত হয়? প্রভুপাদপদ্মসম্বন্ধি সেবা কর্তৃক অথবা তদীয় ভক্তগণের সেবা কর্তৃক আকৃষ্যমান হইয়াই সেই লীলা স্বয়ংই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'দেহী মনুষ্য সকলের চেষ্টাবৎ জগৎপতির লীলা ছন্দতঃ' অর্থাৎ ভক্তের ইচ্ছাতে প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৩৬২। কৃপালু গ্রন্থকার কোন কোন পরম চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য এই শ্লোকে কতিপয় অসিদ্ধান্তকে পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, শ্রীভগবানের লীলা যথাপূর্ব সাধিত হইতে পারিলেও আরম্ভ ও সমাপ্তি দ্বারা উহার নিত্যত্বহানি হইতেছে এবং লীলা ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। যাহা ক্রিয়াবিশেষ তাহার আরম্ভ ও পরিণাম আছে ; সুতরাং আরম্ভ ব্যতিরেকে লীলাই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব আরম্ভ-সমাপ্তি স্বীকারে লীলার নিত্যতাহানি হইতেছে। তদুত্তরে এই প্রকারে সমাধান করা হইল, পূর্বোদ্দিষ্ট প্রমাণানুসারে ভগবানের আকার অনন্ত, প্রকাশ অনন্ত, সুতরাং লীলাও অনন্ত এবং লীলাস্থলী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত ও ব্রহ্মাণ্ডগত লীলাস্থানও অনন্ত এবং সেই লীলার অঙ্গভূত পার্ষদও অনন্ত, অতএব লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই স্বরূপের আকারগত ও প্রকাশগত এবং সেই সেই লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি সত্বেও এক এক প্রকাশভেদে আরব্ধ লীলার সমাপ্তি হইতে হইতেই অন্যত্র তদ্রূপ লীলার আরম্ভ হয় বলিয়াই অবিচ্ছেদ সংঘটিত হইতেছে। লীলা ক্রিয়া হইলেও ঐ ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই। অতএব অনিত্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না। যদিও কোন স্থানে কোন লীলা এইরূপে আরম্ভ হয়, কোন স্থানে বা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যরূপে আরম্ভ হয়, তথাপি উহা বিশেষ এবং বিশেষণের ভেদ ও অভেদরূপে ক্রিয়ারও প্রকারভেদ বা অভেদ ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, লীলার অবিচ্ছেদ সিদ্ধ হইলেও পূর্বাপর লীলার একত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, লীলায় কালভেদ কথিত হইলেও তুল্যরূপ ক্রিয়াসমূহের একত্ব সূচিত হইয়া থাকে। যেমন, দুই বার 'মনুষ্য' 'মনুষ্য' বলিয়া উচ্চারণ করিলেও দুইবার মনুষ্য-শব্দ উচ্চারণ করা হইল ভিন্ন কেহই দুইটি মনুষ্য উচ্চারিত হইল বলেন না। যেহেতু, ঐ প্রকার দুইটি মনুষ্য উচ্চারণেও দুইটি মনুষ্য শব্দের একত্ব প্রতীতি হইতেছে। এইজন্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "যদ্‌গতং

ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেতি।" "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদন্তরাত্মা" ইত্যাদি ব্রহ্মগত গুণ, রূপ, লীলাদিকর্মসমূহ নিত্য। কারণ, উহারা ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান—তিনকালেই আছে। অতএব একমাত্র সেই ভগবান নিত্যলীলানুরক্ত, ভক্তব্যাপক ও ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎ বিরাজ করিয়া থাকেন। এই জন্যই (শ্রীমদ্ভা) ভগবান বলিয়াছেন, 'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ' ইত্যাদি। আমার পরিমাণ যেরূপ, স্বভাব যাদৃশ এবং পার্ষদসকল যে প্রকার, তাহার যথার্থতত্ত্ব আমার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই জানিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার ঐ জ্ঞান লাভ হউক।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, উদ্ধৃত (শ্রীভা) শ্লোকে "এবং ধার্ষ্টানুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মল-মূত্রাদি হেয়াংশ প্রতীত হইতেছে। অতএব পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের (বৈকুণ্ঠের সকল বস্তুই রসাত্মক হইয়াও ভগবৎ বিগ্রহের ন্যায় অলৌকিক স্বভাববিশিষ্ট ভক্ষ্য বস্তুর আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ঐ রসাত্মক ভোগ্য বস্তুসকল রূপাদির তুল্য ভোগ্য হয়। অতএব রূপাদির যেমন হেয়াংশ থাকে না, তেমন ঐ সকল ভক্ষ্যদ্রব্যেরও হেয়াংশ থাকে না।) সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। তদুত্তরে পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থান্তর দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ঐ স্থলে, মেহনাদির অর্থ জলসেক ও ধূলি প্রক্ষেপাদি। কারণ, মিহ ধাতুর সেচনার্থ মেঘ-শব্দই প্রসিদ্ধ। অথবা 'অনা-ইহ-নাদিনী' এই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে। অতএব চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীযশোদাদি প্রদত্ত ভোজ্য-বস্তুসকল যখন চিদানন্দস্বরূপ এবং তাঁহাদের তত্তৎ বস্তুতে প্রতীতিও তাদৃশী, তখন উক্ত হেয়াংশের আশঙ্কাই সম্ভব হয় না।

৩৬৩। ইয়ং তে কথিতা ব্রহ্মণ্ গোলোকস্য বিলক্ষণা।
মাহাত্ম্যমাধুরীধারা প্রান্তকাষ্ঠা হি সর্বতঃ॥

মূলানুবাদ

৩৬৩। হে ব্রহ্মণ্! আমি সেই গোলোকের সর্বাপেক্ষা বিলক্ষণ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাহাত্ম্যের মাধুরীধারা বর্ণন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬৩। মাহাত্ম্যস্য মাধুরীণাং ধারায়াঃ পরম্পরায়াঃ প্রান্তকাষ্ঠা পরমচরমসীমেয়ং তে তুভ্যং কথিতা। সর্বত ইতি নিঃশেষেণ। যদ্বা, সর্বেভ্যো বৈকুণ্ঠলোকাদিভ্যোঽপি বিলক্ষণেতি সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬৩। শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যের মাধুরীধারা পরম্পরায় চরম কাষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ সকলের চরম ও পরম অন্ত্যসীমা নিঃশেষভাবে বর্ণন করিলাম। অথবা এই মাহাত্ম্যের মাধুরী বৈকুণ্ঠলোকাদি হইতেও বিলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

শ্রীমাথুর উবাচ—

৩৬৪। **কৃষ্ণে মধুপরীং যাতে বসেৎ কুত্র ভবান্ কথম্।**
যশ্চিরাত্তৎপদং প্রাপ্তঃ প্রযত্নৈস্তত্তদাশয়া॥

মূলানুবাদ

৩৬৪। শ্রীমাথুর ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে আপনি কোথায় কি প্রকারে অবস্থান করিয়াছিলেন? আপনি ত' বহুকালের বহুপ্রযত্নে সেই গোলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬৪। তত্র চ শ্রীগোপকুমারস্য তস্য তত্র মধুপুর্যাং ব্রজ এব বা কুত্রাপি স্থিতিমঘটমানামাশঙ্ক্য পৃচ্ছতি—কৃষ্ণ ইতি। যো ভগবান্ তস্য তস্য ব্রজভূমিবিষয়ক-শ্রীগোপালদেবনিরন্তরসন্দর্শন-সহক্রীড়নাদেরাশয়া প্রযত্নৈঃ প্রকৃষ্টযত্নবাহুল্যেন চিরাৎ তৎপদং শ্রীগোলোকং প্রাপ্তঃ। অতো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তস্য তথা ব্রজভূম্যাং সদা ক্রীড়াদেশ্চ পরিত্যাগঃ কদাচিদপি ন সম্ভবেদেব, শ্রীকৃষ্ণস্য মধুপুরী-নিবাসেন চ তদ্দ্বয়মেকদা ন ঘটেতৈব। অতোঽতৌ মধুপুর্যাং যাবদবসৎ তাবৎ ভবান্ কুত্র কেন প্রকারেণাবসদিতি প্রশ্নঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬৪। তখন সেই মাথুরব্রাহ্মণ শ্রীগোপকুমারের মধুপুরী বা ব্রজ এই লোকদ্বয়ের মধ্যে কোন্ স্থানে স্থিতি তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সংশয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আপনি ব্রজভূমিবিষয়ক-ভগবান্ শ্রীগোপালদেবের নিরন্তর সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত ক্রীড়াসুখ অনুভব করিবার জন্য বহু প্রযত্নে বহুকাল পরে সেই গোলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আপনি শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? অথচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও সেই প্রকার ব্রজভূমিতে সদা ক্রীড়া-হেতু কদাচ সেইস্থান পরিত্যাগ সম্ভব নয়, আর শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরী নিবাস-হেতু আপনারও যুগপৎ উভয়স্থানে বাস করা সম্ভব নয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যতকাল মধুপুরীতে বাস করিয়াছিলেন, ততকাল আপনি কোথায় কি প্রকারে বাস করিয়াছিলেন? ইহাই ব্রাহ্মণের প্রশ্ন।

শ্রীসরূপ উবাচ—

৩৬৫। **আদেশেন প্রভোস্তস্য ব্রজে নন্দাদিভিঃ সহ।**
বসন্তি মাদৃশাঃ সর্বে তত্র স্বসদৃশৈস্তদা॥

৩৬৬। **তল্লোকস্য স্বভাবোঽয়ং কৃষ্ণসঙ্গং বিনাপি যৎ।**
ভবেত্তত্রৈব তিষ্ঠাসা ন চিকীর্ষা চ কস্যচিৎ॥

মূলানুবাদ

৩৬৫। শ্রীসরূপ বলিলেন, আমি আপন প্রভুর আজ্ঞায় সেই ব্রজে আপনসদৃশ ভাববিশিষ্ট শ্রীনন্দাদির সহিত বাস করিয়াছিলাম। এইপ্রকার আমার মত সকলে সেই ব্রজেই বাস করিয়া থাকেন।

৩৬৬। আর সেই গোলোকের এইরূপ স্বভাব যে, কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে ; অন্য স্থানান্তরে গমনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬৫। তত্রোত্তরমাহ—আদেশেনেতি ত্রিভিঃ। মৎসদৃশাঃ ভগবৎকৃপয়া সাধনেন তল্লোকং গতা জনাঃ তত্র ব্রজ এব সদা বসন্তি। কেন হেতুনা? তস্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাদেশেনাজ্ঞয়া। তৎ কুতঃ? স্বসদৃশৈর্নিজতুল্যৈঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সহেতি, অন্যথা মধুপূর্য্যমসদৃশজনসঙ্গত্যা মনোদুঃখাপত্তের্ভাববিশেষাসংবৃদ্ধের্বা অতএবোক্তং শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—'স্বকুলর্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেবসংশ্রয়েৎ' ইতি॥

৩৬৬। ননু তথাপি শ্রীকৃষ্ণং বিনা কথং তত্র বাসঃ? কথং বা সুখং বৃত্তম্? তত্রাহ—তদিতি দ্বাভ্যাম্। তস্য শ্রীগোলোকাখ্যস্য লোকস্য ; যদ্‌যস্মাৎ স্বভাবাদ্ধেতোঃ কৃষ্ণস্য সঙ্গং বিনাপি তত্র শ্রীগোলোক এব তত্রত্যব্রজভূমৌ বা তিষ্ঠাসা স্থাতুমিচ্ছা ভবেৎ, ন চ কস্যচিৎ কুত্রাপি গমনাদিকর্মণশ্চিকীর্ষা বিধানেচ্ছা ভবেৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬৫। পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। আমার

মত যাঁহারা ভগবৎ কৃপায় সাধন-ভজন করিয়া সেই লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই ব্রজেই বাস করিয়া থাকেন। কিজন্য সেই ব্রজে বাস করেন? প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে। সেই আদেশ কি প্রকার? স্বসদৃশ শ্রীনন্দাদির সহিত, অন্যথা মধুপুরীতে অসদৃশ জন-সংসর্গে মনোদুঃখ হইতে পারে। অর্থাৎ সজাতীয় ভাব বিশেষের সংবৃদ্ধি হইবে না। এইজন্য শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েও উক্ত হইয়াছে—বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বকুল বৃদ্ধির নিমিত্ত সদা সর্বদা স্ব যূথকে আশ্রয় করিবে।

৩৬৬। যদি বল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-বিনা কিরূপে তথায় বাস করিলেন? আর কিরূপেই বা সুখ সঞ্জাত হইল? তাহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই শ্রীগোলোকাখ্য ব্রজের এইরূপই স্বভাব যে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজভূমিতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। কাহারও কোন সময়ে কুত্রাপি গমনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না।

৩৬৭। তত্রত্যং যচ্চ তদ্দুঃখং তৎ সর্বসুখমূর্ধসু।
স নরীনর্তি শোকশ্চ কৃৎস্নানন্দভরোপরি॥

মূলানুবাদ

৩৬৭। সেখানে (শ্রীগোলোকে) যে দুঃখ বর্তমান, তাহা সর্বসুখের মস্তকোপরি বারবার নৃত্য করিয়া থাকে ; আর তথায় যে শোক বর্তমান আছে, তাহাও সমগ্র আনন্দের মস্তকোপরি বারবার নৃত্য করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬৭। ননু শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ পূর্ব্বদ্দুঃখং পর্যবস্যদেব, তত্রাহ—তত্রত্যমিতি। শ্রীগোলোকভবং তৎ শ্রীকৃষ্ণবিরহাদিকৃতং দুঃখং সর্বেষাং সুখানাং মূর্ধসু সম্যক্ নরীনর্তি, ভৃশং নৃত্যতি। সর্বেভ্যোঽপি সুখেভ্যোঽধিকসুখময় মিত্যর্থঃ। উক্তসমুচ্চয়ে চকারঃ। তত্রত্যঃ স শোকশ্চ কৃৎস্নানাম আনন্দানাং ভরস্যোপরি সংনরীনর্তি সর্বানন্দাধিকতর ইত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষ স্বাভাবিকং প্রাগ্‌বিবৃতমস্ত্যেব। এবময়মপি তল্লোকস্বভাব এবেতি চকারাৎজ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬৭। যদি বল, সেই সুখও শ্রীকৃষ্ণবিরহে পূর্ববৎ দুঃখেই পর্যবসিত হইয়াছিল? তাহাতেই বলিতেছেন, 'তত্রত্যং' ইত্যাদি। গোলোকে শ্রীকৃষ্ণবিরহাদি-কৃত যে দুঃখ বর্তমান আছে, সেই দুঃখসকল সর্ববিধ সুখের মস্তকোপরি বারম্বার নৃত্য করে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুখ হইতেও সেই বিরহময় দুঃখ অধিকতর সুখময়। আর তথায় যে শোক বর্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির মস্তকোপরি পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে থাকে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার আনন্দ হইতেও অধিকতর আনন্দময়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিশেষের স্বভাব। এ বিষয় পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। 'চ' কার হইতে এই প্রকার তল্লোকস্বভাবও জানিতে হইবে।

৩৬৮। ইত্থং বসংস্তত্র চিরেণ বাঞ্ছিতং,
বাঞ্ছাধিকং চাবিরতং পরং ফলম্॥
চিত্তানুপূর্ত্যানুভবন্নপি ধ্রুবং,
বস্তু-স্বভাবেন ন তৃপ্তিমাপ্নুয়াম্॥

৩৬৯। অতো ব্রজস্ত্রীকুচকুঙ্কুমাচিতং,
মনোরমং তৎপদপঙ্কজদ্বয়ম্।
কদাপি কেনাপি নিজেন্দ্রিয়াদিনা,
ন হাতুমীশে লবলেশমপ্যহম্॥

মূলানুবাদ

৩৬৮। এইপ্রকার আমি গোলোকে বাস করিয়া বহুকালের বাঞ্ছিত ফল কি বাঞ্ছারও অধিক পরম ফল লাভ করিয়া নিরন্তর চিত্ত পরিপূর্ণপূর্বক অনুভব করিয়াছি, কিন্তু বস্তুস্বভাবে কদাপি তৃপ্তিলাভ হয় না। অর্থাৎ আস্বাদন স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না।

৩৬৯। এইজন্যই আমি ব্রজস্ত্রীকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত তাঁহার মনোরম পাদপদ্মদ্বয় লবলেশকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬৮। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ তত্র শ্রীগোলোকে বসন্ সন্ পরং সর্বোৎকৃষ্টতরং ফলং চিত্তস্যানুপূর্ত্যা পরিপূরণেন অবিরতমনুভবন্নপি তৃপ্তিং পর্যাপ্তিং ন প্রাপ্নুয়াম্। কেন হেতুনা? বস্তুনস্তস্যৈব স্বভাবেন প্রকৃত্যা॥

৩৬৯। কেনাপি নিজেন ইন্দ্রিয়েণ আদি-শব্দাদঙ্গাদিনাপি লবমাত্রকালস্য লেশমপি ব্যাপ্য হাতুং ত্যক্তুং নেশে, ন শক্নোমি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬৮-৩৬৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৭০। তস্যাপি যো দীনতরে জনেঽস্মিন্, মাধুর্যনিষ্ঠাপ্ত-কৃপাপ্রসাদঃ।
অন্যৈরসম্ভাব্যতয়া ন বক্তুং, কুত্রাপি যুজ্যেত তথাপ্যনূক্তঃ॥

৩৭১। এবং তত্র চিরং তিষ্ঠম্ মর্ত্যলোকস্থিতং ত্বিদম্।
মথুরামণ্ডলং শ্রীমদপশ্যং খলু তাদৃশম্॥

৩৭২। তত্তচ্ছ্রীগোপগোপীভিস্তাভির্গোভিশ্চ তাদৃশৈঃ।
পশুপক্ষিকৃমিক্ষ্মাভৃৎ-সরিত্তর্বাদিভির্বৃতম্॥

মূলানুবাদ

৩৭০। তথাপি সেই ভগবান্ এই দীনতরজনের প্রতি তাঁহার মাধুর্যনিষ্ঠারূপ যে মহাকৃপাপ্রসাদ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র অসম্ভব। যদিও তাহা কুত্রাপি ব্যক্ত করা উচিত নহে, তথাপি শ্রীরাধার আজ্ঞায় তোমার হিতার্থেই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিলাম।

৩৭১। আমি এইরূপে তথায় বহুকাল বাস করিয়া এই মর্ত্যলোকস্থিত শ্রীমৎ মথুরামণ্ডলকেও গোলোক-সদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম।

৩৭২। সেই গোলোক-সদৃশ এই মথুরামণ্ডল শ্রীযুক্ত গোপগোপীগোপশুপক্ষী-পর্বতনদীতরুলতাগুল্মাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭০। তস্য শ্রীভগবতোঽপি অস্মিন্ জনে মধ্যেবেত্যর্থঃ। মাধুর্যস্য নিষ্ঠাং পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্তস্য কৃপয়া প্রসাদোদয়ঃ, স কুত্রাপি কস্মিংশ্চিদপি জনেরপি বক্তুং ন যুজ্যতে। যদ্যপ্যেবং, তথাপ্যনূক্তঃ পূর্বপূর্বমপ্যুক্তানুবাদেন কথিতঃ, পুনঃ পুনরুক্ত ইতি বা। শ্রীরাধাজ্ঞয়া ত্বদীয়হিতার্থমিতি ভাবঃ॥

৩৭১। ননু তর্হি ভৌম-মথুরামণ্ডলেঽস্মিন্ কথমাগতোঽসি? তত্রাহ—এবমিতি চতুর্ভিঃ। তাদৃশং শ্রীগোলোকসদৃশমেবাপশ্যম্, শ্রীগোলোক-তত্ত্বানুভবেনৈবং তন্মথুরামণ্ডল-তত্ত্বানুভবসিদ্ধেঃ। জ্ঞানপরাণাং ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানেনৈবাত্মতত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি-বৎ, অন্যথা প্রথমং বহির্দৃষ্ট্যা জ্ঞানানুদয়েনৈতৎ-সাধনে সাধকানাং শ্রদ্ধাদ্যনুৎপত্তেঃ। অতএব তচ্চ পদয়োরপি ব্রহ্মণীব তত্ত্বপ্রতিপাদকয়োরাদৌ তৎপদনির্দেশ ইতি দিক্॥

৩৭২। তাদৃশত্বমেব দর্শয়ন্ তদ্‌বিশিনষ্টি—তত্তদিতি দ্বাভ্যাম্। তৈস্তৈঃ শ্রীগোলোকবর্তিভিরেবেত্যত্যন্তাভেদাভিপ্রায়েণ। বস্তুতস্তু তত্তৎপৃথক্-মূর্তি-বিশেষৈরিত্যর্থঃ। তত্রাত্রাপি সদৈবৈকরূপেণ শ্রীভগবৎক্রীড়োক্তেঃ। এবং তাভিরিতি

চ শ্রীযুক্তৈর্গোপৈর্গোপীভিশ্চ বৃতম্ ; তাদৃশৈঃ শ্রীগোলোকবর্তিসদৃশৈরেব পশ্বাদিভিশ্চ বৃতম্। আদি-শব্দেন লতাগুল্মতৃণাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৭১। যদি বল, তাহা হইলে আপনি ভৌম মথুরামণ্ডলে কি জন্য আগমন করিলেন? তাহাই 'এবং' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমি উক্তপ্রকারে শ্রীগোলোকে বহুকাল বাস করিয়া এই ভৌম-মথুরামণ্ডলকেও তৎসদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম। এইপ্রকারে শ্রীগোলোক তত্ত্বের অনুভব দ্বারা মথুরামণ্ডল তত্ত্বের অনুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে, জ্ঞানপর সকলের ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানে যেরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোক তত্ত্বজ্ঞানে মথরামণ্ডলের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা প্রথমতঃ বহির্দৃষ্টিতে জ্ঞানের অনুদয়ে তৎসাধনে সাধকের শ্রদ্ধাদি উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের আদিতে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক 'তৎ' পদের নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন জানিতে হইবে।

৩৭২। এখন পূর্বোক্ত শ্লোকেই একতত্ত্বকেই বিশদ করিয়া ('তত্তৎ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে) প্রদর্শন করিতেছেন। সেই শ্রীগোলোকস্থিত পরিকর ও এই শ্রীমথুরা-মণ্ডলস্থিত পরিকরাদির অত্যন্ত অভেদাভিপ্রায়ে বলিতেছেন, সেই গোলোক যেরূপ সর্বদা শ্রীযুক্ত গোপ-গোপী প্রভৃতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এই মধুরামণ্ডলও সেইরূপে সেই সেই শ্রীযুক্ত গোপ-গোপী প্রভৃতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ তত্তৎ পৃথক মূর্তিবিশেষ হইলেও সেই গোলোকে ও এই ব্রজে সর্বদা একরূপেই শ্রীভগবৎক্রীড়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদি-শব্দে পশুপক্ষিকৃমিপর্বতনদীতরুলতাগুল্মতৃণাদি।

৩৭৩। তথৈবাবিরতং শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্রেণ তেন হি।
বিস্তার্যমাণয়া তাদৃক্ক্রীড়াশ্রেণ্যাপি মণ্ডিতম্॥

৩৭৪। তৎ কদাচিদিতস্তত্র কদাপি বিদধে স্থিতিম্।
ভেদং নোপলভে কঞ্চিৎ পদয়োরধুনৈতয়োঃ॥

৩৭৫। গমনাগমনৈর্ভেদো যঃ প্রসজ্জেত কেবলম্।
তঞ্চাহং তত্তদাসক্ত্যা ন জানীয়ামিব স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

৩৭৩। এই মথুরামণ্ডলও সেই গোলোকের ন্যায়ই নিরন্তর শ্রীমৎ কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তীর্যমান বিবিধ ক্রীড়াশ্রেণীতে মণ্ডিত রহিয়াছেন।

৩৭৪। এইজন্য আমি কখনও এই ভৌম ব্রজে কখনও বা সেই গোলোক ব্রজে অবস্থান করিয়া থাকি। পরন্তু অদ্যাবধি এই দুই স্থানের অণুমাত্র ভেদ অনুভব করিতে পারি নাই।

৩৭৫। কেবল গমনাগমন সময়ে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু লোকদ্বয়ে সম-আসক্তিবশতঃ আমি তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭৩। কিঞ্চ, তথৈব শ্রীগোলোকোক্তপ্রকারেণৈব। তেন শ্রীগোলোকবিহারিণৈব তাদৃশীনাং শ্রীগোলোকবিষয়ক-ক্রীড়াসদৃশীনামেব ক্রীড়ানাং শ্রেণ্যাপ্যলঙ্কৃতম্॥

৩৭৪। তৎ তস্মাৎ, ইতঃ অস্মিন্ ভৌমমাথুরব্রজপ্রদেশে, কদাচিত্তত্র শ্রীগোলোকে চ কদাপি স্থিতিং বিদধে, বসামি ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—ভেদমিতি। এতয়োঃ ভৌম মথুরামণ্ডল-শ্রীগোলোকরূপয়োঃ পদয়োঃ স্থানয়োর্ভেদং নোপলভে নাবলোকয়ামি। অত্র বর্তমানোঽপি জানে, ইহ তত্রৈব নিরসন্নস্মি, তত্র নিবসন্নপি জানে, অত্রৈব বর্তমানোঽস্মীত্যর্থঃ। ননু তর্হি পূর্বমেতৎ পরিত্যজ্য কথং তৎপ্রাপ্তয়ে বহুলযত্নোঽকারি? তত্রাহ—অধুনৈবেতি। পূর্বন্তু এতত্তত্ত্বাননুভবেন পরমভেদজ্ঞানমেবাসীদিত্যর্থঃ। অত্র যুক্তিশ্চোক্তৈব॥

৩৭৫। ননু তথাপ্যূর্ধ্ব্যাধোভাবেনানয়োর্ভেদো ঘটত এব, তেন চ ইতঃ পরমোর্ধ্বপ্রান্তসীমাপ্রাপ্ত-তল্লোকগমনেঽন্তরা লোকদ্বয়স্যাপ্যস্য বিচ্ছেদেন দুঃখমধুনাপি সম্ভবেদেব, তত্রাহ—গমনেতি পঞ্চভিঃ। বহুত্বং পৌনঃপুন্যাপেক্ষয়া ন ভেদশ্চ। তস্মিন্ তস্মিন্ গমনাগমনাদৌ শ্রীগোলোকৈস্তন্মথুরাগোকুলাদৌ বা

আসক্ত্যা চিত্তাবেশেন ইবেত্যনেন ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিদেব জানীয়ামিতি সূচ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৭৪। এইজন্য আমি ভৌম-মাথুরপ্রদেশে, কখনও বা শ্রীগোলোকে অবস্থান করিয়া থাকি। তাহার হেতু বলিতেছেন, এই ভৌম-মথুরামণ্ডল ও সেই শ্রীগোলোক এই দুই স্থানের কোন ভেদ অবলোকন করিতে পারি নাই। অর্থাৎ এখানে অবস্থান করিলেও বোধ হয় যেন গোলোকে অবস্থান করিতেছি। আর গোলোকে অবস্থান করিলেও বোধ হয় এই মাথুরমণ্ডলে অবস্থান করিতেছি। বস্তুতঃ অদ্যাবধি এই দুই স্থানের অণুমাত্র ভেদ অনুভব করিতে পারি নাই। যদি বল, তাহা হইলে পূর্বে এই মথুরামণ্ডল ত্যাগ করিয়া সেই গোলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত কি জন্য বিপুল প্রয়াস বা যত্ন করিয়াছিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'অধুনৈব' ইত্যাদি। অধুনা এই ব্রজভূমির তত্ত্ব অবগত হইয়াছি, পূর্বে অনুভব করিতে পারি নাই বলিয়া পরম ভেদ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে যুক্তি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৭৫। যদি বল, তথাপি ঊর্ধ্ব ও অধোভাবে উভয়ের মধ্যে ভেদ সংঘটিত হইতে পারে এবং সেই গোলোক পরমোর্ধ্ব-প্রান্তসীমাপ্রাপ্ত বলিয়া এই অধোলোক হইতে তল্লোক গমনের সময় উভয় লোকের বিচ্ছেদেও কি দুঃখ সম্ভাবনা হয় না? তাহাই 'গমনাগমনৈ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। পৌনঃপৌন্য অপেক্ষায় কোন ভেদ নাই, তবে ঊর্ধ্ব ও অধোলোক গমনাগমন কারণে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু শ্রীগোলোক ও শ্রীমাথুরগোকুল, এই লোকদ্বয়ে আসক্তি বা চিত্তাবেশবশতঃ আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি নাই। 'ইব'-কারের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কখনও কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব হইত।

৩৭৬। অস্মাৎ স্থানদ্বয়াদন্যৎ পদং কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
নৈব স্পৃশতি যে দৃষ্টিঃ শ্রবণং বা মনোঽপি বা॥

৩৭৭। অন্যত্র বর্ততে ক্বাপি শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
তাদৃশাস্তস্য ভক্তা বা সন্তীতি মনুতে ন হৃৎ॥

মূলানুবাদ

৩৭৬। এই স্থানদ্বয় ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাতের ইচ্ছা দূরে থাকুক, কর্ণেও তাহার নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না বা মনও তাহা স্পর্শ করে না।

৩৭৭। অন্য কোনস্থানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনন্দাদির ন্যায় তাঁহার ভক্তসকল বর্তমান আছেন, ইহা আমার হৃদয়েও ধারণা হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭৬। আসক্তিমেব দর্শয়ন্ ভেদে সত্যপি তদজ্ঞানহেতুমাহ—অস্মাদিতি। তচ্ছ্রীগোলোকে তন্মথুরামণ্ডলরূপাৎ, পদং স্থানং কর্ত্তৃ॥

৩৭৭। তত্রৈব হেতুমাহ—অন্যত্রেতি। এতৎস্থানদ্বয়াদন্যস্মিন্ স্থানে। তাদৃশা এতৎস্থানদ্বয়বর্তি-শ্রীনন্দাদিসদৃশাস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তাঃ। দ্বারকাদিবর্তিব্যাবৃত্ত্যর্থং স্বয়ং ভগবানিতি তাদৃশা ইতি চ নির্দেশঃ। ইত্যেতন্মম হৃন্মম মন এব ন মন্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭৬। লোকদ্বয়ে আসক্তি প্রদর্শন করিয়া ভেদ সত্ত্বেও অভেদজ্ঞান প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীগোলোক ও এই মধুরামণ্ডলরূপ স্থানদ্বয় হইতে অন্য কোন স্থানকে আমার দৃষ্টি, শ্রবণ ও মন স্পর্শও করে না।

৩৭৭। তাহার হেতু বলিতেছেন, এই স্থানদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন স্থানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা (এই স্থানদ্বয়বর্তি শ্রীনন্দাদি-সদৃশ) তাঁহার ভক্তসকল বর্তমান আছেন, ইহা আমার হৃদয়ে ধারণাও হয় না। এতদ্বারা দ্বারকাদিবর্তি শ্রীবাসুদেব বা তাঁহার ভক্ত শ্রীবসুদেবাদিও ব্যাবৃত্ত হইল।

৩৭৮। **কদাচিদ্দর্শনং বা স্যাদ্বৈকুণ্ঠাদিনিবাসিনাম্।**
শ্রীকৃষ্ণবিরহেণার্তানিব পশ্যাপি তানপি॥

৩৭৯। **কদাপি তেষু ব্রজবাসিলোক,-সাদৃশ্যভাবানবলোকনান্মে।**
জাতানুতাপেন ভবেত্ততোঽপি, প্রেমপ্রকাশাৎ পরমং সুখং তৎ॥

মূলানুবাদ

৩৭৮। কদাচিৎ যদি বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রতীত হয় যে, তাঁহারাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত আছেন।

৩৭৯। কখনও বা সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তের ব্রজবাসী লোকের সাদৃশ্য ভাব অবলোকন না করিয়া আমার হৃদয়ে যে অনুতাপ উপস্থিত হইত, তাহাতেই পরমপ্রেম প্রকাশিত হইত বলিয়া পরমসুখের সঞ্চার হইত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭৮। যে বা কেচিদন্যাদৃশা দৃশ্যেরন্, তেঽপি শ্রীগোলোকনিবাসস্বভাবেন ময়া তত্রত্যসদৃশা এব দৃশ্যন্ত ইত্যাহ—কদাচিদিতি। আদি শব্দেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকবর্ত্য-যোধ্যাদি। তান্ বৈকুণ্ঠাদিবাসিনোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য তস্য বিরহেণ আর্তানিব পশ্যামি, আত্মসাদৃশ্যেনান্যেষামপি সর্বেষাং ভাবমননন্যায়াৎ। এবঞ্চ তচ্ছ্রীগোলোকৈতন্মাথুর-ব্রজবর্তি লোকসাদৃশ্যদৃষ্ট্যা তত্রাপ্যভেদপ্রসক্তের্নিজভাবহান্যভাবেন যথাপূর্বমেব সুখং স্যাদিতি ভাবঃ॥

৩৭৯। ননু স্বস্বনাথেন শ্রীভগবতা সহ সদা বিলসনানন্দভরবতাং তেষাং কথং তথা দর্শনং সর্বদা সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহে—কদাপীতি। যদা পরমানন্দক্রীড়াভরেণার্তা-নিব ন পশ্যামি, কিন্তু পরমানন্দপূর্ণানিতি পশ্যামি, তদেত্যর্থঃ। তেষু বৈকুণ্ঠাদিবাসিষু ব্রজবাসিষু ; ব্রজবাসিনাং তদ্‌গোলোকৈ-তন্মথুরাব্রজে নিবসতাং লোকানাং জনানাং সাদৃশ্যস্য তেষাং ভাবসদৃশস্য ভাবস্য প্রেমবিশেষস্যানবলোকনান্মে মম যো জাতোঽনুতাপস্তেন যঃ প্রেম্ণঃ প্রকাশোঽভিব্যক্তি স্তস্মাদ্ধেতোস্ততস্তস্মিন্‌শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকাদাবপি তচ্ছ্রীগোলোকৈতন্মথুরা ব্রজানুভূতমেব পরমং সুখং ভবেন্মমৈব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭৮। যদি বা কোন সময়ে বৈকুণ্ঠবাসী বা অযোধ্যাবাসীলোকসকলের সহিত

সাক্ষাৎ হয়, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে শ্রীগোলোকবাসী-স্বভাবে অর্থাৎ ব্রজবাসী লোকের সাদৃশ্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকি। তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠাদিবাসি লোকসকলকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, তাঁহারাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত আছেন। কারণ, ''আত্মসাদৃশ্যেনান্যেষামপি সর্বেষাং ভাবমনন''— ন্যায়ানুসারে অন্যান্য সকলকে আত্মসদৃশভাবেই প্রতীতি হইয়া থাকে। এইপ্রকারে শ্রীগোলোকেও এই মথুর ব্রজবর্তি-লোকের সাদৃশ দর্শনবশতঃ তথায় ভেদ-প্রসক্তির উদ্গম হয় না বলিয়াই নিজভাব হানি হয় না ; সুতরাং যথাপূর্ব সুখানুভব হইয়া থাকে।

৩৭৯। যদি বল, সেই বৈকুণ্ঠ ও অযোধ্যাদি ধামের পার্ষদগণ নিজ নিজ প্রভুর সহিত নিরন্তর বিলাসানন্দভরে আবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে তাদৃশ বিচ্ছেদ-শোকাকুলরূপে দর্শন কিরূপে সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন 'কদাপি' ইত্যাদি। কোন সময়ে যদি তাঁহাদিগকে ব্রজবাসীলোকের সাদৃশ্যভাবে অর্থাৎ পরমানন্দক্রীড়াভরেও আর্তের ন্যায় অবলোকন না করিয়া পরমানন্দপূর্ণরূপে অবলোকন করিতাম তখন আমার হৃদয়ে যে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইত, তাহাতেই পরমপ্রেম প্রকাশিত হইত। এজন্য সেই বৈকুণ্ঠবাসী সকলের অনুভূত পরমানন্দপূর্ণ সুখ হইতেও (সেই শ্রীগোলোক বা এই ব্রজভূমির অনুভূত) পরমসুখের সঞ্চার হইত।

৩৮০। **অহো গোলোকীয়ৈর্নিখিলভুবনাবাসিমহিতৈঃ,**
সদা তৈস্তৈর্লোকৈঃ সমনুভবনীয়স্য মহতঃ।
পদার্থস্যাখ্যাতুং কতি বিবরণানি প্রভুরহং,
তদাস্তাং তল্লোকাখিলপরিকরেভ্যো মম নমঃ॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যহভীষ্টলাভো
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

৩৮০। অহো! নিখিল ভুবনবাসী লোকসকলের পূজনীয় সেই শ্রীনন্দাদি মহানুভবগণ-কর্তৃক অনুভবনীয় গোলোক-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রভুর কৃপায় প্রকাশ করিলাম। অতএব গোলোকের অখিল পরিকরকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৮০। এবমুক্তং শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যমুপসংহরন্ ভক্ত্যা তত্রত্যান্ সর্বানেব প্রণমতি—অহো ইতি বিস্ময়ে। তৈস্তৈরনির্বচনীয়মাহাত্ম্যৈরুক্তলক্ষণৈর্বা গোলোকীয়ৈঃ শ্রীগোলোকবাসিভির্লোকৈঃ শ্রীনন্দাদিভিরেব সম্যগনুভবনীয়স্য মহতঃ পদার্থস্য বস্তুনঃ শ্রীগোলোকরূপস্য কতি বিবরণানি বৃত্তান্তানি আখ্যাতুমহং প্রভুঃ শক্তো ভবামি, অপি তু অন্যানি বহুলানি তানি কথয়িতুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? অখিলেষু ভুবনেষু ভূলোকমারভ্য বৈকুণ্ঠলোকপর্যন্তেষু লোকেষু আবাসিভির্নিবাসিভির্জনৈর্মহিতৈঃ পূজিতৈঃ ইতি তেষাং তদনুভবযোগ্যতাকারণমুক্তম্। তত্তস্মাৎ, তস্য শ্রীগোলোকাখ্যস্য লোকস্য অখিলেভ্যোঽপি পরিকরেভ্যো মম নম আস্তাম্। যদ্বা, মহতঃ পদার্থস্যেতি শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-বিষয়ক-প্রেমবিশেষস্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্য বিবরণানি তদ্বিলাস-বৈভবরূপাণি শ্রীগোলোকভৌমমাথুর শ্রীগোকুলবিষয়ক-তদীয় সন্দর্শন সহ ক্রীড়াচরণাদীনি। তল্লোকেতি চ তস্য প্রেমবিশেষস্য সম্বন্ধিনো যে জনাস্তেষামখিলপরিকরেভ্যশ্চরণরজঃ প্রভৃতিভ্যোঽপি মম নম ইতি। অন্যৎ সমানম্। এবঞ্চাশেষ সাধ্যশ্রেষ্ঠত্বাদিনা তৎপ্রেমানমেবানমদিতি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দিগ্‌দর্শিন্যাঃ টীকায়াং
দ্বিতীয়খণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮০। এইপ্রকারে উক্ত শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য উপসংহার করিয়া ভক্তিভরে তত্রত্য অখিল পরিকরকে প্রণাম করিতেছেন। অহো! (বিস্ময়ে) সেই সেই অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যযুক্ত বা উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট নিখিল ভুবনবাসী লোকসকলের পূজনীয় গোলোকবাসী শ্রীনন্দাদি পার্ষদসকল-কর্তৃক সর্বদা সম্যক্ অনুভবনীয় মহৎ-পদার্থরূপ শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যের কতিপয় বিবরণমাত্র প্রকাশ করিলাম। তাহাও কেবল শ্রীপ্রভুর কৃপা-শক্তি-প্রভাবে, অপিচ অন্যান্য বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ। সেই গোলোক-মাহাত্ম্য অনুভবযোগ্যতা কি প্রকার? অখিল ভুবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত নিখিল লোকেরও পূজনীয় গোলোক-বাসীরই অনুভবযোগ্য। এতদ্বারা গোলোকমাহাত্ম্য অনুভব-যোগ্যতার কারণ প্রদর্শিত হইল। অতএব গোলোকের অখিল পরিকরকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। অথবা মহৎপদার্থ বলিতে শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-বিষয়ক-প্রেমবিশেষ। সেই প্রেমবিশেষের বিবরণ। অর্থাৎ প্রেমবিলাস-বৈভবরূপে শ্রীগোলোক ও ভৌমমাথুর শ্রীগোকুল-বিষয়ক তদীয় ক্রীড়া-আচরণাদি সন্দর্শন সহ সেই প্রেমময় মূর্তি তল্লোকবাসীকে (এবং অখিল পরিকরগণের শ্রীচরণ-রজঃ প্রভৃতিকেও) আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। এতদ্বারা অশেষ সাধ্যশিরোমণি সেই প্রেমকেই প্রণাম করা হইল।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসরূপ উবাচ—

১। এবং যৎ পরমং সাধ্যং পরমং সাধনঞ্চ যৎ।
তদ্বিচার্যাধুনাং ব্রহ্মণ্ স্বয়ং নিশ্চীয়তাং ত্বয়া॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীসরূপ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! এইপ্রকার যাহা পরম সাধ্য ও যাহা পরম সাধন, তাহা শ্রবণ করিলেন ; অধুনা আপনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিশ্চয় করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

সপ্তমে শ্রীসরূপস্য কৃপয়া প্রেমবেগতঃ।
তদ্বৎ কৃষ্ণপ্রসাদোঽভূদ্‌বিপ্রে তস্মিন্নিতীর্যতে॥

১। এবং শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যং সপরিকরং প্রতিপাদ্য 'শ্রুত্বা বহুবিধং সাধ্যং সাধনঞ্চ ততস্ততঃ। প্রাপ্যং কৃত্যঞ্চ নির্ণেতুং ন কিঞ্চিচ্ছক্যতে ময়া॥' ইতি মাথুরবিপ্র-পূর্বকৃত-প্রশ্নস্যোত্তরমাপাদয়ন্নাহ—এবমিতি মদুক্তপ্রকারেণ। হে ব্রহ্মণ্! তৎ পরম-সাধ্যং পরমসাধনঞ্চ অধুনা সপরিকর শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য-শ্রবণানন্তরং স্বয়মেব ত্বয়া বিচার্য বিবিচ্য নিশ্চীয়তামবধার্যতাম্ ; শিষ্যজ্ঞানবিশেষপরীক্ষার্থমেবমুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীসরূপের কৃপায় মাথুরবিপ্রের প্রেমলাভ এবং সেই প্রেমবেগবশতঃ তাঁহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদপ্রাপ্তি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

১। এইপ্রকার পরিকর সহিত শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়া শ্রীসরূপ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! আপনি আমায় পূর্বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ''আমি গঙ্গাতীর ও কাশী প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ সাধ্য ও সাধনের কথা শ্রবণ করিয়া এতাদৃশ সংশয়াকুল হইয়াছি যে, কোন্‌টি আমার সাধ্য আর কোন্‌টি আমার সাধন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।'' আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতঃপর আপনি যাহা পরম সাধ্য ও পরম সাধন (অধুনা শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য শ্রবণান্তর) তাহা স্বয়ংই বিচার করিয়া নির্ণয় করুন। বাস্তবিকপক্ষে শিষ্যের জ্ঞানবিশেষ পরীক্ষার্থ শ্রীগুরুর এইপ্রকার উক্তি জানিতে হইবে।

২। মাথুরব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মদ্বৎ প্রাপ্যং ত্বয়াপি তৎ।
সর্বং দেব্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেবেতি মন্যতাম্॥

৩। বর্ততে চাবশিষ্টং যৎ ভূতপ্রায়ঞ্চ বিদ্ধি তৎ।
বীক্ষ্যে কৃপাভরং তস্য ব্যক্তং ভগবতস্ত্বয়ি॥

মূলানুবাদ

২। হে মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দেবীর প্রসাদে আপনিও আমার ন্যায় মহৎ প্রাপ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অবধারণ করুন।

৩। আর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও সম্পন্ন হইল বলিয়াই জানিবেন। কারণ, দেখিতেছি যে, শ্রীভগবানের স্পষ্ট কৃপাভর আপনার উপর আপতিত হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২। কৃপয়া তদেব কিঞ্চিদভিব্যঞ্জয়ন্ সর্বঞ্চ তৎপ্রায়স্তেঽপি সিদ্ধমেবেত্যাহ—মাথুরেতি। মদ্বদিতি যথা ময়া প্রাপ্তং তথৈবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—হে মাথুরব্রাহ্মণেষু শ্রেষ্ঠেতি। তদুক্তমাহাত্ম্যং প্রাপ্যং সাধ্যম্॥

৩। ননু তস্য লক্ষণং কিঞ্চিদপি ময়ি নাস্তি, তত্রাহ—বর্তত ইতি। যচ্চ শ্রীমদন-গোপালদেব-সন্দর্শনাদিকং, তত্র লিঙ্গমাহ—বীক্ষ্যে ইতি। তস্য শ্রীগোলোকনাথস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। এখন দেবীর কৃপায় উক্ত ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ ফল নির্দেশ পূর্বক শ্রীসরূপ বলিলেন, হে মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। আপনি আমার ন্যায় মহৎ সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি বলেন, তাহার লক্ষণ কিঞ্চিৎমাত্র আমাতে নাই। তাহাতেই বলিতেছেন, 'বর্ত্ততে' ইত্যাদি। তাহার লক্ষণ দেখিতেছি যে, শ্রীগোলোকনাথের স্পষ্ট কৃপাভর আপনার উপর পতিত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদনগোপালদেবের সাক্ষাৎ দর্শনাদি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও শীঘ্র সম্পন্ন হইল বলিয়াই মনে করুন। তাহাই পরবর্তি আটটি শ্লোকে বিবৃত হইতেছে।

৪। পশ্য যচ্চাত্মনস্তস্য তদীয়ানামপি ধ্রুবম্।
বৃত্তং পরমগোপ্যং তৎ সর্বং তে কথিতং ময়া॥

৫। নিজভাববিশেষশ্চ ভগবচ্চরণাশ্রয়ঃ।
ন প্রকাশয়িতুং যোগ্যো হ্রিয়া স্বমনসেঽপি যঃ॥

৬। জাতে দশাবিশেষে চ বৃত্তং স্ব-পরবিস্মৃতেঃ।
বিশেষজ্ঞানরাহিত্যান্নানুভূতং যদাত্মনা॥

৭। তত্তৎ সর্বমিদং তেন কৃষ্ণেনাবিশ্য মে হৃদি।
নিঃসারিতমিবায়াতং বলাদ্বক্ত্রে ত্বদগ্রতঃ॥

মূলানুবাদ

৪। আরও দেখুন, যাহা আমার নিজের এবং সেই ভগবানের ও তাঁহার ভক্তসকলেরও পরমগোপ্য, তাহাও আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।

৫-৭। লজ্জাবশতঃ যাহা স্বীয় মনেতেও প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, সেই নিজ ভাববিশেষ অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয়াদিরূপ দশাবিশেষে উৎপন্ন উন্মাদাদি (আপন-পর বিস্মৃতি-হেতু বিশেষ জ্ঞানের) যাহা অনুভব করিতে পারি নাই, সেই সকল আশ্চর্য লীলা-মহিমা শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার মুখ হইতে তাহা বলপূর্বক আপনার নিকট নিঃসারিত করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। তদেব বিবৃণোতি—পশ্যেত্যষ্টভিঃ। পশ্যেত্যস্য বাক্যার্থ এব কর্ম। যত্তু বৃত্তং বৃত্তান্তং, আত্মনো মম, তস্য চ ভগবতস্তদীয়ানাং ভক্তানামপি, ধ্রুবং নিশ্চয়েন পরমগোপ্যম্॥

৫-৭। ননু পরমগোপ্যমপি কৃপয়া শিষ্যে প্রকাশ্যত এব, তত্রাহ—নিজেতি ত্রিভিঃ। যো নিজভাববিশেষো হ্রিয়া লজ্জয়া স্বকীয়মনসেঽপি প্রকাশয়িতুং ন যোগ্যো ভবতি, যচ্চ বৃত্তমাত্মনা ময়াপি তদানীং নানুভূতম্ ; তত্তৎ সর্বমিদমপরোক্ষমেব তবাগন্তুকনবীনভক্তস্যাপ্যগ্রতো বলাদনিচ্ছয়াপি মম বক্ত্রে আয়াতমাবির্ভূতমিতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। তত্র হেতুমুৎপ্রেক্ষতে ; তেন পরমাশ্চর্যলীলেনাতর্ক্যমহিম্না কৃষ্ণেন মম হৃদি আবিশ্য নিঃসারিতমিব হৃদো বক্ত্রাদ্বা বহিষ্কৃতমিব ; বলাদিত্যস্যাত্রৈব বান্বয়ঃ। আত্মনাপ্যননুভূতত্বে হেতুঃ—দশাবিশেষে মোহোন্মাদাদৌ জাতে সতি, স্বস্য মম পরেষাঞ্চ বিস্মৃতের্হেতোর্যদ্‌বিশেষজ্ঞানস্য 'অয়ং ঘটঃ পটো বা' ইত্যাদি সম্বেদনস্য রাহিত্যাং লয়স্তস্মাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫-৭। যদি বলেন, পরম গোপ্য বিষয়ও কৃপালু গুরুদেব শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'বর্ত্ততে' ইত্যাদি। লজ্জাবশতঃ যাহা স্বকীয় মানসেও প্রকাশযোগ্য নহে, সেই নিজ ভাববিশেষ এবং নিজেরও অননুভূত অর্থাৎ তদানীন্তন যাহা অনুভব করিতে পারি নাই, সেই সকল অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়ও আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। আপনি যে আগন্তুক নবীন ভক্ত, তাহাও বিচারের অবসর পাইলাম না, বলপূর্বকই যেন আমার মুখে সেই সকল তত্ত্ব আবির্ভূত হইল। তাহার হেতু বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আমায় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেইসকল পরমাশ্চর্য্য লীলারহস্য বলপূর্বক আমার হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মুখদ্বারে আপনার নিকট নিঃসারিত করিলেন। 'নিজেরও অননুভূত' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবদর্শনাদি-জাত আনন্দ-মোহাদি দশাবিশেষে আত্ম ও পরের বিস্মৃতি-হেতু অর্থাৎ এইটি 'ঘট' বা 'পট' ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানের অভাবে (সম্বেদন রাহিত্য বা বৃদ্ধিবৃত্তির লয়-হেতু) যাহা অনুভূত হয় না, তাহাও আপনার নিকট বর্ণন করিলাম (ইহাই কৃপার লক্ষণ।)।

৮। **ভবতশ্চাত্র বিশ্বাসো নিতরাং সমপদ্যত।**
লক্ষণৈর্লক্ষিতশ্চায়ং ময়া শীঘ্রফলপ্রদঃ॥

মূলানুবাদ

৮। আর আমি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি যে, আমার বাক্যে আপনার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮। কিঞ্চ, অত্র মৎকথিতে বিশ্বাসঃ প্রতীতিঃ। ননু মানসিকোঽসৌ ত্বয়া কথং জ্ঞাতঃ? তত্রাহ—অয়ং বিশ্বাসশ্চ লক্ষণৈর্মুখ প্রসক্ত্যাদিভির্ময়া লক্ষিতঃ। তত্র শীঘ্রমেব প্রকর্ষেণ ফলং দদাতীতি তথাভূতঃ, বিশ্বাসোৎপত্ত্যৈব সৎকর্মণাঃ শীঘ্রফল-সিদ্ধেঃ। যদ্বা, অয়ং বিশ্বাসঃ শ্রবণ-শ্রদ্ধা ; শীঘ্রফলপ্রদ ইতি লক্ষণৈরনুকূলপক্ষি-রুতাদিভির্জ্ঞাতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮। আরও কৃপার লক্ষণ এই যে, আমার বাক্যে আপনার সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। যদি বলেন, ইহা আমার মনের কথা বটে, কিন্তু আপনি কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? তাহাতেই বলিতেছেন, মুখ-প্রসন্নতাদি লক্ষণ দ্বারা অবগত হইয়াছি। এই বিশ্বাস শীঘ্র ফলপ্রদ এবং এই বিশ্বাসোৎপত্তি-হেতু সৎকর্মের ফলও শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা এই বিশ্বাস শ্রবণ-শ্রদ্ধারূপে শীঘ্রই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আর এই কৃপার লক্ষণ পক্ষিগণের অনুকূল কলরব হইতেও অবগত হইয়াছি।

৯। স্বয়ং শ্রীরাধিকা দেবী প্রাতরদ্যাদিদেশ মাম্।
সরূপায়াতি মৎকুঞ্জে মদ্ভক্তো মাথুরো দ্বিজঃ॥

১০। তত্রৈকাকী ত্বমদ্যাদৌ গত্বা সদুপদেশতঃ।
প্রবোধ্যাশ্বাস্য তং কৃষ্ণপ্রসাদং প্রাপয় দ্রুতম্॥

১১। অস্মাত্তস্যাঃ সমাদেশাচ্ছীঘ্রমত্রাহমাগতঃ।
ন প্রহর্ষাদুপেক্ষে স্ম কৃষ্ণসঙ্গসুখঞ্চ তৎ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২। এবমুক্তেঽপি বিপ্রস্য তস্য হি প্রেমসম্পদঃ।
উদয়াদর্শনান্মূর্ধ্নি সরূপঃ করমর্পয়ৎ॥

১৩। সদ্যস্তস্যাস্ফুরচ্চিত্তে স্বানুভূতমিবাখিলম্।
শ্রীসরূপানুভূতং যৎ কৃপয়া তন্মহাত্মনঃ॥

মূলানুবাদ

৯। বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী অদ্য প্রভাতে আমায় আদেশ করিলেন, হে সরূপ! আমার ভক্ত মাথুরদ্বিজ আমার কুঞ্জে আগমন করিতেছেন।

১০। তুমি একাকী অদ্য সেই কুঞ্জে গমন করিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদানে প্রবোধিত ও আশ্বাসিত করতঃ শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রাপ্ত করাইবে।

১১। এইজন্য আমি মহাহর্ষ হইয়া পরম ইষ্ট কৃষ্ণসঙ্গসুখ ছাড়িয়া শ্রীরাধিকার আদেশমত অতি সত্বর এই কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছি।

১২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! শ্রীসরূপ এইরূপে বিপ্রকে বহুকথা বলিলেও তাঁহার প্রেমসম্পত্তির উদয় হইল না দেখিয়া সরূপ তাঁহার মস্তকে নিজহস্ত অর্পণ করিলেন।

১৩। সেইক্ষণে মহাপ্রেম উদয় হইল, অর্থাৎ শ্রীসরূপ যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপায় সেই সমস্ত তত্ত্ববস্তু সেই মহাত্মার চিত্তে স্ফূর্তি হইতে লাগিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। কিঞ্চ, স্বয়মিতি। হে সরূপ! মদ্ভক্ত ইতি দুর্গায়া অপি মদংশত্বেনাভেদাভিপ্রায়াৎ॥

১০। তত্র মৎকুঞ্জে ; ত্বমাদাবেকাকী গত্বেতি, অন্যথা তদীয়প্রবোধাদ্যনুৎপত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ॥

১১। অস্মাদীদৃশাৎ ; দ্রুতমিতি শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাদ্বনে সমাগমনাৎ পূর্বমেবেত্যর্থঃ। তদাজ্ঞাপ্রাপ্তি-পরমহর্ষেণ চ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গোঽপি ময়া নাপেক্ষিত ইত্যাহ—নেতি। তৎ নিজপরমাপেক্ষিতমপি। শ্রীরাধাজ্ঞা-প্রতিপালনেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্য বশীকরণাৎ স্বয়মে-বাধিকাধিক-তৎসঙ্গসুখসংসিদ্ধেরিতি দিক্॥

১২। প্রেম্ণঃ সম্পদঃ সম্পত্তের্যদ্বা প্রেমৈব সম্পৎ তস্যা য উদয়ঃ আবির্ভাব-স্তস্যাদর্শনাৎ। তস্যৈব মূর্দ্ধি ; করং স্বহস্তম্॥

১৩। তত্র ফলমাহ—সদ্য ইতি। শ্রীমতা সরূপেণ তেনানুভূতং যত্তদখিলং তস্য বিপ্রস্য চিত্তে স্বেনাত্মনৈব তেন বিপ্রেণানুভূতমিব তৎক্ষণ এবাস্ফুরৎ সাক্ষাদভূৎ। স চাসৌ মহাত্মা চ, তস্য কৃপয়া ; তদিতি পৃথক্ পদং বা ; ততশ্চ মহাত্মন ইত্যর্থাৎ সরূপস্যৈব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। আরও বলিতেছেন, স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমায় আদেশ করিলেন, হে সরূপ! আমার ভক্ত ইত্যাদি। এখানে "আমার ভক্ত" বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীদুর্গাদেবী শ্রীরাধিকার অংশ, অতএব অংশাংশী-হেতু তাঁহার সহিত অভেদাভিপ্রায়ে বলিলেন, 'আমার ভক্ত।'

১০। তুমি একাকী গমন করিয়া, অন্যথা তদীয় প্রবোধাদি দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

১১। এইজন্য আমি (শ্রীরাধিকার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র) দ্রুতবেগে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ হইতে বনগমনের পূর্বেই তাঁহার সঙ্গসুখ ত্যাগ করিয়া হর্ষভরে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। হর্ষের কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ হইতেও শ্রীরাধিকার আজ্ঞা প্রতিপালন নিজ পরম অপেক্ষিত। আর শ্রীরাধিকার আদেশ প্রতিপালন শ্রীকৃষ্ণেরও বশীকরণস্বরূপ বলিয়া স্বয়ংই তৎসঙ্গসুখ হইতেও অধিকাধিক সুখ স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১২-১৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৪। মহৎসঙ্গম-মাহাত্ম্যমেবৈতৎ পরমাদ্ভুতম্।
কৃতার্থো যেন বিপ্রোঽসৌ সদ্যোঽভূত্তৎস্বরূপবৎ॥

মূলানুবাদ

১৪। মহৎ সঙ্গমের মাহাত্ম্য এইপ্রকারই পরম অদ্ভুত! যে মাহাত্ম্য প্রভাবে সেই বিপ্র সদ্যই সেই সরূপের ন্যায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। ননু তাদৃশপ্রযত্নভরেণ শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেণ অতিচিরেণ তাদৃশভক্তেন প্রাপ্তং বস্তু কথমস্য তত্তদভাবেনাপি দ্রুতমেব সিদ্ধেম্? তত্রাহ—মহদিতি। এতন্মহদ্ভির্যঃ সঙ্গমস্তস্য মাহাত্ম্যমেব, ন ত্বন্যসাধনাদিকৃতম্। ননু কথমেবং সম্ভবতি? তত্রাহ—পরমাদ্ভুতম্, অত্যন্তদুর্বিতর্ক্যম্ ; অতএব সর্বং সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ। অতএবোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২৩।৫৫) শ্রীদেবহূত্যা—'সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥' ইতি। অস্যার্থঃ—অধিয়া অজ্ঞানেন হেতুনা, অবুদ্ধিনা পুরুষেণ বা অসৎসু অসাধুলোকেষু বিহিতঃ সংসৃতের্হেতুর্যঃ সঙ্গঃ ভোজনপানাদিলক্ষণঃ। অধিয়েত্যস্য পরার্ধেন বা সম্বন্ধঃ। অজ্ঞানেনাপি কৃত্বেত্যর্থঃ। অপ্যর্থে এবং শব্দঃ। সোঽপি সাধুষু কৃতঃ সন্ নিঃসঙ্গো বিরক্তো প্রেমযুক্তো বা প্রেম্ণি ফলানুসন্ধানাভাবন্যায়াৎ তদ্ভাবায় কল্পতে, সমর্থো ভবতীতি। বাশিষ্ঠে চ—'সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন। যা হি স্বৈবকথাস্তেষাং উপদেশা ভবন্তি তে॥ শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে। আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমাৎ॥' ইতি। তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।৭।১৯) শ্রীবিদুরেণাপি—'যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যুষ্মচ্চরণসেবয়েতি পূর্বশ্লোকে যুষ্মদিতি প্রস্তুতীভূতমস্তি ; যেষাং যুষ্মাকং সাধূনাং সেবয়া কূটস্থস্য দুর্জ্ঞেয়স্যাপি, যদ্বা, কূটমন্নকূটমিতি বিখ্যাতং শ্রীগোবর্ধনাদ্রিশৃঙ্গং তদ্বর্তিনো ভগবতো মধুদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবঃ ; যদ্বা, রত্যা রাসস্তেনৈব সহ রাসক্রীড়া ভবেৎ। তীব্রঃ দুর্ণিবারঃ স্বাভাবিকোঽনবচ্ছিন্নো বেত্যর্থঃ। ব্যসনং সংসারমশেষদুঃখং বা অর্দয়তি নাশয়তীতি তথা সঃ ; যদ্বা, পাদয়োর্ব্যসনার্দন ইতি যথাস্থিতমেব সম্বন্ধঃ। ততশ্চ রাসক্রীড়ায়া নৃত্যপ্রাধান্যেন, নৃত্যস্য চ গতিপ্রাধান্যেন পাদয়োর্ব্যসনং দুঃখম্ অন্যব্যাপারপরতাং বা অর্দয়তীতি ; এবং সতি চ মধুদ্বিষ ইতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী জ্ঞেয়েতি ; শ্রীকপিলেনাপি 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ

কথাঃ। তজ্জোষণাদীশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥' (শ্রীভা ৩।২৫।২৫) ইতি। অস্যার্থঃ—বীর্যস্য মন্মাহাত্ম্যস্য সংবিৎ সম্যগ্‌বেদনং যাভ্যস্তাঃ, হৃৎকর্ণানাং রসায়নাঃ সুখপ্রদাঃ, তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তি-র্মোক্ষো বা বর্ত্মপ্রাপকো যস্য তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ, ততো রতিঃ প্রেমা, ততো ভক্তিঃ সেবা-নিষ্ঠতা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা, অনু পশ্চাদায়াস্যতি স্বত এব সিধ্যতীত্যর্থঃ। ততশ্চোক্তক্রমোঽত্রাবিবক্ষিতঃ, কিন্তু 'আদৌ শ্রদ্ধা ততো ভক্তিঃ কীর্তনাদ্যা ততো রতিঃ প্রেম' ইতি বোদ্ধব্যম্। 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' ইত্যাদিনা সর্বত্রৈব ভক্তেরপি প্রেমফলত্বোক্তেরিতি। অতএব শ্রীধ্রুবেণাপি প্রার্থিতং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৯।১১)—'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো, ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্। যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং, নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্বতাম্ অতোঽমলাশয়ানাং বিশুদ্ধচিত্তানাম্, অতএব মহতাং প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো মে ভূয়াৎ। ননু তুরীয়-পুরুষার্থং মোক্ষং কিং ন যাচসে? আনুষঙ্গিকফলত্বেন তস্য স্বয়মেব সিদ্ধেরিত্যাহ—যেন মহৎপ্রসঙ্গেন ভবদ্‌গুণকথয়ৈবামৃতং, তস্য পানেন মত্তঃ সন্ অঞ্জসা অনায়াসেনৈব উরূণি ব্যসনানি যস্মিন্ তমপি ভবাব্ধিং সংসারসাগরং নেষ্যে উত্তরিষ্যামি। এতদুক্তং ভবতি—যথা হি মধুপানাসক্তানাং তদাস্বাদনমেব মুখ্যফলং, শীতাদিতরণঞ্চানুষঙ্গিকং, তথা ভগবদ্ভক্তিসুধা-পানরসিকানাং নিরন্তরতৎপানমেব মুখ্যং ফলম্ ; মোক্ষাদিকঞ্চ নান্তরীয়কমিতি স্বত এব সিধ্যেদিতি। অতএব শ্রীশিবেনাপ্যুক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৪।৫৭-৫৮) 'ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্যানং কিমুতাশিষঃ॥ অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্। ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্ব-শীলিনাং, স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥' ইতি। অনয়োরর্থঃ—ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণার্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলয়ে, সমং ন গণয়ামি, ন চ অপুনর্ভবং মোক্ষমপি, মর্ত্যানামাশিষো রাজ্যাদ্যাঃ কিমুত? অতো ভগবদ্ভক্তজনসঙ্গ এব সকলপুরুষার্থ শ্রেণীশিরসি নরীনর্তীতি ভাবঃ। অথ অতএব হেতোঃ অনঘৌ পাপহরৌ অঘাসুরঘাতকৌ বা অঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্তির্যশঃ, তীর্থং গঙ্গা, গোপীগণবারিভরণসম্বন্ধি যমুনাঘট্টো বা, তয়োঃ ক্রমেণান্তর্বহিঃস্নানাভ্যাম্। যদ্বা, অন্তঃস্থো বাসনাক্ষয়াদ্‌বহিঃস্থশ্চ নরকাদিনিবর্তনাৎ স্নানেন বিধূতো বিনাশিতঃ পাপ্না যেষাম্। অতএব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা, সামান্যতঃ সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিত-চিত্ততাদি। শীলঞ্চ আর্জবাদি তদ্বতাং সঙ্গমো মোঽস্মাকং স্যাৎ। এষ এব তবাস্মদ্-বিষয়কোঽনুগ্রহ ইতি। অতএব শ্রীভরতেনাপ্যুক্তং পঞ্চমস্কন্ধে (শ্রীভা

৫।১২।১২-১৩)—'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্বাপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ, বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেক্‌॥ যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ, প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ। নিষেব্যনাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥' ইতি। অনয়োরর্থঃ—'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্' ইত্যাদি পূর্বশ্লোকে ভগবৎসংজ্ঞং বাসুদেবং ব্রহ্মেতি গতমস্তি। এতচ্ছ্রীবসুদেবনন্দনরূপং ভগবৎসংজ্ঞং পরং ব্রহ্ম তপআদিভির্ন যাতি, ন প্রাপ্নোতি জনঃ। তপঃ স্বধর্মাচরণং, মনস ঐকাগ্র্যং বা তেনাপি, ঈজ্যয়া বৈদিককর্মণা, নির্বাপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন, গৃহাদ্বা তন্নিমিত্ত-মৃদোপকরণেন, ছন্দসা বেদাভ্যাসেন, জলাদিভিরূপাসিতৈরপি। তত্র জল-শব্দেন তদধিকারী বরুণো জ্ঞেয়ঃ। এতৈরন্যৈরপি দেবা উপলক্ষয়িতব্যাঃ। যদ্বা, জলাগ্নেয়োঃ প্রবেশেনাপি তথা সূর্যমণ্ডলভেদেনাপীত্যর্থঃ। মহতাং পাদরজসা যোঽভিষেকং স্নানং পরমতীর্থত্বাৎ, তং বিনা। ইদমত্র তাৎপর্যম্—মহতামনুগ্রহে সতি তপস্যাদিভিরপি তৎ প্রাপ্যতে। তৈর্বিনা চ কেবলং তেনৈব প্রাপ্যতেঽপি। ননু তং বিনা কদাচিদপি ন লভ্যেত, যদ্বা, কেবলং তেনৈব লভ্যতে, ন তু তৈঃ, তেষাং তৎসাধনাসামর্থ্যাদিতি। যত্র যেষু মহৎসু উত্তমশ্লোকস্য উত্তমো নির্মলঃ, যদ্বা, উদ্গতং (অপগতং) তমো যস্মাৎ স উত্তমাঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গুণানুবাদঃ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকথা প্রস্তূয়তে স্বয়মেব প্রস্তুতো ভবতি। যদ্বা, যস্মিন্ মহৎ-পাদরজোঽভিষেকে সতি প্রস্তূয়তে জনেন। গ্রাম্যকথানাং বিঘাতো যস্মাৎ স চ পরম-বিষয়াসক্তেনাপ্যনুদিনং নিষেব্যমাণঃ সন্ শ্রীবসুদেবনন্দনে মুমূক্ষোর্বিষয়বিরক্তস্য মতিং তত্র চ সতীং দৃঢ়াং যচ্ছতি ; যদ্বা, মুমূক্ষোরপি নিতরাং সেব্যমানঃ সন্ শ্রীবসুদেবনন্দনে অনুদিনং সতীং মুমূক্ষাদিত্যাজনেন উত্তমাং মতিং যচ্ছতীতি। তত্রৈব (শ্রীভা ৫।১৩।২১) তং প্রতি শ্রীরহূগণেনাপি—'অহো নৃ-জন্মাখিল-জন্মশোভনং, কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুস্মিন্। ন যদ্ধৃষীকেশযশঃ কৃতাত্মনাং মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—অখিলেষু জন্মসু শোভনং শ্রেষ্ঠম্ ; যদ্বা অখিলজন্মানি সর্বজীবানিত্যর্থঃ। ভগবদ্ভক্তিবিস্তারণেন শোভয়তীতি তথা তৎ নৃজন্ম এব। অতঃ ন পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যস্তৈর্দেবাদিজন্মভিরপি কিম্? অমুস্মিন্ স্বর্গেঽপি জন্মাভিঃ কিম্? ন কিঞ্চিৎ, যৎ যেষু জন্মসু যস্মিন্ স্বর্গে বা বো যুষ্মাকং মহাত্মনাং সমাগমঃ প্রচুরো ন ভবতি। বিষয়ভোগপরৈর্দেবাদিভিস্তস্য দুর্লভত্বাৎ, প্রায়স্তীর্থ-পাবনাদ্যর্থং পৃথিব্যামেব মহাত্মনাং ভ্রমণাচ্চ। কীদৃশানাম্? হৃষীকেশস্য যশসা কৃতঃ শোধিতঃ, যদ্বা যশস্যেব কৃতঃ কীর্তনাদিনা অর্পিত আত্মা যৈস্তেষামিতি। সপ্তমস্কন্ধে চ (শ্রীভা ৭।৫।৩২) শ্রীপ্রহ্লাদেন—'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্য-

নর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ' (শ্রীভা ৭।৫।৩১) ইতি পূর্বশ্লোকে প্রস্তুতমপি যেষাং স্বরূপতোঽপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিরুরুক্রমস্য ভগবতোঽঙ্ঘ্রিং তাবন্ন স্পৃশতি, ন প্রাপ্নোতি ; অসম্ভাবনাদিভির্হন্যত এবেত্যর্থঃ। যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্য তদঙ্ঘ্রিভজনব্যতিরিক্তার্থস্য বাপগমো নাশঃ। যাবন্নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাম্; যদ্বা, ভগবদ-ভক্ত্যপেক্ষয়া সর্বত্র নিরপেক্ষাণাং মহত্তমানাং পাদরজসা অভিষেকং ন বৃণীত। মহদনুগ্রহাভাবান্ন তেষাং তত্ত্বনিশ্চয়ো, নাপি কিমপি তৎ ফলমিতি। দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৫১।৫৩) শ্রীমুচুকুন্দেন—'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য সংসারস্য অপবর্গোঽন্তো ভবেৎ, প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। সৎসমাগমে চ সতি ভবাপবর্গস্য কা কথা, ত্বয়ি প্রেমৈবাবির্ভবতীত্যাহ—যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদানীমেব পরাবরেশে কার্যকারণ-নিয়ন্তরি, যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অপরে অর্বাচীনা জীবাস্তেষামপীশে, কেবলং গৌরবেণৈব সেব্যে, ন তু প্রিয়তমতয়া সুলভে সতাং ভক্তানামেব গতৌ প্রাপ্যে ত্বয়ি রতির্জায়তে ইতি। একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২৬।৩১-৩৪) স্বয়ং ভগবতাপি—'যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥ নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥ অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্ ; ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্বিভ্যতোঽরণম্॥ সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ॥' ইতি। এষামর্থঃ—বিভাবসুমগ্নিম্, উপ সমীপে আশ্রয়মাণস্য সেবমানস্য ভয়ং সর্পাদেঃ অপ্যেতি নশ্যতি। তথা কর্মাদিজাড্যম্ আগামিসংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানং, যদ্বা, ভয়ং সংসারঃ, অজ্ঞানং ভগবদ্ভক্তিমহিমজ্ঞানং নশ্যতীত্যর্থঃ। তত্রোপশব্দপ্রয়োগেণাত্র দূরেঽপি সেবমানস্যেতি ধ্বন্যতে। তত্র হেতুঃ—নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাম্। যদ্বা, ঘোরে ভবাব্ধাবেব নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং তস্মাদুত্থাতুমিচ্ছতামিত্যর্থঃ। ব্রজ-পরব্রহ্মতত্ত্বং বেদং বা বিদন্তীতি তথা তে, সকলবেদতাৎপর্যগোচরপরমরহস্য-মদীয়ভক্তিমাহাত্ম্যবেত্তার ইত্যর্থঃ। অতএব শান্তা, মোক্ষেঽপ্যপেক্ষারাহিত্যাৎ। কিঞ্চ, যথা অন্নমেব প্রাণো জীবনম্, অহমেব যথা পরণম্। ধর্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তম্, তথা সন্ত এব অর্বাক্

সংসারপতনাদ্‌বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, সন্তঃ চক্ষুংষি সগুণ-নির্গুণজ্ঞানানি, যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যজ্ঞানানি, গৌরবেণ বৈচিত্র্যা বা বহুত্বং, দিশন্তি বিতরন্তি। অর্কঃ সম্যগ্ উত্থিত এব বহিরেব তদপ্যেকমেব পরিচ্ছিন্নত্বেনাল্পতরমেব বা চক্ষুর্দিশতীত্যর্থঃ। কিং বহুনা? 'সন্ত এব দেবতাঃ সর্বা, বান্ধবাশ্চ সর্বে সন্ত এব, আত্মা সর্বজীবানাং চেতয়িতা প্রিয়ো বা।' সন্ত ইত্যস্য পুনঃপ্রয়োগো নির্ধারণার্থঃ। অপ্যর্থে চকারঃ। সন্ত এব অহমপি। যদ্বা, অহমেব তু সন্তঃ, ন তে মত্তো ভিন্না ইত্যর্থ ইতি। তথা তত্র তেনৈব—'সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা' ইতি প্রতিজ্ঞায়োত্তরম্। 'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥' (শ্রীভা ১১।১২।১-২) ইতি। এতয়োরর্থঃ—ন রোধয়তি, মাং ন বশীকরোতি। যোগঃ আসন-প্রাণায়ামাদিশমাদি-সমাধিপর্যন্তঃ, সাংখ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ, ধর্মঃ সামান্যতোঽহিংসাদি-বর্ণাশ্রমাচারো বা, স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাদি, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, ইষ্টাপূর্তং— ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, পূর্তং কুপারামাদিনির্মাণম্ ; দক্ষিণা শব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে ; ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি, যজ্ঞো দেবতাপূজা, ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ, তীর্থানি গঙ্গাদীনি, তদাশ্রয়াণামিত্যর্থঃ। নিয়মাঃ শৌচাদয়ো দ্বাদশ, যমাশ্চাহিংসাদয়ো দ্বাদশৈব, তে চ তত্র তেনৈব উক্তাঃ সন্তি। 'অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমা ভয়ম্॥ শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্॥' (শ্রীভা ১১।১৯।৩৩-৩৪) ইতি। তত্র অস্তেয়ং মনসাপি পরস্বাগ্রহণম্, আস্তিক্যং ধর্মবিশ্বাসঃ শৌচঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরঞ্চেতি। দ্বয়মিতি। অবরুন্ধে বশীকরোতি। সর্বত্র গুণময়ে গুণাতীতে চ সঙ্গং মনোঽভি-নিবেশম্ অপহন্তীতি তথা সঃ। যদ্বা, মমৈব সর্বসঙ্গাপহঃ বৈকুণ্ঠাদিবিষয়ক-ক্রীড়াসক্তিতোঽপ্যাকর্ষক ইত্যর্থ ইতি। অতএব মহতাং সঙ্গতঃ কৃতার্থতা স্যাদিতি কিং বক্তব্যম্? তেষাং মাহাত্ম্যশ্রবণমেব পরমফলমিতি শ্রীবিদুরেণোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১৩।৪৩)—'শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সুরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য, পুংসাং শ্রুতস্য শাস্ত্রস্য তদভ্যাসস্য তদুৎপন্নজ্ঞানস্য বা অয়মে-বার্থঃ। ননু নিশ্চিতমীড়িতঃ স্তুতঃ কোঽসৌ? মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি, তেষাং তেষাং ভাগবতানাম্ ; যদ্বা, যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি, তেষাং তস্য মুকুন্দপাদার-বিন্দহৃদয়রূপস্যানির্বচনীয়স্য বা গুণস্য মাহাত্ম্যস্য স্বভাবস্য বা অনুশ্রবণং বারং বারং

শ্রবণমিতি। শ্রীধ্রুবেণাপ্যুক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৯।১০)—'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম, ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ, কিংবান্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেন। স্বমহিমনি নিজানন্দরূপেঽপি মা ভূৎ ন ভবতীত্যর্থঃ। অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ পততাং সা নাস্তীতি কিমু বক্তব্যমিতি। মহতাং প্রসঙ্গেন পরমকৃতার্থতা ভবতীতি কিং বক্তব্যং, তদ্ভক্ত-ভক্তানামপি সঙ্গেন স্যাদিতি তত্র তেনৈবোক্তম্—'তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং, যে চান্বদঃ সুতসুহৃদগৃহবিত্তদারাঃ। যে ত্বজ্জনাভ! ভবদীয়-পদারবিন্দ, সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃত-প্রসঙ্গাঃ॥' (শ্রীভা ৪।৯।১২) ইতি। অস্যার্থঃ—ভবদীয়া বৈষ্ণবাস্তেষাং পদার-বিন্দয়োঃ সৌগন্ধ্যসেবায়ামিত্যর্থঃ, লুব্ধং হৃদয়ং যেষাং তেষু যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ। তু-শব্দেন অন্যেষাং কেবলযোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাদ্যভিমানাদ্যনিবৃত্তিং দর্শয়তি। তে অতিতরামতিশয়নে প্রিয়মপি মর্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসন্দধতে, অতিতরাং ন স্মরন্তীতি বান্বয়ঃ, ভগবচ্চরণারবিন্দবিষয়ক-প্রেমসিদ্ধেঃ। যথোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৩।৩৬) শ্রীহংসেন—'দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা, সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং, বাসো যথা পরিহিতং মদিরামদান্ধঃ॥' ইতি। অতএব অদো মর্ত্যমনুসম্বন্ধা যে সূতাদয়স্তানপি ন স্মরন্ত্যেবেতি। মহতাং লক্ষণঞ্চ পঞ্চমস্কন্ধে (শ্রীভা ৫।৫।২-৩) 'মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে, 'যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা, জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু, ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাংশ্চ লোকে॥' ইতি। সমচিত্তাঃ শত্রুমিত্রাদাবেকভাবাঃ ; যতঃ প্রশান্তাঃ রাগাদ্বেষাদিশূন্যাঃ, যতো বিমন্যবঃ নিষ্ক্রোধাঃ, যতঃ সুহৃদঃ নিরুপাধি সর্বোপকারপরাঃ, যতঃ সাধবঃ সদাচার-রতাঃ ; এবং যথেচ্ছং বা বিশেষণানামেষাং হেতুহেতু মদ্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ। কিংবা সর্বেষামপ্যেষাং লক্ষণানং বা শব্দবলাদ্বিকল্পেন স্বাতন্ত্র্যং কিংবা সমুচ্চয় এব জ্ঞাতব্যঃ। ময়ি ঈশে পরমেশ্বররূপে নিজেষ্টপ্রভুরূপে বা কৃতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। এষ হেতুশ্চ সদাচারত্বে সর্বত্রাপি বা পূর্বত্র দ্রষ্টব্যঃ। স্বাতন্ত্র্যপক্ষে চ বা শব্দেনান্যনিরপেক্ষস্যৈবাস্য লক্ষণত্বং বোধ্যতে। অতএব দেহং বিভর্তীতি দেহম্ভরা বিষয়াবর্তেব, ন ধর্ম্মাদিবিষয়া যেষু তেষু জনেষু জায়াদিযুক্তেষু গৃহেষু চ ন প্রীতিমন্তঃ। রাতিমিত্রং ধনং বা। ননু তর্হি দেহনির্বাহঃ কথং স্যাৎ? তত্রাহ—যাদবর্থমেব অর্থো যেষামিতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ, দেহনির্বাহাধিক-স্পৃহাশূন্যা ইত্যর্থঃ। এতদ্বিশেষণদ্বয়েন চেশবিষয়কৃত সৌহৃদলক্ষণবাহ্যং দর্শিতমিতি

বা জ্ঞেয়মিতি। একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৪।১৭) স্বয়ং শ্রীভগবতাপি—'নিষ্কিঞ্চনা মযুন্যনুরক্তচেতসঃ, শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ। কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে, যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥' ইতি। অস্যার্থঃ—মযুন্যনুরক্তচেতস, এব মহান্তঃ ; তেষাং বাহ্যলক্ষণানি—নিষ্কিঞ্চনাঃ ত্যক্তপরিগ্রহাঃ, শান্তা রাগাদিশূন্যাঃ, অখিল-জীবেষু বৎসলাঃ, কামৈর্বিষয়ভোগৈরনালব্ধধিয়ঃ অস্পৃষ্টচিত্তাঃ ; এষাঞ্চ যথেষ্টং হেতুহেতুমদ্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ। আন্তরলক্ষণমাহ—এবম্ভূতা মম মদীয়া যৎ সুখং জুষন্তি সেবন্তে, তৎ সুখং ত এব বিদুর্নান্যে। কুতঃ? নৈরপেক্ষ্যং তদ্বিদুর্নান্যঃ ইত্যন্বয়ঃ। অথবা ঈদৃশা এব সুখং জুষন্তীত্যন্বয়ঃ, পরমানন্দমনুভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, জুষন্তি সেবন্তে প্রীণয়ন্তি বা, অর্থান্মামেব যদ্যস্মাত্তে মম নৈরপেক্ষ্যমাত্মারামত্বাদিনা সর্বত্র নিরপেক্ষতাং ন বিদুঃ কিন্তু ভক্তিরসাপেক্ষকো ভক্তজনপরবশ ইত্যেবং বিদুরিত্যর্থঃ। 'অপি যে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্' ইতি। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনপ্রামাণ্যাদেব। অতএব শ্রদ্ধাদ্যতিশয়োৎপত্তা ভজনেনানুরাগসিদ্ধ্যা মহত্তা সম্পদ্যতে ; অত ইদমেবান্তর মুখ্যলক্ষণং জ্ঞেয়মিতি। তত্রৈব যোগেশ্বরেণ শ্রীহরিণাপ্যুক্তাখিল-ভগবদ্ভক্তলক্ষণসারোঽয়মন্তে প্রোক্তঃ। (শ্রীভা ১১।২।৫৫)—'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্য-ঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ, স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। যদ্বা, সাক্ষাদ্ধরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।১৮) ইত্যুক্তেঃ। কতম্ভূতঃ? অবশেন ঋতুস্খলনাদিবৈবশ্যেনাপি অভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং পাপসমূহং নাশয়তীতি তথা সঃ। তৎ কিং ন-বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়ঃ প্রেমৈব রশনা বশীকরণহেতুত্বাৎ, তয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। ভাগবতপ্রধানঃ মহানিত্যর্থঃ ; স ভক্তো ভবতি। যদ্বা, কীদৃশঃ? অঘাসুরস্য ওঘং বেগং মুক্তিদানেন নাশয়তীতি তথা সঃ, দুর্বিতর্ক্য-মাহাত্ম্যঃ শ্রীবৃন্দাবনবিহারীত্যর্থঃ। অতএব হরিঃ পরমমনোহরঃ অন্যৎ সমানম্। স ভাগবতপ্রধান ইত্যেকত্বঞ্চ, তাদৃশানাং বাহুল্যাসম্ভবাৎ। তদুক্তং 'এবং সল্লক্ষণা লোকে দুর্লভা মানবাঃ কলৌ। ন হি সিংহসমূহা বৈ দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ ; ইতি। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে চ ধরণীবাক্যে—'সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে' ইতি। একাদশস্কন্ধেঽপি (শ্রীভা ১১।২।২৯)—'দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণ-ভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥' ইতি। যতঃ সমূলাশেষ-পাপক্ষয়াদেব তথা সম্পূর্ণসৎকর্মগণসম্পত্ত্যৈব শ্রীকৃষ্ণে ভগবতি ভক্তির্জায়তে। তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু (শ্রীগী ৭।২৮)—'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্!

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥' ইতি। শ্রীদশমস্কন্ধে চ (শ্রীভা ১০।৪৭।২৪)—'দানব্রততপোহোম জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥' ইতি। যোগবাশিষ্ঠে চ—'জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞান-সমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥' ইতি। অতো যেষু ভগবদ্ভক্তির্ন দৃশ্যতে, তে পাপিনো এব জ্ঞেয়াঃ। ন চাত্মতত্ত্বজ্ঞানপরাণাং জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি বাচ্যম্, যোগবাশিষ্ঠাদিবচনেষু তপোজ্ঞানসমাধীনাং ভক্তিসাধনতোক্তেঃ। তথা শ্রীভগবদ্গীতা-তাৎপর্যনির্ধারে শ্রীধরস্বামিপাদৈরন্তে টীকায়াং লিখিতমিদম্—'জ্ঞানস্য ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব' 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' (শ্রীগী ১০।১০ ; ১৩।১৮) ইত্যাদি বচনাৎ। 'ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্', 'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' (শ্রীগী ১৮।৫৪-৫৫) ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাদিত্যাদি। অতএবাত্ম-তত্ত্বোপাসকা যতয়ো ভক্তেভ্যো ভিন্না এব। যথোক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২২।৬৯) শ্রীপৃথুং প্রতি সনৎকুমারেণ—'যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা, কর্মাশয়ং গ্রথিত-মুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানিঅঙ্গুলয়স্তেষাং বিলাসঃ কান্তিস্তস্য স্মৃত্যা, যদ্বা, বিলাসঃ শ্রীবৃন্দাবনাদিবিষয়কক্রীড়া তস্য ভক্ত্যা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপয়া। তদুক্তং স্বমাতরং প্রতি শ্রীকপিলদেবেন সর্বসাধনবর্গকথনে সর্বসারতয়া তদন্তে বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানমিতি। যদ্বা বিলাসো নাম ভগবন্মহা-প্রসাদান্নভক্ষণ-নৃত্যগীতাদিস্তদ্রূপয়াপি ভক্ত্যা কর্মাশয়ম্ অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থিং সংসারবন্ধং বা কর্মভিরেব গ্রথিতং সন্তঃ সাধবঃ উদ্গ্রথয়ান্ত মোচয়ন্তি। যতয়ঃ সন্ন্যাসিনস্তু নিরুদ্ধঃ স্রোতোগণঃ ইন্দ্রিয়বর্গঃ যৈস্তথাভূতাঃ সন্তোঽপি তদ্বদ্ ভক্তবৎ কর্মাশয়ং নোদ্গ্রথয়ন্তি ; কিন্তু কিঞ্চিদেব শিথিলয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, সন্ত এবোদ-গ্রথয়ন্তি, যতয়স্তু নৈব্যেত্যেষ এব তদ্বদিত্যস্য তাৎপর্যার্থঃ। যদ্বা, 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্, ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ' (শ্রীভা ১০।২।৩৩) ইত্যত্র তথা ন ভ্রশ্যন্তি, কিন্তু কিঞ্চিদ্ভ্রশ্যন্তীত্যর্থোঽনুপযুক্তঃ বদ্ধসৌহৃদত্বাচ্চ কদাচিদপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যেষ এবার্থঃ সতাং সম্মত ইতি। স্রোতঃশব্দেন যথা গঙ্গাদিস্রোতসাং নিরোধঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ তথা ইন্দ্রিয়বর্গস্যাপীতি বোধ্যতে, কথঞ্চিদ্বা তাদৃশা অপি ভবন্তু, তথাপি নোদ্গ্রথয়িতুং শকুবন্তীত্যত্র হেতুঃ—রিক্তা নির্বিষয়া, যদ্বা, রিক্তে শূন্যরূপে আত্মতত্ত্বে। যথোক্তং শ্রুতিভির্দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮৭।২৯) ব্রহ্মত্বেন

ভগবৎস্তুতৌ—'বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ' ইতি। যদ্বা, রিক্তা শূন্যমতির্যেষাং তে নির্বুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-ভক্তিত্যাগেনাত্মোপাসনাৎ। অতএব প্রাক্ সন্ত ইতি নির্দেশেন সদিতরত্বমন্যেষাং ধ্বনিতম, তং বসুদেবনন্দনম্ অরণং শরণং ভজ আশ্রয়। অরণমিত্যনেন চ যতীনাং শরণরাহিত্যং ধ্বনিতম্, বিনা ভগবদাশ্রয়ণমনাথত্বে পর্যবসানাৎ। শ্রীভগবতো ভক্তাস্তু তেন সনাথাঃ পরমনির্ভয়াঃ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিস্তারেণ সর্বথা তদ্ভজনাৎ সংসারবন্ধং মোচয়ন্তীতি কিং বাচ্যম্? অনুক্ষণ-নূতন-নূতনমধুরমধুরানন্দপূরং মুক্তগণদুর্লভমেব প্রাপ্নুবন্তি। এতচ্চ প্রাগেব সপরিকরং নিরূপিতমস্তি। তত্র চ যতিভির্মহাপ্রযত্নেন দুস্তরমপি সংসারসাগরং শ্রীভগবদ্ভক্তা হেলয়ৈব সুখং তরন্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিত্যূহ্যম্। যচ্চোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।৫।৩৯) কারণদেবৈঃ—'ননাম তে দেব পদারবিন্দং, প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্। মন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু, সংসারতাপং বহিরুৎক্ষিপন্তি॥' ইতি। অত্রায়মর্থঃ—যতয়োঽপি যস্য পদারবিন্দস্য মূলং তলং কেত আশ্রয়ো যেষাং তথাভূতা এব সন্তঃ মহদপি সংসারদুঃখমঞ্জসা অনায়াসেনৈব বহিরুৎক্ষিপন্তীতি। যদ্বা, যে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রয়াস্তে যতয় এব নোচ্যন্তে, কিন্তু পরমভক্তা এব, সর্বপরিত্যাগেন তচ্চরণারবিন্দাশ্রয়ণাৎ, কেবলং গৃহাদিপরিত্যাগনিষ্ঠার্থমেব সন্ন্যাসগ্রহণাৎ, বেশমাত্রেণ যতিসাদৃশ্যং তেষাম্। যে তু আত্মানমেব শ্রীভগবন্তং শ্রীনারায়ণং মন্বানা আত্মব্যতিরিক্তদৃষ্টং শ্রুতং সর্বমেব মন্ময়াকল্পিতং ময্যেবাধ্যস্তমিত্যাদি মায়াবাদানুসারেণাদ্বৈত বোধমাত্রপরাস্ত এবাদ্বৈতপরবেদান্তসিদ্ধান্তমতে যতয়োঽভিধীয়ন্তে। ত এব হি সচ্ছব্দবাচ্যেভ্যো ভক্তেভ্যো ভিন্না অক্ষীণপাপা বিষয়রাগবাসিতান্তঃকরণা অজ্ঞা অপি পণ্ডিতমানিনো দৈত্যপ্রকৃতয়ঃ। তান্ প্রত্যেবমানি বচনানি শ্রূয়ন্তে। তত্র দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২।৩২) দেবস্তুতৌ—'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন, স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥' ইতি। শ্রুতিস্তুতৌ চ—'যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদিকামজটা, দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ। অসুতৃপ্‌যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগবন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮৭।৩৯) ইতি। বাশিষ্ঠে চ—'অজ্ঞস্যার্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিয়োজিতঃ॥' ইতি। ব্রহ্মবৈবর্তে চ—'বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥' ইতি। পুরাণান্তরে চ—'সংসারসুখসংযুক্তং ব্রহ্মাহমিতিবাদিনম্! কর্মব্রহ্মপরিভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥' ইতি। ইত্যেষা দিক্, অলমতিবিস্তরেণ। প্রকৃতশ্লোকার্থমনুসরামি। যেন মহৎসঙ্গমমাহাত্ম্যেন অসৌ

ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যানভিজ্ঞোঽপি বিপ্রঃ সদ্যোঽবিলম্বিতম্ এব কৃতার্থঃ পরিপূর্ণ-ফলোঽভূৎ। তত্র চ স বহুতরপ্রযত্নাদিনা কৃতার্থতাং প্রাপ্তো যঃ স্বরূপস্তদ্বদেবেত্যর্থঃ। অতএব সর্বসাধননিরূপণ প্রসঙ্গে পূর্বমিদং মহৎসঙ্গম-মাহাত্ম্যং নোক্তম্ ;—সর্ব-সাধনবর্গশ্রেষ্ঠত্বাৎ, পরমসাধ্যান্তর্ভূতত্বাচ্চ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। যদি বলেন, তাদৃশ প্রযত্নভরে শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের দ্বারা অতি বিলম্বে তাদৃশ ভক্ত-কর্তৃক যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণের তাদৃশ প্রযত্নাদির অভাবেও শীঘ্র তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইল? এই আশঙ্কা নিরাসার্থই 'মহৎসঙ্গম' ইত্যাদি শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহৎসঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপই পরম অদ্ভুত, যে মাহাত্ম্য-প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণ সাধনাদি না করিয়াও সেই সরূপের ন্যায়ই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যদি বলেন, এইপ্রকার ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এরূপ সংশয় প্রকাশ করিবেন না। কারণ, মহৎসঙ্গম-মাহাত্ম্য পরমাদ্ভুত ও অত্যন্ত দুর্বিতর্ক্য। অতএব সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। এইজন্যই তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহূতি বলিয়াছেন, 'অজ্ঞানবশতঃ অবুধগণ সংসারের হেতুস্বরূপ পান-ভোজনাদি দ্বারা যে অসৎসঙ্গ করিয়া থাকে, সেই সঙ্গ যদি সাধপুরুষে বিহিত হয়, তাহা হইলে নিঃসঙ্গত্বের (বিষয়-বৈরাগ্যের) অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিত প্রেমভাবের নিমিত্ত কল্পিত (প্রেমভাব উৎপাদনে সমর্থ) হইয়া থাকে।' এইরূপ কথা বাশিষ্ঠেও উল্লিখিত হইয়াছে, 'সর্বদা সাধুর নিকট গমন করিও, যদ্যপি তাঁহারা তোমাকে কোন উপদেশ প্রদান না করেন, তথাপি তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিবে। কারণ, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কথাই তোমার পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইবে। এইপ্রকার বিদ্বজ্জন (ভক্তিমান) সমাগমে ভক্তিশূন্য হৃদয়ও ভক্তিরসে সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর যাহাদের হৃদয় শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া মায়ামরীচিকার ছলনায় ভ্রান্তিবিলাসে পরিপূর্ণ, তাহাদেরও হৃদয় নিত্য আনন্দময় ভক্তিরসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মৃতও অমৃতে পরিণত হয়। অর্থাৎ মৃতস্বরূপ এই মর্ত্যদেহও অমৃতস্বরূপে (ভগবৎসেবার উপযোগী দিব্যদেহে) পরিণত হয়। আপদসমূহ সম্পদে পরিণত অর্থাৎ ভক্তির বিঘ্নসমূহ তিরোহিত হইলে স্বাভাবিক ভক্তি-সম্পদের উদয় হয়। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরও বর্ণন করিয়াছেন, (হে মুনে!) আপনাদের ন্যায় সাধুগণের চরণসেবা করিলে কূটস্থ দুর্জ্ঞেয় সর্বকালব্যাপী ভগবান মধুসূদনের চরণকমলে ব্যসনাপহারী রতিরাস অর্থাৎ প্রেমোৎসব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব আনুসঙ্গ-রূপে সংসারদুঃখও নিবৃত্ত হইয়া যায়। অথবা 'কূটস্থ' এই বিশেষণটি 'কূট' অর্থাৎ

অন্নকূট নামে বিখ্যাত শ্রীগোবর্ধনশৃঙ্গে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। অতএব সেই শ্রীগোবর্ধনশৃঙ্গে বিরাজিত ভগবান্ শ্রীমধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলে তীব্র রতিরাস অর্থাৎ তাঁহার সহিত নিরন্তর প্রেমোৎসব। অথবা তীব্র বলিতে দুর্নিবার, অথবা স্বাভাবিক অনবচ্ছিন্ন রতি-হেতু রাস শ্রীকৃষ্ণের সহিত (ব্রজাঙ্গনাদিগের) রাসক্রীড়া বুঝিতে হইবে। 'ব্যসনার্দনঃ' বলিতে অশেষ সংসারদুঃখের নাশ করে যে, শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলে রতি। অথবা 'পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ'—পাদপদ্মযুগলের ব্যসনার্দন। কারণ, রাসক্রীড়ায় নৃত্যেরই প্রাধান্য এবং সেই নৃত্যের প্রাধান্য-হেতু পদযুগলের সঞ্চালন দুঃখ বিঘাতক। কিংবা অন্য ব্যাপারপরতা নাশ করে। শ্রীকপিলদেবও বর্ণন করিয়াছেন—সাধু-সমাগমে হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন (সুখদায়ক) আমার বীর্য প্রকাশক (মাহাত্ম্য-সংবেদন) কথা উপস্থিত হয়। তৎসেবনেই আশু আমাতে অর্থাৎ অপবর্গবর্ত্ম (অবিদ্যা-নিবৃত্তি বা মোক্ষ হইয়াছে যাহার বর্ত্মপ্রাপক সেই) শ্রীহরিতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তদনন্তর রতি (প্রেম) তারপর ভক্তি (সেবা-নিষ্ঠতা) অনুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অথবা 'অনু' বলিতে পশ্চাৎ ঐগুলি স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে যে ক্রম, তাহা অবিবক্ষিত। অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তাহার পর কীর্তনাদি ভক্তি, তাহার পর রতি (প্রেম) এইরূপই অবগত হইবেন। যেহেতু 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' এই ন্যায়ানুসারে ভক্তি হইতেই ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। অতএব প্রেম ভক্তির ফল বলিয়াই সর্বত্র গণিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীধ্রুব চতুর্থস্কন্ধে প্রার্থনা করিয়াছেন—'হে অনন্ত! যে সকল অমলাশয় বিশুদ্ধ-চিত্ত মহৎপুরুষ আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনার কথা-শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়।' যদি বলেন, তুরীয় পুরুষার্থ মোক্ষ কি জন্য প্রার্থনা করিলেন না? বলিতেছি, ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া মোক্ষ স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীধ্রুব মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন যে, 'আমি মহৎসঙ্গে আপনার গুণ-কথারূপ অমৃত পান করিয়া মত্ত হইলে অনায়াসে উরুব্যসন অর্থাৎ এই দুঃখময় দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইব।' যেমন, মধুপানাসক্ত পুরুষ সকলের মধুর আস্বাদন গ্রহণই মুখ্য উদ্দেশ্য, শীত নিবারণাদি আনুষঙ্গিক ফল, সেইরূপ এইস্থলে ভগবদ্ভক্তি সুধা-পান রসিকগণের নিরন্তর ভক্তি-সুধাপানই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব মোক্ষকে অবান্তর ফল বলিয়াই জানিবেন। অর্থাৎ স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীশিবও বলিয়াছেন—'ভগবদ্ভক্তসঙ্গ এত দুর্লভ যে, তাহার সহিত স্বর্গকে ক্ষণকালের জন্যও তুলনা করিতে পারি না। রাজ্যাদি যে তাহার সহিত তুলনাপ্রাপ্ত হইতে পারে না, এ বিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? অতএব ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গই সকল পুরুষার্থশ্রেণীর মস্তকে বারম্বার নৃত্য করিয়া থাকে। অতএব হে ভগবন্! আপনার ভক্তের শ্রীচরণরেণু সর্বপাপ হরণ করে অথবা অঘাসুরঘাতকের অঙ্ঘ্রি যুগলের (চিহ্নে) সুশোভিত ভক্তের শ্রীমুখবিগলিত আপনার যশঃ কীর্তিতে

অবগাহন এবং তীর্থে অর্থাৎ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া অথবা শ্রীগোপিকাদিগের জল আহরণ সম্বন্ধি যমুনার ঘাটে স্নান করিয়া অর্থাৎ যথাক্রমে অন্তর ও বাহ্যস্নানে যাঁহাদের কল্মষ বিধৌত হইয়াছে, অথবা অন্তঃস্নান বলিতে অন্তরস্থ বাসনাক্ষয় এবং বহিঃস্নান বলিতে নরকাদি নিবারণরূপ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভূত সকলের প্রতি তাঁহাদের স্বতঃই কৃপা বিদ্যমান আছে। অতএব সেই সুসত্ত্বশীলা অর্থাৎ শীল ও সরলতাদি সৎগুণযুক্ত মহৎ সকলের সহিত যেন মিলিত হইতে পারি—এইরূপই আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এ বিষয়ে পঞ্চমস্কন্ধে রহূগণের প্রতি শ্রীভরতের উপদেশ এইরূপ—হে রহূগণ! 'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্' ইত্যাদি পূর্বশ্লোকে পরম বিশুদ্ধ জ্ঞানই পারমার্থিক সত্য এবং সেই জ্ঞানের নাম ভগবৎ অর্থাৎ পণ্ডিতেরা এই জ্ঞানকে বাসুদেব বলেন। এই শ্রীবসুদেবনন্দনরূপ ভগবৎসংজ্ঞক পরব্রহ্ম-সঙ্গ তপঃ আদি দ্বারা কেহ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তপঃ বলিতে স্বধর্মাচরণ বা মনের একাগ্রতা, ইজ্যা (বৈদিক কর্ম), নির্বাপণ (অন্নাদির সংবিভাগরূপ সন্ন্যাস), গৃহ (তন্নিমিত্ত মৃত্তিকা ও উপকরণ সংগ্রহাদিরূপ গৃহস্থধর্ম), ছন্দ (বেদাভ্যাস) জলাদি অর্থাৎ জলাধিকারী দেবতা বরুণ, এইপ্রকার অগ্নি, সূর্য ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতার আরাধনা ; এই সকল দ্বারা শ্রীবাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথবা জলপ্রবেশ বা অগ্নিপ্রবেশ করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথবা সূর্যমণ্ডল ভেদ করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মহৎসকলের পাদরজো দ্বারা অভিষেক (পরমতীর্থ-হেতু স্নান) না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত সাধন সকল দ্বারা শ্রীবাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার তাৎপর্য এই যে, মহৎ সকলের অনুগ্রহ ব্যতীত তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে মহৎ অনুগ্রহ হইলে তপস্যাদি দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহদনুগ্রহ নিরপেক্ষ বলিয়া উক্ত তপস্যাদি দ্বারা সাধন-সামর্থ্য লাভ হয় না। কারণ, ঐ মহৎসকলে উত্তমশ্লোকের (উদ্গত হয় তমঃ যাহা হইতে এতাদৃশ শ্লোক (যশঃ) যাঁহার সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) গুণানুবাদ (ভক্ত বাৎসল্যাদি-গুণকথা) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা মহৎপদরজে অভিষিক্ত হইলে বিষয়াসক্ত জনকর্তৃকও এই গ্রাম্যবার্তা-বিঘাতক উত্তমঃ-শ্লোকের গুণানুবাদ নিষেবিত হইয়া থাকে এবং সেই সেবিত উত্তম-শ্লোক-গুণানুবাদ শ্রীবাসুদেব বিষয়ে মুমুক্ষু (বিষয় বিরক্ত) সকলকেও দৃঢ়া মতি প্রদান করিয়া থাকে। অথবা উহা মুমুক্ষুকেও মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগ করাইয়া সতী (উত্তমা মতি) প্রদান করিয়া থাকে। তত্রৈব শ্রীভরত-প্রতি রহূগণবাক্য—হে ব্রহ্মণ্। মনুষ্য জন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, অখিল জন্মের শোভাস্বরূপ মনুষ্য জন্মই 'ভগবদ্ভক্তি বিস্তারণের হেতু-স্বরূপ'। অতএব সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দেবতাদি জন্মেই বা কি প্রয়োজন? যেহেতু, বিষয়ভোগাসক্ত দেবতাদিগের

পক্ষে মহৎসঙ্গ দুর্লভ। যেহেতু, মহৎগণ প্রায়শঃ তীর্থপাবনের নিমিত্ত ধরাতলেই বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই মহৎগণ কি প্রকার? হৃষীকেশের যশেতে যাঁহাদের চিত্ত শোধিত হইয়াছে। অথবা যাঁহারা কীর্তনাদি দ্বারা হৃষীকেশের যশেতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এতাদৃশ মহৎগণ যদি প্রচুররূপে সমাগত না হয়েন, তবে উক্ত দেবতাদি জন্মও বৃথা হইয়া যায়। সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন, "যে কাল পর্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য নিষ্কিঞ্চন মহৎগণের পদধুলির দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে পর্যন্ত মতি ভগবানের পাদস্পর্শ করিতে পারে না।" তাৎপর্য এই যে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, যাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়ে আসক্ত, তাহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে জানিতে পারে না। কারণ, তাহারা বহিরর্থমানী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়কেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। এজন্য সেই সকল দুরাশয়গণের মতি অনর্থাপহারী উরুক্রম ভগবানের পাদস্পর্শ করে না। ফলতঃ মহদনুগ্রহের অভাব হইলে তত্ত্বনিশ্চয় বা কোনরূপ শুভফল উৎপন্ন হয় না। দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দ বর্ণন করিয়াছেন—'হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহক্রমে যখন সংসারী মনুষ্যের সংসার-ক্ষয়কাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে সংসার বন্ধনছেদনের কথা কি বলিব? কারণ, যখন সৎসঙ্গ হইয়া থাকে, তখন পরাবরেশে অর্থাৎ কার্য-কারণ নিয়ন্তা পরব্রহ্মে এবং 'অবর' বলিতে অর্বাচীন জীব সকলের ও ঈশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গৌরবভরে (প্রিয়তমভাবে নহে) পূজনীয় এবং ভক্তসকলের একমাত্র গতি আপনার শ্রীচরণে রতি (প্রেম) আবির্ভূত হইয়া থাকে। একাদশস্কন্ধে স্বয়ং ভগবানও বর্ণন করিয়াছেন—'ভগবান্ বিভাবসুর (অগ্নির) সমীপবর্তি হইয়া সেবা করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও সর্পাদি ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে সমস্ত তমরাশি নষ্ট হইয়া থাকে। এখানে 'তম' শব্দে কর্মাদিজাড্য, আগামী সংসার ভয় এবং সংসারের মূল কারণ অজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিমহিমা বিষয়ে অজ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূল শ্লোকে 'উপ' শব্দের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, দূর হইতে সেবা দ্বারাও উক্ত ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। (সমীপবর্তি হইয়া সেবা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা বলা যায় না) তাহার কারণ, যাহারা সংসারে উচ্চ নীচ যোনি ভ্রমণ করিতেছে তাহারা, অথবা যাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া উত্থিত হইতে ইচ্ছা করে তাহারা, এইপ্রকার যাহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগের পক্ষে নৌকা যেমন পরমাশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের পক্ষে শান্ত ব্রহ্মবিদ্ সাধুসকল পরমাশ্রয়। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্' পদের অর্থ এই যে, সকল বেদের তাৎপর্য বিষয়ে (পরম রহস্যময় ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যর তত্ত্ব) বেত্তা, অতএব শান্ত অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা রহিত। আর আমি যেরূপ আর্ত সকলের শরণ, অন্ন যেমন প্রাণিকুলের প্রাণ, ধর্ম যেমন পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসার-পতনভীত

পুরুষের পরিত্রাতা। আরও বলিতেছেন, যেমন, সূর্য উদিত হইয়া বাহ্যচক্ষুপ্রকাশ করেন, সাধুগণ সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ করিয়া সগুণ-নির্গুণজ্ঞান অথবা ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য উদিত হইয়া বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন-হেতু অল্পতর। অধিক কি বলিব? সাধু সকলই সকল দেবতা—সকল বান্ধব—সকল জীবের আত্মা অর্থাৎ প্রিয়। 'সন্ত'-পদ পুনঃপ্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, নির্ধারণের জন্য। এখানে 'অপি' অর্থে 'চ' কার। অতএব (ভগবান বলিতেছেন) আমিই সাধুসকল। কারণ, তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন নহেন। তথায় তিনি আরও বলিয়াছেন, "হে উদ্ধব! ইহার পর তোমাকে আরও অত্যন্ত নিগূঢ় বিষয় বলিব ; তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ ও সখা।" এই প্রতিজ্ঞার পর বলিলেন, হে সখে! সর্বসঙ্গ-নিবর্তক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, তীর্থপর্যটন, নিয়ম এবং যমসকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। এখানে যোগ শব্দে আসন-প্রাণায়ামাদি ও শমাদি সমাধি পর্যন্ত। সাংখ্য—তত্ত্বসকলের বিবেক। ধর্ম—সামান্যতঃ অহিংসাদি অথবা বর্ণাশ্রমাচার। স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন। তপ—কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা। ত্যাগ—সন্ন্যাস। ইষ্টাপূর্ত—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ও কূপ-আরামাদি নির্মাণ। দক্ষিণা—সামান্যতঃ দান লক্ষিত হইয়াছে। ব্রত—একাদশীতে উপবাসাদি। যজ্ঞ—দেবতাপূজা। ছন্দ—গোপনীয় মন্ত্র। তীর্থ—গঙ্গাদিস্নান জন্য গমন ও তদাশ্রয়াদি। নিয়ম—শৌচাদি দ্বাদশ। যম—অহিংসাদি দ্বাদশ। যম ও নিয়ম তথায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অসঙ্গ, অসঞ্চয়, স্বধর্মে স্থির বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা ও ভয়। আর বাহ্যশৌচ ও অভ্যন্তর শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্মে আদর, আতিথ্য, আমার পূজা, তীর্থভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সন্তোষ ও আচার্যের সেব করা। এখানে অস্তেয় শব্দে মনের দ্বারাও পরের দ্রব্য অগ্রহণ। আস্তিক্য—ধর্মে বিশ্বাস। শৌচ বলিতে বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ। 'অবরুন্ধে' শব্দের অর্থ, বশীভূত করে। সর্বসঙ্গাপহা—গুণময় ও গুণাতীত বিষয় সঙ্গ বা মনের অভিনিবেশ অপহরণ করিয়া সকলকে ভক্তিতে আবেশিত করে যে তাহা (সৎসঙ্গ) অথবা (শ্রীভগবান বলিতেছেন) ঐ সৎসঙ্গ আমারও সর্বসঙ্গাপহা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি বিষয়ক ক্রীড়া-আসক্তি হইতেও আকর্ষক। (বৈকুণ্ঠাদি ক্রীড়া-আসক্তি অপহরণ করিয়া সৎসঙ্গীর ভক্তিতে প্রবর্তিত করে) অতএব মহৎ সকলের সঙ্গ-প্রভাবে (সে-ই) কৃতার্থ হইবে, এ বিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? তাঁহাদের মাহাত্ম্য শ্রবণও পরমফলস্বরূপ। শ্রীবিদুরও (তৃতীয়স্কন্ধে) বলিয়াছেন—চিরকালের শ্রমসাধ্য শাস্ত্রশ্রবণের এইরূপই অর্থ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান রহিয়াছে অথবা মুকুন্দপদারবিন্দ হৃদয়রূপ অনির্বচনীয় গুণমাহাত্ম্য বা

স্বভাব যাঁহাদের, তাঁহাদের গুণানুবাদ ও চরিত্র-শ্রবণই পুরুষসকলের চিরকালের শ্রমোপার্জিত সাধনের ফলস্বরূপ। এইজন্যই পণ্ডিতেরা তাহাই যথার্থ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের গুণমাহাত্ম্য ও চরিত্রের বারম্বার শ্রবণ 'ইহাই অর্থ'। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবও বলিয়াছেন—হে প্রভো! আপনার পাদপদ্ম-ধ্যানে অথবা আপনার ভক্তকথা শ্রবণে যে সুখ লাভ হয়, তাহা আত্মসাক্ষাৎকারে বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও (সেই সুখ) লাভ হয় না—দেবতা হইয়া আমি অধিক কি সুখ পাইব? কালরূপ খড়্গ দ্বারা বিমান কর্তিত হইলে দেবতারাও পতিত হন। অতএব আমার প্রার্থনা—যে সকল নির্মলচিত্ত সাধু আপনার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনার কথা-শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন সাহচর্য হয়। তখন আমি সেই সঙ্গে আপনার গুণ-কথা শ্রবণে কৃতার্থ হইব। তাৎপর্য এই যে, মহৎসকলের প্রসঙ্গ-শ্রবণেও যখন কৃতার্থ হওয়া যায়, তখন সেই মহৎসকলের সঙ্গে যে পরম কৃতার্থতা হইবে, এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে?

অতএব তদ্ভক্ত (মহতের অনুগত ভক্ত) ভক্তসঙ্গেও পরম ফললাভ হইয়া থাকে। পুনর্বার তাহাই বলিতেছেন—হে কমলনাভ! ভবদীয় পদারবিন্দের সুগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লুব্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সাহচর্য করেন, তাঁহারাও এই অত্যন্ত প্রিয় দেহ এবং দেহানুগত গৃহ, বিত্ত, পুত্র, কলত্র ও সুহৃদ্‌গণকে স্মরণ করেন না, অর্থাৎ কিছু গ্রাহ্য করেন না। শ্লোকে যে 'তু' শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, কেবল যোগাদি-নিষ্ঠ যোগীসকলের দেহাদির প্রতি অভিমান নিবৃত্তি হয় না। আর ভবদীয় (বৈষ্ণবসকলের) ভগবচ্চরণারবিন্দবিষয়ক-প্রেমলাভ-হেতু অতিশীঘ্র দেহাদির প্রতি অভিমান তিরোহিত হইয়া থাকে। একাদশস্কন্ধে ভগবান শ্রীহংসও বলিয়াছেন—"মদিরামদে অন্ধব্যক্তির বস্ত্র গ্রহণের ন্যায় সিদ্ধ মহাত্মাগণ দৈববলে মিলিত দেহ উপবিষ্ট থাকুক, উত্থিত হউক অথবা দৈববশে স্থানভ্রষ্ট কি যথা স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হউক, স্বীয় দেহাদি দর্শন করিতে পারেন।" এইজন্যই পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মর্ত্য অর্থাৎ দেহকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমান সুতাদির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। মহৎসকলেরও লক্ষণ পঞ্চমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ, সুহৃদ, সদাচারী এবং যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান যাঁহারা করেন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্র ধন-মিত্রাদিবিশিষ্ট গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন, এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা-নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন—তাঁহারাই মহৎ। এখানে সমচিত্ত বলিতে শত্রু-মিত্রাদির প্রতি একভাবযুক্ত। কারণ, তাঁহারা প্রশান্ত। সুহৃৎ বলিতে নিঃস্বার্থভাবে সকলের উপকার-পরায়ণ। কারণ, তিনি সাধু অর্থাৎ সদাচাররত। এইরূপে বিশেষণ সকলের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিংবা 'বা'-শব্দবলে সমস্ত লক্ষণগুলিই বিকল্প, স্বাতন্ত্র্য ও সমুচ্চয়রূপে

জ্ঞাতব্য। বিকল্প (এইটি বা এইটি) স্বাতন্ত্র্য (ঐশীশক্তিবলে স্বয়ং সিদ্ধ অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষরূপে সর্বসম্পাদনে সমর্থ।) সমুচ্চয় (সকলগুলি। অর্থাৎ কৃষ্ণের সাধারণ সমস্ত গুণই কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয়।) এক্ষণে মূল হেতু ব্যক্ত করিতেছেন—"ময়ীশে কৃত সৌহৃদার্থা।" আমার প্রতি কৃত সৌহার্দরূপ অর্থযুক্ত হইলে বিষয়বার্তা ও গৃহাদিতে প্রীতিযুক্ত হয়েন না। অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর, আমাতে নিজেষ্ট প্রভুরূপে সৌহৃদ্য (প্রেম) করিয়া এবং সেই প্রেমকেই একমাত্র পুরুষার্থ জানিয়া যাঁহারা দেহভরণ নিমিত্ত দেহম্ভরা-বিষয়ক-বার্তাতে অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মাদিবিষয়া পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদিবিশিষ্ট গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন। যদি বল, তাহা হইলে দেহযাত্রা নির্বাহ কিরূপে হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যাবদর্থাশ্চ'। দেহযাত্রা-নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থে স্পৃহাশূন্য। এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা নিজেষ্ট বিষয়ে প্রগাঢ় প্রীতির বাহ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইল। একাদশস্কন্ধে স্বয়ং ভগবান বর্ণন করিয়াছেন, 'নিষ্কিঞ্চন, আমাতে অনুরক্তচিত্ত, শান্ত, নিরভিমান, নিখিলজীববৎসল, কাম-কর্তৃক অস্পৃষ্টচিত্ত, মদীয় ভক্তেরা যে সুখ অনুভব করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, অন্যে তাহা জানিতে অক্ষম।' তাৎপর্য এই যে, ভগবানের প্রতি অনুরক্তচিত্ত ভক্তগণই মহান্ত। তাঁহাদের বাহ্যলক্ষণ এইপ্রকার—নিষ্কিঞ্চন, (ত্যক্তপরিগ্রহ) শান্ত (রাগাদিশূন্য) অখিল-জীবে বাৎসল্যযুক্ত, কাম-কর্তৃক অস্পৃষ্টচিত্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগে অনালব্ধবুদ্ধি—এইপ্রকার যথেষ্ট হেতু প্রদর্শন করা যাইতে পারে এবং বিশেষণ সকলেরও কার্যকারণতা কল্পিত হইতে পারে। এক্ষণে অন্তরলক্ষণ বলিতেছেন, এতাদৃশ মদীয়গণ যে সুখের সেবা করিয়া থাকেন, সেই সুখ তাঁহারাই অবগত আছেন, অন্যে তাহা জানিতে অক্ষম। কিজন্য? সেই সুখ নৈরপেক্ষমূলক অর্থাৎ যাঁহাদের কোন বিষয়ে এমন কি মোক্ষেতেও অপেক্ষা নাই, তাঁহারাই ঐ সুখ লাভ করিতে পারেন। অথবা এতাদৃশ সাধুগণই অর্থাৎ যাঁহারা আমাকে প্রীণিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সদা নৈরপেক্ষ পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অথবা তাঁহারাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহারা আমার আত্মারামত্বাদি সর্ব নৈরপেক্ষ ধর্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করেন না। অর্থাৎ ভক্তিতে আনন্দ-প্রাচুর্য-হেতু সর্বত্র নিরপেক্ষরূপে আত্মারামত্বাদি জানেন না ; কিন্তু ভক্তিরসাপেক্ষক ভক্তজন-পরবশ বলিয়াই অবগত আছেন। আর এ বিষয়ে শ্রীভগবদ্‌বচনও প্রমাণ আছে—'আমি ভক্তপরাধীন, ভক্তজন আমার প্রিয়া, সাধুভক্তেরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।' ইত্যাদি। অতএব শ্রদ্ধাদির আতিশয্য সহকারে ভজন করিলে অনুরাগ-সিদ্ধি হইলেই মহত্ত্ব সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহাই মুখ্য আন্তর লক্ষণ। সেই একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায় শেষে যোগেশ্বর শ্রীহরির ও অখিল-ভগবদ্ভক্তের সারলক্ষণ উক্ত আছে। আরও উক্ত আছে—শ্রীহরি সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, অথবা অঘসমূহ নাশকারী সাক্ষাৎ শ্রীহরি

প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করেন, অথবা প্রেমরশনায় আবদ্ধ হইয়া যাঁহাকে কি বিতরণ না করেন? তিনিই ভাগবতপ্রধান। তাৎপর্য এই যে, সাক্ষাৎ শ্রীহরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না। এখানে সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরিই শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' সেই শ্রীহরি কেমন? অবশেও অর্থাৎ ঋতু-স্খলনাদি বৈবশ্যেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি নষ্ট হইয়া যায়। যদি বল, তিনি ভক্তের হৃদয় কিজন্য পরিত্যাগ করেন না? তাহার কারণ, প্রণয়। অর্থাৎ প্রেমরশনাই বশীকরণস্বরূপ। অতএব সেই প্রেমরশনায় আবদ্ধ হইয়া ভক্তের হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজ করেন বলিয়া তিনি ভাগবতপ্রধান। অথবা অঘাসুরের (অঘ-বেগ) মুক্তিদানে তাহার বেগ (প্রতাপ) যিনি বিনাশ করিয়াছেন, সেই দুর্বিতর্ক্য-মাহাত্ম্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারী। অতএব সেই শ্রীহরি পরম মনোহর বলিয়া যাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান। শ্লোকে 'স ভবতি ভাগবতপ্রধান' এক বচন নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ ভাগবত প্রধানের বাহুল্য সম্ভূত হইতে পারে না। কারণরূপে কথিত হইয়াছে যে, ''এইসকল লক্ষণযুক্ত মানব কলিকালে দুর্লভ। যেমন, সিংহসমূহ যত্র তত্র দৃষ্ট হয় না।'' শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েও ধরণীদেবীর বাক্য—'এই লোকমধ্যে ভগবদ্ভক্ত দুর্লভ।' একাদশস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—'এই মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্লভ, সেই দেহেও আবার বোধ করি, বৈকুণ্ঠপ্রিয় ভগবদ্ভক্তের দর্শন আরও সুদুর্লভ।' কারণ, সমূলে অশেষপাপক্ষয়হেতু এবং সম্পূর্ণ সৎকর্মসমূহরূপ সম্পত্তিবলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে—'যে সকল পুণ্যাত্মাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ অবগত হইয়াছে, সেই সমস্ত দৃঢ়ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমার ভজনা করিয়া থাকেন ; শ্রীদশমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—''দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইয়া থাকে।'' যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে—''সহস্র সহস্র জন্মে যাঁহারা তপ-জ্ঞান-সমাধি দ্বারা পাপরাশি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইয়া থাকে।'' অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, যাহাদিগের ভগবদ্ভক্তি নাই, তাহারা পাপী। আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান-পরগণের জ্ঞানই যে ভক্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে না। যোগবাশিষ্ঠাদি বচনসকলে ব্যক্ত হইয়াছে যে, তপঃ জ্ঞান ও সমাধি এই সকল ভক্তির সাধন। আর শ্রীভগবদগীতা-তাৎপর্য-নির্ধারে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকার অন্তে ইহা লিখিয়াছেন—'জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার মাত্র।' যেহেতু এ বিষয়ে প্রমাণ হইতেছে—''যাঁহারা প্রীতিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, আমি সেই সকল প্রীতিমানকেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'' ''আমার ভক্তেরা ঐ সমস্ত ভাব অবগত হইয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'' ইত্যাদি বচনে জ্ঞানই যে ভক্তি,

ইহাও বলা যায় না, বা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, ''তিনি সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয়। অনন্তর তিনি ভক্তি-প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্বব্যাপিত্বরূপ ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।'' ইত্যাদি প্রমাণে জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব নিশ্চয় হইল যে, আত্মতত্ত্বোপাসক যতিগণ ভক্ত সকল হইতে ভিন্ন হইলেন। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুর প্রতি শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন, ''যাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিদলের কান্তিস্মরণমাত্র সাধুগণ যেরূপ অনায়াসে হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, বিষয়-নির্লিপ্ত যোগীগণ সেইরূপ সহজে হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন না। অতএব তুমি বাসুদেবকে ভজনা কর।'' তাৎপর্য এই যে, যাঁহার পাদপঙ্কজের পলাশ (অঙ্গুলি) এই সকলের বিলাস (কান্তি)। অথবা বিলাস বলিতে শ্রীবৃন্দাবনাদি বিষয়ক ক্রীড়া, সেই ক্রীড়ার শ্রবণ কীর্তন স্মরণরূপা ভক্তি প্রকাশ করিয়া সাধুগণ কর্মাশয় (হৃদয় গ্রন্থি) ছেদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু যতিগণ সেরূপ পারেন না। শ্রীকপিলদেবও নিজমাতার প্রতি এই কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ সর্বসাধনবর্গ কথনের পর সর্বসার সাধন বলিয়াছেন—'বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যান'। (এই লীলাধ্যানে শ্রীভগবানে চিত্ত সংলগ্ন হয়, কিন্তু ইহাও লীলাধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল, মুখ্যফল—প্রীতি।) অথবা বিলাস বলিতে 'শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদি ভক্ষণ এবং নৃত্য-গীতাদিরূপ যে ভক্তি, তাহা দ্বারাই তাঁহারা যেরূপ কর্মাশয় অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, যতিগণ (সন্ন্যাসিসকল) স্রোতবর্গ (ইন্দ্রিয়বর্গ) নিরুদ্ধ করিয়াও ভক্তসকলের ন্যায় কর্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ যতিগণ কিঞ্চিন্মাত্র ঐ বন্ধন শিথিল করিয়া থাকেন। অথবা সাধু সকলই উহা সম্যক্ ছেদন করিয়া থাকেন, কিন্তু যতিগণ পারেন না। ইহাই 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ। কারণ, ''যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানেই সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদের পদস্খলন হয় না! শ্রীভগবান-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারীদিগের মস্তকোপরি নির্ভয়ে বিচরণ করেন।'' এস্থলে যেমন ''তাঁহাদের পদস্খলন হয় না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পদস্খলন হইতে পারে''—এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, তাঁহারা মাধবের প্রতি বদ্ধসৌহৃদ। সেইরূপ যতিগণ ভক্ত সকলের ন্যায় অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন, কিন্তু শিথিল করা নহে—এরূপ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে না—ইহাই সজ্জন সকলের সিদ্ধান্ত। 'স্রোত' শব্দে অভিব্যক্ত গঙ্গাদি। স্রোতের নিরোধ কদাচিৎ হইতে পারেন না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বর্গের নিরোধও কদাচিৎ হইতে পারে না। কোনক্রমে যদি বা গঙ্গাদির স্রোত নিরোধ হইতে পারে, তথাপি স্রোত ছিন্ন করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ স্রোত নিরুদ্ধ হইলে জলপ্রবাহ স্ফীত হইয়া সেই নিরুদ্ধ স্থানকে প্লাবিত করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় বৃত্তির বেগ রুদ্ধ হইলে কোন সময়ে না কোন সময়ে বেগ বৃদ্ধিবশতঃ যতিগণের পতন

হইয়া থাকে। কারণ, যতিগণ রিক্তমতি অর্থাৎ শূন্যরূপ আত্মতত্ত্বে মতি অর্পণ করিয়াছেন। যথা, দশমস্কন্ধে শ্রুতিগণ ব্রহ্মাত্মরূপে ভগবৎস্তুতিতে বর্ণন করিয়াছেন—"আকাশের ন্যায় নিরাশ্রয়—শূন্য সদৃশ পথ সকলের অগম্য।" অথবা রিক্তা বলিতে শূন্যা মতি যাঁহাদের, তাঁহারা অর্থাৎ নির্বুদ্ধিসকল। কারণ, তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করিয়া শূন্য বা আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন। অতএব পূর্বে 'সন্ত' (সৎ) শব্দ প্রয়োগ করিয়া অপরের সদিতরত্ত্ব (অসতত্ত্ব) নিশ্চয় করিয়াছেন। এতাদৃশ বসুদেবনন্দনরূপ অরণ (শরণ) ভজ (আশ্রয় কর)। 'অরণ' এই পদদ্বারা যতি সকলের শরণরাহিত্য ধ্বনিত হইতেছে। কারণ, ভগবদাশ্রয়ণ ব্যতীত অনাথত্বই পর্যবসিত হইয়া থাকে। ভক্ত সকলই সনাথ, অতএব পরম নির্ভয়ে সর্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিস্তার পূর্বক সর্ব প্রকারে তাঁহার ভজন করিয়া তাঁহারা যে সংসার বন্ধন মোচন করিবেন, এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? সেই ভক্তগণ অনুক্ষণ মুক্ত সকলেরও দুর্লভ নূতন নূতন মধুর মধুর আনন্দরাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সকল কথা পূর্বে নিরূপণ করিয়াছি! যতি সকলের মহাপ্রযত্নে দুস্তরণীয় সংসারসাগরও ভক্তগণ হেলা পূর্বক সুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ বলিতেছেন, "হে প্রভো! আপনার ঐ পাদপদ্মতল আশ্রয় করিয়া যতিগণ সংসার দুঃখ দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আর সংসারী জীবগণ আপনার চরণাশ্রয় না করিয়া জ্ঞান লাভের অভাবে তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া থাকে। যেহেতু আপনার ঐ শ্রীচরণকমল প্রপন্নজনের তাপ-উপশমনার্থ ছত্রস্বরূপ। হে ভগবন্! আমরাও ঐ পাদপদ্মের ছায়া আশ্রয় করিয়া জ্ঞান লাভ করিব।" তাৎপর্য এই যে, যতি সকল শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া মহৎ সংসার দুঃখ দূরে উৎক্ষেপন করিয়া থাকেন ; কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ যতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না, পরন্তু তাঁহারা পরম ভক্ত বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকেন। তবে যে যতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, সর্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎচরণারবিন্দ আশ্রয় নিমিত্ত। অর্থাৎ গৃহাদি পরিত্যাগের নিষ্ঠা (দৃঢ়তা) সম্পাদনার্থই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল বেশ মাত্রেই যতি সকলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মাকে (নিজেকে) শ্রীভগবান্-নারায়ণরূপে জ্ঞান করিয়া আত্ম-ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট ও শ্রুত সকল পদার্থই আমার মায়া-কল্পিত এবং আমাতেই অধ্যস্ত ইত্যাদি মায়াবাদ অনুসারে অদ্বৈত-বোধমাত্রে তৎপর হইয়া থাকেন, তাঁহারাই অদ্বৈতপর বেদান্ত সিদ্ধান্তমতে যতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই উক্ত শ্লোকের 'সৎ'-শব্দের বাচ্য হইতে ভিন্ন এবং অক্ষীণপাপ, বিষয়রাগযুক্ত হইয়াও আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন ; সুতরাং সেই দৈত্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতিই এই সকল বচন শ্রুত হইয়া থাকে। দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে—"হে অম্বুজাক্ষ!

আপনার ভক্ত ভিন্ন অন্যান্য যাঁহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা কষ্টে-সৃষ্টে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াও অবশেষে তাহা হইতে পতিত হন। কারণ, আপনাতে ভক্তি নাই বলিয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই ; যেহেতু, তাঁহারা আপনার শ্রীচরণ অবহেলা করিয়াছেন।" এইপ্রকার শ্রুতিস্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, "হে ভগবন্! ইন্দ্রিয় সংযমকারী পুরুষ যদি হৃদয়স্থিত কামজটারূপ বাসনাকে দূর না করেন, তবে মণি কণ্ঠে থাকিলেও বিস্মৃত হইলে তাহা যেমন অপ্রাপ্তবৎ থাকে, তদ্রূপ আপনি হৃদয়ে বর্তমান আছেন, অথচ সেই কুযোগীগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া থাকেন! এজন্য সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ যোগাভ্যাসকারীগণের উভয় লোকেই দুঃখ পাইতে হয়। অর্থাৎ ধনার্জনাদি নিমিত্ত ক্লেশ ও ভোগ বৈভব প্রকাশাশঙ্কায় ইহলোকে দুঃখ এবং আপনার কৃপা-প্রাপ্তি না হওয়ায় স্বধর্মত্যাগ-নিবন্ধন পরলোকে নরক ভোগাদিও করিতে হয়।" এইপ্রকার বাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে—"যাহারা অজ্ঞ বা অর্ধ প্রবুদ্ধ (জ্ঞান বল দুর্বিদগ্ধ) তাহারা যদি 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' বলে, তবে সেই অপরাধে তাহারা ঘোর-নরকে পতিত হইয়া থাকে।" ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও কথিত হইয়াছে—"বিষয়ে মমতাযুক্ত হইয়া যাহারা 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া অভিমান করে, কোটিকল্পকাল তাহারা সহস্র সহস্র নরকে পচিয়া থাকে।" পুরাণান্তরেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"সংসারসুখসংযুক্ত ব্যক্তি যদি 'আমি ব্রহ্ম' বলে, তবে সেই কর্মব্রহ্ম-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিকে চণ্ডালবৎ দূরে পরিত্যাগ করিবে।" এ বিষয়ে আর অধিক কথা বলা এখানে অনাবশ্যক। এক্ষণে প্রস্তাবিত শ্লোকার্থের অনুসরণ করিতেছেন। যে মহৎ সঙ্গম-মাহাত্ম্যের প্রভাবে এই ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও সদ্য পরিপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলেন, যাহা শ্রীসরূপ বহুতর প্রযত্নে এবং বহুকাল পরে লাভ করিয়াছিলেন। (সেই বস্তু সাধুসঙ্গমাত্র লাভ হইল) অতএব সর্বসাধন নিরূপণ-প্রসঙ্গে পূর্বে এই মহৎসঙ্গম-মাহাত্ম্য কথিত হয় নাই ; বস্তুতঃ মহৎসঙ্গই সর্ব সাধনবর্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরম সাধ্যবস্তুর অন্তর্ভূত।

সারশিক্ষা

১৪। সাধুসঙ্গে অসাধুও সাধু হয়। (সাধ্নোতি সাধয়তি ইতি সাধু) সাধু হইবার জন্য যিনি স্বয়ং সাধন করেন এবং অপরকেও সাধন করান, তিনিই সাধু। অতএব সাধুই মনুষ্যহৃদয়ের বদ্ধমূল কুসংস্কারের প্রতিষেধক এবং সুসংস্কারের প্রযোজক। এইপ্রকারে কুসংস্কারসমূহকে ধ্বংস করিয়া সুসংস্কারে প্রবর্তিত করিতে সাধুসঙ্গের তুল্য আর শ্রেষ্ঠ সাধন নাই। সাধুসঙ্গ বলিতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক অভিনিবেশই সাধুসঙ্গ। অর্থাৎ সাধুর সদাচার পালন এবং তাঁহারা যে উপদেশ দান করেন, শ্রদ্ধাপূর্বক সেই উপদেশ পালন। ফলতঃ সর্বপ্রকারেই সাধুর আচরণ ও ভাবের অনুগত হওয়ার নামই সাধুসঙ্গ।

সকল সাধন অপেক্ষা সাধুসঙ্গের পরম সামর্থ্য বিষয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সৎসঙ্গ আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে, সেই প্রকার যোগ বা ব্রতাদি আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।" এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধুসঙ্গের মত শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে না পারিলেও যোগ ও ব্রতাদি কিঞ্চিৎ বশীভূত করিতে পারে। ইহার সমাধান—সাধারণ যোগাদি শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে পারে না, কিন্তু শ্রীভগবৎপর যোগাদিতে শ্রীভগবান কিঞ্চিৎ বশীভূত হয়েন। পরন্তু এই ভক্তিযোগও ভক্তের (সাধুর) কৃপায় লাভ হইয়া থকে। যদিও এইপ্রকার দান ব্রতাদিকে ভক্তির সাধক বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা জ্ঞানাঙ্গভূত সাত্ত্বিক ভক্তিসম্বন্ধে ; পরন্তু ঐ দানব্রতাদি প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণ ভক্তির হেতু নহে। আর ব্রত বলিতে একাদশী প্রভৃতি, ইহাই সেইস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং একাদশ্যাদি বৈষ্ণবব্রত সকলের নিত্যতার হানি-হেতু অকর্তব্যতা সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ একাদশীব্রত যখন সৎসঙ্গের মত ফলপ্রদ নহে, তখন তাহার অনুষ্ঠানাদি কর্তব্য নহে। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু, সাধুসঙ্গের ফলাতিশয় ও সামর্থ্য বর্ণনা দ্বারা অন্যের নিত্যত্বহানি হইতে পারে না। ঐ স্থলে সাধুসঙ্গের প্রশংসা ও শক্তির আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু নিত্য-বৈষ্ণবব্রত একাদশীর নিরাকরণের জন্য কথিত হয় নাই। যেমন, (শ্রীভগবান বলিয়াছেন—) "আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষাও বড়।" কারণ, ভক্ত পূজা আমারই প্রীতির নিমিত্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য এখানে যেরূপ নিত্যত্বরূপে প্রাপ্ত শ্রীভগবানের পূজা ত্যাগ করিতে হয় না, তদ্রূপ একাদশ্যাদি বৈষ্ণবব্রত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেহেতু, এই ব্রত ভগবৎ প্রীতির নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া উহা ভক্তি পর্যায়ে গৃহীত হইয়া থাকে। আর ইহার দ্বারাও সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু বৈষ্ণবব্রত ব্যতীত অন্যান্য যোগ-যাগাদি ব্রতসমূহ উপাধিবিশেষ পরিত্যাগহেতু একমাত্র সাধুসঙ্গের ফলেই পরিপূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৫। তদ্বন্মহাপ্রেমরসার্ণবাপ্লুত, স্তত্তদ্বিকারোর্মিভিরাচিতো ভৃশম্।
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কিশোরশেখরং, তং দর্শয়স্বেতি রুরাব স দ্বিজঃ॥

মূলানুবাদ

১৫। সরূপের ন্যায় সেই বিপ্রও মহাপ্রেমরসার্ণবে নিমগ্ন হইয়া প্রেমবিকারের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং "সেই কিশোরশেখরকে একবার দর্শন করাও" বলিয়া সরূপের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। তদেব দর্শয়তি—তদ্‌বদিত্যাদিনা সরূপবদিত্যন্তেন। শ্রীসরূপবৎ মহা-প্রেমরসস্য অর্ণবে আপ্লুতঃ সম্যঙ্‌নিমগ্নঃ সন্ ; তেষাং তেষামত্যনির্বচনীয়ানাং স্বেদ-কম্পপুলকাশ্রুপাতাদীনাং প্রেমবিকারাণাম্ ঊর্মিভিঃ পরম্পরাভিরাচিতো ব্যাপ্তঃ স মাথুরো বিপ্রো ভৃশং রুরাব উচ্চৈঃশব্দমরুদৎ ; কথম্? 'হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যেবম্। কিঞ্চ, তং কিশোরং দর্শয়স্বেত্যেবঞ্চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—'তদ্বদ্' ইত্যাদি। শ্রীসরূপের ন্যায় সেই মাথুরবিপ্রও মহাপ্রেমরস-সাগরে আপ্লুত (সম্যক্ নিমগ্ন) হইলেন এবং তাঁহার ন্যায়ই অতি অনির্বচনীয় স্বেদ, কম্প, অশ্রুপাত ও পুলকাদিরূপ প্রেম বিকার ঊর্মিমালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' এবং 'সেই কিশোরশেখরকে দর্শন করাও' এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

১৬। তৃণং গৃহীত্বা দশনৈঃ সকাকু, নমন্নপৃচ্ছৎ স সরূপমেব।
চরস্থিরপ্রাণিগণাংশ্চ কৃষ্ণঃ, কুতোঽস্তি দৃষ্টোঽত্র কিমু ত্বয়েতি॥

১৭। নামানি কৃষ্ণস্য মনোরমাণি, সংকীর্তয়ংস্তস্য পদৌ গৃহীত্বা।
প্রেমাব্ধিমগ্নস্য গুরো রুরোদ, তৎপ্রেমদৃষ্ট্যা বিবশস্য বিপ্রঃ॥

১৮। ক্ষণান্মহাপ্রেমজবেন যন্ত্রিতো, বনে মহোন্মত্তবদুত্থিতো ভ্রমন্।
বিমূর্ছিতস্তত্র স কণ্টকাচিতে, করীরকুঞ্জে নিপপাত মাথুরঃ॥

১৯। মাতঃ সপদ্যেব বিমিশ্রিতা গবাং, হম্বারবৈর্বেণু-বিষাণনিক্বণাঃ।
তৌম্বেয়বীণাদলবাদ্যচর্চিতা, জাতা গভীরা মথুরা বিদূরতঃ॥

মূলানুবাদ

১৬। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ দশনে তৃণগ্রহণ করিয়া সরূপের দু'টি পায়ে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কৃষ্ণ কোথায় আছেন? আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি?" এইপ্রকার স্থিরচর প্রাণীসকলকে প্রণাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১৭। শ্রীকৃষ্ণের মনোরম নামসকল সংকীর্তন করিতে করিতে গুরুর (সরূপের) চরণযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আর সেই গুরুও শিষ্যের প্রেম দেখিয়া প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ মহাপ্রেমের মহাবেগে উভয়ে বিবশ হইয়া পড়িলেন।

১৮। ক্ষণকালপরে মহাপ্রেমবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সেই মাথুর ব্রাহ্মণ উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকাকীর্ণ করীরকুঞ্জে পতিত হইয়া মূর্ছিত হইলেন।

১৯। হে মাতঃ! তৎক্ষণাৎ গোসকলের হাম্বারবমিশ্রিত তৌম্বেয় বীণাশ্রেণীর সুরলহরী এবং বাদ্যগম্ভীর শৃঙ্গধ্বনিসহ সুমধুর বেণুধ্বনি উত্থিত হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬। কিঞ্চ, স দ্বিজঃ সরূপমেব তং চরস্থিরপ্রাণিগণাংশ্চ প্রণমন্ কাক্বা ভয়শোকার্তিধ্বনিবিকারেণ সহিতং যথা অপৃচ্ছৎ ; কিম্? তদাহ—কৃষ্ণঃ কুত্রাস্তি? অত্র ত্বয়া কিমু কৃষ্ণো দৃষ্টোঽস্তীতি॥

১৭। তন্মহাপ্রেমরসার্ণবমগ্নতয়া এবান্তরঙ্গলক্ষণং দর্শয়ন্ গুরুশিষ্যয়োর্দ্বয়োরপি তয়োঃ প্রেমভরবিবশত্বমাহ—নামানীতি। মনোরমাণি স্বপ্রিয়াণীত্যর্থঃ, অথবা

কৃষ্ণস্যেব মনঃসুখকরাণীত্যর্থঃ। তস্য সরূপস্য পদৌ গৃহীত্বা বিপ্রো রুরোদ, যতঃ গুরোরুপদেষ্টুঃ, কীদৃশস্য? তস্য বিপ্রস্য প্রেম্ণো দর্শনেন, প্রেমাব্ধৌ মগ্নস্য চ ; অতএব বিবশস্য ; যদ্বা, স্বত এব সদা প্রেমাব্ধিমগ্নস্য বিশেষতশ্চাধুনা তৎপ্রেমদৃষ্ট্যা বিবশস্য॥

১৮। ক্ষণাদুত্থিতঃ স মাথুরঃ ; তত্র তস্মিন্নেব বনে॥

১৯। হে মাতরিতি পরমাশ্চর্যেণ সম্বোধনম্। সপদি তৎক্ষণ এব গভীরা মধুরাশ্চ বেণুনাং বিষাণানাঞ্চ শৃঙ্গাণাং নিক্কাণা নাদা বিদূরে জাতঃ প্রাদুর্ভূতাঃ, কথম্ভূতাঃ? গবাং হম্বেতি রাবৈর্বিমিশ্রিতাঃ ; কিঞ্চ, তৌম্বেয়ীনাং তুম্বী-সম্বন্ধিনীনাং বীণানাং দলানাঞ্চ পত্রাণাং বাদ্যৈশ্চর্চিতা মিলিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬। আরও বলিতেছেন, সেই বিপ্র সরূপকে এবং স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহকে প্রণাম করিতে করিতে ভয় শোক আর্তিধ্বনিরূপ প্রেমবিকারের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন যে, 'কৃষ্ণ কোথায় আছেন? আপনি সেই কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন কি?'

১৭। সেই বিপ্রের মহাপ্রেমরস-সাগরে নিমগ্নতার অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েরই সেইপ্রকার মহাপ্রেমভর বিবশত্বের কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোরম (স্বপ্রিয়) নামসকল। অথবা শ্রীকৃষ্ণের মনোসুখ-সম্পাদনকর তাঁহার মনোরম নামাবলি সংকীর্তন করিতে করিতে সেই সরূপের পাদযুগল ধারণ-পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। যেহেতু, তিনি গুরু (উপদেষ্টা)। সেই গুরুর অবস্থা কি প্রকার? শিষ্যের প্রেমদর্শনে তিনিও প্রেমসমুদ্রে মগ্ন, অতএব বিবশ। অথবা স্বভাবতঃ সদা প্রেমসমুদ্রে মগ্ন। বিশেষতঃ অধুনা শিষ্যের তাদৃশ প্রেমদর্শনে অধিক বিবশ হইয়াছিলেন।

১৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৯। হে মাতঃ! (পরমাশ্চর্যের সহিত সম্বোধন) তৎক্ষণাৎ গভীর মধুর বেণু-ধ্বনি ও বিষাণধ্বনি (শৃঙ্গের নিক্কণ) দূরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই ধ্বনি কি প্রকার? গোসকলের হাম্বা-রবে-বিমিশ্রিত। আর তৌম্বেয় (তুম্বি-সম্বন্ধিনী) বীণাদল ও পত্রাদি রচিত বাদ্যধ্বনি-মিলিত গম্ভীর ধ্বনি বিশেষ।

২০। তৌ প্রাপিতৌ বোধমমীভিরুত্থিতৌ, তদ্দীর্ঘনাদাভিমুখেঽভ্যধাবতাম্।
গোপালদেবং তমপশ্যতামথো, সুশ্যামগাত্রদ্যুতিমণ্ডলোজ্জ্বলম্॥

২১। পশূন্ পয়ঃ পায়য়িতুং বয়স্যৈঃ, সমং বিহর্তুং তরণেঃ সুতায়াম্।
গজেন্দ্রলীলার্চিতনৃত্যগত্যান্তিকে সমায়ান্তমনন্তলীলম্॥

২২। স্বকীয়কৈশোর-মহাবিভূষণং, বিচিত্রলাবণ্যতরঙ্গসাগরম্।
জগন্মনোনেত্রমুদাং বিবর্ধনং, মুহুর্মুহুর্নূতনমাধুরীভূতম্॥

২৩। নিঃশেষসল্লক্ষণ-সুন্দরাঙ্গং, নীপাবতংসং শিখিপিচ্ছাচূড়ম্।
মুক্তাবলীমণ্ডিতকম্বুকণ্ঠং, কৌশেয়-পীতাম্বরযুগ্মদীপ্তম্॥

২৪। গুঞ্জামহাহারবিলম্বভূষিত,-শ্রীবৎসলক্ষ্ম্যালয়পীনবক্ষসম্।
সিংহেন্দ্রমধ্যং শতসিংহবিক্রমং, সৌভাগ্যসারার্চিতপাদপঙ্কজম্॥

২৫। কদম্বগুঞ্জা-তুলসীশিখণ্ড,-প্রবালমালাবলিচারুবেশম্॥
কটীতটীরাজিতচিত্রপুষ্প, কাঞ্চীবিলম্বাঢ্যনিতম্বদেশম্॥

মূলানুবাদ

২০। সেই বেণু-বীণাদির ধ্বনি-প্রভাবে সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ে চেতন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইলেন এবং সেই অত্যুচ্চধ্বনি অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে তথায় শ্যামল অঙ্গের জ্যোতিঃপুঞ্জ-প্রকাশিত সমুজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট শ্রীগোপাল-দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

২১। বয়স্যগণসহ ধেনুসকলকে শ্রীযমুনায় জলপান করাইয়া গজেন্দ্রগতি-বিনিন্দিত নৃত্যভঙ্গি বিস্তার করিতে করিতে সেই অনন্তলীল ভগবান্ নিকটে আগমন করিতেছেন।

২২। তিনি স্বকীয় কৈশোর বয়সে বিভূষিত, বিচিত্র লাবণ্যতরঙ্গের সাগরস্বরূপ, জগতের মনো-নেত্রের আনন্দ-বিবর্ধনকর শ্রীঅঙ্গের মাধুরী প্রতিক্ষণে নব নবরূপে প্রকটিত হইতেছে।

২৩। তাঁহার সুন্দর অঙ্গ সমুদয় সল্লক্ষণে পরিসেবিত, কদম্বফুল কর্ণের বিভূষণ এবং মুক্তাবলীমণ্ডিত কম্বুকণ্ঠ শোভা পাইতেছে। ময়ূরপাখায় তাঁহার চূড়া নির্মিত হইয়াছে ও প্রভাযুক্ত কৌশেয় পীতবসন পরিধান করিয়াছেন।

২৪। তাঁহার শ্রীবৎস-লক্ষ্মীরেখা-লাঞ্ছিত পীনবক্ষঃস্থলে বিলম্বিত গুঞ্জার মহাহার সুশোভিত হইতেছে। তাঁহার সিংহজিনিয়া কটীদেশ ক্ষীণ এবং বিক্রমও

শতসিংহের ন্যায়। আর বিশ্বের সৌভাগ্য-সার-পূজিত তাঁহার পাদপদ্মযুগল শোভা পাইতেছে।

২৫। কদম্ব-গুঞ্জা-তুলসী-শিখণ্ডী-প্রবালাদি মালা তাঁহার সুন্দর ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার কটীতটে বিরাজিত বিচিত্র পুষ্পমালার ন্যায় কাঞ্চীদামের আন্দোলনে সুশোভিত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০। অমীভির্নিক্বণৈর্বোধসংজ্ঞাং প্রাপিতৌ সন্তৌ গুরুশিষ্যৌ। তস্য দীর্ঘস্য অত্যুচ্চস্য নাদস্য অভিমুখে অভিতোঽধাবতাম্। অথোঽনন্তরং তং পরমমনোহরং নিজেষ্টতমং বা গোপালদেবং শ্রীকৃষ্ণমপশ্যতাম্ ; কীদৃশম্? সুশ্যামগাত্রদ্যুতীমাং মণ্ডলেনোজ্জ্বলং প্রকাশমানম্॥

২১। তমেব পুনর্বিশিনষ্টি—পশূনিতি দ্বাদশভিঃ। অন্তিকে তয়োনিকট এব সমায়ান্তম্ ; কথম্? গজেন্দ্রলীলার্চিতয়া নৃত্যযুক্তয়া গত্যা ; কিমর্থম্? তরণেঃ সুতায়াং শ্রীযমুনায়াং পশূন্ গবাদীন্ পয়ঃ পায়য়িতুম্ ; কিঞ্চ, বয়স্যৈর্গোপকুমারৈঃ সমং বিহর্তুঞ্চ। ন চ কেবলং তত্তদর্থমেব, কিন্তু শ্রীগোপিকানাং নৌকয়া পারোত্তারণাদ্যর্থমপীত্যাশয়েনাহ—অনন্তা লীলা ক্রীড়া যস্য তম্। যদ্বা, অনেনাগমনসময় এব ক্রিয়মাণা জন্তুরুতানুকরণ-কন্দুক ক্রীড়াদি-বিচিত্রবিহারশ্রেণী লক্ষ্যতে॥

২২। স্বকীয়কৈশোরমেব মহদ্‌বিভূষণং যস্য তম্, বিচিত্রস্য লাবণ্যস্য তরঙ্গঃ পরম্পরা তস্য সাগরম্ ; জগতো মনোনেত্রাণাং মুদ আনন্দাঃ গৌরবে বৈচিত্র্যাং বা বহুত্বং, তাসাং বিবর্ধনম্ ; মুহুর্মুহু প্রতিক্ষণং নূতনাভির্মাধুরীভিঃ ভৃতং পূর্ণম্॥

২৩। নিঃশেষৈঃ সল্লক্ষণৈঃ সামুদ্রকাদ্যুক্ত পঞ্চসূক্ষ্মত্বাদিদ্বাত্রিংশন্মহাপুরুষলক্ষণৈঃ সুন্দরাণি অঙ্গানি যস্য তম্ ; তথা চোক্তম্—'পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥' ইতি। নীপে কদম্বপুষ্পে অবতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য ; শিখিপিচ্ছাবৃতং শিখণ্ডনির্মিতমৌলিকমিত্যর্থঃ। মুক্তাবল্যা মৌক্তিকহারেণ মণ্ডিতঃ কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিতঃ কণ্ঠো যস্য ; কৌশেয়পীতাম্বরস্য যুগ্মেন পরিধানোত্তরীয়রূপেণ দীপ্তং শোভিতম্॥

২৪। গুঞ্জানাং মহাহারাণাঞ্চ ; যদ্বা, গুঞ্জানাং যে মহাহারাস্তেষাং বিলম্বেন বিভূষিতং শ্রীবৎসলক্ষ্ম্যোরালয়ঞ্চ পীনঞ্চ বক্ষো যস্য। সিংহশ্রেষ্ঠস্যেব কৃশং মধ্যং যস্য ; অতএব শতানামপরিমিতানাং সিংহানামিব বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য ; সৌভাগ্যস্য পরমসৌন্দর্যস্য পরমলাবণ্যতায়া বা সারেণ অর্চিতে সদাশ্রিতে পাদপঙ্কজে যস্য॥

২৫। কদম্বাদীনাং মালায়া আবলিরেব চারুর্বেশো ভূষণং যস্য ; যদ্বা ; মালাবল্যা

চারুর্বেশশ্ছন্দো যস্য ; কটিতট্যা রাজিতায়া শোভিতায়া বিচিত্রাণাং বিবিধানাং পুষ্পানাং কাঞ্চ্যা বিলম্বেন আঢ্যো যুক্তো নিতম্বদেশো যস্য ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। সেই বেণু-বীণাদির ধ্বনি-প্রভাবে সেই গুরু ও শিষ্যের চৈতন্য সম্পাদন হইলে তাঁহারা সেই গম্ভীর ধ্বনি অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর পরম মনোহর নিজ-ইষ্টতম গোপালদেব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ কীদৃশ? সুশ্যাম-গাত্রদ্যুতিমণ্ডলে সমুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রকাশমান।

২১। উক্ত প্রসঙ্গ পুনর্বার বিশদরূপে বর্ণন করিবার নিমিত্ত 'পশূন্' ইত্যাদি দ্বাদশটি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। সেই ভগবান গুরু-শিষ্যের সমীপে আগমন করিতেছেন। তাহা কি প্রকার? গজেন্দ্রলীলার তিরস্কারক নৃত্যযুক্ত গতিভঙ্গি। কি প্রয়োজন? তরণিসুতা অর্থাৎ শ্রীযমুনায় গবাদি পশু সকলকে জলপান করাইতে এবং বয়স্যবর্গ সহ বিহার করিতে। কেবল তাহাই নহে, শ্রীগোপিকাগণের সহিত পার ও উত্তরণাদি নৌকাবিহাররূপ বিবিধ লীলার আশয়ে বলিতেছেন, অনন্ত লীলা যাঁহার, সেই ভগবান আগমন করিতেছেন। অথবা আগমন সময়ে নৃত্যভঙ্গির সহিত কন্দুকক্রীড়া করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও হরিণাদি জন্তু সকলের স্বর অনুকরণাদি-রূপ বিচিত্র বিহারশ্রেণীও পরিলক্ষিত হইতেছে।

২২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৩। যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমগ্র সল্লক্ষণে সংযুক্ত। অর্থাৎ সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ-সূক্ষ্ম (ত্বক, কেশ, রোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব), পঞ্চদীর্ঘ (নাসা, নেত্র, ভুজ, হনু, জানু), সপ্তরক্ত (নেত্রান্ত, পদ-করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা, নখ), ছয়স্থান উন্নত (বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি, মুখ), তিনস্থান হ্রস্ব (গ্রীবা, জঙ্ঘা, মেহন), তিন পৃথু (কটি, ললাট, বক্ষ), তিন গম্ভীর (নাভি, স্বর, বুদ্ধি) ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে সুন্দর অঙ্গ যাঁহার, সেই ভগবানের কদম্বপুষ্পযুগল কর্ণভূষণ হইয়াছে, শিখিপিচ্ছাবৃত মনোহর চূড়া শোভা পাইতেছে। শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠদেশ মুক্তাহারে মণ্ডিত, কৌশেয় পীতাম্বর পরিধান ও উত্তরীয়রূপে শোভিত হইতেছে।

২৪। শ্রীবৎস ও লক্ষ্মীর আলয় (দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণাবর্ত শ্বেত রোমাবলীর কুণ্ডলীরূপ শ্রীবৎস এবং বামপার্শ্বে স্বর্ণবর্ণ শ্রীরেখা) তাঁহার পীন-বক্ষঃস্থলে গুঞ্জা-নির্মিত মহাহারে বিভূষিত। তাঁহার কটীদেশ মৃগেন্দ্রকটির ন্যায় মনোহর, তাঁহার বিক্রমও শত শত সিংহের ন্যায়, পাদপদ্মযুগল সৌভাগ্যসার অর্থাৎ পরম সৌন্দর্য-কর্তৃক সর্বদা অর্চিত হইতেছে।

২৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬। সৌবর্ণদিব্যাঙ্গদ-কঙ্কণোল্লসদ্বৃত্তায়ত-স্থূলভুজাভিরামম্।
বিম্বাধরন্যস্ত-মনোজ্ঞবেণু, বাদ্যোল্লসৎপদ্মকরাঙ্গুলীকম্॥

২৭। স্বোৎপ্রেক্ষিতাপৌর্বিকবেণুগীত, ভঙ্গীসুধামোহিত-বিশ্বলোকম্।
তির্যগ্‌মনাগ্ লোলবিলোকলীলালঙ্কারসংলালিতলোচনাব্জম্॥

মূলানুবাদ

২৬। তাঁহার আজানুলম্বিত মহাভুজদ্বয় সুবর্ণ-অঙ্গদ ও কঙ্কণের উল্লাসে অতীব মনোহর হইয়াছে এবং করকমলের অঙ্গুলিদল বিম্বাধরে ন্যস্ত মনোজ্ঞ বেণুবাদনে উল্লসিত হইতেছে।

২৭। তিনি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক অপূর্ব বেণুগীত-ভঙ্গি-সুধায় বিশ্বের লোক সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। তাঁহার লোচন কমলযুগল ঈষৎ চঞ্চল অপাঙ্গ-বিলোকন-লীলা অলঙ্কাররসে লালিত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬। সৌবর্ণৈঃ সুবর্ণরচিতৈর্দিব্যৈঃ পরমোত্তমৈরঙ্গদকেঙ্কণৈরুল্লসদ্ভ্যাং চ বৃত্তাভ্যাং ভোগি-ভোগাকারাভ্যাম্ আয়তাভ্যাঞ্চ ভুজাভ্যামভিরামম্। বিম্বসদৃশাধরে ন্যস্তস্য মনোজ্ঞস্য বেণোর্বাদ্যেন বাদনেন উল্লসন্ত্যঃ পদ্মসদৃশয়োঃ করয়োরঙ্গুল্যো যস্য॥

২৭। স্বেন আত্মনা শ্রীগোপালদেবেনৈব উৎপ্রেক্ষিতা বিতর্কিতা প্রদর্শিতা বা, অতএব অপৌর্বিকী পূর্বমবৃত্তা বেণুগীতভঙ্গ্যেব সুধা পরমমাদকত্বাদিনা, তয়া মোহিতা বিশ্বস্য জগতো লোকাঃ জনাঃ বিশ্বে বা সর্বে লোকা ভুবনানি যেন, তির্যগ্-বক্রশ্চ মনাক্ চ স্বল্পঃ অপাঙ্গেনাবলোকনাৎ লোলশ্চ যোঽবলোকোঽরলোকনং তস্য লীলা ভঙ্গিবিশেষ এবালঙ্কারস্তেন সংলালিতে বিভূষিতে লোচনাব্জে যস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫-২৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৭। স্বয়ং উৎপ্রেক্ষিতা অর্থাৎ শ্রীগোপালদেব নিজ বংশীশিক্ষায় নিজেরই বিতর্কিত (বিস্ময়োৎপাদক) অতএব সেই অপূর্ব বেণুগীতের ভঙ্গিসুধায় (পরম মাদকত্ব-হেতু) বিশ্বের লোক সকলকে মোহিত করিতেছেন। যাঁহার লোচনকমল-যুগল চক্রবৎ ঈষৎ চঞ্চল অপাঙ্গ বিলোকনের ভঙ্গিরূপ অর্থাৎ ললিত অবলোকন-রূপ অলঙ্কাররসে সংলালিত হইতেছে।

২৮। চাপোপম-ভ্রূযুগনর্তশ্রী,-সম্বর্ধিতপ্রেষ্যজনানুরাগম্।
শ্রীমৎসদাস্মেরমুখারবিন্দ,-শোভাসমাকৃষ্টমুনীন্দ্রচিত্তম্॥

২৯। তিলপ্রসূনোত্তমনাসিকাগ্রতো, বিরাজমানৈকগজেন্দ্রমৌক্তিকম্।
কদাপি গোধূলি বিভূষিতালক,-দ্বিরেফসম্ভালনতো লসৎকরম্॥

মূলানুবাদ

২৮। তিনি ধনুসদৃশ ভ্রূযুগলের নর্তনশোভায় ভক্তসকলের অনুরাগ বর্ধন করিতেছেন। মৃদু হাস্যযুক্ত শ্রীমুখারবিন্দ শোভায় মুনীন্দ্র সকলেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন।

২৯। তিলপুষ্প হইতেও উত্তম উন্নত নাসিকার অগ্রভাগে এক গজমুক্তা বিরাজ করিতেছে। কখনও বা গোধূলি-বিভূষিত ভ্রমরের ন্যায় চঞ্চল অলকাবলি সম্বরণার্থ তাঁহার হস্ত উল্লসিত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। চাপোপমস্য নতধনুরাকারস্য ভ্রূযুগস্য নর্তনং, তস্য শ্রীঃ শোভা, তয়া সংবর্ধিতঃ প্রেষ্যজনানাং ভক্তানামনুরাগো যেন ; শ্রীমতঃ সদা স্মেরস্য চ মুখার-বিন্দস্য শোভয়া সমাকৃষ্টানি মুনীন্দ্রানামাত্মারামাণামপি চিত্তানি যেন॥

২৯। তিলপ্রসূনাদপি উত্তমা শোভমানা নাসিকা, তস্যা অগ্রতঃ অগ্রভাগে বিরাজমানমেকং গজেন্দ্রসম্বন্ধি মৌক্তিকং যস্য, তথা চাগমে—'নাসাগ্রে গজমৌক্তি-কম্' ইতি। কদাচিৎ যৎ গোধূলীবিভূষিতা অলকা এব দ্বিরেফা ভ্রমরাস্তেষাং সম্ভালনং বৈদগ্ধীবিশেষেণ সম্বরণং তস্মাদ্ধেতোর্লসন্ শোভমানঃ করো যস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৯। তিল প্রসূন হইতেও উত্তম শোভমান নাসিকার অগ্রভাগে এক গজমৌক্তিক বিরাজ করিতেছে। আগমেও লিখিত আছে—'নাসিকার অগ্রভাগে গজমৌক্তিক বিরাজমান।' কখনও বা গো-ধূলি-বিভূষিত ভ্রমরের ন্যায় চঞ্চল অলকাবলির সম্বরণার্থ তাঁহার হস্তদ্বয় উল্লসিত হইতেছে। এতদ্বারা বৈদগ্ধী বিশেষই সূচিত হইতেছে।

৩০। সূর্যাত্মজামৃদ্রচিতোর্ধ্বপুণ্ড্র, স্ফীতার্ধচন্দ্রাকৃতিভালপট্টম্।
নানাদ্রিধাতু-প্রতিচিত্রিতাঙ্গং, নানামহারঙ্গতরঙ্গসিন্ধুম্॥

৩১। স্থিত্বা ত্রিভঙ্গীললিতং কদাচিন্নর্মাণি বংশ্যা বহু বাদয়ন্তম্।
তৈর্হাসয়ন্তং নিজমিত্রবর্গান্, ভূমিং পদৈঃ স্বৈঃ পরিভূষয়ন্তম্॥

৩২। তাদৃগ্‌বয়োবেশবতাগ্রজন্মনা, নীলাংশুকালঙ্কৃত-গৌরকান্তিনা।
রামেণ যুক্তং রমণীয়মূর্তিনা, তৈশ্চাত্মতুল্যৈঃ সখিভিঃ প্রিয়ৈর্বৃতম্॥

৩৩। তদ্দর্শনোদ্ভূতমহামুদাবলীভারেণ গাঢ়েন নিপাতিতৌ হি তৌ।
দণ্ডপ্রণামার্থমিবাশু পেততুঃ, সম্ভ্রান্তিবিধ্বংসিত-সর্বনৈপুণৌ॥

৩৪। স চ প্রিয়প্রেমবশঃ প্রধাবন্, সমাগতো হর্ষভরেণ মুগ্ধঃ।
তয়োরুপর্যেব পপাত দীর্ঘমহাভুজাভ্যাং পরিরভ্য তৌ দ্বৌ॥

৩৫। প্রেমাশ্রুধারাভিরহো মহাপ্রভুঃ, স স্নাপয়ামাস কৃপার্দ্রমানসঃ।
ক্ষণাৎ সমুত্থায় করদ্বয়েন তা,-বুত্থাপয়ামাস চকার চ স্থিরৌ॥

৩৬। সম্মার্জয়ন্নশ্রু রজশ্চ গাত্রে, লগ্নং দয়ালর্মুহুরালিলিঙ্গ।
তত্রৈব তাভ্যামুপবিশ্য ভূমৌ, বাক্যামৃতৈর্বিপ্রমতোষয়চ্চ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

৩৭। মাথুরানুগৃহীতার্য বিপ্রবংশাব্ধিচন্দ্রমঃ।
ক্ষেমং শ্রীজনশর্মংস্তে কচ্চিদ্রাজতি সর্বতঃ॥

৩৮। ক্ষেপং সপরিবারস্য মম ত্বদনুভাবতঃ।
ত্বৎকৃপাকৃষ্টচিত্তোঽস্মি নিত্যং ত্বদ্‌বর্ত্মবীক্ষকঃ॥

৩৯। দিষ্ট্যা স্মৃতোঽস্মি ভবতা দিষ্ট্যা দৃষ্টশ্চিরাদসি।
স্বাধীনোঽস্মি তব ব্রহ্মন্ রমস্বাত্র যদৃচ্ছয়া॥

মূলানুবাদ

৩০। নানা মহারঙ্গ-তরঙ্গের সিন্ধুস্বরূপ সেই প্রভু অর্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটে যমুনার শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা ঊর্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিয়াছেন। আর নানারূপ গিরি ধাতু দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত করিয়াছেন।

৩১। কোন সময়ে তিনি ত্রিভঙ্গ ললিতভাবে অবস্থিত হইয়া বংশীবাদন করিতেছেন ; কখনও বা নর্ম বিস্তার করিয়া নিজ মিত্রবর্গকে হাস্যযুক্ত করিতেছেন এবং স্বীয় পদবিক্ষেপে ধরাতল (শ্রীচরণচিহ্নে) বিভূষিত করিতেছেন।

৩২। তাঁহারই অনুরূপ বয়স-বেশযুক্ত নীলাম্বরালঙ্কৃত গৌরকান্তি রমণীয়মূর্তি অগ্রজ শ্রীবলরাম ও তাঁহার সহিত প্রিয়সখাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

৩৩। সেই গুরু ও শিষ্য তাঁহার দর্শনজনিত মহা আনন্দভরে নিপতিত হইলে, বোধ হইল যেন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য সদ্যই ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার দর্শন-জনিত সম্ভ্রমে তাঁহাদের সর্বপ্রকার চাতুর্যনৈপুণ্য বিরমিত হইয়াছিল।

৩৪। নিজ প্রিয়জনের প্রেমবশীভূত সেই শ্রীগোপালদেব দ্রুতপদে নিকটে আগমন করিলেন এবং হর্ষভরে মুগ্ধ হইয়া মহাভুজযুগল প্রসারণ পূর্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াই মূর্ছিতের ন্যায় পতিত হইলেন।

৩৫। কৃপার্দ্রমানস সেই মহাপ্রভু প্রেমাশ্রু ধারায় তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আপনি উত্থিত হইয়া নিজ হস্তে তাঁহাদিগকে উঠাইয়া চেতন ও স্থির করিলেন।

৩৬। পুনরায় সেই দয়ালু মহাপ্রভু তাঁহাদের অশ্রুমোচন করিয়া গায়ের ধূলি সম্মার্জন করিতে করিতে বার বার আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আর সেই দুইজনের সহিত তথায় উপবেশন করিয়া বাক্যামৃত দ্বারা বিপ্রকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন।

৩৭। শ্রীভগবান বলিলেন, হে মথুরানুগৃহীত আর্য! আপনি বিপ্রবংশরূপ সাগরের চন্দ্রমাস্বরূপ। হে শ্রীজনশর্মন্! আপনার সকল বিষয়ে কুশল ত'?

৩৮। হে ব্রহ্মন্! আপনার প্রভাবে আমি সপরিবারে কুশলে আছি। আপনার কৃপায় আকর্ষিত হইয়া আমি নিত্যই আপনার আগমন পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছি।

৩৯। বড়ই মঙ্গলের বিষয় এই যে, আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাই বহুকাল পরে আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। হে ব্রহ্মণ্! আমি আপনার অধীন, আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে আমার সহিত বিহার করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০। সূর্যাত্মজায়া শ্রীযমুনায়া মৃদা শুভমৃত্তিকয়া রচিতেন ঊর্ধ্বপুণ্ড্রেণ তিলকেন স্ফীতঃ উজ্জ্বলঃ অর্ধচন্দ্রাকৃতির্ভালপট্টো যস্য। নানাবিধৈরদ্রিধাতুভির্গৈরিক-হরিতালাদিভিঃ কৃত্বা প্রতিচিত্রিতানি প্রতিবিম্বতয়া প্রতিস্থানং বা চিত্রিতানি অঙ্গানি যেন। নানাবিধস্য মহতো রঙ্গস্য ক্রীড়ায়া রসিকতায়া বা তরঙ্গাণাং সিন্ধুং সাগরম্॥

৩১। ত্রিভঙ্গীভির্ললিতং যথা স্যাত্তথা, কদাচিৎ স্থিতা বহু যথা স্যাত্তথা নর্মাণি বংশ্যা বাদয়ন্তম্ ; তৈশ্চ নর্মভির্নিজমিত্রবর্গান্ সঙ্গিগোপকুলানি হাসয়ন্তম্ ; স্বৈর-সাধারণৈঃ পদৈঃ শ্রীচরণচিহ্নৈরিত্যর্থঃ ; ভূমিং পরিতো ভূষয়ন্তম্॥

৩২। অগ্রজন্মনা জ্যেষ্ঠেন রামেণ যুক্তম্। কীদৃশেন? তাদৃক্ শ্রীগোপালদেব-

সদৃশং যদ্‌বয়ো বেশশ্চ ভূষণং তদ্‌বতা অতএব রমণীয়া মনোহরা মূর্তিঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য তেন! কিঞ্চিদ্‌বৈলক্ষণ্যমাহ—নীলবর্ণাভ্যামংশুকাভ্যাং বস্ত্রাভ্যামধিকমলঙ্কৃতা শোভিতা গৌরকান্তির্যস্য তেন। তৈঃ পূর্বোদ্দিষ্টৈঃ প্রিয়ৈঃ সখিভিগোপকুমারৈ-র্বৃতঞ্চ ; কীদৃশৈঃ? আত্মতুল্যৈণিরুপমৈরিত্যর্থঃ ; যদ্বা, আত্মনা শ্রীগোপালদেবেনৈব তুল্যৈঃ সদৃশৈঃ। এবং তেষামপি পরমসৌন্দর্যং তথা সমানবয়োবেশাদিকঞ্চোক্তম্॥

৩৩। তস্য শ্রীগোপালদেবস্য সন্দর্শনেনোদ্ভূতানাং মহতীনাং মুদাম্ আবল্যাঃ শ্রেণ্যা ভারেণৈব নিপাতিতৌ তৌ গুরুশিষ্যৌ আশু পেততুঃ। ইবোৎপ্রেক্ষায়াম্, তচ্চ দণ্ডপ্রণামার্থমিব। স্তুত্যাদিকঞ্চ কিমপি কর্তুং ন শক্তাবিত্যাহ—সম্ভ্রান্ত্যা সম্ভ্রমেণ বিধ্বংসিতং লোপিতং সর্বং নৈপুণ্যং চাতুর্যং যয়োস্তৌ॥

৩৪। শ্রীভগবানপি তাদৃশ এবাভূদিত্যাহ—স চ ইতি। মুগ্ধঃ কর্তব্যমজানন্, প্রাপ্তমোহ ইতি বা॥

৩৫। স মহাপ্রভুঃ তৌ প্রেমাশ্রুভিঃ স্নাপয়ামাস॥

৩৬। অশ্রু নেত্রজলং, বিপ্রস্য দ্বয়োরেব বা গাত্রে শরীরে লগ্নং রজশ্চ সম্মার্জয়ম্। যত্র সমাগমোঽভূৎ তত্রৈব স্থানে তাভ্যাং সহোপবিশ্য॥

৩৭। হে মথুরায়ানুগৃহীত! হে আর্য পরমসাধো! হে বিপ্রবংশাব্ধেশ্চন্দ্রমঃ! তদ্‌বিবর্ধন, হে শ্রীজনশর্ম্মন্! তৎসঙ্গ! কচ্চিদিতি প্রশ্নে। তে তব ক্ষেমং কুশলং সর্বতো রাজতে প্রকাশতে॥

৩৮। এবং তৎক্ষেমং পৃষ্ট্বা তৎপরিতোষণায়াত্মনঃ ক্ষেমং কথয়তি—ক্ষেমমিতি! তচ্চ তব অনুভাবতঃ প্রভাবাদেব। তৎকারণমেবাহ, কিংবা ত্বৎসমাগমাদদ্য বিশেষতো মঙ্গলং বৃত্তমিত্যাশয়েনাহ—ত্বয়ি যা মৎকৃপা তয়া, কিংবা তব কৃপয়া মদ্‌বিষয়কানুগ্রহেণ আকৃষ্টং চিত্তং যস্য তথাভূতোঽস্মি ; অতএব ত্বদ্বর্ত্মবীক্ষকঃ, 'কদা সমাগমিষ্যসি?' ইত্যুন্মুখোঽস্মীত্যর্থঃ॥

৩৯। যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া নিজেচ্ছয়েত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০-৩৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৮। এইরূপে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরিতোষণ নিমিত্ত নিজের কুশল বলিতেছেন। আপনার প্রভাবে আমি সপরিবারে কুশলে আছি। কিংবা আপনার সমাগম-হেতু বিশেষ মঙ্গল। তাহার কারণ, আমার বিষয়ে আপনার কৃপা। অথবা আমি আপনার প্রতি কৃপাকৃষ্ট চিত্তে আপনার আগমন পথে সতত সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আছি—কখন আপনার সমাগম হইবে? অর্থাৎ কখন আমার প্রতি উন্মুখ হইবেন?

৩৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪০। সমগ্র-সম্ভ্রম-প্রেমানন্দভারেণ যন্ত্রিতঃ।
নাশকৎ প্রতিবক্তুং তং জনশর্মাপি বীক্ষিতুম্॥

৪১। বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠঃ সন্নম্রোপহতলোচনঃ।
পরং তচ্চরণাম্ভোজে মূর্দ্ধ্নি ধৃত্বারুদত্তরাম্॥

৪২। বদান্যচূড়ামণিরাত্মনোঽধিকং, কিমপ্যপশ্যন্ প্রতিদেয়মাকুলঃ।
স্বভূষণানি ব্যপকৃষ্য গাত্রতো, বিভূষ্য তৈস্তং বিদধে সরূপবৎ॥

৪৩। ইত্থমাত্মানুরূপাং স ব্যতনোৎ পরমাং কৃপাম্।
জনশর্মাপি তেনৈব পরিপূর্ণার্থতাং গতঃ॥

মূলানুবাদ

৪০। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া জনশর্মা সমগ্র সম্ভ্রম ও প্রেমানন্দভরে অধীর হইয়া আর কিছু বলিতে বা দর্শন করিতে পারিলেন না।

৪১। তখন সেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠ বাষ্পে সংরুদ্ধ হইল, লোচনযুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল, পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল মস্তকে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

৪২। সেই বদান্যচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আপন হইতে অধিক প্রতিদেয় কোন বস্তু দেখিতে না পাইয়া আকুল হইয়াই যেন নিজ গাত্র হইতে ভূষণ সকল উন্মোচন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে সরূপের ন্যায় বিভূষিত করিয়াছিলেন।

৪৩। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বরূপের অনুরূপ পরম কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাতেই জনশর্মার অর্থ সকল পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। সমগ্রস্য সম্পূর্ণস্য সম্ভ্রমস্য প্রেম্ণশ্চ আনন্দস্য চ, প্রেমরূপানন্দস্য বা ভারেণ গৌরবেণ যন্ত্রিতো বশীকৃতঃ সন্, প্রতিবক্তুং প্রত্যুত্তরং দাতুং তং ভগবন্তং বীক্ষিতুমপি নাশকৎ॥

৪১। কেবলমরুদত্তরাম্ অত্যন্তং রুরোদ, তদ্‌বাক্যশ্রবণাদিনা প্রেমভরোদয়াৎ ; কিং কৃত্বা? তস্য ভগবতশ্চরণাম্ভোজে পাদপদ্মদ্বয়ং শিরসি ধৃত্বা নিধায়॥

৪২। ততস্তং বিপ্রং প্রতি শ্রীভগবান্ পরমানুগ্রহং কৃতবানিত্যাহ—বদান্যেতি। প্রতিদেয়মিতি বিপ্রেণাত্মা ময্যর্পিতোঽস্তি, ময়াপি যদি তদ্‌বশ্যত্বেন তস্মিন্ আত্মৈব সমর্পণীয়স্তদা সামান্যাপত্তের্মমৌদার্যং কিং নাম, সিদ্ধম্, মত্তোঽধিকঞ্চ কিমপ্যন্য-

দ্দেয়ং ন দৃশ্যত ইতি কিং দদামীত্যাকুলঃ সম্ভ্রান্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বস্য গাত্রেভ্যঃ স্বস্য ভূষণানি ব্যপকৃষ্য বলাদুত্তার্য তৈর্ভূষণৈস্তং বিপ্রং বিভূষ্য অলঙ্কৃত্য সরূপমিবাকরোৎ, সম্ভ্রমেণ অন্যাপ্রাপ্তেরিব ; বস্তুতস্তু স্বস্মাদপি স্বভক্তস্য মাহাত্ম্যাতিরেকাভিপ্রায়েণেদমিত্যূহ্যম্। এবং সরূপস্যাপি সারূপ্যাপ্রাপ্ত্যেব ভগবৎসদৃশালঙ্কারাদিকমিত্যাদাবুক্তমেবাস্তি॥

৪৩। ইত্থমনেন প্রকারেণ, স বদান্যচূড়ামণির্ভগবান্ আত্মানুরূপাম্ অসাধারণাং, নিজপ্রিয়সহচর-গোপকুমারতা-প্রতিপাদনাৎ ; অতএব পরমাং কৃপাং ব্যতনোৎ। তেন সরূপবদ্বিধানেনৈব পরিপূর্ণা অর্থাঃ সর্বফলানি যস্য তথাভূততাং প্রাপ্তঃ, ঐকান্তিনাং তদ্ব্যতিরিক্তে নৈরপেক্ষ্যাৎ। তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৪।১৪) শ্রীভগবতৈব—'ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ।' ইতি। অস্যার্থঃ—রসাধিপত্যং পাতালাদি-স্বাম্যম্, অপুনর্ভবং মোক্ষমপি মদ্বিনা মাং হিত্বা অন্যন্নেচ্ছতি। অহমেব তস্য প্রেষ্ঠ ইত্যর্থ ইতি। অপি চ—'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥' (শ্রীভা ১১।২০।৩৪) ইতি। অপুনর্ভবম্ আত্যন্তিকমপি কৈবল্যমিতি। তৃতীয়স্কন্ধে চ শ্রীকপিলদেবেন (শ্রীভা ৩।২৯।১৩)—'সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—সালোক্যং ময়া সহ একলোকে বাসং সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্যম্, সামীপ্যং নিকটবর্তিত্বম্, একত্বং সাযুজ্যম্, উত অপি, দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি জনা মদ্ভক্তাঃ, কুতস্তৎকামনেতি। অপি চ—'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোঽন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য, সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥' (শ্রীভা ৩।২৫।৩৪) ইতি। অস্যার্থঃ—একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষম্, মদর্থমীহা ক্রিয়া যেষাং তে। প্রসজ্য প্রেম্ণা আসক্তিং কৃত্বা, সভাজয়ন্তে শ্রবণাদিনা সম্মানয়ন্তি ; পৌরুষাণি বীর্যাণীতি। নবমস্কন্ধে (শ্রীভা ৯।৪।৬৭) চ দুর্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা—'মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥' ইতি। প্রতীতং স্বতঃপ্রাপ্তমপি তে মদ্ভক্তাঃ, অন্যৎ পারমেষ্ঠ্যাদিকম্। দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৬।৩৭) চ শ্রীনাগপত্নীভিঃ—'ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং, ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ॥' ইতি। তত্রৈব শ্রীদ্রৌপদীং প্রতি শ্রীমহিষীবর্গেণ—'ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত। বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃশ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮৩।৪১-৪২) ইতি। এতয়োরর্থঃ—হে সাধ্বি! সাম্রাজ্যাদি ন কাময়ামহে, কিন্তু

এতস্য শ্রীদ্বারকানাথস্য ভগবতঃ শ্রীমৎপাদরজো মূর্দ্ধ্ন বোঢুমেব কাময়ামহে, তত্র সাম্রাজ্যং সার্বভৌমং পদম্, স্বারাজ্যম্ ঐন্দ্র্যপদম্, ভোজ্যং তদুভয়ভোগভাক্ত্বং বিবিধং রাজত ইতি বিরাট্, তস্য ভাবঃ বৈরাজম্, অনিমাদিসিদ্ধিভাক্ত্বম্ ; যদ্বা, বহ্বৃচ্ ব্রাহ্মণোক্তক্রমেণ প্রাগাদিদিক্চতুষ্টয়াধিপত্যানি, সাম্রাজ্য-ভোজ্য-স্বারাজ্য-বৈরাজ্যানি ব্যাখ্যেয়ানি, পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদম্, আনন্ত্যং মোক্ষম্, হরেঃ পদং বৈকুণ্ঠমপি ; তৎ-পাদরজ এব কিং কাময়ন্তে? তত্রাহুঃ—'শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যম্' ইতি ; ব্রহ্মাদি-সেব্যয়া মহালক্ষ্ম্যাপি সেবিতত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যমপি তদীয়-পরমপ্রিয়তমজনেন সহসা পত্ন্যবিশেষাঙ্গীকারেণাপি তদেব কাময়ামহ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এতস্যেতি অনির্বচনীয়-বিবিধ-মাধুর্যমহোদধেরিত্যর্থঃ। কিংবা এতস্য শ্রীদেবকীনন্দনস্যেতি-তস্যান্যরূপপ্রসঙ্গো নিরাকৃতঃ। ততশ্চ শ্রিয় ইতি রুক্মিণ্যা ইত্যর্থঃ। কামনাহেতুত্বেন চ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তীতি নিরন্তরোত্তরশ্লোকাদ্যপাদো। দ্রষ্টব্যঃ এবঞ্চ তাসামপি বাঞ্ছনীয়ত্বেন পরমমধুরমহিমভরো জ্ঞেয়ঃ। ততঃ পরঞ্চ—'পুলিন্দ্যস্তৃণ বীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮৩।৪৩) ইতি। পাদত্রয়েণ পরমদুর্লভমপি তৎপরাণাং সুলভং স্যাদিতি তত্র কামনাসম্ভাবনা দর্শিতা, তত্র গাব ইতি গাঃ, যদ্বা, বো মহাত্মন ইতি সম্বন্ধঃ ; যুষ্মাকং সম্বন্ধী পূজ্যো বা যো মহাত্মা মহাশয়ো ভগবান্ তস্যেত্যর্থঃ। তথাভূতস্যাপি গাব-শ্চারয়তঃ সতঃ পাদস্পর্শং যথা পুলিন্দ্যাদয়ো গোপাশ্চ বাঞ্ছন্তি, তদ্বদিতি। অথবা শ্রিয়ঃকুচকুঙ্কুমাঢ্যমেব, ন তু তদ্ব্যতিরিক্তং কেবলম্, তথা সতি কদাচিদাত্মারামত্বাদি-প্রসক্ত্যোদাসীনতায়া অপি সম্ভবাৎ। এবং তস্য পরমরসিকতাদিকমভিপ্রেতম্ ; অন্যৎ পূর্ববদেব। অলমতিবিস্তরেণ। অতএব সরূপেনামুনা তত্র তত্র তমেব শ্রীভগবন্তং প্রাপ্যাপি তত্তল্লীলাদিসমেতং শ্রীমাথুরব্রজভূমাবেব তং দ্রষ্টুং তাদৃশপ্রযত্নঃ কৃতঃ। তথা সন্দর্শনস্যৈব তদীয়সম্যক্প্রাপ্তিপ্রকারলক্ষণত্বাৎ, ভক্তিবিশেষ-বিলাস-বৈভবরূপ-ত্বাচ্চ ; পরমমহত্তান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সুখবিশেষোদয়াত্মকত্বাচ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০-৪১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪২। অতঃপর সেই বিপ্রের প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-বিশেষ বর্ণিত হইতেছে। (শ্রীভগবান চিন্তা করিলেন) এই বিপ্র আমাকে আত্মা পর্যন্ত সমর্পণ করিয়াছে। অতএব আমিও যদি তদ্বশবর্তি হইয়া উহাকে আত্মদান করি, তাহা হইলেও সাম্যাপত্তি-হেতু (সমান হইলে) ঔদার্য সিদ্ধ হইবে না। অথচ আত্মা হইতে অধিক প্রতিদেয় কোন বস্তুও দেখা যাইতেছে না, তাহা হইলে কি বস্তু প্রদান করিব? এই প্রকারে সেই বদান্যচূড়ামণি শ্রীভগবান আত্মা হইতে অধিকতর প্রতিদেয় কোন

বস্তু দেখিতে না পাইয়া আকুল হইয়াই যেন নিজ গাত্র হইতে স্বীয় ভূষণাদি সবলে উত্তরণ করিয়া সেই বিপ্রকে সরূপের ন্যায় বিভূষিত করিলেন। বস্তুতঃ 'নিজ হইতেও ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক'—এই অভিপ্রায়েই উক্তপ্রকার ব্যবহার জানিতে হইবে। এইরূপে সেই বিপ্র শ্রীভগবৎ সদৃশ অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত হইয়া শ্রীসরূপের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

৪৩। এইপ্রকারে সেই বদান্যচূড়ামণি শ্রীভগবান আত্মানুরূপ অর্থাৎ অসাধারণ কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন। যেহেতু, নিজপ্রিয়সহচর গোপকুমারতা প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। অতএব পরমকৃপাই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ স্বরূপ তার বিধান-হেতু (পূর্বোক্ত শ্লোকানুসারে) জনশর্মার অর্থসকল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কারণ, ঐকান্তিকগণ তদ্ব্যতিরিক্ত (শ্রীভগবৎসেবা ভিন্ন) সকল বিষয়েই উদাসীন হইয়া থাকেন। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া পারমেষ্ঠ্যপদ (ব্রহ্মপদ) ইন্দ্রপদ, সার্বভৌমত্ব (রাজচক্রবর্তিত্ব) পাতালাদির আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমনকি (আমাতে প্রীতিবশতঃ) মোক্ষও অভিলাষ করেন না।" তৃতীয়স্কন্ধেও শ্রীকপিলদেব বর্ণন করিয়াছেন, "আমাতে প্রীতিযুক্ত অতএব ধীমান সাধুসকল আমার প্রদত্ত সালোক্য (একলোকে শ্রীভগবানের সহিত বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য), সামীপ্য (নিকটবর্তিত্ব অথবা একত্বরূপ সাযুজ্য) মোক্ষাদিও গ্রহণ করেন না, অন্য বস্তু কামনার কথা কি? তাঁহারা কেবল আমার সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" আরও প্রমাণ আছে—"যাঁহারা আমার পাদসেবায় অভিরত, যাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা কেবল আমার জন্য, বিশেষতঃ যাঁহারা পরস্পরে একত্রিত হইয়া আসক্তির সহিত আমার বীর্য বর্ণন করিতে ভালবাসেন, এইরূপ কোন কোন ভক্ত ঐ প্রকার মুক্তি (আমার সহিত একাত্মারূপ সাযুজ্য) ইচ্ছা করেন না।" নবমস্কন্ধে শ্রীদুর্বাসার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিও এই প্রকার—"আমার সেবকগণের নিকট সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আর কালবিপ্লুত অন্য বস্তু অভিলাষ করা ত' দূরের কথা! অর্থাৎ আমার ভক্তগণ যখন স্বতঃপ্রাপ্ত মোক্ষাদিও গ্রহণ করেন না, তখন নশ্বর পারমেষ্ঠ্যাদিপদের কথা কি বলিব?" দশমস্কন্ধে শ্রীনাগপত্নীগণ বলিয়াছেন, "যাঁহারা আপনার পদরেণু প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বর্গ, চক্রবর্তিত্ব, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমনকি মুক্তিও কামনা করেন না।" দশমস্কন্ধে শ্রীদ্রৌপদীর প্রতি শ্রীমহিষীবর্গের উক্তি—"হে সাধ্বি! আমরা সাম্রাজ্য (সার্বভৌমত্ব), ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য (ঐহিক পারত্রিক সুখভোগ) বৈরাজ্য, অণিমাদি সিদ্ধি-সমন্বিত ব্রহ্মপদ, আনন্ত্য

(মোক্ষ) বা শ্রীহরির বৈকুণ্ঠপদও প্রার্থনা করি না। কেবলমাত্র 'শ্রী' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-সেবিত মহালক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট গদাভৃৎ (আমাদের পতিরূপে যিনি সকলের নিকট বিজ্ঞাত) সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরজ মস্তকে ধারণ (বা বহন) করিতে বাসনা করি। অথবা বহ্বৃ ব্রাহ্মণোক্ত ক্রমানুসারে পূর্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ের আধিপত্য, পারমেষ্ঠ্য ব্রহ্মপদ, আনন্ত্য (মোক্ষপদ) হরিপদ-বৈকুণ্ঠ, এই সমস্ত কিছুই বাসনা করি না, কেবল পদরজঃ বাসনা করি। তাঁহার পদরজঃ কি জন্য কামনা করেন? তাহাতেই বলিতেছেন, কান্তাবর্গের কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও সেবিত মহালক্ষ্মী অথবা কুচকুঙ্কুম-গন্ধাঢ্য তাঁহার পরম প্রিয়তম কোন অনির্বচনীয় জন, যাঁহাকে সহসা পত্নীবিশেষরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া সেই শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন—তাহাই অধিকরূপে আমাদের কামনার বিষয়। তাহার হেতু, 'এতস্য' ইত্যাদি। এই অনির্বচনীয় বিবিধ মাধুর্য-মহোদধি, কিংবা এই দেবকী-নন্দনের 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণীদেবী। এতদ্বারা তাঁহার অন্যরূপ প্রসঙ্গ নিরাকৃত হইল। আর কামনা-হেতুত্ব ব্রজাঙ্গনাগণও যাহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে গোচারণ করিতেন, তখন ব্রজাঙ্গনা সকল যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় পাদরজঃ স্পর্শই আমাদের একমাত্র অভিলাষ। এখানে 'সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের বাঞ্ছনীয়' বলিয়া পাদরজের পরম মধুর মহিমাভর প্রতিপাদিত হইতেছে। পরবর্তি শ্লোকেও কথিত হইয়াছে, "ব্রজাঙ্গনাসকল যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শই আমাদের একমাত্র অভিলাষ।" এইপ্রকার অভিলাষের হেতু এই যে, উহা পরম দুর্লভ হইলেও তৎপর সকলের সুলভ হইয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাদের কামনা সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইল। যেহেতু, তাঁহার প্রেম-মাহাত্ম্য-প্রভাবে পুলিন্দ্যকন্যাগণেরও সেই পদরজঃ লাভে অভিলাষ হইয়াছিল। অথবা আপনাদের পূজ্য হইয়াও সেই মহাশয় যখন বৃন্দাবনে গোচারণ করেন, তখন গোপসকলও পাদসম্বাহনের নিমিত্ত তাঁহার পদস্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার কারুণ্যই তৎপদস্পর্শের (অভিলাষের) হেতু। অর্থাৎ প্রেম-মাহাত্ম্যেই তৎপ্রাপ্তি সুলভ হইয়া থাকে। জাত্যাদিমাহাত্ম্যে সুলভ হয় না। তাৎপর্য এই যে, 'শ্রীর' কুচকুঙ্কুমযুক্তত্বরূপেই প্রার্থনীয়, তদ্‌ব্যতিরিক্তত্বরূপে প্রার্থনীয় নহে। কারণ, কুচকুঙ্কুম-ব্যতিরিক্ত হইলে কদাচিৎ আত্মারামত্বাদির প্রসক্তি-হেতু ঔদাসীন্য সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপে তাঁহার পরমরসিকতাদি-ভাবই অভিপ্রেত। এ বিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তাৎপর্য এই যে, মহিষীগণ শ্রীরাধিকার কুচকুঙ্কুমাঢ্য ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধারণ করিতে লালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "শ্রীমৎ পাদরজঃ শ্রিয়ঃ"—পদের লক্ষিত শ্রীপতির

পদই লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমাঢ্য, কিন্তু তাঁহার সামীপ্য-ত্যাগ হেতু তাহা আপনারা (মহিষী-বৃন্দ) নিশ্চয়ই ত্যাগ করিয়াছেন। যদি এখানে 'শ্রী' শব্দে রুক্মিণীই অভিপ্রেত হইতেন, তাহা হইলে আপনারা ত' তাহা প্রাপ্তই হইয়াছেন। অতএব এখানে 'শ্রী' শব্দে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীও বুঝায় না। কারণ, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনবিহারীরই চরণরেণু কামনা শুনা যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইনি একেবারেই জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমুকুটমণি শ্রীরাধিকা। আর শ্রীমহিষীগণ তখনও যেন শ্রীরাধিকার কুচকুঙ্কুম-সৌরভ-বাসিত অবিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রভাব অন্তরে অনুভব করিতেছেন! ইহা প্রগাঢ় প্রেমময় আকাঙ্ক্ষায় সেই বহুপূর্বের শ্রীরাধিকার কুচকুঙ্কুমের পরিমল সদ্যই যেন মহিষীগণের নিকট প্রকাশিত হইল। অতএব এই সরূপ ব্রজ বিনা অন্যত্র শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াও অতৃপ্তিবশতঃ তত্তল্লীলাদির সহিত শ্রীমাথুর-ব্রজভূমিতে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাদৃশ প্রযত্ন করিয়াছেন। আর ব্রজললনার-কুচকুঙ্কুমসংলগ্নত্বরূপে শ্রীভগবানের সন্দর্শন দ্বারাই সম্যক্‌রূপে পুরুষার্থ প্রাপ্তি অর্থাৎ তদীয় যতপ্রকার লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ভক্তিবিলাস বৈভবরূপত্ব হেতু পরমমহত্ত্বের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত সুখবিশেষ উদয়াত্মক পুরুষার্থবিশেষ সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

সারশিক্ষা

৪৩। ব্রজজাতীয় রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের পাদপদ্মে ভক্তি-যোগকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন! সেইজন্য তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ কিংবা বৈকুণ্ঠাদি ধামও কামনা করেন না ; যদি কোন কারণে কেহ কামনা করেন, তবে তাহাও পাইতে পারেন ; কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তগণ ধীর প্রকৃতি বলিয়া তাদৃশ বৈভবে উদাসীন হইয়া থাকেন। এমন কি যাহা পাইলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সেই কৈবল্য (মুক্তি) পর্যন্ত কামনা করেন না। কারণ, নৈরপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষাত্যাগই) পরম মহৎ নিঃশ্রেয়স বলিয়া তাঁহারা সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্যই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

কোনকালেও দুঃখের সহিত মিশ্রণ বা একত্র স্থিতি নাই বা হইবে না, এরূপ যে আনন্দ, তাহাই পরমপুরুষার্থ—ইহা সর্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত। তবে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা গৌণ মাত্র। অর্থাৎ উহারা স্বতঃ পুরুষার্থ নহে, কেবল উপায়স্বরূপে উপেয় ফলভাবের আরোপ বা উপচারে পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ ভক্তিরূপ পরমানন্দই পুরুষার্থ। যেহেতু, মূর্ত পরমানন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তিরসের আলম্বন-বিভাব। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ

প্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। এমন কি, শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীদ্বারকানাথের প্রধান প্রধান মহিষী এবং শ্রীরুক্মিণীদেবীরও তাহা প্রার্থনীয়।

এই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের রজঃ প্রাপ্তিও স্থান-ভেদে এবং মাহাত্ম্য উপলব্ধির তারতম্য-হেতু ভক্তিভাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন, ব্রজেও যে শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকা এবং মথুরায়ও সে-ই শ্রীকৃষ্ণ ; তথাপি ব্রজে তাঁহার অধিক মাধুরী প্রকটিত হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রজেই তাঁহার শ্রীচরণরেণুরও অধিকতর মাধুরী প্রকটিত হইয়া থাকে এবং ব্রজাঙ্গনাসকলই তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

এইজন্য শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন, ''আমি শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের পদরেণু লাভের নিমিত্ত পুরাকালে ষষ্ঠি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।'' এইকথা শুনিয়া শ্রীভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভগবন্! ভবাদৃশ ঈশ্বরকেও যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তের পদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তবে শ্রীনারদাদি বহুতর তাদৃশ ভক্ত আছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পদরেণু ত্যাগ করিয়াও আপনি যে গোপীদিগের পদরেণু গ্রহণে উৎসুক, এবিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—ইহার কারণ কি বলুন।' তদুত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, 'বৎসগণ! ব্রজসুন্দরীগণ সামান্যা স্ত্রী নহেন, তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমিও (ব্রহ্মা) তাঁহাদিগের মহিমা অবগত নহি। অতএব আমরা সেই পদরেণুলাভের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকি।' (বৃহদ্-বামনপুরাণ)।

শ্রীউদ্ধব যে ব্রজসুন্দরীগণের পাদরেণু-সংসিক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিবেন, তাহা আশ্চর্য নহে। কারণ সেই গোপীগণের প্রেম-মাধুর্য দর্শন করিয়া এই সকল মহিষীগণও তাঁহাদের সংলালিত শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ কামনা করিতেছেন। যেহেতু, শ্রীগোপীগণের অনুরাগের পরাকাষ্ঠা-হেতু অর্থাৎ প্রেমরস-নির্যাসের প্রচুর প্রকাশ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত রমণেচ্ছা পর্যন্ত উদ্গত হয়।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহিষীগণ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের গৃহিণী এবং সর্বসম্পদভাজন হইয়াও কিজন্য গোপীগণ-বাঞ্ছিত পদরজঃ প্রার্থনা করিলেন? যদিও তাঁহারা পতিরূপে গদাভৃৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৎপাদরজঃ নিজ নিজ শিরে বহন করিয়া থাকেন, তথাপি তদ্‌বিলক্ষণ কোন্ ভাববিশেষদ্বারা উদ্বোধিত হইয়া শ্রীগোপীদিগের শ্রীকুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্য-প্রাপ্ত সম্পদ-বিশেষের উৎকর্ষহেতু তদ্রূপ কামনা করিয়াছেন।

৪৪। অথাপোঽপায়য়দ্বেণুসঙ্কেত-ধ্বনিনা পশূন্।
সমাহূয় বিচিত্রেণ মুখ-শব্দেন কেনচিৎ॥

৪৫। তেনৈব সুখদেশেষু তান্নিরুধ্যোপবেশ্য চ।
তাভ্যামন্যৈশ্চ সখিভির্বিজহারাপ্সু সাগ্রজঃ॥

৪৬। পরস্পরং বার্যভিষিঞ্চতঃ সখীন্, কদাচিদুৎক্ষিপ্য জলানি ভঞ্জয়েৎ।
কদাপি তৈরেব বিনোদকোবিদো, বিলম্ভিতো ভঙ্গভরং জহর্ষ সঃ॥

৪৭। কীলালবাদ্যানি শুভানি সাকং, তৈর্বাদয়ন্ শ্রীযমুনাপ্রবাহে।
স্রোতোঽনুলোম-প্রতিলোমতোঽসৌ, সন্তারলীলামকরোদ্বিচিত্রাম্॥

৪৮। কদাপি কৃষ্ণা-জলমধ্যতো নিজং, বপুঃ স নিহ্নুত্য সরোজকাননে।
মুখঞ্চ বিন্যস্য কুতূহলী স্থিতো, যথা ন কেনাপি ভবেৎ স লক্ষিতঃ॥

মূলানুবাদ

৪৪। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া গো-সকলকে আহ্বান করিলেন এবং বিচিত্র মুখবাদ্য দ্বারা তাহাদিগকে জলপান করাইলেন।

৪৫। পুনরায় বেণুধ্বনি দ্বারা সেই পশুসকলকে কোন সুখময় স্থানে নিরুদ্ধ করিয়া সরূপ, জনশর্মা ও সখামণ্ডলীর সহিত অগ্রজকে লইয়া জলবিহার করিয়াছিলেন।

৪৬। পরস্পর জলনিক্ষেপকারী সখা সকলের প্রতি জলনিক্ষেপ করিয়া তিনি কোন সময়ে তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন, কখনও বা তাঁহারা বিনোদকোবিদকে জলক্ষেপে পরাজিত করিলে তিনি হর্ষলাভ করেন।

৪৭। সেই শ্রীগোপালদেব শ্রীযমুনাপ্রবাহে সখাগণসহ কখনও মধুর জলবাদ্য করিতেছিলেন, কখনও বা শ্রীযমুনাস্রোতের অনুকূলে, কখনও বা প্রতিকূলে উজান-ভাটি সন্তরণ লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন।

৪৮। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীলজলে নিজ অবয়ব এবং নীলসরোজ-কাননে নিজমুখপদ্ম লুক্কাইত করিয়া কুতূহলী হইয়া অবস্থিত হইলে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪। অথ বিপ্রানুগ্রহানন্তরং বেণোঃ সঙ্কেতধ্বনিনা পশূন্ গো-মহিষাদীন্

সমাহূয়ঃ বিচিত্রেণ গো-মহিষাদিজলপানবিষয়ক-গোপশঙ্কেতিত বহুবিধ প্রকারেণ। কেনচিৎ পরমমনোহরেণ, নিজ শ্রীমুখস্য শব্দেন অপো জলানি পায়য়ামাস॥

৪৫। তেনৈব মুখশব্দেন বেণুসঙ্কেতধ্বনিনা বা তান্ পশূন্ ; তাভ্যাং শ্রীসরূপ-জনশর্মভ্যাং সহ॥

৪৬। সখীন্ ভঙ্গং প্রাপয়েৎ, তৈঃ সখিভিরেব ভঙ্গভরং পৃষ্ঠতোঽপসরণাতিশয়ং বিশেষণে লম্ভিতঃ প্রাপিতোঽপি সঃ শ্রীগোপালদেবো জহর্ষ, যতো বিনোদেষু কোবিদো বিদগ্ধঃ॥

৪৭। তৈঃ সখিভিঃ সাকং শুভান্যুত্তমানি নিজবাদ্যানি বাদয়ন্ অসৌ শ্রীগোপাল-দেবঃ স্রোতসোঽনুলোমেন প্রতিলোমেন চ শ্রীযমুনাপ্রবাহে বিচিত্রাং বিবিধাং সন্তারলীলামকরোৎ॥

৪৮। যথা কেনাপি স কৃষ্ণো লক্ষিতো ন ভবেৎ, তথা স বিনোদকোবিদঃ স্থিতো ভবেৎ। তত্র প্রকারমাহ—কৃষ্ণায়া যমুনায়া জলমধ্যে নিজবপুর্নিহুত্য লীনং কৃত্বা সরোজানাং কাননে মুখং বিন্যস্য চেতি। কৃষ্ণায়াঃ কৃষ্ণবর্ণজলস্য তচ্ছ্যামকান্ত্যা সহ, তথা সরোজস্য চ শ্রীমুখেন সহ সাদৃশ্যাৎ কেনাপ্যলক্ষিতত্বং সম্ভাব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই বিপ্রকে অনুগ্রহ করিয়া পরে বেণুধ্বনি সঙ্কেতদ্বারা গো-মহিষাদি পশুসকলকে আহ্বান করিলেন এবং বিচিত্র (গো-মহিষাদির জলপান নিমিত্ত গো-পালন-সুলভ সাঙ্কেতিক বহুবিধ) পরম মনোহর নিজ শ্রীমুখবাদ্য করিয়া পশুসকলকে জলপান করাইলেন।

৪৫-৪৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪৯। ততস্তদেকেক্ষণজীবনাস্তে, ন তং সমন্বিষ্য যদালভন্ত।
তদা মহার্তাঃ সুহৃদো রুদন্তো, বিচুক্রুশুর্ব্যগ্রধিয়ঃ সুঘোরম্॥

৫০। ততো হসন্ পদ্মবনাদ্বিনিঃসৃতঃ, প্রহর্ষপূরেণ বিকাসিতেক্ষণৈঃ।
সকূর্দনস্তৈঃ পুরতোঽভিসারিভিঃ, সঙ্গম্যমানো বিজহার কৌতুকী॥

৫১। মৃণালজালেন মনোরমেণ, বিরচ্য হারান্ জলপুষ্পজাতৈঃ।
সখীনলঙ্কৃত্য সমুত্ততার, জলাৎ সমং তৈঃ স চ ভূষিতস্তৈঃ॥

৫২। মাধ্যাহ্নিকং ভোজনমত্র কর্তুং, বিস্তীর্ণকৃষ্ণাপুলিনে মনোজ্ঞে।
গোপৈঃ সমং মণ্ডলশো নিবিষ্টৈর্ন্যবেশয়ৎ সোঽগ্রজমেব মধ্যে॥

মূলানুবাদ

৪৯। তাঁহার নিরীক্ষণই যাঁহাদের জীবন, সেই সখাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও যখন সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা মহা আর্ত ও ব্যগ্র হইয়া ঘোররবে রোদন করিয়াছিলেন।

৫০। তারপর সেই কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে যখন পদ্মবন হইতে বাহির হইলেন। তখন সেই সুহৃদ্‌গণ তাঁহার অভিমুখে কূর্দন করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। পরে তাঁহাদের সহিত মিলিয়া নানারূপ জলবিহার করিয়াছিলেন।

৫১। তিনি পদ্মের মৃণালজালে জলজ পুষ্পসমূহের মনোরম মালা রচনা করিয়া সখাসকলকে অলঙ্কৃত করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে তদ্রূপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের সহিত জল হইতে তীরে উঠিয়া পুলিনে গমন করিয়াছিলেন।

৫২। পরে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন করিবার জন্য শ্রীযমুনার বিশাল মনোজ্ঞ পুলিনে মণ্ডলাকারে সখাগণকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং অগ্রজের সহিত মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। ততস্তস্মাৎ কারণাৎ ; তং শ্রীগোপালদেবং, তে সুহৃদো গোপকুমারাঃ সম্যগন্বিষ্য যদা নালভন্ত, তদা মহার্তাঃ সন্তো রুরুদুঃ সুঘোরং যথা স্যাত্তথা বিচুক্রুশুঃ। যততস্য শ্রীগোপালদেবস্য এব তস্য ঈক্ষণং দর্শনমেব জীবনং যেষাং তে, অতএব ব্যগ্রা ধীর্যেষাং তে॥

৫০। তৈঃ সুহৃদ্ভিঃ সঙ্গম্যমানঃ ; কথম্ভূতৈঃ? প্রহর্ষপূরেণ পরমানন্দসমূহেন

বিকসিতানি ঈক্ষণানি যেষাং তৈঃ। কিঞ্চ, কূর্দনৈঃ সহিতং যথা স্যাত্তথা পুরতোঽগ্রে-ঽভিসরদ্ভিঃ॥

৫১। বিহারমেবাহ—মৃণালেতি। তৈর্হারৈর্জলপুষ্প-সমূহৈশ্চ নিজসহচরান্ ভূষয়িত্বা তৈশ্চ সখিভিঃ সঃ শ্রীগোপালদেবস্তৈরেব ভূষিতঃ সন্ তৈরেব সখিভিঃ সমং জলাৎ সমুত্ততার, বহির্নিঃসসারেত্যর্থঃ॥

৫২। অত্র বন এব ; যদ্বা যত্র বিজহার অস্মিন্নেব বিস্তীর্ণে কৃষ্ণায়াঃ পুলিনে গোপৈঃ সমং মাধ্যাহ্নিকং ভোজনং কর্তুং সঃ শ্রীগোপালদেবঃ মধ্যে সর্বমণ্ডলান্তঃ অগ্রজং শ্রীবলরামমেব ন্যবেশয়ৎ উপবেশয়ামাস। কথম্ভূতঃ? মণ্ডলশঃ বহুমণ্ডলতয়া নিবিষ্টৈরুপবিষ্টৈঃ, মাধ্যাহ্নিকমিত্যনেন প্রাতরপি তুক্তমস্তীতি গম্যতে। তচ্চ 'সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ' ইতি, ক্বচিদ্বনাশায় মনো দধদ্ব্রজাৎ প্রাতঃ' (শ্রীভা ১০।১২।১) ইত্যাদি দশমস্কন্ধোক্ত্যনুসারেণ কদাচিদ্বনে কদাচিদ্গৃহ এব বোদ্ধব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯-৫১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫২। শ্রীগোপালদেব কৃষ্ণা অর্থাৎ শ্রীযমুনার বিস্তীর্ণ পুলিনে সখাগণসহ মাধ্যাহ্নিক ভোজন করিবার জন্য সেই গোপসকলকে মণ্ডলাকারে উপবেশন করাইয়া মধ্যস্থলে অগ্রজ শ্রীবলরামকে উপবেশন করাইলেন। সেই মণ্ডলীবন্ধন কি প্রকার? প্রথম মণ্ডলীর অভ্যন্তরে দ্বিতীয় মণ্ডলী, দ্বিতীয় মণ্ডলীর অভ্যন্তরে তৃতীয় মণ্ডলী, এই প্রকার অসংখ্য মণ্ডলীবদ্ধে সকলকে উপবেশন করাইলেন। এখানে মাধ্যাহ্নিক ভোজন বলায় গৃহে প্রাতর্ভোজন সমাধা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেহেতু "প্রাতঃকালের ভোগ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গো-বৎসসকল চারণ করাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" "কোন সময়ে বা শ্রীকৃষ্ণ বনেই প্রাতর্ভোজন করিবেন ইচ্ছা করিয়া প্রভাতে বয়স্যদিগের সহিত বৎস সকলকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হওত বনে প্রবেশ করিলেন।" ইত্যাদি দশমস্কন্ধোক্ত বাক্যানুসারে কদাচিৎ বনে, কদাচিৎ গৃহে ভোজন হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

৫৩। স্বয়ঞ্চ লীলাঞ্চিত-নৃত্যগত্যা, ভ্রমন্ বিচিত্রং পরিতঃ পুরৈব।
নীতানি তত্রালয়তোঽদ্ভুতানি, ভোজ্যানি রেমে পরিবেশয়ন্ সঃ॥

৫৪। সর্বর্তুশশ্বৎ-ফলপুষ্পশালিনাং, বৃন্দাটবীদিব্য-বিচিত্রশাখিনাম্।
তৈরাহৃতান্যেব ফলানি লীলয়া, স্বাদূনি তেভ্যো বিভজন্ যথারুচি॥

৫৫। রসাল-তাল-বিল্বানি বদরামলকানি চ।
নারিকেলানি পনস-দ্রাক্ষা-কদলকানি চ॥

৫৬। নাগরঙ্গানি পীলূনি করীরাণ্যপরাণ্যপি।
খর্জূরদাড়িমাদীনি পক্কানি রসবন্তি চ॥

৫৭। হর্ষায় তেষামাদায় প্রত্যেকং কিঞ্চিদচ্যুতঃ।
তিষ্ঠংস্তত্তৎসমীপেঽসৌ ভুঙ্‌ক্তে তানপি ভোজয়েৎ॥

মূলানুবাদ

৫৩। তিনি স্বয়ং লীলাপূর্বক নৃত্যগতিতে চতুর্দিকে বিচিত্ররূপে ভ্রমণ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনীত অদ্ভুত ভোজ্যসকল পরিবেশন করিয়া শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন।

৫৪। সকল ঋতুতেই সকল ঋতুর উপযোগী ফলপুষ্পশালী শ্রীবৃন্দাবনের দিব্য বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষসকল হইতে সংগৃহীত সুস্বাদু ফলসকল যথারুচি সকলকে বিভাগ করিয়া অপূর্ব শোভা পাইতেছিলেন।

৫৫-৫৭। রসাল, তাল, বিল্ব, বদর, আমলক, নারিকেল, পনস, দ্রাক্ষা, কদলক, নারঙ্গ, পীলু, করীর (টেঁটী), খর্জুর, জাম ও দাড়িম্ব ইত্যাদি সরস পক্বফল সমুদয় হর্ষভরে তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে করিতে অচ্যুত নিজেও কিছু কিছু আস্বাদ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। সঃ শ্রীগোপালদেবস্তু স্বয়মদ্ভুতানি বহুবিধানি ভোজ্যানি ভোগোচিতদ্রব্যাণি পরিবেষয়ন্ ; অতএব লীলাঞ্চিতয়া নৃত্যগত্যা পয়িতো বিচিত্রং ভ্রমন্ রেমে। তানি বনে কুতঃ প্রাপ্তানীত্যপেক্ষায়ামাহ—পুরা পূর্বমেব প্রাতঃসময়ে আলয়তঃ স্বস্বগৃহে-ভ্যস্তত্র নীতানি তানি॥

৫৪। ন কেবলং গৃহতো নীতান্যেব, শ্রীবৃন্দাবনাৎ সঞ্চিত্য আনীতানি চেত্যাহ—সর্বেতি। তৈর্গোপৈঃ, হে অম্ব! মাতঃ! তেভ্যা গোপেভ্যঃ যথারুচি তত্তদ্‌রুচ্যনু-সারেণ লীলয়া বিভজন্ রেমে ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ॥

৫৫-৫৬। ফলান্যেবাহ—রসালেতি দ্বাভ্যাম্। যদ্যপি রসাল-তাল-বিল্ব-বদরাদী-নামেকস্মিন্নেব কালে পক্বতা ন সম্ভবেৎ, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনবৃক্ষাণাং সর্বেষামেব তদানীং

সর্বস্মিন্নপ্যৃতৌ ফলাদিসম্পত্তা ঘটত এব। অতএবোক্তম্—'সর্বস্মিন্নেব ঋতৌ শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ ফলশালিনাম্' ইতি দিব্যেতি বা। এবমগ্রেঽপি পুষ্পপ্রসঙ্গে বোদ্ধব্যম্॥

৫৭। ন কেবলমসৌ পর্যবেষয়দেব, স্বয়মভুঙ্ক্ত চেত্যাহ—হর্ষায়েতি। প্রত্যেকং তেষাং ফলাদীনাং গোপানাং বা কিঞ্চিদাদায় অসৌ অচ্যুতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো ভুঙ্ক্তে ; বর্তমানসামীপ্যে ; তৎকারণঞ্চ প্রাগুক্তমস্ত্যেব। যস্য যস্য কিঞ্চিদাদত্তে তস্য তস্য সমীপ এবাতিষ্ঠৎ। অচ্যুত ইতি চ সর্বৈরেব তৈঃ প্রত্যেকং জ্ঞায়তে—মমৈব পার্শ্বে অস্তি, নান্যত্রেত্যভিপ্রায়েণোক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। সেই শ্রীগোপালদেব স্বয়ং অদ্ভুত লীলাঞ্চিত নৃত্যগতিতে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করিয়া শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি বল, বনে সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, পূর্বে (প্রাতঃকালে) গোচারণে আসিবার সময় সকলেই নিজ নিজ গৃহ হইতে সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

৫৪। কেবল গৃহ হইতে আনীত ভোজ্যদ্রব্য নহে। শ্রীবৃন্দাবন হইতে সংগৃহীত সুস্বাদু ফলাদিও পরিবেশিত হইতেছিল। হে মাতঃ! সেই সকল গোপবর্গকে যথারুচি (তত্তৎ রুচি অনুসারে) লীলায় বিভাগ করিয়া সেই শ্রীগোপালদেব অপূর্বরূপে শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন।

৫৫-৫৬। অতঃপর 'রসাল' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সংগৃহীত ফল সকলের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যদ্যপি রসাল-তাল-বিল্ব-বদরি প্রভৃতি ফলসকল সমকালে পক্কতার সম্ভাবনা নাই ; তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসমুদয় সকল ঋতুতেই সকল ঋতুর উপযোগী নিত্য দিব্য বিচিত্র বিচিত্র ফলাদিসম্পদযুক্ত। অতএব কথিত হইয়াছে যে, "বৃন্দাবনের দিব্য বৃক্ষসকল সকল ঋতুতেই নিত্য ফলশালিন" ইত্যাদি। এইপ্রকার অগ্রেই পুষ্পাদি প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে।

৫৭। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছেন, তাহা নয় ; নিজেও ভোজন করিতেছেন। তাহাই বলিতেছেন 'হর্ষা' ইত্যাদি। হর্ষভরে প্রত্যেক সখাকে ফলাদি পরিবেশন করিতে করিতে সেই অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ভোজন করিতেছেন। (সামীপ্যে বর্তমান) তাহার কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ ভোজন না করিলে কেহই ভোজন করিতেছেন না দেখিয়া তিনিও যুগপৎ প্রত্যেকের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইতে লাগিলেন। এজন্য প্রত্যেক গোপবালক মনে করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছেন। আর শ্রীঅচ্যুতেরও এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া লীলাশক্তি তাহা সমাধান করিলেন।

৫৮। পরীক্ষ্য মিষ্টমিষ্টানি শ্রীমুখান্তঃ স্বপাণিভিঃ।
উত্থায়োত্থায় সখিভিরর্প্যমাণানি সাদরম্॥

৫৯। সশ্লাঘং নর্মহাসার্দ্রং বিচিত্রমুখভঙ্গিভিঃ।
মধুরং পরিচর্যংস্তান্ হাসয়িত্বা ব্যমোহয়ৎ॥

মূলানুবাদ

৫৮-৫৯। সখাসকল মিষ্ট মিষ্ট ফলসকল অগ্রে আস্বাদ করিয়া পশ্চাৎ নিজ নিজ হস্তে সেইসকল উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহার শ্রীমুখে অর্পণ করিলে তিনিও সাদরে তত্তৎ-দ্রব্যের প্রশংসার সহিত বিচিত্র মুখভঙ্গি সহকারে মধুর মধুর চর্বণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে হাস্য করাইয়া বিমোহিত করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮-৫৯। কিঞ্চ, সখিভির্গোপৈমিষ্টানি মিষ্টানি পরীক্ষ্য তৎকিঞ্চিদ্‌ভক্ষণেনাবধার্য পঞ্চাদুত্থায়োত্থায় তস্যৈব শ্রীমুখস্যান্তঃ স্বস্বপাণিভিরেব কৃত্বা সাদরমর্প্যমাণানি ফলানি সর্বভোজ্যান্যেব বা শ্লাঘয়া তত্তদদ্রব্যাদিপ্রশংসয়া সহিতং যথা স্যান্নর্মহাসা-ভ্যামার্দ্রঞ্চ যথা স্যাৎ, মধুরঞ্চ যথা স্যাত্তথা বিচিত্রাভির্মুখভঙ্গীভিঃ পরিচর্বন্ তান্ সখীন্ হাসায়িত্বা ব্যমোহয়দসাবেবেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮-৫৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬০। আম্লিকং পানকং মিষ্টং পরঞ্চ বিবিধং বহু।
তত্রঞ্চ তুম্বীপাত্রাদিভৃতং বার্যপি যামুনম্॥

৬১। পিবন্নিপায়য়ন্ সর্বান্ রময়ামাস বল্লবান্।
নানাবিধ-সুখক্রীড়াকুতূহল-বিশারদঃ॥

মূলানুবাদ

৬০-৬১। পরে মিষ্টপানক, অম্লপানক, দধি, তক্র আদি পেয় দ্রব্যসকল এবং বহুপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য উপভোগ করাইয়া ও অলাবু পাত্রে যমুনার নির্মল জল পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়াছিলেন। এইরূপে সুখক্রীড়া-কুতূহল-বিশারদ সেই শ্রীকৃষ্ণ পুলিন ভোজন লীলা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬০-৬১। এবং ভোজনমুক্তম্, পানঞ্চাহ—আম্লিকেতি। আম্লিকং তিন্তিড়্যা সাধিতম্, আদিশব্দেন বৈণবপাত্র-পত্র পুটকাদি ; নানাবিধ-সুখক্রীড়ৈব কুতূহলং, তস্মিন্ বিশারদঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০-৬১। এইরূপ ভোজনলীলা করিয়া পরে তিন্তিড়ী আদির অম্লরস ও মিষ্ট পানকাদি পান করিলেন। আদি শব্দে তুম্বী পাত্র, বংশ পাত্র, পত্র পূটকাদি। নানাদ্বিধ-সুখক্রীড়া-কুতূহলে বিশারদ সেই শ্রীগোপালদেব।

৬২। আচম্য তাম্বূলমথো সুগন্ধং, কর্পূরপূর্ণং স্বগৃহোপনীতম্।
বন্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে স্ম বিভজ্য নূত্নং, সনাগবল্লীদলপূগমার্দ্রম্॥

৬৩। তুলসীমালতীজাতী-মল্লিকাকুন্দকুব্জকৈঃ।
লবঙ্গকেতকীঝিণ্টী-মাধবীযূথিকাদ্বয়ৈঃ॥

৬৪। কাঞ্চনৈঃ করবীরাভ্যাং শতপত্রীযুগেন চ।
পলাশৈর্নবমল্লীভিরোড্রৈর্দমনকাদিভিঃ॥

৬৫। কদম্ব-নীপবকুলৈর্নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ।
কূটজাশোকমন্দারৈঃ কর্ণিকারাসনার্জুনৈঃ॥

৬৬। পাটলৈঃ প্রিয়কৈরন্যৈরপি পুষ্পৈঃ সপল্লবৈঃ।
বিচিত্রা নির্মিতা মিত্রৈর্মালাশ্চাধাদ্বিভজ্য সঃ॥

মূলানুবাদ

৬২। অবশেষে আচমন করিয়া গৃহ হইতে আনীত সকর্পূর সুগন্ধ তাম্বুল এবং বনজাত নূতন তাম্বুল আর্দ্র সুপারির সহিত বিভাগ করিয়া ভোজন করিলেন।

৬৩-৬৬। তুলসী, মালতী, জাতি, মল্লিকা, কুন্দ, কুব্জক, লবঙ্গ, ঝিণ্টি, স্বর্ণ ও শ্বেত যূথিকা, কাঞ্চন, শ্বেত ও রক্ত করবী, শ্বেত পদ্ম ও রক্ত পদ্ম, পলাশ, নবমল্লিকা, ওড়, দমনক, কদম্ব, নীপ, বকুল, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, কূটজ, অশোক, মন্দার, কর্ণিকার, আসন, অর্জুন, পাটল, প্রিয়ক এবং অন্যান্য পল্লবযুক্ত পুষ্পসকল দ্বারা মিত্র সকল কর্তৃক বিরচিত মালা তিনি বিভাগ করিয়া সকলকে দিলেন এবং নিজেও গ্রহণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। অথ অনন্তরম্ আচম্য শ্রীহস্ত-মুখাদি-প্রক্ষালন-পূর্বকমাচমনং কৃত্বা স্বস্ব-গৃহাদুপনীতং তাম্বূলং বিভজ্য ভুঙ্‌ক্তে স্ম অঙ্‌ক্ত। স্বত এব সুগন্ধি সৌরভ্যযুক্তং, বিশেষতশ্চ কর্পূরেণ পূর্ণম্ ; কিঞ্চ, নাগবল্লীদলং পর্ণবিশেষস্তৎসহিতং পূগং বন্য-মতো নূতনম্ ; অতএব আর্দ্রঞ্চ সংবিভজ্য ভুঙ্‌ক্তে স্ম॥

৬৩-৬৬। কিঞ্চ, তুলস্যাদিভিঃ কৃত্বা মিত্রৈর্গোপবর্গৈর্নির্মিতা বিরচিতা বিচিত্রাঃ বৈজয়ন্তী বনমালাদি-ভেদেন বহুবিধা মালাশ্চ বিভজ্য সর্বেভ্যো বিভাগং কৃত্বা প্রদায় ; সঃ শ্রীগোপালদেবোঽধাৎ দধারেতি চতুর্ভিরন্বয়ঃ। তত্র মালতীজাত্যোনীপ-

কদম্বয়োশ্চাবান্তরভেদঃ, যূথিকাদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণযূথিকাশুভ্রযূথিকা চেতি করবীবয়োঃ শত-পত্রিকাদ্বয়স্য চ পুষ্পাণাং শৌভ্র-রক্তিমভ্যাং ভেদঃ। পলাশৈঃ কিংশুকৈঃ ; আদি-শব্দেন দমনসদৃশপত্র-প্রধানানি মরুবকাদীনি গ্রাহ্যানি। অন্যৈঃ শৃঙ্গারহার-স্থলকমল-ভূমিচম্পকাদিভিশ্চ পুষ্পৈঃ, জলোদ্ভবানি চ প্রায়ো জলক্রীড়ায়ামুপযুক্তান্যেবেতি তান্যত্র পৃথঙ্নোক্তনি, অন্যশব্দান্তর্গতান্যেবোহ্যানি ; পল্লবানি কদম্বাদীনাং নব-মঞ্জর্যস্তৈঃ সহিতৈঃ গুঞ্জাবর্হানি চ মুকুটাদৌ সদা বর্তমানান্যেব পূর্বং বর্ণিতানি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। অনন্তর আচমন করিয়া অর্থাৎ শ্রীহস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনপূর্বক স্ব স্ব গৃহ হইতে আনীত সুগন্ধ তাম্বুল বিভাগ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। সেই তাম্বুল স্বতঃই সৌরভযুক্ত, বিশেষতঃ কর্পূরপূর্ণ আরও বনজাত নাগবল্লীদল (তাম্বুল বিশেষ) সহিত বন্যপুগকলি (আর্দ্র বলিয়া সহজেই বিভাজ্য) বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

৬৩-৬৬। আরও বলিতেছেন, তুলসীযুক্ত পুষ্পসকল দ্বারা মিত্র গোপবর্গ কর্তৃক রচিত বিচিত্র বিচিত্র (বৈজয়ন্তী-বনমালাদি-ভেদে বহুবিধ) মালা বিভাগ করিয়া সকলকে প্রদান করিলেন এবং সেই শ্রীগোপালদেব স্বয়ংও গ্রহণ করিলেন। তাহাই 'তুলসী' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অন্বিত হইয়াছে। মালতী আদি, * * * আদি শব্দে দমনক সদৃশ পত্র প্রধান মরুবক ইত্যাদি। আর অন্যান্য শৃঙ্গারাদির উপযোগী স্থলকমল ভূমিচম্পকাদি পুষ্পসকল এবং জলজ বহুবিধ পুষ্প জলক্রীড়ার উপযোগী বলিয়া অন্যত্র, পৃথকরূপে বলা হইয়াছে। এই প্রকার অন্যান্য পত্রযুক্ত পুষ্প কদম্বাদি ও নব মঞ্জরী সহিত গুঞ্জা বর্হাদি দ্বারা রচিত মুকুট ও পুষ্পালঙ্কারাদিও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

৬৭। চন্দনাগুরু-কস্তুরীকুঙ্কুমৈরাহৃতৈর্বনাৎ॥
দ্রব্যৈঃ সুগন্ধিভিশ্চান্যৈঃ পিষ্টৈরঙ্গান্যলেপয়ৎ॥

৬৮। নিকুঞ্জবর্যে সুরভিপ্রসূন-সুবাসিতে গুঞ্জদলিপ্রঘুষ্টে।
বিনির্মিতে তল্পবরে নবীনমৃদুপ্রবালচ্ছদপুষ্পজাতৈঃ॥

৬৯। শ্রীদামনামদয়িতাঙ্গসুখোপধানঃ, সুস্বাপ মিত্রনিকরৈঃ পরিচর্যমাণঃ।
কেশপ্রসাধন সুগীতকরাঙ্ঘ্রিপদ্ম-সম্বাহনস্তবনবীজন-চাতুরীভিঃ॥

মূলানুবাদ

৬৭। চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যসকল বন হইতে আনয়নপূর্বক শিলাঘর্ষণে পঙ্ক প্রস্তুত করিয়া পূর্ববৎ তাঁহারা আপন আপন অঙ্গে অনুলেপন করিয়াছিলেন।

৬৮-৬৯। পরে সুরভিপ্রসূন সুবাসিত অলিগুঞ্জনে মুখরিত সুন্দর নিকুঞ্জের মধ্যে নবীন কোমল পত্রাবলি ও পুষ্পসমূহ দ্বারা রচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় প্রিয় শ্রীদামের অঙ্করূপ উপাধানে মিত্রসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে কেহ কেশ প্রসাধন, কেহ মনোহর সঙ্গীত, কেহ করপদ্মের, কেহ পাদপদ্মের সম্বাহন, কেহ স্তবন, কেহ বীজনাদি সেবা দ্বারা তিনি পরিসেবিত হইয়া সুখে শয়ন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৭। কিঞ্চ, চন্দনেতি বনাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদেব আহৃতৈঃ সখিবর্গেণানীতৈঃ, অন্যৈশ্চ কর্পূরাদিভিঃ সুগন্ধিভির্দ্রব্যৈঃ ; কথম্ভূতৈঃ? পিষ্টৈঃ শিলাসু সখিবর্গেণ সজলং ঘৃষ্টৈঃ, অঙ্গানি নিজ শ্রীগাত্রাণি, অলেপয়ৎ অনুলেপয়ামাস ; বিভজ্যেতি পূর্ববদত্রাপি বোদ্ধব্যম্ ; যদ্বা, আত্মনোঽন্যেষাঞ্চ সর্বাণ্যেব শরীরাণি ব্যলেপয়ৎ। এবং শ্রীবৃন্দাবনে তস্য সকলোপভোগসামগ্রী দর্শিতা॥

৬৮-৬৯। ততশ্চ নিকুঞ্জবর্যে নবীনানাং মৃদুনাঞ্চ প্রবালাদীনাং জাতৈঃ সমূহৈর্বি-নির্মিতং যত্তল্পবরং তস্মিন্ সুস্বাপেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশে নিকুঞ্জবর্যে? সুরভিভিঃ সুগন্ধিভিঃ প্রসূনৈঃ পুষ্পৈঃ সুবাসিতে, অত এবং গুঞ্জদ্ভিরলিভির্ভ্রমরৈঃ প্রকর্ষেণ ঘুষ্টে নাদিতে ইতি শয়নসুখকারণমুক্তম্! কথম্ভুত? শ্রীদাম নান্নোঃ দয়িতস্য প্রিয়সখ-গোপবরস্য অঙ্কঃক্রোড় এব সুখকরমুপধানমুচ্ছীর্ষকং যস্য ; কিঞ্চ, মিত্রনিকরৈর্গোপ-কুমারকুলৈঃ কেশপ্রসাধনাদি-চাতুরীভিঃ কৃত্বা পরিচর্যমাণঃ সেব্যমানঃ সন্, তত্র কৈশ্চিৎ কেশপ্রসাধনচাতুরীভিঃ কৈশ্চিৎ সুগীতচাতুরীভিঃ, কৈশ্চিৎ করপদ্মসম্বাহন-

চাতুরীভিঃ, কৈশ্চিদঙ্ঘ্রিপদ্মসম্বাহনচাতুরীভিরিত্যাদ্যূহ্যম্। তথা চোক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৫।১৬, ১৮) 'ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধাশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥' 'গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। আরও বলিতেছেন, শ্রীবৃন্দাবন হইতে আহৃত (সখাবর্গ-কর্তৃক আনীত) চন্দনাদি এবং অন্যান্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ সখাবর্গ শিলাপৃষ্ঠে জলসহ ঘর্ষণ করিয়া আলেপন প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই শ্রীগোপালদেব নিজ শ্রীগাত্রে অনুলেপন করিলেন এবং বিভাগ করিয়া পূর্ববৎ সকলের অঙ্গে বিলেপন করিলেন। অথবা একে অন্যের অঙ্গে বিলেপন করিলেন। এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সকল প্রকার উপভোগ সামগ্রীর প্রাচুর্য প্রদর্শিত হইল।

৬৮-৬৯। অনন্তর নবীন মৃদুপ্রবাল পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা রচিত উৎকৃষ্ট সুখশয্যার বিষয় দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। সেই শয্যা কীদৃশ? উৎকৃষ্ট কুঞ্জগৃহে বিরাজিত। সুগন্ধিপুষ্পবাসিত এবং অলিগুঞ্জনযুক্ত নিকুঞ্জগৃহে অবস্থিত। এতদ্বারা শয়নসুখের কারণ উক্ত হইল। কিরূপে শয়ন করিলেন? সেই উৎকৃষ্ট শয্যায় এবং শ্রীদাম নামক প্রিয় সখাবরের (সুখকর উপাধানশীর্ষক) অঙ্করূপ উপাধানে শয়ন করিলেন। আর মিত্রনিকর-কর্তৃক অর্থাৎ কেহ চতুরতার সহিত কেশপ্রসাধন, কেহ কেহ নিদ্রাসুখকর মনোহর সঙ্গীত, কেহ বা করপদ্মের, কেহ কেহ পাদপদ্মের সম্বাহন, কেহ কেহ বীজন, কেহ কেহ স্তবনাদি দ্বারা পরিসেবিত হইয়া সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। তাহাই শ্রীবাদরায়ণি দশমস্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, 'কখন নিযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষের তলদেশে পল্লব রচিত শয্যায় কোন গোপের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। কেহ কেহ স্নেহাভিষিক্ত হৃদয়ে মৃদুস্বরে তাঁহার মনোমত গীত সকল গান করিতে লাগিলেন।'

৭০। নানানুকার-মুখপদ্মবিকারনর্ম, ভঙ্গীশতৈর্হসিতরোধনকেলিদক্ষান্।
নির্জিত্য তানসুখয়ৎ সুহৃদো মুদৈবং, বিশ্রামকেলিমতনোদ্বিবিধং সরামঃ॥

৭১। অত সঙ্কেতিতৈর্বেণুশৃঙ্গানাদৈঃ পশূন্ পুনঃ।
উত্থাপ্য চারয়ন্ রেমে গোবর্ধনসমীপতঃ॥

মূলানুবাদ

৭০। সেই সখা সকলকে নানাপ্রকার চাতুরীর অনুকরণে শ্রীমুখভঙ্গি নর্মভঙ্গি বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্বক আহ্লাদিত করিয়া শ্রীবলরামের সহিত আনন্দে বিবিধ বিশ্রামকেলি বিস্তার করিয়াছিলেন।

৭১। অনন্তর বেণু ও শৃঙ্গনাদে সঙ্কেত করিয়া পশুসকলকে উত্থাপিত করিলেন এবং গোবর্ধন সমীপে আনয়নপূর্বক চারণ করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০। যথা চ তে শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তৎসেবয়া সুখং বিদধুস্তথা সোঽপি মধুরতর লীলয়া তেষাং সুখমকরোদিত্যাহ—নানেতি। হসিতস্য হাসস্য রোধনমেব কেলিস্তত্র দক্ষানপি তান্ সুহৃদো গোপকুমারান্ নানানুকারাণাং বিবিধাভিনয়ানাং নিজশ্রীমুখ-পদ্মস্য বিকারাণাঞ্চ বিক্রিয়াণাং নর্মণাঞ্চ ভঙ্গীশতৈর্নির্জিত্য হাসয়িত্বা তান্ পরাজিত্য সুখয়ামাস। এবমিত্যাদিপ্রকারেণ শ্রীবলরামেণ সহিতঃ বিবিধবিশ্রামকেলিং মুদা অতনোৎ বিস্তারয়ামাস॥

৭১। অথ বিশ্রামকেল্যনন্তরং সঙ্কেতিতৈরুত্থাপনসঙ্কেতীকৃতৈঃ ; গোবর্ধনাদ্রি-সমীপে পুনশ্চারয়ন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। সেই গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবাদ্বারা যেরূপ সুখবিধান করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ তাঁহাদের সুখবিধান জন্য মধুরতর লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহাই 'নানা' ইত্যাদি শ্লোকে নির্দেশ করিয়াছেন। হাস্য-রোধনরূপ কেলিদক্ষ সুহৃদ্ গোপকুমারসকলকে নানাপ্রকার অনুকরণে (বিবিধ অভিনয়ে) নিজ শ্রীমুখপদ্মের বিকার ও শত শত নর্মভঙ্গি বিস্তার করিয়া পরাজয় পূর্বক সুখী করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীবলরামের সহিত বিবিধ বিশ্রাম কেলিসুখ বিস্তার করিয়াছিলেন।

৭১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭২। ভূষণেন বিচিত্রেণ বন্যেন সখিভিঃ পুনঃ।
অহংপূর্বিকয়া সর্বৈর্ভূষিতোঽসৌ যথারুচি॥

৭৩। সরূপপাণৌ জনশর্মসংজ্ঞং, সমর্প্য তং বিপ্রমপূর্বযাতম্।
সায়ং যথাপূর্বময়ং প্রবিশ্য, ঘোষেঽভিরেমে ব্রজহর্ষকারী॥

মূলানুবাদ

৭২। পুনর্বার সখাগণ কর্তৃক অহংপূর্বিকাক্রমে যথারুচি বন্যভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

৭৩। অনন্তর ব্রজের হর্ষকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ নবাগত জনশর্মাকে সরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া সায়ংকালে পূর্ববৎ ঘোষপল্লী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২। বন্যেন হরিতালতিলক-শিখণ্ডিমৌলি-গুঞ্জাবতংসাদিনা যথারুচি যস্মৈ যথা রোচতে তেন তথৈবাসৌ ভূষিতঃ॥

৭৩। সরূপপাণৌ সমর্পণে হেতুঃ—অপূর্বযাতং নূতনাগতমিত্যর্থঃ! যথাপূর্ব-মিতি অন্যস্মিন্ দিনে সায়ং গৃহে সমাগত্য যথা ক্রীড়তি তথৈব। তচ্চ পূর্বং প্রায়ো বর্ণিতমস্ত্যেব। তদনুসারেণাধুনাপি তদ্বোধ্যব্যমেবেতি কিংপুনর্বর্ণয়িতব্যমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। সেই সখাগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে বনজাত হরিতাল দ্বারা তিলক এবং ময়ূরপিচ্ছাদি দ্বারা মুকুট, গুঞ্জাহার ও পুষ্প অবতংসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ বিভূষিত করিয়াছিলেন।

৭৩। অতঃপর শ্রীসরূপের হস্তে শ্রীজনশর্মাকে সমর্পণের হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। সেই শ্রীগোপালদেব নূতনাগত বলিয়া (ব্রজের রীতি-নীতি শিক্ষার জন্য) জনশর্মাকে সরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া যথাপূর্ব অর্থাৎ অন্যদিনেও যেরূপ সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইয়া যথাবৎ ক্রীড়া করেন, সেইরূপেই (পূর্ববর্ণনমতে) অধুনা ঘোষপল্লীতে প্রবেশ করিলেন। ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই পুনর্বার বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

৭৪। গোপীনাথপ্রসাদাপ্ত-মহাসাধুমতিস্থিতে।
বিচার্য্য স্বয়মাদৎস্ব স্বপ্রশ্নস্যাধুনোত্তরম্॥

৭৫। শ্রীগোলোকে নিখিলপরমানন্দপূরান্ত্যসীম,
গম্ভীরাব্ধৌ জননি গমনং সাধয় স্বপ্রয়াসৈঃ।
যস্মিংস্তাস্তা বিবিধরতয়স্তেন নাথেন সাকং,
যাত্রামাত্রান্মধুরমধুরাঃ সন্ততং সংঘটন্তে॥

মূলানুবাদ

৭৪। শ্রীপরীক্ষিত নিজ মাতাকে বলিলেন, হে মাতঃ! আপনি শ্রীগোপীনাথের প্রসাদে মহাসাধুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আপনি স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই বিচার করিয়া অবধারণ করুন।

৭৫। হে জননি! নিখিল পরমানন্দরাশির অন্ত্যসীমার সাগরস্বরূপ শ্রীগোলোকে গমন করিতে প্রয়াস করুন। তথায় গমনমাত্র নিজনাথ শ্রীমদনগোপালের সহিত পরমানির্বচনীয় মধুর মধুর বিবিধ ক্রীড়া অবিচ্ছেদে সংঘটিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৪। এবমিতিহাসং সমাপ্য নিজমাতৃকৃত-প্রশ্নোত্তরং নিষ্পাদয়তি—গোপী-নাথেতি। অধুনা এতদিতিহাসশ্রবণানন্তরং স্বকীয়-প্রশ্নস্যোত্তরং স্বয়মেব ত্বং বিচার্য আদৎস্ব, করতল-কলিতমিব কৃত্বাবকলয়েত্যর্থঃ। ননু তত্র মম কা শক্তিরিতি চেত্ত-ত্রাহ—গোপীনাথস্য প্রসাদেন প্রাপ্তা মহাসাধূনামিব মহাসাধ্যা বা মতেঃ স্থিতিনিষ্ঠা যয়া তস্যাঃ সম্বোধনম্॥

৭৫। স্বয়মেব স্নেহেন তদুত্তরমভিব্যঞ্জয়ন্ ফলিতমুপদিশন্ প্রকরণার্থমুপ-সংহরতি—শ্রীগোলোকেতি চতুর্ভিঃ। ভোঃ জননি! নিখিলস্য সম্পূর্ণপরমানন্দ-পুরস্যান্তঃসীমা চরমকাষ্ঠা, তস্যা গম্ভীরাব্ধৌ শ্রীগোলোকে গমনমেব স্বপ্রয়াসৈঃ সাধয়, গমনমাত্রেণৈব তত্র সমগ্রনিজাভীষ্টসিদ্ধেঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপ্রসাদভরেণৈব তত্র গতিঃ স্যাত্তথাপি সাধকানাং তৎ সাধনশ্রদ্ধাসক্ত্যাদিনিমিত্তমেবমুক্তমিতূহ্যম্। অন্যথা সর্বত্রৌদাসীন্যেন শ্রীভগবৎপ্রসাদ এব ন সম্ভবেদিতি দিক্। যস্যিন্ শ্রীগোলোকে যাত্রামাত্রাৎ কেবলগমনাদেব তেন নাথেন শ্রীমদনগোপালদেব-মহাপ্রভুণা সহ তাস্তাঃ পরমানির্বাচনীয়াঃ পূর্বোক্তা বা বিবিধা রতয়ঃ ক্রীড়াঃ সন্ততমবিচ্ছেদেন সম্যক্ পুনর্ঘটন্তে সম্পদ্যন্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৪। এইরূপে ইতিহাস সমাপন করিয়া নিজ জননী-কৃত প্রশ্নের উত্তর নিষ্পাদন করিতেছেন। হে মাতঃ! অধুনা এই ইতিহাস শ্রবণের পর আপনি স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই বিচার করিয়া গ্রহণ করুন। যদি বলেন, এই বিচারে আমার শক্তি নাই? তাহাতেই বলিতেছেন, শ্রীগোপীনাথের প্রসাদে মহাসাধুর ন্যায় (মহাসাধ্য) মতির (অনুভূতির) স্থিতি (নিষ্ঠা) প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা স্বীয় জননীকে সম্বোধন করিতেছেন, হে গোপীনাথপ্রসাদপ্রাপ্ত মহাসাধুমতি-স্থিতে! অর্থাৎ শ্রীগোপীনাথের কৃপায় আপনার মহাসাধু মতির নিষ্ঠা স্বাভাবিক।

৭৫। শ্রীপরীক্ষিত পুনর্বার মাতৃস্নেহে স্বয়ংই প্রশ্নের উত্তরাভিব্যঞ্জক ফলিতার্থ উপদেশপূর্বক প্রকরণার্থের উপসংহার করিতেছেন। তাহাই 'শ্রীগোলোক' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ভোঃ জননি! নিখিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরমানন্দরাশির চরমকাষ্ঠার গভীর সাগরস্বরূপ শ্রীগোলোকে গমন করিতে আপনি প্রয়াস (সাধন) করুন। তথায় গমনমাত্র সমগ্র নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদ্যপি শ্রীভগবৎপ্রসাদেই গোলোক গমন সম্ভব হইয়া থাকে ; তথাপি সাধক সকলের গোলোকগমনবিষয়ে সাধন শ্রদ্ধা-আসক্তি আদি নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যথা সর্বত্র ঔদাসীন্য অর্থাৎ সাধনাদি শ্রদ্ধা-বিষয়ে উদাসীন হইলে শ্রীভগবৎপ্রসাদই সম্ভূত হইতে পারে না। উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন। গোলোক গমন করিবামাত্র সেই গোলোকনাথ শ্রীমদনগোপালদেব-মহাপ্রভুর সহিত সেই সেই পরমানির্বচনীয় (পূর্বোক্তরূপ) বিবিধ মধুর মধুর ক্রীড়া অবিচ্ছেদে সম্যকরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৭৪। এই ইতিহাস ভাব-ভাষায় অনবদ্য হইয়াও সাধনতত্ত্বের, সাধ্যপ্রেমতত্ত্বের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব—অপরিমেয়। ইতিহাসরূপে আখ্যান, উপাখ্যান এবং রূপকাদির বিচিত্র ধারাসমূহকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া মহাপুরাণরূপে নিত্য পূজিত। সাধারণতঃ দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনাকেই আখ্যান বলা হইয়া থাকে। এই হিসাবে গ্রন্থখানি আখ্যানের আসরে অবতীর্ণ। আর যেগুলি সাধু-পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া প্রচলিত গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, উহাদিগকে উপাখ্যান বলা যায়। আর প্রাচীনকালের বাস্তব সত্য ঘটনাসমূহ যাহা পুরাণাকারে প্রকাশিত, তাহাকে ইতিহাস বলে এবং এই ঐতিহ্যমূলে কতকগুলি শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়ার ছলে কখনও কখনও বিচিত্র বিচিত্র ঘটনাসমূহের বর্ণন করা হইলে উহাকে রূপক বলে। এই গ্রন্থে সর্ববিধ প্রসঙ্গই দেখা যায়, এজন্য পরবর্তিযুগে ইহা একমাত্র বৈষ্ণবসাহিত্যরূপে পূজিত হইয়াও মহাকামধেনুর ন্যায় সর্বসম্পদ্ প্রদানে সমর্থা। তাই শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ স্বীয় জননীকে বলিলেন, এই ইতিহাস শ্রবণে আপনি স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই বিচার করিয়া গ্রহণ করুন।

৭৫। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবৎপ্রসাদেই যদি শ্রীগোলোক প্রাপ্তি হয় কিংবা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা হইলে সাধন-আগ্রহ কেন? সমাধান এই যে, সর্বত্রই ভগবৎকৃপার পূর্ণরূপে বিকাশ থাকিলেও সেই কৃপা গ্রহণ বা ধারণ-যোগ্যতা অর্জনের আবশ্যক হয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অতি আসক্তির প্রয়োজন। এজন্য সাধনে উদাসীন হইলে ভগবৎপ্রসাদ-ধারণ বা গ্রহণযোগ্যতার অভাবে সিদ্ধিলাভ হয় না।

শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃপাশক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান সর্বেশ্বর হইলেও এই কৃপাশক্তির বশেই তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য যখন উৎকণ্ঠার চরমসীমায় উপস্থিত হইবেন, তখন শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির আবির্ভাব অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিকাশ হইয়া শ্রীভগবানকে তাঁহাদের সেবা গ্রহণের অনুরূপভাবে প্রকাশ করিবেন। অতএব শ্রীভগবানের সেবালাভ যেমন তাঁহারই কৃপাসাধ্য, সেইরূপ জড়বিষয়ে ঔদাসীন্যও (বিরক্তিও) তাঁহার কৃপাসাধ্য। এজন্য ভক্তগণ সাধনে উদাসীন হইতে পারেন না। প্রত্যুত, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে আগ্রহ করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে রহস্য এই যে, শ্রীভগবান কাহারও সাধনসম্পত্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হন না, একমাত্র তাঁহার দৈন্যই ভগবৎতোষণের হেতু, সুতরাং দৈন্যই সাধন। শ্রুতিতে আছে—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। যাঁহাকে তিনি বরণ করেন (কৃপা করেন), সেই-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—কৃপা। বহু সাধন করিয়াও যদি তাঁহার কৃপার উদ্রেক না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। পরন্তু এই কৃপাপ্রাপ্তির উপায় হইতেছে, তাঁহার প্রতি একান্তভাবে উন্মুখ হওয়া। জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা নিত্য বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু কেবল উন্মুখ ব্যক্তিই তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া থাকেন এবং এই উন্মুখ ভাব চরম সীমায় উন্নীত হইলেই পূর্ণ কৃপা লাভ হয়। যেমন, 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি'—এই ন্যায়ানুসারে ভক্তগণ যেখানে ভগবানের নাম-কীর্তন করেন, সেই স্থানেই ভগবানের স্থিতি হয়, কিন্তু তাঁহার দর্শন লালসায় অত্যধিক কাতর হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে নামগান করিলে শীঘ্র দর্শন হয়।

'দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে'—মা যশোদা বন্ধনকার্যে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহার টীকায় পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "স্থিতেঽপি প্রেম্ণি তদ্বৈয়গ্র্যতজ্জাত কৃপা-বিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামুনত্বেন তদ্বশীকরণ ন স্যাৎ।" প্রেম থাকিলেও তাঁহার ব্যগ্রতা এবং তজ্জাত কৃপাবিশেষ—এই দুই-এর ন্যূনত্ব-হেতু তাঁহার বশীকরণ হয় না। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সাধনানুষ্ঠান করিলেও দৈন্যভাবের সহিত অতি আসক্তির প্রয়োজন। অর্থাৎ আসক্তি (তীব্র উৎকণ্ঠা) হইলে শীঘ্রই তাঁহার কৃপা হয়। (২।৫।২১) শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৬। ভৌমে চাস্মিন্ সপদি মধুরামণ্ডলে যানমাত্রাৎ,
সিদ্ধ্যেয়ুস্তাঃ সকলসময়ে যস্য কস্যাপি নৈব।
কিন্ত্বেতস্য প্রিয়জনকৃপাপূরতঃ কস্যচিৎ স্যু-
স্তদ্ভো মাতশ্চিনু পদরজস্তৎপদৈকপ্রিয়াণাম্॥

৭৭। স্থানং গোপীগণকুচতটীকুঙ্কুমশ্রীভরার্দ্র
শ্রীমৎপাদাম্বুজযুগ-সদাপ্রীতিসঙ্গপ্রদায়ি।
জিজ্ঞাসোস্তে জননি কথিতোঽশেষসন্দেহঘাতী,
গোলোকোঽয়ং মধুরগহন-প্রশ্নভাবানুসারাৎ॥

মূলানুবাদ

৭৬। পরন্তু এই ভৌম মথুরামণ্ডলে গমন করিবামাত্র সকলের সকল সময়ে তাদৃশ ক্রীড়ারত শ্রীমদনগোপাল দৃষ্টিগোচর হয়েন না। কিন্তু অন্য সময়ে সেই শ্রীমদনগোপালদেবের যিনি প্রিয়তম তাঁহারই কৃপাবিশেষের ফলে কাহারও কাহারও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ (তাঁহার বিহারাদি দৃষ্টিগোচর) হইয়া থাকে। অতএব হে মাতঃ! আপনি তাদৃশ ভক্তের পাদরজঃ যত্নপূর্বক সঞ্চয় করুন।

৭৭। হে মাতঃ! যে স্থান গোপীগণের কুচকুঙ্কুমের শ্রীভরে আর্দ্র এবং শ্রীমদন-গোপালদেবের শ্রীযুত পদকমলযুগলের প্রতি সদা প্রীতিসঙ্গপ্রদায়ী, সেই স্থানের বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি আপনার মধুর গহন প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অশেষ সন্দেহঘাতী সেই গোলোক বর্ণন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। ননু ত্বদুক্তানুসারেণ মর্ত্যলোকীয়-শ্রীমথুরামণ্ডলস্য তেন সহাভেদাদত্রৈব গমনং কথং ন সাধ্যতে? তত্রাহ—ভৌমে চেতি। যানমাত্রাৎ (যাতমাত্রাৎ) গমন-মাত্রেণৈব সপদি তৎকাল এব যস্য কস্যাপি সর্বস্যৈব সকলসময়ে সর্বদৈব তাঃ তেন সাকং বিবিধরতয়ো নৈব সিধ্যেয়ুঃ, কিন্তু যদা কদাচিৎ দ্বাপরযুগান্তে শ্রীগোলোক-নাথোঽসৌ তথা প্রকটঃ সন্নবতরতি, তদা গমনমাত্রেণৈব সর্বস্যাপি কথঞ্চিৎ সম্ভবেয়ুঃ। তদানীন্তনানং সর্বেষামেব জীবানাং পরমভাগ্যবিশেষোদয়েন সহসা তেষু জাত-তৎকৃপাবিশেষেণ বা তথা তদবতরণাৎ। অন্যদা তু কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কস্যচিদেব সিধ্যেয়ুরিত্যর্থঃ। তদেবাহ—কিন্ত্বিতি। এতস্য শ্রীগোপীনাথস্য যঃ প্রিয়তমঃ পরমপ্রিয়ো জনস্তস্য কৃপাপূরত এব কস্যচিৎ স্যুস্তা এব। যথা চ শ্রীসরূপ-কৃপয়া শ্রীজনশর্মণ ইত্যত্র দৃষ্টান্তো বিতর্ক্যঃ। তত্তস্মাৎ কৃষ্ণস্য ভক্তিরেব, ন তু মোক্ষাদিঃ প্রিয়া যেষাং জনানাং তেষাং পদরজশ্চরণানং ধূলিঞ্চিনু, ইতস্ততঃ অন্বিষ্য

সঞ্চয়ং কৃত্বা রক্ষ, প্রযত্নান্মূর্ধ্নি ধারয়েত্যর্থঃ। তত এব তত্র গমনমত্রাপি নিজাভীষ্টং সিধ্যেদিতি ভাবঃ॥

৭৭। এবং কৃত্যমুপদিশ্য তদর্থমুচিতং স্থানমেকং বৈকুণ্ঠতঃ পরম্ অপেক্ষিত-মবশ্যং স্যাত্তৎ প্রকাশ্যোদ্ধরস্ব মামিতি প্রশ্নো মাত্রাদৌ যঃ কৃতোঽস্তি, তদুত্তরস্য নিষ্ঠামাহ—স্থানমিতি। ভো জননি! তে ত্বদীয়স্য মধুরস্য গহনস্য চ প্রশ্নভাবস্য অনুসারেণ, ন ত্বপবাদেন গোলোকোঽয়ং ত্বাং প্রতি কথিতঃ। কীদৃশঃ? তত্রৈব অশেষসন্দেহস্য ঘাতী নাশকঃ। সপরিকর-তন্মাহাত্ম্যোপাখ্যান শ্রবণেনৈব সর্বসংশয়-লোপাপত্তেঃ। কথম্ভুতায়াস্তে? গোপীগণস্য কুচতটীনাং কুঙ্কুমস্য শ্রীভরেণ শোভাতিশয়েন আর্দ্রং যুক্তং যৎ শ্রীমৎপাদাম্বুজযুগং তস্মিন্ সদা প্রীত্যা প্রেম্ণা সঙ্গমঃ প্রীতিযুক্তো বা সঙ্গস্তস্য প্রদায়ি স্থানম্ ; জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতুমিচ্ছন্ত্যাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। যদি বলেন, তোমার উক্তি অনুসারে মর্ত্যলোকস্থ শ্রীমথুরামণ্ডলের শ্রীগোলোক সহ অভেদত্ব হেতু মথুরামণ্ডল গমনে কেন কার্যসিদ্ধি হইবে না? অর্থাৎ মাথুরমণ্ডল গমনের প্রয়াস করাই কর্তব্য। তাহাতেই বলিতেছেন, 'ভৌমে' ইত্যাদি। হে মাতঃ! এ বিষয়ে রহস্য এই যে, ভৌম মাথুরমণ্ডল গমন করিবামাত্র সকল জনের সকল সময়ে বিবিধ রতি সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া হয় না। কিন্তু কোন দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীগোলোকনাথ আপনি প্রকট (অবতীর্ণ) হয়েন, তখন তথায় গমন করিবামাত্র সকলের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ তাদৃশ বিবিধ রতি লাভ হইতে পারে। যেহেতু, নিজ ভক্তের প্রতি কৃপাবিশেষ হইতে তদানীন্তন সর্বজীবের পরম ভাগ্যবিশেষ উদয়ে সহসা তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীভগবৎ-কৃপাবিশেষ জাত হয় বলিয়া কিংবা তথায় শ্রীভগবানের অবতরণ-হেতু তাদৃশ রতি লাভ হইতে পারে। কিন্তু অন্য সময়ে (অবতারকাল বিনা) কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কোন ব্যক্তির তাদৃশ সিদ্ধি হইতে পারে। অর্থাৎ শ্রীগোপীনাথের যিনি প্রিয়তম (পরম প্রিয়জন), তাঁহারই কৃপারাশিবলে কাহারও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন, শ্রীসরূপের কৃপায় শ্রীজনশর্মার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল। এইজন্য বলিতেছি, হে মাতঃ! যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-ই প্রিয়, মোক্ষাদি প্রিয় নহে, তাদৃশ মহাজনের চরণধূলি গ্রহণ করুন—সঞ্চয় করুন—যত্নপূর্বক মস্তকে ধারণ করুন। তাহা হইলে তথায় গমনমাত্রই নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

৭৭। এইরূপ কৃত্য উপদেশ করিবার পূর্বে নিজ জননী-কর্তৃক উত্থাপিত "যাঁহারা সমস্ত সাধ্য-সাধনে অপেক্ষারহিত হইয়া কেবল শ্রীরাধিকার দাস্য-লাভেচ্ছায় তাঁহার নাম-সংকীর্তন করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতেও উৎকৃষ্ট কোন এক স্থান উচিত হইতেছে ; এবং তাহা অবশ্য আছেই ; অতএব তাহা প্রকাশ

করিয়া আমাকে সংশয় সাগর হইতে উদ্ধার কর।" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সেই নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। হে জননি! আমি আপনার মধুর ও গহন প্রশ্নের ভাবানুসারে (অপবাদ না করিয়া) এই গোলোক-মাহাত্ম্যরূপ উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। এই উপাখ্যান কীদৃশ? অশেষ সন্দেহঘাতক। অর্থাৎ সপরিকর গোলোক-মাহাত্ম্যরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণের দ্বারাই সর্বসংশয় বিলোপ হইয়া যায়। অতএব আপনি যে সেই স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার সম্বন্ধে এই উপাখ্যান প্রীতিসঙ্গ-প্রদায়ী। অর্থাৎ শ্রীগোপীগণের কুচকুঙ্কুমের শ্রীভরে আর্দ্র যে শ্রীযুক্ত পাদপদ্মযুগল, তাহাতে সর্বদা প্রেমভরে সঙ্গম (প্রীতিসঙ্গ-প্রদায়ী মিলন) দান করে যে স্থান, সেই শ্রীগোলোক বর্ণন করিলাম।

সারশিক্ষা

৭৬। 'কোন দ্বাপরযুগের শেষে' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ দ্বাপরের শেষে। আর শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতার যেরূপ বিশ্বসংসারে প্রকট হন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ উক্ত দ্বাপরের শেষে প্রকট হইয়া থাকেন। এতদ্বারা তাঁহার অন্যান্য অবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোন ভেদ নাই বলিয়া (তিনি স্বয়ং অবতারী হইলেও) তাঁহাকে অবতার মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে ; কিন্তু স্বয়ংরূপ বলিয়া নিত্যই শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করিয়া থাকেন।

নিজ প্রিয়তম ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার ইচ্ছাই তাঁহার অবতার লীলা প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ভূভার হরণাদি তাঁহার আবির্ভাবের গৌণ কারণ মাত্র। এইজন্য কোন কোন ভাগ্যবান প্রেমভরে বিবশ হইয়া অদ্যাপি এই মথুরামণ্ডলে ক্রীড়াসক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া থাকেন। আর এইপ্রকার আবির্ভাব নিত্য বলিয়া তাঁহার আবির্ভাব্য লীলাও নিত্য। লীলা নিত্য বলিয়াই অদ্যাপিও ভক্তগণ সমক্ষে সেই সেই লীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ সকলকে তৎপর করাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ এবং ভক্ত সকলকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভূলোকে তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তবে তাঁহার এই অনুগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেমন, ব্রজসুন্দরী-গণের নিকট পূর্বরাগাদি ক্রমে, শ্রীনন্দাদির নিকট জন্ম-লীলাদি দ্বারা এবং ভক্তগণের নিকট সেই সেই লীলা দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহার সেই অপূর্বত্ব স্ফুরিত হইয়া থাকে। আর পরবর্তিকালের ভক্তগণ সেই সকল লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ দ্বারা তৎপর হইয়া থাকেন। অতএব অধুনা তাঁহার দর্শন বিষয়ে সেই সেই লীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদির অপেক্ষা সূচিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও আসক্তিলাভ তদ্ভাবাঢ্য মহাজনের কৃপা হইতেই অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু সেবা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। (২।৫।১৭২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৮। বৈকুণ্ঠস্যাপ্যুপরি নিতরাং রাজতে যো নিতান্ত,
শ্রীমদ্‌গোপীরমণচরণ-প্রেমপূরৈকলভ্যঃ।
বাঞ্ছাবাঞ্ছোপরিগুরুফলপ্রাপ্তির্ভূমির্যদীয়া,
লোকা ধ্যাতা দধতি পরমাং প্রেমসম্পত্তিনিষ্ঠাম্॥

মূলানুবাদ

৭৮। এই গোলোক বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে নিত্য বিরাজিত, যাহা নিতান্ত শ্রীমৎ গোপীরমণের চরণ প্রতি প্রেমরাশির প্রকাশ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই গোলোক ভক্তের বাঞ্ছার এমনকি বাঞ্ছারও অতীত কোন অনির্বচনীয় গুরুফলের প্রাপ্তির বিষয়স্বরূপ। অতএব এই গোলোকস্থ লোকসকলকে ধ্যান করিলে তাঁহাদের অনুসৃত পরম প্রেমসম্পত্তিনিষ্ঠা প্রদান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। তল্লোকপ্রাপ্তিসাধনন্তু কেবলং শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মবিষয়কপ্রেমবিশেষ এব তস্য চ তত্রত্যেষু ভক্তিরেবেতি দ্রঢ়য়ন্নুপসংহরতি—বৈকুণ্ঠস্যেতি। যঃ শ্রীগোলোকো বৈকুণ্ঠস্যাপ্যুপরি নিতরাং রাজতে, অতো নিতান্তেন সুদৃঢ়েন শ্রীমদ্ গোপীরমণ-চরণয়োঃ প্রেমপূরেণৈবৈকেন লভ্যঃ লব্ধুং শক্যং ; অতএব বাঞ্ছায়া যৎ, বাঞ্ছায়া উপরি চ যৎ গুরু মহত্তরং ফলং তস্য প্রাপ্তের্ভূমির্বিষয়ঃ। যদীয়া যদ্‌গোলোক-সম্বন্ধিনো লোকা ধ্যাতাঃ স্মৃতাঃ সন্তঃ। যচ্ছব্দয়োরয়মিতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। সেই শ্রীগোলোক প্রাপ্তির সাধন কেবল শ্রীগোপীনাথ-পাদপদ্মবিষয়ক-প্রেমবিশেষ এবং সেই প্রেম প্রাপ্তির উপায়ও সেই ব্রজলোকের প্রতি ভক্তি ; তাহাই সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। যে শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠেরও উপরিভাগে অতিশয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। যে শ্রীগোলোক শ্রীমদ্ গোপীরমণ-চরণ প্রতি প্রেমরাশি প্রকাশ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যে শ্রীগোলোক বাঞ্ছারও বাঞ্ছার উপরি বর্তমান কোন গুরুতর ফলের প্রাপ্তির বিষয়স্বরূপ। সেই গোলোকস্থ লোক সকলকে ধ্যান করিলেই পরম প্রেম-সম্পত্তি নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৭৯। **অধুনাত্রাভিযুক্তানি মুনীনাং মহতাং শৃণু।**
ইমানি বচনান্যাত্ম-চিত্তসন্তোষণানি হি॥

মূলানুবাদ

৭৯। হে মাতঃ! অধুনা এই বিষয়ে চিত্তসন্তোষজনক মহামুনি সকলের বচনাবলি শ্রবণ করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। এবমিতিহাসদ্বারা প্রশ্নস্যোত্তরং নিষ্পাদ, "শ্রুতিস্মৃতীনাং বাক্যানি সাক্ষাত্তাৎপর্যতোঽপ্যহম্। ব্যাখ্যায় বোধয়িত্বৈতত্ত্বাং সন্তোষয়িতুং ক্ষমে॥" ইত্যনেন পূর্বং মাতৃপ্রশ্নস্যোত্তরাপাদনার্থং স্বয়ং যানি বচনানি উদ্দিষ্টানি সন্তি, তান্যেবাধুনা প্রস্তাবয়ন্ তদ্দ্বারা অন্যেষাং মুনীনামুক্তিভিঃ সহাস্যোপাখ্যানদ্বয়স্য সম্বাদমাপাদয়তি—অধুনেতি দ্বাভ্যাম্। অত্র শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যোপাখ্যানে কথিতোপাখ্যানদ্বয়ে বা ইমানি বক্ষ্যমাণানি মুনীনাং বচনানি, হি যতঃ আত্মনস্তব চিত্তস্য সন্তোষণানি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। এই ইতিহাস দ্বারা মাতার প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়া এক্ষণে পূর্বপ্রতিজ্ঞাত—"যদিও আমি শ্রুতি ও স্মৃতির বচনসকল মুখ্যবৃত্তি ও তাৎপর্যবৃত্তি অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া সন্তোষিত করিতে পারি ; তথাপি প্রথমতঃ নিজগুরু শ্রীশুকদেবের প্রসাদলব্ধ সর্বসংশয় ছেদনকারি ও স্পষ্টার্থ ব্যাখ্যানরূপ এই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিব।" ইত্যাদি পূর্বকৃত মাতৃপ্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবানুসারে অধুনা অন্যান্য মুনিগণের উক্তির সহিত কথিত উপাখ্যানদ্বয়ের সংবাদ-পোষণ করিতেছেন। এজন্য 'অধুনা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-উপাখ্যান কিংবা কথিত উপাখ্যানদ্বয়ের সহিত বক্ষ্যমাণ মহামুনিগণের বচন সকলও শ্রবণ করুন। যেহেতু, এই বচনসকল আত্মচিত্তসন্তোষজনক।

৮০। **স্বর্গাদূর্ধ্বং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।**
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥

মূলানুবাদ

৮০। (শ্রীইন্দ্র বলিতেছেন) স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মলোক, তথায় সোমগতি প্রাপ্ত ও জ্যোতিস্বরূপ মহাত্মাগণ বাস করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮০। তত্রাদৌ শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যমেব শ্রীহরিবংশোক্ত শ্রীবৈশম্পায়নবচনেন সহ সংবাদয়ন্ শ্রীগোবর্ধনোদ্ধরণানন্তরং শক্রকৃতভগবৎস্তুতৌ পদ্যান্তে বানু-স্মারয়তি—স্বর্গাদিতি সার্ধপঞ্চভিঃ। তত্র চ স্বর্গ-শব্দেন 'ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্ধ্না' (শ্রীভা ২।৫।৪২) ইতি বা লোক-কল্পনেতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তত্রিলোক পক্ষানুসারেণ স্বর্গমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্মাণ্ডসীমা প্রাপ্তমেব, তস্মাদূর্ধ্বমুপরি ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মময়-লোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ, সচ্চিদানন্দঘনত্বাৎ। যদ্বা, ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্-বহিরাবরণানি, তেভ্যো বহির্মুক্তিপদং, তদুপরি শ্রীশিবলোকঃ, তদুপর্যেব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ, পূর্বমুক্তোঽস্তি, তথাপ্যাবরণাদের্লোকত্ব-প্রসিদ্ধ্যভাবেন ঊর্ধ্বতামাত্রাপেক্ষয়া বা ; কিংবা স্বর্গস্যৈব লোকে সুপ্রসিদ্ধ্যা তস্মাদ-প্যূর্ধ্বত্বেনৈব পরমমাহাত্ম্যসিদ্ধ্যা স্বর্গাদূর্ধ্বমিত্যুক্তম্। কিঞ্চ, যদ্যপি 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্' (শ্রীগী ১০।১২) ইতি। 'পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি' ইত্যাদি বচনতঃ পরব্রহ্মশব্দেনৈব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽভিধীয়তে, ন চ কেবলব্রহ্মশব্দেন ; তথাপি 'অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্বভূতাশয়ে স্থিতঃ' ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (শ্রীগী ১০।২০) বিভূত্যধ্যায়ে বিভূতিকথনারম্ভে তথা বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—'আত্মা তত্ত্বাধিপঃ' ইতি বিভূতিনামকথেন চ আত্মশব্দেন আত্মতত্ত্বব্রহ্মোক্তেঃ। তথা 'পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ' ইত্যাদি মহাজনবচনতশ্চ ব্রহ্মণো ভগবদ্‌বিভূতিত্বপ্রতি-পাদনাৎ। তত্র চ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র এব ভগবদ্‌বিভূতিনাম্নাং ভগবন্নাম-সহস্রমধ্য এব গণনাদ্ বিভূতিরূপস্যাত্মতত্ত্বস্য নাম্নো ভগবন্নামত্বেব পর্যবসানাৎ ব্রহ্মশব্দেনাপি ক্বচিদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽভিধীয়তে অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৫।৩৯) শ্রীশুক-দেবেনোক্তম্—'মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি—ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামীপাদৈঃ—'ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, ন তু প্রপঞ্চান্তর্বর্তী-ত্যর্থঃ' ইতি। এবমেব ব্রহ্মর্ষয়ঃ, ব্রহ্মময়া ঋষয়ঃ যদ্বা ব্রহ্মণো ভগবত ঋষয়ঃ পরম-

ভাগবতাঃ শ্রীনারদাদয়স্তেষাং সমূহৈঃ সেবিতঃ নিত্যমাশ্রিতঃ। তত্র গমনে অধিকারিণ আহ—তত্র ব্রহ্মলোকে উময়া সহ বর্তত ইতি সোনঃ শ্রীশিবঃ তস্য সপত্নীকস্যাপি গতির্জ্যোতির্ব্রহ্ম, তৎস্বরূপাণাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। অত্র সমাসান্তঃ-প্রবিষ্টস্যাপিগতিরিত্যস্যাকর্ষঃ কার্যঃ, ন তু তাদৃশানামপি সর্বেষামিত্যাহ—মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষতুচ্ছতানুভবেন তন্নিরাদরাতয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দভক্তিপরাণাং শ্রীসনকাদিতুল্যানামিত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীনারদাদয়োঽপীদৃপাস্তথাপি তে নিত্যপার্ষদা নিত্যমেব নিবসন্তীতি পূর্বং পৃথগুক্তাঃ। যথা-শ্রুতার্থে চ ধ্রুবলোকাদধস্তাদেব চন্দ্র-সূর্যাদীনাং জ্যোতিষাং গতির্মহর্লোকেঽপি ন বর্ততে, অতঃ সত্যলোকেঽপি চ ন সঙ্গচ্ছতে, কুতস্তদুপরি বৈকুণ্ঠলোকে স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শ্রীহরিবংশোক্ত শ্রীবৈশম্পায়ন-সংবাদে শ্রীগোবর্ধন ধারণান্তর ইন্দ্র-কৃত ভগবৎস্তুতি (পদ্যের) অনুসারে 'স্বর্গ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বর্গ-লোকের ঊর্ধ্বদেশে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত যে ব্রহ্মলোক, তাহাও স্বর্গ-শব্দে অভিহিত। যথা, "সেই বিরাট পুরুষের পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবলোক এবং মস্তকে স্বর্গলোক কল্পিত হইয়াছে।" দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত এই প্রমাণানুসারে স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত স্বর্গ-শব্দবাচ্য। অর্থাৎ স্বর্গ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য, এই পঞ্চলোকই স্বর্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর এই পর্যন্তই ব্রহ্মাণ্ডসীমা। ইহার উপরি ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মময় লোকই বৈকুণ্ঠলোক। কারণ, উহা সচ্চিদানন্দঘন। কিংবা ব্রহ্মলোক অর্থে, ব্রহ্ম—ভগবান, তাঁহার লোক। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাখ্য লোক যদিও ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টবিধ বহিরাবরণ অতিক্রম করিলে মুক্তিপদ, তদুপরি শ্রীশিবলোক এবং তদূর্ধ্বে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের বিষয় পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি ঐ আবরণসকল লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, ঊর্ধ্বতা মাত্র বিবক্ষা করিয়াই কথিত হইয়াছে। কিংবা স্বর্গলোক সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার ঊর্ধ্বত্ব-হেতু পরমমাহাত্ম্য সিদ্ধির জন্য স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বত্ব বলা হইয়াছে। যদিও শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে, (শ্রীঅর্জুন বলিলেন) "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরমব্রহ্ম, তোমার ধামও পরম, কার্যও পরম পবিত্র এবং নিত্য শাশ্বত।" তথাপি "পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবচনে পরমব্রহ্ম-পদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অভিহিত হইয়াছেন—কেবল ব্রহ্ম-শব্দে নহে। তথাপি "হে গুড়াকেশ! আমি আত্মা, সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিয়া থাকি।" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতার বিভূতি অধ্যায়ে বিভূতিকথন আরম্ভে এবং

বৃহদ্‌সহস্রনামস্তোত্রে "আত্মা তত্ত্বাধিপঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আর বিভূতিকথন-প্রসঙ্গেও 'আত্মা' শব্দে আত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তথা "পরাৎপর ব্রহ্ম তোমার বিভূতি।" ইত্যাদি মহাজনবচনেও ব্রহ্ম-(শব্দ) ভগবদ্‌বিভূতিত্বরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৃহদ্‌সহস্রনামস্তোত্রে ভগবৎবিভূতির ও ভগবানের নামসহস্রমধ্যে গণনা-হেতু (বিভূতিরূপেই ভগবানের) নামমধ্যে পর্যবসান হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম-শব্দে কোন কোন স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অভিহিত হইয়াছেন। এইজন্য দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন, 'সেই পুরুষের মস্তকে সত্যলোক আর সনাতন ব্রহ্মলোক' ; এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায়—ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠ-নামে প্রসিদ্ধলোক ; সনাতন—নিত্য, সৃষ্টবস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইতি। সেই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মর্ষিগণ (ব্রহ্ম + ঋষি + গণ) দ্বারা সেবিত। ব্রহ্ম—মূর্তিমান বেদসমূহ, ঋষি—পরমভাগবত শ্রীনারদাদি, গণ—গরুড়-বিষ্বকসেন প্রভৃতি কর্তৃক নিষেবিত—নিত্য আশ্রিত। এইরূপে যাঁহারা সতত সেই বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া এক্ষণে যাঁহারা তথায় গমন করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিতেছেন। সেই ব্রহ্মলোকে সোম (উমা সহিত বর্তমান উমাপতি শ্রীশিব) গমন করিতে পারেন। আর জ্যোতিঃস্বরূপ মহাত্মাগণ (মুক্তগণ) তথায় গমন করিতে পারেন। এখানে 'সোমগতি' পদে ছন্দানুরোধে (সোমস্য গতি) ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। আর ব্রহ্মলোক গমনে অধিকারিগণের কথা বিবৃত হইতেছে বলিয়া পরপদেও গতি-শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। অতএব জ্যোতিঃ ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মে যাঁহারা একাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুক্তগণ তথায় গমন করিতে পারেন, কিন্তু তাদৃশ সকল মুক্তই যে তথায় গমন করিতে পারেন, তাহা নহে। এইজন্য বলিতেছেন, মহাত্মা (মহাশয়), যাঁহারা মোক্ষ নিরাদর (অনাদর) করিয়া ভক্ত্যনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে ভক্তি-পরায়ণ, এমন শ্রীসনকাদিতুল্য মুক্তগণই তথায় গমনাধিকারী। যদ্যপি শ্রীনারদাদিও তাদৃশ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট, তথাপি তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ, এজন্য তাঁহারা তথায় নিত্যই অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহা পূর্বে পৃথকরূপে বিবৃত হইয়াছে। [এই শ্লোকের উক্তরূপ (ব্রহ্ম সংহিতা ও বামণ পুরাণাদির সহিত সমন্বয় করিয়া) ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নতুবা যথাশ্রুত অর্থ করিলে সিদ্ধান্ত সঙ্গতি হইবে না।] তাই বলিতেছেন, যথাশ্রুত অর্থে ধ্রুবলোকের অধোদেশে চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি। মহর্লোক পর্যন্ত তাঁহারা গমন করিতে পারেন না। অতএব সত্যলোকেও তাঁহাদের গতি সঙ্গত হয় না ; সুতরাং সর্বোর্ধ্ব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে যে গতি নাই, একথা বলাই বাহুল্য।

৮১। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্॥

৮২। উপর্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্॥

মূলানুবাদ

৮১-৮২। তাহার উপর গোগণের লোক (গোলোক), সাধ্যগণ তাহা পালন করেন। হে কৃষ্ণ! সেই লোক সর্বগত মহাকাশগত মহান্। সর্বোপরি বর্তমান যে বৈকুণ্ঠলোক, তাহারও উপরি বর্তমান যে গোলোক, সেই গোলোকেই আপনার তপোময়ী গতি। পিতামহ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা তাহার বিষয় অবগত হইতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১-৮২। তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ব্রহ্মঘনত্বেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকোঽসাবপরিচ্ছিন্ন এব তস্যোপরীত্যুক্তির্ন ঘটত এব, তথাপি যথা মুক্তিপদাদপরিচ্ছিন্নাদপ্যূর্ধ্বং শ্রীশিবলোকঃ কেনাপি বিশেষেণ নির্দিষ্টঃ ; যথা চাপরিচ্ছিন্নস্য শ্রীশিবলোকস্যাপ্যুপরি ততোঽধিকেন কেনাপ্যুৎকর্ষেণ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকোঽসৌ পরিকল্পিতঃ, তথাত্রাপি শ্রীভগবদ্বিলাসরূপ-শক্তিবিশেষ বিলসিতেন কেনচিদুৎকর্ষভরেণ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকোপরি শ্রীগোলোক ইতি ব্যবস্থা তু সুসিধ্যেৎ। তেষামেব মহাত্মনাং সাধ্যা ভজনীয়া, কিংবা সামান্যতঃ সর্বেষামেব মাদৃশাং ব্রহ্মাদীনাং সনকাদীনাং শিবাদীনাঞ্চ নারদাদীনাঞ্চ পরমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বহুতর-সাধনবরৈঃ সাধয়িতুং যোগ্যা নিত্যপ্রিয়াঃ শ্রীনন্দাদয়স্তং গোলোকং পালয়ন্তি, অধিকৃত্য ভুঞ্জয়ন্তি। অথবা হে কৃষ্ণ! তবৈব সাধ্যা নানাবিধভাববিশেষেণ সাধনীয়া বশীকর্তুং যোগ্যাঃ সামান্যতঃ সর্ব এব তত্রত্যা গোপ-গোপীপ্রভৃতয়ঃ। কিংবা শ্রীরাধাদয়ো গোপ্য এব তত্রত্যেষ্বপি মধ্যে প্রিয়তমত্বেন প্রধানতয়া তা এব বিচিত্র-বিহারাদিনা তং পরিপালয়ন্তি, তন্মাহাত্ম্যং নিতরাং পোষয়ন্তি। প্রসিদ্ধ-সাধ্যগণানাঞ্চ দেবগণানামন্তঃপাতিত্বাৎ জ্যোতিষামিব সত্যলোকেঽপি গমনাভাবাৎ কুতঃ কুতো বৈকুণ্ঠোপরি গমনাশঙ্কয়া অস্ততরাং, দূরে পালনবার্তা। এবং শ্রীগোলোকস্য পরম-প্রপঞ্চাতীতত্বেনাত্যন্ত-সচ্চিদানন্দঘনরূপতয়া পরমাপরিচ্ছিন্নতামাহ—স হীতি। প্রাকৃত আকাশ স্বল্পাকাশঃ তস্মাদ্বাহ্যো যঃ স তু মহান্, তদ্‌গতঃ তত্র বর্তমান

এব ; যদ্বা, নিত্যত্বাপরিচ্ছিন্নত্বারূপত্ব ব্যাপকত্বাদি সাম্যাদাকাশ-শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। মহাকাশঃ পরংব্রহ্ম ; যদ্বা, পরম-নিবিড়স্তু শ্যামকান্ত্যা মহাকাশ ইবাকাশো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, তদ্‌গতঃ সচ্চিদানন্দঘনত্বাদিনা তস্মাদভিন্নস্তৎস্বরূপো বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। তত্রাপি মাহাত্ম্যবিশেষেণ স গোলোকস্তু মহান্ মহাকাশগতঃ। তদেবাহ—সর্বেষাং লোকানামুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠশ্চ লোকস্তস্যাপ্যুপরি বর্তমান ইত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশেঽপি গোলোকে তব গতিঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈব শান্তিপর্বণি—'এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয়! গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥' ইতি। সা চ বৈকুণ্ঠে যাদৃশী, তাদৃশী ন ভবতি, কিন্তু ততোঽপি পরম দুর্জ্ঞেয়েত্যাহ—তপোময়ী, মনস ঐকাগ্র্যং তপঃ সমাধিরিত্যর্থঃ তন্ময়ী ; সমাধিনৈব জ্ঞাতুং শক্যাঽতোঽতীব দুর্বিতর্ক্যেত্যর্থঃ। তদেবাহ—যামিতি। পিতামহং শ্রীব্রহ্মাণং পৃচ্ছন্তোঽপীত্যনেন তস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বং ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১-৮২। সেই ব্রহ্মলোকের উপরি গো-সকলের লোক শ্রীগোলোক। যদ্যপি ব্রহ্মঘনত্ব-হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং 'তাহার উপরি' বলা সঙ্গত হয় নাই, তথাপি যেমন অপরিচ্ছিন্ন মুক্তি পদের উপর শ্রীশিবলোক কোন এক বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন সেই অপরিচ্ছিন্ন শ্রীশিবলোকেরও উপর ততোধিক কোন উৎকর্ষ-হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও শ্রীভগবদ্বিলাসরূপ শক্তিবিশেষের বিলসন-হেতু কোনও উৎকর্ষভরে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের উপরি শ্রীগোলোকের ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইয়াছে। যাহা সেই সেই মহাত্মাগণেরও সাধ্য (ভজনীয়)। কিংবা সামান্যতঃ সকলেরই অর্থাৎ মাদৃশ ব্রহ্মাদির, সনকাদির, শিবাদির, নারদাদিরও পরমাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বহুতর শ্রেষ্ঠ সাধন দ্বারা প্রাপ্তব্য বা সাধন-যোগ্য, নিত্যপ্রিয় শ্রীনন্দাদিই সেই গোলোক পালন (অধিকার করিয়া ভোগ) করেন। অথবা হে কৃষ্ণ! আপনারই সাধ্য। যেহেতু, নানাবিধ ভাববিশেষ দ্বারা সাধনীয়—বশীকরণযোগ্য। সামান্যতঃ তত্রত্য গোপ-গোপীসকল কিংবা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রিয়তমত্ব-হেতু প্রধানতঃ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের সহিত বিচিত্র বিচিত্র বিহারাদির দ্বারা সেই গোলোককে পালন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ গোলোক-মাহাত্ম্যকে অতিশয়রূপে পুষ্ট করিয়া থাকেন। আর লোকপ্রসিদ্ধ যে সাধ্যগণ, তাঁহারা দেবতাগণের অন্তঃপাতি। চন্দ্র সূর্য ও জ্যোতিষ্কগণ ধ্রুবলোকের অধোদেশে অবস্থিত ; মহঃলোক পর্যন্ত তাঁহারা গমন করিতে পারেন না। আর মহর্লোকের বহু ঊর্ধ্বে শ্রীবৈকুণ্ঠ অবস্থিত, তথায় কিরূপে তাঁহাদিগের গতি সম্ভাবনা

করা যায়? এইপ্রকার শ্রীগোলোকের পরম প্রপঞ্চাতীতত্ব এবং অত্যন্ত সচ্চিদানন্দ-ঘনরূপত্ব-হেতু পরম অপরিচ্ছিন্নতাপ্রযুক্ত বলিতেছেন, 'স হি সর্বগত' ইত্যাদি। ('হি' প্রসিদ্ধিতে) ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই শ্রীগোলোক সর্বগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিখিল প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সর্ব ব্যাপকতা হেতু শ্রীগোলোক মহান্ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এখানে প্রাকৃত আকাশ বলিতে স্বল্পাকাশ বা ভূতাকাশ। সেই ভূতাকাশকে কুক্ষিগত করিয়া যাহা বাহ্যাভ্যন্তর সর্বত্র ব্যাপক, তাহাই মহান্ আকাশ। অথবা এই মহান্ আকাশই ব্রহ্ম। (শ্লোক আছে, 'মহাকাশগতো মহান্'। এখানে মহান্ শব্দে ভগবৎস্বরূপ—শ্রীগোলোক। মহাকাশগত—মহাকাশপ্রাপ্ত। আর মহাকাশই পরমব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকার উদয়ের পর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীগোলোককে মহাকাশগত বলা হইয়াছে।) অথবা পরম নিবিড় শ্যামকান্তি মহাকাশ-সদৃশ বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর 'তদ্‌গত' বলিতে সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সচ্চিদানন্দঘনত্বাদি-হেতু অভিন্ন স্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক এবং তাহার বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদন জন্য 'মহান্' বিশেষণ প্রয়োগ-হেতু সেই সুপ্রসিদ্ধ গোলোকই মহান্ মহাকাশগত। তাহাতেই বলিতেছেন, সমস্ত লোকের উপরি বর্তমান বৈকুণ্ঠ এবং তাহারও উপরি বিদ্যমান শ্রীগোলোক। সেই গোলোকেই তোমার গতি—বিহারস্থল। শান্তিপর্বে শ্রীঅর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা, "হে কৌন্তেয়! আমি যে প্রকার বহুবিধরূপে পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া থাকি, সেই প্রকার ব্রহ্মলোকে এবং সনাতন গোলোকেও ক্রীড়া করিয়া থাকি।" কিন্তু সেই ক্রীড়া বৈকুণ্ঠে যেরূপ হয়, গোলোকে তদপেক্ষাও বিলক্ষণরূপে হইয়া থাকে। অতএব গোলোকের যে ক্রীড়া তাহা সাধারণী নহে, কিন্তু তপোময়ী—অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যময়ী বলিয়া পরম দুর্জ্ঞেয়। এইজন্যই বলিয়াছেন—'তপোময়ী।' মনের একাগ্রতাকে তপ বা সমাধি বলে। এই সমাধি দ্বারা তাঁহার সেই ক্রীড়া অবগত হওয়া যায়, এইজন্য উহা অতীব দুর্বিতর্ক্য বুঝিতে হইবে। তাহাতেই বলিলেন, "যাং ন বিদ্ম" ইত্যাদি। পিতামহ শ্রীব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই। এতদ্বারা তাঁহার গতির দুর্জ্ঞেয়ত্ব ধ্বনিত হইতেছে।

৮৩। গতিঃ শমদমাদ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্মণাম্।
ব্রাহ্ম্যে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ॥

৮৪। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা॥

৮৫। ধৃতা ধৃতিমতা ধীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥ ইতি॥

মূলানুবাদ

৮৩-৮৫। শম-দমাদি সম্পদযুক্ত সুকৃতিশালী কর্মীগণ স্বর্গে গমন করেন, ব্রাহ্ম-তপোযুক্তগণের ব্রহ্মলোকে উত্তমা গতি লাভ হয় ; কিন্তু গোগণের যে লোক তাহার গতি দুরারোহ। হে কৃষ্ণ! হে বীর! এই লোক মৎ কর্তৃক উপদ্রবে ব্যথিত হইলেই যেন সেই উপদ্রব বিনাশপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৩-৮৫। অধুনা তস্য গোলোকেত্যাখ্যাবীজমভিব্যঞ্জয়ন্ নিজপালকবর্গসহিতানাং গবামেব প্রাধান্যেন তত্র নিবাস ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—গতিরিতি। সুকৃতকর্মণাং জনানাং মধ্যে শম-দমাদ্যানামেব স্বর্গঃ, দেবলোকমারভ্য সত্যলোকপর্যন্তং গতিঃ প্রাপ্যা ইত্যর্থঃ ; অন্যথা তু বিলস্বর্গঃ ভৌমস্বর্গাদি। ব্রাহ্ম্যে বৈষ্ণবে, তপসি বিষ্ণু-বিষয়কমনঃসমাধানে, যুক্তানাং সততমুদ্‌যুক্তানাং রতচিত্তানাং বা প্রেমভক্তানামি-ত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ, এতদ্দ্বয়ং দৃষ্টান্ততয়োক্তং, পরেতি পরমোৎকৃষ্ট-ত্বাদপুনরাবৃত্তিলক্ষণত্বাচ্চ। গবামিত্যুপলক্ষণং, তদনুবর্তিনাং গোপ-গোপীপ্রভৃতীনাং, ন তু গবামেব তত্র বাস ইতি যুক্তং, পূর্বমত্রৈব 'সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি' ইত্যুক্তেঃ। অতো যথা ভৌমমথুরামণ্ডলেঽস্মিন্ ব্রজে গোকুলাদিশব্দেন গবাং গোপীনাঞ্চ নিবাসস্থান-মুচ্যতে, তথাত্রাপ্যুহ্যম্। হি যস্মাৎ, সা গতিঃ তৎপদং দূরারোহা অন্যৈঃ দুঃখেনা-প্যারোঢ়ুমশক্যা, কথঞ্চিদলভ্যেত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ! স গোলোকাখ্যলোকস্তু সীদমানঃ মৎকৃতগোকুলোপদ্রবেণ ব্যথমানঃ সন্ ত্বয়া ধৃতো রক্ষিতঃ। যদ্যপি নিত্যত্বাদানন্দ-ঘনত্বাচ্চ কদাপ্যসৌ লোকো ন খলু সীদত্যেব, তত্র গমনাধিকারিণামপি ন কোঽপ্যুপদ্রবঃ সম্ভবতি, তথাপ্যজ্ঞানেনেন্দ্রকৃতৈস্তল্লোকসম্বন্ধিনীনাং গবামুপদ্রবৈঃ সীদমান ইব জ্ঞাত ইতি স্বদৃষ্ট্যনুসারেণ নিজাপরাধবিশেষজ্ঞাপনায়েন্দ্রেণ তথোক্ত-মিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩-৮৫। অধুনা সেই স্থান গোলোক-নামে প্রসিদ্ধির কারণ প্রকাশ করিবার জন্য নিজ পালকবর্গের সহিত গো-সকলের প্রাধান্য-হেতু তথায় গোপ-গোপীগণের নিবাস ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণন করিতেছেন—'গতি' ইত্যাদি। শম-দমাদি সুকৃত কর্মযুক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে গমন করেন। অর্থাৎ স্বর্গ (দেবলোক) হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত শম-দমাদির গতি। অন্যথা (শম-দমাদিযুক্ত না হইলে) বিলস্বর্গ বা ভৌমস্বর্গে গতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মলোক (বৈকুণ্ঠলোক) ব্রহ্মা-তপস্যায় (বৈষ্ণব-তপস্যায়) অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক মনোভিনিবেশযুক্ত (বা রতচিত্ত) বৈষ্ণবগণ, অথবা প্রেমভক্তিসম্পন্ন ভক্তগণ শ্রীহরিতে মনোভিনিবেশ-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে—বৈকুণ্ঠলোকে পরমাগতি লাভ করেন। এইরূপে ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠলোকদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। 'পরাগতি'—পরমোৎকৃষ্টত্ব-হেতু সেই স্থানে গমন করিলে আর কখনও পুনরাবর্তন হয় না। 'গবাং' এই উপলক্ষণে তদনুবর্তি গোপ-গোপী-সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা তথায় কেবল গো-সকল বাস করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, "সাধ্যগণ সেই লোক পালন করেন।" অতএব যেমন এই ভৌমমথুরামণ্ডলব্রজের গোকুলাদিশব্দ দ্বারা গো-গোপ-গোপীসকলের নিবাসস্থান বুঝায়, সেইরূপ গো-সকলের বসতি হেতু (সেইস্থানের গোলোক খ্যাতি হইলেও) তথায় গোপ-গোপী প্রভৃতির অবস্থিতি আছে, কিন্তু সেই গো-সকলের যে লোক, তাহার গতি দুরারোহ। অন্য কেহ বহুদুঃখেও (বহু প্রযত্নেও) সেইস্থানে গমন করিতে পারেন না। অর্থাৎ কিছুতেই সেই স্থান লাভ করিতে পারেন না। 'হে কৃষ্ণ! আপনি সেই গোলোকাখ্য লোকে গো-সকলের প্রতি মৎকৃত উপদ্রবে ব্যথিত হইয়াই যেন উপদ্রব বিনাশপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।' যদ্যপি সেই গোলোক নিত্য এবং আনন্দঘনত্ব-হেতু কদাপি ইন্দ্র-কর্তৃক উপদ্রুত হইতে পারে না এবং তথায় গমনের অধিকারীগণের প্রতিও কোন প্রকার উপদ্রব সম্ভব হইতে পারে না ; তথাপি অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্র স্বীয়-কৃত উপদ্রব অর্থাৎ ইন্দ্র মনে করিলেন, মৎকৃত উপদ্রবেই যেন সেই গোলোকবাসী সকল ব্যথিতের ন্যায় হইয়াছেন—এইরূপ নিজদৃষ্টি অনুসারে নিজ অপরাধ বিশেষ বিজ্ঞাপনের জন্যই তাদৃশ উক্তি জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৮৩-৮৫। যে স্থলে উল্লিখিত বস্তু-প্রতিপাদন করতঃ তৎ-স্বজাতীয় অন্য বস্তুকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে উপলক্ষণ বলে।

ঋষিগণ পরোক্ষবাদী, তাই পরোক্ষবাদ অবলম্বনে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

শ্লোকোক্ত 'ব্রহ্মলোক' বলিতে বৈকুণ্ঠলোক কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০।২৮।১৪) অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে—যে ব্রহ্মহ্রদতীরে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে ব্রজবাসীগণকে ব্রহ্মলোক (বৈকুণ্ঠ-লোক) দর্শন করাইয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 'সনাতনো নিত্যঃ, নতু সৃজ্যান্তর্বর্তীত্যর্থঃ'! এই ব্রহ্মলোকই বৈকুণ্ঠলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই লোক সনাতন নিত্য—সৃষ্টবস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে।

'সোমগতি'—পদের ছন্দানুরোধে ''সুপাংসু লুক্''—সূত্রানুসারে সমাসলোপ হইয়া 'সোমস্য গতিঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সেই সোম-শব্দে শ্রীশিব এবং সোমগতি—উমা সহিত বর্তমান শ্রীশিব, এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যথায় 'সোম' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ চন্দ্র। কিন্তু এখানে এই চন্দ্র স্বীকার করিলে বৈকুণ্ঠেও চন্দ্রের গতি স্বীকার করিতে হয় ; পরন্তু চন্দ্রের গতি ধ্রুবলোকের অধোদেশ পর্যন্ত। এমনকি মহর্লোকেও চন্দ্রের গতি নাই। অতএব মহর্লোকাদির বহু ঊর্ধ্বে বিরাজমান শ্রীবৈকুণ্ঠে কিরূপে চন্দ্রের গতি স্বীকার করা যায়? আর চন্দ্র দেবতাবিশেষ হইলেও জীবতত্ত্ব, সাধন দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে গোলোকে যে চন্দ্রাদির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকরবিশেষ। আর স্বর্গস্থ চন্দ্র তাঁহারই অনুগৃহীত। অর্থাৎ তাঁহার শক্তি ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া এই চন্দ্রও তাঁহার নিজাধিকরণরূপে কার্য করিয়া থাকেন! এই নিয়মানুসারে ইন্দ্রও অভিমানবশতঃ বলিয়াছেন, 'সাধ্যগণ আমাদের প্রসাদনীয়।' পরন্তু পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) সেই তপোময়ী গতি (ক্রীড়া) জানিতে পারি নাই। এতদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বোধগম্য নহে—সূচিত হইয়াছে।

শ্লোকস্থ 'স তু লোকঃ' সেই লোক (এস্থলে 'তু' শব্দের অর্থ ব) আপনা-কর্তৃক রক্ষিত। এই প্রকারে শ্রীগোলোকের বর্ণনা করিলেও কার্যতঃ ভৌম গোকুলেরই কথা বলা হইল। কারণ, পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীগোকুলের সহিত বৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে তাদৃশ উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। তবে যে 'এই লোক' রক্ষার কথা বলিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বৈকুণ্ঠস্থ গোলোক এবং এই ভৌমগোকুল অভিন্নবস্তু ; সুতরাং গোকুলের উপদ্রব যাহা, তাহা গোলোকের উপদ্রব বলিলে কোন দোষ হয় না।

আর যৌগিকবৃদ্ধি-প্রতিপাদিত গোকুল-শব্দের অর্থ গো-সমূহ, কিন্তু রূঢ়িবৃত্তি-প্রতিপাদিত গোকুল-শব্দের অর্থ গো-গোপাবাসরূপস্থান। অতএব জগতে এই প্রসিদ্ধ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু, রূঢ়িবৃত্তি যৌগিকবৃত্তিকে অপহরণ করে, এই ন্যায়ানুসারে উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যায় গোকুল শব্দে গো-গোপাবাসরূপ স্থানবিশেষই গৃহীত হইয়াছে।

কিঞ্চ

৮৬। **এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্।**
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥ ইতি॥

মূলানুবাদ

৮৬। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এইপ্রকার বহুবিধ স্বরূপে আমি বসুন্ধরা ও ব্রহ্মলোকাদিতে বিহার করিলেও সনাতন গোলোকে নিত্য অবস্থান করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৬। ইদানীং স্কন্দপুরাণীয়ং শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদবর্তিপদ্যং চানুস্মারয়তি এবমিতি। পূর্বোক্তৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমাদিরূপৈঃ সনাতনং নিত্যমিতি প্রপঞ্চাতীতত্বমুক্তম্ ; অন্যৎ পূর্ববদেব জ্ঞেয়ম্। যচ্চান্যো গোলোকঃ প্রপঞ্চান্তঃ সত্য লোকাদৌ শ্রূয়তে, যত্রত্যা সুরভিঃ শ্রীব্রহ্মণ আদেশাদ্গোবর্ধনোদ্ধরণানন্তরং নিজকুলনিদানমাথুর-গোকুলরক্ষণহর্ষেণ শ্রীগোবিন্দাভিষেকার্থমত্রাগতা, স তু ব্রহ্মাদীনাং তত্তল্লোকাধিকারিণামুপভোগবিষয়ো গবামাবাসো মথুরামণ্ডলবর্তীতর-গবাং প্রাপ্যো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীমথুরায়াঞ্চ নিত্যং সন্নিহিতস্য, তত্র চ সদা ব্রজভুমৌ বিক্রীড়তো ভগবতঃ শ্রীগোপালদেবস্য সম্বন্ধবিশেষেণাত্রত্যানাং গবাং বৈকুণ্ঠো-পরিতনো গোলোক এব সমুচিত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। ইদানীং স্কন্দপুরাণের শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ অনুসরণ পূর্বক বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! আমি এই প্রকারে শ্রীপুরুষোত্তমাদিরূপে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকি। এখানে 'সনাতন'-শব্দ প্রয়োগে নিত্য, প্রপঞ্চাতীতত্ব সূচিত হইল। আর প্রপঞ্চান্তর্বর্তী সত্যলোকাদিতে যে গোলোকের কথা শুনা যায় এবং গোলোকবাসিনী সুরভী নিজকুলের আদিকারণ স্বরূপ গোবর্ধন-পর্বত ধারণের পর মাথুর-গোকুল রক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীব্রহ্মার আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দাভিষেকের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, সেই গোলোক ব্রহ্মাদি লোকাধিকারীগণের উপভোগ্য যোগ্য লোকবিশেষ। অর্থাৎ ঐ যে সুরভী প্রভৃতি গো-সকলের আবাসস্থান উহা মথুরামণ্ডলবর্তি গো-সকলের আবাসস্থান হইতে ভিন্ন। কারণ, "শ্রীমথুরায় শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন।" অতএব ব্রজবিহারী শ্রীগোপাল-

দেবের সহিত নিত্য সম্বন্ধ-হেতু এই মথুরামণ্ডলবর্তি গো-সকলের বৈকুণ্ঠোপরি স্থান প্রাপ্তিই সমুচিত হইতেছে। এতদ্বারা সেই প্রসিদ্ধ গোলোক যে সর্বোপরি বিরাজমান, ইহা সিদ্ধ হইল।

সারশিক্ষা

৮৬। অতএব সর্বোপরি বিরাজমান সেই শ্রীগোলোক ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ পৃথিবীস্থ শ্রীমথুরামণ্ডলের শ্রীগোকুলাদিও স্বরূপে ও আকারে প্রপঞ্চাতীত বলিয়া বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীগোলোকের মত নিত্য সনাতন এবং শ্রীভগবানের নিত্য বিহারাস্পদ। তাই কথিত হইয়াছে, 'যে স্থানে শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন।' অর্থাৎ সেই লোকবাসীর নিকট তিনি নিত্য সন্নিহিত আছেন।

সংশয় হইতে পারে যে, পৃথিবীতে বিরাজমান এই শ্রীগোকুল ভক্তগণের কেবল ভজনক্ষেত্রমাত্র। কারণ, এখানে ভজনে সিদ্ধিলাভ হইলে সেই ঊর্ধ্বস্থিত শ্রীগোলোকে গমন করতঃ নিজেষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ সংশয় নিরসন জন্য বলিলেন, এই গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। অতএব ভজন সিদ্ধিতেও এই গোকুলেই নিজেষ্ট সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন। অতএব ইহা কেবল ভজনক্ষেত্রমাত্র নহে। ভজনসিদ্ধিতেও এই স্থানই প্রাপ্তি ঘটিবে। যেহেতু, উভয় ধামই এক বস্তু। কেবল ঊর্ধ্ব ও অধো অবস্থান-হেতু দ্রষ্টাগত ভেদ-প্রতীতি মাত্র, কিন্তু দৃশ্য বস্তুগত ভেদশূন্য।

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

৮৭। বৈষ্ণবাগ্র্যময়া সন্তি বৈশম্পায়নতঃ শ্রুতাঃ।
এতে শ্লোকাস্তদানীঞ্চ কশ্চিদর্থোঽবধারিতঃ॥

৮৮। ত্বত্তোঽদ্য শ্রবণাদেষাং কোঽপ্যর্থো ভাতি মে হৃদি।
অহো ভাগবতানাং হি মহিমা পরমাদ্ভুতঃ॥

৮৯। কথাসমাপ্তিমাশঙ্ক্য মনো মে পরিতপ্যতি।
কিঞ্চিদ্রসায়নং দেহি তিষ্ঠেদ্‌যেন সুনির্বৃতম্॥

মূলানুবাদ

৮৭-৮৮। শ্রীজনমেজয় বলিলেন, হে বৈষ্ণবাগ্র্য! (জৈমিনি মহাশয়!) আমি পূর্বে বৈশম্পায়নের মুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া যে অর্থ অবধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার মুখে ঐ সকল শ্লোক শুনিয়া আমার সকলপ্রকার সংশয় বিনষ্ট হইয়া কোন এক অপূর্ব অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অর্থাৎ এই গোলোক বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্তমান, এইরূপ অর্থ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অহো! ভগবদ্ভক্তের কি পরম অদ্ভুত মহিমা।

৮৯। হে মুনিবর! এই অমৃতময়ী কথার পরিসমাপ্তি হইবে, এই আশঙ্কায় আমার মন পরিতাপিত হইতেছে। অতএব আপনি কিঞ্চিৎ রসায়ন প্রদান করুন, যে রসায়ন-প্রভাবে আমার মন প্রসন্ন হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭-৮৮। শ্রীহরিবংশীয়ানামেতেষাং শ্লোকানামীদৃশোঽর্থস্তু পরমভাগবতপ্রসাদাদেবাবগম্যত ইতি প্রতিপাদয়ন্ মহারাজো ভাগবতোত্তমঃ শ্রীজনমেজয়ো নিজগুরুদেবস্য শ্রীজৈমিনিমহামুনেঃ প্রসাদেন স্বকীয়বোধবিশেষোৎপত্তিং দ্যোতয়ন্ পরমপি কিঞ্চিৎ তন্মুখেন শ্রোতুমিচ্ছন্নাদৌতং স্তৌতি—বৈষ্ণবেতি, হে বৈষ্ণবেষু অগ্র্য শ্রেষ্ঠ, এতে স্বর্গাদূর্ধ্বর্মিত্যাদয়ঃ শ্লোকাঃ শ্রুতাঃ সন্তি, কশ্চিৎ প্রপঞ্চান্তঃ সত্যাখ্যব্রহ্মলোকোপর্যেব গোলোক ইত্যেবমাদিরূপোঽর্থঃ। ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাচ্চ এষাং শ্লোকানাং শ্রবণাদ্ধেতোঃ কোঽপি প্রপঞ্চাতীততরস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্যাপ্যুপরি শ্রীগোলোক ইত্যাদিরূপোঽর্থঃ অদ্য মম হৃদি প্রতিভাতি। অহো আশ্চর্যে, পরমাদ্ভুতঃ অত্যন্তদুর্বিতর্ক্য ইত্যর্থঃ॥

৮৯। এবং স্তুত্বা সদৈন্যং কিমপি হৃদ্যং প্রার্থয়তে—কথেতি। শ্লেষেণ মরণশঙ্কয়া জ্বরাভিভূতমিব স্যাৎ ; অতঃ কিঞ্চিদ্রসায়নং মহৌষধিবিশেষং দেহীত্যর্থঃ বস্তুতস্তু প্রস্তুত শ্রীভগবৎকথায়া অন্তাশঙ্কয়া মনো দূরতে। অতঃ সর্বরসানাং মহারসবিশেষস্য অয়নম্ আস্পদং শ্রীভগবতস্তদীয়ানাঞ্চ মাহাত্ম্যবিশেষাখ্যানং দেহি, সাক্ষাদিব সমর্পয় ; তদ্রসসঞ্চারণপূর্বকং প্রস্ফুটয়ন্ সম্যক্ শ্রাবয়েত্যর্থঃ ; যেন রসায়নেন সুনির্বৃতং পরমসুখি সত্তিষ্ঠেৎ মন এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭-৮৮। শ্রীহরিবংশীয় শ্লোক সকলের এতাদৃশ নিগূঢ় অর্থ কেবল পরম-ভাগবত-প্রসাদেই বোধগম্য হইয়া থাকে—এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া মহারাজ ভাগবতোত্তম শ্রীজনমেজয় নিজ গুরুদেব মহামুনি শ্রীজৈমিনির প্রসাদেই যে স্বকীয় বোধবিশেষ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দ্যোতনা করিয়া পুনর্বার তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণের ইচ্ছায় প্রথমতঃ তাঁহার স্তব করিতেছেন। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! আমি পূর্বে শ্রীবৈশম্পায়নের মুখে 'স্বর্গাদূর্ধ্বং ব্রহ্মলোকো' ইত্যাদি শ্লোক সকল শ্রবণ করিয়া কোন অর্থ বিশেষ অর্থাৎ প্রপঞ্চান্তর্বর্তি সত্য লোকাখ্য ব্রহ্মলোকের উপরি গোলোক—এইরূপ অর্থ অবধারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে আপনার মুখে ঐ সকল শ্লোক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কোন এক অনির্বচনীয় মহিমায় ঐ গোলোক প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্তমান, এইরূপ সিদ্ধান্ত আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অহো! ভগবদ্ভক্তের কি পরমাদ্ভুত মহিমা! অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্বিতর্ক্য মহিমা।

৮৯। এইরূপ স্তব করিয়া দৈন্যের সহিত কোন এক হৃদ্য বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন। অর্থাৎ প্রস্তাবিত আখ্যান পরিসমাপ্তি হইবে, এই আশঙ্কায় অতীব অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। শ্লেষের দ্বারা কথিত হইল যে, মরণাশঙ্কায় জ্বরাভিভূত হইয়াছি, অতএব আপনি রসায়ন (মহৌষধি-বিশেষ) প্রদান করুন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রস্তাবিত ভগবৎকথা শেষ হইবে, এই আশঙ্কায় মন ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব সর্বরসের চরম মহারসবিশেষ শ্রীভগবানের এবং তদীয়গণের মাহাত্ম্য বিশেষের আখ্যানরূপ যে রসায়ন, তাহা সাক্ষাৎ প্রদান করুন। আর সেই রস হৃদয়ে সঞ্চারণ পূর্বক কথিততত্ত্ব সম্যক্ প্রস্ফুটিত করিয়া শ্রবণ করান ; যে রসায়ন প্রভাবে আমার মন সুনির্বৃত (পরম সুখে) অবস্থান করে।

৯০। যুক্তান্যুপাখ্যানবরদ্বয়স্য, পদ্যানি যান্যস্য জগৌ পিতা তে।
গোলোকমাহাত্ম্যকথাপ্রহৃষ্টে, ভো বৎস ভাবৈর্মধুরৈর্বিচিত্রৈঃ॥

৯১। শ্রুতিস্মৃতীনামখিলার্থসারময়ানি গায়ন্ রুচিরাণি যানি।
ক্ষিপন্ ভবত্তাতবিয়োগদুঃখং, সুখী চরামীহ বদামি তানি॥

৯২। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি,-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

মূলানুবাদ

৯০-৯১। শ্রীজৈমিনি বলিলেন, হে বৎস জনমেজয়! তোমার পিতা শ্রীপরীক্ষিৎ গোলোকমাহাত্ম্য বর্ণনে পরমানন্দিত হইয়া উপাখ্যানদ্বয়ের অনুরূপ যে সকল পদ্য গান করিয়াছিলেন, আমি সেইসকল শ্রুতি-স্মৃতির যাবতীয় অর্থের সারস্বরূপ মনোজ্ঞ পদ্যগুলি গান করিয়া তোমার পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ নিরাস করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সেই সকল পদ্য গান করিতেছি, তুমি শুনিলে সুখী হইবে।

৯২। 'নিজরূপতয়া' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত করেন, তখন তাহাতে পৃথক্‌কৃত হ্লাদিনী-প্রতিভা দ্বারা ভাবিত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিত হন, তাঁহাদের সহিত নিজরূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে চতুঃষষ্টি কলা, সেই কলার সহিত অখিলাত্মভূত হইয়াও যিনি নিত্য গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯০-৯১। তথৈব শ্রীজৈমিনেরপি পরমরসায়নরূপাণি শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-পরাণি শ্রীব্রহ্মসংহিতোক্তানি তথা শ্রীমাথুরব্রজভূমি-তত্রত্যলোকমাহাত্ম্যবিশেষপ্রতি-পাদনপরাণি চ শ্রীদশমস্কন্ধোক্তানি পদ্যান্যেবানুস্মরন্ তৈরেবোক্ত তত্তন্মাহাত্ম্যং প্রমাণয়ন্নাহ—যুক্তানীতি দ্বাভ্যাম্। ভো বৎস জনমেজয়! গোলোকমাহাত্ম্যস্য কথয়া কথনেন প্রহৃষ্টঃ সন্ তে তব পিতা শ্রীপরীক্ষিৎ বিচিত্রৈর্বিবিধৈর্মধুরৈর্ভাবৈরাবে-শৈর্যানি পদ্যানি জগৌ, তানি পদ্যানি বদামীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। আদৌ স্বয়মুক্ত-শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-সংবাদকানি শ্রীহরিবংশীয়পদ্যান্যুক্তানি, ইদানীং তু সামান্যতো বিশেষতশ্চ মাথুরব্রজভূমেস্তত্রত্যানাঞ্চ স্বয়মুক্ত মাহাত্ম্যভরসংবাদার্থ-শ্রীভাগবত-পদ্যানি হর্ষভরেণ জগাবিতি জ্ঞেয়ম্। তে তে ভাবাশ্চাগ্রে যথাস্থানমুল্লেখ্যাঃ।

কীদৃশানি পদ্যানি? অস্য সম্প্রত্যুক্তস্য উপাখ্যানবরদ্বয়স্য পরমোত্তমকথাদ্বয়স্য যুক্তান্যনুরূপাণি, অতএব শ্রুতীনাং স্মৃতীনাঞ্চ অখিলস্যার্থস্য অভিধেয়স্য ফলস্য বা সারঃ পরমোপাদেয়াংশস্তন্ময়ানি, অতো রুচিরাণি মনোহরাণি ; কিঞ্চ, যানি গায়ন্ অহং ভবত্তাতস্য শ্রীপরীক্ষিতঃ বিয়োগেন যদ্দুঃখং তৎ ক্ষিপন্ নিরস্যন্ সুখী সন্ ইহ জগতি অস্মিন্ দেশেঽপি বা চরামি। অত এতচ্ছ্রবণাদিনা তবাপি সর্বদুঃখং বিনঙ্ক্ষ্যতি, মনশ্চ সুনির্বৃতং স্থাস্যতীতি ভাবঃ॥

৯২। তত্রাদাবুক্তং শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যমেব মধুরমধুর-বিশেষবচনৈঃ পুনঃপুনশ্চ সপ্রমাণমিব প্রমাণয়ন্ তল্লোকাধিপতেঃ শ্রীগোবিন্দস্য ভগবতস্তত্রত্যপরিবার-পরিচ্ছদাদীনাঞ্চ মাহাত্ম্যবিশেষপরাণি ব্রহ্মসংহিতারামনন্তাখ্যানে আদিপুরুষস্তোত্রস্য চতুষ্পদ্যান্যাহ—আনন্দেত্যাদীনি। যো গোবিন্দস্তাভিঃ সুপ্রসিদ্ধাভিরনির্বচনীয়াভির্বা কলাভির্বৈদগ্ধীভিঃ গুণরূপাদিসম্বন্ধিবিচিত্রশোভাভির্বা ক্রীড়াভির্বা। যদ্বা, নিজাংশ-ভূতৈর্গোপগোপীপ্রভৃতিভিঃ সহ গোলোক এব, ন ত্বন্যত্র নিতরাং বসতি। কথম্ভূতাভিঃ? নিজরূপতয়া স্বাভাবিকতয়া, যদ্বা, গোবিন্দস্য স্বরূপত্বেন সমান-রূপত্বেন বা আনন্দচিন্ময়েন পরমসুখাত্মকেন রসেন অনুভববিশেষেণ ; যদ্বা আনন্দ-জ্ঞানঘনেন ভাববিশেষেণ গোবিন্দস্য প্রতিবিম্বতয়া তদ্রসতদ্রসপ্রতিমারূপতয়া বা প্রতিভাবিতাভির্নির্মিতাভিঃ ; যদ্বা তদ্রসেন প্রতিক্ষণ-নূতনতয়া সংস্কৃতাভিঃ। অখিলানাং জীবানামাত্মভূতঃ অন্তর্যামিতয়া পরমাত্মত্বেন সদা হৃদি বসন্নপীত্যর্থঃ! যদ্বা, অখিলানামাত্মনি চিত্তেভূতঃ নিত্যং প্রকটতয়া স্থিতোঽপি ; এবমপি স এবার্থঃ। আদিপুরুষং, সর্বাবতারবীজত্বাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ। তমিতি পরমোর্ধ্বতর-শ্রীগোলোকেঽত্যন্তদূরে নিবাসিত্বেন পরোক্ষবদুক্তিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০-৯১। শ্রীজৈমিনিও সেই প্রকার পরম রসায়নস্বরূপ শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রোক্ত শ্রীমাথুর ব্রজভূমির মাহাত্ম্য এবং তত্রত্য লোকসকলের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিপাদনপর বাক্যসমূহ যাহা শ্রীদশমস্কন্ধের পদ্যানুসারে কথিত গোলোকমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিবার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীজৈমিনি বলিলেন, হে বৎস! হে জনমেজয়! আপনার পিতা শ্রীপরীক্ষিৎ গোলোকমাহাত্ম্য-কথনে প্রহৃষ্ট হইয়া উপাখ্যানদ্বয়ের অনুরূপ বিচিত্র মধুরভাবে আবিষ্ট হওত যে সকল পদ্য গান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেই সকল পদ্য গান করিতেছি। প্রথমতঃ শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য সংবাদ ও শ্রীহরিবংশীয় পদ্যসকল বর্ণন করিয়া ইদানীং সামান্য অথচ বিশেষরূপে মাথুর ব্রজভূমি সম্বন্ধীয় স্বয়ং কথিত মাধুর্যরাশি পরিপূরিত সংবাদের অর্থস্বরূপ শ্রীভাগবত-পদ্যসকল হর্ষভরে গান করিতেছেন। (এই সকল শ্রীভাগবতীয় পদ্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত

হইয়াছে।) সেই পদ্যসকল কি প্রকার? সম্প্রতি-কথিত শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান দ্বয়ের অনুরূপ। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহের যাবতীয় অর্থের সারস্বরূপ, সুতরাং পরম উপাদেয় মনোহর বলিয়া সর্বদা গান করিয়া আপনার পিতা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের বিয়োগ জনিত দুঃখ ক্ষেপন পূর্বক হর্ষভরে এই জগতে বিচরণ করিয়া থাকি। অতএব এই পদ্যসকল শ্রবণ করিলে আপনারও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হইবে এবং মনও সুনির্বৃত হইবে।

৯২। তন্মধ্যে প্রথমতঃ উক্ত শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যই মধুর মধুর বিশেষ বচনসমূহ দ্বারা (পুনঃপুনঃ প্রমাণের সহিত) গোলোকাধিপতি ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ এবং তত্রত্য তদীয় পরিবার ও পরিচ্ছদাদির মাহাত্ম্য-বিশেষপর অনন্ত আখ্যানের মধ্যে শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা-প্রোক্ত (আদিপুরুষ স্তোত্রের) চারিটি স্তোত্র গান করিতেছেন 'আনন্দ' ইত্যাদি। সেই শ্রীগোবিন্দ এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা অনির্বচনীয়া কলার (শক্তির) সহিত অর্থাৎ বৈদগ্ধী গুণ-রূপাদি সম্বন্ধী বিচিত্র শোভা ও ক্রীড়া, এই সকলের সহিত। অথবা নিজ অংশভূত গোপ-গোপী প্রভৃতির সহিত যিনি গোলোকে বাস করিয়া থাকেন ; অন্যত্র নহে। সেই কলা সকল কেমন? নিজরূপতা-হেতু তদীয় স্বাভাবিক শক্তি। অথবা শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ বলিয়া সমানরূপত্ব বা আনন্দ-চিন্ময়-হেতু পরম সুখাত্মক অনুভববিশেষে নির্মিত। অথবা আনন্দজ্ঞানঘনভাববিশেষ শ্রীগোবিন্দের প্রতিবিম্ব বলিয়া সেই সেই রসের প্রতিমারূপ। কিংবা সেই সেই রসে প্রতিক্ষণ নূতন নূতন ভাবে সংস্কৃত মূর্তিগণের সহিত অখিল জীবের আত্মস্বরূপে অর্থাৎ অন্তর্যামি—পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে যিনি সদা বাস করিয়াও অথবা অখিল ভক্তের হৃদয়ে 'ভূতঃ' নিত্য প্রকটরূপে বাস করিয়াও সেই ভগবান গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন। আদিপুরুষ অর্থাৎ সর্বাবতার বীজত্ব-হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি অবতার হইতেও শ্রেষ্ঠত্বরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছেন। মূলে আছে 'তাভিঃ'—তাঁহাদের সহিত। অতএব 'তৎ' পদের বাচ্য গোপীজন হইলেও উক্ত তৎ শব্দের বাচ্য বক্তার বাক্যও মনের অগোচর বলিয়া পরোক্ষবৎ উক্তি (পরম ঊর্ধ্বতর এবং অতি দূরে) যিনি গোলোকে বাস করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সারশিক্ষা

৯২। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্বাবতারবীজত্ব-হেতু বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ প্রভৃতি অবতার হইতেও শ্রেষ্ঠত্বরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার স্বরূপশক্তি প্রেয়সী গোপাঙ্গনাবর্গও অন্যান্য শ্রীভগবৎপ্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে যেরূপ শ্রী-ভূ-লীলা ভগবৎ প্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও দ্বারকাস্থ শ্রী-ভূ-লীলাস্বরূপ প্রেয়সীবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহা হইতেও আবার শ্রীগোলোকস্থ শ্রী-ভূ-লীলারূপা প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণেরও শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

৯৩। গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

৯৪। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

৯৫। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্,
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং,
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥ ইতি।

মূলানুবাদ

৯৩। যাঁহার গোলোকাখ্য নিজধাম এবং তাহার তলদেশে যথাক্রমে দেবীধাম, মহেশধাম, হরিধাম শোভা পাইতেছে এবং সেই সমস্ত ধাম ও নিজধামের প্রভাবসমূহ যাঁহা কর্তৃক প্রকটিত বা বিহিত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৯৪। তথায় মহালক্ষ্মীগণই কান্তা এবং পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, অমৃতই জল, কথাই গান, গমনই নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই জ্যোতিঃ এবং রস-গন্ধাদি ভোগ্যবস্তু চিদানন্দময়।

৯৫। যে স্থানে সুরভিসমূহ হইতে সমুদ্রের ন্যায় বিপুল ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে। আর যেখানে নিমেষার্ধ নামক কালগতিও পরিলক্ষিত হয় না, আমি সেই শ্বেতদ্বীপের ভজনা করি। পৃথিবীতে বিরল প্রচার কতিপয় সাধুমহাত্মা যাঁহাকে গোলোক বলিয়া জানেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩। আদিপুরুষত্বাদি-মাহাত্ম্যবিশেষমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গোলোকেতি, গোলোক ইতি নাম যস্য তস্মিন্ নিজে ধাম্নি স্থানে ; তথা তস্য গোলোকস্য তলে অধস্তাদ্-

বর্ত্তমানেষু দেবী মহেশয়োঃ হরেশ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য ধামসু লোকেষু শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু তেষু তেষু পরমানির্বচনীয়েষু ; যদ্বা, তেষু তেষু চ মহাকালপুরপ্রভৃতিষু অনন্ত-লোকাস্তেষু পূর্বপূর্বোদ্দিষ্টেষু স্থানেষ্বপি। দেবীসদ্ম মহেশলোকাধস্তাৎ তল্লোকা-ন্তর্গতমেব ; যদ্বা, দেবী অষ্টমাবরণাধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিঃ ; আদৌ তন্নির্দেশঃ অধোলোক-তোঽনুক্রমাপেক্ষয়া! এতৎস্তোত্রকর্ত্তুস্তদধঃস্থিতেঃ প্রভাবো বৈভববিশেষঃ শক্তি-বিশেষো বা, সচ্চিদানন্দরূপত্বাদিনৈক্যেঽপি বিবিধবিশেষ বত্ত্বাদিঃ তস্য নিচয়াঃ সমূহা যেন গোবিন্দেন বিহিতাঃ প্রকটিতা ইত্যর্থঃ। এবং শ্রীগোবিন্দস্য তস্য পরিবারাদীনাঞ্চ মাহাত্ম্যবিশেষোক্ত্যা শ্রীগোলোকস্যৈব মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তঃ॥

৯৪। ইদানীং বিশেষতঃ সাক্ষাত্তয়া শ্রীগোলোকস্যৈব মাহাত্ম্যমাহ—'শ্রিয়ঃ' (শ্রীব্র সং ৫।৬৭) ইতি দ্বাভ্যাম্! উত্তরশ্লোকস্য যত্রেতি পদং তত্রত্যচকারবলাদ-ত্রাপি সর্বত্র সম্বধ্যত এব। যস্মিন্ শ্বেতদ্বীপে কান্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তা এব শ্রিয়ঃ লক্ষ্মী সদৃশ্যঃ লক্ষ্ম্যংশত্বাৎ। যদ্বা, তত্রত্যা এব শ্রিয়ো মহালক্ষ্ম্যো, ন ত্বন্যত্রেত্যর্থঃ। যত্র পরমপুরুষঃ শ্রীগোবিন্দ এব কান্তঃ রমণঃ, বহুত্বপাঠে মহাপুরুষাঃ শ্বেতাঃ শ্রীভগবদেকনিষ্ঠাঃ কান্তাঃ পতয়ঃ। যদ্বা, স্ত্রীণাং বহুত্বেন প্রত্যেকং তা রময়তঃ শ্রীগোবিন্দস্যাপি বহুত্বাপেক্ষয়া বহুত্বং জ্ঞেয়ম্। যত্র দ্রুমাঃ সর্বে কল্পতরবঃ, সর্ব-মনোরথ পূরণাদিনা ; যত্র কথৈব গানং, গীতবচ্ছ্রবণসুখাবহত্বাদিনা যত্র গমনমেব নাট্যং, সুন্দরগতিবিশেষবত্ত্বাৎ ; যত্র বংশ্যেব প্রিয়সখী, সদা সহচরত্বাৎ, প্রীত্যা পাণৌ গৃহীতত্বাচ্চ ; যত্র তদনির্বচনীয়ং চিদানন্দং পরজ্যোতিরপি শ্রীগোবিন্দাখ্যং তদীয়-প্রেমবিশেষাত্মকং বা আস্বাদ্যম্ অনুভবনীয়ম্ অপি নিশ্চয়ে। যদ্বা, জ্যোতিঃ প্রদীপাদিতেজোঽপি পরং চিদানন্দপরব্রহ্মাত্মকতয়া পরমপ্রকাশকত্বাৎ পরমানন্দক-ত্বাচ্চ। কিঞ্চ, যত্র তৎ অনির্বচনীয়দ্রব্যং শ্রীগোবিন্দাধরামৃতমপি চাস্বাদ্যমুপভোগ্যম্। ততশ্চ প্রায়স্তত্র ভগবতীনাং শ্রীগোপীনামেব প্রাধান্যাদেবমুক্তম্॥

৯৫। কিঞ্চ, 'সঃ' অনির্বচনীয়ঃ ক্ষীরাব্ধির্যত্র সুরভীভ্যঃ কামধেনুভ্যঃ সরতি প্রবর্ত্ততে নিঃসরতি বা। যত্র সুমহান্ দ্বিপরার্ধাখ্যঃ নিমেষার্ধাখ্যো বা সময়ঃ কালোঽপি ন হি ব্রজতি, ন তং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। কালহেতুকভয়পরিণামোৎপত্ত্যাদ্যভাবাৎ। তং শ্বেতদ্বীপং বিশুদ্ধং দ্বীপবৎ স্থানবিশেষমহং ভজে আশ্রয়ামি। ননু তর্হি প্রপঞ্চান্তর্গত-ক্ষীরসমুদ্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধশ্বেতদ্বীপোঽস্তু, নেত্যাহ—ইহ অস্মিন্ লোকে যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকমিতি বিদন্তঃ জানন্তঃ সন্তঃ তে অনির্বচনীয়াঃ সন্তঃ সাধবঃ ক্ষিতৌ বিরলচারা ভবন্তি, তদেব প্রীত্যা নিঃসঙ্গতয়া নিভৃতং চরন্তীত্যর্থঃ। কতিপয় ইতি তাদৃশানাং বাহুল্যাসম্ভবাৎ। এবং পরমগূঢ়ত্বং সূচিতম্ ; অতএব সর্বে তং ন জানন্তীতি ভাবঃ। যদ্যপি প্রসিদ্ধঃ শ্বেতদ্বীপে অপি তদ্বৃত্তির্ঘটতে, তথাপি তত্র

সর্বাসামেব স্ত্রীণাং শ্রীত্বাভাবাৎ পরমপুরুষস্যৈকস্য কান্তত্বাভাবাৎ তথা বংশীপ্রিয়-সখীত্যাদ্যভাবাচ্চ। তথা তত্র নিত্যক্ষীরাব্ধিবৃত্তেঃ সুরভীভ্যোঽনির্বচনীয়ক্ষীরাব্ধিপ্রসর-ণোক্ত্যযোগাচ্চ। সর্বথা প্রপঞ্চাতীতো বৈকুণ্ঠোপরি বর্তমানঃ শ্রীগোলোক এব সঙ্গচ্ছতে ; ততশ্চ তস্য শ্বেততা পরমশুদ্ধত্বাৎ, সদা গব্যক্ষীরময়ত্বেন ধাবল্যাচ্চ, তথা দ্বীপশব্দস্যাশ্রয়বাচিত্বেন পরমবিশুদ্ধনাং শ্রীনন্দাদীনাং নিবাসস্থানত্বাচ্চ। দ্বীপ-তঞ্চ শ্রীমথুরামণ্ডলসাদৃশ্যেন শ্রীযমুনাতীরবর্তিত্বাৎ মণ্ডলাকারত্বাৎ পরিতঃ ক্ষীরপ্লুত-তয়া ক্ষীরাব্ধেরিব মধ্যবর্তিত্বাচ্চোহ্যম্। এবঞ্চ শ্রীমথুরৈব ক্ষীরাব্ধিঃ গোপ্রধানদেশতয়া ক্ষীরময়ত্বাচ্চ। তথা শ্রীবৃন্দাবনমেব শ্বেতদ্বীপঃ ব্রজভূমিপ্রধানত্বেন নিরন্তরক্ষীরধারা-প্লুতত্বাদিনেতি বক্তব্যং স্যাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩। আদিপুরুষত্বাদি—মাহাত্ম্যবিশেষ-ব্যঞ্জক প্রমাণ দেখাইতেছেন, 'গোলোক' ইত্যাদি। গোলোক-নামক নিজ ধাম এবং তাহার তলদেশস্থিত দেবীলোক, মহেশলোক এবং হরিধাম অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের ধাম—বৈকুণ্ঠলোক শোভা পাইতেছে। অথবা সেই সমস্ত ধাম এবং মহাকালপুর প্রভৃতি অনন্তলোকে (পূর্ব পূর্বোদ্দিষ্ট ক্রমে) অর্থাৎ দেবীলোক, শিবলোকের অধোদেশে বর্তমান অথবা অষ্টাবরণের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি। এই প্রকার ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ অধোলোক হইতে ক্রম অপেক্ষায় প্রথমে দেবীধাম নির্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু, স্তোত্রকর্তার স্থিতি দেবীধামের অধোদেশে। অতএব সেই হরি-মহেশ-দেবীধাম ও নিজ ধামের প্রভাবসমূহ যাঁহা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, অথবা সেই সমস্ত লোকে প্রকটিত প্রভাব বলিতে সচ্চিদানন্দময়ত্ব-হেতু সর্বত্র এক হইলেও ধামবিশেষে বিবিধ বিশেষবত্ত্বাদিও বর্তমান আছে। এই রূপে শ্রীগোবিন্দ এবং তদীয় পরিবারবর্গের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিপাদন-হেতু শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যবিশেষই প্রতিপাদিত হইল।

৯৪। ইদানীং শ্রীগোলোকের মাহাত্ম্য (বিশেষতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) বর্ণন করিবার জন্য 'শ্রিয়ঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, যে শ্বেতদ্বীপে (শ্রীগোলোকে) 'শ্রী' সকলই কান্তা। অর্থাৎ সকল কান্তাই লক্ষ্মীরূপা। অথবা লক্ষ্মী তাঁহাদের অংশভূতা বলিয়া তাঁহারা মহালক্ষ্মীরূপা ; কিন্তু অন্যত্র নহে। যেখানে পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দই একমাত্র কান্ত বা রমণ। বহুত্ব পাঠ হইলে অর্থ হইবে—একনিষ্ঠ বিশুদ্ধ শ্রীভগবৎ-পার্ষদ মহাপুরুষসকল। অথবা কান্তার বহুত্ব-হেতু বহু প্রকাশে রমণ করেন বলিয়া এক শ্রীগোবিন্দেরই বহুত্ব অপেক্ষায় বহুবচন কথিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। যেখানে বৃক্ষসকল কল্পতরু বলিয়া সকলের সর্ব মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন,

যেখানে স্বাভাবিক কথাই গান, অর্থাৎ গীতবৎ শ্রবণ-সুখবহ। যেখানে স্বাভাবিক গমনই নৃত্য। অর্থাৎ নৃত্যের ন্যায় সুন্দর গতিবিশিষ্ট। যেখানে বংশীই প্রিয়সখী, সদা সহচরত্ব-হেতু প্রীতির সহিত শ্রীগোবিন্দ সর্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন। যেখানে চিদানন্দই জ্যোতিঃ। অর্থাৎ অনির্বচনীয় চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপুঞ্জই চিদানন্দময়। কারণ, সেই অনির্বচনীয় পরম জ্যোতিঃই শ্রীগোবিন্দাখ্য পরমেশ্বরেরই অংশভূত বা তদীয় প্রেমবিশেষাত্মক বলিয়া অনুভবনীয়। অথবা জ্যোতিঃ বলিতে প্রদীপাদি তেজও পরম চিদানন্দময়—পরম ব্রহ্মাত্মক এবং প্রকাশকত্ব-হেতু পরমানন্দময়। আর যেখানে রস- গন্ধাদি আস্বাদনীয় দ্রব্যসমুদয় শ্রীগোবিন্দের অধরামৃতরূপে উপভোগ্য। তথায় প্রায়শঃ ভগবতী শ্রীগোপী সকলের প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই অধরামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।

৯৫। আর যেস্থানে সুরভীসমূহ হইতে সেই বিপুল ক্ষীরসাগর নিঃসৃত হইতেছে। অর্থাৎ কামধেনুসকল হইতে সেই ক্ষীরসমুদ্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যেখানে সুমহান দ্বিপরার্ধাখ্যকাল পরিমাণ বা নিমেষার্ধনামক কাল-পরিমাণ লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ পল, বিপল, অনুপল এবং দণ্ড, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব বা কালবিভাগ নাই। এজন্য কাল-হেতু ভয় ও পরিণাম উৎপন্ন হয় না। আমি সেই শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ বিশুদ্ধ দ্বীপবৎ স্থানবিশেষের ভজনা করি। যদি বল, তাহা হইলে প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রবর্তি প্রসিদ্ধ শ্বেতদ্বীপও এইরূপই ধর্মবিশিষ্ট হইয়া থাকে? এরূপ আশঙ্কা করিও না। এই যে শ্বেতদ্বীপ ইহাকেই কতিপয় সাধু গোলোক বলিয়া অবগত আছেন, কিন্তু তাদৃশ অসাধারণ সাধু পৃথিবীতে অতি বিরল। যেহেতু, তাঁহারা তৎপ্রীতিপর হইয়াই নির্জনে অবস্থান করিয়া থাকেন। এখানে 'কতিপয়' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ সাধুর বাহুল্য অসম্ভব। এতদ্বারা উক্ত শ্বেতদ্বীপের পরমগূঢ়ত্বভাবই সূচিত হইল। এজন্য সাধারণ সাধুগণ এই ধামকে গোলোকরূপে অবগত নহেন, ইহাই ভাবার্থ। যদিও এতাদৃশ ধর্মবত্ত্ব প্রসিদ্ধ ক্ষীরসমুদ্রবর্তী শ্বেতদ্বীপেও বর্তমান হয়, কিন্তু তথাপি সমস্ত স্ত্রীর লক্ষ্মীত্ব নাই। কিংবা একপুরুষের কান্তত্বও নাই। অথবা বংশীর প্রিয়সখিত্বও বর্তমান নাই। তথা সুরভীসমূহ হইতে নিত্য ক্ষীরসাগর প্রসরণাদিও অসম্ভব ; প্রত্যুত প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠোপরি বর্তমান শ্রীগোলোকেরই এই সকল ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে। আর তাহার পরমশুদ্ধতা-হেতু এবং সর্বদা গব্য-ক্ষীরময়ত্ব হেতু শ্বেততা। তথা দ্বীপ শব্দ আশ্রয়বাচি বলিয়া পরমবিশুদ্ধ শ্রীনন্দাদির নিবাসস্থানত্ব হেতুও তাহার শ্বেততা। আর দ্বীপত্বও শ্রীমাথুরমণ্ডল সাদৃশ্যে শ্রীযমুনাতীরবর্তিত্ব-হেতু মণ্ডলাকারত্ব এবং চতুর্দিকে ক্ষীরপ্লুতত্ব-হেতু শ্বেতদ্বীপত্ব হইয়া থাকে। এইপ্রকার তথায় শ্রীমথুরাই

ক্ষীরাব্ধি। কারণ, ঐ দেশ গোপ্রধান বলিয়া ক্ষীরময়। তথা শ্রীবৃন্দাবনই শ্বেতদ্বীপ। কারণ, শ্রীবৃন্দাবন ব্রজভূমিপ্রধানত্ব-হেতু নিরন্তর ক্ষীরধারাপ্লুতত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট। উক্ত বক্তব্যের ইহাই দিক্‌দর্শন জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৯৫। উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীগোলোকের অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং সেই গোলোক যে সর্বোর্ধ্বে অবস্থিত, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ঐ ধাম যে প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রমধ্যবর্তি শ্রীঅনিরুদ্ধের ধাম (শ্বেতদ্বীপ) তাহা নহে। পূর্বোক্ত শ্বেতদ্বীপ প্রপঞ্চগন্ধশূন্য বলিয়া শ্বেত-(বিশুদ্ধ) এবং সর্বোচ্চ বলিয়া দ্বীপ। কারণ, উক্ত ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে—চিন্তামণি নির্মিত গৃহসমূহে সুশোভিত লক্ষ লক্ষ সুশোভন কল্পবৃক্ষে সমাবৃত গোকুলে যিনি সুরভীগণকে পালন করেন, শত শত ব্রজরমা যাঁহাকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রমাণানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্য-হেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, গোলোককে গোকুলের বৈভব কেন বলা হয়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে—'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্য মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্।' পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গোকুল নামকস্থান সহস্রদল কমলসদৃশ ; সেই কমলের (মধ্যবর্তি) কর্ণিকারই তাঁহার ধাম। অনন্তের অংশে সেই গোকুলের সতত আবির্ভাব। এই গোকুলেরই চতুর্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক অদ্ভুত ধাম বর্তমান এবং উহাই শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব গোকুলনামে প্রসিদ্ধ স্থানই গো-গোপ-গোপীগণের বাসস্থান স্বরূপ। রূঢ়ি যৌগিক বৃত্তি অপহরণ করে বলিয়া গোকুল-শব্দে গো-গোপাবাসরূপ স্থানবিশেষই সিদ্ধ হইতেছে। আর অনন্তাংশ বলিবার তাৎপর্য এই যে, অনন্ত অংশ যাঁহার সেই বলদেবের নিবাস যেখানে, তাহাই গোকুলনামে খ্যাত। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, গো ও গোপাবাসরূপ সহস্রদল কমলের নাম শ্রীগোকুল এবং সেই গোকুলের বহির্মণ্ডলই গোলোক বা শ্বেতদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোকুলের বহির্মণ্ডল (গোলোক) এবং অভ্যন্তরস্থ গোকুল এই উভয়ের সমষ্টির নামই গোলোক বা শ্বেতদ্বীপ।

স্কন্দপুরাণেও লিখিত আছে—'পৃথিবীতে যে সকল ভগবৎপুরী বিদ্যমান আছেন, শ্রীবৈকুণ্ঠেও তদনুরূপ সেই সকল পুরী অবস্থান করিতেছেন।' এইজন্য এই সকল পুরী বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীগোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ''অতএব বৃন্দাবনং

গোকুলমেব সর্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্।" এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, পৃথিবীতে বিরাজমান গোকুলের যে প্রকাশ নিখিল ভগবল্লোকের উপরিভাগে বিরাজ করিতেছেন, তাহারই নাম শ্রীগোলোক। এই গোলোক গোকুলেরই অপ্রকট প্রকাশবিশেষ। যেহেতু, গোলোক অপেক্ষাও গোকুলের উন্নত মহিমা বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইয়াছে। এখানে বৈভব বলিতে গোকুলের ঐশ্বর্য-প্রকাশরূপত্বই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক সর্বব্যাপী বলিয়া তাহার প্রপঞ্চগত প্রকাশ (শ্রীবৃন্দাবন) গোকুল এবং অপ্রপঞ্চগত প্রকাশ গোলোক। তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্যপ্রধান প্রেমসেবাময় এবং শ্রীগোলোক ঐশ্বর্যপ্রধান পরম বৈভবময়। আর শ্রীগোবিন্দ-শব্দের অর্থ দ্বারাও গোকুলই প্রতিপন্ন হইতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'গো-ভূমি-বেদ, বিদিতো গোবিন্দ।' অর্থাৎ যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহে প্রসিদ্ধ এবং যিনি এই সমস্তকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই গোবিন্দ। গো-শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও এখানে তিনটি মাত্র অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যথা, (১) প্রসিদ্ধ পশুজাতিবিশেষ (গরু), (২) ভূমি বা ভুবন, (৩) বেদ। এখানে পশুজাতিবিশেষ বলিতে গোকুলস্থ গো-সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পরিপূর্ণ হইয়াও গোসমূহে পরিবৃত হইয়া স্বৈরক্রীড়াশীল এবং ঐ রূপেই সর্বভুবনে ও সর্ববেদে প্রসিদ্ধ, সেই গোপাল বেশধারী গোকুলচন্দ্রই শ্রীগোবিন্দ।

অপর শ্লোকস্থ 'কলা' শব্দেও গোকুলস্থ শ্রীগোপিকাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কলা—সম্যক্ বিদ্যা এবং এই বিদ্যাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীশক্তি-প্রেমভক্তির মূর্তিবিশেষ। আর গোপী-শব্দেও গুপ্ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের যে বিশিষ্টা শক্তি প্রেমদান করিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, সেই শক্তি হইল—গোপী। ইহারই নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি। অতএব গোপী-শব্দের বাচ্য হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী ব্রজাঙ্গনাসকল নিরন্তর শক্তিমান শ্রীগোপীনাথের সহিত গোকুলেই বিহার করিয়া থাকেন।

কিঞ্চ

৯৬। পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ,-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং,
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

মূলানুবাদ

৯৬। ব্রজভূমি এবং তত্রত্য চরাচরই ধন্য। কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার শ্রীচরণ অর্চন করিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম মনুষ্যচিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনজাত পুষ্পসমূহের মনোহর মালা ধারণ করিয়া বেণুবাদন করিতে করিতে শ্রীবলরামের সহিত গোচারণলীলায় তথায় পরমানন্দে ভ্রমণ করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬। অধুনাদৌ সামান্যতঃ ব্রজভূমেস্তত্রত্যানাঞ্চ মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকানি পদ্যান্যাহ—'পুণ্যা' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৩) ইত্যাদ্যেকাদশ। তত্রৈব শ্রীনন্দগোকুলতঃ শ্রীমধুপুর্যামাগত্য কুবলয়াপীড়ং প্রাতর্হত্বা রঙ্গভূমৌ প্রবিশ্য চাণূরেণ সহ মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তং শ্রীভগবন্তং পশ্যন্তীনাং পুরযোষিতাং মধ্যে কাশ্চিদাহুঃ—বাল-বলবদ্‌যুদ্ধ-দর্শনেন 'মহানয়ং বতাধর্মঃ' (শ্রীভা ১০।৪৪।৭) ইত্যাদিনা সখ্যাদীনাং নিন্দায়াং ক্রিয়মাণায়াং কাশ্চিদাহুঃ—পুণ্যা ইতি। বত খেদে (তিরস্কারে বা) নির্ধারে বা। ব্রজ-ভুব এব পুণ্যাঃ পরমধন্যাঃ, ন ত্বিয়ং মহাপুর্যপি। বহুত্বং গৌরবেণ বিস্তারাপেক্ষয়া বা। ভূ-শব্দেন চ সর্বং তত্রত্যং চরাচর-প্রাণিজাতং শিলাকাষ্ঠাদিকঞ্চ লক্ষ্যতে। যদ্‌যাসু অয়ং পরমমনোহরতয়া সাক্ষাদনুভূয়মানঃ শ্রীকৃষ্ণো বিক্রীড়য়া বিবিধবিহারেণ হেতুনা কৃত্বা বা অঞ্চতি পর্যটতি। অয়ং ভাবঃ—ধিগিমাং সভাং, যস্যাময়ং পরাভূয়তে, তাস্তু ব্রজভুবঃ পুণ্যঃ, যাসু বিক্রীড়য়াঞ্চতীতি। যদ্বা, ব্রজে ভবন্তীতি ব্রজভুবস্তত্রত্যাঃ সচেতন-প্রপঞ্চাঃ, ত এব পুণ্যাঃ। ন ত্বত্রত্যা নাগরাঃ ক্ষত্রিয়প্রবরাঃ শ্রীযাদবা অপি। যৎ যান্ অঞ্চতি সম্মানয়তি। অয়মিত্যঙ্গুল্যা সন্দর্শ্য বদন্তি। তন্নাম চ ভর্তৃভাবাদিনা প্রেমমোহ-ভয়েন বা স্পষ্টং ন কিল কীর্তয়ন্তীত্যুহ্যম্। ননু বৃদ্ধগর্গবচনাদি-প্রামাণ্যাদয়মেব শ্রীকৃষ্ণোঽত্র প্রভুর্তবিতেতি নির্ধার্যতে। ততশ্চেমে সভ্যাঃ, সভা মধুপুরী চেয়ং সর্বেঽত্রত্যা অপি ধন্যা ভবিষ্যন্তীতি চেৎ সত্যং, তথা সত্যপি তা ব্রজভুব এব পুণ্যা ইত্যাহুঃ—পুরাণো বহুশোঽনুভূতশ্চাসৌ

পুরুষশ্চান্তর্যামিতয়া হৃন্নিবাসী তাদৃশোঽপি তথা গিরিত্রেণ শ্রীশিবেন রময়া চ মহালক্ষ্ম্যা অর্চিতাঙ্ঘ্রিরপি মনুষ্যস্য লিঙ্গেন লক্ষ্মণেন গূঢ়শ্চ। যদ্বা, মনুষ্যস্যেব লিঙ্গমাকারো যস্য স চাসৌ গূঢ়শ্চ কংসবঞ্চনাদ্যর্থমপ্রকটিতবৈভবঃ সন্, কিংবা ক্রীড়াবিশেষেণ নিকুঞ্জাদৌ অলক্ষিতঃ সন্ কিঞ্চ বনসম্বন্ধীনি চিত্রাণি বিবিধানি মাল্যানি যস্য সঃ। বলঃ শ্রীবলরামস্তেন সহিতঃ, কিংবা 'সবলং হনিষ্যে' ইত্যত্র শ্রীধরস্বামিপাদ-ব্যাখ্যানুসারেণ বলং সৈন্যং নিজসহচরগোপকুমারকুলং তেন সহিতঃ, গাঃ পালয়ন্ বেণুঞ্চ ক্বণয়ম্ রাসাদিরূপয়া বিক্রীড়য়াঞ্চতি। অয়ং ভাবঃ—শ্রুতিস্মৃত্যর্থপরাণাং ক্ষত্রিয়বরাণামেষাং পুরাণপুরুষত্বেন সদানুভূয়মানতয়া ন তাদৃগাদরবিশেষঃ। অন্তর্যামি-বাসুদেববুদ্ধ্যা ন চ সাক্ষাদ্দর্শনেঽতীবৌৎসুক্যম্। তথা দিব্যচতুর্ভুজাদিরূপদর্শনেন শিবাদিসেব্যত্বজ্ঞানেন চ তথা পরমবৈভবপ্রকটনালোচনেনাপি ভয়গৌরবাদ্যুৎপত্তের্ন তাদৃশী প্রেমসম্পত্তিঃ সম্ভবেৎ। তত্রত্যাস্তু নিত্যনূতনত্বেন কদাচিদ্দূরস্থে চাস্মিন্ সতি দর্শনোৎকণ্ঠাতিশয়েন তত্র চ প্রকৃষ্টমনুষ্যাকারবিলোকনেন চ সদাবির্ভবৎ পরমপ্রেমপরম্পরায়া, তত্রাপি শ্রীনন্দযশোদানন্দনজ্ঞানেন মধুরভাববিশেষেণ, তত্রাপি চ নিগূঢ়তয়া পরমোপজীব্যমহানিধিবন্নিরন্তরপরমাপেক্ষণাদিনা রহস্যবিহারবিশেষেণ বাহ্যবিরতমিমং ভজন্তো মহাসুখ-বিশেষপরমকাষ্ঠামনুভবন্তোঽতীব ধন্যাঃ। এবং নিজানাং পরমধন্যতয়া ব্রজভুবোঽপি পরমধন্যা এবেতি সিদ্ধম্। কিঞ্চ, যদি বা বক্তব্যমিদং প্রেমভক্তানাং যাদবানামেষাং তাদৃক্ত্বং ন সম্ভবতীতি, তথাপ্যত্রাস্য বনচিত্রমাল্যতা কুতঃ স্যাৎ? ভবতু বা রাজ্যৈশ্বর্যাদিনা সাঽপি, তথাপ্যত্র গোপালনং কুতঃ ঘটতাং, রাজগোষ্ঠ্যাধিপত্যেন লীলয়া তদপি, তথাপি বলরামেণ সহ নিত্যসাহিত্যং কুতঃ? নিজ নিজ-কর্তব্যার্থং কুত্রাপি কস্যচিৎ গমনাৎ কিংবা তদ্গোপকুমারকুলসাহিত্যং কুতঃ? ভবতু বা কৃততাদৃশবৈশের্যদুকুমারৈস্তদনুকরণম্, তথাপ্যত্র বেণুবাদনং ন সম্ভবত্যেব। কিঞ্চ, রাসাদিক্রীড়াশ্রেণী চেতি। সা চ বিক্রীড়য়েত্যুদ্দেশেনৈবোক্তা, তন্নাম চ স্ত্রীত্বাল্লজ্জয়া ন সাক্ষাদ্ গৃহীতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমধুনা পশ্চাদপি তা ব্রজভুব এব তত্রত্যাশ্চৈব পুণ্যা ইতি। যথাক্রমমর্থনির্বাহার্থং গিরিত্রররমার্চিতাঙ্ঘ্রিরিত্যস্যার্থান্তরঞ্চেদং কল্পনীয়ম্। শ্রীগোবর্ধনগিরিধারণসময়ে প্রেমকটাক্ষেণ শ্রমকটাক্ষেণ শ্রমবিধ্বংসনদ্বারা তস্মাদ্গিরেঃ সকাশাৎ ত্রায়তে কৃষ্ণমিবেতি তথা চাসৌ রমা চ লক্ষ্মীস্তদবতারত্বেন তদভেদাৎ। যদ্বা, গিরিণা তেনৈব ত্রায়তে ব্রজভূমিমিতি গিরিত্রো গোবর্ধনধারী ; শ্রীকৃষ্ণস্তঞ্চ রময়তীতি গিরিত্ররমা শ্রীরাধা, তয়া অর্চিতাঙ্ঘ্রিরিতি তচ্চ কেবলং তত্রৈব সম্ভবতীতি তা এব পুণ্যা ইত্যুপসংহারঃ। শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণ সঞ্জাতপ্রেম বিশেষেণ শ্রীমথুরাপুরস্ত্রীভাবমাপ্তঃ শ্রীপরীক্ষিন্মহারাজঃ শ্রীদশমস্কন্ধস্য (শ্রীভা ১০।৪৪।১৩)—'পুণ্যা বত' ইতি শ্লোকমেতমগায়দিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। এক্ষণে প্রথমতঃ সামান্যে ব্রজভূমির এবং তত্রত্য চরাচরের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক 'পুণ্যা' ইত্যাদি একাদশটি (শ্রীভাগবতীয়) শ্লোকের মর্মার্থ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দগোকুল হইতে শ্রীমধুপুরীতে গমন করিয়া কুবলয়পীড় নামক মহাবলবান হস্তীকে প্রাতঃকালে বিনাশ পূর্বক রঙ্গভূমি প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে চাণূর নামক মহাবলবান অসুরের সহিত মল্লযুদ্ধে সেই ভগবানকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কোন কোন পুরমহিলা বালকের সহিত বলবান মল্লের যুদ্ধদর্শনে 'মহানয়ং বতাধর্ম' (রাজসভাসদ্‌দিগের মহৎ অধর্ম) বলিয়া নিন্দা করিলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'পুণ্য' ইত্যাদি। 'বত'-শব্দ খেদে (তিরস্কারে) বা নির্ধারে। নিশ্চয়ই ব্রজভূমি ও তত্রত্য চরাচরই ধন্য! এই মধুপুরীও ধন্য। 'ব্রজভূবো' বহুবচন প্রয়োগ, গৌরবে বা বিস্তারাপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। অতএব 'ভূ' শব্দে তত্রত্য চরাচরসমূহ—প্রাণীজাত এবং শিলা-কাষ্ঠাদিও লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া বিবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে পর্যটন করিয়া থাকেন—এইরূপ তাৎপর্য। অতএব এই সভাকে ধিক্। যে সভার সভাসদ্ তাঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব সেই ব্রজভূমিই ধন্য! যেস্থলে তিনি স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রজের সচেতন প্রপঞ্চই ধন্য। 'অয়ং' (এইরূপ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন) ইনি যাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। 'ইনি' বলিবার তাৎপর্য—ভর্তৃভাবাদি-হেতু প্রেমমোহভয়ে তাঁহার নাম স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিলেন না। যদি বল, বৃদ্ধ গর্গ-বচনাদির প্রামাণ্য অনুসারে এই শ্রীকৃষ্ণই এইস্থলের প্রভু নির্ধারিত হইয়াছেন। অতএব সভ্যগণ এবং সভা ও এই শ্রীমধুপুরী ইহারা সকলেই ধন্য হইতেছেন। সত্য, এইরূপই হইবে বটে, কিন্তু তথাপি সেই ব্রজভূমি এবং ব্রজজাত চরাচরই ধন্য। কারণ, ইনি পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ বারংবার বহুরূপে অনুভূত হইয়াও অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়নিবাসী আর ইনি শ্রীশিব ও শ্রীমহালক্ষ্মীকর্তৃক অর্চিত হইয়া থাকেন ; তথাপি ব্রজভূমিতে মনুষ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। অথবা মনুষ্যরূপে গূঢ় হইয়া অর্থাৎ কংস বঞ্চনার্থ স্বীয়বৈভব অপ্রকটিত করিয়া কিংবা ক্রীড়াবিশেষে নিকুঞ্জাদিতে অলক্ষিত হইয়া বনজাত বিচিত্র মাল্যাদি ধারণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত কিংবা 'সবলং' ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে বল—সৈন্য—নিজসহচর গোপকুলের সহিত গোচারণ করেন এবং বিশ্ববিমোহন বেণুবাদন করিতে করিতে রাসাদিরূপ ক্রীড়া দ্বারা অঞ্চিত (পূজিত) হইয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ। আর শ্রুতি স্মৃতির অর্থপরায়ণ এই সকল ক্ষত্রিয়প্রবর ইহাকে পুরাণপুরুষরূপে সদা অনুভব করেন বলিয়া তাদৃশ আদর প্রকাশ করেন না। সাক্ষাৎ

দর্শন হেতু অন্তর্যামি বাসুদেব বুদ্ধিতেও তাদৃশ আদর বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তথা দিব্য চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শনের জন্য শিবাদির সেব্যত্বরূপে অবগতি-হেতু এবং পরম বৈভব প্রকটনের অবলোকন-হেতু ভয়-গৌরবাদির সঞ্চার হয় বলিয়া তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রেমসম্পত্তির উদয় হয় না। পরন্তু সেই ব্রজবাসীগণ তাঁহাকে নিত্য নূতন নূতনরূপে অবলোকন করেন বলিয়া কোন সময়ে ইনি দূরস্থ হইলে দর্শনোৎকণ্ঠার আতিশয্যবশতঃ এবং প্রকট মনুষ্যাকারে দর্শন হেতু ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাবশীল পরম প্রেমপরম্পরা-হেতু বিশেষতঃ শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে অবগতি-হেতু মধুর ভাববিশেষ হইতে নিগূঢ়রূপে পরম উপজীব্য মহানিধির ন্যায় নিরন্তর পরমাপেক্ষ্য-জনিত (পরমাভীষ্ট) রহস্য বিহার-হেতু অবিচ্ছেদে ভজনশীল এই ব্রজবাসীগণ মহাসুখবিশেষের পরমকাষ্ঠা অনুভব করিয়া অতীব ধন্য হইয়া থাকেন। এই প্রকারে ব্রজবাসীগণ পরম ধন্য বলিয়া ব্রজভূমিও পরম ধন্য, ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। আরও বলিতেছেন, যদি বা প্রেমভক্ত যাদব সকলেরও তাদৃশত্ব সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার বন্য বেশাদিজনিত বিচিত্রতা কিরূপে সম্পাদিত হইবে? যদি বা তাহা হইতে পারে, তথাপি রাজৈশ্বর্যলাভ হইলে গোপালন কিরূপে সম্ভব হইবে? যদি বা গোষ্ঠ রাজ্যের আধিপত্য-হেতু তাহাও হয়, তথাপি শ্রীবলরামের সহিত নিরন্তর সাহচর্য হইতে পারে না। কারণ, নিজ নিজ কর্তব্য সাধন জন্য পৃথক্ পৃথক্ গমন হইয়া থাকে। কিংবা সেই গোপকুমারগণের সহিত মিলনই বা কিরূপে হইবে? যদি বা যাদবকুমারগণ সেই সেই বেশ ও অনুকরণাদি করিলে তাহাও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বেণুবাদন হইতে পারে না। রাসাদি ক্রীড়াশ্রেণী ত' বহুদূরের কথা। আর সেই রাসক্রীড়ার কথা স্ত্রীগণও লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ উল্লেখ করিলেন না। এতদ্বারা পূর্ববৎ ব্রজভূমির ধন্যত্ব সূচিত হইল। এখানে যথাশ্রুত অর্থ অর্থাৎ 'গিরিত্র রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি'—এই পদের অর্থ নির্বাহ জন্য অর্থান্তর (নিষ্কর্ষ) করিতেছেন, গোবর্ধন গিরিধারণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-কটাক্ষপাতে শ্রম-বিধ্বংসন দ্বারা উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে রমা, তাঁহার নাম 'গিরিত্র রমা' এবং তৎকর্তৃক অর্চিত চরণ। অথবা গিরিধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকে ত্রাণ করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহার নাম গিরিত্র (বা গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ)। সেই শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করান যিনি সেই শ্রীরাধিকার নাম 'গিরিত্র রমা।' বস্তুতঃ এই সকল বিশেষণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলা কেবল ব্রজেই সংঘটিত হইতে পারে। আরও বলি, এইস্থলে সেই শ্রীরাধিকা-কর্তৃক ইনি সেবিত হইবেন না। এইজন্য ব্রজভূমিই ধন্য—ইহাই উপসংহার। শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণ-সঞ্জাত প্রেমবিশেষহেতু শ্রীমথুরা-পুর-স্ত্রীভাবাক্রান্ত-চিত্ত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রীদশমস্কন্ধের এই পদ্য এই ভাবে গান করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।

৯৭। **অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ, স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।**
যাসাং বিভ্যে বৎসতরাত্মজাত্মনা, যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নালমধ্বরাঃ॥

মূলানুবাদ

৯৭। অহো! এই ব্রজের গাভীসকল ও গোপীসকল ধন্যাতিধন্য! হে বিভো! আপনি অনন্ত গো-বৎস এবং গোপবালক মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের স্তন্যামৃত পান করিতেছেন। কিন্তু যাবতীয় যজ্ঞাদি অদ্যাপিও আপনার তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয় নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৭। অথ শ্রীব্রহ্মাপি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমাগতঃ শ্রীভগবতোঽনুগ্রহবিশেষেণাভিব্যক্ত-তৎপরমমহিমতত্ত্ব-রসাবগাঢ় তদ্রস-কণ্টকোদ্ধারপূর্বকং স্তবন্ তস্য ভক্তি-ভক্তজনমাহাত্ম্যভরবর্ণনমেব পরমা স্তুতিরিত্যভিপ্রেত্য তথৈব তামুপসংহরন্ স্বয়মপি যোঽনাদ্যবিচারেণ পরমমহাভাগ্যতয়া ভক্তিং প্রার্থয়মানস্তদানীমেব সঞ্জাত-ভগবন্মহাপ্রসাদভরেণ তদেব কান্তপ্রিয়তম-ব্রজজনানাং মাহাত্ম্যবিশেষং সম্যগভিজ্ঞায় তৎসদৃশভক্তি-মহাপ্রসাদলাভাশয়া তানভিনন্দতি—'অহোঽতিধন্যা ব্রজ' (শ্রীভা ১০।১৪।৩১) ইতি দশভিঃ। তত্রাদৌ শ্রীভগবতা পীতস্তন্যানাং তন্মাতৃরূপাণাং গোপীনাং গবাঞ্চ মাহাত্ম্যমাহ। অহো আশ্চর্যে, অতিশব্দোঽতিশয়ে। পরমাদ্ভুত-ধন্যতাযুক্তা ইত্যর্থঃ। ব্রজস্যাস্য গাবো ধেনবঃ রমণ্যশ্চ স্তন্যদানেন ত্বাং রময়ন্তি তর্পয়ন্তীতি নিজমাহাত্ম্যভরেণ জগদেব রময়ন্তি সুখয়ন্তীতি তাঃ গোপ্যঃ। গোভ্যঃ সকাশাত্তাসাং ধন্যতাধিক্যাভিপ্রায়েণ পশ্চান্নির্দেশঃ। কুতো ধন্যাঃ? তে ইতি ত্বয়া। যস্য তব তৃপ্তয়ে জগত্তর্পকা অপি সদা মাদৃশৈর্বিতায়মানা অশ্বমেধাদয়ঃ-সর্বে যজ্ঞাঃ পূর্বমধুনাপি ন সমর্থাঃ বভূবুঃ, তেন ত্বয়া যাসাং স্তন্যমেব অমৃতং পরমমধুরত্ব-পরমানন্দস্বরূপত্বাদিনা অতএব মুদা হর্ষেণ প্রতিক্ষণং তৃপ্যতা তত্রাপি বৎসতরাণা-মাত্মজানাঞ্চ রূপেণ পীতম্। অতীতনির্দেশস্তু ব্রহ্মহৃতবৎস-বৎসপানাং ভূতপ্রায়া-গমনেন তত্তন্মাতৃণাং প্রায়ঃ পয়ঃপাননিবৃত্তিপ্রত্যাসত্তেঃ। অতীব অত্যন্তমিত্যস্য পূর্ব্বোত্তরেণ চ পদেন সম্বন্ধঃ। ততশ্চাতীব মুদেত্যনেন ভগবতঃ পরমভক্তবাৎসল্যং, অতীব পীতমিত্যনেন চ তত্র তৃপ্তিরাহিত্যং সূচিতম্। হে বিভো! সর্বব্যাপক! অনেন বৎস-বৎসপ-স্বরূপত্বাদাবপ্যপরিচ্ছিন্নত্বমুক্তম্। কিংবা হে পরমশক্তিযুক্তেতি পর-ব্রহ্মতয়াঽপরিচ্ছিন্নত্বেঽপি ভক্তমোদার্থং পরিচ্ছিন্নবৎ বৎসপরূপবৈচিত্রীধারণেনা-সম্ভাব্য-কৃতিসামর্থ্যং দর্শিতং, যদ্যপি ভগবৎপ্রিয়তম-প্রধানানাং শ্রীরাধাদীনামেব

মাহাত্ম্যমাদৌ বর্ণয়িতুমুপযুক্তং স্যাত্তথাপি প্রেমরসবিশেষাভবেন তাসাং মাহাত্ম্য-বিশেষজ্ঞানানুৎপত্তেস্তাদৃক্ত্বাপ্রার্থনাৎ ন তদুক্তমিত্যূহ্যম্। অতএব শ্রীবালগোপাল-স্যৈব সন্দর্শনং জাতং স্বয়মপি স্তুত্যারম্ভে 'মৃদুপদে' ইতি বাল্যমেবাভিপ্রেতম্। অথবা বৃদ্ধতরসেবকোঽয়ং পুত্রাভিমানী ধার্ষ্ট্যপরিহারায় ন তৎ কিমপ্যবর্ণয়দিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব প্রথমং স্তন্যদায়িনীনামেব পরমদন্যতোক্তেরিতি দিক্। ভক্তিভরাবির্ভাবেণা-খিলভক্তবর্গগুরু-শ্রীব্রহ্মাভাবং প্রাপ্তোঽসৌ ততঃ পরং দশশ্লোকীমগায়ৎ তথা হি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। শ্রীব্রহ্মাও শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীভগবানের অনুগ্রহবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অনুগ্রহ বলে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরম মহিমারাশি অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পরে তিনি সেই রসে নিমগ্ন-হেতু রস-কণ্টকোদ্ধার পূর্বক তাঁহাকে স্তব অর্থাৎ তদীয় ভক্তি ও ভক্তজন মাহাত্ম্যরাশি বর্ণনরূপ পরমমহিমা-ব্যঞ্জক স্তব করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে উক্ত স্তবের উপসংহার করিতে যাইয়া তিনি স্বয়ং যেরূপ প্রথমে বহু বিচার করতঃ শ্রীভগবানের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রার্থনাসঞ্জাত ভগবৎমহাপ্রসাদভরে তদীয় একান্ত প্রিয়তম ব্রজজনের মাহাত্ম্যবিশেষ সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এজন্য তৎসদৃশ ভক্তিলাভের আশায় তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন, "অহো! অতি ধন্য ব্রজ।" ইত্যাদি দশটি শ্লোকে নিজ আশয় প্রকাশ করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীভগবান যাঁহাদের স্তন্যপান করিয়াছিলেন, সেই মাতৃরূপিণী গোপীগণের এবং গাভীগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। 'অহো!' (আশ্চর্যান্বিত হইয়া) এই ব্রজের গাভীসকল ও রমণী-সকল পরমাদ্ভুত ধন্যতাযুক্ত। কারণ, যাঁহারা নিজস্তন্যদানে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং নিজ মাহাত্ম্যভরে জগৎ আহ্লাদিত করিতেছেন। রমণীসকলের নাম পশ্চাৎ উল্লেখ-হেতু.গাভীসকল হইতে রমণীগণের ধন্যতাধিক্য সূচিত হইল। তাঁহারা ধন্য কেন? হে প্রভো! আপনার তৃপ্তিতে জগৎ পরিতৃপ্ত হইলেও মাদৃশজনকৃত সর্বদা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমুদয় (পূর্বে বা অদ্যাপিও) তাদৃশ তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। তজন্যই আপনি বৎসতর ও আত্মস্বরূপে তাঁহাদিগের স্তন্যামৃত (পরম মধুর ও পরমানন্দপ্রদ বলিয়া) হর্ষভরে প্রতিক্ষণ পান করিয়া থাকেন। মূলে 'পীত' এই অতীত নির্দেশ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ব্রহ্মা-কর্তৃক হৃতবৎস ও গোপবালক সকলের আগমনে বিলম্ব নাই এবং তাঁহাদিগের মাতৃগণের দুগ্ধপ্রস্রবণ নিবৃত্তি ও বৎসগণের দুগ্ধপানে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইয়াছে। অত্যন্ত আনন্দে অতিশয় পান করিয়াছেন। এখানে 'অত্যন্ত আনন্দ' বলায় পরমভক্ত বাৎসল্য এবং 'অতিশয় পান' বলায় তৃপ্তিরাহিত্য

সূচিত হইয়াছে। হে বিভো! আপনি সর্বব্যাপক। এতদ্বারা বৎসতর ও বৎসপ (গোপবালক) সকলের স্বরূপও অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অসংখ্যত্ব প্রদর্শিত হইল। কিংবা হে পরম শক্তিযুক্ত! আপনি পরমব্রহ্মত্ব-হেতু অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ভক্ত সকলের আহ্লাদার্থ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় বৎসরূপ ধারণ করিয়াছেন। এতদ্বারা অপরিচ্ছিন্নের বৎসরূপ বৈচিত্রীধারণ অসম্ভব হইলেও সম্ভব-কৃতিসামর্থ্য প্রদর্শিত হইল। যদ্যপি ভগবৎ প্রিয়তমগণের প্রধানা শ্রীরাধা প্রভৃতির মাহাত্ম্য প্রথমেই বর্ণন করা উচিত ছিল, তথাপি, প্রেমরসবিশেষ-অভাব-হেতু তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যবিশেষ-জ্ঞানোৎপত্তির অভাবে তাদৃশ প্রার্থনা বা তাঁহাদিগের মহিমা বর্ণন করেন নাই। অতএব বালগোপালস্বরূপ-সন্দর্শনজাত ভাববিশেষ হইতে স্বয়ংই স্তবের আরম্ভে 'মৃদু পদে' ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অথবা শ্রীভগবানের বৃদ্ধতর সেবক শ্রীব্রহ্মা পুত্রাভিমানী বলিয়া ধৃষ্টতা পরিহার জন্য তাদৃশ মধুর রসবিশেষ বর্ণন করেন নাই জানিতে হইবে। এইজন্যই প্রথমে স্তন্যদায়িনী সকলের পরম ধন্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তিভর-আবির্ভাবের জন্য অখিল-ভক্তবর্গের গুরু ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত শ্রীব্রহ্মাও অতঃপর দশশ্লোকীস্তবে তাঁহাদিগের মহিমা গান করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৯৭। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার স্বরূপশক্তিই ঘনীভূত হইয়া পরিকররূপে আবির্ভূত হওত নিজ নিজ ভাবে প্রেমোচিত সেবায় তাঁহাকে সুখী করিয়া থাকেন। আবার শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের মনোরথ পূরণের জন্য বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের বাৎসল্যময়ী গাভীসকলের, গোপীগণের ও নিজের মনোরথ পূরণের জন্য স্বয়ং গোপবালক ও গোবৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং ও পরিকর, এই দুইরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা সকলেরই মনোরথ পূরণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীব্রহ্মারও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন হইল এবং ব্রজের গাভী ও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ পুত্রবুদ্ধিতে লালন-পালন করা হইল এবং প্রেমলুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁহাদিগের নিকট বাৎসল্যোচিত আদর পাইয়া অশেষ-বিশেষ প্রেম আস্বাদন করিলেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞশিরোমণি হইয়াও ব্রজবাসিগণের প্রেমমুগ্ধ হওত অজ্ঞবালকবৎ লীলা করিলেও ব্রহ্মাদি ভক্তগণের নিকট প্রয়োজন মত সর্বজ্ঞতাদি শক্তিরও বিকাশ করেন।

৯৮। **অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।**
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

মূলানুবাদ

৯৮। অহো! শ্রীনন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই! ভাগ্যের সীমা নাই!! পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমানন্দ ভগবান্ যাঁহাদিগের মিত্র!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৮। ইদানীং সর্বেষামেব পরমমহাধন্যতামাহ—'অহো! ভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩২) ইতি। বীপ্সা অত্যন্তহর্ষেণ পরমাতিশয়াপেক্ষয়া বা! নন্দশ্চ গোপশ্চ ব্রজৌকসশ্চান্যে সর্বে ব্রজবাসিনস্তেষাম্, যেষাং পূর্ণত্বং ব্রহ্মত্বং সনাতনং মিত্রং নিত্যং হিতকারি ন তু কদাপ্যুপেক্ষকমিত্যর্থঃ। তচ্চ ন কেবলং ভয়ত্রাণকরং, কিন্তু সদা পরমসুখদায়ি চেত্যাহ—পরম আনন্দো যস্মাত্তৎ। যদ্বা, আনন্দয়তীত্যানন্দং পরং কেবলং মিত্রমেব ন তু ঈশ্বরাদিরূপং যেন প্রেমভরহ্রাসঃ স্যাদিত্যর্থ, যদ্বা সনাতনং পরমানন্দপূর্ণং ব্রহ্মাপি ত্বং যে নন্দগোপব্রজৌকস্ এব মিত্রাণি প্রিয়া যস্য তথাভূতমসি। ব্রহ্মবিশেষণত্বান্নপুংসকত্বম্। সনাতনমিতস্যাত্রৈব বা সম্বন্ধঃ। যন্মিত্রং নিত্যমেবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। ইদানীং সকল ব্রজবাসীরই পরম ধন্যতা কীর্তন করিতেছেন—'অহো! ভাগ্যম্' ইত্যাদি। নন্দগোপ এবং ব্রজবাসী সকলের মহাভাগ্য! অত্যন্ত হর্ষের সহিত বা পরমাতিশয় অপেক্ষায় বারংবার বলিতেছেন, শ্রীনন্দ মহাভাগ্যবান্! গোপগণ মহাভাগ্যবান! ব্রজবাসিগণ মহাভাগ্যবান!! কারণ, পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদিগের সনাতন মিত্র। 'সনাতন মিত্র' বলিবার তাৎপর্য—নিত্যই হিতকারী, কোন সময়ের জন্যও উপেক্ষক নহেন—কেবল ভয় ত্রাণকর মিত্র নহেন, পরন্তু সুখদায়ী। আরও বলিতেছেন, যাঁহা হইতে পরমানন্দ লাভ হয়। অথবা যিনি আনন্দ দান করেন, তিনি কেবল মিত্র ; ঈশ্বরাদিরূপ নহেন—যাঁহার দ্বারা প্রেমরাশি হ্রাস হইবে। অথবা হে প্রভো! আপনি সনাতন পরমানন্দপূর্ণ ব্রহ্ম হইয়াও শ্রীনন্দগোপ এবং ব্রজবাসি সকলের মিত্র। এখানে ব্রহ্ম-বিশেষণের তাৎপর্য—যেমন মনোরম সুবর্ণ কুণ্ডল বলিলে কুণ্ডলেরই মনোরমত্ব উপপন্ন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিশেষণে সনাতন মিত্রত্বই উপলব্ধি হইতেছে ; অতএব তাঁহাদিগের নিত্য মিত্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

৯৯। **এষান্তু ভাগ্যমহিতাচ্যুত তাবদাস্তা,**
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ,
শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজ-মধ্বমৃতাসবং তে॥

মূলানুবাদ

৯৯। হে অচ্যুত! এই ব্রজবাসিগণের মাহাত্ম্য অধিক কি বর্ণন করিব? অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রাদি দেবগণসহ আমরা এইসকল ব্রজবাসিদিগের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা আপনার চরণারবিন্দের মকরন্দ-আসব নিরন্তর পান করিতেছি। তাহাতেই কি আমাদের মহৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৯। কিঞ্চ, এষাং মাহাত্ম্যং কো নাম বর্ণয়িতুং শক্নুয়াৎ? বয়মপ্যেষাং সন্ধন্ধেনৈব পরমভাগ্যবন্তো জাতা ইত্যাহ—এষামিতি, এষাং নন্দগোপব্রজৌকসাং ভাগ্যস্য মহিতা মহিমা তাবদাস্তাম্, ন কোঽপি তাং বক্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—শর্বঃ শ্রীরুদ্রোঽহঙ্কারাধিষ্ঠাতা আদির্যেষাং চন্দ্রাদীনামেকাদশানাং তে তথা বয়ম্ ; বহুত্বং চাত্মনস্তথা বহুমানাৎ। এবং ত্রয়োদশ দেবা এব বয়ং, বত অহো ভূরিভাগা, যতো বয়মেতেষাং ব্রজৌকসাম্ অহঙ্কার-বুদ্ধি-মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ত্বগ্-রসন-নাসা-বাক্-পাণি-পাদানাং করণানামধিষ্ঠাতারঃ সন্তঃ অনুক্ষণমেতেষাং হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণ্যেব চষকাণি পানপাত্রাণি তৈঃ কৃত্বা চতুর্দশস্য তে তব অঙ্ঘ্রুদজমধু চরণারবিন্দবিষয়ক-মকরন্দং ক্রমেণ দাস্যাধ্যবসায়-সঙ্কল্পরূপ-দর্শন-কীর্তন-শ্রবণাদিরূপং পিবামঃ। কীদৃশম্? পরমমাধুর্যাদিনা অমৃতঞ্চ তদাসবঞ্চ, অসবঃ প্রাণাস্তন্ময়ং পরমজীবন-স্বরূপমিত্যর্থঃ॥ যদ্বা, অমৃতা মৃত্যুহীনা মুক্তাস্তেষামপি আসবং পরমমাদকমিত্যর্থঃ। মোক্ষসুখাদপ্যস্য পরমাধিক্যাদিকি দিক্। এবম্ অস্মাকং যদা প্রত্যেকমেকেন্দ্রিয়বৃত্ত্যা স্বসমর্পণাদিরূপ বহুভক্তিপ্রকারাণামেকরূপয়া ভক্ত্যৈব কৃতার্থত্বং, তদা সর্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যা সর্বপ্রকারভক্তিভাজামেষাং কিং বর্ণ্যতাং ভাগ্যমিত্যর্থঃ। এবমীদৃশস্য মধুনোঽসকৃৎ পানমান্যষাং ভক্তানামপীন্দ্রিয়দ্বারা অস্মাকং কথমপি ন সম্ভবতীতি সর্বেভ্যো ভক্ত-গণেভ্যোঽপি ব্রজৌকসামুৎকর্ষঃ সুসিদ্ধঃ। যদ্বা, একাদশ ইতি যথাশ্রুতমেব ব্যাখ্যেয়ম্। ততশ্চ যদ্যপি শ্রীবাসুদেবাধিষ্ঠিতচিত্তং বিনা করণানি ত্রয়োদশ, ততশ্চ তদধিষ্ঠাতারোঽপি দেবাস্ত্রয়োদশ স্যুঃ ; তথাপি পায়ুপস্থয়োস্তত্তদ্‌বৃত্ত্যা সাক্ষাদ্-ভজনাসম্ভবাদেকাদশেত্যুক্তম্। ননু ন ভবতু পুংসাম্ উপস্থেন্দ্রিয়দ্বারা তৎ, গোপীনাং

কিল সাক্ষাদেব সম্পদ্যত ইতি চেত্তর্হি ধার্ষ্ট্যপরিহারায় পূর্ববন্নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, পাদাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ, শ্রীবাসুদেবস্য ভগবতোঽবতারস্তদভিন্ন এব। অতস্তস্য পাদাধিষ্ঠাতৃমিত্রস্য চ পরিহারেণৈবৈকাদশেত্যুক্তম্। তত্র চ যদ্যপি সচ্চিদানন্দবিগ্রহাণাং ব্রজবাসিনামেতে প্রাকৃতা দেবা নূনমিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বমর্হন্তি, তথাপি পুরা শ্রীশিবোদ্দিষ্টমতান্তরে পাঞ্চভৌতিকদেহিমনুষ্যতানুকরণাভিপ্রায়েণ কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠে বর্তমানানাং সচ্চিদানন্দরূপাণাং চন্দ্রসূর্যাদীনামবতারত্বেনাভেদাপেক্ষয়া তথোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। অথবা সচ্চিদানন্দবিগ্রহয়োঃ শ্রীশিব-ব্রহ্মণোঃ সাহচর্যাদন্যেঽপি সচ্চিদানন্দবিগ্রহা এব তে গ্রাহ্যাঃ। ততশ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনামপি তেষাং চন্দ্র সূর্য্যাদীনামেতদ্ব্রজবাসি-সম্বন্ধেনৈব ভূরিভাগতেতি ব্রজৌকসামেষাং মহিমবিশেষঃ সিদ্ধ এবেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। আরও বলিতেছেন, এই ব্রজবাসি সকলের মাহাত্ম্য বর্ণনে কাহারও সামর্থ্য নাই। অধিক কি, আমরাও এই ব্রজবাসি সকলের সম্বন্ধেই পরম ভাগ্যবান্। অতএব এই ব্রজবাসি সকলের ভাগ্যমহিমা অধিক কি বর্ণন করিব? কারণ, আমার সহিত একাদশ দেবতা অর্থাৎ অহঙ্কারাধিষ্ঠিত শ্রীরুদ্র ও চন্দ্রাদি দেবতাগণ সহ আমরা আপনা আপনাকে বহুমানন—মহাভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাকি। যেহেতু, আমরা এই ব্রজবাসি সকলের অহংকার, বুদ্ধি, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বগ্, রসনা, নাসা, বাক্, পাণি ও পাদাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান-পূর্বক সেই সেই ইন্দ্রিয় সকলকে চষক (পানপাত্র) স্বরূপ করিয়া চতুর্দশের অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণারবিন্দবিষয়ক-মকরন্দ ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ দাস্য-অধ্যবসায়-সঙ্কল্প-রূপদর্শন-কীর্তন-শ্রবণাদিরূপে পান করিয়া থাকি। সেই মকরন্দ কীদৃশ? সেই মকরন্দ পরমমাধুর্যে অমৃত ও আসবসদৃশ। আসব বলিতে প্রাণময়—পরমজীবনস্বরূপ এবং অমৃত বলিতে মৃত্যুহীন মুক্ত সকলেরও আসব—পরম-মাদক ; যাহার গন্ধের পরমাধিক্যতাবশতঃ মুক্তিসুখও ন্যক্কৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এতাদৃশ মধু বারম্বার পান করিতে হইলে, ব্রজবাসিবর্গের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলেই সংঘটিত হইতে পারে। এজন্য আমরা প্রত্যেকে এক এক ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা আত্মসমর্পণাদিরূপ বহুপ্রকার ভক্তির মধ্যে এক এক প্রকার ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকি। আর যাঁহারা সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা নিরন্তর ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাগ্যের মহিমা কে বর্ণন করিবে? অতএব এই ব্রজবাসিসকল ব্যতীত অন্য ভক্তের ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলে আমাদের এই প্রকার নিরন্তর মধুপান সংঘটিত হয় না বলিয়া তাদৃশ সৌভাগ্যলাভও হয় না। ইহা দ্বারা ব্রজবাসিসকলের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইল। অথবা যথাশ্রুত ব্যাখ্যায় মূলের

'একাদশ' এই পদটি যদি 'বয়ং' (আমরা) দেবগণেরই বিশেষণ হয়, তাহা হইলে চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব বিনাও ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয় হয় এবং তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাও ত্রয়োদশ সংখ্যকই হইবেন, তথাপি পায়ু ও উপস্থ দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবদ্ভজন হয় না বলিয়া এই দুইটি উল্লেখ করেন নাই। যদি বল, পুরুষদিগের না হয় না হউক, কিন্তু উপস্থ দ্বারা গোপীদিগের সাক্ষাৎরূপেই ভজনসম্পন্ন হইয়া থাকে? তথাপি ধৃষ্টতা পরিহার নিমিত্ত (পূর্ববৎ) উল্লেখ করেন নাই। অথবা পদাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণু, ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের অবতার হেতু অভিন্নতা প্রযুক্ত একাদশই সিদ্ধ হইল। যদ্যপি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজবাসিসকলের প্রাকৃত দেবগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না ; তথাপি (পূর্বে শ্রীশিবকথিত মতান্তরে) পাঞ্চভৌক্তিক দেহানুকরণেই এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠে বর্তমান সচ্চিদানন্দরূপ চন্দ্র-সূর্যাদি দেবগণের তথায় অবতার হইয়াছিল বলিয়া তাদৃশ উক্তির সঙ্গতি হইতেছে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত অভেদ অপেক্ষায় এইরূপ বলিয়াছেন। অথবা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার সাহচর্য-হেতু অন্যান্য দেবগণও সচ্চিদানন্দময় হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠবাসি চন্দ্র-সূর্যাদির এই ব্রজবাসী সকলের সম্বন্ধে ভূরিভাগ্য লাভ হওয়ায় ব্রজবাসীগণেরই মহিমাবিশেষ সিদ্ধ হইতেছে—উক্ত বিচারের ইহাই দিক্‌দর্শন।

সারশিক্ষা

৯৯। শ্রীভগবান যেরূপ স্বেচ্ছায় নানামূর্তি প্রকট করিয়া লীলা করেন এবং তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে শাস্ত্রকারগণ অবতার বলেন, সেইরূপ তাঁহার পরিকরগণও বিচিত্র লীলায় বিচিত্র সেবাসুখ আস্বাদনের জন্য তাঁহার সঙ্গে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কোন পরিকরের ইহা অনভিপ্রেত হইলে তিনি প্রপঞ্চাতীত ধামে অবস্থান করিয়াও তাঁহার সঙ্গ ও সেবাসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। কারণ, তাঁহাদের স্বরূপ ও কার্যাবলি শ্রীভগবানের ন্যায়ই স্বরূপশক্তির বিলাস। এজন্য তাঁহারা শ্রীভগবানের ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমেই জন্মাদি লীলা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ইঁহাদিগেরও দেহ-দেহী ভেদ নাই। এই প্রকার লোকলোচনের গোচরীভূতা লীলাকে প্রকট লীলা বলে। আর কেবল পরিকরগণের দর্শন যোগ্য লীলাকে অপ্রকট লীলা বলে। লীলা-প্রকট সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারসকল যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রস্থাপিত করিয়া পুনরায় সপরিকরে অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেন, এইরূপ তাঁহার পরিকর সকলেরও অংশাবতারগণ সেই সেই অংশী পরিকরে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং লীলা অপ্রকটের সময় যথাস্থানে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রজের পরিকরসকল দেবতাগণের অংশী বলিয়া অংশভূত দেবগণ উক্তপ্রকার

(ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে) অভিমানমাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বরূপত নহে। আর তাদৃশ অভিমানের বিশেষ কারণ এই যে, সন্তান যেরূপ মাতৃস্তন্যপানের জন্য এবং লালনসুখের জন্য মাতৃক্রোড় আশ্রয় করে, সেইরূপ ভক্তিরসাস্বাদন-লোলুপমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র সেবা ও সঙ্গসুখ লাভের জন্য ব্রজবাসিগণের মাধ্যমে সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। যেহেতু, তাঁহারা ভক্তামৃতের মূলতত্ত্ব। এইজন্য দেবতাগণ তাদৃশ অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন। কেবল যে দেবতাগণই তাদৃশ অভিমান করেন তাহা নহে, প্রপঞ্চবর্তী বা প্রপঞ্চাতীত ভক্তমাত্রেই তাঁহাদের মাধ্যমেই ব্রজে ভগবৎ সেবা ও সঙ্গসুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই ভজনক্রিয়া-বিশেষকে রসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'সাধারণীকরণ' বলা হইয়া থাকে। 'এষাং স্ব-পর সম্বন্ধ নিয়মানির্ণয়োহি যঃ। সাধারণ্যং তদেবোক্তং ভাবানাং পূর্বসূরিভিঃ।' অর্থাৎ এই ভাব সকলের স্ব-পর সম্বন্ধের যে অনির্ণয়, পূর্ব সূরিগণ তাহাকে সাধারণ্য বলিয়াছেন। এইরূপে নিজ ভাবের অনুকূল কোন ব্রজবাসীর ভাবের সহিত কখনও একত্ব কখনও বা পৃথকরূপের যে অনির্ণয় অবস্থা, তাহাই সাধারণ্য পদবাচ্য। সাহিত্যদর্পণের ভাষায়—"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ"—এই প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে সাধারণীকরণ ব্যাপারটি ভজনের প্রধান অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দেবতাগণও তাদৃশ অভিমান করিয়া থাকেন মাত্র ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজবাসিগণের সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা-রূপে কোন সম্বন্ধ নাই। যেহেতু, "তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যত" ইতি অতএব ব্রজবাসিগণের অপ্রাকৃত দেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের কোন কর্তৃত্ব নাই। যেহেতু, প্রেমই তাঁহাদের সর্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্তক। যখন যে ইন্দ্রিয়ে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইলে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, তখনই প্রেম তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়ে সেই চেষ্টা প্রকাশ করেন।

যদি 'তুষ্যতু—ন্যায়' অবলম্বনে অর্থাৎ বিরোধ মীমাংসার জন্য অসঙ্গত বিষয়ও স্বীকার করা যায়, তথাপি 'ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ শ্রীভগবানের চরণকমলের মধু পান করিয়া পরম সৌভাগ্য-শালী'—এই অর্থ সঙ্গত হয় না। যদিও প্রাকৃতজনের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ অধিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহাদের জড়-ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রজবাসিগণের চক্ষুরাদি অবয়বে তাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই। কারণ, তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমময় বিগ্রহ, সুতরাং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতার কর্তৃত্ব নাই। আর অন্যজন সম্বন্ধেও ইঁহারা করণ পক্ষপাতি বলিয়া কেবল ভোগসাধনের অভিমান মাত্র করিয়া থাকেন। ভোগ কর্তৃত্ব নাই—ভোগ কর্তৃত্ব আত্মার।

১০০। তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং,
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ,-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

মূলানুবাদ

১০০। তথাপি মনুষ্যলোকের মধ্যে এই গোকুলে তৃণাদির জন্মলাভ করিলে ভূরিভাগ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম হইতেও সৌভাগ্যজনক জন্ম বলিয়াই মনে করি। কারণ গোকুলে জন্ম হইলে কোন না কোন গোকুলবাসীর পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য বেদসকল অদ্যাপিও সেই চরণধূলির অন্বেষণ করিতেছেন। সেই ভগবান্ মুকুন্দই যে সেই ব্রজবাসিদিগের জীবনস্বরূপ হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০। অতো ময়া যৎ প্রার্থিতম্—'তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগঃ' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪) ইতি, তদেতদেবেত্যাহ—তদ্ভূরিভাগ্যমিতি! তদেব মম প্রাক্ প্রার্থিতং পরম্ভাগ্যসর্বস্বমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? ইহ মনুষ্যলোকে যৎ কিমপি তৃণাদি-রূপেণ পরমনিকৃষ্টমপি জন্ম, তত্র চ অটব্যাং যৎ, তত্রাপি গোকুলে যৎ, অত্র চ 'তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগঃ' ইত্যনেন ভগবজ্জনসম্বন্ধীয়ঃ কোঽপি ভূত্বা ত্বৎপাদ-পল্লবং নিতরাং সেব ইতি যদুক্তং, তত্র মুক্তো ব্রহ্মপদাদ্যধিকৃতো বা ভূত্বা নিষেব ইত্যাশঙ্কাপি স্যাৎ ; তন্নিরাকরণার্থং পদচতুষ্টয়ং প্রযুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র জন্মেতি মুক্তেঃ, ইহেতি নিজলোকাদেঃ, অটব্যামিতি পুরগ্রামাদিসম্পদাং, গোকুল ইতি তপস্যাদ্যর্থং তপোবনাদীনাম্। যতঃ অহো সত্যলোকং বিহায়াত্র জন্মনি সতি কো নাম লাভবিশেষস্তত্রাহ—গোকুলবাসিনাং মধ্যেঽপি কতমস্য যস্য কস্যাপি অঙ্ঘ্রি-রজসা অভিষেকো যস্মিন্ তৎ। যদ্বা, অপীতি সম্ভাবনায়াম্ ; অর্থাৎ প্রাপ্নুয়ামিতি শেষঃ। গোকুলে বর্তমানস্য কতমস্য কস্যচিদপি রজোঽভিষেকমপি প্রাপ্নুয়ামহ-মিত্যর্থঃ। যদ্বা, অভিষেচয়তি পরমতীর্থরূপত্বাৎ সর্বেষ্বেব তীর্থেষু স্নানং কারয়তীতি। যদ্বা, নিখিলপদেষু যথেচ্ছমধিকারিত্বেনাভিষেকং করোতীতি তথা তৎ কতমাঙ্ঘ্রিরজো ভবতি। ননু গোকুলবাসিনাং পাদরজঃ স্পর্শিতৃণাদিজন্ম প্রার্থ্যতে, ন কথং তেষামিব জন্মেত্যত্রাহ—যজ্জীবিতন্ত্বিতি। মাদৃশাং সর্বজ্ঞানপ্রদাভিঃ প্রথমমা-বির্ভূতাভিঃ শ্রুতিভির্যস্য পাদরজোমাত্রমেকম্ অদ্যাপি স্বজন্মকালমারভ্যাদ্যপর্যন্ত-

মপি ; যদ্বা, ইদানীং ত্বদীদৃশপরমপ্রাকট্যে বর্তম্যানেঽপি মৃগ্যত এব, ন তু প্রাপ্যতে দৃশ্যতে বা, বিচিত্রাভিমানিত্বাৎ। তথা প্রায়ঃ প্রবৃত্তিমার্গে মোক্ষসাধনাদৌ চ লোক-প্রবর্তনাচ্চ। স এব ত্বং বিশেষতোঽধুনা ভগবান্ নিজাশেষপরমৈশ্বর্যসৌন্দর্যমাধুর্য-করুণ্যাদ্দিগুণ-মহিমভরপ্রকটনপরঃ, অতএব মুকুন্দঃ পরমপ্রেমসুখদায়কো যেষাং, নিখিলং জীবিতম্। অয়ং ভাবঃ—এষাং জীবিতস্য কালঃ কোঽপি ব্যাপারো বা বাহ্যঃ আন্তরোঽপি ন স বিদ্যতে। যত্র যথোক্তস্বরূপঃ সমত্বমন্তর্বহিশ্চ নিরন্তরং পরমবশ্য ইব ন বর্তসে। অতঃ শ্রুতিভ্যোঽর্বাচীনস্য তচ্ছিষ্যতাং গতস্য মে তন্মনোরথাগম্য-পরমদুর্লভপদার্থপ্রার্থনা নোপযুক্তৈব। প্রত্যুত মহারোগগ্রস্তপরমকৃপণদরিদ্রতরস্য সাম্রাজ্যাভীপ্সেব লোকে পরমোপহাসাস্পদত্বাল্লজাকরী ভয়প্রদা চেতি, ন তৎ প্রার্থিতমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। এইজন্যই আমি পূর্বে প্রার্থনা করিয়াছি, 'হে নাথ! তাহা যদি হয়, তবে আমার ভূরিভাগ্য।' অর্থাৎ তাহাই আমার পরমভাগ্য সর্বস্ব। তোমার প্রার্থিত বস্তু কি? এই মনুষ্যলোকে গোকুলের অটবী (অরণ্য) মধ্যে যে কোন জন্ম হউক, এমন কি তৃণ-গুল্মাদিরূপ অতি নিকৃষ্ট জন্মলাভ করিলেও পরমভাগ্য বলিয়া গণনা করিব। অতএব "গোকুলে যে জন্ম, তাহাই পরমভাগ্য।" এতদ্বারা শ্রীভগবদ্‌জনসম্বন্ধীয় যে কোন জন্ম লাভ করিয়া অতিশয়রূপে ভগবৎপাদপল্লবের সেবালাভই উক্ত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুক্ত হইয়া বা ব্রহ্মাদি পদাধিকার করিয়াও সেই প্রকার ভগবৎ সেবা হইতে পারে? এই সংশয় নিরসনের জন্য পদচতুষ্টয় প্রযুক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তন্মধ্যে 'জন্ম'-পদ হইতে মুক্তি নিরসন হইয়াছে। 'ইহ'-পদ হইতে ব্রহ্ম-লোকাদি নিরস্ত হইয়াছে। 'অটবী'-পদ হইতে পুরগ্রামাদি সম্পদ এবং 'গোকুল'-পদ হইতে তপস্যাদি নিমিত্ত তপোবনাদির প্রয়াসও নিরস্ত হইয়াছে। যদি বলেন, সত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া গোকুলে জন্মলাভ করিলে কি বিশেষ সম্পদ লাভ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, গোকুলবাসীর কোন একজনের পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। অথবা 'অপি'-শব্দ সম্ভাবনার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের পদরজঃ নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ গোকুলে বর্তমান কাহারও পদরজে আমি নিশ্চয়ই অভিষেক প্রাপ্ত হইব। 'অভিষেক' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পরম তীর্থস্বরূপ সেই পদরজঃ প্রাপ্ত হইলে নিখিল তীর্থস্নান হইবে। অথবা নিখিল-পদে যথেচ্ছ অধিকারিত্বরূপে অভিষিক্ত হইতে পারিব। অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণসেবায় সর্বপ্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইব। যদি বলেন, গোকুলবাসিদিগের

পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত হইবার জন্য তৃণাদি জন্ম প্রার্থনা করিতেছ, কিন্তু গোকুল-বাসিদিগের মত জন্ম লাভের প্রার্থনা করিতেছ না কেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যজ্জীবিতস্তু' ইত্যাদি। মাদৃশ ব্রহ্মাদির সর্বজ্ঞানপ্রদ শ্রুতিসকল সর্ব প্রথমে আবির্ভূত হইয়াও আপনার পাদপদ্মের একটি রজোকণা অদ্যাপি (নিজ নিজ জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপিও) অনুসন্ধান করিতেছেন। অথবা এতাদৃশ পরম করুণ প্রকট অবতারেও তাঁহারা পদরেণু অন্বেষণই করিতেছেন, কিন্তু বিচিত্র অভিমানবশতঃ অদ্যাপিও তাহা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাপ্ত হওয়া ত' বহু দূরের কথা। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিসকল বিচিত্র অভিমানী বলিয়া প্রায়শঃ সকলকে প্রবৃত্তিমার্গে বা মোক্ষসাধনাদিতে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই ভগবান আপনি বিশেষতঃ এক্ষণে নিজ অশেষ সৌন্দর্য ও কারুণ্যাদি অশেষ গুণ-মহিমারাশি প্রকটন পূর্বক সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন। আরও বলি, সেই ভগবান মুকুন্দ (পরম প্রেমসুখদায়ক) আপনি নিখিল গোকুলবাসীর জীবনস্বরূপ। ভাবার্থ এই যে, এই ব্রজবাসীদিগের জীবনই কৃষ্ণময়—কোন কালেও কোন ব্যাপার (বাহ্য বা অন্তরে) কৃষ্ণশূন্য নহে। অতএব সেই শ্রুতিসমূহের অর্বাচীন শিষ্যস্বরূপ আমার পক্ষে শ্রুতিরও অগম্য মনোরথ সেই দুর্লভ পদার্থ কিরূপে প্রার্থনা যোগ্য হইবে অর্থাৎ তাহা প্রার্থনা করা উচিত নহে ; প্রত্যুত, মহারোগগ্রস্ত পরম কৃপণ দরিদ্রতর ব্যক্তি যদি সাম্রাজ্য অভিলাষ করে, তবে লোকসমাজে যেমন পরম উপহাসাস্পদত্ব-হেতু তাহার ব্যবহার লজ্জাকর ও মহাভয়প্রদ হইয়া থাকে, আমার পক্ষেও তদ্রূপ গোকুলবাসিদিগের মত জন্ম লাভের প্রার্থনা উপহাসের বিষয় হইবে।

১০১। এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন,-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা,
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥

মূলানুবাদ

১০১। শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন, হে ভগবন্। যাঁহাদিগের ভক্তিবিশেষে আপনিও ঋণী আছেন, আমি তাঁহাদের মহিমা কি বর্ণন করিব? আপনার ভক্তের সদ্‌বেশের অনুকরণমাত্র করিয়া যখন পূতনা আত্মীয়ের সহিত আপনাকে লাভ করিয়াছে, তখন যে আপনি এই ব্রজবাসিদিগকে সর্বফলাত্মক আপনা হইতে অধিক আর কোন ফল দান করিবেন, আমাদিগের চিত্ত তাহা বিচার করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। কারণ, আপনি ব্রজবাসিদিগের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের একমাত্র উদ্দেশ্য ; সুতরাং তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে পর্যাপ্ত হইবে কেন?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০১। অপি চ কিং বর্ণ্যতে কৃতার্থত্বমেষাং যেষাং ভক্তিবিশেষেণ ভবানপি মহাঋণীবাস্তে? ননু কিং দাতুমসমর্থোঽহং যেন তাদৃশঃ স্যাম্? অত আহ—এষামিতি। উত অপি। ভবানপি এষাং কুত্রাপি কিং বিশ্বফলাৎ সর্বফলার্থকাৎ ত্বত্তঃ অপরমন্যৎ ফলং রাতা দাস্যতীতি নোঽস্মাকং চেতঃ অয়ৎ সর্বত্র গচ্ছৎ বিচারয়ন্মুহ্যতি। যদ্বা, কুত্র কিমপরং দাতেতি অপ্যয়ৎ লয়ং প্রাপ্নুবৎ মুহ্যতি, বিচারেণ তদানৃণ্যকৃদ্দ্রব্যাপ্রাপ্তেঃ ননু মামেব দত্ত্বানৃণঃ স্যামিতি চেন্নহি নহীত্যাহ—সদ্বেশাদিব, সতাং ভক্তানাং যো বেশঃ তদনুকরণমাত্রেণ বালঘাতাদিরতা পূতনা অপি ত্বামেবাপিতা প্রাপিতা। তর্হ্যেতৎ-সম্বন্ধিনামপি দাস্যামীতি চেত্তত্রাহ—সকুলেতি, বকাদ্যসুরসহিতা যদ্যপি বকাদ্যাসুরয়োঃ শ্রীভগবৎস্পর্শলাভাদিকমেব তৎপ্রাপ্তৌ ব্যক্তং মহৎ কারণং, তথাপি পূতনাসম্বন্ধেনৈব তদপি সিদ্ধমিত্যূহ্যম্। এষামপি তাবদেব চেত্তর্হি অত্যন্তমপর্যাপ্তমিত্যাহ—যদিতি। যেষাং ধামাদয়স্ত্বৎকৃতে ত্বদর্থমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বৎকৃতে ত্বৎকর্মণি ভক্তিলক্ষণে বিষয়ে যদ্ধামাদয়োঽপি বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র যথাযোগ্যং ধামাদীনাং ভগবদ্ভক্তিপরতোক্তা। অয়মর্থঃ—দ্বেষ্টৃভ্যোঽপি ত্বয়াত্মৈব দত্তঃ। ভক্তেভ্যোঽপি তথৈব চেত্তর্হি সর্বতোঽধিকতয়া সর্বত্র প্রশস্যমানয়া ভক্ত্যা কিং কৃতম্? বিশেষতশ্চ ব্রজবাসিনামেষাং ভক্তিবিশেষস্যা-পর্যাপ্তিরেব স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০১। অতএব এই ব্রজবাসিগণ যে কৃতার্থ, এবিষয়ে আমি কি বর্ণন করিব? যাঁহাদিগের ভক্তিবিশেষে ভগবান্ হইয়াও আপনি মহাঋণী হইয়া আছেন। যদি বলেন, আমি কি দান করিতে অসমর্থ যে, তাঁহাদিগের নিকট তাদৃশী ঋণী হইব? তাহাতেই বলিতেছেন, হে দেব! সর্বফলস্বরূপ আপনা হইতে অপর কি ফল আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া অঋণী হইবেন? এই বিচার করিয়া তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। অথবা কোথায় কি দ্রব্য প্রতিদান করিয়া ঋণ শোধ করিবেন, এই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছি। যদি বলেন, আমি স্বয়ং আপনাকেই প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। ইহা হইতে পারে না। যেহেতু, বালঘাতিনী পূতনা সদ্বেশ ধারণ করিয়াই অর্থাৎ সাধুবেশ অনুকরণমাত্র করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল পূতনা নয়, তাহার সম্বন্ধে বকাদি অসুরগণও স্বকুলের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্যপি বকাদি অসুরগণ শ্রীভগবৎস্পর্শাদিলাভরূপ মহৎ কারণ হইতে তাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পূতনা সম্বন্ধেই তৎপ্রাপ্তি মুখ্যকারণরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব আপনি যদি এই ব্রজবাসিদিগকে আত্মা প্রদান করেন, তবে নিতান্ত অসামঞ্জস্য এবং অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হইবে। যেহেতু, ইঁহারা নিজ নিজ ধাম, অর্থ, সুহৃদ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয়াদি আপনার জন্যই উৎসর্গ করিয়াছেন। অথবা আপনার সুখের জন্যই আপনার ভক্তিলক্ষণ কর্ম বিষয়ে এই ধামাদিতে সদা বিদ্যমান। (এই ধামের ভক্তিপরতা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) তাৎপর্য এই যে, যে আত্মা নিজ-দ্বেষকারীকে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই আত্মা যদি নিজ ভক্তকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বত্র প্রশংসনীয় ভক্তির মহিমা কি হইল? বিশেষতঃ এই ব্রজবাসিগণের স্বাভাবিক ভক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

১০২। তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

মূলানুবাদ

১০২। হে কৃষ্ণ! যতদিন লোকসকল আপনার চরণসেবনে একনিষ্ঠ না হয়, ততদিন কামনা-বাসনা-আসক্তি প্রভৃতি চোরের মত তাহাদিগের বিবেক হরণ করে—গৃহ তাহাদের কারাগৃহের ন্যায় বন্ধন-হেতু হয় এবং মোহ পাদ-শৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০২। ননু বিগতরাগাদিদোষাণাং সর্বত্যাগিনাং যতীনামপি ন মত্তঃ পরং ফলং কিঞ্চিদস্তি, কথমেষামপর্যাপ্তমিত্যত্রাহ—তাবদিতি (শ্রীভা ১০।১৪।৩৬)। হে কৃষ্ণ! রাগাদয়স্তাবদেব স্তেনাঃ বিবেকধৈর্যাদিসর্বগুণরত্নমোষকা ভবন্তি, তথা তাবদ্‌গৃহমপি কারাগৃহং বন্ধনাগারম্, মোহোঽপি তাবদেবাঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ পাদশৃঙ্খলং যাবজ্জনাস্তে ত্বদীয়া ন ভবন্তি ; ত্বদীয়ানান্তু রাগাদেযোঽপি ত্বন্নিষ্ঠা-বিমোচকা এবেতি। ন যতীনা-মেভ্যো বিশেষঃ ভজনং ত্বধিকতরমিতি ভাবঃ। যদ্যপি প্রাগুক্ত-শ্রীভাগবতাদি-সিদ্ধান্তানুসারেণ সন্ন্যাসিনামিব বস্তুত পূতনাদীনামসুরানা ভগবৎস্মরণাদ্যনুভাবেন মুক্ত্যা ব্রহ্মতাবাপ্তিরেব, তথাপি ব্রহ্মণো ভগবদ্বিভূতিত্বেন তদবাপ্ত্যাপি ভবৎ-প্রাপ্তিরেব স্যাদিতি। ততশ্চ ভক্তানাং বৈকুণ্ঠলোকলাভেন সাক্ষাদ্ভগবচ্চরণারবিন্দ-প্রাপ্তিরেবেতি মহান্ বিশেষঃ প্রাগুক্তানুসারেণ বোদ্ধব্যঃ। যদ্বা, ননু বহিরন্তঃসঙ্গ-পরিত্যাগিন এব পরমোত্তমভক্তাস্তৎকথমেতে রাগাদিমন্তঃ স্তূয়ন্তে? তত্রাহ—তাবদিতি। অর্থস্তু পূর্ববদেব। ভাবস্ত্বয়ং—যাবত্ত্বৎসম্বন্ধমাত্রবন্তো জনা ন স্যুস্তাবদেব রাগাদয়ো দোষাবহা ভবন্তি। তাবকানান্তু ভক্তিসম্পত্তিবুদ্ধিহেতুত্বাৎ গুণবিশেষা-পাদকা এব। যতঃ সন্ন্যাসিনামপি ত্বদ্ভক্তিহীনানং বৈরাগ্যাদিকং সর্বং ব্যর্থং, প্রত্যুত মহাভিমানদোষবিশেষকরমেব স্যাৎ। এবং হি সামান্যেন সর্বেষামেব ভক্তিমতাং কেবলং তদীপ্সাপর্যাপ্তির্ন ঘটত এব, তত্র চ ভক্তিবিশেষবতামেষাং কথং নাম পর্যাপ্তিঃ স্যাদিতি। যদ্বা, নন্বতএব প্রেমবিশেষেণ বিহারবিশেষমেতৈঃ সমং করোমীত্যত্রাহ—তাবদিতি! কৃষ্ণস্য সর্বচিত্তাকর্ষকস্য তব নতে নমনে ভক্তাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, হে কৃষ্ণ! অর্থাত্তবৈব ন তে যাবজ্জনা ভবন্তি, তাবৎ স্তেনা অপি রাগাদয়ঃ, তথা কারাগৃহমপি গৃহম্ অঙ্ঘ্রিনিগড়োঽপি মোহশ্চ তত্রৈব ভবন্তি। এবং ভবান্ স্বয়মেব নিজভক্তৌ লোকান্ প্রবর্তয়িতুং বিচিত্ররাগাদিকমাবিষ্কুর্বন্ বহুধা স্বার্থমেব বিক্রীড়তি, ন তু তেষাং

নিমিত্তমিত্যানৃণ্যং কুতো ঘটতাম্? যদ্বা, হে কৃষ্ণ! যাবজ্জনাস্তে তদ্ভক্তা ন ভবন্তি। তাবত্তবৈব স্তেনা ধৈর্যাত্মারামতাদ্যপহারকা রাগাদয়ো ভবন্তি, বৈকুণ্ঠাদিবর্তিগৃহং কারাগৃহতুল্যং দুঃখদং ভবতি, তত্র নিয়তবাসেন নিজাশ্রিতজনৈঃ সদা সঙ্গতাব-স্বাতন্ত্র্যস্যোবোপাদানাৎ। তত্রত্যেষু মহালক্ষ্ম্যাদিষু মোহঃ স্নেহবিশেষঃ অঙ্ঘ্রিনিগড়-তুল্যঃ পরসঙ্কোচাপাদকত্বেন যন্ত্রণাকরঃ, তেন নিজভক্তৈঃ সহ নিরন্তরক্রীড়াহান্যা-পত্তেঃ! এবঞ্চ সতি জনেষু ভক্তেষু বৃত্তেষু তেষু পূর্ববত্তব ভাববিশেষো নোদতি, যেন তৈঃ সহ তথা ক্রীড়সি প্রত্যুত বিচ্ছেদদুঃখং বিস্তারয়সীত্যর্থঃ। এতচ্চ মথুরা-গমনাদিনা ভাবিবিরহমুদ্দিশ্যোক্তম্। ততশ্চ পরমমৃণিত্বাদিকমেবায়াতম্। যদ্বা, তাবন্তো রাগাদয়স্তাবৎ গৃহং, তাবৎ মোহশ্চ তর ভবন্তি, যাবদ্ভিঃ সর্ব্বে জনাস্তব ন তে স্যুঃ, অত্র সমাসশ্চার্যত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ। এবং সর্বথা ঋণিত্বমেব সিদ্ধমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। যদি বলেন, রাগাদিদোষশূন্য এবং সর্বত্যাগী যতিগণেরও আমা হইতে অধিক ফল বাঞ্ছনীয় নাই, তবে এই ব্রজবাসিগণের পক্ষে অপর্যাপ্ত কিরূপে হইল? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'তাবৎ রাগাদয়' ইত্যাদি। হে কৃষ্ণ! রাগাদি সেইকাল পর্যন্ত 'তেনঃ' অর্থাৎ বিবেক-ধৈর্যাদি সর্বগুণরত্নহারক হইয়া থাকে এবং মোহও সেইকাল পর্যন্ত পাদশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে ; যতদিন লোকসকল আপনার না হইতে পারে। কিন্তু ত্বদীয় সকলের রাগাদি ত্বন্নিষ্ঠ হইয়া বিমোচকই হইয়া থাকে। অতএব যতিসকল হইতে ইঁহাদিগের বিশেষ নাই ; বরং ত্বদীয় সকলের ভজন অধিকতর হইয়া থাকে। যদ্যপি পূর্বোক্ত শ্রীভাগবতাদির সিদ্ধান্তানুসারে সন্ন্যাসি-দিগেরও (পূতনাদি অসুরসকলের ন্যায়) মুক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পূতনাদি অসুরসকলের ভগবৎস্মরণাদি-প্রভাবেই মুক্তি বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। তথাপি এই ব্রহ্মভাবও ভগবৎপ্রাপ্তিতেই পর্যবসিত হইতেছে। যেহেতু, ঐ ব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই বিভূতি। পরন্তু ভক্তের বৈকুণ্ঠলোক লাভ-হেতু সাক্ষাৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্তিতে যে মহান্ বিশেষ আছে—তাহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই প্রতিপাদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অথবা যদি বলেন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিষয় সঙ্গ পরিত্যাগকারী যতিগণই উত্তম ভক্ত। অতএব রাগাদিমন্ত ব্রজবাসি সকলকে কেন স্তব করিতেছ? তাহাতেই বলিতেছেন, 'তাবৎ' ইত্যাদি। যতদিন লোকসকল আপনার না হইতে পারে, ততদিনই তাহাদিগের বিষয়রাগ বন্ধনের কারণ হয়। তাৎপর্য এই যে, লোকসকল যতদিন ত্বৎসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ আপনার না হইতে পারে, ততদিনই তাহাদিগের রাগাদি দোষাবহ হইয়া থাকে ;

কিন্তু আপনার হইলে ভক্তিসম্পত্তি বৃদ্ধির হেতু হইয়া গুণবিশেষের আপাদক (সম্পাদক) হইয়া থাকে! পরন্তু সন্ন্যাসিসকল আপনার প্রতি ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহাদিগের বৈরাগ্যই যে সকল ব্যর্থ হয়, তাহা নহে ; প্রত্যুত, মহা অভিমান স্বরূপে বিশেষ দোষের আকর হইয়া থাকে। এই প্রকারে সামান্য ভক্তসকলের বিচার প্রদর্শিত হইল, কিন্তু বিশেষ ভক্তিমানগণের পক্ষে কেবল আপনার প্রাপ্তিমাত্রই পর্যাপ্ত নহে—আরও বিশেষ আছে। (অতএব বিশেষ ভক্তিমান ব্রজবাসিদিগের পক্ষে কিরূপে পর্যাপ্ত হইবে?) যদি বলেন, আমিও প্রেম বিশেষের দ্বারা (বিহার বিশেষের দ্বারা) ইঁহাদিগের সম্যক্ সৎকার করিব? তাহাতেই বলিতেছেন, হে সর্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ! জন সকল যতদিন আপনার প্রতি 'নত' অর্থাৎ প্রণামাদিরূপ ভক্তি-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়েন, ততদিন আপনার রাগাদিরূপ গৃহ—কারাগৃহ, মোহও অঙ্ঘ্রিনিগড় হইয়া থাকে। এইরূপে আপনি স্বয়ংই নিজভক্তি বিষয়ে লোকসকলকে প্রবর্তিত করিবার জন্য বিচিত্র রাগাদি আবিষ্কার করিতে করিতে বহুপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; সুতরাং সেই ক্রীড়া ব্রজবাসি-দিগের জন্য নহে। অতএব আপনি কিরূপে অঋণী হইবেন? তাই বলিতেছি, হে কৃষ্ণ! যতদিন লোকসকল আপনার ভক্ত না হয়, ততদিন আপনার রাগাদি চৌর অর্থাৎ আত্মারামতাদিহারক হইয়া থাকে। আর বৈকুণ্ঠস্থিত গৃহও আপনার কারাগৃহ তুল্য দুঃখই হইয়া থাকে। কারণ, সেই বৈকুণ্ঠে নিয়ত বাস করিয়া নিজাশ্রিতজনের সদা সঙ্গহেতু অস্বাতন্ত্র্যবোধ হইয়া থাকে। আর তথায় মহালক্ষ্মী প্রভৃতিতে যে মোহ (স্নেহবিশেষ) তাহাও আপনার অঙ্ঘ্রিনিগড়তুল্য হইয়া পরমসঙ্কোচতা উৎপাদন করে বলিয়া যন্ত্রণাকর হইয়া থাকে। এইজন্যই বলিতেছি, নিজভক্তের সহিত নিরন্তর ক্রীড়ার হানি হইয়া থাকে। অর্থাৎ এইরূপ সর্বভক্তের প্রতি আপনার চিত্তাভিনিবেশ হইলে পূর্ববৎ ভাববিশেষের অনুদয়-হেতু সেই ব্রজবাসিদিগের সহিত তাদৃশ ক্রীড়া-বিশেষ করিলেও তাঁহাদিগকে সুখদান করা হইবে না, প্রত্যুত, মহান্ বিচ্ছেদ-দুঃখই বিস্তার করা হইবে। বোধ হয় মথুরাগমনাদিরূপ ভাবিবিরহ লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন। তাহা হইলেও পরম ঋণীত্বই সিদ্ধ হইল।

১০৩। **প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।**
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥

মূলানুবাদ

১০৩। হে প্রভো! আপনি প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও প্রপন্নজন-সমূহের আনন্দ রাশি বর্ধনের নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সর্ববিধ প্রাপঞ্চিক-ব্যবহারের অনুকরণ (অভিনয়) করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৩। নন্বতএবাহমেষাং পুত্রাদিরূপেণ বর্তে, তত্রাহ—প্রপঞ্চমিতি (শ্রীভা ১০।১৪।৩৭) প্রপঞ্চাতীতোঽপি ত্বং প্রপঞ্চং পুত্রত্বাদিকং ভূতলে বিড়ম্বয়সি অনু-করোষি। কিমর্থম্? প্রপন্নায়া নিজভক্তায়া জনতায়া লোকবৃন্দস্য আনন্দানাং সন্দোহং প্রথয়িতুং বিস্তারয়িতুম্; ন হি কপটপুত্রত্বাদিনা তাদৃগ্ ভক্তেরানৃণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, নিজভক্তবর্গানন্দ-পরম্পরা-বিস্তারণায় ভূতলে যঃ প্রপঞ্চঃ পুত্রাদিভাবঃ, তমপি কিং বিড়ম্বয়সি ? অপি তু নৈব, কদাচিদ্‌যশোদাদীন্ প্রতি বিশ্বরূপাদিপারমৈশ্বর্যদর্শনাৎ। যতো নির্গচ্ছতি প্রপঞ্চোঽন্যেষামপি যস্মাত্তথাভূতঃ সদা নিজস্বভাবাদ্যাবরণা-শক্তেরিত্যর্থঃ। ভূতল ইত্যনেন স্বর্গাদাবিত্যাদীন্ প্রতি পুত্রত্বাদিকং পরমেশ্বরত্বঞ্চ দর্শিত ইতি ধ্বনিতম্। অতএব প্রেমবিশেষহ্রাসাদ্‌যশোদাদিভ্যো ন্যূনতৈব। তথৈবেতেষ্বপি ব্যবহারাৎ কথমানৃণ্যং সম্পদ্যতামিতি বাক্যার্থঃ। অথবা সর্বথা যদ্যেতে মদেকনিষ্ঠা মৎপ্রেমভর-পরবশাস্তদা তেষ্বপি দ্রব্যাদিষু রাগ-লোভাদয়ঃ, কশ্চিদ্‌গার্হস্থ্যব্যাপারশ্চ তথা বান্ধবেষু স্নেহাদিমোহশ্চ ন কিলৈষাং সম্ভবেয়ুঃ। সত্যম্, তৎসর্বমচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তিনা ত্বয়ৈব সম্পাদ্যত ইত্যাহ—প্রপঞ্চমিতি। নির্গচ্ছতি প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চিমাত্রেণ যস্মাত্তাদৃশোঽপি ত্বং স্বভক্তবরাণামেষাং রাগাদিপ্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি। ডলয়োরেকত্বাৎ বিলম্বস্য চ শীঘ্রবিপরীতার্থকত্বাৎ স্থিরীকরোষীত্যর্থঃ। কিমর্থম্? প্রভো হে পরমসমর্থ ভূতলে যা প্রপন্নজনতা তস্যা আনন্দসন্দোহং বিস্তারয়িতুম্; ভূতল ইতি বৈকুণ্ঠবাসিনামপ্যেবং ন করোষীতি ভাবঃ। এতদুক্তং ভবতি—ত্বদ্‌ভক্তিনিষ্ঠানাং তত্তদ্‌দ্রব্যাদিষু ত্বন্মহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তৎসম্বন্ধবিশেষাপেক্ষয়ৈব রাগাদয়ো ভবন্তি; তে চ তেষাং বিচিত্রভজনানন্দমাধুরী-পরম্পরা বিস্তারকা এব। অতঃ তাদৃশভক্তিমতামেষাং ভবান্ প্রত্যুপকারাশক্তঃ সত্যমৃণীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩। যদি বলেন, আমি এইজন্যই তাঁহাদিগের পুত্রাদিরূপে ব্রজভূমিতে বর্তমান আছি। তাহাতেই বলিতেছেন, 'প্রপঞ্চং' ইত্যাদি। হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপঞ্চে পুত্রত্বাদি অনুকরণ করিতেছেন। কি জন্য? তাহার কারণ এই যে, প্রপন্ন জনসমূহের আনন্দ-সন্দোহ বিস্তার করিবার জন্য। অতএব এই কপট পুত্রত্বাদি দ্বারা তাদৃশ ভক্তের ঋণ কখনও পরিশোধ হইতে পারে না, সুতরাং আনৃণ্য অক্ষুণ্ণই রহিল। অথবা নিজভক্তবর্গ-পরম্পরায় আনন্দ-সন্দোহ বিস্তার করিবার জন্য ভূতলে (প্রপঞ্চের ন্যায়) যে পুত্রভাব তাহা কি আপনার অনুকরণ? অপিচ অনুকরণ মাত্র নহে। যেহেতু, মা-যশোদার প্রতি কখনও কখনও বিশ্বরূপাদি দর্শনছলে পরমৈশ্বর্যও প্রকটিত করিয়াছেন। প্রত্যুত, যাহাতে প্রপঞ্চবর্তি জনসমূহের প্রপঞ্চাবেশ দূরীভূত হয়, সেই রূপেই পুত্রাদিভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন। এইজন্য সর্বদা নিজ স্বভাবাদি আবরণে অশক্ত বলিয়া মধুরৈশ্বর্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এখানে 'ভূতল'—শব্দ প্রয়োগের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, স্বর্গাদিবাসির প্রতি পুত্রত্বভাব প্রদর্শিত হইলেও পরমেশ্বরত্ব-নিবন্ধন স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের প্রেম-বিশেষের হ্রাস হইয়া থাকে। এইজন্য সেই প্রেম শ্রীযশোদাদির প্রেম হইতে ন্যূন। তথাপি এই প্রকার ব্যবহারেই বা কিরূপে আনৃণ্য সম্পাদিত হইবে? অথবা যদি বলেন, সেই ব্রজবাসিগণ যদি সর্বথা মদেকনিষ্ঠ এবং মৎপ্রেমরাশিপরবশ, তাহা হইলে কখন কখন গৃহস্থ ব্যাপারদ্রব্যাদিতে লোভ ও বান্ধবাদিতে স্নেহাদিরূপ মোহ কিরূপে সম্ভবপর হইল? সত্য, তাদৃশ ব্যবহার দেখা যায় বটে, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যবহারের মূলেও আপনি। অর্থাৎ সেই সমস্ত ব্যবহার অচিন্ত্য অদ্ভুত শক্তি দ্বারা আপনিই নির্বাহ করিয়া থাকেন। এইজন্যই বলিতেছেন, 'প্রপঞ্চ' ইত্যাদি। যাহার ভক্তির আভাসেও প্রপঞ্চগত রাগাদি পরাহত হয়, সেই আপনিই স্বভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রজবাসিগণের তাদৃশ রাগাদিও প্রপঞ্চের অনুকারী ('ডলয়োরেকত্বাৎ'—সূত্রানুসারে বিড়ম্ব-শব্দের স্থলে বিলম্ব-পদ সিদ্ধ হইতেছে এবং এই বিলম্বের বিপরীত অর্থ—শীঘ্র বলিয়া স্থিরতা অর্থ লাভ হইতেছে।) বলিয়া স্থির রাখিয়াছেন। কি জন্য? হে পরম সমর্থ প্রভো! ভূতলে প্রপন্ন জনসমূহের আনন্দ-সন্দোহ বিস্তার করিবার জন্য। এখানে 'ভূতল'-শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিও এতাদৃশ আনন্দ-সন্দোহ বিস্তার করেন না! তাৎপর্য এই যে, আপনার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠজনের সেই সকল দ্রব্যাদিতে আপনারই প্রসাদ বুদ্ধি এবং তৎসম্বন্ধবিশেষ অপেক্ষায় রাগাদির উদয় দেখা যায়। এইজন্য সেই সকল দ্রব্য এবং তৎপ্রতি রাগাদি

হইতে তাঁহাদের বিচিত্র ভজনানন্দমাধুরী-পরম্পরা বিস্তারিত হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ ভক্তিমন্ত ব্রজবাসিগণের আপনি প্রত্যুপকারে অশক্ত বলিয়া সত্যই ঋণী রহিলেন।

সারশিক্ষা

১০৩। কেবল চিদানন্দ-নামক এক পরমজ্যোতি (যাহা ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন) বস্তু বিশেষরূপে অর্থাৎ গোকুলরূপে প্রকটিত হইয়া সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছেন। পরন্তু এই গোকুলই স্বীয় সামর্থ্যবশতঃ সাধারণ প্রতীতিযোগ্য লোকবৎ লীলা প্রকটন করিতেছেন। সেইজন্য সকলে সেই পরমপুরুষের লীলা আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন, জ্যোতিঃপুঞ্জ সূর্য-চন্দ্রাদি হইতে প্রকাশ্য পুষ্পাদি সাধারণের আস্বাদ্য হয়, কিন্তু মূল জ্যোতিকে কেহ আস্বাদন করিতে পারে না। সেইরূপ যিনি স্বয়ং চিদানন্দ হইয়াও নিজের স্বরূপশক্তির দ্বারা প্রাকট্য-গোকুল এবং লীলার উপযোগী উপকরণসমূহরূপে সকলের আস্বাদন যোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। এজন্য ধাম ও ধামস্থ লীলার উপকরণাদি ভৌতিক নিয়মাক্রান্ত নহে। অর্থাৎ মর্ত্যলোকের ন্যায় পরিণাম-প্রণালী দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া বিপরীত দ্রব্যরূপে পরিণত হয় না। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য ভৌতিক দ্রব্যের মত দৃষ্ট হইলেও উহা চিন্ময় রসরূপ।

আর সাধারণের অনুকারী-সারপূর্ণ লীলায় তদীয় আশ্রিতজনের যেরূপ আবেশ হইয়া থাকে, নিত্যকার লীলাসারেও সেইরূপ আবেশ হয় না। এই জন্য প্রপঞ্চের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় পরিকরের ও আশ্রিত জনসমূহের অপূর্ব আবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর সেই আবেশভরেই পুনরায় নিত্যকারে লীলায় প্রবেশ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তদীয় লীলাশক্তি প্রপঞ্চাতীত সকল বস্তুকেই ক্রমশঃ প্রপঞ্চসদৃশরূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন। আর শ্রীব্রহ্মাও বলিতেছেন, আপনি বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও কেবল ভক্তসমূহের আনন্দ বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চে এইরূপ স্বীয়লোক বিস্তার করিয়া থাকেন।

১০৪। জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

১০৫। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্॥

মূলানুবাদ

১০৪। হে বিভো! এজগতে কেহ যদি আপনার মহিমা জানিয়া থাকে, তাহা হইলে সে জানুক ; কিন্তু আপনার বৈভব-সিন্ধুর একবিন্দুও আমার কায়-বাক্য-মনের গোচর নহে।

১০৫। হে কৃষ্ণ! আপনি নিজমহিমা এবং আমাদের অন্তরের ভাবাদি সকলই অবগত আছেন। যেহেতু, আপনি সর্বদৃক্—সর্বদা সকল বস্তুই দর্শন করিতেছেন। আপনিই জগতের অধীশ্বর ; অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ ও দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৪। তদেবং 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৮) ইত্যারভ্য প্রতিপাদিতং জ্ঞানস্য তুচ্ছত্বং ভক্তেশ্চ মহিমামং স্তুবন্। যদ্বা, প্রথমং পরমস্তুতিতয়া-রব্ধশ্রীভগবদ্বপুষো বর্ণনং তত্রাপতিতবিবিধশঙ্কানিরাসেন সুদৃঢ়ীকৃত্য পুনরন্তেঽপি তদেব প্রস্তাবয়ন্ অথবা অখিলস্তুতিনদীবিততিপর্যবসানপদং শ্রীভগবন্মহাস্তুতিরূপং ব্রজবাসিমাহাত্ম্যবর্ণন্যমৃতসাগরং পিবন্ তত্তন্মহিমজ্ঞানাভিমানিনো মূঢ়ানুপহসন্নুপ-সংহরতি—'জানন্ত' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৮) ইতি। তত্রাদ্যে পক্ষে, জ্ঞানে যতনামা জ্ঞানং সাধয়ন্তু নাম ইত্যর্থঃ ইতি জ্ঞানপরান্ প্রতি সোল্লুণ্ঠবচনম্। পরপক্ষদ্বয়েঽপি যথাযথমেবমুহ্যন্ ; বহূক্ত্যা মহত্যা উক্ত্যা জ্ঞান-তৎসাধ্যতুচ্ছতায়াস্ত্বদ্‌ভক্তিমহিম্নশ্চ বহূনা বর্ণনেনাপরেশ কিম্? এতাবদেব বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কিন্তদিত্যাহ—হে প্রভো! হে বিচিত্রানন্তপ্রভাব! তব বৈভবং ত্বদ্‌ভক্তিমহিমা মম কায়-বাঙ্‌মনস-ব্যাপারাণাং ন বিষয়ঃ, অপরিচ্ছিন্নত্বাদবিতর্ক্যত্বাচ্চ। এতেন জ্ঞানং তৎফলাদিকং চান্যদশেষং পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা বিষয় এবেতি ধ্বনিতম্ ; দ্বিতীয়ে প্রকর্ষেণ সুন্দরতরাকারাদিনা ভবতি প্রাকট্যং প্রাপ্নোতীতি! প্রভোস্তৎসম্বোধনম্ ; হে সর্ববিলক্ষণ! প্রকৃষ্টতর-রূপেত্যর্থঃ। তব বপুষো বৈভবং ন মদীয়মনোবচসোর্বিষয় ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা, তব মনআদীনাং বৈভবং ন মে গোচরঃ। তত্র যথা তন্মনোবচসোর্বৈভবং তত্তদভিপ্রায়া-

দিকং ন গোচরঃ, তথা ত্বদ্বপুষোঽপীত্যেবমত্র দৃষ্টান্তত্বেন মনোবচসোরুপাদানম্। ইত্থঞ্চ যথামুর্ত্যমব্যক্তমপরিচ্ছিন্নমবিতর্ক্যং সম্বিচ্ছক্তিবিশেষরূপং তব মনোঽনন্তাগাধবোধরূপঞ্চ বচস্তথৈব তব বপুরপীতি ধ্বনিতম্। তৃতীয়ে 'ভবজ্জনানাম্' ইতি 'এষাস্তু ভাগ্যমহিতা' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৩) ইতি, 'এষাং যোষনিবাসিনাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইত্যতোঽনেকশঃ প্রস্তুতা ব্রজবাসিনোঽনুবর্তন্ত এব। অত এষাং বৈভবমিতি সম্বন্ধঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—হে অপরিচ্ছিন্নবিচিত্রশক্তিমন্! ব্রজবাসিনামেতেষাং মহিমা মম তথাপি ন কায়বাঙ্মনসগোচরঃ। তত্র ব্রহ্মণো দেহব্যাপারেণ মহিমগ্রহণং নাম তল্লিখনং, তদপি ন স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। অথবা তস্যাশি বপুঃ প্রপঞ্চাতীতং নিত্যং সর্বশক্তিমদেব, ভগবদ্গুণাবতারত্বাৎ। অতঃ কথঞ্চিত্তেনাপি তন্মহিমগ্রহণং সম্ভবতীত্যাশঙ্কানিরসনায় বপুষ ইত্যুক্তম্॥

১০৫। এবং স্তুতিপ্রভাবাৎ ভাসিতভগবৎপ্রসাদতস্তদানীমেবাখিলাভিমানাপগমেন জাতং পরমদৈন্যমাশ্রিতঃ সন্ দীর্ঘকালং ব্রজবাসিসমীপেঽবস্থাতুমযোগ্যমাত্মানাং মন্যমানোঽপরাধান্তরমপ্যাপশঙ্ক্যমানোনিজস্থানং গন্তুং প্রার্থয়তে—অনুজানীহীতি (শ্রীভা ১০।১৪।৩৯)। নিজমহিমানং মাদৃশাঞ্চ নিকৃষ্টত্বাদিকং সর্বং ত্বমেব বেৎসি ; যতঃ সর্বদৃক্ সর্বমেব সাক্ষাৎ সদা পশ্যতি, অতস্ত্বাং স্তোতুমপি নার্হামীতি মাং প্রতি গমনায়ানুজ্ঞাং দেহি। যদ্বা, ননু মম রূপনামাদীনাং ভক্তের্ভক্তানামেষাঞ্চ ব্রজবাসিনাং মাহাত্ম্যং বিশেষতো বর্ণয়, তত্রাহ—সর্বমিতি। বৈভবমিত্যনুবর্তত এব, তত্তদশেষং মাহাত্ম্যং সর্বদৃগপি ত্বং বেৎসি, কিং কাকূক্ত্যা, নৈব জানাসীত্যর্থঃ। তত্তন্মহিম্নোঽন্তাভাবাৎ অথবা ভো ব্রহ্মন্ ত্বয়াত্র কিঞ্চিজ্জন্মাধুনৈব প্রার্থিতং, তৎ কথমন্যত্র গন্তুমিচ্ছসি? মৎকর্ণসুখাবহমীদৃশং ব্রজমহিমবর্ণনমেবাত্রাবস্থায় বিদেহি, তত্রাহ—সর্বমিতি। অয়মর্থঃ—'চতুর্মুখশরীরেণানেন সুখমত্র বস্তুং নার্হামি' ইতি শরীরান্তরঞ্চ মম দ্বিপরার্ধাভ্যন্তরে দুর্ঘটম্ ; অতোঽধুনা ব্রজবাসিনামেষাং পাদরজোঽভিষেকোঽপি মম দুর্লভ এব ভবিতা। কিঞ্চ, নিজাশক্যে এষাং মহিমবর্ণনে প্রবৃত্তিঃ পরমলজ্জাহেতুর্দোষায়ৈবেত্যাদিকং মদীয়ম্ ; ত্বমপ্যেণীব সদা ব্রজবাসিবশ্য-তদীয়-প্রেমভক্ত্যৈকরসোঽতঃ ক্ষণমপি তৈঃ সহাসঙ্কোচং সুখবিহারং বিনান্যত্র কিমপি ন রোচতে, ইত্যাদিকমাত্মনশ্চ সর্বং বৃত্তম্ ; কৃষ্ণ! হে ব্রজজনৈকানন্দ! ত্বং বেৎস্যেব, তৎ কথমত্র স্থাস্যামীতি। ননু সর্বজ্ঞেন ভবতা পূর্বং কথমেবমপরামৃশ্য তথা যাচিতম্? তদ্বর্ণনে বা প্রবৃত্তঞ্চ! তত্রাম—সর্বং পস্যতি জানাতীতি সর্বদৃক্ ত্বমেব ; মাদৃশাস্তু কিঞ্চিজ্জ্ঞা এব। যদ্বা, সর্বং দর্শয়তি জ্ঞানাদিশক্তিপ্রদানেন সর্বত্র সর্বং প্রবর্তয়তীতি সর্বদৃক্। যথা ত্বয়ান্তর্যামিণা প্রেরিতং, তথৈব ময়া প্রার্থিতং প্রবৃত্তঞ্চ ; তত্র মম ন কোঽপি গুণো দোযো বা ; গুণশ্চেৎ প্রেরকস্যেশ্বরস্যৈব, সদোষশ্চেৎ, তেন কিল

প্রের্যেঽর্পয়িতুং ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ। এতদপি সর্বং বেৎসি। ননু দাস্যে সত্যেবমুক্তং স্যাৎ, তচ্চ জগৎস্বামিনস্তব ন সম্ভবত্যেব, তত্রাহ—ত্বমিতি, ত্বমেষ নাথঃ, ন ত্বহমন্যে বা কশ্চিৎ ; তত্র চ জগতামেব নাথঃ, অতো মমাপি, জগন্নাথত্বাৎ ; তব দাস এবাহমিতি ভাবঃ। ননু সৃষ্টিকর্তু ; পিতামহস্য তব পুত্র-পৌত্রাদিরূপং জগত্রয়াধিক্রিয়ামাণমেতৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে। কথং মে জগন্নাথতা? যয়া ত্বং মদ্দাসঃ স্যাঃ, তত্রাহ—জগদিতি। সর্বমেবৈতত্তব-ত্বয়ি অর্পিতমাহিতম্ ; অতএব ত্বদধীন-মিত্যর্থঃ। যদ্বা, তবৈতদখিলং, ত্বয়ৈব ময্যর্পিতং স্থাপিতং ত্বৎকর্তৃকার্পণপাটবেনৈব মদীয়ত্বেন পরিস্ফুরতীতি ভাবঃ। অথবা মম জগদীশত্বে জগতামেবেশিতব্যতয়া দাসতা সহজা বর্তত এব, তৎ কথং পরতো ঘোষণয়া (পরমোদ্‌ঘোষণয়া) পূর্বমভক্ত্যস্ত্বয়া নিন্দিতাঃ? কথং বা ভক্তিমতীব প্রশস্য পর্যমোৎসুক্যেন স্বয়ং দাস্যং, তত্রাপ্যত্র ব্রজে কিমপি জন্ম প্রার্থিতম্? সত্যং, ত্বদধীনতয়া স্বাভাবিকে ত্বদ্দাস্যে বর্তমানেঽপি প্রেম্ণা বিচিত্রভক্ত্যৈব দাসতা পরমোত্তমা সুদুর্লভা সর্বৈরপি সাধ্যা। সা চ সর্বার্পণং বিনা যথার্থং ন সিধ্যতীতি তদর্থং সর্বমেবার্পয়ামীত্যাদ—মমতাস্পদং জগদহন্তাস্পদঞ্চৈতচ্ছরীরং স্তোত্রাদিকমপি ময়া ত্বয্যেবার্পিতম্। এতচ্চ ধ্বনিতম্—যদ্যপি জগৎ সর্বং তব জগন্নাথস্যৈব, তথাপি হে কৃষ্ণ! জগন্নাথত্বাদ্বহিরন্তনীশ্বরস্যা-ন্তর্যামিনস্তব প্রেরণয়া ত্বদীয়মহিমবিশেষালোচনেন পরমোত্তমদাস্যপ্রাপ্তয়ে ত্বয্যেব ময়া পিষ্টপেষণন্যায়েনাপ্যর্পিতম্। এবমনধিকারিণো মম তাদৃশদুর্ঘটদ্রব্যপ্রার্থনা-দোষোঽপি ত্বয়া ক্ষন্তব্য এবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪। এইরূপ "যাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অল্পমাত্র প্রয়াসও পরিত্যাগ করিয়া সাধুজনকথিত ভবদীয় বার্তা শ্রবণ করেন।" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানের তুচ্ছত্ব এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা-প্রতিপাদক স্তব করিয়া, অথবা প্রথমে পরম-স্তুতিরূপে আরব্ধ শ্রীভগবদ্বপুর মহিমাবর্ণনে আপতিত বিবিধ আশঙ্কা নিরসনের দ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়ীকৃত করিয়াও পুনর্বার উপসংহারে সেইরূপ প্রস্তাবনা (সূচনা) করিতেছেন। অথবা অখিল স্তুতিরূপ নদীসমূহের যাহাতে পর্যবসান হয়, সেই প্রকার শ্রীভগবন্মহিমারূপ ব্রজবাসীর মাহাত্ম্যবর্ণনপর অমৃতসাগর পান করিয়াও যাঁহারা সেই সেই মহিমাজ্ঞানাভিমানে প্রমত্ত, সেই মূঢ়গণকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন, 'জানন্ত' ইত্যাদি। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন ; তোমার বৈভব কিন্তু আমার কায়-মনো-বাক্যের বিষয় নহে। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষে—জ্ঞান-

বিষয়ে যতমানগণ জ্ঞানের সাধন করুন। ইহা জ্ঞানপরগণের প্রতি 'সোল্লুণ্ঠ বচন।' অপর পক্ষদ্বয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানসাধ্যফল (মুক্তি) হইতে যে ভক্তির মহিমা অধিক, এ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু হে প্রভো! হে বিচিত্রানন্ত-প্রভাব! আপনার বৈভব অর্থাৎ আপনার ভক্তিমহিমা আমার কায়, বাক্, মন এই সকলের (ব্যাপারের) বিষয় নহে। কারণ, উহা অপরিচ্ছিন্ন ও অবিতর্ক্য। ইহা দ্বারা সূচিত হইল যে, জ্ঞান ও জ্ঞানের ফল এবং অন্যান্য সাধন-ফল পরিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়-পক্ষে—হে প্রভো। (সর্ববিলক্ষণ প্রকৃষ্ট সুন্দরতর শ্রীমূর্তির আকারাদি দ্বারা 'ভবতি' প্রকটিত হইয়া থাকেন যিনি, তিনি প্রভু এবং সেই প্রভুর সম্বোধনে হে প্রভো!) আপনার শরীরের বৈভবও আমার মন ও বাক্যের বিষয় নহে। অথবা আপনার মনের বৈভবও আমার গোচর নহে। তাৎপর্য এই যে, আপনার মন যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন অবিতর্ক্য সম্বিৎশক্তি বিশেষরূপ বাক্যও তদ্রূপ অনন্ত অগাধবোধস্বরূপ, আর আপনার বপুও তদনুরূপ, সুতরাং আমার মন ও বাক্যের গোচর নহে। অতঃপর তৃতীয়পক্ষে—বৈভব বলিতে ভগবানের প্রধান বৈভব—ভক্ত। 'অহো! ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য!' এবং 'আপনার গোকুলবাসিরা ধন্য!' (এই প্রকার ব্রজবাসিগণ সম্বন্ধে বহুবচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে) অতএব ফলিতার্থ এই যে, হে অপরিচ্ছিন্ন—বিচিত্র শক্তিমান! এই ব্রজবাসিসকলের মহিমা আমার এবং আপনার কায়-বাক্-মনের গোচর নহে। অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মাও উহা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না। অথবা শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের গুণাবতার বলিয়া প্রপঞ্চাতীত নিত্য সর্বশক্তিমান শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের মহিমা-গ্রহণ-সম্ভব আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত বলিলেন, 'বপুষো' ইত্যাদি আমার কায়-বাক্য-মনের বিষয় নহে।

১০৫। এইরূপ স্তুতি-প্রভাবে আবির্ভূত ভগবৎ প্রসাদ হইতে তদানীন্তন অখিল অভিমান অপগম হইলে পরম দৈন্যের উদয়বশতঃ শ্রীব্রহ্মা দীর্ঘকাল ব্রজবাসি সমীপে অবস্থান করিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করিয়া এবং অপরাধান্তর আশঙ্কা করিয়া স্বস্থানে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। 'অনুজানীহি' ইত্যাদি। হে ভগবন্! আপনি নিজ মহিমা এবং মাদৃশজনের নিকৃষ্টত্ব আদি সমস্ত অবগত আছেন। কারণ, আপনি সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বদা সকল বস্তু সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। এইজন্য আমি আপনাকে স্তব করিতে যোগ্য নহি। এক্ষণে আমার প্রতি গমনাজ্ঞা প্রদান করুন। অথবা যদি বলেন, তুমি আমার রূপ-নামাদির এবং ভক্তি ও ভক্তসকলের মাহাত্ম্য অশেষরূপে বর্ণনা কর। তাহাতেই বলিতেছেন, 'সর্বং' ইত্যাদি। হে ভগবন্! আপনি সর্বদৃক্ হইয়াও কি সেই সমস্ত অবগত আছেন?

আমি অধিক কি বলিব? আপনি স্বয়ংও যাহা সম্যক্ জানেন না। কারণ, সেই সেই মহিমার অন্ত নাই। অথবা যদি বলেন, ভো ব্রহ্মন্! অধুনা তুমি এই ব্রজের মধ্যে যে কোন জন্ম-প্রার্থনা করিলে অথচ এক্ষণে কিজন্য অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার কর্ণ-সুখাবহ এইপ্রকার ব্রজমহিমা বর্ণন কর। তদুত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন, হে ভগবন্! চতুর্মুখ শরীরে আমি এই স্থানে বাস করিতে যোগ্য নহি। আর অন্য শরীর ধারণও সম্ভবপর নয়। কারণ, দ্বিপরার্ধকাল অবসান না হইলে (আপনার বিধানেই) অন্য শরীর হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মবাসীদিগের পদধূলিতে অভিষেকও আমার পক্ষে দুর্লভ হইতেছে। আরও বলি, নিজের শক্তি নাই, অথচ এই ব্রজবাসিদিগের মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্তি পরম লজ্জার হেতু এবং দোষের হইবে। আর আপনিও সর্বদা যে ব্রজবাসিদিগের অধীন এবং তাঁহাদিগের প্রেমভক্তিই আপনার আস্বাদ্য বলিয়া ক্ষণকালও সেই ব্রজবাসিদিগের সহিত অসঙ্কোচ ব্যবহার ভিন্ন অন্যত্র গমন বা অন্য কোন বিষয়ে আপনার রুচি নাই, ইহাই আপনার স্বভাব। অতএব হে কৃষ্ণ! হে ব্রজজনানন্দ! আপনি সমস্ত জানেন, আমি কিরূপে এখানে অবস্থান করিব? যদি বলেন, তুমি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত বিচার না করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিলে? বা এইরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে? তাহাতেই বলিতেছেন, হে ভগবন্! আপনিই সর্বজ্ঞ—সমস্ত জানেন এবং মাদৃশ লোকসকল যে অল্পজ্ঞ, তাহাও জানেন। অথবা আপনিই জ্ঞানাদি শক্তি প্রদান করিয়া সকলকে প্রবর্তিত করিতেছেন। এজন্যই আপনি সর্বদৃক্। আপনি অন্তর্যামিরূপে যেরূপ প্রেরণা দিয়াছেন, আমিও সেইরূপ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব এবিষয়ে আমার কোন দোষ বা গুণ নাই। (বস্তুত গুণ-দোষ যদি প্রেরক ঈশ্বরেরই হয়, তথাপি দোষাদি প্রেরককে যোজনা করা উচিৎ নহে—ইহাই ভাবার্থ) এইজন্যই আপনি সমস্ত জানেন। যদি বলেন, দাসের পক্ষে এই কথা প্রযুক্ত হইলেও তুমি জগৎস্বামি, তোমার পক্ষে এই কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। হে প্রভো! আপনিই জগতের নাথ। আমি বা অন্য কেহ জগতের নাথ নহে। অতএব আমিও আপনার দাস। যদি বলেন, হে ব্রহ্মণ্! তুমি সৃষ্টিকর্তা হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জগৎত্রয় অধিকার করিয়া রহিয়াছ, প্রত্যক্ষ ইহা দেখিতেছি। অতএব আমি কিরূপে জগন্নাথ হইলাম? আর তুমিই বা কিরূপে আমার দাস হইলে? তাহাতেই শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন, 'জগতাং' ইত্যাদি। এই জগৎ আপনাতেই নিহিত আছে। এইজন্য এই জগৎ আপনারই অধীন। অথবা আপনার এই জগৎ আপনা কর্তৃক আমাতে অর্পিত হইয়াছে এবং আপনার অর্পণ-কৌশলেই

জগৎ আমার আয়ত্ত বলিয়া অভিমান করিতেছি। অথবা আমার জগদীশ্বরত্বেও সমস্ত জগৎ আপনারই বশীভব্য বলিয়া সহজেই আমার দাসত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বলেন, তবে কেন তুমি ভিন্নভাব ঘোষণা করিয়া অভক্তের নিন্দা করিলে? আর কিজন্য ভক্তির অতীব প্রশংসা করিয়া পরমৌৎসুক্যের সহিত দাস্য প্রার্থনা করিলে? আর কি জন্যই বা ব্রজের মধ্যে যে কোন জন্ম প্রার্থনা করিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন, সত্য, আপনার অধীনতাবশতঃ সকলেই আপনার দাস এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ দাস্যভাব বর্তমান থাকিলেও প্রেমভক্তি-সহিত বিবিধ সেবাপ্রাপ্ত দাস্যভাবই পরম দুর্লভ এবং সকলেরই সাধ্যবস্তু। কিন্তু তাহা সর্বার্পণ বিনা যথার্থরূপে সিদ্ধ হয় না। হে প্রভো! সেইজন্য আমার মমতাস্পদ জগৎ-বৈভব এবং অহন্তাস্পদ আত্মাদি শরীরও (এই স্তোত্র বর্ণন দ্বারে) আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। যদিও আপনি জগন্নাথ বলিয়া সমস্ত আপনার, তথাপি হে কৃষ্ণ! জগন্নাথ বলিয়া বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্যামিরূপে অন্তরে প্রেরণা দ্বারা তদীয় মহিমাবিশেষ আলোচনা করিয়া সর্বোত্তম দাস্য প্রাপ্তির জন্য আপনাকেই আমি 'পিষ্টপেষণ' ন্যায়ে সমস্তই অর্পণ করিলাম। আর এইপ্রকার অনধিকারী হইয়াও যে আমি এতাদৃশ দুর্ঘট দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছি, এক্ষণে সেই দোষও ক্ষমা করিবেন।

সারশিক্ষা

১০৪। কোন বিষয়ের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজ্ঞগণ উপক্রমে যে অর্থ প্রতিপাদন করেন, উপসংহারেও সেই একই অর্থ বা উদ্দেশোক্ত অর্থের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন।

১০৫। জীবগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলেও তাঁহারই মায়াশক্তি-রচিত দেহে তাঁহারই মায়াতে মুগ্ধ হইয়া দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বিষয়ে আত্মবুদ্ধি করে এবং তাঁহারই প্রেরণায় নানাবিধ সৎ ও অসৎ কর্ম করিয়া থাকে। অতএব মায়াবদ্ধ জীব তাহার ভাল-মন্দ কার্যের জন্য দায়ী হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, জীবগণ নিরন্তর তাহাদের শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, জীবগণ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য দণ্ড অনুগ্রহের ভাগী হয়। তাহার কারণ এই যে, তাহারা শুভ কিংবা অশুভ কর্ম করিয়া জগন্নিস্তার-কর্তৃত্ব ভুলিয়া নিজেরাই কর্তা সাজিয়া বসে এবং 'আমি করিলাম' বলিয়া অভিমান করে। এই দুরভিমানের দণ্ডরূপেই জীবগণ নানাবিধ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

এইজন্য শ্রীব্রহ্মা আত্মা সমর্পণ করিলেন। আত্মা শব্দের অর্থ দুই প্রকার—

অহংতত্ত্বাস্পদ দেহীকে আত্মা বলা হয় এবং মমত্বাভিমানী দেহকেও আত্মা বলা হইয়া থাকে!

বিক্রীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যেমন কোন চিন্তা থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে দেহের ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণে কোন চিন্তা থাকে না। আবার এই আত্মনিবেদন যদি পূর্বোক্ত ভাব সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মহিমাধিক্য হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীব্রহ্মা অন্যত্র বলিয়াছেন, হে ভগবন্! আমি আপনার হইলাম। যে ব্যক্তি বাক্য দ্বারা এইরূপ বলেন এবং মনোমধ্যে তদ্রূপ অভিমান করেন ও শরীর দ্বারা আপনার (শ্রীবৃন্দাবনাদি) স্থান আশ্রয় করেন, সেই শরণাগত ব্যক্তিই আনন্দানুভব করিতে পারেন।

যদিও সাধারণ মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রীভগবানে অর্পণ করেন। তথাপি শ্রীভগবান সাক্ষাৎভাবে তাহাদের এইপ্রকার শুভাশুভ কর্ম, কর্তৃত্বাভিমান ও কর্মফল সংযোগ করিয়া দেন না, তথাপি ব্যতিরেক-ভাবে তাঁহারই সত্তায় জীবের বদ্ধদশাযুক্ত মায়িক ভোগসুখ-দুঃখ ও পুণ্য-পাপাদি অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু শরণাগত ভক্তগণ সেইসমস্ত ক্রিয়া, যাহাতে ভগবদ্-সেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপই করেন বলিয়া শ্রীভগবান সাক্ষাৎরূপেই তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন।

১০৬। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্,
ক্ষ্মা-নির্জর-দ্বিজ-পশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসঘ্ন-
গাকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে॥

মূলানুবাদ

১০৬। হে কৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিকুল-কমলের প্রকাশকারিন্ দিবাকর! হে পৃথিবী-দেবতা-দ্বিজ এবং গোসকলের সমৃদ্ধিপ্রদাতা! হে পাষণ্ডধর্মরূপ নিশাকালীন অন্ধকারনাশক! হে পৃথিবীস্থ রাক্ষসগণের বিমর্দক! হে ভগবন্! আপনি জগতের ছোট বড় সকলেরই পরম পূজ্য। অতএব যতদিন পর্যন্ত কল্প থাকিবে, আপনার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার জানাইতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৬। তদেবং কিঙ্করং প্রস্থাপয়েত্যাদরেণ নমস্করোতি—শ্রীকৃষ্ণেতি (শ্রীভা ১০।১৪।৪০)। বৃষ্ণিকুলপদ্মস্য প্রীতিদাতৃত্বেন হে সূর্যোপম ক্ষ্মা চ নির্জরাশ্চ দেবাঃ দ্বিজাশ্চ পশবশ্চ তে এবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিত্বেন হে চন্দ্রোপম। উদ্ধর্মঃ পাষণ্ড-ধর্মঃ তাদেব শার্বরন্তমঃ উদ্ধরতীতি তথা ; অনেন দ্বয়োপমঃ। হে ক্ষিতিরাক্ষস-ঘ্নক্! ক্ষিতৌ রাক্ষসাঃ কংসাদয়ঃ, উদ্যন্নেব তেভ্যো দ্রুহ্যতীতি পুনঃ সূর্যোপম! সূর্যাদ্যুপমাপি ন্যূনেতি মত্বাহ—আর্কং অর্কমভিব্যাপ্য সর্বেষামর্হং পূজ্য! ভগবন্! আকল্পং কল্পপর্যন্তং তে তুভ্যং নমঃ। অথবা, ইত্থং সঞ্জাতপরমভক্ত্যা বিচিত্রনাম-সংকীর্তনরূপাং পরমাং স্তুতিমস্তে কুর্বন্ প্রারব্ধং সমাপয়িতুং প্রণমন্ সর্বমবতার-প্রয়োজনমেকেনৈব শ্লোকেন সংক্ষিপ্য বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণেতি। তত্র প্রথমং বৃষ্ণি-কুলেতি। সূর্যোদয়েন কমলানাং তমোনিরসনপ্রকাশনাদিকমিবাবির্ভাবমাত্রেণ শ্রীবসু-দেবাদিক যাদববর্গস্য দুঃখনাশপূর্বকমানন্দদাতৃত্বং বর্ণিতম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২।১৭)—'স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম রাজমানো যথা রবিঃ। দুরাসদো (হতিদুর্ধর্ষো) দুর্বিসহো ভূতানাং সম্বভূব হ॥' ইতি। স আনকদুন্দুভির্বসুদেবঃ। তথা দেবস্তুতৌ—'দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো, ভারোপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ॥' (শ্রীভা ১০।২।৩৮) ইত্যাদি। 'দিষ্ট্যাম্ব! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবায় নঃ। মা ভূদ্‌ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো, র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥' (শ্রীভা ১০।২।৪১) ইতি। ততো জন্মাধ্যায়ে—'মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠ-পুরগ্রাম-ব্রজাকরা' (শ্রীভা ১০।৩।২) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ পৃথিব্যা দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথা পশূ-

দধির্নন্দস্য ব্রজস্তস্য চেতি গবাদীনামপি বর্ধনমুক্তম্। যদ্যপি পৃথিব্যা বর্ধনেনৈব তদন্তর্গতানাং যাদবদ্বিজব্রজানাং বৃদ্ধিকারিত্বমায়াতি, তথাপি ভক্তবাৎসল্যং গো-ব্রাহ্মণহিতকারিত্বঞ্চ সর্বত্রৈব ভগবন্মাহাত্ম্যমবশ্যং বর্ণ্যত ইত্যতোঽথবাবতারেঽস্মিন্ বিশেষতঃ এষাং সম্বর্ধনমিত্যতঃ পৃথগ্গ্রহণম্। অধুনা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারকত্ব-মেবাহ—উদ্ধর্মঃ উচ্চো ধর্মঃ অবশ্যপ্রতিপাল্যস্বধর্মাদিলক্ষণঃ তৎ শর্বরীসম্বন্ধি-তমোভয়াদিকঞ্চ গোপীনাং রাসক্রীড়য়া হরতীতি। তথা অভূতমপ্যেতদবশ্যম্ভাবিত্বেন সর্বজ্ঞত্বাৎ সূচিতম্। যদ্বা, 'ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্তঃ' (শ্রীভা ১১।১৯।২৭) ইত্যেকা-দশমস্কন্ধে ভগবদ্বচনাদ্ধর্মোঽত্র ভক্তিলক্ষণঃ, তদ্বিরুদ্ধং বিমার্গবাচকোৎপথাদিবৎ জ্ঞানকর্মাদিকং সর্বমেবোদ্ধর্মঃ, তচ্চ সদা সর্বত্র প্রকাশমানস্যাপি ভক্তিমার্গস্য গুহাদৌ দ্রব্যাণামিবাচ্ছাদকত্বাচ্ছার্বরন্তমঃ তদ্ধরতি ইতি তথা, হে স্বভক্তিপ্রকাশকেত্যর্থঃ। তত্র তমসি যে চরন্তি, ত এব রজনীচরসাম্যাদখিললোকৈকজীবন ভক্তিমার্গ বিঘাতকত্বাচ্চ রাক্ষসাঃ, তে চ প্রায়শঃ পৃথিব্যন্তর্গতে কর্মক্ষেত্রে এবেতি ক্ষিতিগ্রহণম্ ; অন্যে চ বৃষ্ণি-কুলাদিদ্বেষিণো যে যে ক্ষিতিরাক্ষসাঃ কংসাদয়ো, যে চ রাসক্রীড়াদি-বিঘাতকাঃ-শঙ্খচূড়ারিষ্টাদয়স্তেভ্যঃ সর্বেভ্য এব তত্তদ্বিঘ্নবিনাশায় বিচিত্রলীলয়া দ্রুহ্যতীতি তথা। এবং কর্তুঞ্চ ত্বমেবার্হসি, নান্যঃ কোঽপীত্যাহ—অর্হতীত্যর্হন্, হে সর্বং কর্তুং যোগ্য! সমর্থেতি বা। যৎ পূর্বং নারায়ণরূপেণ নানাবতারৈশ্চ ত্বয়া নাচরিতং তদধুনাবিষ্কৃতাশেষভগবত্তা-পরাকাষ্ঠাকত্বাৎ সম্পাদয়িতুং তবৈবোচিতং শক্যঞ্চেত্যর্থঃ। ননু বেদবিহিতস্বধর্মজ্ঞানাদিপরাণাং, তথা মাতুলত্বাদিসম্বন্ধবতাং কংসাদীনাংদ্রোহোঽনুপযুক্ত এবেতি চেত্তত্রাহ—হে ভগবন্! পরমকৃপালো! তেষামেব হিতার্থমেবং করোষীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—'যে ত্বদ্ভক্তিবিমুখা জ্ঞানকর্মপরাঃ অন্তর্নিগূঢ়াসুরভাবাঃ, তেষাং তদ্দুঃখভাবাপনয়নেন' যে চ সর্বলোকোপতাপকাঃ কংসাদয়স্তেষাং বিমুক্তিপ্রদানেন, ঘাত এব পরমকারুণিকতামভিব্যঞ্জয়তীতি। অথবা স্বামিব্যাখ্যৈবানুসর্তব্যা। ইত্থমেব হে অর্হন্ সর্বেষাং পূজ্য! যতো জ্ঞানকর্মপরা অপি ভক্তিমার্গেঽধুনা প্রবিষ্টাঃ, যথা অক্রূর-ভীষ্মাদয়ঃ। প্রকটদৈত্যাশ্চ কংসাদয়োঽন্তর্ভয়াদিনা ত্বদ্ভাবনয়া ভক্তিমেবাশ্রিতাঃ। বহিশ্চ নিজসহজকর্ম-সামর্থ্যরহিতত্বান্মৃততুল্যা এব জাতা বিমুক্তিং বা মরণেন প্রাপ্তাঃ ; অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ অভূতমপি ভূতবৎ সূচিতম্। যদ্যেবং ত্বয়া ন কৃতং স্যাত্তদা সর্বৈরেব ত্বং ন পূজিতঃ স্যা ইতি ভাবঃ। এবং স্তুবন্ নির্ভরপ্রেমরসনিমগ্নো ভগবতা সহ ব্রজবাসিনঃ সর্বানেব যাস্যন্নমস্করোতি। আর্কম্ অর্কনামবৃক্ষবিশেষো নিষ্প্রয়োজনো ভগবৎপূজানর্হো বৈষ্ণবানামনাদরণীয়ঃ; অত্রত্যং তমভিব্যাপ্য তুভ্যং নমঃ ; ত্বাং ত্বদীয়াংশ্চাত্রত্যান্ সর্বান্ জঙ্গমান্ স্থাবরানপি নমামী-ত্যর্থঃ। এতচ্চ 'তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪) ইতি

নিজপ্রার্থনানুরূপমেব। যতোঽত্রত্যোঽর্কবৃক্ষোঽপি মন্নমস্যো মত্তোঽধিকতর এব, অতো ন তাদৃশমপি জন্মাত্রাহমর্হামি। অতস্তস্মাদপ্যল্পতরমন্যৎ কিঞ্চিদেব প্রার্থ্যমিতি ধ্বনিতম্। তত্র চ প্রণামেষু সংখ্যাতৃপ্তিরপি কথঞ্চিন্নাস্তীত্যাকল্পমিত্যুক্তম্। ইত্থং সর্বশোভাযুক্ত কৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। অতএব কিঙ্করকে যথাস্থানে প্রেরণ করুন, এই বলিয়া শ্রীব্রহ্মা অতীব আদরের সহিত নমস্কার করিতেছেন। হে বৃষ্ণিকুল-কমলের প্রকাশকারিন্ সূর্য! (বৃষ্ণিকুলের প্রীতিদায়িন্ অতএব সূর্য সদৃশ) হে পৃথিবী দেব-দ্বিজ ও পাষণ্ডরূপ নিশাকালীন্ অন্ধকারের বিলোপকারিন্! (ইহাতে চন্দ্র-সূর্য উভয়তুল্য) হে ক্ষিতিরাক্ষসবিনাশকারিণ্! (আপনি উদয় হইয়া পৃথিবীস্থ রাক্ষস কংসাদির বিনাশ করিয়াছেন।) হে অর্ক! (সূর্যকেও অভিভব করিয়াছেন, অতএব সূর্য প্রভৃতি পূজ্য সকলেরও পরম পূজ্য।) আকল্প অর্থাৎ যতদিন কল্প থাকিবে, আপনাকে ততদিন পর্যন্ত প্রণাম করিলাম। অথবা ভগবৎকৃপাসঞ্জাত পরম ভক্তিভরে বিচিত্র নামকীর্তন-রূপ পরমস্তুতি করিতে করিতে (আরব্ধস্তুতি সমাপন কালে) সর্বাবতার প্রয়োজনতত্ত্ব (একটি শ্লোকের দ্বারা সংক্ষেপে) বর্ণন করিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বৃষ্ণিকুল-কমলের উৎসবদায়িন্ বলিলেন, ইহাতে সূর্যোদয়ে যেমন তমোনিরসন এবং কমলকুলের প্রকাশনাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবমাত্র শ্রীবসুদেবাদি যাদববর্গের অশেষ দুঃখনাশ হইয়াছে এবং আনন্দোৎ-সবস্বরূপ হইয়াছেন। তথা দশমস্কন্ধে—'বসুদেব হৃদয়ে শ্রীমূর্তি ধারণপূর্বক দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া যাবতীয় ভূতের দুরাসদ (অতিদুর্ধর্ষ) হইয়া উঠিলেন।' এইপ্রকার আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) ন্যায় আনন্দোৎসবের কথা দেব-স্তুতিতেও উক্ত আছে—'হে হরে! আপনার আবির্ভাবমাত্রেই আপনার চরণভূতা এই ধরিত্রীর ভার অপনীত হইল। আরও মঙ্গলের বিষয় এই যে, আপনি কৃপা করিয়া স্বীয় চরণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি দ্বারা পৃথিবী এবং সুরলোক ধন্য করিবেন।' ইতি। তদনন্তর শ্রীদেবকীকে স্তব করিতেছেন, 'হে মাতঃ। ভাগ্যক্রমে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য পূর্ণরূপে আপনার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আপনার এই পুত্র যদুদিগের রক্ষাকারী হইবেন আর কংসাদির ভয় করিবেন না।' অতঃপর জন্মাধ্যায়েও উক্ত আছে—'অবনীর পুর, গ্রাম ও ব্রজ আকরাদিতে প্রভূত মঙ্গল প্রবর্তিত হইল।' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে পৃথিবী, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পশুসকল বিশেষতঃ নন্দব্রজের গাভীগণের বর্ধন সূচিত হইল। যদ্যপি

পৃথিবীর বর্ধনের দ্বারা তদন্তর্গত যাদব, দ্বিজ ও ব্রজস্থ সকলেরই বর্ধনকারিত্ব সূচিত হইয়াছে, তথাপি ভক্তবাৎসল্য-হেতু ''গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারীত্ব'' রূপে সর্বত্রই শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই অবতারে ইহাদিগের সম্যক্ বর্ধনের নিমিত্ত উহা বিশেষভাবে বর্ণন করা উচিত। এইজন্যই পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা নিজ প্রেমভক্তি বিস্তারকত্ব বর্ণন করিতেছেন। 'উদ্ধর্ম' অর্থাৎ উচ্চ ধর্ম। যাহা নিশাকালীন অন্ধকার সদৃশ ভয়াদি নিবর্তক এবং অবশ্য প্রতিপাল্য স্বধর্মাদি লক্ষণবিশিষ্ট গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি ক্রীড়া। আপনি (প্রকট হইয়া) গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় উক্ত ভয়াদি হরণ করিলেন। (যদিও এই রাসক্রীড়াদি ব্রহ্মস্তবের পূর্বে সংঘটিত হয় নাই, তথাপি শ্রীব্রহ্মা সর্বজ্ঞ বলিয়া ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রাসক্রীড়া সংঘটিত হইবে জানিয়া তৎপূর্বেই তাহা সূচনা করিলেন।) অথবা ''যাহা আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, তাহা ধর্ম বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে।'' এই (একাদশ স্কন্ধের) ভগবদ্‌বচনানুসারে ধর্ম বলিতে ভক্তিলক্ষণ। অতএব ভক্তির বিরোধী বিমার্গ-বাচক উৎপথাদিবৎ জ্ঞান-কর্মাদি সকল হইতেও ঊর্ধ্বধর্ম ; তাহা সদা সর্বত্র প্রকাশমান হইয়াও রহস্যবশতঃ এই ভক্তিমার্গ গুহামধ্যে মণিবৎ প্রচ্ছন্ন (আচ্ছাদিত) থাকেন বলিয়া জ্ঞান-কর্মাদি তাহার আবরক-হেতু নিশাকালীন অন্ধকার সদৃশ। অতএব যাহারা সেই জ্ঞান-কর্মমার্গে বিচরণ করে, তাহারা নিশাচর। অর্থাৎ নিশাচরসাম্য-হেতু অখিল লোকের জীবনসর্বস্ব যে ভক্তিমার্গ, সেই ভক্তিমার্গের বিঘাতক বলিয়া রাক্ষস। তাহারা প্রায়শঃ ক্ষিতিতলে, কর্মক্ষেত্র মধ্যে বিচরণ করে বলিয়া 'ক্ষিতি' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর বৃষ্ণি-কুলের ও দেব-দ্বিজাদির দ্বেষকারী যে যে ক্ষিতি-রাক্ষস কংসাদি এবং রাসক্রীড়াদি-বিঘাতক শঙ্খচূড় ও অরিষ্টাদি অসুর সকলকে যিনি বিচিত্র লীলায় বিনাশ করেন, তাঁহার সম্বোধন ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্ ; ইহা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন ; এইজন্য বলিতেছেন, হে অর্হন! পূজ্যগণেরও পূজ্য, আপনি সমস্তই করিতে সমর্থ। পূর্বে নানাবতারে এমন কি শ্রীনারায়ণ রূপেও যাহা আচরণ করেন নাই, এক্ষণে তাহা আবিষ্কার করিয়া অর্থাৎ অশেষ ভগবত্তা-পরাকাষ্ঠাকত্ব সম্পাদন এবং সেই প্রকার আচরণ করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। যদি বলেন, বেদবিহিত স্বধর্ম-জ্ঞানাদি-পরায়ণ এবং মাতুলাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট কংসাদির প্রতি দ্রোহাচরণ অনুপযুক্ত। তাহাতেই বলিতেছেন, হে ভগবন্! হে পরম কৃপালো! তাঁহাদের হিতের জন্যই তাদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, যাহারা আপনার ভক্তিবিমুখ জ্ঞান-কর্মপরায়ণ, তাহাদের অন্তরে নিগূঢ়রূপে যে অসুরভাব থাকে, তাহাদিগের সেই অসুরভাবরূপ দুঃখ বিমোচন করিয়া থাকেন। আর যাহারা

কংসাদির ন্যায় সর্বলোকতাপক, তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান জন্য বিনাশাদিচ্ছলে পরম কারুণিকতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অথবা (শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে) হে অর্হন! (সকলের পূজ্য) আপনার প্রকট বিহারে জ্ঞান-কর্মপরায়ণ লোক-সকলও অধুনা ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইতেছে। যেমন, শ্রীঅক্রূর ও ভীষ্মাদি। আর প্রকট-দৈত্য কংসাদিও অন্তরে ভয়াদি হেতু আপনার ভাবনায় ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছে। এজন্য বাহিরেও নিজ সহজকর্ম-সামর্থ্য রহিত (মৃততুল্য) হইয়াছে। অথবা মরণেও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। (এই সকল ঘটনার অবশ্যম্ভাবিত্ব জানিয়াই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা অভূত হইলেও ভূতপূর্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।) হে প্রভো! যদ্যপি আপনি এতাদৃশ আচরণ না করিতেন, তবে ছোট বড় সকলের পূজ্য হইতেন কিরূপে? এই প্রকার স্তব করিতে করিতে শ্রীব্রহ্মা নির্ভর প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত ব্রজবাসীকে প্রণাম করিতেছেন। 'অর্কম্'—অর্ক নামক বৃক্ষ বিশেষ যাহা একান্ত নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ ভগবৎপূজার অযোগ্য বলিয়া বৈষ্ণবগণের অনাদরণীয়। এই ব্রজমধ্যে সেই অর্ক বিশেষকেও আমি প্রণাম করি। অধিক কি বলিব, এই ব্রজের স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই প্রণাম করি। এইজন্য আমি পূর্বে প্রার্থনা করিয়াছি—'সেই দিনই নিজ জীবন কৃতার্থ মনে করিব, যে দিন আপনার এই গোকুলের গভীর অরণ্য মধ্যে যে কোন (তৃণ গুল্মাদি) জন্মলাভ করিব।' সুতরাং আমার এই প্রার্থনানুসারে এখানের অর্কবৃক্ষও আমার পূজ্য এবং আমা হইতেও অধিকতর আপনার কৃপাভাজন বলিয়া মহিমান্বিত। অতএব ইহার মত জন্মলাভ যোগ্যতা আমার নাই। এইজন্য তাহা হইতেও অল্পতর কোন কিছু জন্ম প্রার্থনা করিয়াছি। এইপ্রকার প্রণাম-সংখ্যাতে অতৃপ্তিবশতঃ কল্পকাল পর্যন্ত ব্যাপিয়া প্রণাম নিমিত্ত বলিলেন—'আকল্প'।

সারশিক্ষা

১০৬। শ্রীকৃষ্ণ আপনার দ্বেষকারীকে মুক্তি দান করেন, ইহা তাঁহার অচিন্ত্য কারুণ্যস্বভাব ভিন্ন অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। এইপ্রকার ভগবদ্দ্বেষে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও দ্বেষীর্থই যদি তাঁহার নামকীর্তন বা স্মরণ করেন, তাহা হইলেও তিনি সুরাসুরাদিরও দুর্লভ মুক্তি দান করিয়া থাকেন। আর সম্যক্ ভক্তিমানকে যে তাহা হইতেও কোন বিশিষ্ট ফল দান করেন, তাহা কি বলিতে হইবে? কিন্তু তাঁহার অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ এতাদৃশ মুক্তিদাতৃত্ব শক্তির বিকাশ নাই। এইজন্যই বলিয়াছেন, অখিল শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্যতম কারুণ্যশক্তির বিকাশ, যাহা অন্য শ্রীভগবৎস্বরূপে কখনও দৃষ্ট হয় না।

১০৭। ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ,
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। এই ধরণী অদ্যই ধন্যা হইতেছেন। কারণ, ইঁহার তৃণ-গুল্মাদি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া এবং বৃক্ষলতাসকল ফলপুষ্প প্রদানের সময় আপনার করস্পর্শ দ্বারা কৃতার্থ হইতেছে। আর নদী, গিরি, পক্ষী ও মৃগাদি পশুকুল আপনার সদয়-অবলোকনে ধন্য হইতেছে। এমন কি যাহা লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় আপনার সেই ভুজ-বন্ধনরূপ আলিঙ্গন পাইয়া গোপীগণ ধন্যা হইতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৭। এবং সামান্যেন ব্রজভূমেস্তদ্‌বাসিনাঞ্চ মাহাত্ম্যং সংকীর্ত্যাধুনা শ্রীভগবদ-ভীষ্টোত্তমতরমেব বলরামং মত্বা শ্রীপরীক্ষিদেকেনৈব শ্লোকেন সর্বেষামেব তেষাং নামাদি-বিশেষেণ সংক্ষেপতঃ সৌভাগ্যাতিশয়মগায়ৎ। তথা হি—পৌগণ্ডে গোপালন-লীলয়া বৃন্দাবনে সর্বতঃ সঞ্চরন্ শ্রীভগবান্ তত্রত্যসদ্‌গুণাতিরেকেণ পরমহৃষ্টোঽথ তদ্‌বর্ণনোৎসুকস্বমহিমশ্লাঘাদোষদৃষ্ট্যা লজ্জয়া। চাত্মানং পরিহৃত্য লোকে জ্যেষ্ঠ-সম্মাননধর্মং প্রবর্তয়ন্নিব নিজাগ্রজং শ্রীবলরামং লক্ষীকৃত্যাহ—ধন্যেয়মিতি (শ্রীভা ১০।১৫।৮)। ইয়মনাদিকালতোঽনুবর্তমানা তদীয়বিচিত্র-বিভূত্যবতারগণবিভূষি-তাপি ধরণী পূর্বং ত্বয়া বরাহরূপেণোর্দ্ধৃতা রমিতা চ, সদা শেষরূপেণ শিরসি ধার্য-মাণাপি অদ্যৈব ধন্যা পরমসৌভাগ্যবতীজাতা। যদ্বা, ভক্তিলক্ষণ-ধর্মো ধনং, ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণা। 'ধর্ম ইষ্টং ধনং পুংসাম্' (শ্রীভা ১১।১৯।৩৯) ইতি। 'ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' (শ্রীভা ১১।১৯।২৭) ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। ততশ্চ তুচ্ছীকৃত-চতুর্বর্গক-প্রেমসম্পদ্‌যুতা বভূবেত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চ্য দর্শয়তি—অস্যাস্তৃণানি বীরধশ্চ গুল্মানি ধন্যাঃ, ন তু স্বর্গাদিস্থিতাঃ। যতঃ শ্রীমথুরায়ামবতীর্ণস্য নন্দব্রজে গোপালকস্য সতস্তব শাদৌ স্পৃশন্তীতি তথা ; এতচ্চ ধরণ্যাস্তৃণ-বীরুধামপি ধন্যত্বে কারণম্। অদ্যেত্যস্য সর্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। ততশ্চ শ্রীরঘুনাথাদিরূপেণ দণ্ডকারণ্যাদিবিহারে পাদস্পর্শং প্রাপ্তা অপি ধরণ্যাদয়োঽদ্যৈব ধন্যা ইত্যর্থঃ। যদি চ ইয়মিতি পদং লিঙ্গবিভক্তিব্যত্যয়েন ধন্যেতিবদ্‌যথাযোগ্যং সর্বত্রানুবর্ত্যেত, তদা, ইমা ইতি সাক্ষাদ্বর্তমানা অঙ্গুলিনির্দেশা-দিনা দর্শ্যমানা বৃন্দাবনগতাস্তৃণাদয়ো জ্ঞেয়াঃ ; এতা এব ধন্যা নান্যত্রত্যা ইত্যর্থঃ।

ততশ্চাদ্যেঽতিপৌগণ্ডবয়োঽতিরেকাভির্ব্যঞ্জনেন বিচিত্রগোপাললীলয়া সর্বতঃ সঞ্চারেণ কিঞ্চিদ্রসবিশেষাবিষ্করণেন চ পূর্বকালাপেক্ষয়াধুনা ধন্যত্বং সম্পন্নমিতি। দ্রুমা লতাশ্চ ফলপুষ্পাদিগ্রহণেন ভূষণাদ্যর্থপত্রপল্লবাদিচ্ছেদেনেন চ তব করজৈর্নখৈরভিমৃষ্টাঃ সংস্পৃষ্টাঃ সন্তো ধন্যাঃ। নদ্যঃ শ্রীযমুনাদ্যাঃ, অদ্রয়ঃ শ্রীগোবর্ধনাদয়ঃ, খগাঃ ময়ূরাদয়ঃ, মৃগাশ্চ কৃষ্ণসারাদ্যাঃ, তব সদয়ৈরবলোকৈর্ধন্যাঃ। যদ্যপি ধরণ্যাদিষু, সর্ব্বেষ্বপি পরমদয়ালোস্তস্য সদয়াবলোকাঃ সন্ত্যেব, তথাপি নদ্যদ্রিষু বিশেষতস্তদুক্তির্জলপানাবগাহন-শিখরারোহণ-গুহাশয়নাদিবিচিত্রবিহারসম্পত্ত্যভিপ্রায়েণ সম্ভবত্যেব, যদ্বা, নদী-শ্রেষ্ঠায়াং প্রিয়তমায়াং শ্রীযমুনায়ামদ্রিরাজে চ হরিদাসবর্যে শ্রীগোবর্ধনে তত্তৎসাহচর্যেণান্যনদনদীশর্বতাদিষ্বপ্যনুগ্রহবিশেষতো ঘটত এব। খগমৃগেষু চ তত্তজ্জাতি-স্বভাবেন সদা ভগবচ্চরণারবিন্দসন্নিকর্ষাভাবাৎ কেবলং কৃপাদৃষ্টীনামেব প্রাধান্যাত্তথোক্তিঃ। অথবা, দয়াসহিতৈরবলোকৈরিতি দয়া-শব্দেন শিখণ্ডাদিগ্রহণ-কোমলকরস্পর্শমধুরাহ্বানাদিকারুণ্যচেষ্টিতমপি খগমৃগেষূহ্যম্। তথা যদ্যপি পাদস্পর্শোঽপি দ্রুমলতানদ্যদ্রিষু সম্ভবতি, তথাপি সুন্দর-সল্লক্ষণযুক্তানি পাদচিহ্নানি ভূপ্রদেশ এব সম্যগুদয়ন্ত ইত্যতো ধরণ্যা এব বিশেষতঃ পাদস্পর্শসৌভাগ্যোক্তিঃ। তৃণবীরুধাঞ্চ হ্রস্বত্বাদ্যথা পাদস্পর্শসৌভাগ্যং সম্পদ্যতে, ন তথা অন্যদিতি। প্রাধান্যাত্তাসু তস্যৈব বিশেষোক্তিঃ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। অথ বিচিত্রমধুরলীলয়া পাল্যমানানাং গবাদীনাং সহচরাণাঞ্চ গোপানাং সৌভাগ্যবর্ণনং ক্রমপ্রাপ্তমপি স্ফুটতরত্বাদ্বর্ণয়িত্বা ধন্যতাবর্ণনেন হৃদয়াক্রান্তপরমমহাধন্যগোপীগণপ্রেমাকৃষ্টচেতাঃ সর্বতোঽধিকতয়া তদীয়সৌভাগ্যসম্পত্তীঃ সঙ্কীর্তয়তি—গোপ্য ইতি। ইয়মিত্যস্যানুবৃত্তেঃ পূর্বোক্তরীত্যা ইমা গোপ্য ইতি সদা হৃদ্গতত্বাদপরোক্ষতা। তথোক্তিশ্চ মাথুরব্রজবর্তি-শ্রীগোপীগণব্যতিরিক্ত-গোপালীব্যবচ্ছেদার্থা। শ্রীরপি যৎ-স্পৃহা যস্মৈ স্পৃহয়তি কেবলমিত্যর্থঃ। তেন ভুজয়োরন্তরেণ শ্রীবক্ষসা গোপ্যো ধন্যাঃ, ধরণ্যাদীনাং গোপ্যন্তানাং জাত্যাদিতারতম্যেন পাদস্পর্শাদিসৌভাগ্যলাভে পূর্বপূর্বত উত্তরোত্তরেষামাধিক্যং বোদ্ধব্যম্। অতঃ সর্বেভ্যো গোপীষ্বেবাধিক-ধন্যতা পর্যবস্যতি। যদ্বা, গোপ্যোঽপীতি অন্তরেণাপীতি বা অপিশব্দেনান্বয়ঃ। তদ্বলাচ্চ পাদস্পর্শন-করজাভিমর্শনসদয়াবলোকৈরপি, বিশেষতো বক্ষসালিঙ্গনাদিনা চ তা এব পরম-মহাধন্যা ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং সর্বথা সর্বশ্রেষ্ঠ্যমেতাসাং স্বতঃসিদ্ধমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। এইরূপ সামান্যরূপে ব্রজভূমির ও ব্রজবাসীর মাহাত্ম্য সংকীর্তন করিয়া অধুনা শ্রীভগবানের অভীষ্টতম (যাহা শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান

বলিয়াছিলেন) শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ একটি শ্লোকে সংক্ষেপ পূর্বক তাঁহাদের (নামাদি বিশেষের সহিত) সৌভাগ্যাতিশয় গান করিয়াছিলেন। যথা, পৌগণ্ড বয়সে গোপাল লীলায় শ্রীভগবান বৃন্দাবনের সদ্‌গুণাতিরিকে পরম হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেই সকল শোভা বর্ণনচ্ছলে নিজ মহিমা প্রকাশিত হয় বলিয়া দোষদৃষ্টিবশতঃ লজ্জিত হইয়া নিজের কথা পরিহার করতঃ জ্যেষ্ঠ সম্মানন ধর্ম প্রবর্তন করিবার জন্যই যেন নিজাগ্রজ শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, এই ধরণী অনাদিকাল হইতে অনুবর্তমানা এবং আপনার বিচিত্র বিভূতি ও অবতারগণে বিভূষিতা হইয়াও অর্থাৎ পূর্বে বরাহরূপে আপনা-কর্তৃক উদ্ধৃতা ও রমিতা হইয়াছিলেন এবং শেষরূপে মস্তকে ধার্যমানা হইয়াও যেন অদ্যই ধন্যা—পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন অথবা ধন্যা বলিতে ভক্তিলক্ষণ (ধন) ধর্মযুক্তা হইয়াছেন। যেহেতু, ভক্তিলক্ষণ ধর্মকেই ধন বলা হয়। আর এই ভক্তিও প্রেমলক্ষণা। অতএব ''ধর্ম পুরুষদিগের ইষ্টধন।'' এইজন্য ''যাহা আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, তাহা ধর্ম বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে।'' এই ভগবদুক্তি অনুসারে যাহা হইতে চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) তুচ্ছীকৃত হয়, সেইরূপ প্রেমসম্পত্তিযুক্তা হইয়া এই ধরণী অদ্যই ধন্যা হইতেছেন। তাহাই বিস্তার করিতেছেন, ইহার তৃণ ও গুল্মাদি ধন্য, স্বর্গাদিস্থিত তৃণাদি ধন্য নহে। কারণ, ইহারা (শ্রীমথুরায় গোপালরূপে অবতীর্ণ এবং নন্দব্রজে গোপালন লীলায়) আপনার পদ-স্পর্শ করিতেছে ; অপিচ ধরণীর তৃণ-গুল্মাদিরও ধন্যত্বের ইহাই কারণ! কিন্তু শ্রীরঘুনাথাদিরূপে দণ্ডকারণ্যাদি বিহারে পদস্পর্শ প্রাপ্ত হইলেও ধরণী আদি এতাদৃশ ধন্য হয়েন নাই, অদ্যই ধন্য হইতেছেন। যদিও 'ইয়ম্'—পদ লিঙ্গ ও বিভক্তির ব্যত্যয়ে 'ধন্যেতিবৎ' যথাযোগ্যরূপে সর্বত্র প্রবর্তিত হইতে পারে, তথাপি এই বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ বিদ্যমান-হেতু এবং অঙ্গুলি নির্দেশাদি দানের দ্বারাই বৃন্দাবনগত তৃণাদিই বুঝিতে হইবে। অতএব এই বৃন্দাবনের তৃণাদি ধন্য, অন্যত্র নহে। আরও বিশেষ এই যে, তিনি আদ্য পৌগণ্ডদশা অতিক্রম করিয়াছেন এবং বিচিত্র গোপালন লীলাদ্বারা সর্বত্র সঞ্চরণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ রসবিশেষ আবিষ্কার করিয়া পূর্বা-কালাপেক্ষায় অধুনা ধন্যত্ব সম্পন্ন করিতেছেন। অতএব অদ্যই আপনার পদস্পর্শে পৃথিবী ও তাহার তৃণ-গুল্মাদি ধন্য হইয়াছে, পুষ্পাদি চয়নকালে আপনার করাগ্র-স্পর্শে বৃক্ষ-লতাদি কৃতার্থ হইয়াছে! তথা শ্রীযমুনাদি নদীসকল, শ্রীগোবর্ধনাদি পর্বতসকল, ময়ূরাদি পক্ষিসকল, কৃষ্ণসারাদি মৃগসকল আপনার সদয় অবলোকনে ধন্য হইতেছে। যদিও পরম দয়ালুত্ব-হেতু ধরণী আদির প্রতি স্বতঃই সদয় দৃষ্টিপাত আছে, তথাপি নদী ও পর্বতাদির প্রতি বিশেষরূপে সদয় দৃষ্টিপাত আছে। কারণ, নদীতে জলপান, অবগাহন এবং পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ ও গুহায় শয়নাদি-

রূপ বিচিত্র বিহার সম্পন্ন হয়, এইজন্যই শ্রেষ্ঠতা। অথবা নদীশ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা শ্রীযমুনা, অদ্রিরাজ হরিদাসবর্য শ্রীগোবর্ধন, ইহাদিগের সাহচর্যেই অন্যান্য নদ, নদী ও পর্বতাদির প্রতি অনুগ্রহবিশেষ সংঘটিত হইয়া থাকে। যদিও খগ-মৃগগণের তত্ত্বৎ-জাতিস্বভাবের জন্য সদা ভগবচ্চরণারবিন্দ-সন্নিকর্ষের অভাব হইয়া থাকে, তথাপি কেবল কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, এইজন্য সদয়দৃষ্টিপাতের প্রাধান্য জানিতে হইবে। অথবা দয়াসহিত অবলোকন বলিতে দয়া-শব্দে শিখণ্ডাদি গ্রহণ জন্য কোমল করস্পর্শ ও মধুরস্বরে আহ্বানাদিরূপ কারুণ্যচেষ্টাদিও হইতে পারে। যদিও পদস্পর্শ বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী ও পর্বতাদিতেও সম্ভব হইতে পারে, তথাপি সুন্দর সল্লক্ষণযুক্ত পদচিহ্ন কেবল ভূপ্রদেশেই সম্যক্‌রূপে উদয় হইয়া থাকে। এইজন্যই ধরণীর বিশেষ পদস্পর্শ-সৌভাগ্য বলিলেন। তৃণ-গুল্মাদি স্বভাবতই খর্বাকৃতি, এজন্য তাহাদের পদস্পর্শ সুলভ, কিন্তু দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষাদির তদ্রূপ সুলভ হয় না। এইপ্রকারে পাদস্পর্শের প্রাধান্য-হেতু ইহাদিগের বিশেষ বলিলেন। অনন্তর বিচিত্র মধুর লীলায় পাল্যমান গাভীসকলের এবং সহচর গোপগণের সৌভাগ্যবর্ণন পর্যায়রূপে ক্রমপ্রাপ্ত হইলেও স্ফুটতররূপে বর্ণন না করিয়া গোপী-গণের ধন্যতা বর্ণনে হৃদয় আক্রান্ত হওয়ায় অর্থাৎ পরমমহাধন্য গোপীগণের প্রেমে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সর্বতো অধিকরূপে তাঁহাদের সৌভাগ্যসম্পত্তি সংকীর্তন করিতেছেন—'গোপ্য' ইত্যাদি। (পূর্বোক্ত 'ইয়ম্'—পদটির অনুবৃত্তিতে 'ইমা গোপ্য' ইত্যাদি বলিলেন)—'এই গোপীগণ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই গোপীগণের স্মৃতি মূর্তরূপে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিদ্যমান বলিয়া সাক্ষাৎকারবৎ (অপরোক্ষ-বৎ) অনুভূতি।' এই উক্তি দ্বারা মাথুর ব্রজস্থিত শ্রীগোপীগণ-ব্যতিরিক্ত অন্য গোপালিগণের ব্যবচ্ছেদ হইল। যাহা শ্রীলক্ষ্মীও স্পৃহা করেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারে নাই ; অতএব গোপীগণ শ্রীলক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় ভুজযুগলের অন্তর অর্থাৎ বক্ষঃস্থল স্পর্শদ্বারা ধন্যা হইতেছেন। এযাবৎ (ধরণীকে লক্ষ্য করিয়া গোপীগণ পর্যন্ত) যাহা বলা হইল, তাঁহারা সকলে শ্রীচরণস্পর্শপ্রাপ্ত হইলেও পদস্পর্শজনিত সৌভাগ্যলাভ পূর্ব পূর্ব হইতেও উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। এইজন্য সকলের অপেক্ষা গোপীগণই অধিক ধন্যতায় পর্যবসিত হইলেন। অথবা বলপূর্বক পদস্পর্শন, করদ্বারা অভিমর্শন (নখাঘাতাদি) ও সদয়াবলোকন, এই ত্রিবিধরূপে স্পর্শ অপেক্ষাও বক্ষঃস্থলস্পর্শে আলিঙ্গনাদিপ্রাপ্ত গোপীগণই মহাধন্য জানিতে হইবে। অতএব সর্বথা সর্বশ্রেষ্ঠ গোপীগণের পরমধন্যতা স্বতঃই সিদ্ধ হইল।

১০৮। **বৃন্দাবনঃ সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং,**
যদ্দেবকীসুত-পদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং,
প্রেক্ষ্যদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥

মূলানুবাদ

১০৮। হে সখি! এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমণ্ডলের কীর্তি বিস্তার করিতেছেন। কেননা, এই শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলের সংস্পর্শে সুশোভিত। শ্রীগোবিন্দের মেঘমন্দ্র বেণুনাদ শ্রবণে প্রেমোন্মত্ত ময়ূরগণের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী সমুদয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে গোবর্ধনের সানুদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৮। ইত্থং শ্রীগোপিকামাহাত্ম্যবিশেষবর্ণনেন গোপীভাবং প্রাপ্তোঽসৌ রাজা অধুনা সবিশেষং সর্বেষামেব মাহাত্ম্যং প্রত্যেকং বিস্তার্য বর্ণয়ামাস। তত্রাদৌ শ্রীবৃন্দাবনস্য, তথাহি শ্রীমদবৃন্দারণ্যপ্রবিষ্টস্য শ্রীভগবতঃ সর্বভূতমনোহরং বেণুনাদং ব্রজগৃহমধ্যে নিশম্য পরমপ্রেমরসাপ্লবেন বিচিত্রং মিথোঽমুং বর্ণয়ন্তীনাং শ্রীগোপীনাং মধ্যে কাশ্চিদাহুঃ—বৃন্দাবনমিতি (শ্রীভা ১০।২১।১০)। হে সখি শ্রীরাধে! বৃন্দাবন-মিদং ভুবো ভূর্লোকস্য কীর্তিং মাহাত্ম্যং স্বর্গাদপি ; যদ্বা, সর্বেভ্যো লোকেভ্যো লোকাতীতেভ্যোঽপি বিশেষেণ তনোতি বিস্তারয়তি। যদ্‌যতঃ যদ্‌বৃন্দাবনমিতি বা। দেবকীসুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্ম্যঃ সর্বাঃ শোভাঃ সম্পদো বা যেন তৎ ; সকল-বিলক্ষণ-সুলক্ষণ-শ্রীমৎপাদপাতৈস্তথা তত এব সর্বেষাং ভূগতানাং জনানাং চতুর্বর্গচিন্তামণি-দুর্লভতরভক্তিযোগসুখসম্পত্ত্যা চ। অত্র চ পদাম্বুজাভ্যা-মেব, ন তু তৎপাদুকাভ্যামিত্যনেন তথাম্বুজরূপকেণ চ পরমসুকুমারতয়া দুর্ঘটস্যাপি তৎস্পর্শস্য লব্ধ্যা কূর্পকণ্টকাদিসম্বন্ধবত্যা অপি বৃন্দাবনভূমেঃ পরমং সৌভাগ্য-মুদ্দিশ্যতে। যদ্যপি স্বর্গাদিষ্বপি শ্রীবিষ্ণ্বাদয়ো বিরাজন্তে, তথাপি তে অস্যাবতারা এব। এষ তু দেবকীনন্দনোঽবতারীত্যস্যাতিমহিমা ; কিঞ্চ, গোবিন্দস্য বেণুমনু বেণুনাদং শ্রুত্বা অনন্তরং মন্দ্রগর্জিতং নীলমেঘং তং মত্বা যে ময়ূরাস্তেষাং নৃত্যং প্রেক্ষ্য সংঘশস্তত্র তত্রাদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি ময়ূরেতরাণি সমস্তানি সত্ত্বানি যস্মিন্ তৎ অথবা অহো! কিং বক্তব্যমন্যৎ ইতি, যতঃ শ্রীবৈকুণ্ঠা-দপি বিতনোতি ইতি, বি-শব্দোক্তং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়ন্তি—গোবিন্দেতি। গবামিন্দ্রঃ গোবিন্দ ইতি গো-গোপ-গণসহ-ক্রীড়ারসিক-বর্হাপীড়গুঞ্জাবতংস—কদম্বমালাদি-

বন্যবেষ-বিভূষিত-শ্রীনন্দনন্দনো লক্ষ্যতে। শ্রীহস্তবর্তি-বেণুশ্চাত্যন্ত-প্রিয়সঙ্গিতয়া সাক্ষাদুক্ত এবাস্তি। তত্র শ্রীগোবিন্দত্বানপেক্ষয়াপি স্বর্গাদিভ্যো ভুবঃ কীর্তিরবতারিণস্তস্য কেবলং পদাম্বুজ-সম্বন্ধেনৈব সিধ্যতীত্যাদৌ দেবকীসুতেতি নির্দেশঃ। তস্য হি দেবকীসুতত্বেঽপ্যবতারিত্বং প্রসিদ্ধমেব। লব্ধলক্ষ্মীতি চ কদাচিৎ কেনাপি হেতুনা স্বর্গাদিষু গতেঽপ্যস্মিন্ এতাদৃশ-লক্ষ্মীলাভস্তেষাং নাস্তীতি দ্যোতয়তি। তত্র পারমৈশ্বর্য-প্রাকট্যেন সাক্ষাৎপাদাম্বুজস্পর্শবিশেষলাভাসম্ভবাৎ। যদ্যপি তাসাং সর্বজ্ঞানামপি গোপিকানাং পরমপ্রেমভর-স্বভাবেন কেবলং শ্রীযশোদানন্দনত্বেনৈব সদা ভগবান্ পরিস্ফুরতি, তথাপ্যুক্তাভিপ্রায়েণ প্রথমং দেবকীসুতত্বেনোক্তিঃ। অতএব তস্যাঃ প্রসূতিমাত্রাপেক্ষয়া সুতেতি নির্দেশঃ। গোবিন্দস্য বেণুমনুলক্ষীকৃত্য তং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, তদ্বাদনানন্তরং বেণুকারিতঞ্চ সর্বেষু ময়ূরাদিষু যথাসম্ভবমেবং বিবেচনীয়ম্। দূরাৎ তদ্গীতামৃতকণামাত্রপ্রথমপানেন মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং যস্মিন্ তৎ ; যদ্বা গোবিন্দস্য বেণোর্মনুর্মন্ত্রঃ পরমমোহনশব্দাত্মকঃ, তেনৈব মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং যস্মিন্ ; কিংবা গোবিন্দবেণুমনুর্যস্মিন্নিতি পৃথক্ পদম্। অতএব মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং যস্মিন্নিতি হেতু-হেতুমদ্ভাবন্যায়েন বেণুমনুরেব তত্র তত্র হেতুরিত্যায়াতি। তথা তৎপ্রতিনাদেনৈব প্রেক্ষ্যাঃ পরমরমণীয়াঃ তদ্বেণ্বাকরত্বেন সর্বেষাং পরমাবলোকনীয়া বা অদ্রিসানবো যস্মিন্ তৎ ; তথা তৎপানেনৈব অবরতানি উপরতব্যাপারাণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি প্রাণিনো যস্মিন্ তৎ ; যদ্বা ; প্রেক্ষ্যঃ পরমসুন্দরঃ প্রেম্ণা ব্রজজনৈঃ সদা দৃশ্যো বা অদ্রেঃ শ্রীগোবর্ধনস্য সানুঃ শিখরপ্রদেশো যস্মিন্, শ্রীগোবর্ধন-পূজায়াং শৈলোঽস্মীতিবদতা শ্রীভগবতা তদ্বলিবর্গভোজনসময়ে পরমলীলয়োপবিশ্যাক্রান্তত্বাৎ। কিঞ্চ, অবরতে নিবৃত্তে অন্যে রজস্তমসী যস্মাৎ তাদৃশং বিশুদ্ধং সমস্তং সম্পূর্ণং সত্ত্বং সত্ত্বগুণো যস্মিন্, তরুলতাদীনামপি সাত্ত্বিকভাবাপত্তেঃ ; তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩৫।৯)—'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুৎ, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ, প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥' ইতি। শ্রীবৈকুণ্ঠে শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিস্তু 'প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ, সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ' (শ্রীভা ২।৯।১০) ইতি দ্বিতীয়-স্কন্ধোক্তেঃ। অস্যার্থঃ—'তয়োস্তাভ্যাং রজস্তমোভ্যাং মিশ্রঞ্চ সত্ত্বং যত্র বৈকুণ্ঠে নাস্তি, কেবলং বিশুদ্ধং সত্ত্বমেবেতি, যদ্যপি মায়িকত্বাৎ সত্ত্বগুণস্যাপি সম্বন্ধো বৈকুণ্ঠে ন ঘটত এব, 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে' (শ্রীভা ২।৯।১০) ইতি তত্রৈবাগ্রে উক্তত্বাৎ, তথাপি শুদ্ধসাত্ত্বিকদেবাদিবৎ বৈকুণ্ঠবাসিনামপি ব্যবহারাদি-দর্শনাদুপচর্যতে' ইতি। এবং শ্রীবৈকুণ্ঠেন সাম্যমাধিক্যঞ্চ গোবিন্দবেণুমন্বিত্যাদিনা স্পষ্টং দর্শিতমেব। অথবা প্রেক্ষ্যাদ্রীতি ছেদঃ। প্রেক্ষ্যাদ্রয়ঃ শ্রীগোবর্ধনাদ্যা যস্মিন্, তৎ-সানবঃ পর্বতোপরিতনোচ্চপ্রদেশাঃ ; বেণুনাদজমোহেন স্থানে স্থানে সঙ্খশ উপর্যুপরি পতনেন সানব ইব সানবঃ সানুবদ্ভূতানি ; কিংবা বেণুনাদ-শ্রবণ কৃষ্ণ-দর্শনার্থং তত্র তত্র যূথশঃ স্থিতানি বিরতান্য-

সমস্তক্রিয়াণি সত্ত্বানি সর্বপ্রাণিনো যস্য। যদ্যপি তচ্ছ্রবণানন্দভরেণ সর্বেষামপি বহিঃ সর্বব্যাপারোপরম এব ঘটতে, তথাপি ভগবদ্ভক্তেরেব বেণুবাদ্যস্য বিলাসবৈচিত্র্যা ময়ূরাণাং মত্ততয়া নৃত্যম্ ; অন্যেষাঞ্চ তচ্ছ্রবণভগবদ্দর্শনাপেক্ষাদিকং জাতম্, তথৈব হি পরমানন্দ-চরমকাষ্ঠাসম্পত্তিঃ, তচ্চ পূর্বমুক্তমেবাস্তি। এবং সত্যয়মপ্যর্থো বিতর্ক্যঃ—স্বস্বসেবাং সাক্ষাদপয়িতুমিব সানুষু উচ্চতরস্থানেষু স্থিতানি অবরতানি অবধানেন রতানি মধুর কূজিতাদি নিজনিজসেবায়াং প্রীত্যা সক্তানি, কিংবা সানুতিঃ আবোহবনম্ অত্যুচ্চতয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনং কারয়ন্তির্বিরহতাপাদি (বিরহময়াদি) দুঃখা-দ্রক্ষণং যেষাং তানি, তথা সান্ববানি চ তানি রতানি চ নিজনিজব্য পারসেবায়াং কৃষ্ণে বাহনুরক্তানি অন্যানি সমস্তানি সর্বাণি সত্ত্বানি কোকিলাদীনি যস্মিন্, তেষাং যথা-সম্ভবং সর্বেষামেব সেবোহ্যা। তত্র চ চঞ্চল-হিংস্রাদীনান্তু দুষ্টানাং তত্রদ্দোষত্যাগ এব সেবা ; অথবা কিং কল্পনাবাহুল্যেন? মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্য গোবিন্দবেণুমিতি যোজনীয়ম্। ততশ্চায়সর্থঃ—বর্হিবর্হাবতংসস্য ময়ূরপ্রিয়স্য শ্রীভগবতো বনে-হপ্রবেশমাত্রেণ নিজপিঞ্ছাবচয়ন-দর্শনেন চ প্রীত্যা প্রথমং মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং, তৎ প্রেক্ষ্য হর্ষেণ গোবিন্দবেণুঃ গোবিন্দেন বেণুর্বাদিত ইত্যর্থঃ। তমনু অদ্রিসানুষু অবর-তানি বিরতানি অন্যানি শ্রীভগবদ্দর্শন-বেণু-শ্রবণ-ব্যতিরিক্তাশেষপ্রয়োজনানি যেষাং তথাভূতানি সমস্তসত্ত্বানি যস্মিন্ ; সর্ববাচক-সমস্ত-শব্দেন ময়ূরা অপি গৃহ্যন্তে। ততশ্চ তেষামাদৌ শ্রীভগবদ্রূপদর্শনানন্দেন মত্ততয়া নৃত্যম্, পশ্চাদ্বেণু-নাদশ্রবণেনান্যেষামিব সর্বোপরমলক্ষণা প্রেমমূর্চ্ছা জাতেতি জ্ঞেয়ম্। এতাদৃশঞ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠেঽপি নাস্তীতি শ্রীবৃন্দাবনতো ভূমেঃ কীর্তিবিস্তর ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। এইপ্রকারে শ্রীগোপিকামাহাত্ম্য বিশেষ বর্ণনদ্বারা গোপীভাবপ্রাপ্ত সেই রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ অধুনা সবিশেষ অর্থাৎ প্রত্যেকের মাহাত্ম্য বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্‌বৃন্দারণ্য-প্রবিষ্ট শ্রীভগবানের সর্বভূত-মনোহর বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থ গৃহমধ্যবর্তি শ্রীগোপীগণ পরম প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া পরস্পরের মধ্যে কোন গোপী বলিতেছেন, হে সখি শ্রীরাধে! এই বৃন্দাবন স্বর্গ হইতেও ভূলোকের কীর্তি বিস্তার করিতেছেন। অথবা সর্বলোক ও লোকাতীত বৈকুণ্ঠাদি হইতেও এই ভূলোকের কীর্তি বিশেষরূপে বিস্তার করিতেছেন। যেহেতু, ইহার নাম শ্রীবৃন্দাবন (বৃন্দস্য-সমূহস্য, অবনং-রক্ষণং পালনং যস্মাৎ তৎ বৃন্দাবনং। ইনি সকলকে পালন করেন, রক্ষা করেন, এমনকি স্বয়ং ভগবানকেও) কিংবা এই শ্রীবৃন্দাবন দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল হইতে লক্ষ্মী সর্বশোভাসম্পদ লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ববিলক্ষণ ও সুলক্ষণ শ্রীমদ্‌পদাম্বুজযুগল সর্বত্র পাতন-হেতু ভূলোকস্থ জন সকলের চতুর্বর্গ-চিন্তামণিস্বরূপ দুর্লভতর ভক্তিযোগ সুখসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

এস্থলে 'শ্রীমদ্‌পদাম্বুজযুগল' বলায় তাঁহার পাদুকাদ্বয় নহে বুঝিতে হইবে। আর 'অম্বুজ'-রূপকেও তাঁহার শ্রীপদযুগলের পরম সুকুমারতা সূচিত হইয়াছে। এইজন্য বৃন্দাবনভূমির কঙ্কর ও কণ্টকাদি স্পর্শ দুর্ঘট হইলেও তাঁহার শ্রীচরণকমলের স্পর্শানুভবানন্দে উহারা নবনীতবৎ কোমল হয়, সুতরাং ঐ কণ্টকাদি সম্বন্ধেও শ্রীবৃন্দাবনের পরম সৌভাগ্য সূচিত হইল। যদ্যপি স্বর্গাদিতেও শ্রীবিষ্ণু বিরাজিত আছেন, তথাপি তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতার আর এই দেবকীনন্দন অবতারী ; এই নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের অধিক মহিমা। আরও বলিতেছেন, এই বৃন্দাবনে গোপালনরত শ্রীগোবিন্দের বেণুনাদ শ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ূরগণ মৃদুমন্দ্র গর্জন সমন্বিত নবনীল মেঘ বিবেচনা করিয়া পরমানন্দে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রেমোল্লাসে পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকিলে উহাদিগের নৃত্য দেখিয়া বনের অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী স্ব স্ব কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া দলে দলে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত হইয়া বিস্মিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন ও ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিতে থাকে। অথবা অহো! কি আর অধিক বলিব, এই সুখময় বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ হইতেও বিশেষরূপে এই পৃথিবীর কীর্তি বিস্তার করিতেছেন। মূলের 'বিতনোতি' শব্দোক্ত 'বি'-পদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন—'গোবিন্দ' ইত্যাদি। 'গবামিন্দ্র' বা গোবিন্দ-পদে গো-গোপগণসহ ক্রীড়ারসিক অর্থাৎ বর্হাপীড়-গুঞ্জাবতংস ও কদম্বমাল্যাদি বন্যবেশ বিভূষিত শ্রীনন্দনন্দনই লক্ষিত হইতেছেন। শ্রীহস্তস্থিত বেণু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়সঙ্গী বলিয়া সাক্ষাৎ উক্ত হইয়াছে। এখানে মহামাধুর্যধর্মী শ্রীগোবিন্দত্ব অপেক্ষা না করিয়াই কেবল শ্রীদেবকীনন্দনের অবতারিত্ব দ্বারাই স্বর্গাদি হইতেও পৃথিবীর কীর্তি কেবল পদাম্বুজ স্পর্শ-সম্বন্ধ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য প্রথমেই 'দেবকীসুত' বলিয়াছেন। যেহেতু, তাঁহার দেবকীসুতত্বেও অবতারিত্ব প্রসিদ্ধ। 'লব্ধলক্ষ্মী' পদের তাৎপর্য এই যে, কোন সময়ে যদিও এই শ্রীদেবকীনন্দন স্বর্গে পারিজাতাদি আনয়ন নিমিত্ত গমন করেন, তথাপি বৃন্দাবনের মত শ্রীপাদপদ্মের শোভাসম্পদ্ লাভ হয় না। কারণ, তথায় পরমৈশ্বর্য প্রকটন-হেতু সাক্ষাৎ পদাম্বুজ স্পর্শবিশেষ লাভ হওয়া অসম্ভব। যদ্যপি শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতাদিও গোপিকার পরম প্রেমরাশি-স্বভাবে কেবল শ্রীযশোদানন্দনত্বেই সদা পরিস্ফূরিত হইয়া থাকে, তথাপি উক্ত অভিপ্রায়েই প্রথমে দেবকীসুত বলিয়াছেন। অতএব শ্রীদেবকীর প্রসূতিমাত্র অপেক্ষায় 'দেবকীসুত'-শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দের মোহন বেণু মন্ত্রে আকর্ষিত হইয়াই তথায় আগমন এবং তাঁহার দর্শন! অথবা বেণুবাদন শ্রবণান্তর বেণুবাদনকারীর দর্শনে ময়ূরাদি সমস্ত প্রাণী যথাসম্ভব স্ব স্ব কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া থাকে। দূর হইতে বেণু-গীতের কণামাত্র প্রথমে কর্ণপুটে পান করিয়া মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতে থাকিলে, অথবা গোবিন্দের বেণুরব মন্ত্রবৎ পরম মোহন-শব্দাত্মক বলিয়া তাহার প্রভাবে মত্ত ময়ূরগণের নৃত্য

যেস্থানে, সেই গোবর্ধনাদি পর্বতের সানুপ্রদেশে, কিংবা শ্রীগোবিন্দবেণু ও মন্ত্র পৃথক পদ নহে বলিয়া মত্ত ময়ূরগণের নৃত্য যেস্থানে, শ্রীগোবিন্দের বেণুমন্ত্রও সেই স্থানে। অতএব হেতু হেতু সদ্ভাব ন্যায়ে ময়ূরের নৃত্যের হেতু বেণুমন্ত্র ; আর সেই বেণু-ধ্বনির পরম রমণীয় প্রতিধ্বনির আকর স্থান বলিয়া পর্বতের সেই সানুদেশও সকল প্রাণীর পক্ষে পরম অবলোকনীয়। তথা সেই বেণুগীতামৃত পানের দ্বারা উপরত ব্যাপার অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী পর্বতের সানুদেশে দাঁড়াইয়া আছে। অথবা পরম দর্শনীয় ও পরম সুন্দর বলিয়া ব্রজজনসকল প্রেমভরে যাঁহাকে নিরন্তর দর্শন করেন, সেই পর্বতরাজ শ্রীগোবর্ধনের শিখরপ্রদেশ যে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত এবং যে শ্রীগোবর্ধন পূজায় 'আমি শৈল' বলিয়া শ্রীভগবান স্বয়ং সেই সমস্ত পূজার উপহার ভোজন সময়ে পরমলীলাসমূহের প্রকটন দ্বারা যে শ্রীগোবর্ধনকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোবর্ধন যথায়, সেই শ্রীবৃন্দাবনই পৃথিবীর তিলকস্বরূপ। মূলের 'অবরতান্য সমস্ত-সত্ত্ব'—পদের 'অবরত' অর্থে নিবৃত্ত, 'অন্যে' বলিতে রজ-স্তম যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই প্রকার বিশুদ্ধ সত্ত্ব। 'সমস্ত' বলিতে সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব। অতএব যে স্থানে বৃক্ষ-লতাদিরও সাত্ত্বিকভাব দেখা যায়, সেই শ্রীবৃন্দাবন। যথা, দশমস্কন্ধে—"শ্রীবৃন্দাবনের লতা ও পাদপচয় শ্রীবিষ্ণু। অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও ভক্তবশ্যতা-হেতু এই সকল তরুলতা নিজ নিজ ভাব প্রকাশ করিয়াই যেন ভার-হেতু নম্র শাখা পুষ্প-ফলাঢ্য এবং প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে।" এই প্রকার শ্রীবৈকুণ্ঠেও শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি শুনা যায়। যথা, দ্বিতীয় স্কন্ধে—"বৈকুণ্ঠে কেবল বিশুদ্ধসত্ত্ব, তাহা কখনও রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হয় না বা তথায় গুণক্ষোভক কাল-বিক্রমও নাই।" অতএব বৈকুণ্ঠেও রজঃতম মিশ্রসত্ত্ব নাই, কেবল শুদ্ধসত্ত্ব। যদ্যপি মায়িকত্ব-হেতু সত্ত্বগুণেরও গন্ধ মাত্র নাই। কারণ, "মায়া অর্থাৎ যেখানে স্বয়ং মায়ারও প্রবেশ নাই। সেখানে মায়ার বৃত্তি গুণাদি কিরূপে থাকিতে পারে?" তথাপি শুদ্ধ সাত্ত্বিকোপম দেবতার মত বৈকুণ্ঠবাসীদের ব্যবহার দেখিয়া কখন কখন উপচার হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গুণসম্বন্ধশূন্য শুদ্ধসত্ত্ব। এইরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের সাম্য হইলেও 'গোবিন্দ বেণুমন্ত্র' প্রভৃতি দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রীবৃন্দাবনের অধিক মহিমা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। অথবা 'প্রেক্ষ্যাদ্রি' এই পর্যন্ত ছেদ দিয়া বলিলেন, যে বৃন্দাবনে দর্শনীয় শ্রীগোবর্ধনাদি পর্বত বিরাজমান আছেন এবং সেই গোবর্ধনের সানুদেশ (পর্বতোপরিস্থিত সমতল ক্ষেত্র-বিশেষ) সকলেরই দর্শনীয়। যেহেতু, সেই সানুপ্রদেশে বেণুনাদজ পরমানন্দ-মোহবশতঃ স্থানে স্থানে দলে দলে পতিত (উপর্যুপরি পতন-হেতু স্থাণুর মত) যাবতীয় প্রাণী শোভা পাইতেছে। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ আগত প্রাণীসকল সেই স্থানে যূথে যূথে (অন্যান্য সমস্ত কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া) নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যদ্যপি বেণুনাদ শ্রবণানন্দভরে সকলের সর্ব ব্যাপার উপরম প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তেরই বেণুবাদ্যের বিলাস-বৈচিত্র্য-হেতু মত্ত ময়ূরগণের নৃত্য দর্শন এবং অন্যের পক্ষে তাহার শ্রবণ জনিত শ্রীভগবদ্দর্শনের অপেক্ষাদি জাত হয়। এই প্রকার পরমানন্দ-পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত সম্পত্তির বিষয় পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত প্রকার অর্থ লাভ হইলেও অর্থান্তর প্রকাশের জন্য বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণী স্ব স্ব সেবা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অর্পণের জন্য পর্বত-সানু-দেশের উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়া মধুর কূজিতাদিরূপ নিজ নিজ সেবায় প্রীতির সহিত আসক্ত হইতেছে। কিংবা 'সানু' বলিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারীগণকে বিরহতাপাদি দুঃখ হইতে রক্ষা করেন। অতএব সেই সানুদেশস্থিত প্রাণীমাত্রেই ধন্য। তথা সেই সানুদেশবর্তি প্রাণিসকল উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতঃ একতান হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে এবং নিজ নিজ সেবা ব্যাপারে তাঁহার প্রতি আসক্তি-হেতু কোকিলাদি সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ সেবারসে নিমগ্ন আছে। আর শ্রীকৃষ্ণও যথাসম্ভব তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। তথায় চঞ্চল হিংস্র জন্তুদিগের নিজ নিজ দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগই তাহাদের সেবা বুঝিতে হইবে। অতএব কল্পনা বাহুল্যে প্রয়োজন কি? এইপ্রকারে ময়ূরের নৃত্য দর্শনের সহিত শ্রীগোবিন্দের বেণুবাদন লীলাদিও সংযোজনীয়। যথা—

বর্হাবতংস (ময়ূরপ্রিয়) শ্রীভগবান বনে প্রবেশমাত্র ময়ূরগণ পরমানন্দে পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া এবং নানাবিধ ভঙ্গী করিতে করিতে যখন নৃত্য করে, তখন ময়ূর-গণের পুচ্ছ খসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা পরমাদরের সহিত চূড়ায় ধারণ করেন। দেখিলে মনে হয় যেন, ময়ূরগণ নিজপিঞ্ছ অবচয়ন দর্শন করিয়া আরও আনন্দভরে মত্ত হইয়া প্রথমে নৃত্য আরম্ভ করিলে, শ্রীগোবিন্দ সেই নৃত্য দেখিয়া হর্ষভরে বেণুবাদন করেন এবং সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী স্ব স্ব কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া দলে দলে পর্বতের সানুদেশে দাঁড়াইয়া বিস্মিত লোচনে ঐ নৃত্যকলারসাস্বাদন করিয়া থাকে। আর শ্রীভগবানও সেই নৃত্যদর্শনে হর্ষভরে বিবিধ বিলাস বৈচিত্রীময় বেণুবাদন করিয়া থাকেন। এইজন্য সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করিলে ময়ূর ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীরও সেই বেণুধ্বনি এবং শ্রীভগবদ্দর্শন ব্যতিরিক্ত অশেষ প্রয়োজন বোধ থাকে না। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীসকল স্ব স্ব কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ঐ নৃত্য দর্শন করিতে থাকে, যদিও সর্ববাচক 'সমস্ত প্রাণী' বলিলে নৃত্যরত ময়ূরাদিরও গ্রহণ হয়, তথাপি তাহারা প্রথমে ভগবদ্দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করে, পশ্চাৎ বেণুধ্বনি শ্রবণে অন্যান্য প্রাণিগণের মত সর্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপাররহিত-লক্ষণা প্রেমমূর্ছা প্রাপ্ত হয় জানিতে হইবে। কিন্তু এতাদৃশ মাধুর্যপূর্ণ লীলা শ্রীবৈকুণ্ঠে নাই। সুতরাং এই শ্রীবৃন্দাবন পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবী পর্যন্ত স্বর্গও বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়া নিজ কীর্তি বিস্তার করিতেছেন।

১০৯। হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো,
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবস-কন্দরকন্দমূলৈঃ॥

মূলানুবাদ

১০৯। হে অবলাগণ! এই গোবর্ধন-পর্বত শ্রীহরির দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, শ্রীরামকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই আনন্দিত হইয়া স্বচ্ছ জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্রকন্দ এবং নানাবিধ কন্দ-মূলাদি দ্বারা ঐ সখা সমভিব্যহারী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৯। অধুনা শ্রীগোবর্ধনস্য মাহাত্ম্যং তথৈবাগায়ৎ। তাসামেব কাশ্চিদাহুঃ 'হন্তায়ম্' (শ্রীভা ১০।২১।১৮) ইতি। হন্তেতি হর্ষে বিস্ময়ে বা। অবলাঃ হে সখ্যঃ! অয়মদ্রির্গোবর্ধনো ধ্রুবং হরিদাসবর্যঃ, সর্বস্যাশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ হরতীতিহরি-স্তৎস্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। যদ্‌যস্মাদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষো রোমোদ্‌গম-স্বেদানন্দাশ্রুসদৃশতৃণাদ্যুদ্‌গম-জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণো যস্য সঃ! কিঞ্চ, যদ্‌যতঃ তয়োর্মানং পূজাং তনোতি। তত্র চ ন কেবলং তয়োরেব কিন্তু তৎসম্বন্ধেন তৎপাল্যমানানাং গবাং তৎসহচরাণামপীত্যাহুঃ—সহগোগণয়োরিতি। গণো গোপবর্গঃ সহ গোভির্গণেন চ বর্তমানয়োঃ তত্রাপি যস্য তেন তুষ্টিঃ স্যাৎ, তস্য তেনৈব মানং বিস্তারয়তীত্যাহু—পানীয়েতি। তত্র পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বি-ক্ষুরসাদীনি সূযবসেতি দীর্ঘচ্ছন্দোঽনুরোধেন। সূযবসানি শোভনাতৃণানি ; যদ্বা, সূঃ সবঃ প্রসবঃ পুষ্পফলাদি, কান্দরাঃ গুহাঃ তৈশ্চ তত্রত্য পর্যঙ্কপীঠসদৃশশিলা-রত্ন-প্রদীপাদর্শাদি লক্ষ্যতে, কন্দো মূলফলয়োরবান্তরভেদঃ। যথা প্রভোর্ভক্তিং পরম-প্রীত্যাচরতি, তথৈব তস্য ভ্রাতুঃ সখীনাং গবামপীতি দাস্যবর্যত্বম্। দৈবহতানাং তৎ-প্রেমবেগমোহিতানাং অস্মাকমেতাদৃশী শক্তির্নাস্তীত্যাশয়েনাবলা ইত্যুক্তিঃ। যদ্বা, রময়ত সুখয়তো জগদিতি, সদা রমেতে ক্রীড়ত ইতি বা রামৌ যৌ কৃষ্ণস্য চরণৌ তৌ স্বস্য স্পর্শেন নবনীতাদিতুল্যতা নীয়মানশিলাভিঃ কোমলেন তথা যথাকালং সুশীতলেনেষদুষ্ণেন চেত্যেবং বহুবিধেন সুখকরেণ প্রমোদয়তীতি তথা সঃ। অপি চ যদ্ যস্মাত্তয়োঃ সুপ্রসিদ্ধয়োরসংখ্যয়োর্গোগণয়োঃ, গোশব্দেন সাহচর্যান্মহিষ্যজা-দয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে, জাতাবেকত্বেন। গৌশ্চ গণশ্চ বলরামশ্রীদামাদিগোপবর্গঃ তয়োঃ সহ একদৈব অভেদেন যথাযথং পানীয়াদিভির্মানং তনোতীতি। অথবা, শ্রীচরণয়োরাবশ্যক-কমলরূপকাভবাদয়মর্থঃ কার্যঃ। রামং জগন্মনোরমং যৎ কৃষ্ণস্য

চরণম্ আচরণং বিহারস্তস্য স্পর্শেন স্পর্শনেন দানেন প্রমোদো যস্যেতি কৃষ্ণো-হস্মান্ বা প্রমোদয়তীতি তথা সঃ। 'বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনম্' ইত্যমরঃ। যদ্‌যস্মাৎ কৃষ্ণেনৈব সহ, অন্যৎ পূর্ববৎ। অহো! ধিগস্মান্ যদেবং কর্তুং ন শক্নুমঃ। তাসাং সর্বথা পরিপূর্ণত্বেঽপি অপূর্ণবদ্‌বাক্যম্। পরমমহাপ্রেম-স্বাভাবিকাতৃপ্তিহেতুকমিতি পূর্ব্বোক্তমেবাস্তি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। এক্ষণে (শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যের ন্যায়) শ্রীগোবর্ধনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন এবং পূর্বোক্ত গোপীগণের মধ্যে অন্য কোন গোপিকা বলিতেছেন, 'হন্তায়ম্' ইত্যাদি। 'হন্ত'—শব্দ হর্ষে বা বিস্ময়ে। 'অয়ম্'—শব্দ তদানীন্তন ভাব-দৃষ্টিতে শ্রীগোবর্ধন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, হে সখিগণ! আমরা অবলা। কেন না, আমাদের এমন কোন বল নাই যে, আমরা ধৈর্য-লজ্জাদির শৃঙ্খল ছেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণসমীপে উপস্থিত হইতে পারি ; কিন্তু এই গোবর্ধন পর্বত হইয়াও প্রেমবলে হরিদাসশ্রেষ্ঠ। শ্রীহরি যেমন সকলের দুঃখ এবং চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন, এই গোবর্ধনও সেইরূপ সকলের দুঃখ ও চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। কারণ, 'হরতীতি হরিঃ' বলিয়া তাঁহার স্বভাব তদীয়গণে সঞ্চারিত হয়, অতএব ইনি হরিদাসবর্য। বিশেষতঃ ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে তৃণাদির উদ্গম-চ্ছলে পুলক, আর্দ্রতাচ্ছলে স্বেদ, নির্ঝর—জলস্রাবাদি লক্ষণে অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রমোদরাশি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর এই গোবর্ধন যেমন নিজ প্রভুর পরিচর্যা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার সম্বন্ধে তৎপাল্যমান গবাদি পশুসকলের এবং তাঁহার সহচরগণেরও পরিচর্যাদি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কেবল যে প্রভুরই পরিচর্যা করিয়া থাকেন তাহা নহে, প্রত্যুত সকলেরই যথাবিধি পূজা বিধান করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলিয়াছেন, 'সহ গোগণয়ো' এইরূপে ইনি বিবিধ সেবাসামগ্রী সম্পাদন করিয়া 'হরিদাসবর্য' নাম সফল করিতেছেন। যদ্যপি সামান্যরূপে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যার কথা বলা হইল, তথাপি যাহার যে বস্তুতে রুচি ও যে প্রকারে সন্তোষ হয়, তাহার অভিলাষ অনুসারে সেইরূপ সেবা করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবলরাম ও গোপবালক-সহ গোচারণছলে গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হন, তখন গোবর্ধন আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রথমতঃ স্বচ্ছ শীতল পানীয় জল, মধু ও ইক্ষুরসাদি প্রদান করিয়া শান্তিবিধান করেন এবং সুগন্ধ সুকোমল পুষ্টিবর্ধন তৃণ দ্বারা গো-মহিষাদি পশু সকলের তৃপ্তি বিধান করেন। তাহার পর নানাপ্রকার রত্নপীঠ, রত্নপর্যঙ্ক, মণিপ্রদীপ ও মণিদর্পণাদি সুশোভিত কন্দরপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামসহ গোপবালকগণকে

বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপে এই গোবর্ধন যেরূপ পরম প্রীতিভরে নিজ প্রভুর সেবা করিতেছেন, সেইরূপ সকলেরই সেবা করিতেছেন ; কিন্তু আমরা দৈবকর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। অর্থাৎ তাঁহার প্রেমপ্রবাহে মোহিত হইয়াছি, কিন্তু আমাদের তাদৃশ শক্তি নাই। এইরূপে গোপীগণ গোবর্ধনের সেবা-সৌভাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শন সৌভাগ্য বর্ণন করিলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দৈন্যেরও ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়—আমরা যদি গোবর্ধনের শিলা হইতাম, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে গোবর্ধনের শিলা বিগলিত হয়, কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না। বিধাতা আমাদের এমনই দুর্ভাগ্যশালিনী এবং প্রেমহীনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আমাদের কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তাঁহার চরণস্পর্শ ঘটিয়া উঠে না। অথবা সমস্ত জগৎকে যিনি সুখদান করেন এবং নিরন্তর ক্রীড়াই যাঁহার ধর্ম, সেই রাম। তাৎপর্য এই যে, গোপীগণ আপনাদের কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিবার জন্য 'রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ' বলিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, রাম অর্থাৎ পরম রমণীয় শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ করিয়া গোবর্ধন পরমানন্দে আত্মহারা হন। (তাহাতে গোপীগণের অবহিত্থা অর্থাৎ প্রকারান্তরে মনোভাব গোপনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।) শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলস্পর্শ-প্রভাবে এই গোবর্ধন নবনীত-কোমল হইয়া ঐ চরণযুগলের সেবা করিয়া থাকেন। কারণ, হরিদাসবর্যের এইরূপই লক্ষণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলস্পর্শ-প্রভাবে শিলাসকল কোমল এবং শীতকালে উষ্ণ, গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সুখকর হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণও বহুবিধ বিহার করিয়া ইহাকে প্রমোদিত করিতেছেন। আর গণসহ শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য গোসমূহ (এখানে গো-শব্দের সাহচর্যে মহিষ ও অজাদি এবং গণ-শব্দে শ্রীদামাদি গোপবর্গ লক্ষিত হইয়াছে।) এই সকলেরও যথাসম্ভব মান (পূজা) বিধান করিয়া থাকেন। অথবা রাম অর্থাৎ জগন্মনোরম যে শ্রীকৃষ্ণচরণ, সেই চরণস্পর্শ-প্রমোদের (প্রকৃষ্ট আনন্দের) জন্য সাত্ত্বিক বিকার পুলক, স্বেদ ও অশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং চরণসুখকর এই গোবর্ধনের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণও আনন্দিত হন। অতএব গোবর্ধন যে হরিদাসবর্য, তাহাতে অনুমান সন্দেহ নাই। অথবা এই গোবর্ধন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ হেতু তাঁহার বিলাসানুরূপ সর্বাভীষ্ট চিন্তামণিময় শিলারূপে সর্ববিধ সেবারই সংস্থান করিয়া থাকেন। অহো! আমাদিগকে ধিক্! আমরা এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। অর্থাৎ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ নয়ন থাকিতেও তাহা দেখিবার সাধ্য নাই, কিংবা চরণ থাকিতেও সেই ক্রীড়াস্থানে গমন করিবার শক্তি নাই। ব্রজদেবীগণের সর্বথা পরিপূর্ণত্বেও যে অপূর্ণবৎ দৈন্যোক্তি, তাহা তাঁহাদিগের পরম মহাপ্রেমের স্বভাবগত অতৃপ্তি-হেতু জানিতে হইবে। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

১১০। দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ,
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ,
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥

মূলানুবাদ

১১০। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গোপবালকগণের সহিত বেণুবাদন করিতে করিতে রৌদ্রব্যাপ্তস্থানে ব্রজের পশুসকলকে চারণ করেন, তখন মেঘসমূহ মস্তকোপরি সর্বগগনে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রবৃদ্ধ প্রেমপ্রবাহরূপ কুসুমকোমলসম তুষারকণাসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নিজ দেহ দ্বারা ছত্র রচনা করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১০। এবং শ্রীবৃন্দাবন-গোবর্ধন প্রধানক-শ্রীব্রজভূমের্মাহাত্ম্যং সামান্যেন গীত্বা সম্প্রতি বিশেষতস্তত্রত্যানাং জাত্যাদিতারতম্যেন তদনুরূপ-ভগবদনুগ্রহতো যথোত্তরশ্রেষ্ঠতয়া মাহাত্ম্যং রাজাহসাবগায়দেকচত্বারিংশৎপদ্যৈঃ। তত্র তত্র তস্য ভাবশ্চ তত্তদ্‌গানোজ্জৃম্ভিতস্তত্তদ্‌বক্তৃনুরূপ এব জ্ঞেয়ঃ। তত্রাদৌ ব্রজভূম্যাদ্যুদ্ভবানামাকাশচারিণাং লোকদৃষ্ট্যাহচেতনানাং ব্রজভূম্যুপরিতন-গগনমার্গসংসর্গেণ ভগবৎপ্রসাদতশ্চৈতন্যবিশেষমাপ্তানামিব মেঘানাং মাহাত্ম্যং গোপ্যস্তথৈব কাশ্চিদাহুঃ—দৃষ্ট্বেতি (শ্রীভা ১০।২১।১৬)। ব্রজস্য যে পশবঃ গো-মহিষ্যজাদয়োহসংখ্যেয়াস্তান্ সর্বান্ বলরামেণ গোপৈশ্চ সহ, সম্যক্, তত্তদিচ্ছানুসারেণেতস্ততশ্চারয়ন্তম্। অনু প্রতিক্ষণং বেণুঞ্চ উদীরয়ন্তং বাদয়ন্তং দৃষ্ট্বা পরিশ্রমমাশঙ্ক্য তত্র চ তেন তেনৈব বৃক্ষমণ্ডলচ্ছায়াশীতলিত-ভূম্যাগতঃ মধ্যাহ্নাদিসম্বন্ধিন্যাতপে স্থিতং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি প্রথমমুদিতঃ। যদ্বা, তনু তমনুলক্ষ্মীকৃত্যোদিতঃ। অথবা, বেণুমনু বেণুবাদনানন্তরং বেণুনা বা, পশুনেবোদীরয়ন্তমাহ্বয়ন্তম্ ; কিংবা, অনুবেণু মুদিতিচ্ছেদঃ। অনুবেণু প্রতিবেণুনাদং মুৎ আনন্দো যস্য সঃ, গদ্‌গদস্বর-শব্দতুল্যমন্দগর্জিতাশ্রুনিপাতসদৃশবৃষ্ট্যাদিদর্শনাৎ ঈরয়ন্তং তানেব প্রেরয়ন্তম্। মধুরগম্ভীরবাচা ঘাসভক্ষণাদৌ নিযোজয়ন্তং দৃষ্ট্বোদিতঃ। পুনঃ সম্যগ্‌রূপদর্শনবেণুনাদশ্রবণাভ্যাং যৎপ্রেম তেন প্রবৃদ্ধঃ সন্ ; পাঠান্তরে মুদস্য জাতেতি মুদিতঃ হৃষ্ট ইত্যর্থঃ। প্রেম্ণা প্রবৃদ্ধশ্চাসৌ মুদ্রিতশ্চেতি। লোকার্তিহরণশীলত্বাদিসাম্যাৎ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। যদ্বা, অস্মাকং সখ্যুর্দয়িতস্য, কিংবা সখ্যুরিব সখ্যুর্যথা কশ্চিৎ স্বস্য সখ্যুঃ করোতীতি তদ্বদিত্যর্থঃ। কুসুমাবলীভিঃ কুসুমং মেঘপুষ্পং

জলং তদ্‌বিন্দু-সমূহৈর্দিব্যপুষ্পরাজিভির্বা সহ স্ববপুষা অম্বুদচ্ছত্রং ব্যদধাৎ। হিমজল-কণানাং দিব্যপুষ্পাণাং বা বৃষ্টিং তথা ছায়াঞ্চ স্বদেহেন মেঘঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। যদ্বা, বিশেষণে তৃতীয়েয়ম্। কুসুমাবলীবিশিষ্টং তৎস্রাবিচ্ছত্রং স্ববপুরেব কৃতবানিত্যর্থঃ। অত্রাপি সহরামগোপৈরিতি সম্বন্ধনীয়ম্। তেষামপি তথা চকারেত্যর্থঃ। তথা পশূনা-মপি তথৈবোহ্যং সাহচর্যাৎ ; যদ্বা, তৈঃ সহ পশূন্ সঞ্চারয়ন্তমন্বিত্যনুশব্দবলাত্তেষাং তেষামপি তথৈব ব্যদধাদিত্যর্থাদায়োতমেব। হে সখ্যঃ! অতঃ পরমধন্যোঽয়ং, বয়ন্ত্বধন্যাঃ, যতোঽস্মাকমেতৎ সর্বং বিপরীতম্। তথাহি, পশুসঞ্চারণসময়ে তস্য দর্শনাদি দুর্ঘটম্। কদাচিদ্দর্শনে বেণুশ্রবণে চাপি মোহেনাস্তং প্রাপ্তিদশৈব (মোহেনাপ্য প্রাপ্তিদশৈব) স্যাৎ প্রেমার্তা চ সদা ক্ষীণতৈব। আতপবারণাদিকন্তু হন্ত! ন হি কথমপি সম্ভবতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন অর্থাৎ গোবর্ধন প্রধান শ্রীব্রজভূমির মাহাত্ম্য সামান্যরূপে গান করিয়া সম্প্রতি তত্রস্থ দ্রব্যসকলের বিশেষতঃ তাহাদের জাতি ও সেবার তারতম্যানুসারে ভগবদনুগ্রহের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা হেতু তদনুরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং তাদৃশ লীলাস্ফূর্তি-হেতু রাজা একচল্লিশটি পদ্যে তাহাই গান করিয়াছিলেন। অতএব উক্ত পদ্যানুযায়ী বক্তার ভাবও অভিব্যক্ত হইয়াছিল, জানিতে হইবে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ব্রজভূমিস্থিত আকাশচারি মেঘসমূহ, যাহা লোকদৃষ্টিতে অচেতনরূপে প্রতিভাত, কিন্তু ব্রজভূমির উপরিতন গগনমার্গ সংসর্গ-বশতঃ ভগবদনুগ্রহে চৈতন্যবিশেষ প্রাপ্তির ন্যায় উক্ত মেঘসমূহের মাহাত্ম্য পূর্ববৎ কোন সখী বর্ণন করিতেছেন, 'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। শ্রীবলরাম ও গোপালগণের সহিত আপনাদের সখা শ্রীগোবিন্দকে বেণুবাদন করিতে করিতে ব্রজের গো, মহিষ ও অজাদি অসংখ্য পশুপাল চারণ করিতে দেখিলে পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া মেঘসমূহ মস্তকোপরি আকাশে উদিত হইতেছে। অর্থাৎ পশুসকল স্বভাবতঃ শ্যামল তৃণ-ভক্ষণের লোভে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, এজন্য কখন কখন বৃক্ষমণ্ডলচ্ছায়া-শীতল-স্থান ত্যাগ করিয়া রৌদ্রতাপে তাপিত স্থানেও ধাবিত হইয়া থাকে। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণ তাহাদের অনুসরণ করিলে এবং মধ্যাহ্নকালীন প্রখর সূর্যতাপে পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া প্রেমপরবশ মেঘসমূহ আপনাদের সখার মস্তকো-পরি ছত্রাকারে উদিত হইতেছে। অথবা ইতস্ততঃ তৃণক্ষেত্রে বিচরণশীল গো-মহিষাদি পশুগণকে একত্র সংমিলিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অধরে মুরলী সংযোগ

করিলে গোপবালকগণ নিকটে আসিয়া কেহ তপ্ত শীলায়, কেহ বা তপ্ত বালুকাময় স্থানে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীকৃষ্ণ বেণুতে মেঘমল্লাররাগ আলাপ করিলে মেঘসমূহ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের মস্তকোপরি সঞ্চারিত হয় এবং তাহা হইতে মৃদু মৃদু জলকণা বর্ষিত হইলে মনে হয় যেন, মেঘসমূহ প্রেমভরে পরিবর্ধিত হইতেছে। অথবা অনুবেণু অর্থাৎ বেণুর প্রতিনিঃস্বনই যাহাদিগের পক্ষে আনন্দস্বরূপ, সেই মেঘসমূহ যখন গদ্‌গদস্বরে মন্দ মন্দ গর্জন এবং অশ্রুপাত সদৃশ বৃষ্টিকণা সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে পশুসকলকে মধুর গম্ভীরস্বরে তৃণভক্ষণা-দিতে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে মেঘসমূহ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ রূপশ্রী-দর্শন এবং বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া প্রেমভরে পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। আর 'মুদস্য' পাঠান্তর হইতে আনন্দজাত-হেতু অর্থাৎ প্রেমভরে প্রবুদ্ধ (উৎফুল্ল) হইতে লাগিল। এইপ্রকারে লোকের আর্তিহরণাদি স্বভাব-সাম্য-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সখা মেঘ-সমূহ কিংবা সখা যেমন সখার অনুকূল ব্যবহার করে, সেইরূপ সখ্যপ্রেমপরবশ হইয়া মেঘসমূহ সেই প্রিয়কে প্রিয়ের ন্যায় স্বশরীররূপ ছত্র দ্বারা এবং কুসুমাবলিরূপ বৃষ্টিকণাসমূহ দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। অথবা বিশেষণে তৃতীয়া হইলে অর্থ হইবে যে, কুসুমাবলিবিশিষ্ট অর্থাৎ কুসুমরূপ হিমজলকণাসমূহে ছত্র রচনা করিয়া নিজবপু দ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অথবা শ্রীবলরাম ও গোপগণের সহিত আপনাদের নিজ সখাকে গোচারণ করিতে দেখিয়া মেঘসমূহ নিজ সখার অনুকূল প্রিয়কার্য সাধন করিলে তাঁহার সহচরগণেরও প্রিয় কার্য সাধন করা হইয়া থাকে। অতএব হে সখিগণ! এই মেঘই পরম ধন্য, আমরা অধন্য। কারণ, আমাদের সকলই বিপরীত। কারণ, পশুচারণ সময়ে তাঁহার দর্শনই সুদুর্ঘট, যদি বা কোন সময়ে দর্শন বা বেণুনাদ শ্রুতিগোচরও হয় বটে ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মোহ উপস্থিত হইয়া সেই সুখ ভঙ্গ করিয়া দেয়। আর সেই মোহদশায় প্রেমার্তিজনিত শরীর এত ক্ষীণ হয় যে, তদ্দ্বারা আতপ নিবারণাদিরূপ কোনপ্রকার সেবাই সম্ভব হয় না। পরন্তু মেঘসমূহ কখনও কৃষ্ণের আনন্দ বিধানে বিরত থাকে না। আর আমরা প্রেমহীনা বলিয়া কৃষ্ণের মোহন বেণুগান শ্রবণ করিয়াও গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারি! হায়! আমরা সর্বপ্রকারেই ভাগ্যহীনা।

১১১। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত, মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মি-ভুজৈর্মুরারে, র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥

মূলানুবাদ

১১১। হে সখিগণ! মুকুন্দের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া নদীসকলও আবর্তছলে কামোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকে। আর ঐরূপ কামোদ্রেকবশতঃ উহারা ভগ্নতরঙ্গা হইয়া থাকে এবং তরঙ্গরূপ বাহুসমূহদ্বারা আলিঙ্গনছলে কমলোপহার লইয়া তাঁহার পদযুগলের পূজাও করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১১। ততোঽপি ব্রজভূমিসম্বন্ধবিশেষেণ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদপাত্রাণাং বহির্দৃষ্ট্যা-ঽচেতন-জলপ্রবাহবতীনামপি নদীনাং মাহাত্ম্যং সর্বাসামেব সাধারণ্যেন জগৌ। তথৈব কাশ্চিদার্তা এবাহুঃ—'নদ্যঃ' (শ্রীভা ১০।২১।১৫) ইতি, শ্রীযমুনা-মানসগঙ্গাদ্যাঃ। অথবা সর্বনদীশ্রেষ্ঠা ভগবৎ-প্রিয়তমা শ্রীকালিন্দ্যেব। বহুবচনং-গৌরবেণ। তৎসাহ-চর্যাদন্যা অপি স্বত এব প্রাপ্তাঃ স্যুঃ। ভোঃ সখ্যঃ! নদ্যোঽপি তৎ অনির্বচনীয়ং বেণু-নাদামৃতময়ং মুকুন্দস্য গীতম্ ; যদ্বা, মুরারের্মুকুন্দস্য পরমসুখ-প্রদঞ্চ তদ্‌গীতঞ্চেতি তথা তদুপধার্য সমীপে সাবধানং শ্রুত্বা কর্ণদ্বারা হৃদয়ে ধৃত্বা বা তদা তৎক্ষণমেব আবর্তৈর্জলভ্রমরিকাভিলক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগঃ স্রোতো জবো যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ ; যদ্বা, আবর্তাঃ কামবিকারভঙ্গাঃ তেষাং লক্ষং তার-কাদিত্বাদিত চ, তদ্‌যুক্তো যো মনোভবস্তেন ভগ্নবেগাঃ সত্যঃ অথবা মুকুন্দগীতস্য যা মা লক্ষ্মীঃ সম্পৎ তস্যা আবর্তঃ পরিবৃত্তিঃ পরম্পরা বা তেন লক্ষিতো দর্শিতো-ঽভিব্যঞ্জিতো যো মনোভবস্তেন ভগ্নবেগাঃ ; এব সতি তচ্ছব্দেন পূর্বশ্লোকস্থ-বেণু-গীতমিতি পরামর্শঃ। প্রেমমোহভয়েন চ তৎ স্ফুটং ন নির্দিদিশুরিতি জ্ঞেয়ম্। ঊর্ময় এব ভুজাস্তৈরালিঙ্গনেন স্থগিতমাচ্ছাদিতং যথা ভবতি তথা তস্য পাদয়োর্যুগলমেব গৃহ্ণন্তি পরমদৈন্যেন ধাবয়ন্তি হৃদ্রোগবেগোপশমনায়। যদ্বা, আলিঙ্গনেন স্থগিতং স্তব্ধমাদররহিতমপি পাদযুগলং কামবিহ্বলতয়া গৃহ্ণন্তি। কিম্বা, সদা বিচিত্রগত্যাদি-চঞ্চলমপি আলিঙ্গনেন স্থগিতং স্তব্ধং স্পর্শসুখেন সুস্থিরং সৎ পাদযুগলং সর্বৈরে-বোর্মিভুজৈঃ প্রেম্‌ণা গৃহ্ণন্তি। কথম্ভূতাঃ? কমলোপহারাঃ কমলান্যেবোপহারাঃ শ্রীচরণযুগ্মপূজাসামগ্র্যো যাসাং তা, পূজার্থং তৎপ্রিয়ত্বাৎ কামবেগোপহতত্বাৎ কমলান্যেবোপহরন্ত্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কমলয়া লক্ষ্ম্যাপি উপহারঃ পূজনং যাসাং তাঃ,

উক্তরীত্যা লক্ষ্ম্যা অপি পূজ্যাঃ তস্যা অপ্যধিকসৌভাগ্যবত্য ইত্যর্থঃ ; উপহার-শব্দেনেদমপি ধ্বন্যতে। নদ্যো মোহনবেণুগীতং শ্রুত্বা সহজাং স্বপতিসমুদ্রাভিগমন-ত্বরাং পরিহৃত্য মূর্তিমত্যো ভূত্বা মণি-মৌক্তিকাদি-দিব্যহারবত্যোঽপি কৃষ্ণপ্রিয়-ব্রজজাতানাং তৎপ্রিয়াণাং কমলানামুপহারৈর্হারাণামুপরি বর্তমানৈর্হারৈর্ভূষিতাঃ সত্যঃ ঊর্মিসদৃশৈদীর্ঘৈর্বহুতর-ভুজৈর্মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি সুস্থিরীকৃত্য সম্যগালিঙ্গ-ন্তীতি। অতস্তা এব পরমধন্যাস্তদীয়প্রিয়তমাঃ, ন তু বয়ম্। যতো দুর্ভগাগামস্মাকং ন তদ্বেণুগীত-শ্রবণসামর্থ্যং, ন চ কৃষ্ণকামেন স্বপতিসেবাদিগৃহকৃত্য-প্রবাহোপরমঃ। নাপি প্রকট মূর্তিতয়া তদীয়ভজনোচিত বেশভূষাদিধারণনৈপুণ্যম্, নাপি চ বহবো দীর্ঘপৃথুভুজা যৈস্তৎপাদপদ্মস্যৈকস্যাপি ত্যাজিতচাপল্যতয়া বক্ষঃস্তনাদিষু সুদৃঢ়া-লিঙ্গন সম্ভাবনাপীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। এইরূপ পূর্ববৎ ব্রজভূমিসম্বন্ধবিশেষের জন্য শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদভর পাত্রগণের মধ্যে (বহির্দৃষ্টিতে অচেতন) জলপ্রবাহিনী নদীসকলের মাহাত্ম্য (একত্রিত করিয়া) গান করিতেছেন। পূর্ববৎ কোন সখী বলিতেছেন, হে সখিগণ! শ্রীযমুনা ও শ্রীমানসগঙ্গাদি নদীসকল। অথবা সর্বনদাশ্রেষ্ঠা ভগবৎপ্রিয়তমা শ্রীকালিন্দীর (গৌরবে বহুবচন) সাহচর্যবশতঃ অন্যান্য নদীসকলও অনির্বচনীয় বেণুনাদরূপ অমৃতময় মুকুন্দগীত শ্রবণ করিয়া থাকেন। অথবা মুকুন্দের পরম সুখপ্রদ বেণুনাদা-মৃতময় গীত সাবধানে কর্ণদ্বারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলভ্রমরিকারূপে (আবর্তরূপে) সূচিত কামবেগে ভগ্নতরঙ্গা হইয়া থাকেন। অথবা আবর্তসকল স্বয়ংই কামবিকারে ভগ্ন হয় বলিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ বীচিমালারূপ ভুজসমূহের দ্বারা আলিঙ্গন। অথবা মুকুন্দগীতের যে লক্ষ্মী (সম্পদ), তাহার আবর্ত-পরম্পরা বা তাহার দ্বারা অভিব্যঞ্জিত যে মনোভব, তাহারই ভগ্নবেগ। এইরূপ ব্যাখ্যায় 'তৎ'—শব্দের লক্ষিত পূর্বশ্লোকস্থ বেণুগীতের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। কিন্তু গোপী-গণ প্রেমমোহভয়ে তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করেন নাই, জানিতে হইবে। অতএব সেই সকল নদী ঊর্মিরূপে ভুজসমূহ দ্বারা আলিঙ্গন অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া হৃদ্‌রোগ উপশমের জন্য পরম দীনতার সহিত শ্রীকৃষ্ণপদযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। কিংবা সদা আলিঙ্গনের দ্বারা তাহার গতি স্তব্ধ (স্থগিত) হয় বলিয়া (আদররহিত হইলেও) কেবল কামে বিহ্বল হইয়াই তাঁহার পাদযুগল গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা সদা বিচিত্র গতিবিশিষ্ট চঞ্চল শ্রীচরণযুগলকে আলিঙ্গনের দ্বারা স্তব্ধ করিয়া অর্থাৎ স্পর্শসুখে সুস্থির করিয়া এবং অসংখ্য ঊর্মিমালারূপ ভুজদ্বারা প্রেমভরে গ্রহণ করিয়া

থাকে। আর কমলরূপ উপহার দ্বারা শ্রীচরণযুগলের পূজাও করিয়া থাকে। এই কমল তাঁহার অতীব প্রিয়, এজন্য নদীসকল আপনাদের হৃদয়রূপ কমল অর্পণ করিয়া কার্য নির্বাপণ করিয়া থাকে। অথবা কমলা—লক্ষ্মী ; অতএব নিজ নিজ হৃদয়-পদ্মবনের লক্ষ্মীও যাঁহাদের পূজার উপহার, সেই নদীসকল (উক্ত রীতিতে) লক্ষ্মীরও পূজ্যা বা লক্ষ্মী হইতেও অধিক সৌভাগ্যবতী। আর উপহার শব্দেরও ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, নদীগণ শ্রীমুরারির মোহন বেণুগীত শ্রবণ করতঃ সহসা স্বপতি সমুদ্রাভিমুখে গমনের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া মূর্তিধারণ পূর্বক মণিমুক্তাদির দিব্যহার সকল হইতেও শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজভূমিতে জাত কমলহারে ভূষিত হইয়া ঊর্মিসদৃশ বহুতর দীর্ঘভুজ দ্বারা মুরারির পাদযুগল গ্রহণ করিতেছে। অর্থাৎ নিরন্তর সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হওয়াই নদীর স্বভাব। কেন না, নদীমাত্রেই সমুদ্রের পত্নী, সেইজন্য তাহারা নিজপতি সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্বদাই ব্যাপৃত থাকে ; কিন্তু যমুনা ও মানসগঙ্গাদি ব্রজমণ্ডলবাহিনী নদী আর নিজপতি সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শ করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করেন। অতএব সেই নদীসকলই পরম ধন্য। আর আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বেণুগীত শ্রবণেরও অযোগ্য। অর্থাৎ গীত শ্রবণমাত্রে মোহদশা উপস্থিত হয়! কাজেই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার মত সুযোগও হয় না। আর পতি-পুত্র সেবাদিরূপ গৃহকর্মেরও বিরাম নাই, বিশেষতঃ তদীয় প্রকটভাবে ভজনোচিত বেশ-ভূষাদি ধারণের নৈপুণ্যও নাই। অথবা তাহাদের মত দীর্ঘতর বহু ভুজও নাই।

সারশিক্ষা

১১১। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে শুষ্ক-শাখার অঙ্কুরোদ্গম হয়, শিলা দ্রব হয়, নদী-প্রবাহ স্থগিত হয়। সাধারণতঃ জলপ্রবাহ স্থগিত হইলে ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উচ্চ প্রদেশকেও প্লাবিত করে এবং তরঙ্গক্ষিপ্ত কমলাদিও উপহাররূপে শ্রীকৃষ্ণপাদমূলে আপতিত হয়। তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যেন নদীসকলও সবেতনরূপে শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতেছে। কিন্তু ব্রজদেবীগণের উৎকট অনুরাগ-প্রাবল্যের জন্য তাহা দেখিয়া নিজ নিজ রসানুরূপ উক্ত প্রকার উৎপ্রেক্ষার উদয় হইয়া থাকে।

১১২। বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

মূলানুবাদ

১১২। শ্রীবৃন্দাবনের তরু-লতাসকল সর্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণকোটি রূপে অন্তরে রক্ষা করিলেও প্রেমবৈবশ্য-হেতু তাঁহাকে ব্যক্ত করিতেছেন। অর্থাৎ পত্র-পুষ্পাঢ্য নম্রশাখা লতা ও পাদপচয় প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিবার জন্য স্বীয় স্বীয় শাখাসকল অবনমিত করিয়া থাকেন এবং অশ্রুছলে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। অধুনা মেঘাদিভ্যোঽধিকং সচেতনানাং মাহাত্ম্যম্। তত্র দিবাবিরহদুঃখ-সাগরনিমগ্নানাং তত্তরণার্থং শ্রীভগবতো দিবা বনবিহারং গায়ন্তীনাং গোপীনাং কাশ্চিদূচুঃ—'বনলতা' (শ্রীভা ১০।৩৫।৯) ইতি। 'বেণুনা আহ্বায়তি গাঃ স যদা হি' ইতি পূর্বশ্লোকে (শ্রীভা ১০।৩৫।৮) গতমস্তি ; অতোঽয়মর্থঃ—অন্যার্থমপি শ্রীকৃষ্ণবেণুনাদে প্রাদুর্ভূতে সত্যেব বনেষু শ্রীবৃন্দাবনাদিষু যা লতাস্তাঃ সর্বা এবা-নন্দাশ্রুধারারূপা মধুধারা ববৃষুর্বর্ষন্তি, স্মেতি বিস্ময়ে ব্যক্তমিতি বা। কিং কুর্বত্যঃ? বিষ্ণুং বিবিধরূপেণ ব্যাপকতয়া সর্বত্র বর্তমানমপি আত্মনি স্বস্মিন্ বহিরন্তরশ্চ ভক্তিবশ্যতয়া শ্রীনন্দকিশোররূপেণ সদা স্থিতং পরমনিধিবদত্যন্তরহস্যত্বেন যত্নাদ্ নিগৃহ্যমাণমপি প্রেমবৈবশ্যাদ্‌ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব সূচয়ন্ত্য ইব। তত্র লক্ষণানি নির্দিশন্তঃ পদত্রয়েণ লতা বিশিংষন্তি। অত্র পুষ্পফলাঢ্যা ইতি বহিরক্ষ্যসম্পত্তিঃ, প্রণতেতি বিনয়লক্ষণপ্রণামেন ধর্মজ্ঞানাদিকারণ-গুণ-ভাবসম্পৎ ; প্রেমেতি—চান্তরার্দ্রতয়া স্থূল-সূক্ষ্মতনুদ্বয়-সম্বন্ধি-হর্ষবিকাররূপা পরমভক্তিসম্পদ্‌যুক্তা। অহো! তদ্ ভর্তা-রোঽপি তথৈবেত্যাহুঃ—তরব ইতি। অত্র লিঙ্গবিপরিণামেন ব্যঞ্জয়ন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যদখিলং সমানম্। লতানাং প্রাধান্যেন প্রথমং নির্দেশঃ, স্ত্রীত্বাভিপ্রায়েণ স্বসাম্যা-পেক্ষয়া এতদুক্তং ভবতি—যথা শ্রীকৃষ্ণভক্তজনাঃ পুষ্পতুল্যৈঃ রূপ-জাতি-ধনৈ-শ্বর্যাদিভিঃ, ফলতুল্যৈশ্চ পুত্রাদিভির্যুক্তাঃ ; যদ্বা, পুষ্পতুল্যার্থবাদবহুলৈর্বেদৈ-র্বেদাধ্যয়নতদুক্তকর্মাচরণাদিভিঃ ; তথা তৎ ফলৈরৈহিকামুষ্মিক সুখ ভোগ্যৈশ্চ সম্পন্নাস্তথাপি প্রণতা নম্রতাং গতা বিনয়-লজ্জাদিসদ্‌গুণৈর্বিটপাঃ পরিবারা অপি, কিমুত স্বয়ং যেষাং তথাভূতাঃ আত্মনি সদা বহিরন্তঃস্থিতং মাতৃজারবদ্‌যত্নাদ্‌গোপ্য-মানমপি শ্রীবিষ্ণুং সদান্তর্বহিরশেষ-করণব্যাপকতয়া দেদীপ্যমানং ভগবন্তমত এব

সঙ্গোপন-সামর্থ্যাসম্ভবাৎ প্রকাশয়ন্তস্তদগীত-শ্রবণপ্রেমভরেণ স্বেদ কম্প পুলকাদি-হর্ষবিকারাচিতশরীরাঃ সন্তঃ আনন্দাশ্রুধারা মুঞ্চন্তীতি। এবমত ইবেতি পরমগুহ্যত্বাৎ স্বয়মপ্রকাশ্যমপি প্রেমপারবশ্যেন তদ্‌বিকারসম্বরণাশক্তেঃ সূচয়ন্ত ইবেত্যর্থঃ। ঈদৃশানাঞ্চ শ্লোকানাং দিনদুঃখনিস্তারোপায়হেতুত্বাদ্ধর্ষ এব কল্পনীয়ঃ, ন তু পূর্ববন্নি-জাভাগ্যাদিদুঃখম্ ; যথোক্তং তদধ্যায়শেষে (শ্রীভা ১০।৩৫।২৬)—'এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্! কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ। রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—এবং বিরহদুঃখেনাপি নু অহো! কৃষ্ণলীলা এব গায়ন্ত্যঃ তস্মিন্ চিত্তং চেতনা যাসাং তাঃ, তস্মিন্নেব মনঃসঙ্কল্পরূপং যাসাং তাঃ, অতএব মহানুদয় উৎসবো যাসাং তাঃ, অহঃস্বপি রেমিরে সুখিন্যো বভূবুরিতি। ততশ্চ তদধ্যায়স্যৈবারম্ভে (শ্রীভা ১০।৩৫।১)—'গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ। কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান॥' ইত্যত্র দুঃখেন বিরহ-পীড়য়া বিশিষ্টামপি বাসরান্ নিন্যুঃ, সুখেন গময়ামাসুরিত্যর্থঃ। যদি চ তাস্যাং প্রেমপরিপাক-স্বভাবদৃষ্ট্যা দুঃখেন কৃচ্ছ্রেণেব নিন্যুরিত্যর্থঃ। ততশ্চ যস্য বেণুনাদশ্রবণেন লতাদীনামীদৃশো ভাবঃ, তস্য বিরহং বয়ং কথং সহাম ইতি সর্বত্র বাক্যশেষঃ স্বামি-টীকানুসারেণ কল্পনীয়ঃ। ততশ্চ 'এবং ব্রজস্ত্রিয়ঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২৬) ইতি শ্লোকাস্যায়মর্থঃ—কৃষ্ণস্য পরমানন্দঘন-মূর্তের্লীলাস্তৎসদৃশীরেব প্রগায়ন্ত্যোঽপি রেমিরে। কিং কাকূক্ত্যা? নৈব। তত্র হেতুঃ—মহানুদয়ঃ প্রেমাবির্ভাবো যাসাম্, যদ্বা, মহশব্দেন ভদ্রমঙ্গলাদিবদ্‌বিপরীত-লক্ষণয়া প্রেম, তস্য উদয়ো যাসু, তৎপ্রেমাগ্নিদগ্ধানাং সুখলেশস্যাপি কথমপ্যুদয়া-সম্ভবাৎ ; অন্যৎ সমানমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। অধুনা মেঘাদি হইতেও অধিক সচেতন তরু-লতার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। তথা দিবাভাগে বিরহ দুঃখ-সাগরে নিমগ্না গোপীগণের উত্তরণার্থ শ্রীভগবানের দিবাভাগে বনবিহারসূচক গীতকারী গোপীগণের মধ্যে কেহ বলিতেছেন, 'বনলতা' ইত্যাদি। পূর্বশ্লোকে উক্ত আছে, গিরিতটে বিচরণশীল গাভীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে আহ্বান করিলে সেই শ্রীকৃষ্ণ-বেণুনাদে প্রাদুর্ভূত প্রেমাকর্ষণে শ্রীবৃন্দাবনের লতাসমূহ আনন্দাশ্রুধারারূপে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এখানে 'স্ম'-শব্দ বিস্ময়ে ব্যক্তভাবে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব লতাসকল তাঁহাকে কি করিতে করিতে ব্যক্ত করিতেছে? বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও ভক্তবশ্যতাহেতু শ্রীনন্দকিশোররূপে সর্বদা স্থিত পরম বিষ্ণুকে নিধির ন্যায় যত্নপূর্বক (অত্যন্ত রহস্য-হেতু হৃদয়ে) রক্ষা করিলেও প্রেমবৈবশ্য-হেতু

তাঁহাকে ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে পদত্রয়ের দ্বারা তাহার লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—'পুষ্পফলাঢ্যা', এই লতাসকল পুষ্পফলাদিরূপে বাহিরে অক্ষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। প্রণাম করিবার জন্য যেন শাখাসকল নমিত করিয়াছে। অর্থাৎ বিনয়-লক্ষণ প্রণামদ্বারা ধর্ম জ্ঞানাদির কারণ গুণ ও ভাব-সম্পত্তি। হৃদয় দ্রবীভূত-হেতু স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়সম্বন্ধি হর্ষবিকাররূপা পরমভক্তিসম্পদযুক্তা, তাই মধুধারারূপে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন এবং তনুও প্রেমভরে অতীব হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে। অহো! এই লতাচয়ের সহিত উহাদের পতি পাদপচয়ও এইরূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। লতাসকলের প্রাধান্য-হেতু প্রথমতঃ লতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিংবা স্ত্রীত্ব অভিপ্রায়ে নিজসাম্য অপেক্ষায় প্রথমেই লতার নির্দেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজনসকল পুষ্পতুল্য রূপ, জাতি ও ঐশ্বর্যাদি ধন দ্বারা এবং ফলতুল্য পুত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া। অথবা পুষ্পতুল্য অর্থবাদবহুল বেদসকল অধ্যয়ন ও তদুক্ত কর্মাচরণাদি ও ফল অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখ সম্পন্নরূপে ও প্রণতিরূপ বিনয়-লজ্জাদি গুণসমূহে সুশোভিত শাখারূপ পরিবার-যুক্ত হইয়াও মাতৃজারের ন্যায় সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে গোপন করিলেও অর্থাৎ সদা অন্তর্বাহ্যে অশেষকরণ-ব্যাপকতানিবন্ধন দেদীপ্যমান ভগবানকে সঙ্গোপন করা অসম্ভব হইলেও তাঁহার গীত শ্রবণমাত্রে প্রেমরাশির উদ্দাম-হেতু স্বেদ-কম্পাদি হর্ষ-বিকারযুক্ত শরীর হইয়া আনন্দাশ্রুধারা মোচন করিয়া থাকেন। মূলের 'ইব'-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, পরম গোপ্যহেতু শ্রীবিষ্ণুকে স্বয়ং প্রকাশ না করিলেও প্রেম পারবশ্যবশতঃ তাঁহার প্রকাশ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। অতএব 'সূচয়ন্ত' জ্ঞাপন করিলেন। এই শ্লোকে ব্রজদেবীগণের দিবাদুঃখনাশক হর্ষই সূচিত হইতেছে ; কিন্তু পূর্ববৎ নিজ অভাগ্যাদিরূপে সূচিত দুঃখ নহে। যেহেতু এই অধ্যায় শেষে কথিত হইয়াছে—"ব্রজদেবীগণের চিত্ত মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল, এজন্য তাঁহার বনবিহারগীতে গোপীদিগের পরমানন্দ হইত এবং বিরহেও তাঁহারা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিয়া সুখী হইতেন।" তাৎপর্য এই যে, এইরূপ বিরহদুঃখের মধ্যেও ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে করিতে দিবস অতিবাহিত করিতেন। কারণ, তাঁহাদের মনের সংকল্প এবং চিত্তের গতি বা চেতনাই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব সেই মহোদয়া সকল শ্রীকৃষ্ণলীলাগান করিয়া দিবসেও পরম সুখী হইতেন। এইজন্য অধ্যায় আরম্ভেও উক্ত আছে—"ব্রজাঙ্গনাদিগের নিশাভাগ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে পরমসুখে অতিবাহিত হইত, কিন্তু দিবাভাগে তিনি বনে গমন করিলে ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্তও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। এইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলা গান করিয়া অতিকষ্টে-সৃষ্টে দিনক্ষেপ করিতেন।" এখানে

'দুঃখেন'-পদে বিরহপীড়ার দুঃখময় দিনও সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। যদিও তাঁহাদিগের প্রেমপরিপাক-স্বভাব দৃষ্টিতে দুঃখে (অতিকষ্টে) দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ হয়, কিন্তু যাঁহার বেণুনাদ শ্রবণে লতাদিরও এতাদৃশ তন্ময় ভাব হয়, তাহা হইলে এই ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ কিরূপে সহ্য হইবে? ইত্যাদিরূপে সর্বত্র বাক্য শেষ হইলেও শ্রীস্বামিপাদের টীকানুসারে তাঁহাদের সেই বিরহদশাও সুখানুভূতিতেই পর্যবসিত হইয়াছিল। 'এইরূপ ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত-মন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পরমানন্দঘনমূর্তি, তাঁহার লীলাও তাদৃশী পরমানন্দঘনস্বভাবা ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ব্রজাঙ্গনাগণ সেই লীলা গান করিয়াই সুখী হইতেন? কখনও না। কারণ, সর্বদা যাঁহাদের প্রেম আবির্ভাবশীল অথবা 'মহ'-শব্দে ভদ্রা ও মঙ্গলানাম্নী গোপিকার মত বিপরীত লক্ষণাতে প্রেম এবং সেই প্রেমের উদয় যে গোপীতে, সেই প্রেমরসিকা অর্থাৎ তৎপ্রেমাগ্নিদগ্ধা গোপীগণের সুখলেশই বা উদয়ের অসম্ভাবনা করা যায় কিরূপে?

সারশিক্ষা

১১২। প্রেমের মহান আবির্ভাবরূপত্বে এবং উত্তরোত্তর আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যে মিলন হইতেও বিরহে আনন্দ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন সাক্ষাৎ আবির্ভাবে সাক্ষাৎ মিলন হয়, তদ্রূপ বিরহেও নিজালম্বন মনঃস্ফূরিত অংশে মিলন হয়। এইজন্য বিরহেও মিলনের আনন্দ অনুভূত হয়। মিলনে একমাত্র প্রেষ্ঠকে পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহে সর্বত্র সেই প্রেষ্ঠকে অনুভব করা যায়। যদি প্রশ্ন হয়, বিরহে স্ফূর্তি বা আবির্ভাবাদির দ্বারা মিলনের আনন্দ অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু ঐ স্ফূর্তি বা আবির্ভাব তিরোহিত হইলেই দুঃসহ বিরহপীড়া উপস্থিত হইতে পারে? উত্তর এই যে, প্রাকৃত বিভাবের বিরহে আনন্দের ব্যবচ্ছেদ হয়, এজন্য দুঃখেই পর্যবসিত হয় ; কিন্তু অপ্রাকৃত বিভাবের বিরহে বিরসতাপ্রাপ্ত হয় না। যেহেতু, অপ্রাকৃত আলম্বনের মিলনে যেরূপ সচ্চিদানন্দঘনবৃত্তিবিশেষের স্ফুরণ হয়, বিরহেও সেই বৃত্তিবিশেষেরই অনুভব হয় ; বরং বিরহে বাহিরে সন্তাপ-হেতু অধিকতর পরিপাকময় আনন্দের অনুভূতি হয়। আর এই বিরহসুখও সাক্ষাৎ বিভাব-অনুভবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া অবরোধ করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় আনন্দ আস্বাদনের ক্রিয়ামাত্রকে সঞ্জীবিত রাখে, তাই বিরহে উহা বিরসতা প্রাপ্ত হয় না।

১১৩। এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহাত্যনঘাত্মদৈবম্॥

১১৪। সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা, হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥

১১৫। প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

মূলানুবাদ

১১৩। হে আদিপুরুষ! এই সকল ভ্রমর আপনার সর্বলোক-পাবন সুযশ গান করিতে করিতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে, নিশ্চয় ইঁহারা আপনার শ্রেষ্ঠ-ভক্ত মুনিগণ হইবেন। যদিও আপনি বনমধ্যে গূঢ়রূপে বাল্যক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন ; তথাপি ইঁহারা আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে, তজন্য আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছে না।

১১৪। কি আশ্চর্য! সরোবরস্থ সমস্ত সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুগীতে হৃতচিত্ত হইয়া সমীপে আগমন পূর্বক সংযতচিত্তে নিমীলিত নয়নে নীরবে শ্রীহরির উপাসনা করিতেছে।

১১৫। এই শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী বাস করেন, ইঁহারা প্রায় সকলেই ভগবদ্ভক্তি মুনি। ঐ দেখ, যেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়, ইঁহারা সেইরূপ পত্রমণ্ডিত বৃক্ষসকলে আরোহণ পূর্বক অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীনাদ শ্রবণ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৩। ইদানীং স্থাবরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠানাং জঙ্গমানাং মধ্যে প্রথমং কীটানাং মাহাত্ম্যং পূর্ববদ্ ভগবান্ বলরাম আহ—'এতে অলিনঃ' (শ্রীভা ১০।১৫।৬) ইতি। ভ্রমরা ইমে অনুপথং পথি পথি ভজন্তে অনুসরন্তি ত্বাম্। কিং কুর্বন্তঃ? তব যশো গায়ন্তঃ। যদ্বা,

অনুপথং গায়ন্তো ভজন্ত ইতি যোজ্যম্। সর্বত্রৈব যশোগানলক্ষণং ভজনং কুর্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশম্? অখিলং সম্পূর্ণং লোকানাং ভুবনানাং জনানাং বা জীবানাং তীর্থং সর্বলোকপাবিত্র্যাপ্যায়নকরাশেষতীর্থস্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অধিকারানপেক্ষয়া সর্বেষামপি লোকানাং তীর্থং সংসারতারকং ভগবদ্ভক্তিমহিমজ্ঞানপ্রদায়ক-গুরুরূপং বা। অবিবক্ষিতত্বাৎ সন্ধ্যভাবঃ ; অমী মুনিগণা এব। তত্র চ নাত্মারামাঃ, কিন্তু ভবদীয়া ভবদ্ভক্তাঃ, তত্রাপি মুখ্যা, যতো বনে বন্যবেশেন গূঢ়মপি নিজেষ্টদেবং ত্বাং ন ত্যজন্তি স্বয়মপ্যলিবেশেন নিগূঢ়াঃ সন্তো গীতপ্রিয়ং ত্বাং গীতগানেন ভজন্তীত্যর্থঃ। হে আদিপুরুষেতি, তবাদিপুরুষত্বাদেতেঽপি আদিসেবকাঃ, অতএব ত্বল্লীলানুসারেণ সর্বদা ত্বাং ভজন্তি। তথা হে অনঘ! সর্বদোষরহিত! সর্বাপরাধাগ্রাহক! সর্বদুঃখবিমোচকেতি বেত্যনেন ত্যাগানর্হতয়া অনবসরে ভজনে চাপরাধভয়াভাবেনাশেষদুঃখবিমোচকত্বেন চ কদাচিদপি ত্বাং ন ত্যজন্তীতি যুক্তমেবেতি ভাবঃ। প্রায় ইতি বাহুল্যে। মুনিগণৈঃ সমং গূঢ়মিত্যনেন বা ন জহাতীত্যনেন বা যোজ্যম্। তেন চ কদাচিৎ কস্যচিৎ প্রেমবিশেষোদয়েন গানাদিবিরামদ্ভক্তবরমুনিগণেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যম্। কদাচিৎ পারমৈশ্বর্যপ্রকটনং বা, রাত্র্যাদৌ বিচ্ছেদো বা সূচ্যতে। যদ্বা, প্রায় ইতি বিতর্কে। ততশ্চৈতদুক্তং ভবতি—যথা পরমবৈষ্ণবা মুনয়ো বেদবনে নিগূঢ়মপি দুর্বোধলীলত্ব-দুর্লভত্বাদিনাপি হেতুনা ত্বাং ন ত্যজন্তি, কিন্তু কর্ম-জ্ঞানাদি-মার্গেষু বর্তমানা অপি তত্র তত্র সারভূতং ত্বদ্‌যশ এব পরমসেব্যত্বেন গায়ন্তোঽন্তর্যামিরূপেণ সর্বজীবপূজ্যতম-পরমেশ্বররূপেণ চ প্রকাশমানং ত্বাং ভজন্তে, সাক্ষাদিব পশ্যন্তি। কিংবা সর্বপরিত্যাগেন কেবলং প্রেম্ণা সেবন্তে, তথৈবৈতে অলিনোঽপি, অতো নূনং তত্র রেমে॥

১১৪। অধুনা কীটেভ্যঃ শ্রেষ্ঠানাং পক্ষিণাং, তত্রাপি জলচারিণাং সদা সমীপবর্তিতা-রাহিত্যাদাদৌ মাহাত্ম্যম্। পূর্ববদ্ দিবাবিরহদুঃখশান্তয়ে ভগবল্লীলাং গায়ন্তীনাং গোপীনাং কাশ্চিদাহুঃ—সরসীতি (শ্রীভা ১০।৩৫।১১)। ভোঃ সখ্যঃ দূরতরে মৃষ্টজলকমলবনাদিবিচিত্র-মনোহর-ভোগসামগ্রীযুতে সরসি স্থিতাঃ তে নিরন্তরবিহারপরাঃ সংখ্যাতীতাঃ সারসা হংসাশ্চ, অন্যেঽপি বিহঙ্গাঃ জলপক্ষিণঃ শ্রীকৃষ্ণবেণোশ্চারুণা গীতেন হৃতচেতসঃ সন্তঃ প্রথমং মোহেনেতস্ততো ভ্রমন্তঃ পশ্চাত্তস্মিন্নেব সরসি এত্য আগত্য হরিমুপাসত অভজন্ত। উপাসনালক্ষণান্যাহুঃ—'যতচিত্তা' ইত্যাদিনা ; পদত্রয়েণান্যবিষয়ক-মানসিক-কায়িক-বাচিকাখিলব্যাপারোপরমেণ তদেকনিষ্ঠতা বোধ্যতে। তত্র দৃগ্‌ভ্যাং সর্বাঙ্গাণামুপলক্ষণম্। ধৃতমৌনা ইত্যনেন চ বাগিন্দ্রিয়-নিয়মেনান্যেষামপীন্দ্রিয়াণাং নিয়মনং জ্ঞেয়ম্, বাগিন্দ্রিয়েণ সর্বেন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণাৎ। যদ্বা, তত আগত্য হরিং স্বমনোহরমুপ তৎসমীপে আসত উপ-

বিবিশুঃ। ততশ্চ তে পরমানন্দং প্রাপ্তা ইতি বদন্ত্যস্তল্লক্ষণানি নির্দিদিশুঃ—যতেতি। হন্তেতি হর্ষে বিস্ময়ে বা। যদ্বা, বিষাদে চ ততশ্চায়মর্থঃ—হৃতচেতস্ত্বেনাগত্য তৎসমীপবর্তিনঃ সন্তঃ শান্তিসুখেন যতচিত্তাদয়ো বভূবুঃ। কিম্? কাকূক্ত্যাপি তু নৈব, কিন্তু অন্তর্বহির্বিকারজাতৈর্বিপরীতা এবাভবন্নিতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা, মীলিতদৃশ ইত্যত্রৈব কাকুঃ। অনয়োরকারবিশ্লেষঃ ; ততশ্চ তে তদুপাসনজনিতবিচিত্রমনোবিকারৈঃ সংযতচিত্তাস্তদ্রূপদর্শনাশক্ত্যাঽমীলিতদৃশঃ সহজনিমেষরহিতা দৃষ্টয়ঃ, অধৃতমৌনাশ্চ নামসংকীর্তনাদিপরা ধৈর্যাদিহান্যা জাতা ইত্যর্থঃ। অথবা কিং কল্পনাগৌরবেন? উপাসনানন্তরঞ্চ তে প্রেমমূর্চ্ছাং প্রাপুরিত্যভিপ্রেত্য তল্লক্ষণানি নির্দিশতি—যতেত্যাদিনা, যতচিত্তা লীনান্তঃকরণাঃ ; অত্রেদং তাৎপর্যমূহ্যম্—ভিন্নজাতীয়ানাং তত্র চাকাশচারিণাং তত্রাপি পুংসাং, তত্রাপি চ দূরসরোবিহারাদি-পরাণামীদৃশমাকর্ষণং বলাৎ তৎসঙ্গমাপাদকং তদ্বেণুগীতম্, অপি চ পরমপ্রেমাবির্ভাবকং সহজধৈর্য শান্তি হারকং বিচিত্রবিকার-বিস্তারকং পরমমোহনঞ্চ তদীয়োপাসনং জাতং, সদা গোপীনাং তদেকগতীনামস্মাকং কিং নাম নির্বক্তুং শক্যমিতি॥

১১৫। অথ তেভ্যোঽপি বিশিষ্টং ভগবচ্ছব্রায়মাণ বৃক্ষাদিচারিণাং পক্ষিণাং মাহাত্ম্যং পূর্ববদ্বেণুনাদশ্রবণমোহিতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽবদন্—প্রায়ো বতাম্বেতি (শ্রীভা ১০।২১।১৪) পরমমোহেন ধৈর্যহান্যা শ্রীযশোদামেব কাঞ্চিদন্যাং বা নিজসখীমেব সম্বোধয়তি—হে অম্বেতি। বতেতি হর্ষে। অস্মিন্ বনে শ্রীবৃন্দাবনাখ্যে যে বিহগাস্তে সর্বেঽপি মুনয়ো ভগবদ্ধর্মপরাঃ পরমর্ষয় এব জ্ঞায়ন্তাম্, প্রায়ো বাহুল্যে, তেন চ মুনিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠাঃ। কেচিদিতি পূর্বোক্তবদ্ বোদ্ধব্যম্, ক্বচিৎ প্রায়েণ তে ইতি পাঠঃ ; অর্থঃ স এব। তন্মুনিত্বে হেতুঃ—তদনির্বচনীয়মুদিতমাবির্ভূতং কলবেণুগীতং মধুরাস্ফুটধ্বনির্বেণোর্গীতং শ্রীবৃন্দাবন-গো-গোপ-গোপীগণগাথাদিরূপং যে শৃণ্বন্তি। কথম্ভূতম্? কৃষ্ণেন ঈক্ষিতং দৃষ্টং স্বয়মেবোপ্রেক্ষিতং, পূর্বং তাদৃশাভাবাৎ। যদ্বা, কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণকর্তৃকং স্ববিষয়কং স্বকর্তৃককৃষ্ণবিষয়কং বা দর্শনং যথা স্যাত্তথা। দ্রুমাণাং ভুজানারুহ্য কৃষ্ণস্যাত্মনশ্চান্তরালে পত্রপল্লবাদিকং দর্শনব্যবধায়কং যত্র ন বর্ততে চ, পত্র-পুষ্প-ফলভক্ষণাদি স্বস্বব্যাপারপরিহারাদিপ্রকারেণ তদ্দর্শনং সম্পদ্যতে। তদ্যথা (তত্র যথা) বৃক্ষাণাং শাখা অধিরূঢ়াঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। তেন শ্রীকৃষ্ণেন উদিতং প্রকটিতম্, কিংবা স কৃষ্ণ উদিতো ভবতি যস্মাৎ বৃক্ষলতাদ্যাবুতস্যাপি তস্য বিজ্ঞাপকমিত্যর্থঃ। রুচিরাঃ প্রবালা নবপল্লবানি যেষাং তানপীতি দর্শনব্যবধান সম্ভবে সুখভোগসম্পত্তৌ চ হেতুঃ। ততশ্চ কেনাপ্যনির্বচনীয়েনানন্দেন মীলিতদৃশস্তথা ত্যক্তকৃষ্ণকৃষ্ণেতিব্যতিরিক্তান্যবাচশ্চ যে ভবন্তি ; শ্রীকৃষ্ণপরা হি মুনয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ-

দর্শনং যথা স্যাত্তথা রুচিরপ্রবালস্থানীয়বিচিত্রসৎকর্ম প্রকাশকবেদদ্রুম শাখারূঢ়াঃ, যৈর্বেদৈর্যেন চ প্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারো ভবতি, তানেবাধীয়মানাস্তেনৈব সর্ব-কর্ম-ফলার্পণাদিনা প্রকারেণ বেদোক্তকর্মাণি স্বীকুর্বন্তঃ, কিংবা বেদানধীয়ানা অপি তদর্থানভিমৃশন্তোঽপি তদুক্তকর্মাণ্যারম্ভতোঽপি শ্রীকৃষ্ণদর্শনায় পরমমনোরমং তদ্-গীতমেব শৃণ্বন্তি, ন তু বেদাধ্যয়নাদিম্বাসজ্জন্তে (দ্বারজ্যন্ত), ততশ্চ হৃদয়মধ্য এব তং স্ফুটং পশ্যন্তঃ পরমানন্দেন মীলিতদৃশঃ কেবলতন্নামসংকীর্তনপরা ভবন্তীতি। অথবা, যে ভগবৎপরা মুনয়স্তেঽস্মিন্ বনে বিহগাঃ সন্তো বেণুগীতং শৃণ্বন্তি ; কিংবা স্বামিব্যাখ্যানুসর্তব্যা। মুনয় আত্মারামাঃ সর্বেঽপি বিহগা এব ভবিতুমর্হন্তি, ততশ্চ প্রায় ইতি কথঞ্চিৎ কশ্চিদ্দৈবহতো মায়ামোহিতো ন ভবত্বেবেত্যর্থঃ। যতস্তেষাং যদভিমতং, ততোঽধিকতরমপ্যত্র সুখেন সংসিধ্যতীত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—কৃষ্ণেত্যাদি। অন্যং (অন্যৎ) যথাপূর্বমুন্নেয়ম্। অথবা, বৃন্দাবনান্তর-বর্তিনাং কীটবিশেষাণাম-লীনামপি ভগবদ্ভক্তি-মুখ্য-মুনিত্বাপেক্ষয়া (ভগবদ্ভক্তাখ্যমুনিত্বোৎপ্রেক্ষয়া) তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠানাং পক্ষিণাং শ্রৈষ্ঠ্যমেব যুজ্যত ইত্যেবং ব্যাখ্যেয়ম। অস্মিন্ বনে যে বিহগাস্তে মুনয় ইব মুনয়ঃ বৃন্দাবনান্তর্বাসাদিসাদৃশ্যেন ভবন্তি ; কিং কাক্কা? নৈব ; তত্রহেতু-মাহ—কৃষ্ণ ইত্যাদি। অন্যৎ সমানম্। বত-শব্দস্য খেদার্থমঙ্গীকৃত্যাস্য শ্লোকস্য তাৎপর্যং কল্পনীয়মিদম্ ; অহো কষ্টং, ধিগস্মান্ শ্রীকৃষ্ণৈকপরতাবিহীনাঃ ; যতো বনে গতস্য সতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং তদ্বেণুগীতশ্রবণঞ্চ সর্বপরিত্যাগেন দ্রুমশাখা-স্বধিরুহ্য কর্তুং ন শক্নুমঃ, ন চ তদ্দর্শনাভাবেন মীলিতদৃশো ভবামঃ, নাপি বিগতান্যবাচ ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩। এক্ষণে স্থাবর হইতেও শ্রেষ্ঠ জঙ্গম, এবং সেই জঙ্গমের মধ্যেও প্রথমতঃ কীট সকলের (পূর্ববৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অগ্রজ শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিয়া) মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন, 'এতে অলিনঃ' ইত্যাদি। এই ভ্রমরসকল গুঞ্জনচ্ছলে আপনার ভুবনপাবন যশোগান করিতে করিতে পথে পথে আপনার অনুগমন করিতেছে। অর্থাৎ নিরন্তর সুযশগান লক্ষণ ভজনা করিবার জন্য আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। এই ভজন কীদৃশ? অখিল ভুবনের সার এবং সমগ্র লোকের পবিত্রকর, আপ্যায়নকর ও অশেষ তীর্থস্বরূপ। অথবা অধিকারী-অনধিকারী নির্বি-শেষে সমগ্র লোকের তীর্থস্বরূপ বা সংসারতারক ভগবদ্ভক্তিমহিমা-জ্ঞানপ্রদায়ক গুরুস্বরূপ। এজন্য ইহারা বনমধ্যে থাকিয়া নিরন্তর আপনার যশোগান করিতেছে।

অর্থাৎ শ্রীনারদাদির মত যশোগানের দ্বারা পরম রহস্যলীলারই অন্বেষণ করিতেছে। অতএব এই অলিগণ অন্য কেহ নহে, বোধ হয় মুনিগণই হইবে ; কিন্তু আত্মারাম নহে, আপনারই মুখ্যভক্ত হইবে। অর্থাৎ আপনার অনন্ত মূর্তির মধ্যে পূর্ণস্বরূপ আমার অগ্রজরূপ মূল সঙ্কর্ষণ মূর্তির উপাসকগণই মুখ্য ভক্ত এবং পরম মনন-হেতু আপনার ভজন নিশ্চয় করিয়া অন্যত্র মৌনশীলত্বহেতু মুনি। আপনি বন্যবেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও ইহারা নিজেষ্টদেব জানিয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছে না এবং নিজেরাও অলিবেশে আত্মগোপন করিয়া গীতপ্রিয় আপনাকে ভজনা করিতেছে। হে আদিপুরুষ! আপনি যেরূপ আদিপুরুষ, ইহারাও সেইরূপ আদি সেবক। অতএব আপনার লীলানুসারে সর্বদা আপনাকে ভজনা করিতেছে। হে অনঘ! হে সর্বদোষরহিত! হে সর্বাপরাধ-অগ্রাহক! হে সর্বদুঃখবিমোচক! আপনি সকলের সকলপ্রকার দুঃখ দূর করিয়া প্রেমদান করেন, এজন্য ইহারা আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ অনবসর ভজনেও অপরাধ-ভয়াদির অভাবে অশেষ দুঃখ বিমোচকত্ব-হেতু কখনও আপনাকে ত্যাগ করিতেছে না, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। প্রায় শব্দ বাহুল্যে অর্থাৎ কোন সময়ে যদি কোন ভ্রমরের প্রেম-বিশেষের উদয়-হেতু গানাদির বিরাম হয়, তথাপি ভক্তবর মুনিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। অথবা কোন সময়ে পরমৈশ্বর্য প্রকটন-হেতু বা রাত্রিকালে বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে। অথবা প্রায় শব্দ বিতর্কে হইলে অর্থ হইবে যে, যেমন পরম বৈষ্ণব মুনিগণ বেদরূপ বনমধ্যে (আপনি নিগূঢ় হইলেও) অন্বেষণ করেন এবং দুর্বোধলীলত্ব ও দুর্লভত্বাদি-হেতু থাকিতেও আপনাকে ত্যাগ করেন না ; কিন্তু কর্ম-জ্ঞানাদি মার্গে বর্তমান হইয়াও সেই সেই মার্গের সারভূত আপনার যশঃই পরম সেব্যত্বরূপে গান করিতে করিতে অন্তর্যামীরূপে এবং সর্বজীব-পূজ্যতম পরমেশ্বররূপে প্রকাশমান আপনাকে ভজন অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন অথবা সর্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রেমদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভ্রমরসকল আপনার সেবা করিতেছে।

১১৪। এক্ষণে কীটসকল হইতেও শ্রেষ্ঠ পক্ষিসকলের, বিশেষতঃ সদা শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তিতা-রাহিত্য-হেতু প্রথমতঃ জলচর পক্ষিসকলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। তথা পূর্ববৎ দিবাবিরহদুঃখ শান্তির নিমিত্ত ভগবল্লীলা গানে নিরতা গোপীসকলের মধ্যে কেহ বলিতেছেন, 'সরসি' ইত্যাদি। হে সখিগণ! জলকমলাদি বিচিত্র মনোহর ভোগ-সামগ্রীযুক্ত সেই সরোবর দূরে অবস্থিত ; কিন্তু তাহাতে নিরন্তর বিহারপর সংখ্যাতীত সারস, হংস এবং অন্যান্য জলচর বিহঙ্গগণ শ্রীকৃষ্ণ-

বেণুর চারুগীত দ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মোহপ্রযুক্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পশ্চাৎ সেই সরোবরে আগমন পূর্বক হরির উপাসনা করিয়া থাকে। উপাসনার লক্ষণ বলিতেছেন, 'যতচিত্তা' ইত্যাদি। 'যতচিত্ত', 'মীলিতদৃশ', 'ধৃত-মৌনা', এই পদত্রয়ের দ্বারা অন্যবিষয়ক (মানসিক, কায়িক, বাচিক) অখিল-ব্যাপার-উপরম-হেতু শ্রীকৃষ্ণে একতানতা প্রকাশ পাইতেছে। বেণুগীত শ্রবণে তাহারা যত-চিত্ত অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত হইয়াছে। মীলিতদৃশ—চক্ষুরাদিসমূহ অঙ্গ সংযমিত করি-য়াছে। অর্থাৎ চক্ষুর উপলক্ষণে সর্বাঙ্গের ব্যাপার উপরম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ধৃতমৌন—বাক্‌সংযমের উপলক্ষণে সর্বেন্দ্রিয় সংযম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমিত করিয়াছে। কারণ, বাক্যবেগ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে বলবান্। অথবা শ্রীহরি সর্ব মনোহর বলিয়া পক্ষিসকল চতুর্দিক হইতে সেই সরোবরে হরি-সমীপে মিলিত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'হন্ত'—শব্দ হর্ষে বা নিজাভীষ্ট লাভ-হেতু বিস্ময়ে প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা বিষাদে হইলে অর্থ হইবে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদ শ্রবণে হৃতচিত্ত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্বক শান্তিসুখে যতচিত্ত হইয়া রহিল কি? এইজন্যই কি, কা-কূ-উক্তিও করিতেছে না? কিন্তু অন্তরে ও বাহিরে বিকারজাত লক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, (বিপরীত ব্যাখ্যায়) তাহারা যত-চিত্ত না হইয়া প্রমত্ত চিত্তে, নিমীলিতদৃশা না হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই সৌন্দর্যসিন্ধু পান করিতেছে এবং নেত্র-চষক পূর্ণ করিয়া অশ্রুচ্ছলে সেই সৌন্দর্যসিন্ধু বমন করিতেছে ; কিন্তু তথাপি পানে বিরত হইতেছে না। অতএব ধৃতমৌনা না হইয়া উচ্চকণ্ঠে নিজ স্বজাতি পক্ষিগণকে আহ্বান করিয়া একযোগে সেই সর্বাকর্ষক সর্ব-চিত্তাহ্লাদক 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম কীর্তন করিতেছে। এইপ্রকার অন্তর্বাহ্যে নানা বিকার প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা উপাসনার জন্য (বিচিত্র বাসনাময় চিত্তে) কখন সহজ নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে, কখন বা তোমাদের মত অভঙ্গুর অনঙ্গরসরঞ্জিত অপাঙ্গভঙ্গীতে সেই রসসিন্ধু পান করিতেছে। অথবা এত কল্পনার প্রয়োজন কি? তাহারা উপাসনার পর প্রেমমূর্ছা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার লক্ষণ যতচিত্ত, লীনান্তঃকরণ, বিস্ফারিত নেত্র, ধৃতমৌন ইত্যাদি প্রেমমূর্ছারই চিহ্ন। তাৎপর্য এই যে, পক্ষীসকল সহজে বিজাতি, আকাশচারি ও পুরুষ জাতি এবং দূরস্থিত সরোবরে বিচরণ করে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণবেণুর চারুগীত তাহাদিগকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম সম্পাদন করাইয়া পরমপ্রেমাবির্ভাবক সাহজিক ধৈর্য-শান্তিহারক—বিচিত্র-বিকার-বিস্তারক পরমমোহনস্বরূপ তদীয় উপাসনায় নিয়োজিত করিতেছে। হায়! তদেক-জীবনা আমাদের মত গোপীগণের যে কি দশা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

১১৫। অনন্তর সেই জলচর পক্ষিসকল হইতেও বিশিষ্টতা এবং শ্রীভগবানের ছত্রস্বরূপ বৃক্ষাদিতে বিচরণকারী পক্ষিসকলের মাহাত্ম্য পূর্ববৎ বেণুনাদশ্রবণে বিমোহিত গোপীসকলের মধ্যে কোন গোপী বলিতেছেন, 'প্রায়ো বতাম্ব' ইত্যাদি। পরমমোহে ধৈর্যহানিবশতঃ শ্রীযশোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে মাতঃ! কিংবা নিজ সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা (এখানে মাতৃ সম্বোধনের কেহ না থাকিলেও হর্ষ, বিস্ময়, ভয় প্রভৃতিস্থলে স্ত্রীলোকরা প্রায়শঃ 'মা, হায় মা', ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া থাকে। তাই এখানে 'বতাম্ব' পদের বত-শব্দে হর্ষ প্রয়োগ হেতু এইরূপ সম্বোধন জানিতে হইবে।), এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষী বাস করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভগবদ্ধর্মপরায়ণ পরম ঋষি। 'প্রায়' শব্দ বাহুল্যে অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণ মুনিসকল হইতেও শ্রেষ্ঠ-পরমর্ষি। তাঁহাদের মুনিত্বের হেতু এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবেণু হইতে আবির্ভূত অনির্বচনীয় মধুর কলধ্বনি এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ গো-গোপ-গোপীগণের গাথা শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিরূপে শ্রবণ করেন? শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া (পূর্বে যাহা কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই।) এই সমস্ত পক্ষী যখন দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করেন, তখন নিজ নিজ নীড়ক্রোড় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বা স্ব কর্তৃক কৃষ্ণ-বিষয়ক দর্শন-বাধাশূন্য নব নব পত্রপল্লবাদিসমন্বিত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া এমনভাবে উপবেশন করেন, যাহাতে বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদির অন্তরালতায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে কোন বাধা না হয়। কিংবা তাঁহাদের উপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতেরও কোন বাধা না হয়। যদিও বৃক্ষশাখাগ্রে পত্রপুষ্পাদিবিহীন স্থানে উপবেশন করিলেও তাঁহাদের অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইতে পারে এবং বংশীনাদও শ্রবণ হইতে পারে, কিন্তু পত্র-পুষ্পাদিস্থান অতি নির্জনতর হয় বলিয়া তাঁহারা সেইস্থানেই উপবেশন করেন। তথাপি তৎকালে তাঁহারা পত্র, পুষ্প ও ফল ভক্ষণাদি স্ব স্ব ব্যাপার পরিহার করিয়া থাকেন, এজন্য কেবল দর্শনানন্দই সম্পন্ন হইতে থাকে। তৎকালে তাঁহারা কোন এক অনির্বচনীয় আনন্দভরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকেন এবং 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আর শ্রীকৃষ্ণপর মুনিগণ যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া থাকেন, ইঁহারাও সেইপ্রকারে রুচির-প্রবাল স্থানীয় অর্থাৎ বিচিত্র সর্ব কর্মপ্রকাশক বেদরূপ বৃক্ষের শাখায় আরূঢ় হইয়া এবং যে সকল বেদের যে শাখা দ্বারা যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনন্ত-শাখাসমন্বিত বেদকল্পতরুর যে শাখা আশ্রয় করিলে পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহার কৃপালাভ হয়, তাঁহারা সেই শাখাই আশ্রয় করেন ও

সেই শাখার বিচিত্র পল্লবাদিস্থানীয় ভক্ত্যঙ্গরূপ কর্মসমূহ অনুসন্ধানের জন্য সেই বেদসকল অধ্যয়ন করিয়া সৎকর্ম ফলার্পণরূপ প্রকার দ্বারা বেদোক্ত কর্মসকল স্বীকার করিয়াও কিংবা বেদাধ্যয়ন করিয়া সেই সকল বেদের অর্থ উত্তমরূপে বিচার করিয়াও তদুক্ত কর্ম করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত পরম মনোরম তাঁহার গীত শ্রবণ করেন, এজন্য তৎকালে আর বেদাধ্যয়নাদিতে আসক্তি হয় না ; পরে পরমানন্দে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার নাম-সংকীর্তনে তৎপর হইয়া থাকেন। অথবা যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ মুনি, তাঁহারা এই বনে পক্ষী হইয়া বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন। কিংবা শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা অনুসারে, যাঁহারা আত্মারাম মুনি, তাঁহারা প্রায়ই এই বৃন্দাবনে পক্ষী হইয়া বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন। এখানে 'প্রায়' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই আত্মারাম মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবহত হইয়া থাকেন, এজন্য পক্ষীরূপে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েন না। যেহেতু, আত্মারাম মুনিগণ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহারও অধিকতর সুখ এখানে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা বৃন্দাবনস্থিত অলি প্রভৃতি কীটসকলও ভগবদ্ভক্তিপর মুনি হইতেও শ্রেষ্ঠ। আর তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর যে পক্ষী, তাঁহারা কিরূপে অন্যত্র বনবাসী মুনিগণের সদৃশ হইবেন? অর্থাৎ বনবাস-সদৃশ হইলেই কি তাঁহাদের সহিত সমতা লাভ করিবেন? কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ, বৃন্দাবনস্থিত পক্ষিসকল শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে বেণুনাদ শ্রবণ করিতেছেন। 'বত' শব্দ খেদার্থে অঙ্গীকার করিলে অর্থ হইবে যে, অহো! আমাদিগকে ধিক্! কারণ, আমরা শ্রীকৃষ্ণৈকপরতাবিহীনা, তাই বনে গমনপূর্বক স্বচ্ছন্দে সেই পক্ষি সকলের মত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন বা তাঁহার বেণুগীত শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এজন্য আমরা তাঁহার দর্শনাভাবে মীলিতদৃশা হইয়া অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

১১৬। **ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা,**
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

মূলানুবাদ

১১৬। হে সখি! বনচারিণী হরিণীগণ বিবেকশূন্যা হইলেও ধন্যা। যেহেতু, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিলে আপন আপন পতির সহিত মিলিত হইয়া বিচিত্র বেশধারী শ্রীনন্দনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণয়দৃষ্টি বিরচিত উপহারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৬। অতঃ তেভ্যোঽপি বিশিষ্টং পশুজাতিসাহচর্যাদ্ ভগবৎপাল্যমান গবাদি-সঙ্গে বিচরতাং মৃগাণাং মাহাত্ম্যম্ তথৈব কাশ্চিদাহুঃ—ধন্যাঃ স্মেতি (শ্রীভা ১০।২১।১১)। ভোঃ সখ্যঃ! বয়ং ধন্যাঃ স্ম। বিসর্গাভাবশ্ছন্দোঽনুরোধেনার্ষঃ। পরমভাগ্যবতাঃ কৃতার্থা বা ভবাম ইত্যর্থঃ। যতো যা এতাস্তাঃ সর্বা এব হরিণ্যঃ বেণুনাদং শ্রুত্বা নন্দনন্দনমস্মৎ-প্রিয়তমং প্রতি পূজাং বিদধুঃ সম্মানং কৃতবত্যঃ। কথম্ভূতাঃ? প্রণয়যুক্তৈরবলোকনৈরেব বিরচিতাং বিশেষেণ কল্পিতাম্; কৃষ্ণস্য তদ-নন্যাপেক্ষয়া তাসাঞ্চা তদধিকপূজাদ্রব্যাভাবেন তৈরেব পূজয়ামাসুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, বি-শব্দাত্তৈরেব তস্য পূজা বিশিষ্টা কৃতা ভবেদিতি! কিঞ্চ, কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ। কথম্ভূতম্? উপাত্তাঃ স্বীকৃতা বিচিত্রা বনমালা বর্হাপীড়গুঞ্জাবতংসাদয়ো বেশা ভূষণানি তত্তদ্‌ভূষণবস্ত্রাদিধারণপরিপাটীবিশেষো বা ছন্দাংসি যেন তম্। কথ-ম্ভূতাস্তাঃ? মূঢ়মতয়স্তির্যগ্‌জাতয়োঽপি; কিংবা বেণুনাদাকর্ণনেন মূঢ়াঃ জ্ঞানহীনতাং প্রাপ্তা বাহ্যান্তঃকরণানাং গতিঃ প্রবৃত্তির্যাসাম্; কিংবা ব্রজে সহজমহিমা বিবিধ-বৈদগ্ধ্যবত্যোঽপি বেণুনাদতো মূঢ়ানাং জড়ানামিব গতিঃ স্থিতিগতিক্রিয়ৈব বা যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ। মূঢ়গতয় ইতি পাঠেঽপায়মেব অর্থঃ। এবং সত্যপি-শব্দস্য হরিণ্য ইত্যনেন সম্বন্ধঃ। সদা বনান্তশ্চারিণ্যোঽপি সর্বা এতা বেণুনাদাকর্ণনমাত্রেণ শ্রীকৃষ্ণা-ন্তিকমাগত্য তদ্রূপদর্শনেন কামমোহিতাঃ সত্যঃ কিঞ্চিদপরং বিবেক্তুং কর্তুঞ্চাশক্তাঃ, কেবলং প্রেম্ণা পূজয়ন্ত্য ইব নিরীক্ষন্ত ইত্যর্থঃ। অপীত্যস্য শ্রীকৃষ্ণসারৈর্বা অন্বয়ঃ। তৎপতয়ঃ কৃষ্ণসারা অপি সহ যুগপদেব তথা চক্রুরিত্যর্থঃ। অথবা পরমগভীর-

প্রেম-স্বভাবতো ভগবতীনাং তাসাং কদাচিদপ্যাত্মানং প্রতি ধন্যজ্ঞানং ন সম্ভবতী-ত্যয়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ খেদে বা। এতা এব ধন্যাঃ, যা নিজপতিভিঃ সহিতা এব পূজাং দধুঃ। বয়ন্তু সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিবন্মনুষ্যজন্ম-প্রাপ্তা অপি, তত্র চ সকলসদ্‌গুণবিদগ্ধ-গোপজাতয়োঽপ্যধন্যা এব। যতো বনে বিহরতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনাদং শ্রুত্বা তমভিসৃত্য তাদৃশবেশং দৃষ্ট্বা প্রেমভরেণ বিশালচক্ষুষী সমুন্মীল্য প্রসন্নদৃষ্টিভিঃ সেবিতুং নার্হামঃ। কদাচিৎ কাশ্চিদ্বা তথা সেবন্তাং নাম, তচ্চাস্মৎ-পতয়োঽল্পমতয় ইব সাক্ষান্ন সহন্ত ইতি এতদেব কৃষ্ণসারশব্দপ্রয়োগেণাপি ধ্বনিতম্। কৃষ্ণ এব সারভূতোঽন্যৎ সর্বমসারং যেষাং হরিণানামিতি তে ধন্যা এব, গোপাশ্চ তদ্‌বিপরীতা ইতি। যদ্যপি সর্বথা গোপা অপি শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়াঃ পরমধন্যা এব, তথাপি তেষাং বশ্যতয়া ইমা ভগবত্যো লজ্জয়া স্বচ্ছন্দেন কিমপি তথা ব্যবহর্তুং ন শক্নুবন্তীতি তথোচুঃ। এবং স্বপতি-পরাধীনত্বাদিনা নিভৃতং জারত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজন-মেব তাসাং পরমপ্রেম-সম্পচ্চরমকাষ্ঠাসম্পাদকমিত্যুক্তমেবাস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬। এক্ষণে পূর্বোক্ত পক্ষিজাতি হইতেও বিশিষ্টতর পশুজাতির বিশেষতঃ যাহারা শ্রীভগবানের পাল্যমান গবাদির সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে, সেই মৃগসকলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। সেই প্রকারে কোন সখী বলিলেন, 'ধন্যাঃ স্ম' ইত্যাদি। হে সখিগণ! আমরা অধন্যা ; কারণ এই বৃন্দাবনে যে সমস্ত হরিণী আছে, তাহাদের মত সৌভাগ্য লাভ করাও আমাদের পক্ষে দুর্লভ। এই হরিণীগণ বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রিয়তম শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি পূজা বিধান করিয়া থাকে। হরিণীর পূজা কেমন? এই হরিণী পশুজাতীয়া এবং স্বভাবত বিবেকহীনা, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণপূজায় বঞ্চিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত সম্ভার-সমূহ তাঁহার পূজার নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। আর শ্রীকৃষ্ণও অন্যের তুলনায় (ততোধিক পূজা দ্রব্যের অভাবে) তাদৃশ কৃপাবলোকন করিয়া থাকেন। অথবা 'বি' শব্দ বলে তাহাই তাহাদের পক্ষে বিশিষ্ট পূজা-সম্ভার। আরও বলিতেছেন, কৃষ্ণসার অর্থাৎ স্বীয় পতির সহিত গমন করিয়া সেই পূজা বিধান করিয়া থাকে। বংশীনাদ শ্রবণে যখন হরিণীগণ আত্মহারা হইয়া বংশীধারীর দিকে অগ্রসর হয় এবং বনমালা গুঞ্জাদি-নির্মিত বিচিত্র বন্যবেশধারী আমাদের প্রিয়তমকে অবলোকন করিয়া থাকে, তখন তাহাদের পতিগণও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। যদিও তাহারা মূঢ়মতি তির্যগ্ জাতি, কিংবা বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া তাদৃশ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বাহ্যান্তঃকরণবৃত্তি সমুদয়ও লোপ পাইয়াছে। অথবা ব্রজের সহজমহিমাস্বভাবে

বিবিধ বৈদগ্ধীসত্ত্বেও বেণুনাদহেতু মূঢ় ও জড়ের মত গতি-ক্রিয়ারহিত হইয়াছে ; তথাপি সদা বনচারিণী হরিণীগণও বেণুনাদ শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন পূর্বক কামমোহিত হইয়া অন্য কিছু বিচার করিতে অশক্ত হইয়া প্রেমভরে কেবল নিরীক্ষণচ্ছলে পূজা করিয়া থাকে। 'অপি'—শব্দের সর্বত্র সম্বন্ধ-হেতু তাহাদের পতি কৃষ্ণসার অর্থাৎ কৃষ্ণকেই সার বলিয়া ধারণা করিতে পারে বলিয়াই তাহারা 'কৃষ্ণসার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এজন্য তাহারাও ঐ কার্যে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করে। অথবা পরম গভীর প্রেমস্বভাবে শ্রীভগবতীগণের কখনও নিজের প্রতি ধন্যজ্ঞান সম্ভব হয় না। তাৎপর্য এই যে, মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ পরম গভীর প্রেমস্বভাবসুলভ অতৃপ্তিবশতঃ কিছুতেই চিত্তের স্থিরতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাই যে কোনপ্রকারে যাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধমাত্র দেখিতেছেন, তাহাকেই পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া বোধ করিতেছেন এবং প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্যবশতঃ নিজেকে ভাগ্যহীনা বলিয়া ধারণা করিতেছেন। এখানে 'স্ম' শব্দটি প্রসিদ্ধার্থ বা খেদে। অতএব হরিণীগণ ধন্য! কেননা, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই নিজপতি কৃষ্ণসার সহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে ; কিন্তু আমরা সর্বজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তথা সকলসদ্‌গুণবিদগ্ধ গোপজাতি হইয়াও বনে বিহরণশীল শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণমাত্রেই তাঁহার নিকট অভিসার করিয়া তাদৃশ বেশ দর্শনে প্রেমভরে বিশাল চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া প্রসন্নভাবে সেবা করিতে সমর্থ হইতেছি না। যদি বা কদাচিৎ কেহ তাদৃশ সেবায় অগ্রসর হয়, কিন্তু আমাদের পতি সকল সাক্ষাতে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। এতদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, তাঁহাদিগের পতির তুলনায় হরিণীগণের পতির প্রতি যে 'কৃষ্ণসার'—শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সার্থক হইয়াছে। কেননা, কৃষ্ণকেই সকলের সারভূত জানিয়া অন্য সকলকে অসারভূত ধারণা করিয়াছে, এইজন্যই সেই হরিণগণও ধন্য। কিন্তু আমাদের পতি গোপসকল তদ্‌বিপরীত। যদ্যপি গোপগণও সর্বথা (নিজ নিজ ভাবানুসারে) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া পরম ধন্য, তথাপি তাঁহাদের বশ্যতা-হেতু এই ভগবতীগণ লজ্জাবশতঃ স্বচ্ছন্দে কোন ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারেন না, এইজন্য বলিয়াছেন, আমরা নয়ন ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন কিংবা প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণকথা আলাপন করিবারও সুযোগ পাইলাম না। যদি ব্রজরমণী না হইয়া হরিণী হইতাম, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইতাম। এইরূপ নিজ নিজ পতির পরাধীনত্বাদি দ্বারা নিভৃত-জারত্ব সিদ্ধ হইল। যেহেতু, জারভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনই তাঁহাদের পরম প্রেমসম্পত্তির চরমসীমা-সম্পাদক, ইহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১১৬। ভক্তিরস স্বরূপতঃ এক হইলেও ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। এইরূপে ভক্তিরস গৌণ মুখ্য ভেদে দ্বাদশ প্রকার। হাস্যাদি সাতটি গৌণ ভক্তিরস ; আর শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস। এই মুখ্য রসের মধ্যেও শান্তাদি ভাবভেদে পূর্ব পূর্ব অর্থাৎ শান্তভাব হইতে দাস্যভাব শ্রেষ্ঠ, দাস্যভাব হইতে সখ্য-ভাব শ্রেষ্ঠ, সখ্যভাব হইতে বাৎসল্যভাব শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্যভাব হইতে মধুরভাব শ্রেষ্ঠ। কারণ, পূর্ব পূর্ব ভাবের উৎকর্ষ পর পর ভাবে বিদ্যমান আছে, এজন্য মধুর-ভাবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মধুরভাবের চরমোৎকর্ষ পরকীয়াভাবেই প্রতিষ্ঠিত, স্বকীয়াতে নহে। 'অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ' (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি) এইজন্য পরকীয়াভাবে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসাস্বাদনেই ব্রজদেবীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের চরমোৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা প্রকটিত।

ব্রজদেবীগণের পক্ষে এই পরকীয়াভাব, দোষাবহ নহে। কারণ, ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি, কিন্তু এই পরকীয়া ভাব প্রাকৃত নায়িকাতে এমন কি দেবীগণেও অত্যন্ত রস বিঘাতক।

ব্রজদেবীগণ যোগমায়া-প্রভাবে স্বীয় স্বীয় নিত্য প্রেয়সীভাব বিস্মৃত হইয়া থাকেন। আর বাস্তবিকপক্ষেও ব্রজদেবীগণের বিবাহ সময় যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে প্রকৃত ব্রজদেবীগণকে আবরণপূর্বক, তৎকালে কল্পিত ব্রজদেবীর মূর্তির সহিত অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের বিবাহ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এজন্য ব্রজদেবী-গণের প্রতি অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের দারাবুদ্ধি মননমাত্র—বাস্তব নহে। আর অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণের প্রতি ব্রজদেবীগণের পতিবুদ্ধিও ভ্রমমাত্র। অতএব ব্রজদেবীগণ ভাবে পরকীয়ামাত্র—তত্ত্বতঃ নহেন। এইজন্য ব্রজের পরকীয়াভাব দূষণ না হইয়া রসভূষণ হইয়াছে।

১১৭। গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত,
পীযূষমুত্তম্ভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু,
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥

১১৮। বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো, বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা, নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্॥

মূলানুবাদ

১১৭। শ্রীকৃষ্ণ-মুখনির্গত বেণু-গীতামৃত পান করিলে গাভীসকল অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া থাকে এবং দুগ্ধপানরত বৎসসকলও উৎকর্ণ হইয়া ঐ গীত-সুধা পান করে। এইজন্য স্তন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদিগের মুখেই থাকে এবং নয়নও ঐপ্রকার অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

১১৮। শ্রীনন্দনন্দন যখন বেণুবাদন করেন, তখন দূরে থাকিলেও চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে ব্রজের বৃষ মৃগ ও গাভীসকল দন্তদ্বারা তৃণসকল ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ণ ঊর্ধ্বীকৃত করিয়া লিখিত চিত্রের ন্যায় দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৭। অথ ততোঽপ্যধিকতরং সাক্ষাচ্ছ্রীগোপালদেবেন পাল্যমানানাং গবাং মাহাত্ম্যং পূর্ববদন্যা গোপ্য আহুঃ—গাবশ্চেতি (শ্রীভা ১০।২১।১৩)। চকারস্তু শব্দার্থঃ, পূর্বাপেক্ষয়া বৈশিষ্ট্যং প্রতিপাদয়তি। পীযূষ শব্দেন মুখস্য চন্দ্রতা ধ্বন্যতে। কৃষ্ণমুখচন্দ্রতো নির্গতং নিঃসৃতং বেণুগীতরূপং পীযূষং গাবঃ ক্ষরণশঙ্কয়েব উত্তম্ভি-তৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ শ্রোত্রাঞ্জলিভিঃ পিবন্ত্যঃ পরম-মনোহরং কৃষ্ণবেণুগীতং সাবধানং প্রীত্যা শৃণ্বন্ত্যঃ শাবাঃ শবতুল্যাঃ সত্যঃ ; ঈপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ। যদ্বা, শাবা বালা অপি তস্থুঃ, কেবলং বিস্মৃতাশেষব্যাপারতয়া স্থাণুবন্নিশ্চলতয়াঽতিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ! ততঃ কৃষ্ণে স্নেহাতিশয়োদয়েন স্তনেভ্যঃ স্নুতানি ক্ষরিতানি পয়াংসি কবলানি চ মুখেভ্যো যাসাং তাঃ, স্নুতং স্তনেতি বিপরীতপাঠেঽপি স এবার্থঃ। শাবস্নুতেতি সমস্তপাঠে শাবেষু বৎসেষু সঙ্গতেষু বৎসতরেষু কিংবা অভিনবজাতেষু কথঞ্চি-ন্মিলিতেষু ন স্নুতঃ স্তনপয়োরূপঃ কবলো বৎসভক্ষ্যগ্রাসো যাভ্যস্তথাভূতাশ্চ তস্থূরিতি। পরমপ্রেমাবির্ভাবে হেত্বন্তরমাহুঃ—গোবিন্দং দৃশা লোচনমার্গেণ আত্মনি

মনসি স্পৃশন্ত্যঃ আলিঙ্গন্ত্যঃ ; অতএব অশ্রূণাং কলা বিন্দবো লোচনেষু যাসাং তাঃ, যদ্বা, অশ্রূণি কলয়ন্তি—লোচনেভ্যো বর্ষন্তীতি অশ্রুকলাঃ, 'কলিব(হ)লিকামধেনু' ইতি প্রসিদ্ধেঃ। সৃজন্ত্য ইতি পাঠে অশ্রুকলা মুঞ্চন্ত্যঃ, তদা চ গোবিন্দমাত্মনি কুর্বাণা ইতি শেষঃ। যদ্বা, শাবাশ্চ মাতৃণাং স্তনপানে প্রবৃত্তা বৎসতরা বালবৎসা বা তদানীমেব বেণুগীতং শ্রুত্বা তদেব পীযূষবদুত্তম্ভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ মাতৃস্তনেভ্যঃ স্রুতাঃ ক্ষীরগ্রাসা মুখেষু যেষাং তে তথাভূতাঃ তস্থুঃ। অন্যৎ পূর্ববদত্রাপ্যূহ্যম্। পিবন্ত ইতিবৎ স্পৃশন্ত ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ে বোদ্ধব্যম্। ভোঃ সখ্যঃ! গাবোহপ্যেবম্ভূতাশ্চেত্তদা মানুষীণাং গোপীনাং তদেকপ্রাণানামস্মাকমস্মদপত্যানাঞ্চ তৎপ্রেমবৈবশ্যমুচিতমেবেতি তাৎপর্যম্॥

১১৮। অধুনা গবাং তদনুবর্তিনাঞ্চ বৃষাণাং তৎসহচরিতানাঞ্চ মৃগাণাং পশুজাতিত্বাদেকত্রৈব পরমং মাহাত্ম্যম্। পূর্ববদ্দিবাবিরহতাপশন্তয়ে কাশ্চিদ্গোপ্য আহুঃ—বৃন্দশঃ (শ্রীভা ১০।৩৫।৫) ইতি। ভোঃ সখ্যঃ! ইদমতিচিত্রং শৃণুত, ব্রজস্য সর্ব এব বৃষা মৃগা গাবশ্চ কৃষ্ণস্য বেণুবাদ্যেন হৃতানি চেতাংসি যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ, আরাৎ ততস্ততঃ আগত্য কৃষ্ণস্য সমীপে তিষ্ঠন্তস্তত্র তত্র দূর এব বর্তমানা বা হৃতচেতস্তয়া দন্তৈঃ কেবলং দষ্টা, ন তু ভক্ষিতা ভ্রংশিতা বা কবলা ঘাসগ্রাসা যৈঃ ; তথা তচ্ছ্রবণরসেন ধৃতা উত্তম্ভিতাঃ কর্ণা যৈস্তথাভূতাঃ সন্তঃ নিদ্রিতা ইব লিখিতচিত্রমিব আসন্ ; প্রেমমোহেন ক্রিয়াজ্ঞানশূন্যা বভূবুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, দূরাদেব বেণোর্গীতরাগাদিভঙ্গীরহিতং প্রথমং নাদমাত্রং শ্রুত্বা হৃতচেতসঃ পরমব্যাকুলাঃ সন্তঃ তদ্বিশেষশ্রবণেন চ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদকমরণভয়মাশঙ্ক্যমানাস্তদশ্রবণায়াগ্রপাদাভ্যাং বলাদ্ধৃতা আচ্ছাদিত রন্ধ্রীকৃতাঃ কর্ণাঃ যৈঃ ; পুনশ্চ তদ্বাদননিবর্তনায় যত্নাৎ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণপার্শ্বমাগত্য দন্তদষ্টকবলাঃ কবলবদ্দশনগৃহীততৃণা ইত্যর্থঃ ; পশ্চান্নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্। তদ্রূপদর্শনেন মূহুর্বেণুবাদ্যশ্রবণেন চ প্রাদুর্ভূতপরমপ্রেম্ণা মোহিতা ইব মৃতা ইব চ বভূবুরিত্যর্থঃ। চিত্রমিত্যেকত্বম্, জাতাবেকত্বাৎ। কিংবা প্রেমমোহেন পরস্পরমবষ্টভ্য সংকীর্ণতয়াবস্থিত্যা সর্বেষামেকীভাবাৎ, অত্রাপি পূর্বশ্লোকবৎ, তাৎপর্যমূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। অনন্তর পূর্বোক্ত মৃগগণ হইতেও অধিকতর মহিমামণ্ডিত সাক্ষাৎ শ্রীগোপালদেবের পাল্যমান গো-সকলের মাহাত্ম্য পূর্ববৎ কোন গোপী বর্ণন করিতেছেন, 'গাবশ্চ' ইত্যাদি। এই শ্লোকের 'চ'কার 'তু'র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—অতএব পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর

'পীযূষ'—শব্দের অর্থের দ্বারাও শ্রীমুখের চন্দ্রতা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-মুখ-নির্গত-বেণুগীতরূপ পীযূষ (অমৃত) গোসকল (ক্ষরণ আশঙ্কায়) কর্ণপুট উত্তোলন পূর্বক (শ্রদ্ধারূপ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া) সেই পরম মনোরম শ্রীকৃষ্ণ-বেণুগীত সাবধানে পান করিতে করিতে হৃদয়ে গোবিন্দকে স্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচন স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। অর্থাৎ গাভীসকল যখন বংশীনাদ শ্রবণ করে, তখন তাহাদের বোধ হয় যেন, কর্ণবিবরে অমৃতরসপ্রবাহ প্রবেশ করিতেছে, এজন্য তাহারা নতমুখে তৃণভক্ষণে বিরত হইয়া ঊর্ধ্বমুখে অবস্থান করে ; আশঙ্কা হয়, যদি কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট অমৃতধারা কোনরূপে বিগলিত হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাহারা ঊর্ধ্বমুখে কর্ণদ্বয়কে উত্তোলন করিয়া অবস্থান করে। এইরূপে তাহারা কর্ণপাত্রে বংশীনাদামৃতধারা স্থাপন পূর্বক পরমানন্দে পান করিতে করিতে মাধুর্যা-বেশে আত্মহারা হইয়া যায়। আর গোবৎসগণও সেই বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া স্তন-ক্ষরিত দুগ্ধকবল মুখে করিয়াই স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাকে। অর্থাৎ মাতৃস্তন-ক্ষরিত দুগ্ধধারা মুখে পাইয়াও তাহা পান করিতে পারে না। কারণ, বংশীনাদ শ্রবণে তাহারাও আনন্দে বিবশ হইয়া যায়। অথবা 'শাবস্নুত' পাঠ হইলে অর্থ হইবে, যে সমস্ত গোবৎস দুই তিন দিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ অভিনব বৎসগণের মুখ হইতেও মাতৃস্তন ক্ষরিত দুগ্ধধারা বিগলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। কেন না, তাহারাও বংশীনাদে আত্মহারা হইয়া যায়। এইপ্রকারে গোগণ ও গোবৎসগণের পরমপ্রেম আবির্ভাবের অন্যতম হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দের নিরুপম রূপরাশি লোচনপথে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভব করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রই তাহাদের হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দের রূপরাশির অনুভব হয়, এজন্য আনন্দাশ্রুধারায় নয়নদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই তাহারা তখন আর নয়নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিতে পারে না, কেবলমাত্র কর্ণে তাঁহার বংশীনাদামৃত আস্বাদন এবং অন্তরে তাঁহার স্ফূর্তিজনিত পরমানন্দ-রসে বিবশ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। গোগণের বংশীনাদ শ্রবণে শৃঙ্গারাদি-ভাবের অভিব্যক্তি সম্ভব না হইলেও বংশীগানের মাধুর্যগ্রহণে তাহারা অপারগ নয় ; প্রত্যুত বাৎসল্যভাবাদি হইতে স্বতঃই দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে দেখা যায়। আর গোবৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বুঝা যায় যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদামৃতের আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদিগের নিরুপাধি প্রীতিজনিত ভাবাবেশ দেখিয়া গোপীগণ মনে করেন যে, এই বৃন্দাবনে গোজন্মও সার্থক। অতএব হে সখিগণ! অবিবেকী পশুজাতির যদি এইপ্রকার ভাববিশেষ দেখা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যগণ মধ্যে বিশেষতঃ গোপীগণ, যাঁহারা

তদেকপ্রাণা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের তাদৃশ প্রেমবিবশতা কথিত হইলে আশ্চর্য হইবার কি আছে? বরং তাঁহাদিগের পক্ষে তাদৃশ প্রেমবৈবশ্যই উচিত হইতেছে।

১১৮। এক্ষণে গাভীগণ এবং তদনুবর্তি বৃষগণও তাহাদিগের সহিত বিচরণশীল মৃগগণ, ইহারা পশুজাতি বলিয়া একত্রে তাহাদের পরম মাহাত্ম্য পূর্ববৎ দিবাবিরহ-তাপ শান্তির নিমিত্ত কোন গোপী বলিতেছেন, 'বৃন্দশো' ইত্যাদি। হে সখিগণ! এক অতি বিচিত্র ঘটনা শ্রবণ কর, এই ব্রজের বৃষ, মৃগ ও গোগণ দূরে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে হৃতচিত্ত হইয়া দলে দলে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে! এমনকি দন্তদ্বারাই তৃণগ্রাস ধারণ করিয়া (প্রেমবিহ্বল-তাপ্রযুক্ত) ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তথা বেণুধ্বনি-শ্রবণরসের জন্য অর্থাৎ বেণুরব শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণদ্বয় ঊর্ধ্বীকৃত করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন ইঁহারা সকলেই নিদ্রিত কিংবা চিত্রিত, এই প্রকার প্রেমমোহে সকলেই ক্রিয়া-জ্ঞানরহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। অথবা দূর হইতে রাগাদি ভঙ্গীরহিত বেণুগীতের নাদমাত্র শ্রবণ করিয়া হৃতচিত্ত হইয়া পরম ব্যাকুলভাবে অবস্থান করিতেছে। কেন না, বেণুগীতের বিশেষ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদক মরণভয় আশঙ্কমান হইয়া সেই বেণুরব অশ্রবণ নিমিত্ত বলপ্রয়োগে অগ্রবর্তি পদদ্বয় দ্বারা (ঊর্ধ্বদিকে স্থাপন কর্ণপত্র উন্নমিত করিয়া) কর্ণরন্ধ্র আচ্ছাদিত করিয়াছে। আবার সেই বেণুবাদন নিবর্তনের জন্য যত্নপূর্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে তৃণকবল দশনে ধারণ করিয়া নিদ্রিতবৎ কিংবা লিখিতচিত্র পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতেছে। এইপ্রকারে পশুগণও শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপরাশিদর্শনে এবং পুনঃপুনঃ বেণুনাদ শ্রবণের দ্বারা প্রাদুর্ভূত পরমপ্রেমে মোহিত (মৃতবৎ) হইয়া থাকে। এখানে জাতির একত্ব-হেতু 'চিত্রং' একবচন হইয়াছে। কিংবা প্রেমমোহে পরস্পরের সংকীর্ণতার অভাবে সকলের একত্ব, বুঝিতে হইবে। এখানেও পূর্বশ্লোকবৎ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে! অর্থাৎ গাভীগণ, বৃষগণ ও মৃগগণের যদি এই প্রকার প্রেমমোহদশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের কি দশা হইবে?

১১৯। পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়-পদাব্জরাগ, শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন, লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥

মূলানুবাদ

১১৯। হে সখি! বনচরী পুলিন্দ স্ত্রীগণও পূর্ণা। যেহেতু, যে শ্রীকুঙ্কুম প্রেয়সীর স্তনলিপ্ত এবং উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলসংলগ্ন হইয়া পরে তৃণরাজিতে সংলগ্ন হয়, সেই কুঙ্কুম দেখিয়াই স্মরব্যথায় অভিভূত হওয়াতে শবরাঙ্গনাগণ সেই কুঙ্কুম লইয়াই নিজ নিজ বদনে ও কুচমণ্ডলে লেপন করিয়া স্মরব্যথার শান্তি করে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৯। ইদানীং ততোঽধিকতরং তদ্‌ব্রজমনুষ্যাণাং তত্র চাদৌ বনান্তরবর্তিনীনা-মন্ত্যজজাতিস্ত্রীণাং মাহাত্ম্যং পূর্ববৎ কাশ্চিদ্‌গোপ্যঃ স্বভাবমাহুঃ—'পূর্ণাঃ' (শ্রীভা ১০।২১।১৭) ইতি। পুলিন্দ্যঃ শবরাঙ্গনাঃ তাভিশ্চান্যা অপি বনচর্যো ভিল্লাদিস্ত্রিয়ঃ সর্বা এবোপলক্ষ্যন্তে। পূর্ণাঃ কৃতার্থাঃ জ্ঞায়ন্তাম্। কথমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—উরুগা বেণুনা গায়তি বেত্যুরুগায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য পাদাব্জয়ো রাগেণ আরুণ্যেন শ্রীঃ কান্তি-র্যস্য কুঙ্কুমস্য তেন, তননির্বচনীয়মাধিং মনোব্যথাং জহুঃ। তদেতি বা তদানীমেব লেপনসমকালমেব জহুরিত্যর্থঃ। ননু কুঙ্কুমং প্রায়শঃ স্ত্রীস্তনগতমেব, কুতস্তনয়োর্ধৃত-মিত্যপেক্ষায়াং তদেব বিশিংষন্তি—দয়িতানাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণাং কাসাঞ্চিৎ স্তনেষু মণ্ডিতেন অলঙ্কারতয়া অনুলিপ্তেন ; বহুধা-কৃষ্ণসঙ্কীর্তনেন বেণুবাদ্যেন বা মোহি-তানাং তাসাং স্তনেভ্যো রতিসময়ে বৈদগ্ধী-বিশেষেণ পাদাব্জয়োলগ্নমিতি ভাবঃ ; তচ্চৈবং বিকৃত্য (বিবৃত্য) লজ্জয়া নোচুরিতি জ্ঞেয়ম্। অহো! পুলিন্দ্যস্তৎ কথং প্রাপ্তা ইত্যপেক্ষায়াং পুনস্তদেব বিশিংষন্তি। তৃণেষু রুষিতেন সংলগ্নেন, তৃণেত্যুপলক্ষণং শিলাদিষ্বপি প্রাচুর্যাৎ তথা সম্মর্দবিশেষেণ পদাব্জয়োঃ সম্পৃক্তত্বাচ্চাক্ষীয়মাণং সদা বনস্থলীষু তত ইতশ্চং ক্রমেণ তাভ্যাং তৃণাদিষু সংলগ্নং সত্তত্র তত্র কাষ্ঠ-শাকাদ্যাহরণায় ভ্রমন্ত্যঃ পুলিন্দ্যঃ প্রাপুরিতি ভাবঃ। কুতস্তাসামাধিরিত্যপেক্ষায়াং তা এব বিশিংষন্তি। তস্য কুঙ্কুমস্য দর্শনেন প্রথমং শ্রীকৃষ্ণস্য, পশ্চাচ্চ বিচারেণ তদীয়-রতিবিশেষস্যাপি স্মরঃ স্মরণং, তেন রুজো মনঃপীড়া যাসাম্ ; যদ্বা তথাভূতস্য দর্শনমাত্রেণৈব স্মররুজঃ কামব্যথা যাসাং তাঃ। পশ্চাৎ কথং জহুস্তদাহুঃ—আননেষু স্তনেষু কামতপ্তেষু লিম্পন্ত্যঃ তৎকুঙ্কুমলেপং কুর্বন্ত্যঃ অথবা দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমীয়ম্, তানি তেনৈব লিম্পন্ত্য ইত্যর্থঃ। এবং নিজাধিশাম্ত্যা তাঃ কৃতার্থাঃ, বয়ন্তু তথা নিজাধিশমনং ন লভাম ইত্যপূর্ণা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, শ্রীশব্দেন মণ্ডিতশব্দেন চেদং

ধন্যতে শ্রীকৃষ্ণবল্লভানাং স্তনৈরনুলেপনদ্বারা ভূষিতেন সৌন্দর্যাতিশয়ং নীতেন, পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-সম্পর্কেণ কান্তিবিশেষং প্রাপ্তেন, কুঙ্কুমের তৃণাদিভ্যঃ সমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গেষু লিপ্যমানেন সতা প্রায়ো ভূষণহীনা বর্ণকান্ত্যাদিরহিতাশ্চ পুলিন্দ্যস্তত্তদভাব-নিমিত্তাধিক্ষ জহুঃ, ভূষাসৌন্দর্যাতিশয়প্রাপ্তেরিতি। অতো ধিগস্মানিতি বাক্যশেষঃ। অথবা ভগবতীনাং তাসাং প্রেমবিশেষোদয়েন সদৈব বিরহতাপস্ফূর্ত্যা পরেষামপি দুঃখনুমানাদয়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ। ভোঃ সখ্যঃ! উরুগায়-পদাব্জরাগবদরুণা শ্রীর্যস্য কুঙ্কুমস্য তেন পূর্ণা ভৃতগাত্রা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা পূর্ণা তৃপ্তা অপি প্রেমবিশেষাভাবাৎ। উরুগায়েতি পদস্য পরেণৈবান্বয়ঃ। কীদৃশেন? কৃষ্ণস্য দয়িতানাং যুষ্মাদৃশীনাং স্তনেষু তৎসন্তোষণায় প্রথমং মণ্ডনতয়ানুলিপ্তেন ; যদ্বা, তৎপদাব্জরাগ-সাদৃশ্য-প্রীত্যা দয়িতাভিঃ স্বস্তনেষু মণ্ডনত্বেন গৃহীতেন পশ্চাত্তদীয়বহুপ্রকারবেণুগীতৈর্বনমধ্যে সমাকৃষ্টানামিতস্ততো ভ্রমন্তীনাং তত্র তদপ্রাপ্তের্বিরহবৈকল্যেন বনেষু বিলুঠন্তীনাং স্তনেভ্যস্তৃণেষু রুষিতেন। তস্য কুঙ্কুমস্য তাদৃশগোপীচেষ্টিত-পরিচায়কতয়া শ্রীগোপীকান্তস্মারকত্বাদ্দর্শনমাত্রেণ স্মরকৃতরুজো যাসাং তাঃ ; স্মররুজ ইতি পঞ্চম্যন্তং বা। তদ্ধেতোস্তদ্ব্যথাশান্তয় ইত্যর্থঃ, মশকার্থো ধূম ইতিবৎ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভর-তৎপ্রিয়াঙ্গসঙ্গিত্ব বিতর্কেণ তৃণেভ্যঃ প্রথমমাদরেণাননেষু, পশ্চাৎ প্রেমবেগেন কুচেষু তৎ কুঙ্কুমং লিম্পন্ত্যঃ সমর্পয়ন্ত্যঃ ; যদ্বা, কুঙ্কুমেনেত্যত্রাপি যোজ্যম্ ; তেন তানি লিম্পন্ত্যঃ সত্যঃ তৎকুঙ্কুমমেব জহুঃ। তত্র হেতুঃ—আধিম্ আধিহেতুত্বাৎ তদেব সাক্ষাদাধিরুপমিত্যর্থঃ। কার্য-কারণয়োরত্যন্তা-ভেদবিবক্ষয়া ; আদিষ্টলিঙ্গত্বাৎ পুংস্ত্বমুদ্দিষ্টম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ মহাকামপীড়া জাতা, তস্যাঙ্গস্পর্শনেনাশেষমনোব্যথা স্বতোঽধিকং সম্ভবত্যেব ; লেপনেন চ বর্ধিতয়া ব্যাকুলাঃ পুনর্মহানিষ্টশঙ্কয়া তজ্জহুরিতি ভাবঃ। অন্যদ্যথাপূর্বমূহ্যম্। অহো! বত কষ্টমীদৃশ্যো বয়মধন্যাঃ পরমার্তিসিন্ধুমগ্নাঃ, যাসামীদৃশেনাপি সম্বন্ধেনানেঽপি জনা এতাদৃশীমার্তিং লভমানা অস্মদ্গাত্রগন্ধসস্পৃক্তদ্রব্যমপি প্রাণহানিভয়াৎ পরিত্যজ্যন্তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। ইদানীং পূর্বোক্ত পশুজাতি হইতেও অধিকতর মহিমাবিশিষ্ট ব্রজস্থিত মনুষ্যগণের মধ্যে বনান্তবর্তিনী অন্ত্যজজাতি স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য পূর্ববৎ কোন গোপী বর্ণন করিতেছেন, 'পূর্ণা' ইত্যাদি! (কিন্তু এই বর্ণনের দ্বারা তাঁহাদের নিজ স্বভাবই প্রকটিত হইয়াছে) এই শ্লোকে পুলিন্দ্য শব্দে বৃন্দাবনের বনপ্রদেশে পুলিন্দরমণী-গণের সহিত শবর, ভীল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগণও লক্ষিত হইয়াছে। অতএব তাহারা পূর্ণা কৃতার্থ হইল কিরূপে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ উরুগায় অর্থাৎ তিনি বহুপ্রকারে বেণুবাদন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পদাব্জ-আরুণ্যে কান্তিযুক্ত দয়িতাগণের স্তনভূষণ (তৃণলগ্ন) শ্রীকুঙ্কুম দর্শন করিয়া তাহারা

কামপীড়া যুক্ত হইয়াছিলেন, পরে সেই কুঙ্কুম তৃণ হইতে উদ্ধার করিয়া স্ব স্ব মুখমণ্ডল ও স্তনমণ্ডলে লেপন করিয়া কামপীড়া উপশমিত করিয়াছিলেন। যদি বল, কুঙ্কুম প্রায়শ স্ত্রীস্তনগতই হইয়া থাকে, অতএব সেই কুঙ্কুম স্তনমণ্ডলে লেপনদ্বারা কামপীড়া প্রশমিত হয় কিরূপে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রেয়সীর স্তনমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপে এই কুঙ্কুম লিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু পরে বহু-প্রকার শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন বা বেনুবাদ্য দ্বারা সেই প্রেয়সী মোহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আগমন করিয়া রতি সময়ে বিবিধ বৈদগ্ধী বিশেষের দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণকমলে কুচলগ্ন কুঙ্কুম সংলিপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাঁহারা বিস্তৃতরূপে তাহা বিবৃত করিলেন না। অহো! পুলিন্দরমণীগণ সেই কুঙ্কুম কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? এই অপেক্ষায় পুনর্বার বিশদরূপে বলিতেছেন, 'তৃণরুষিতেন' এখানে তৃণ উপলক্ষণে শিলাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-পদাব্জযুগল দয়িত-বক্ষঃস্থলে অতিশয় সংমর্দনের ফলে এবং কুঙ্কুমের প্রাচুর্যহেতু পদাব্জযুগলে বিশেষরূপে সংপৃক্ত হইয়া থাকে এবং ইতস্ততঃ বিচরণের সময় তৃণা-দিতে সংলগ্ন হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আর পুলিন্দরমণীগণ কাষ্ঠাদি আহরণ জন্য বনপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুমাক্ত তৃণপূর্ণস্থানে উপস্থিত হইলে সেই কুঙ্কুম দেখিয়া, কামপীড়ায় অভিভূত হইয়া যায়। এইজন্য সেই তৃণলগ্ন কুঙ্কুমের সদ্গন্ধ গ্রহণের জন্য নাসাগ্রে ধারণ করে, কিন্তু তাহাতে অতৃপ্তি-বশতঃ সমগ্র মুখমণ্ডলে ও স্তনমণ্ডলে লেপন করিয়া কামপীড়ার শান্তি করে। পরন্তু সাধারণ কুঙ্কুমের এতাদৃশ শক্তি নাই যে, তাহা লেপনে কামপীড়ার শান্তি হইতে পারে। এইজন্য মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রেয়সীর স্তনলগ্ন কুঙ্কুমই কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে সংলগ্ন হয় এবং কৃষ্ণ যখন গোচারণচ্ছলে বনে বনে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার চরণতল হইতে সেই কুঙ্কুম তৃণক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়া যায়। যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে পুলিন্দরমণীগণের কামপীড়ার কারণ কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই কুঙ্কুমের দর্শনে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়, পশ্চাৎ বিচারের পর তদীয় রতিবিশেষ হইতে কামপীড়া উপস্থিত হয়। কিংবা সেই কুঙ্কুমদর্শনমাত্র স্মরব্যথা উপস্থিত হয়। পশ্চাৎ সেই পীড়ার উপশম হয় কিরূপে? মুখমণ্ডলে ও স্তনমণ্ডলে সেই কুঙ্কুম লেপন করিলে। অথবা দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী হইলে, মুখমণ্ডলাদিতে সেই কুঙ্কুম লেপনাদি দ্বারা স্মরব্যথার শান্তি হয়। অতএব পুলিন্দ-রমণীগণই পূর্ণা-কৃতার্থা। আমরা সেইরূপ কামপীড়া প্রশমনে অসমর্থা বলিয়া অকৃতার্থা—অপূর্ণা। আর মূল শ্লোকের 'শ্রী' এবং 'মণ্ডিত' শব্দের তাৎপর্য এই যে, এই কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণবল্লভাসকল কর্তৃক প্রথমতঃ স্তনমণ্ডলে লিপ্ত হইয়াছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসম্পর্ক-প্রভাবে কান্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য 'শ্রী'-শব্দ

ব্যবহৃত হইয়াছে। আর বর্ণ-কান্তিবিহীন পুলিন্দরমণীগণ ঐ কুঙ্কুম স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া অলঙ্কারের অভাবজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইজন্য 'মণ্ডিত' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব সেই বনচারিণী পুলিন্দরমণীগণের সৌভাগ্য দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা আমাদের অপেক্ষাও ভাগ্যবতী। অথবা সেই কৃষ্ণানুরাগিণী ভগবতীগণের নিরন্তরই শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়াস্মরণে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করেন বলিয়া নব নব প্রেমবিশেষের উদয়-হেতু সর্বদা বিরহতাপের উদ্গম হয়, এইজন্য অন্যান্য সকলের তাদৃশ বিরহদুঃখ অনুমান করিয়া বলিতেছেন, হে সখিগণ! সেই কুঙ্কুম উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পদাব্জরাগের মত অরুণ এবং সেইমত শ্রীমণ্ডিত বলিয়া পুলিন্দরমণীগণ গাত্রে ধারণ করেন। অথবা প্রেমবিশেষের অভাব হইতে তাহারা পূর্ণা ও তৃপ্তা। অথবা 'উরুগায়'-পদ পরপদের সহিত অন্বয় করিলে অর্থ হইবে যে, কৃষ্ণের দয়িতাগণ যে আপনারা, আপনারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত প্রথমতঃ নিজস্তনমণ্ডলে কুঙ্কুমলেপন করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহার পদাব্জরাগের সাদৃশ্যহেতু প্রীতির সহিত যে কুঙ্কুম নিজস্তনমণ্ডলে লেপন করিয়াছিলেন, পরে তদীয় বহুপ্রকার বেণুগীতে মোহিত হইয়া যখন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য বংশীস্বর লক্ষ্য করিয়া বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং অন্বেষণ করিয়াও যখন সেই বংশীধারীকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহার অদর্শনে বিরহবৈকুল্যবশতঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সময় স্তনলগ্ন কুঙ্কুম তৃণাদিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। অতএব সেই শ্রীকুঙ্কুমও তাদৃশ গোপীচেষ্টিত-পরিচায়ক শক্তিপূত বলিয়া শ্রীগোপীকান্ত স্মারকত্ব এবং সেই শ্রীকুঙ্কুম দর্শনমাত্রেই স্মরকৃত পীড়া উপস্থিত হয়। অথবা 'স্মররুজ'-শব্দ পঞ্চমী হইলে অর্থ হইবে যে, স্মরপীড়া-হেতু এবং সেই স্মরপীড়ার শান্তির জন্য যেরূপ "মশকার্থো ধূম" অর্থাৎ মশকদংশন নিবারণের জন্য ধূমের প্রয়োজন বা উপকারী হইলেও চক্ষু পীড়াকর। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাশির প্রভাব এবং তাঁহার প্রিয়তমগণের অঙ্গসঙ্গিত্ব হেতু ঐ তৃণসংলগ্ন কুঙ্কুম প্রথমতঃ আদরের সহিত মুখমণ্ডলে লেপন করে, পরে কাম (প্রেম) বেগে কুচমণ্ডলে লেপন করে। কিংবা সেই কুঙ্কুমের দ্বারা মুখমণ্ডলাদি লেপন করে, পরে স্মরজ্বালা-হেতু পরিত্যাগ করে। কারণ, উহা আধির (স্মরপীড়ার) কারণস্বরূপ বা সাক্ষাৎ আধির স্বরূপ। এই প্রকার কার্য-কারণের অত্যন্ত অভেদ বিবক্ষায় পুংলিঙ্গ আদিষ্ট হইয়াছে। যাহার দর্শনমাত্রে মহাকামপীড়া জাত হয়, তাহার অঙ্গস্পর্শে যে স্বতঃই অধিক মহাকামপীড়া উপস্থিত হইবে অর্থাৎ সেই কুঙ্কুম যদি অঙ্গে স্পর্শ হয়, তাহা হইলে যে স্বতঃই অশেষ কামপীড়ার উদয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব সেই কুঙ্কুম অঙ্গে লেপন করিবার জন্য অধিক কামপীড়া বর্ধিত হওয়ায় ব্যাকুলতাবশতঃ (মহা অনিষ্টকর আশঙ্কা করিয়া) তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। অহো! কি কষ্টের কথা! আমরা এমনই

অধন্যা যে সর্বদা পরমার্তিময় দুঃখসমুদ্রে নিমগ্না। যাহা হউক, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-যুক্ত পদার্থের সংস্পর্শেও যে অন্যজন এতাদৃশ মহাপীড়া হইতে শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কষ্টের কথা এই যে, আমাদের শরীরের গন্ধমাত্র সংপৃক্ত পদার্থকে তাহারা প্রাণ হানিকর মনে করিয়া ভয়ে পরিত্যাগ করে।

সারশিক্ষা

১১৯। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের স্থায়িভাব প্রকরণে 'মাদন' নামক মহাভাবের অনুভাব নির্দেশ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—'সদা ভোগেঽপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তবাদয়' ইত্যাদি। মহাভাবময়ী শ্রীব্রজদেবীগণ সর্বদা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াও অতৃপ্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধগন্ধমাত্রসম্পন্ন জনকেও পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন। যদিও ইহা তাঁহাদের প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্য, তথাপি এই শ্লোকোক্ত 'পূর্ণা' 'পুলিন্দ' ইত্যাদিরূপ অনুভাবসকল পরম সত্য। এজন্য তাঁহারা মনে করেন যে, হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা সর্বভাবেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলাভে বঞ্চিত হইলাম। হয়ত তাঁহারা পুলিন্দরমণীগণের এতাদৃশ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, কেবল তাঁহাদের অনুরাগ প্রাবল্যময় মহাভাবের অনুভূতিমাত্র ; কিন্তু উহার অনুভূতি বা তাহার কার্য কল্পিতমাত্র নহে। যেহেতু, ভাবের প্রভাবে অদৃষ্ট বিষয়ও দৃষ্টবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে।

শ্রীউজ্জ্বলে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনকালে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গপরিষ্বঙ্গ-চুম্বনাদিময় শত শত প্রকারে আলিঙ্গন সময়েও তদ্গন্ধ আধার-মাত্রকে স্তুতি করায়। তাই কোন সখী বলিতেছেন, দয়িত চরণে কুঙ্কুম কিরূপে স্পৃষ্ট হইল? তদুত্তরে শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন, তুমি কি জান না? দয়িতাসম্ভোগ-হেতু তদীয় স্তনকুঙ্কুম। (কিন্তু সেই সৌভাগ্যবতী দয়িতাকে সাক্ষাৎ স্তবাভিলাষে সাহস করিতে অসমর্থাহেতু পুলিন্দরমণীগণকে স্তব করিতেছেন, যদিচ সেই দয়িতা স্বয়ং শ্রীরাধাই, তথাপি অনুরাগোৎকর্ষে তাহার অমানন-হেতু তদ্গন্ধমাত্র আধারকে স্তুতি করিতেছেন।) যদি বল, পুলিন্দীগণের তাহাতে কি হইল? শুন, এই তৃণলব্ধ কুঙ্কুম, যাহা দয়িতা সম্ভোগান্তর বনমালির বনবিহারে প্রসক্তি। যদি বল, তাহাতেই বা কি হইল? বলিতেছি শুন, ঐ কুঙ্কুম দর্শন দ্বারাই তাহাদের কামপীড়া হইয়াছিল, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে কি জাতীয় পীড়া হয়, তাহা বলা যায় না। তাহারা সেই কুঙ্কুম স্তনমণ্ডলে ও বদনে লেপন করিয়া সেই কামপীড়া পরিত্যাগ করিয়াছে। কেন না, ঐ কুঙ্কুমই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনসুখকে অনুভব করায়। অহো! ঐ কুঙ্কুমের কি অনির্বচনীয় শক্তি! আর এই শবরাঙ্গনাদিগেরই বা কি প্রেম! অতএব ব্রজদেবীগণের প্রেমস্বভাবেই এজাতীয় দৈন্য সম্ভব হইয়া থাকে। অন্যত্র ইহার অভিব্যক্তি হয় না।

১২০। যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহংপূর্ব মহংপূর্ব মিতিসংস্পৃশ্য রেমিরে॥

মূলানুবাদ

১২০। কোন সময়ে যদি বনশোভা দর্শন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে ছাড়িয়া দূর বনে গমন করেন, তখন গোপবালকগণ 'আমি আগে যাইব' 'আমি আগে যাইব' বলিতে বলিতে ছুটিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়ারসসাগরে ভাসমান হন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২০। অধুনা তাভ্যো বিশিষ্টতরং ভগবৎসহচরাণাং শ্রীগোপকুমারাণাং গোপানাঞ্চ মাহাত্ম্যং ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈঃ তত্র বৎসপালনসময়ে বৎসপানাং ব্রজবালকানাং মাহাত্ম্যং শ্রীশুকদেবপাদা অবর্ণয়ন্—'যদি দূরং গতঃ' (শ্রীভা ১০।১২।৬) ইতি ত্রয়েণ। অঘাসুরবিমোচন-শাদ্বলজেমনাদি-বিহার কৌতুকেন প্রাতরেব সংখ্যাতীতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য গৃহান্নির্গচ্ছতা শ্রীভগবতা শৃঙ্গরবেণ প্রবোধিতাঃ সহস্রশো বালকাস্ত্বরয়া তেনৈব সহ নির্গতাঃ। সহস্রাযুতলক্ষকোট্যাদিসংখ্যাবতো বৎসাংশ্চারয়ন্তোঽপি ফলপ্রবালাদিভির্বন্যভূষণৈরাত্মানং ভূষয়ন্তোঽপি শিক্য চৌর্য-প্রক্ষেপণ-বেণুবাদন-ভৃঙ্গ-গীতানুকরণাদি-বিবিধবিহারান্ ভগবৎপ্রীত্যৈবাচরন্তোঽপি তং সংস্পৃশ্য সম্যগালিঙ্গনাদিনা স্পৃষ্ট্বা পূর্বপদস্থবীপ্সানুসারেণাত্রাপ্যর্থতঃ সা বোদ্ধব্যা, সংস্পৃশ্যৈব রেমিরে বিজহ্রুঃ, সুখিনো বভূবুর্বা। কথম্? অহং পূর্বং কৃষ্ণং স্প্রক্ষ্যামি অস্প্রার্ক্ষ্যম্, বেত্যহংপূর্বমহংপূর্বমিতি রীত্যা, কদা বৃন্দাবনাদি-সদ্‌গুণ-সমুদয়েন হৃতমনস্তয়া নিজসঙ্গিনোঽপি তান্ বিহায় বনানাং শোভায়া বীক্ষণায় যদি (যদা) কদাচিদ্‌দূরং গতো ভবতি, তর্হি এবং শ্রীভগবতোঽপি তেষ্বাসক্তিঃ সূচিতা ; 'যদি দূরং গতে কৃষ্ণে' ইতি পাঠে—কৃষ্ণে দূরং গতে ন রেমিরে, যদি কথঞ্চিদ্‌রেমিরে, তর্হি তং সংস্পৃশ্যেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। ততশ্চ তথা কৃষ্ণস্য স্পর্শনমেব তেষাং ক্রীড়েতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২০। এক্ষণে পূর্বোক্ত পুলিন্দরমণীগণ হইতেও বিশিষ্টতর ভগবৎ সহচর শ্রীগোপকুমারগণের মাহাত্ম্য (ছয়টি শ্লোক) বর্ণন প্রসঙ্গে অর্থাৎ বৃন্দাবনে বৎসপালন

সময়ে সেই ব্রজবালকগণের যে মাহাত্ম্য শ্রীশুকদেবপাদ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। ''যদি দূরং গত'' ইত্যাদি। অঘাসুরমোচন এবং সকল সখাগণ মিলিয়া বনভোজনাদি বিহার-কৌতুকের জন্য প্রাতঃকালে সংখ্যাতীত গোবৎস-দিগকে অগ্রে লইয়া শ্রীভগবান নিজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শৃঙ্গরবে প্রবোধিত সহস্র সহস্র গোপবালকের সহিত পরমানন্দে শিঙ্গা ও বেণু বাজাইতে বাজাইতে বনের পথে অগ্রসর হইলেন। আর গোপবালকগণও শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎসের সহিত নিজ নিজ সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি কোটি গোবৎসদিগকে যূথবদ্ধ করিয়া গোবৎসচারণ ও ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীভগবান গোপবালকগণসহ দূর বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নানাবিধ ফল, পুষ্প, প্রবাল ও ময়ূরপুচ্ছাদি দ্বারা বিবিধ ভূষণ রচনা করিয়া তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নিজেরাও বিভূষিত হইলেন। তদনন্তর কেহ কাহারও বেত্র, বেণু, শিকা প্রভৃতি লুকাইয়া রাখেন, আবার ধরা পড়িলে তাহা দূরে নিক্ষেপ করেন ; আর তত্রত্য বালকেরা হাসিতে হাসিতে দূর হইতে পুনর্বার আনিয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত কেহ বেণুবাদন, কেহ ভৃঙ্গাদির গীতের অনুকরণ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বিহার করিয়াছিলেন। কখন যদি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনাদির সদ্‌গুণাবলিতে মুগ্ধ হইয়া বনশোভা দর্শন করিবার জন্য নিজসঙ্গিদিগকে ছাড়িয়া দূর বনে গমন করেন, তখন অহংপূর্বিকাক্রমে অর্থাৎ সকলে 'আমি অগ্রে যাইব', 'আমি অগ্রে যাইব', এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ তাঁহাদিগের স্পর্শ-আলিঙ্গনাদি ক্রীড়াতে সুখী হইয়া থাকেন। 'যদি দূরং গতে কৃষ্ণে'-পাঠ হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ যদি (বনশোভাদর্শনার্থ) দূরং গতঃ (গোপবালকগণকে ছাড়িয়া একটু দূরে যান, তাহা হইলে) ন রেমিরে (পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন না) যদি কথঞ্চিৎ দূরবনে গমন করেন, তাহা হইলে গোপবালকগণ 'আমি অগ্রে' 'আমি অগ্রে' বলিতে বলিতে ছুটিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসেন এবং পরমানন্দে আপ্লুত হন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শন ও আলিঙ্গনাদি তাঁহাদের ক্রীড়া জানিতে হইবে।

১২১। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা, দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ, সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

মূলানুবাদ

১২১। শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যে ভগবান্ শ্রীহরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরমসুখস্বরূপ, ভক্তজনের পক্ষে তিনিই আত্মপ্রদাতা পরমদেবতা এবং মহামূঢ় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সামান্য নরবালকরূপে প্রতীয়মান, গোপবালকেরা তাঁহারই সহিত এইপ্রকার বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অতএব নিশ্চয়ই তাঁহারা পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২১। ততস্তেষাং পরমসৌভাগ্যালোচনেনাতিবিস্মিতাঃ সন্তঃ শ্রীবাদরায়ণি-পাদাঃ পুনস্তানেবাভিনন্দন্তি—'ইত্থম্' (শ্রীভা ১০।১২।১১) ইতি, অনেন পূর্বোক্ত-বৎসচারণাদিনা প্রকারেণ সার্ধং কৃষ্ণেন সহ বিজহ্রুঃ তে বালকাঃ। তত্রাপি কথম্? ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ব্রহ্মসুখমেব সাক্ষাদনুভবন্ত ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ তেষাং তত্তদ্বিহারজাত-মপি সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসুখানুভবরূপমিত্যুক্তং স্যাৎ। কথম্ভূতেন? দাস্যং গতানাং সতাং সাধূনাং পরমদৈবতেন। যদ্বা, সত্যমিত্যস্য পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ। সতাং মুক্তানাং যা ব্রহ্ম-সুখানুভূতিস্তয়া ; মায়ামোহিতানান্তু নরদারকেণ গোপবালকতয়া প্রতীয়মানে-নেত্যর্থঃ। যদ্বা, সতাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং ব্রহ্ম চ তৎসুখঞ্চানুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশ পরম-সুখেনেত্যর্থঃ। দাস্যং গতানাং ভক্তানাং পরমদৈবতেন আত্মপ্রদেন তদ্‌বশ্যেন নাথেন মায়াশ্রিতানাং জগন্মোহন মায়াশ্রয়ভগবদ্বিমোহনেন জিতয়া মায়য়া দাস্যেবাশ্রিতা-নাম্ ; কিংবা, 'কাত্যায়নি! মহামায়ে!' (শ্রীভা ১০।২২।৪) ইত্যাদি-মহামন্ত্রোপা-সনয়া মায়াং দেবীমাশ্রিতানামর্চিতবতীনাং গোপীনাং ভগবৎপ্রিয়তমানাং নরদারকেণ কেবলং নরদারকতয়া প্রতীতেন, নরদারকশব্দঃ কিশোরবাচকো, বিচিত্রবেশভূষিতে পরমমনোহরে নববধূবরে প্রসিদ্ধঃ। এবমৈশ্বর্যাদিসম্বন্ধরাহিত্যেন কেবলং লৌকিক-বৎ পরমেষ্টবুদ্ধ্যা পরমাত্মীয়ত্বেন তানু পরিস্ফুরতেত্যর্থঃ যদ্বা, নরদারাণাং যৎ রতি-সুখং তেন, মূর্তিমন্নারীপরমসুখেনেত্যর্থঃ ; কিংবা নরান্ দারয়তি প্রেমবিশেষ-বিস্তারণেন বিদারয়তীতি তথা তেন। অত্র যদ্যপি নারীতি বক্তুমুচিতং, তথাপি স্বসা-দৃশ্যেনৈব সর্বেষামেব লোকানাং হৃদয়ং বিদারয়েদিতি গোপীনাং প্রতীতের্মনুষ্যমাত্র-বিবক্ষয়া তথোক্তম্ ; এবং যথোত্তরমেষাং শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যম্। অহো! তথাভূতেন

কৃষ্ণেন সহ বিজহ্রুঃ বিহরন্তি যতঃ কিংবা অতো নূনমেত এব কৃতাঃ পুণ্যানাং পুঞ্জা যৈস্তথাভূতাঃ। পুঞ্জশব্দেনাত্র অক্ষয্যত্বং বোধ্যতে। যদ্বা, কৃতার্থাদিবৎ কৃতশব্দেন শুদ্ধোক্ত্যা কৃতানাং বিশুদ্ধানাং ভগবদর্পিত কর্মলক্ষণানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা যেষাম্, যদ্বা, পুণ্যশব্দেনাত্র ভক্তিঃ পারিভাষ্যতে 'ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' (শ্রীভা ১১।১৯।২৭) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। অথবা কৃতে সত্যযুগে যৎ পুণ্যং বিশুদ্ধভগবদ্-ধ্যানলক্ষণং, তস্য পুঞ্জা যেষাং তদ্রূপা বা, সর্বথা পরমভক্তবরা ইত্যর্থঃ? অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনোঽয়ং ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মসুখানুভবরূপেণ কেবলং স্ফূরতি, অতস্তেষাং হৃদয়ে স্বরূপানুভবসুখমাত্রম্ ; ভক্তানাং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ-পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বররূপেণ কেবলং প্রস্ফুরতি ; অতো গৌরবভরেণ ভজনং তদনু-রূপানন্দসম্পত্তিশ্চ ভগবৎপ্রিয়াণাঞ্চ শ্রীগোপীনাং কেবলং শ্রীনন্দকিশোরত্বেনৈব পরিস্ফুরতি, অতঃ পরমপ্রেম-সম্পৎ-বিরুদ্ধজ্ঞান-গৌরবাদ্যভাবাত্তাসাং তস্মিন্ পরমপ্রেমৈব সম্পদ্যতে। এতচ্চ পূর্বং বহুধোক্তমেবাস্তি। ইত্থমত্যন্ত-প্রেমভরেণ তা হি বিবশাস্তত্র চ প্রায়ো দিবাবিরহিণ্যো রাত্রাবপ্যস্বতন্ত্রা ভগবতা সমং মনস্ত্বপ্ত্যা রন্তুং ন শক্নুবন্তি। এতে তু বালকাস্তেন সহ তাদৃশসখ্যাদিনা গৃহেষু বনেষু চ স্বাতন্ত্র্যেণ তত্তদ্বিচিত্রবিহারমপি সদা কুর্বন্তি, অহো! সৌভাগ্যমহিমৈষামিতি। যদ্যপি ভগবতীনাং তাসামেব সর্বেভ্যঃ সকাশাৎ পরমসৌভাগ্যমহিমা সর্বত্রৈব বর্ণ্যতে, তথাপ্যত্র শ্রীশুকদেবপাদৈঃ সহজগোপীভাবানুসৃতহৃদয়ৈর্বালকানাং তেষাং মহাসুখ-কেলিভরং বর্ণয়দ্ভিঃ সদা ভগবতা তেন সহ বনমধ্যে তাদৃশ-ক্রীড়ালোভেন গোপীবত্তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ যথা শ্রীগোপীনামেব 'অক্ষণ্বতাং ফলমিদম্' (শ্রীভা ১০।২১।৭) ইত্যাদিবচনেষু বনান্তর্বিহরতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রদর্শনমেব চক্ষুষ্মতাং ফলং, নান্যদিত্যাদি তাৎপর্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। অতএব গোপবালকগণের পরম সৌভাগ্য আলোচনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া (তাঁহারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখা, কাজেই তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি আলোচনা করা যাইবে?) শ্রীবাদরায়ণিপাদ পুনরায় তাঁহাদেরই অভিনন্দন করিতেছেন, 'ইত্থম্' ইত্যাদি। এই প্রকারে পূর্বোক্ত গোপবালকগণ বৎসচারণাদি নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই ক্রীড়া কিরূপ? সাক্ষাৎ ব্রহ্মসুখানুভব করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন। অথবা সাধুগণ যাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি আবার কেমন? দাস্যরসিক

ভক্তের নিকট পরম দেবতাস্বরূপ। অথবা 'সাধু'-শব্দের পূর্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ-হেতু মুক্তগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপ ও মায়ামোহিত কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতিভাত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অথবা সৎ বলিতে জ্ঞাননিষ্ঠগণ যাহাকে ব্রহ্ম এবং তৎসুখরূপে অনুভব-প্রযুক্ত স্বপ্রকাশ পরমসুখস্বরূপ এবং দাস্যরসগত ভক্তের নিকট পরমদেবতাস্বরূপ বলিয়া আত্মপ্রদ হইয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। আর মায়াশ্রিতা অর্থাৎ জগৎ বিমোহিনী মায়া যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজকার্য (ভগ-বদ্বিমোহনাদিরূপ কার্য) সংসাধন করিয়া থাকেন, সেই মায়ার দাসরূপে আশ্রিত যাহারা, সেই কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট নরদারকস্বরূপ। অথবা মায়া বলিতে কাত্যায়নীর আশ্রিত গোপীসকলের বরস্বরূপ পরমমনোহর-কিশোরের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। যথা, (শ্রীভা) ''কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি! নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য শ্রীবৃন্দাদেবী গোপকুমারীগণকে এই সিদ্ধমন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন এবং গোপ-কুমারীগণও তাঁহার আদেশে এই সিদ্ধমন্ত্রেই কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন।) অতএব এই মহামন্ত্রে উপাসনা করিয়া গোপকুমারীগণ যোগমায়ার আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া সেই ভগবৎপ্রিয়তমা গোপীগণের নিকট তিনি কেবল নরবালকরূপেই প্রতীত। আর এই 'নরদারক'-শব্দও কিশোরবাচক এবং বিচিত্র বেশভূষা সমন্বিত পরমমনোহর নববধূর বরস্বরূপে প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীগণের নিকট ঐশ্বর্যাদি-সম্বন্ধরহিত কেবল লৌকিকবৎ পরমেষ্টবুদ্ধিপ্রসূত পরমাত্মীয়ত্বেই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন। অথবা এখানে 'নর' বলিতে গোপ এবং তাহাদের দারাগণের রতি-সুখ-বর্ধনকারী নরদারকমূর্তি। অর্থাৎ যিনি গোপনারীসকলের পরমসুখ বিধান করিয়া থাকেন। কিংবা 'নরাম্ দারয়তি'—প্রেমবিশেষ বিস্তার করিয়া যিনি নরসকলের হৃদয় বিদারণ করেন। এখানে যদ্যপি 'নর'-শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে নারী-শব্দ প্রয়োগই উচিত ছিল, তথাপি স্বসাদৃশ্যের দ্বারা সমস্ত লোকেরই হৃদয়বিদারণ স্বরূপেই উদ্দীষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ গোপীগণের প্রতীতি-সাম্য-হেতু (গোপীগণের ভাবে আবিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতি অনুসারে) মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়বিদারক প্রেম যাঁহার—সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্পত্তিবিশেষ বর্ণনের জন্য এতাদৃশ উক্তি জানিতে হইবে। এইরূপে উত্তরোত্তর সাধুগণের শ্রেষ্ঠভাব দ্রষ্টব্য। অহো! এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব কৃতপুণ্যপুঞ্জ—অগণ্য পুণ্যনিকেতন সেই গোপ-বালকগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? এখানে পুঞ্জ-শব্দে অক্ষয়পুণ্যপুঞ্জ

(রাশি)। কিংবা 'কৃতার্থাদিবৎ' কৃত-শব্দে শুদ্ধ কথিত হয় বলিয়া বিশুদ্ধ ভগবদর্পিত কর্মরূপ লক্ষণে লক্ষিত পুণ্যপুঞ্জবিশিষ্ট অথবা এখানে পুণ্য-শব্দে ভক্তি, পরিভাষা-রূপে যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'যাহা আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, তাহা ধর্ম বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে।' এই ভগবদ্বচনানুসারে ভক্তিই ধর্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। অথবা 'কৃতে' বলিতে সত্যযুগে বিশুদ্ধ ভগবদ্ধ্যানলক্ষণ যে পুণ্য, যাঁহারা তদ্রূপ পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বথা পরম ভক্তপ্রবর। তাৎপর্য এই যে, ভগবান শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকট কেবল ব্রহ্মসুখানুভবরূপেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের হৃদয়ে কেবল ভগবানের স্বরূপানুভবসুখ মাত্র। আর ভক্তগণের নিকট কেবল সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অর্থাৎ পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বররূপে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকেন এবং এইপ্রকার গৌরবভরে ভজনানুরূপ আনন্দ-সম্পত্তিও লাভ হইয়া থাকে এবং ভগবদ্‌প্রিয়তমা শ্রীগোপীগণের নিকট কেবল শ্রীনন্দকিশোররূপে সর্বদা পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। যেহেতু, পরম প্রেম-সম্পত্তির বিরুদ্ধজ্ঞানগৌরবাদির অভাববশতঃ তাঁহাদের কেবল পরম প্রেমই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা পূর্বে বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। আরও রহস্য এই যে, দিবাবিরহ-যুক্ত গোপীগণ প্রেমভরে অত্যন্ত বিবশ হইয়া মনস্তৃপ্তির সহিত রমণ করিতেও সমর্থ হইতেন না ; কিন্তু এই গোপবালকসকল তাঁহার সহিত তাদৃশ সখ্যভাবে কি গৃহে কি বনে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচিত্র বিহার করিয়া থাকেন। এইজন্য গোপীগণ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, অহো! এই গোপবালকদিগের সৌভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? যদ্যপি ভগবতী গোপী সকলেরই সর্বাপেক্ষা পরম সৌভাগ্যমহিমা সর্বত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তথাপি শ্রীশুকদেবপাদ সহজ-গোপীভাবে আক্রান্তহৃদয় বলিয়া গোপীদিগের ন্যায় গোপবালকসকলেরও সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই বালকদিগের মহাক্রীড়া-কৌতূহল বর্ণন করিয়া বনমধ্যে স্বচ্ছন্দে ভগবানের সহিত বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়া-লোভে গোপীগণের ন্যায় তাদৃশ উক্তি, জানিতে হইবে। যথা, শ্রীগোপীগণের উক্তি—'গোপবালকবৃন্দ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-সেবিত স্নিগ্ধ কটাক্ষপূর্ণ বদনমাধুর্য যাহারা নয়ন দ্বারা নিরন্তর আস্বাদন করিতেছে, তাহাদেরই নয়ন সার্থক, ইহা ব্যতীত নয়নের আর কোন সার্থকতা নাই।' ইত্যাদি বচনে বনমধ্যে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য ফল নাই—ধ্বনিত হইয়াছে।

১২২। যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ, কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্॥

মূলানুবাদ

১২২। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত যোগীগণ বহুজন্ম কৃচ্ছ্র তপস্যা করিয়াও যাঁহার পাদপদ্মলগ্ন-ধূলিকণা লাভ করিতে পারেন নাই, সেই ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন নিজে যাঁহাদিগের চক্ষুর গোচর হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অহো! সেই সকল ব্রজবাসিদিগের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২২। অহো বত দূরে তাবদাস্তামেষাং শ্রীভগবতাসহ নিরন্তর-বিহারসৌভাগ্য-মহিমা, তৎসন্দর্শনমাত্রসৌভাগ্যমেবৈতেষাং কেন বর্ণয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—'যৎপাদপাংশুঃ' (শ্রীভা ১০।১২।১২) ইতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মং তস্যৈকস্যাপি পাংশুরেকোঽপি। যদ্বা, পাদপাংশুঃ ব্রজভূম্যুদিত-বেণুরাজি-বিরাজিত-পাদপদ্মচিহ্ন-রূপ-পদকদম্বসম্বন্ধী যঃ পাংশুঃ ; যদ্বা, কুত্রাপি কথঞ্চিৎ পতিতঃ পাদপদ্মপাংশুঃ। এবং ত্রিধাপি সাক্ষাদ্‌যৎপাদরেণুরেকো বা দূরাদ্‌গলিতপাদরেণুবৎ কথঞ্চিৎ কশ্চিৎ তৎপাদপদ্মসম্বন্ধী বেত্যর্থঃ। অথবা যস্য পাদপানাং বৃন্দাবনাদিবর্তি-ক্রীড়াকদম্বাদী-নামেকস্যাপ্যংশুদীপ্তিঃ। এবং দূরাদ্রবিরশ্মিবদ্‌যৎসম্বন্ধোঽপি কশ্চিদিত্যর্থঃ। বহুভি-র্জন্মভিঃ, কৃচ্ছ্রেণ ব্রহ্মচর্যাদিক্লেশেন ধৃতো নিয়মতো বিষয়েভ্যো বা প্রত্যাহৃত্যাত্মনি স্থিরীকৃতাত্মা মনো যৈস্তৈর্যোগিভিঃ সমাধিযোগযুক্তৈরপি অলভ্যঃ লব্ধুমশক্যঃ, স এব সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তিঃ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যতীতস্তত্র চ স্বয়ং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণ এব। ন চ তস্য কাপি বিভূতিঃ কশ্চিদংশোঽবতারো বা শ্রীনারায়ণরূপো বা। যেষাং গোপানাং দৃগ্বিষয়ঃ দৃশোর্গ্রাহ্যরূপবদ্ গ্রাহ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্থিতঃ স্থিরতাং প্রাপ্তঃ। কদাচিৎ কথ-ঞ্চিদপ্যক্ষিভ্যাং নাপযাতীত্যর্থঃ। অত এষাং ব্রজৌকসাং দিষ্টং ভাগ্যমহো! কিং বর্ণ্যতে কিং বর্ণনায়ং বর্ণয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তেষাং কিং দিষ্টং কতরৎ পূর্ব্বজন্মকৃত-পুণ্যমেবৈতদ্‌বর্ণ্যতে যস্যেদৃশং ফলং স্যাৎ? অপি তু ন কিমপি দিষ্টমিদম্ ; কেবলং ভগবৎকৃপয়ৈবেত্যর্থঃ। অথবা দিষ্টমহো ভাগধেয়োৎসবঃ কিংবা দিষ্টস্য মহস্তেজঃ স্বভাব ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অকার-বিশ্লেষেণ অদৃষ্টং মহঃ উৎসবঃ প্রভাবো বেত্যর্থঃ। এবং সর্বথা তত্তদ্রূপো ভক্তিযোগ ইতি যাবৎ। অথবা পূর্বং সহবিহারমহাসৌভাগ্যং বর্ণ-য়িত্বা পশ্চাত্তদন্তগতং দর্শনমাত্রং ভাগ্যং বর্ণ্যতে ইতি স্তুতিরীতির্ন ভবেৎ, ন চ মহিম-

বর্ণন-ক্রমনির্বাহসৌষ্ঠবমিত্যতোঽয়মর্থঃ কল্পনীয়ঃ (কথনীয়ঃ)। অহো! অস্তু তাবৎ সহক্রীড়াপরাণাং ভগবৎ-প্রিয়সখানামেষাং সৌভাগ্যোৎকর্ষমহিমা ব্রজে বসতাং সর্বেষামপি প্রাণিনাং মাহাত্ম্যং কিং বর্ণ্যতামিত্যাহ—যৎপাদপাংশুরিতিশ্লোকার্থস্তু পূর্ববদনুসন্ধেয়ঃ। এবং সতি পরমযোগনিষ্ঠেভ্যো ব্রজবাসিমাত্রস্যৈব মহিমা সঙ্গতঃ (সিদ্ধঃ)। ততশ্চ শ্রীভগবৎসঙ্গিনাং তদেকপ্রিয়াণাং গোপকুমারাণাং পরমোৎকর্ষস্তাৎপর্যেণ স্বতঃ সিধ্যত্যেব। অথবা প্রস্তুতগোপবালকগণমাহাত্ম্যমেব সাক্ষাৎ অত্রাপি প্রতিপাদ্যম্। ততশ্চ দৃগ্‌বিষয় ইত্যস্যায়মর্থঃ—চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য বিষয়ো রূপম্ ; এবেত্যত্র যোজ্যং স স্বয়ং যেষাং দৃগ্বিষয় এব স্থিতঃ স্থৈর্যেণ বভূব। যথা হি চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ রূপমেব গৃহ্যতে, ন তু রসগন্ধাদি। তথা তেষাং চক্ষুর্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণ এব গৃহ্যতে, নান্যৎ ; তৎস্নেহাকৃষ্টচিত্ততয়া সাক্ষাদ্ বিদ্যমানস্যাপ্যন্যস্যাদর্শনাৎ। যদ্বা, যথান্যেষাং চক্ষুষা ঘটপটাদিপ্রত্যক্ষনিশ্চয়ে ন গৃহ্যতে, তথা তেষাং চক্ষুষা সর্বত্র সর্বমেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণতয়া গৃহ্যতে, নান্যথেতি। যথোক্তং শ্রীজয়দেবেন 'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্' ইতি। এবং সহবিহারসৌভাগ্য দপি গোপীসদৃশপ্রেম্ণা সর্বত্র সদা সাক্ষাদ্ভগবৎ পরিস্ফূর্তিসৌভাগ্যমহিমাধিকঃ স্যাদেবেত্যস্য পশ্চান্নির্দেশঃ সঙ্গচ্ছেত ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। অহো! সেই ব্রজবালকগণের সহিত শ্রীভগবানের নিরন্তর-বিহার সৌভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শনমাত্র-সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! অর্থাৎ কি প্রকারে বর্ণনীয় হইতে পারে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'যৎপাদপাংশু' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের একটি মাত্রও ধূলি। অথবা যাঁহারা চরণধূলিকণিকা অর্থাৎ রেণুরাজিবিরাজিত ব্রজভূমির স্থানে স্থানে উদিত পাদপদ্মচিহ্নরূপ অর্থাৎ পাদপদ্মসম্বন্ধি যে ধূলিকণিকা। অথবা কোন স্থানে কোনরূপে আপতিত পাদপদ্মধূলিকণিকা। এইরূপ ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত সাক্ষাৎ পাদপদ্মের একটি রেণুকণা বা দূর হইতে গলিত রেণুবৎ কোনরূপে কথঞ্চিৎ সেই পাদপদ্মসম্বন্ধি একটিমাত্রও ধূলিকণা। অথবা যাঁহার ক্রীড়াকাননের পাদপগণ অর্থাৎ বৃন্দাবনাদি লীলাস্থানের কদম্বাদি পাদপের কিরণকণা অর্থাৎ দূরবর্তি রবির কিরণবৎ যৎসামান্য সম্বন্ধবিশিষ্ট কিরণকণাও ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী জিতেন্দ্রিয়গণ এবং সমাধিযোগযুক্ত যোগীগণ বহুজন্মের সাধনক্লেশ স্বীকার করিয়াও লাভ করিতে সমর্থ হন না। সেই সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি, (যিনি সকলের সর্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত এবং তাঁহার বিভূতি বা অংশাবতার, এমনকি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণরূপেও নহে) স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে

যাঁহারা নিরন্তর অযাচিতভাবে চক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং ভগবানও সেই গোপ-বালকগণের নেত্রের গ্রহণীয় বিষয় হইয়া নিয়ত স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন—কোন সময়েও কোন প্রকারে নেত্রপথ হইতে অপসারিত হয়েন না, সেই ব্রজবাসি-দিগের সৌভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? অপিচ কেহই পারে না। অথবা যাহার ফল এতাদৃশ মহান্, তাঁহাদের কি সেই সৌভাগ্য পূর্বজন্মকৃত পুণ্য বলিয়া কেহ বলিতে পারে? অপিচ এই পুণ্য পূর্বজন্মকৃত নহে, ভগবৎকৃপাসম্ভূত জানিতে হইবে। অথবা ইহাই 'ভাগধেয়োৎসব' অর্থাৎ ভাগ্যের পরম মহোৎসব, কিংবা ভাগ্যের মহান্ তেজ বা স্বভাব। অথবা অদৃষ্ট পদের অকার-বিশ্লেষণে অ-দৃষ্ট মহ অর্থাৎ এতাদৃশ ভাগোৎসব (প্রভাব) কুত্রাপি দেখা যায় না। যেহেতু, ইহা সর্বথা তত্তৎরূপ ভক্তিযোগবিশেষ। অথবা পূর্বে শ্রীভগবানের সহিত গোপবালকগণের বিহার-মহাসৌভাগ্য বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ তদন্তর্গত দর্শনমাত্র সৌভাগ্য বর্ণন করি-তেছেন, কিন্তু ইহা স্তুতির রীতি নহে এবং ইহা দ্বারা মহিমাবর্ণন—ক্রমনির্বাহ বা সৌষ্ঠব-সম্পাদন হয় না ; পরন্তু এইস্থানে এইরূপ অর্থই কল্পনীয় (কথনীয়) হইতেছে—অহো! শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ সেই ভগবৎপ্রিয়সখাগণের সৌভাগ্যোৎকর্ষ মহিমা বর্ণন করা দূরে থাকুক, সেই ব্রজের কোন একটি প্রাণীর মাহাত্ম্যও কি কেহ বর্ণন করিতে পারেন? যেহেতু, 'যৎপাদপাংশু' ইত্যাদি শ্লোকার্থ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, বৃন্দাবনের কদম্বাদি পাদপের দূরস্থ কিরণচ্ছটাও যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠানে নিরত যোগীগণও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। অতএব ব্রজবাসীগণের সৌভাগ্যের সহিত তুলনা করিলে জ্ঞানী যোগী প্রভৃতির সৌভাগ্য অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে। এইরূপে পরমযোগনিষ্ঠ যোগীগণ হইতেও ব্রজবাসী পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির মহিমা সর্বথা শ্রেষ্ঠরূপে ব্যঞ্জিত হইতেছে। অতএব ব্রজবাসীগণের এবং তদেকপ্রিয় শ্রীভগবৎসঙ্গি গোপকুমারগণের পরমোৎ-কর্ষতা (তাৎপর্য দ্বারাও) স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। অথবা প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিলেও সেই গোপকুমার সকলেরই মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইবে। অতএব 'দৃগ্-বিষয়'—নয়নগোচরীভূত এবং ইহার সহিত 'এব'-কার যোগে অর্থ হইবে—যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, সেইরূপ নিরুপম রূপধাম স্বয়ং ভগবান যাঁহাদের চক্ষুর বিষয় হইয়া সর্বদা স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা নিরন্তর অযাচিতভাবে চক্ষে দেখিতেছেন। আর যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল রূপই গ্রহণ হয়, রস, গন্ধাদি গ্রহণ হয় না ; সেইরূপ তাঁহাদের চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ বিনা অন্য গ্রহণ হয় না। তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ এবং এইরূপ স্নেহাকৃষ্ট চিত্ত বলিয়া সাক্ষাতে নানা বিষয় বর্তমান

থাকিলেও তাঁহারা স্নেহান্ধ হইয়া অন্যবিষয় দেখিতে পান না। অথবা অন্য লোকের যেমন চক্ষু দ্বারা ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ বা নিশ্চয় হইলে গ্রহণীয় হয়, সেইরূপ গোপ-বালকগণের সর্বত্র সকল বিষয় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। এইজন্যই শ্রীজয়দেব বলিয়াছেন—'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্' এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত গোপকুমারগণের বিহার-সৌভাগ্য হইতে শ্রীগোপী-সদৃশপ্রেমবশতঃ সর্বত্র সদা সাক্ষাৎ ভগবদ্পরিস্ফূর্তিতে তাঁহাদের সৌভাগ্য-মহিমা অধিক বলিয়া পশ্চাৎ নির্দেশ করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

১২২। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য প্রেয়সী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের সহিত নিরন্তর নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং এক মূর্তিতে গোপবালকগণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া গোচারণাদি লীলা করেন ; কিন্তু লীলাশক্তিই এইপ্রকার অচিন্ত্যনীয় আবির্ভাব বিশেষের সমাধান করিয়া থাকেন। সেইজন্য এই রহস্য লীলাপরিকরগণ এমনকি স্বয়ং ভগবানও অবগত নহেন। অর্থাৎ গোপবালকগণের প্রেমান্ধ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দস্বরূপ কিংবা অপরিসীম ঐশ্বর্যাদি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কোন সময়ে কোন লীলাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যাদি প্রকাশ হইলেও তাঁহাদের প্রেম সঙ্কোচ হয় না। কারণ তাঁহারা নিজ সখার মাধুর্যমাত্র গ্রহণেই সর্বদা আত্মহারা। এইজন্য ইঁহাদের সৌভাগ্যের সহিত কাহারও সৌভাগ্য বা সুকৃতির তুলনা হয় না।

এই শ্লোকে দাস্যাশ্রিত ভক্তগণের 'পরদেবতা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা গৌরবময়ী প্রীতিই উক্ত হইল ; পরন্তু ব্রজের দাসগণের পরমেশ্বরত্ব জ্ঞান না থাকিলেও ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দবাবার পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রভুতা জ্ঞান হয়। কিন্তু সখাগণের প্রীতিতে সঙ্কোচ বুদ্ধি নাই। এইপ্রকার সম্ভ্রমবুদ্ধিরহিত দাস্য-সখ্যাদি রতির ক্রিয়া মধুর রতিতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অতএব গোপীগণের মধুরা-রতিই সর্বশ্রেষ্ঠা। তাহার মধ্যেও শ্রীরাধিকাতে পরাকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছে।

১২৩। ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥

১২৪। পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

মূলানুবাদ

১২৩। কখন বা সেই ব্রজরাজনন্দন আপন সখাগণের সহিত যুদ্ধ ক্রীড়া-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পল্লব-শয্যায় শয়ন করেন।

১২৪। সেই সময় কোন মহাত্মা তাঁহার পাদসম্বাহন করেন, কেহ কেহ নব-পল্লবরচিত ব্যজন দ্বারা বীজন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৩। অথ গোপবর্গাণাং শ্রীগোপালদেবে প্রেমভক্তিমাহাত্ম্যং পৌগণ্ডলীলায়াং গোপালনসময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বয়স্যৈর্গোপালৈঃ সহ সর্বতঃ গাশ্চাবয়তঃ স্থানে স্থানে বিচিত্রক্রীড়াং কুর্বতো ভগবতো বিশ্রামলীলাং শ্রীশুকদেবপাদা বর্ণয়ামাসুঃ—ক্বচিৎ পল্লবেত্যাদি (শ্রীভা ১০।১৫।১৬) শ্লোকত্রয়েণ। ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিৎ শীতল-বাতসেবিত-যমুনাতীরাদি-স্থানে ; নিযুদ্ধেন মল্ললীলয়া যঃ শ্রমস্তেন কর্ষিতো ব্যাপ্ত ইব, বৃক্ষমূলং সহতনিবিড়সুস্নিগ্ধচ্ছায় কদম্বপাদপতলমাশ্রয়ো বিশ্রামস্থলং যস্য তথা-ভূতঃ সন্ ক্বচিৎ পূর্বমেব শ্রীবৃন্দাদেব্যা বিরচয্য স্থাপিতেষু ; কিংবা তৎকালমেব প্রিয়সখগণৈর্বিরচিতেষু পল্লবেত্যুপলক্ষণং, পল্লবপত্রপুষ্পাণামভিনবকোমলানাং তল্পেষু। বহুভিঃ রচিতত্বাদ্‌গৌরবেণ বহুবচনম্ ; যদ্বা পরস্পর প্রীতিস্পর্দ্ধয়া সর্বৈ-রেকৈকশ্যেন বিরচিতেষু বহুলেষু তেষু সর্বেষাং তেষাং প্রীত্যৈ বিশ্বরূপেণ তদ-লক্ষিতঃ শেতে ইত্যর্থঃ। গোপস্য কস্যচিৎ প্রধানত্বাৎ শ্রীরাধাভ্রাতুঃ শ্রীদাম্ন উৎসঙ্গঃ ক্রোড় এব উপবর্হণমুপধানং যস্য সঃ॥

১২৪। এবং নিযুদ্ধক্রীড়া-পল্লবশয্যাবিরচনোৎসঙ্গোপবর্হণতাভিঃ সেবাসৌভাগ্যং প্রদর্শিতম্ ; অধুনা সহজপরমস্নেহবন্তঃ তৎপরিশ্রমদর্শনেন ব্যাকুলাস্তদপনো-দনায় বৈয়গ্র্যেণ বহুধা পরিচরন্তঃ স্নেহভরাবির্ভাববিবশা বভূবুরিতি পরমপ্রেম-সম্পন্মহিমা প্রতিপাদ্যতে—'পাদসম্বাহনম্' (শ্রীভা ১০।১৫।১৭) ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্য শ্রীভগবতঃ পাদয়োঃ শ্রীচরণপদ্ময়োঃ সম্বাহনম্ ; কেচিৎ, কতিচিৎ মহাত্মন ইতি মহাত্মানো মহাশয়ঃ ; যদ্বা, তস্যৈব বিশেষণমপরিচ্ছিন্নস্যাপি চক্রুঃ কেচিদিতি বহুত্বং

সময়পরিবর্তেন (পরিবর্ততয়া) যথাক্রমং শ্রীচরণাবয়ববিভাগশো বা বিশ্বরূপাভিপ্রায়েণ স্থানে স্থানে ত্রিচতুরতয়া বা ; অনেনৈব বাল্যলীলায়ামপি পরমৈশ্বর্য-প্রকটনাভিপ্রায়েণাগ্র্যশ্লোকান্তে ঈশচেষ্টিত ইতি বক্ষ্যতে। যদ্বা, দুস্তর্ক্যানন্তশক্তের্ভগবতঃ প্রিয়সখবর্গপ্রীত্যৈ শ্রীনন্দনন্দনরূপাতিরস্কারেণৈব তত্তদলক্ষ্যপরমাশ্চর্যনিজাপরিচ্ছিন্নতা প্রকটনেনৈকত্রৈব পাদসম্বাহনসেবায়াং যুগপন্মহাযূথমপি ঘটতে। অত এবাত্র মহাত্মশব্দ-প্রয়োগঃ। অথবা প্রেমভরাকুলানাং সংঘর্ষেণ তত্রৈব বহবোঽপি ঘটেরন্ ; ততশ্চ তত্তল্লীলায়ামীশচেষ্টিতত্বং সৃষ্ট্যাদিরূপাদীশচেষ্টিতাদপি তস্যাঃ তস্যাঃ জগন্মনোহরতরমাধুর্য্যাদিমাহাত্ম্যবিশেষাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্। হতোঽপগতঃ পাপ্মা যেভ্যস্তে, যথাহি—ধার্মিকাণাং যদ্ধর্মবিপরীতং তদেব পাপম্ ; তথা ভক্তানামপি ভক্তিবিরুদ্ধং সর্বমেব পাপম্। পাপ্ম-শব্দেনাত্র তদেব গৃহীতম্। অথবা শ্রীভগবতেব শ্রবণ-কীর্তনাদিনা হতো নাশিতো জগতামেব পাপ্মা যৈঃ, অপরে কতিচিৎ-পল্লবপত্র-বর্হাদিরচিতৈর্ব্যজনৈঃ সম্যক্ শীতলমন্দত্বাদিগুণযুক্ততয়া অবীজয়ন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। অনন্তর গোপবর্গের শ্রীগোপালদেবে প্রেমভক্তি এবং পৌগণ্ডলীলায় গোপালন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বয়স্য গোপবালকবর্গের সহিত সর্বত্র গোচারণ ও স্থানে স্থানে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে করিতে সেই শ্রীভগবান যে বিশ্রামলীলা করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেবপাদ তাহা তিনটি শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—'ক্বচিৎ পল্লব' ইত্যাদি। কোন সময়ে সেই শ্রীগোপালদেব মল্লযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া শীতলবাতাসসেবিত যমুনাতীরাদি স্থানে বৃক্ষমূল অর্থাৎ সহজ নিবিড় সুস্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত কদম্ববৃক্ষতলে (বিশ্রামস্থল) আশ্রয় করেন অর্থাৎ কখনও বা পূর্ব হইতে শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক বিরচিত কিংবা তৎকালে প্রিয়সখাগণ কর্তৃক বিরচিত অভিনব কোমলতল্প অর্থাৎ গোপবালকগণ তাঁহাকে বিশ্রাম করাইবার জন্য বৃন্তহীন পুষ্পদল এবং সুকোমল নব পল্লবদল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া বৃক্ষমূলে স্থাপন করেন। বহু সখা মিলিত হইয়া সেই শয্যা রচনা হয় বলিয়া গৌরবে বহুবচন হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করাইবার জন্য পরস্পর প্রীতি-স্পর্ধাবশতঃ পৃথক পৃথক বহু শয্যা রচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রীতিপাশে আবদ্ধ হইয়া (বহুরূপে) প্রতি শয্যায় (পরস্পরের অলক্ষ্যে) শয়ন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করেন এবং তাঁহারাও ভ্রমাপনোদন করিবার জন্য নানাভাবে তাঁহার সেবা করেন। কখন বা কোন বয়োজ্যেষ্ঠ গোপবালক (শ্রীরাধার ভ্রাতা) শ্রীদামের ক্রোড়রূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন।

১২৪। এইরূপে মল্লযুদ্ধক্রীড়া, পল্লবশয্যা ও সেই সঙ্গে উপাধান বিরচনাদি সৌভাগ্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সেই সাহজিক পরম স্নেহবন্ত গোপবালকগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্র পরিশ্রম দেখিলে কাতর হইয়া সেই শ্রমাপনোদনের জন্য ব্যগ্রতার সহিত বহুবিধ পরিচর্যা করিয়াও স্নেহরাশির আবির্ভাবে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পরম প্রেমসম্পত্তির মহিমা প্রতিপাদন করিতেছেন। 'পাদসম্বাহন' ইত্যাদি। তখন কোন কোন মহাত্মা (মহাশয়) শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিয়াছিলেন। অথবা সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিয়াছিলেন। এখানে মহাত্মনঃ-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ ; কারণ, তিনি অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও বহুতর গোপবালকের পুষ্প-শয্যায় শয়ন করিলে কোন কোন গোপবালক তাঁহার পাদসম্বাহন, কেহ অঙ্গমর্দন, কেহ বা নবপল্লব রচিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন, এইভাবে বহুতর গোপবালক বহুবিধ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথবা সময় পরিবর্তন দ্বারা যথাক্রমে শ্রীচরণ, শ্রীঅঙ্গ ইত্যাদির সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এতদ্বারা বাল্য-লীলার মধ্যেও পরমৈশ্বর্য প্রকটন হইল এবং এই অভিপ্রায়েই পরবর্তি শ্লোকে 'ঈশ-চেষ্টিতঃ' উক্ত হইয়াছে। অথবা দুস্তর্ক্য অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবান প্রিয়-সখাবর্গের প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া শ্রীনন্দনন্দনরূপের কোন ব্যতিক্রম না করিয়াই সেই সেই সখাগণের অলক্ষ্যে পরমাশ্চর্যময় নিজ অপরিচ্ছন্নতা প্রকটন করিয়া অর্থাৎ শ্রীনন্দ-নন্দনস্বরূপেই অসংখ্য মূর্তি প্রকাশ করিয়া সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন। এজন্য কেবল পাদসম্বাহন সেবাতেও যুগপৎ মহাযূথ (অসংখ্য গোপবালকের) সমাবেশ হইয়া থাকে, কিন্তু সেবা বিষয়ে কোনরূপ সংঘর্ষ হয় না। আর প্রত্যেক গোপবালকই মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বড় ভালোবাসেন, সেইজন্য আমারই সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই এখানে মহাত্মা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা প্রেমভরে ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত সংঘর্ষণের দ্বারা একস্থানে বহুজনের সংঘটন অসম্ভব নহে। কিন্তু তত্তৎলীলায় যে ঈশ্বরচেষ্টা, তাহা সৃষ্ট্যাদিরূপ ঈশ্বরচেষ্টা হইতে বিলক্ষণ এবং জগন্মনোহরতর মাধুর্যাদি মাহাত্ম্য বিশেষ অপেক্ষায় তত্তৎলীলাদি জানিতে হইবে। অপর কোন কোন হতপাপ্মা নব পল্লবরচিত ও ময়ূরপুচ্ছরচিত ব্যজন লইয়া সম্যক্ প্রকারে (মৃদু মধুরভাবে) বীজন করিয়াছিলেন। এখানে 'পাপ্মা'-শব্দে ভক্তি-বিরুদ্ধরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবান্তরায় গৃহীত হইয়াছে। যেমন, ধার্মিকের ধর্ম-বিপরীত পাপ, সেইরূপ ভক্তের ভক্তিবিরোধী যাহা, তাহার নাম পাপ অথবা শ্রীভগবানের ন্যায় যাঁহাদিগের চরিত্র শ্রবণ-কীর্তনেও জগতের পাপনাশ হয়, সেই হতপাপ্মা গোপ-বালকগণ অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণসেবায় অধিকারী, তাঁহাদের কদাপি শ্রীকৃষ্ণসেবায় বিঘ্ন হয় না।

১২৫। অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ॥

মূলানুবাদ

১২৫। অন্য কতিপয় গোপবালক স্নেহযুক্ত হৃদয়ে সেই সমুদ্রকোটিগম্ভীর ব্রজ-রাজনন্দনের মধুরচরিত গান করিয়া তাঁহার আনন্দবর্ধন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৫। 'অন্যে' (শ্রীভা ১০।১৫।১৮) কতিচিদ্‌গোপাঃ তৎসময়ানুরূপাণি শয়ন-কালোচিতানি মধুরকোমলস্বরাদিগুণেন নিদ্রাপাদকানি গীতানি গায়ন্তি স্ম অগায়ন্। মহাত্মনঃ সমুদ্রকোটিগম্ভীরস্যাপি মনোজ্ঞানি চিত্তাকর্ষকাণি অন্তঃক্ষোভকাণীত্যর্থঃ, গোপীপ্রেমগুণাদিবর্ণনপরত্বাৎ, ভক্তি-ভক্তাদি-মহিমনিবন্ধত্বাদ্বা। অথবা, মহাত্মন ইতি প্রেমভরবৈবশ্যেন শ্রীশুকদেবপাদানাং সোল্লুণ্ঠোক্তিঃ। ততশ্চ লম্পটশেখর-স্যেতি ভাবঃ। তদ্রুচিকরত্বাচ্চ গোপকন্যাবস্ত্রাহরণ-নগ্নীকরণাদি-বিচিত্রষিড়্‌গতানর্ম-পরাণীতি জ্ঞেয়ম্। এবং তৎপ্রিয়-গীতগানেনাবির্ভাবিতেন স্নেহেন প্রেমবিশেষেণ ক্লিন্না আর্দ্র ধীর্যেষাং তে, অতএব বাষ্পরুধ্যমান-কণ্ঠত্বাদিনা শনৈর্লঘু লঘু গায়ন্তি স্ম। যদ্যপি সর্বস্যামেব সেবায়াং প্রেমাবির্ভাবো ভবেদেব, তথাপি ভগবৎ প্রিয়-গীতাদি-সংকীর্তনেন দ্রুতমিব প্রেমভরো নিতরাং জায়তে ইত্যত্রৈব তথোক্তিঃ। অথবাস্য পদস্য শনৈরিত্যস্য চ হতপাপ্মান ইত্যস্যাপি সর্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। সর্বেঽপি তে জগৎপাবনাঃ পরমভক্তিনিষ্ঠাঃ স্বস্বসেবয়াবির্ভবৎপ্রেমভরেণ ক্লিন্নধিয়ঃ সন্তঃ শনৈস্তৎ চক্রুরিত্যর্থ। অন্যদ্ যথাপূর্বমূহ্যম্। পূর্বোদ্দিষ্টবিবক্ষাদ্বয়াপেক্ষয়া 'মহাত্মন'-পদদ্বয়স্য চাপৌনরুক্ত্যম্। হে মহারাজেতি—লীলেয়ং মহারাজসদৃশীতি ভবতানুমীয়তাম্। যদ্বা, ভবাদৃশানামপি মহারাজানামীদৃশী সুখক্রীড়াপরিপাটী নাস্তীতি ভাবঃ। কিংবা গোপ-বর্গভাগ্যভরবর্ণনেন প্রেমবিশেষোদয়াদার্দ্রচিত্তঃ সন্ রাজানং বা তত্তচ্ছ্রবণেন প্রেম-মোহিতম্ অবধাপয়ন্ সম্বোধয়তি ; যদ্বা, হে রাজকুলশ্রেষ্ঠ! তেষামিদং ভাগ্য-মাহাত্ম্যং ত্বদ্বৈব বোদ্ধুং শক্যতে, নান্যেন কেনাপীতি ভাবঃ। অথবা, রাজত ইতি রাজঃ, মহাংশ্চাসৌ রাজশ্চেতি মহারাজঃ, সদা সাহজিকতয়া বর্তমানোঽপীদানী-মন্তরঙ্গসেবাপ্রবৃত্ত্যা নিতরাং প্রাদুর্ভূতত্বাৎ পরমপ্রকাশমানোঽশেষমলহীনো নিখিল-বৈভবভরসম্পন্নো যঃ স্নেহস্তেন ক্লিন্নধিয় ইতি দিক্ অলমতিবিস্তরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। 'অন্যে' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, অপর কোন গোপবালক শয়ন-

কালোচিত মধুর কোমলকণ্ঠে নিদ্রার অনুকূল গান করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ গোপবালকগণের বিচিত্র তাল, লয় স্বরাদিযুক্ত গান শ্রবণে সমুদ্র কোটি-গম্ভীর সেই মহাত্মার নিজ মনোজ্ঞ এবং তদনুরূপ চিত্তাকর্ষক গোপী-প্রেমগুণাদিবর্ণনপর বা ভক্তি ও ভক্তের মহিমাপর নিবন্ধাদি (গাথা) শ্রবণ করিতে করিতে পরমানন্দে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অথবা প্রেমবৈবশ্য হেতু শ্রীশুকদেবপাদ এই 'মহাত্মা' পদটি সোল্লুণ্ঠন উক্তিরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মহাত্মা-শব্দে লম্পটশেখর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার রুচিকর লীলায় গোপবালার বস্ত্রহরণ-নগ্নীকরণাদি বিচিত্র রসিকতা-প্রকাশক নর্ম-পরিহাসরূপ নানাবিধ লীলাগান বুঝিতে হইবে। এইরূপে তাঁহার প্রিয় গান প্রকটনে প্রেমবিবশতা-প্রযুক্ত স্নেহার্দ্র-চিত্তে ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অর্থাৎ বাষ্পরুদ্ধমান-কণ্ঠ-হেতু লঘু লঘুরূপে তাঁহার মধুর চরিতাবলি গান করিয়া তাঁহার বিশ্রামসুখ সম্পাদন করেন। যদ্যপি সমস্ত গোপ-বালকেরই শ্রীকৃষ্ণসেবাকালে প্রেম আবির্ভাব হয়, তথাপি ভগবৎপ্রিয় গীতাদি সংকীর্তনের দ্বারা অতিদ্রুত প্রেমরাশির অতিশয়রূপে প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য এখানে স্নেহার্দ্র-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা এই স্নেহার্দ্র-পদের সহিত 'শনৈঃ' ও পূর্বোদ্দিষ্ট 'হতপাপ্মা'-পদ একত্র যোজনা করিলে অনবদ্যরূপে অর্থ সঙ্গতি হয়। এইরূপে সকলেই তাঁহার জগৎপাবনকর পরম ভক্তি-নিষ্ঠার সহিত স্ব স্ব সেবায় আবির্ভূত প্রেমভরে আর্দ্রচিত্ত হইয়া মৃদুমধুরস্বরে গান করিতেছেন। হে মহারাজ! এতাদৃশ লীলাও মহারাজসদৃশ বলিয়া আপনারই অনুমেয়। অথবা ভবাদৃশ মহারাজও এতাদৃশ ক্রীড়াপরিপাটিসুখ সম্ভোগ করেন নাই। কিংবা গোপবালকবর্গের ভাগ্যরাশি বর্ণনে রাজার প্রেমবিশেষ উদয়ে চিত্ত আর্দ্রতা অর্থাৎ প্রেমমোহ উপস্থিত হওয়ায় 'হে মহারাজ!' এই সম্বোধনের দ্বারা তত্তল্লীলা-শ্রবণোন্মুখ করিতেছেন। অথবা হে রাজকুলশ্রেষ্ঠ! সেই গোপবালকগণের এইপ্রকার ভাগ্যমাহাত্ম্য আপনিই বুঝিতে সমর্থ, অন্য কেহ নহে। অথবা 'রাজত ইতি রাজঃ, মহাংশ্চাসৌ রাজশ্চেতি মহারাজঃ', এইরূপে মহারাজ-পদটি গোপবালকের বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে যে, নিরন্তর তাঁহাদের হৃদয়ে সাহজিক সখ্যভাব বর্তমান থাকিলেও অধুনা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সেই সখ্যপ্রেম অতিশয়রূপে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রকাশমান এবং অশেষ মলহীন নিখিল বৈভবরাশিসম্পন্ন স্নেহাতিরেকে তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। এইরূপে নব নব বিহার প্রসঙ্গে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করিয়া সখ্য প্রেমরস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

১২৬। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

১২৭। ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত॥

মূলানুবাদ

১২৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! শ্রীনন্দ এমন কি মঙ্গল কার্য করিয়াছেন, যাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন? আর শ্রীযশোদাই বা এরূপ কি মহৎফলোৎপাদক মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে সেই মহাভাগা যশোদার স্তনপান করিয়াছেন?

১২৭। হে ভারত! অনন্তর ভগবান্ জনার্দন পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলে যাবতীয় গোপ-গোপীর মধ্যে ঐ দম্পতির ভগবানে অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৬। অথ গোপরাজস্য শ্রীনন্দস্য তৎপত্ন্যাশ্চ শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীভগবৎপিত্রোঃ সর্বোৎকৃষ্টতরমাহাত্ম্যং দর্শয়তি—নন্দ ইতি পঞ্চভিঃ। তত্র বিশ্বরূপপ্রদর্শনাদিনা সঞ্জাতস্য সর্বভক্তজন-সাধারণস্যেশ্বরজ্ঞানস্যাবরকে ভগবৎপরমপ্রসাদরূপ-পুত্রস্নেহময়ে স্বকীয়মহাশক্তিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণেন মাতরি শ্রীযশোদায়াং প্রসারিতে তস্যাঃ স্নেহভরপ্রবৃদ্ধিব্যাপ্তচিত্তাদিপরমমহাসৌভাগ্যোদয়ং শ্রুত্বা পরমবিস্মিতেন রাজ্ঞা শ্রীপরীক্ষিতা পৃষ্টম্—'নন্দঃ' (শ্রীভা ১০।৮।৪৬) ইতি। ব্রহ্মন্ হে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মমূর্তে! শ্রীবাদরায়ণে! এবমেতাদৃশং শ্রেয়ঃ পুণ্যবিশেষং কিং কতরৎ নন্দোহকরোৎ? জগতি তাদৃশ শ্রেয়োহসম্ভবাদ্‌বিস্ময়েন প্রশ্নঃ। এবমিত্যেবাভিব্যঞ্জয়তি—মহানুদয়ঃ উদ্ভবো যস্য তদিতি তচ্চ। 'পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্। গায়ন্তেঽদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥' (শ্রীভা ১০।৮।৪৭) ইত্যনেন নিরন্তরোক্তশ্লোকেন স্বয়মেবাভিব্যক্তীকরিষ্যতে। অস্যার্থঃ—যয়োঃ প্রসন্নোঽবতীর্ণোঽয়ং ভগবান্ তৌ পিতরৌ শ্রীবসুদেবদেবক্যাবপি যৎ নাম্ববিন্দেতাং ন প্রাপ্নুয়াতাম্। কিং তৎ? কৃষ্ণস্য উদারং মহৎ ভুক্তিমুক্তিভক্তিপ্রেমাদি-সর্ব প্রদমিতি বা অর্ভকেহিতং বাললীলাম্, অর্ভকেহিতং বাল্যচরিতমিতি বা। যচ্চ কবয়ো ব্রহ্মাদয়ো ব্যাসাদয়ো বা অদ্য কলিকালেঽপি গায়ন্তি। কুতঃ? লোকানাং সর্বেষামেব শমলাপহং পাপোন্মূলকং, তদ্বিনা কলিপাতক-নাশাসিদ্ধেঃ। যদ্বা, অদ্যাপীত্যনেন সদা নিরন্তর-গানমাত্রমভিপ্রেতম্। তত-শ্চায়মর্থঃ—সর্ব্বজীবানাং শমলং সংসারদুঃখম্ অপহরতীতি তথা। যদ্বা, শমঃ মনঃ-

শান্তিঃ, লাপো বচনং, তৌ হন্তি পরমপ্রেমভরাবির্ভাবেণ বৈকল্যেন মনোধৈর্যং বাক্-প্রবৃত্তিঞ্চ সম্যক্ হরতি যৎ তদিত্যর্থঃ। যদ্বা, শমস্য আত্মারামতাদিলক্ষণস্য লাপং কথাং হন্তি, তৎকথামাত্রমপি নাবশেষয়তি যৎ তদিত্যর্থঃ। তদ্‌যো যা চাবিন্দৎ, স সা চ কিং শ্রেয়োঽকরোদিতি। বাশব্দশ্চ শব্দার্থেঽনুক্তসমুচ্চয়ে। ততশ্চ এবমিত্যস্যান্ত্য-পাদেনাপি সম্বন্ধঃ, অনেন 'কালেন ব্রজতা তাত' (শ্রীভা ১০।৮।২১) ইত্যাদি, 'হরিং সাহমন্যতাত্মজম্' (শ্রীভা ১০।৮।৪৫) ইত্যন্তগ্রন্থোক্তপ্রকারেণ বাল্যলীলাবিশেষেণ পরমস্নেহবিস্তারণ-বাৎসল্যবিশেষণ চ যস্যা যশোদায়াঃ স্তনং পপাবিত্যর্থং, অন্যথা দেবক্যাদিসাম্যাপত্তেঃ। 'পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতং' (শ্রীভা ১০।৮৫।৫৫) ইতি দশমস্কন্ধস্থ-মৃতাগ্রজানয়নাধ্যায়াদ্যুক্তেঃ। শ্রীভগবতো জন্মানন্তরং শ্রীদেবক্যাঃ স্তুতিপূর্ব্বক প্রার্থনয়া প্রাকৃতশিশুত্বে স্নেহস্নুতস্তনায়াস্তস্যা অপি স্তন্য-পানকল্পনাৎ। তথা বৎসাহরণাদিলীলায়াং কাসাঞ্চিদ্‌বৃদ্ধগোপীনামপি স্তন্যপানাৎ। অতস্তদ্‌ব্যবচ্ছেদার্থমবশ্যমত্রাপ্যেবং-শব্দো যোজ্য এব। হরিরিতি তাদৃশবাল্যলীলা-বাৎসল্যাদিনাঽনবরতং তস্যা মনো হরন্নিত্যর্থঃ। অতএবোক্তম্—মহাভাগেতি। অনেন চ শ্রীনন্দতোঽপি তস্যা ভাগ্যবিশেষঃ সূচিতঃ ; লোকেঽপি পিতৃতোঽপি মাতরি স্নেহবিশেষস্য দৃষ্টেঃ। স চ দশমস্কন্ধে রিঙ্গণলীলাদৌ দামবন্ধনাদৌ চ ব্যক্তম্ কথিত এব। অত্রাপ্যগ্রে ব্যক্তো ভাবীতি দিক্। যদ্বা, এবম্ এতাদৃক্ চতুর্যুগব্যাপি পরমভক্তিলক্ষণ-দুষ্করতরতপোবিশেষকৃজ্জনক-জননী-শ্রীবসুদেব দেবক্যলব্ধগন্ধঃ শ্রীব্রহ্মাদি-কবিবর্গগীয়মান-পূর্ব্বোক্ত-রিঙ্গণাদিলীলামহামৃত-সমাস্বাদনরূপঃ, অতএব মহান্ পরমচরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উদয়োৎকর্ষঃ ফলং বা যস্মাৎ তৎ। এবমিতি পূর্ব্ববৎ পৃথক্ পদমেবেতি বা তথাপি মহোদয়মিত্যস্য তথৈবার্থঃ কল্প্যতে ইতি দিক্॥

১২৭। ততশ্চ তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণ-পরমোদারবাল্য-চরিতামৃতসাগরস্য নন্দ-যশোদা-ভ্যাং কৃতে সম্যক্‌পানে হেতুং বদন্তঃ শ্রীশুকদেবপাদাঃ শ্রীব্রহ্মবরেণ শ্রীকৃষ্ণপরম-ভক্তি-প্রাপ্ত্যাদিকমেতয়োঃ পূর্ব্বজন্মবৃত্তং কথয়িত্বা প্রশ্নোত্তরমুপসংহরন্ত আহুঃ—'ততো ভক্তিঃ' (শ্রীভা ১০।৮।৫১)। ইতি তস্মাৎ পরমভক্তবর-শ্রীব্রহ্মবচনাদ্ধেতোঃ দম্পত্যোঃ শ্রীনন্দযশোদয়োর্ভগবতি পরমেশ্বরে দুরারাধ্যে জনার্দ্দনে, অসুরাদি-দুষ্ট-জনানাং সংহারকে তদর্থমেব পুত্রভূতে পুত্ররূপে সতীত্যর্থঃ। যদ্বা, জনৈরশেষৈ-র্লৌকিঃ স্বস্বাভিমতপ্রাপ্তয়ে কেবলমর্দ্দ্যমানো যাচ্যমানো যস্তস্মিন্ পুত্রভূতে পুত্রত্বং প্রাপ্তে। পাঠ্যন্তরে অপুত্রঃ পুত্রেঽভূদিতি পুত্রীভূতঃ ; পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বরত্বা-দিনা পুত্রত্বাযোগ্যোঽপি পরমা ভক্তির্ময়ি পুত্রত্বেনৈব সম্পদ্যত ইতি নিশ্চিন্ত্য পরম-ভক্তবাৎসল্যাদি-নিজমহিম্না পুত্রতয়া জাতো যস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ। ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা, আসীৎ স্থিতা নৈশ্চল্যেনাভূদিত্যর্থঃ। গোপেষু গোপীষু চ মধ্যে নিতরামিতি বস্তু-

স্বভাবাদ্‌গোপ-গোপীনাং তস্মিন্ ভক্তিরস্ত্যেব। তয়োস্তু নিতরাং তেষাং ভক্তেঃ সকাশাৎ প্রকৃষ্টেত্যর্থঃ। এতচ্চ বাল্যাপেক্ষয়া উক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। যতঃ পরমপ্রেমরসা-বিষ্কারসময়ে কৈশোরে পৌগণ্ডে চ, কদাচিদ্‌বাল্যে চাপী গোপীনামেব সর্ব্বতো-হধিকতরা ভক্তি-সম্পৎ শ্রূয়তে। তচ্চোদ্ধবযানাদৌ শ্রীভগবদ্বচনাদেবাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। হে ভারত! পরম-প্রকৃষ্ট-ভরতবংশোদ্ভবেতি প্রশ্নোত্তরমধুনা স্বয়মেব বিচার্য জানীহীতি ভাবঃ। তথাহি—ভগবৎসদৃশপুত্রার্থং পূর্ব্বজন্মন্যারাধনং কৃতবতোঃ শ্রীদৈবকী-বসুদেবয়োস্তথৈব বরং দত্ত্বা বরদান-যন্ত্রিতেষ্বপি জন্মষু স্বয়মেব পুত্রতাং প্রাপ্তঃ ; শ্রীনন্দ-যশোদাভ্যাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তির্বৃতা, শ্রীব্রহ্মণাপি স এব বরো দত্তঃ ; অতো নিজদত্তবরাদপি স্বভক্তদত্তবরমধিকং সুসম্পাদয়তা ভগবতা তয়োস্তৎ-সম্বন্ধিনাঞ্চ ব্রজনিবাসেন পরমমনোহরবিচিত্র-বাল্যলীলয়া তুচ্ছীকৃত-চতুর্বর্গক-নিজ-প্রেমভক্তি বিশেষো বিস্তারিত ইতি। শ্রীনন্দাদীনাঞ্চ নিত্যপ্রিয়তম-পার্ষদবরাণাং শ্রীব্রহ্মবরাদিনা ভক্তিপ্রাপ্তির্যথা শ্রীরুদ্রবরেণ শ্রীকৃষ্ণস্য শাম্বপুত্রবরাদিপ্রাপ্তিরিত্যে-বমাদিসিদ্ধান্তস্তু পূর্ব্বমুক্তোঽপি। এতদপি ভারতেতি সম্বোধনেন সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৬। অনন্তর শ্রীভগবানের পিতা-মাতা অর্থাৎ গোপরাজ শ্রীনন্দ ও তাঁহার পত্নী শ্রীযশোদার সর্বোৎকৃষ্টতর মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ 'নন্দ' ইত্যাদি পঞ্চ শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনাদি দ্বারা সঞ্জাত ভাববিশেষ, (যাহা সাধারণ ভক্তজনেরও ঈশ্বরজ্ঞান-আবরক বলিয়া ভগবৎপরম প্রসাদরূপ পুত্রস্নেহময় স্বকীয় মহাশক্তিবিশেষ) শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক মাতা শ্রীযশোদার প্রতি প্রসারিত হইলে অর্থাৎ তাঁহার ঐ স্নেহরাশিব্যাপ্ত-চিত্তাদিরূপ পরম মহাসৌভাগ্যোদয়ের কথা শ্রবণে মহাবিস্মিত হইয়া রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'নন্দঃ' ইত্যাদি। হে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মমূর্তে! হে শ্রীবাদরায়ণে! শ্রীনন্দ কোন্ শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন? (এ জগতে তাদৃশ শ্রেয় অসম্ভব বলিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। আর 'এবম্'-শব্দেও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, এই প্রকার মহান্ ভাগ্যোদয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যসম্পাদক শ্রেয়) আবার ইহার পরবর্তি শ্লোকে স্বয়ংই ব্যক্ত করিতেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণের যে পরম মধুর বাল্যলীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনে সর্বলোকের সর্ববিধ পাপ নাশ হয় এবং যে লীলাকথা অদ্যাপি কবিগণ গান করিয়া থাকেন, অধিক কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা শ্রীবসুদেব ও দেবকী সেই লীলারস আস্বাদন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহারা তাহা আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও মাতা যশোদার স্তনপান করিয়াছেন।' তাৎপর্য এই যে, যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পিতা-মাতা শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী

শ্রীকৃষ্ণের সেই উদার বাল্যলীলারস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এখানে উদার বলিতে মহৎ অথবা ভুক্তি, মুক্তি, ভক্তি ও প্রেমাদি সর্বপ্রদ বাল্যলীলা, যাহা কবিগণ অর্থাৎ ভগবানের সমস্ত জাগতিক সাধক ভক্তের আদি গুরু শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীব্যাস-দেবাদি অদ্যাপি (এই কলিকালেও) গান করিয়া থাকেন। যদি বল, কিজন্য গান করেন? বলিতেছি শ্রবণ কর, সর্বলোকের সর্ববিধ 'মলাপহ' (পাপাদি প্রশমিত হয়) বলিয়া অদ্যাপিও গান করিয়া থাকেন, কেন না, তাহা ব্যতীত কলিপাতক-বিনাশ সিদ্ধ হয় না। অথবা 'অদ্যাপি'—পদে নিরন্তর সেই বাল্যলীলা গানমাত্র অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'শমলাপহম্' অর্থাৎ শম-শব্দে মনঃশান্তি এবং লাপো-শব্দে বচন, এই দুই বৃত্তির লোপ করিয়া পরম প্রেমরাশির আবির্ভাব-বৈকল্যে মনের ধৈর্য এবং বাক্-প্রবৃত্তি সম্যক্ হরণ করিয়া থাকেন। অথবা শম-শব্দে আত্মারামত্ব এবং তাহার লাপ (কথা) পর্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার কথামাত্রের অবশেষও থাকে না। এইরূপ পরমোদার বাল্যলীলা যাঁহারা নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন, না জানি সেই গোপরাজ শ্রীনন্দ ও তাঁহার গৃহিণী শ্রীযশোদা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা এই পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং জগৎকেও কৃতার্থ করিয়াছেন! এইজন্য 'বা'-শব্দে অনুক্ত অর্থ সমুচ্চয়, 'এবং'-শব্দে পরবর্তি শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। অনন্তর শ্রীশুকদেব বলিলেন, "হে বৎস পরীক্ষিৎ! কিছুদিন অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে গোপরাজ শ্রীনন্দের গৃহ-আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" ইহার পরবর্তি শ্লোকে উক্ত আছে—'শ্রীযশোদা সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীহরিকে স্বগর্ভজাত পুত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি পরবর্তিগ্রন্থ প্রকরণেও উক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা দ্বারা পরম স্নেহবিস্তারণ রূপ বাৎসল্যবিশেষের অধীন হইয়া মাতা শ্রীযশোদার স্তনপান করিয়াছিলেন ; অন্যথা শ্রীদেবকীদেবীর সহিত সাম্যাপত্তি ঘটিয়া যায়। দশমস্কন্ধস্থ মৃত অগ্রজগণের আনয়ন প্রসঙ্গেও উক্ত আছে, 'শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়া যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণভুক্ত দুগ্ধ পান করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়া-ছিলেন। অর্থাৎ কংসহস্তে নিধনপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজসকল, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে সুতল হইতে আনয়ন করিয়া শ্রীদেবকীদেবীকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীদেবকীর (শ্রীকৃষ্ণভুক্ত) স্তনপান করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীমাতারও স্তনপান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীযশোদামাতার ন্যায় আসক্তি-পরবশ হইয়া নহে ; শ্রীদেবকীমাতার প্রার্থনানুসারে বাধ্য হইয়া পান করিয়াছিলেন। আর বৎসহরণলীলায়ও ব্রজের বাৎসল্যবতী বৃদ্ধা গোপীগণের এবং গাভীগণের স্তন পান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাও শ্রীকৃষ্ণের নিজ মূর্তিতে সংঘটিত

হয় নাই, গোপবালক ও গোবৎসমূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ সকল প্রসঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া কেবল প্রয়োজনানুরূপ শব্দ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এখানে 'হরি' বলিতে তাদৃশ বাল্যলীলায় বাৎসল্যাদি প্রেমপরবশ হইয়া অনবরত মা যশোদার মনহরণকারী। অতএব শ্রীযশোদই 'মহাভাগা।' 'মহাভাগা' পদে শ্রীযশোদার ভাগ্যবিশেষ সূচিত হইল। এই প্রকার লোকমধ্যেও পিতা হইতেও মাতায় স্নেহবিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা দশমস্কন্ধে হামাগুড়ি লীলায় ও দামবন্ধনলীলায় কথিত হইয়াছে। পরেও কিছু ব্যক্ত হইবে। অথবা এতাদৃশ চতুর্যুগব্যাপী পরমভক্তিলক্ষণ দুষ্করতর তপস্যাবিশেষ অনুষ্ঠানকারী জনক-জননী শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী যাহার গন্ধমাত্র লাভ করিতে পারেন নাই, সেই বাল্যলীলাবিশেষ এবং ব্রহ্মাদি কবিবর্গ-কর্তৃক গীয়মান পূর্বোক্ত রিঙ্গণাদি লীলামহামৃত সম্যক্ আস্বাদনরূপ সৌভাগ্য। অতএব উহা মহান্ পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত উদয়োৎকর্ষ ফলবিশেষ।

১২৭। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরমোদার বাল্য চরিতামৃতসাগর শ্রীনন্দ-যশোদা সম্যক্ পান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার হেতু বলিবার জন্য শ্রীশুকদেবপাদ ইহাদের পূর্বজন্ম অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মার বরে শ্রীকৃষ্ণে পরমাভক্তি প্রাপ্তি ইত্যাদি হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ প্রশ্নোত্তর উপসংহার করিতেছেন, 'ততো ভক্তিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীভগবান তাঁহার পরমভক্তবর শ্রীব্রহ্মার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থাৎ অসুরাদি দুষ্টজনের সংহারকর্তা এবং দেবগণের দুরারাধ্য সেই পরমেশ্বর জনার্দন পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অথবা 'জনার্দন'—পদের জন-শব্দে অশেষ লোকসকল, 'অর্দ্যমান'—যাচমান, অর্থাৎ স্ব স্ব অভিমত ভগবৎসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, সেই জনার্দন পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ('পুত্রীভূতঃ পাঠান্তর হইলে অপুত্র হইয়াও পুত্ররূপে অবতীর্ণ।) যেহেতু, পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন এই জনার্দন কখন কাহারও পুত্র হন না, তিনিই সকলের পিতা ; কিন্তু পরমভক্ত-বাৎসল্যাদি নিজ মহিমায় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। আর তাঁহাদেরও পুত্রভাব-হেতু শ্রীকৃষ্ণে নিত্যসিদ্ধা স্থিরা ভক্তি অতিশয় পরিবর্ধিত হইল। অর্থাৎ সকল গোপ ও গোপী হইতে শ্রীনন্দ-যশোদার ভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণাভক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভগবানের বাল্যলীলার অপেক্ষায় কথিত হইয়াছে। কারণ, পরম প্রেমরসের আবিষ্কারক কৈশোর ও পৌগণ্ড সময়ে (কদাচিৎ বাল্যেও) গোপাঙ্গনা সকলেরই সর্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি-সম্পৎ শ্রুত হওয়া যায়। ইহা অগ্রে শ্রীউদ্ধববাক্যে পরিস্ফুট হইবে। অতএব হে ভারত! আপনি প্রকৃষ্ট (ভরত)

বংশোৎপন্ন, ইহা স্বয়ং বিচার করিয়া গ্রহণ করুন। এখানে 'ভারত' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, প্রেমবান ভক্তগণ তাঁহাদের প্রেমের বিষয় শ্রীভগবানকে সর্বপ্রকারে আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। কারণ, প্রেম স্বভাবত অতৃপ্ত, তাই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না বলিয়া নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমাধার শ্রীনন্দ-যশোদা শ্রীগোলোকে নিরন্তর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াও উৎকণ্ঠাবশতঃ সর্বপ্রকারে সেবা করিবার জন্য স্বীয় অংশের দ্বারা ঐশ্বর্যমিশ্রিত বাৎসল্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণসেবা-রসাস্বাদনে লালসান্বিত হইলে তাঁহাদের অংশ বিশেষ মথুরায় শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীরূপে অবতীর্ণ হন এবং সাধনানুষ্ঠান ব্যপদেশে অর্থাৎ ভগবৎ সদৃশ পুত্র লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিলে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহাদিগকে বর দান করেন। এই প্রকারে তাঁহাদের অংশ দ্রোণ ও ধরারূপে ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রভাবে শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য সাধনানুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবান নিজ শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীব্রহ্মার দ্বারা বর প্রদান করেন। অর্থাৎ শ্রীদ্রোণ ও ধরারূপে নিজ অংশী শ্রীনন্দ ও যশোদার সহিত একাকার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাসময়ে ব্রজধামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীব্রহ্মার নিকট কৃষ্ণভক্তিবর প্রার্থনা করেন। আর শ্রীভগবানও নিজভক্ত শ্রীব্রহ্মার বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পিতা মাতা শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজদত্ত বর অপেক্ষা ভক্তদত্ত বরকে অধিকতররূপে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজে বাস করিয়া এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচিত্র মধুর বাল্যলীলা প্রকাশ করিয়া চতুর্বর্গতুচ্ছকারী নিজ প্রেমভক্তিবিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার সঙ্গপ্রভাবে অন্যান্য গোপগোপীগণেরও বাৎসল্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণসেবার সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের নিত্যসিদ্ধ প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীনন্দাদির শ্রীব্রহ্মার বরে ভক্তিপ্রাপ্তি অসম্ভব। সেই প্রকার শ্রীরুদ্রের বরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শাম্বনামক পুত্র প্রাপ্তিও অসম্ভব জানিতে হইবে। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১২৬। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তনপানের কথা শুনিয়া মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ পরম বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরম ভাগ্যবতী শ্রীযশোদা পূর্বজন্মে কি তপস্যা করিয়াছেন? এই প্রশ্নের আরও একটি হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে বাল্যলীলার মত পরমোদার লীলা আর নাই। এই লীলায় তিনি পূতনা রাক্ষসীকেও মাতৃগতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পিতা-মাতা, তাঁহারা সাধন করিয়া ভগবানে বাৎসল্য লাভ করেন নাই। তথাপি তাঁহাদের জন্মান্তরীণ সাধনের কথা জানিবার আগ্রহে শ্রীশুকদেব তাঁহাদের অংশাবতার দ্রোণ ও ধরার কথা বলিবেন। কারণ, প্রেম স্বভাবতই তৃপ্তিরহিত, এজন্য প্রেমের বিষয়কে সর্বভাবে আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহারা অংশ ও কলারূপে (অংশের অংশকে কলা বলে) অবতীর্ণ হইয়া সর্বভাবে রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

"রসো বৈ সঃ, রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি" এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীভগবান রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ), জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই প্রমাণে আরও জানা যাইতেছে যে আনন্দরূপী ভগবানের সমস্ত বিগ্রহই রসময়। আর শ্রীমদ্ভাগবতেও পরিভাষারূপে উক্ত আছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এবং "ভগবচ্ছব্দবাচ্যাণি" ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অপর বিগ্রহে ভগবৎ শব্দ গৌণভাবে প্রযুক্ত। অতএব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই পরমানন্দ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আর ব্রজবাসীরাও স্ব স্ব ভাবানুসারে সেই পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। যদিচ শ্রীভগবানের অন্যান্য বিগ্রহেও পূর্ণ আনন্দ আছে, তথাপি উহার পূর্ণতা অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, ভাবই আনন্দকে ব্যক্ত করে বলিয়া ব্রজ ব্যতীত অন্য স্থানে পূর্ণ আনন্দ অভিব্যক্ত হয় না। অতএব ব্রজের কৃষ্ণ যেরূপ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার পরিকর সকলও সেইরূপ ভাবের মূলস্বরূপ। তাহার মধ্যে বাৎসল্যভাবের আধার শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসী-বর্গ। যেহেতু, ভাবহীন রস হয় না এবং রসহীন ভাবেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। এইজন্য সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও রসাস্বাদন জন্য ভাবরূপে প্রকটিত। অতএব ব্রজবাসীবর্গ ভাবের মূলস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন ভেদ নাই। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিশুদ্ধ সত্ত্বের ঘনীভূতমূর্তি।

"পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

১২৭। প্রেমবান ভক্তের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ থাকিলেও তাঁহাদের অলং বুদ্ধি হয় না, এজন্য তাঁহার (প্রেমের স্বভাবে) দৈন্যবশতঃ সকলের নিকটই কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

প্রেমবান ভক্ত সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনার শেষ প্রেমলাভ পর্যন্ত এবং প্রেমলাভের পর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবালাভ পর্যন্ত সমান আদর করিয়া থাকেন। এমন কি নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও নিত্য সাক্ষাৎসেবা করিয়াও সাধনানুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহাদের পরম উৎকণ্ঠার বিচিত্রতা।

১২৮। **নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।**
মুর্দ্ধ্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥

মূলানুবাদ

১২৮। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! উদারচেতা শ্রীনন্দ প্রবাস হইতে গৃহে আগমন পূর্বক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণে পরমান্ত্যসীমাগত হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৮। এবং সামান্যেন দ্বয়োরপি তয়োর্ম্মাহাত্ম্যমুক্তমধুনা তত্র বিশেষেণাদৌ শ্রীনন্দস্য পূতনামোচনাখ্যানান্তে শ্রীশুকপাদাঃ শ্রীমধুপুরীসকাশাৎ স্বব্রজমাগতস্য শ্রীনন্দস্য চরিতমাহুঃ—'নন্দঃ' (শ্রীভা ১০।৬।৪৩) ইতি। স্বস্য পুত্রমিতি বসুদেবস্য তাদৃশভাবোক্ত্যাপি, তথা মহারাক্ষসী-পাতনেন ব্রজৌকসাং বিস্ময়োৎপত্তিং সম্ভাব্য ঐশ্বর্য্যাদি-শঙ্কয়াপি নন্দস্য তস্মিন্ পুত্রত্বাভিমানস্যাপগমকারণে বর্ত্তমানেঽপি ন কথঞ্চিদপি সোঽপগত ইতি স্বশব্দপ্রয়োগেণ স্নেহাতিরিকং দ্রঢ়য়ন্তি। অতএব আদায় স্বাঙ্কে গৃহীত্বা সমালিঙ্গ্যেত্যর্থ। কিঞ্চ, মূর্দ্ধি পুত্রস্যাবঘ্রায় তদ্ঘ্রাণমাদায় ; এতচ্চাত্যন্ত-স্নেহলক্ষণম্ মুদম্ আনন্দং, পরমামুৎকৃষ্টাং পরমান্ত্যসীমাগতামিত্যর্থঃ। যদ্বা, ভিন্না পৃথগ্‌ভূতা মা লক্ষ্মীরপি যস্যাং তাং সর্ব্বভক্তগণপূজ্যতময়া মহালক্ষ্ম্যাপ্যলভ্যা-মিত্যর্থঃ! তত্র হেতুঃ—উদারধীঃ, উদারা দানশীলা ধীর্যস্য সঃ, একদৈব ভগবজ্‌জাত-কর্ম্মণি তত্তন্মহাদানকরণাৎ ; কিংবা, মহাবুদ্ধিঃ—সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ শ্রীব্রহ্মণি ভগ-বদ্ভক্তিবরৈকপ্রার্থনাৎ। ননু তর্হি 'জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ। ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা' (শ্রীভা ১০।৮।৪৯) ইতি প্রার্থনা-সাম্যেন শ্রীযশোদায়া অপি তাদৃশ এবানন্দঃ স্যাৎ। কিঞ্চ, লোকে পিতুঃ সকাশাৎ পুত্রে মাতুরধিকস্নেহো দৃশ্যত ইতি কথং শ্রীনন্দ এব তত্র বিশিষ্যতে? তত্রাহুঃ—প্রোষ্য মথুরাগমনেন প্রবাসং কৃত্বা নিজ-গৃহমাগতঃ সন্নিতি। দূরগমনেন চিরাদ্দর্শনাজ্জাতয়া পরমোৎকণ্ঠয়া প্রিয়তমজন-দর্শনেন স্বত এবানন্দাধিক্যং স্যাদিতি ভাবঃ। শ্রীযশোদায়াস্তু সদৈব তাদৃশঃ স্নেহ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি র্তাদৃশানাং মহত্তমানাং ভগবতি স্নেহঃ পরমামেব কাষ্ঠাং গতোঽতো ন জাতু ক্ষীয়তে, ন বর্দ্ধতে চেত্যেবং প্রোষ্য-গমনাদিনা পরমন্যন্ন সম্ভবেত্তথাপি লোকব্যবহারাপেক্ষয়া তথোক্তম্। যদ্বা, ইদমেব পরমপ্রেমসম্পদঃ প্রতিক্ষণনূতনত্বাদি বিচিত্রমাধুর্য্যবিশেষোদয়েন মুক্তেরপ্যধিকং মাহাত্ম্যম্ ; তচ্চ পূর্ব্বং বিস্তারেণোক্ত-মেবাস্তে ; অতএব পরমাশ্চর্যেণ সম্বোধনম্—হে কুরূদ্বহেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৮। এইরূপ সামান্যপ্রকারে শ্রীনন্দ-যশোদার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া অধুনা এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ বলিবার জন্য প্রথমতঃ পূতনামোচন-আখ্যানের শেষভাগে (শ্রীপাদ শুকদেবকর্তৃক বর্ণিত) শ্রীনন্দের শ্রীমধুপুরী হইতে স্বব্রজে আগমনকালীন তাঁহার চরিত্রবিশেষ বর্ণন করিতেছেন, 'নন্দঃ' ইত্যাদি। শ্রীনন্দ মথুরা হইতে ব্রজে আগমন পূর্বক স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিতে লাগিলেন। মূল শ্লোকে 'স্বপুত্র' শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ পুত্রভাব প্রকাশ করিলেও শ্রীনন্দের অনুমাত্র পুত্রত্বাভিমান অপগত হয় নাই। তথা শ্রীকৃষ্ণ মহারাক্ষসী পূতনাবধে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেও ঐশ্বর্যাদি আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব 'স্ব' শব্দ প্রয়োগে তাঁহার স্নেহাতিরেকই দৃঢ়ীকৃত হইল। এইরূপে শ্রীনন্দ নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন এবং বারবার মুখ চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরাকাষ্ঠাগত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহাই অত্যন্ত স্নেহের লক্ষণ! অথবা 'পরমাং মুদং'-পদের পরমা বলিতে পৃথগ্ভূতা মহালক্ষ্মী এবং মুদ-পদে সর্বভক্তগণপূজিত সেই মহালক্ষ্মীরও অলভ্য আনন্দানুভব করিলেন। তাহার কারণ—উদারধী অর্থাৎ দানশীলাবুদ্ধি। শ্রীভগবানের জাতকর্ম-নির্বাহের সময় তাঁহার এই মহাদানশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিংবা উদারধী বলিতে মহাবুদ্ধিমান্। যেহেতু, সর্বনিরপেক্ষ হইয়া শ্রীব্রহ্মার নিকট কেবল ভগবদ্ভক্তি বর অর্থাৎ বাৎসল্য প্রেমোচিত ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদি বল, তাহা হইলে বসুপ্রবর দ্রোণ ও শ্রীধরাদেবী ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে যেন বিচিত্র মধুরলীলাময় বিশ্বেশ্বর হরিতে পরমাভক্তি লাভ করিতে পারি।" অতএব প্রার্থনাসাম্যে শ্রীযশোদারও তাদৃশ আনন্দলাভ হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ লোকমধ্যেও দেখা যায় যে, পিতা হইতেও পুত্রে মাতার স্নেহ অধিক হইয়া থাকে। অতএব শ্রীনন্দের বিশেষ কোথায়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'প্রোষ্যাগত'—প্রবাস হইতে আগত অর্থাৎ মধুরা হইতে গৃহে আগমন করিয়া এবং দূরগমনহেতু দীর্ঘকালের পর দর্শনজনিত উৎকণ্ঠাহেতু প্রিয়তম দর্শনে স্বতঃই আনন্দাধিক্য ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীযশোদার সদাই তাদৃশ স্নেহ বর্তমান আছে, জানিতে হইবে। যদ্যপি তাদৃশ মহোত্তমগণেরও ভগবদ্বিষয়ে স্নেহ পরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কখন হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই ; তথাপি লোকব্যবহার অপেক্ষায় তাদৃশ উক্তি জানিতে হইবে। অথবা এতাদৃশ প্রেমসম্পদ প্রতিক্ষণ নূতন নূতন বিচিত্র মাধুর্যবিশেষ উদয় দ্বারা মুক্ত হইতেও অধিকতর মাধুর্য বিস্তার করিয়া থাকে। এইজন্য পরমাশ্চর্য হইয়া শ্রীশুকদেবপাদ নিজ শিষ্যকে 'কুরুদ্বহ' সম্বোধন করিলেন।

১২৯। স মাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

মূলানুবাদ

১২৯। শ্রীযশোদার গাত্র প্রভূত ঘর্মে আপ্লুত হইয়াছিল এবং কবরী হইতে পুষ্পমালা স্খলিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ আপন জননীর পরিশ্রম দর্শনে কৃপাবশতঃ স্বয়ং বন্ধন গ্রহণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৯। অথ পূর্ব্বং মহাভাগেতি সূচিতং শ্রীনন্দাদপি বিশিষ্টং ভগবত্যাঃ শ্রীযশোদায়া মাহাত্ম্যম্। তত্রৈকদা নবনীতপ্রিয়-স্বপুত্রার্থং স্নেহভরেণ স্বয়ং দধি মর্থতী শ্রীযশোদা তদানীমেব স্তন্যকামেনাগতং মর্থনদণ্ডগ্রহণেন তদ্বিঘ্নমাচরন্তং স্বসুতং স্তন্যং পায়য়ন্তী তদর্থমেব সারগ্রহণায় চুল্লীমারোপিতং পয়োঽতিতাপেনোদ্রিচ্যমানং দৃষ্ট্বাঽতৃপ্তমপি তমুৎসৃজ্য তত্র গত্বা তদুত্তার্যাগতা দধিমথনভাণ্ডং শনৈঃ শিলাপুত্রেণ স্বপুত্রেণাধোভগ্নং দৃষ্ট্বা তঞ্চাদৃষ্ট্বান্বেষয়ন্তী গৃহমধ্যে হৈরঙ্গবং চোরয়ন্তং ক্ষিপন্তঞ্চ পক্ষদ্বারতো বহির্ভূয় তত্র স্থাবরত্বে উদূখলোপর্যুপবিশ্য মর্কট শাবকান্ নবনীতমাশয়ন্তং বীক্ষ্য যষ্টিমাদায় শনৈস্তৎপৃষ্ঠতো গচ্ছন্তীয়ং তমথ পলায়মানমনুধাবন্তী বেগেন ধৃত্বা প্ররুদন্তং ভর্ৎসয়ন্তী পুত্রবৎসলা ষষ্ঠীং ত্যক্ত্বা হিতেচ্ছয়া বন্ধুমিচ্ছন্তী স্ববালকস্যোদরে ধৃতং দাম লোকে সংখ্যাল্পকতয়া প্রসিদ্ধেনাঙ্গুলীনাং দ্বয়েনোনং বীক্ষ্য বহুভিঃ স্বগেহদামভিঃ সন্ধীয়মানমপি তথৈবালোক্য পরমবিস্মিতা পরিশ্রান্তা চ যদাভূত্তদানীং তদ্বিষয়কং শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যবিশেষং শ্রীশুকদেবপাদা অবর্ণয়ন্—'স মাতুঃ' (শ্রীভা ১০।৯।১৮) ইতি দ্বাভ্যাম্। স পরিচ্ছেদত্রয়াতীততনুরপি কৃষ্ণো মাতুঃ পরিশ্রমং পরমায়াসং জ্ঞাত্বা কৃপয়া স্বস্য বন্ধনে আসীৎ ; বন্ধনানর্হোঽপি স্বকারুণ্যবিশেষেণ বন্ধনং স্বয়ং স্বীকৃতবানিত্যর্থঃ। স্বমাতুরিতি পাঠে নিত্যাত্মমাতৃরূপেণ বর্ত্তমানায়াঃ পরম প্রসাদযোগ্যায়াশ্চেত্যর্থঃ। শ্রমলক্ষণং—স্বিন্নগাত্রায়াঃ প্রস্বেদার্দ্র-সর্ব্বাঙ্গা ইতি, তথা বিস্রস্তকবরেভ্যঃ কেশবন্ধেভ্যঃ স্রজঃ কবরাঃ স্রজশ্চ বা যস্যা ইতি চ। এতচ্চ বন্ধনস্বীকারহেতু-স্নেহভরবিকারলক্ষণত্বেঽপি দ্রষ্টব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৯। অনন্তর পূর্বে যে 'মহাভাগা'-পদ দ্বারা শ্রীনন্দ হইতেও শ্রীযশোদার

মাহাত্ম্য বিশেষ সূচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযশোদা নবনীতপ্রিয় নিজ পুত্রের জন্য স্নেহভরে দধিমন্থন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ মাতার স্তন পান করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক মন্থনদণ্ড ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে দধিমন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে মাতার অতীব আনন্দ হইল এবং পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপর যে দুগ্ধ রক্ষিত ছিল, অতিতাপ হেতু তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বেগে চুল্লীর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু স্তনপান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তখনও তৃপ্তি হয় নাই, এজন্য তিনি কুপিত হইয়া শিলাপুত্র (নুড়ি) দ্বারা দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীযশোদা চুল্লী হইতে দুগ্ধ উত্তরণ করতঃ দধিমন্থন স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন—দধিভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সেইস্থানে দেখিতে না পাইয়া নিজ পুত্রেরই কার্য নিশ্চয় করতঃ গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—কৃষ্ণ উদূখলের উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থ নবনীত চুরি করিয়া গবাক্ষদ্বার খুলিয়া বানর-শাবকদিগকে যথেচ্ছ দান করিতেছেন। অতঃপর শ্রীযশোদা মৃদুপদ-সঞ্চারে পুত্রের পশ্চাৎভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মাতা যষ্টি লইয়া উপস্থিত। অমনি যেন ভীত হইয়া উদূখল হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, মাতাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। জননী এইভাবে কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্দন করিতেছেন, আর আপন হস্তে চক্ষুদ্বয় মার্জন করিতেছেন। শ্রীযশোদা হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে পুত্র ভয় পাইয়াছে দেখিয়া পুত্রবৎসলা জননী যষ্টি ত্যাগ করিয়া হিতেচ্ছায় তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে আপনার অপরাধী পুত্রকে যে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন সেই রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া পড়িল, তদর্শনে তিনি তাহাতে অপর এক গাছি রজ্জু যোগ করিলেন, তাহাও যখন সেই পরিমাণে ন্যূন হইয়া পড়িল, তখন আর বন্ধন করা হইল না, এজন্য আপনার ও অন্যান্য গোপীগণের গৃহে যত রজ্জু ছিল, সমুদয় যোগ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন এবং সমাগতা গোপীদিগেরও সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। বন্ধন প্রয়াস-হেতু মাতার গাত্র হইতে প্রভূত ঘর্ম স্রাব হইয়াছিল এবং কবরী হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ আপন জননীর পরিশ্রম দর্শন করিয়া কৃপাবশতঃ স্বয়ং বদ্ধ হইলেন। এইরূপে শ্রীযশোদার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বাৎসল্যবিশেষ শ্রীশুকদেবপাদ বর্ণন

করিতেছেন 'স মাতুঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। 'স' অর্থাৎ পরিচ্ছেদত্রয়াতীত-তনু হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নিজ-জননীর পরিশ্রম দেখিয়া কৃপা করিয়া স্বীয় বন্ধনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 'স্বমাতুঃ' পাঠান্তর হইলে, সর্বদা নিজ মাতৃরূপে বিদ্যমানা বলিয়া পরম প্রসাদের যোগ্যা। শ্রমলক্ষণ—সর্ব গাত্র হইতে প্রস্বেদ (ঘর্ম) স্রাব, তথা কবরী হইতে পুষ্পদাম বিগলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বন্ধন স্বীকার-হেতু স্নেহবিকার লক্ষণ।

সারশিক্ষা

১২৯। মা যশোদার পরিশ্রম এবং তজ্জনিত শ্রীকৃষ্ণকৃপা, উভয়ই তাঁহার বন্ধনের কারণ। তাঁহাতে পূর্ণতম ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান অথচ ভক্তানুগ্রহবশ। এইরূপ ঈশ্বরত্ব বিসর্জন করিয়া ভক্তের তৃপ্তিসাধনই তাঁহার ভক্তাধীনতা এবং বাৎসল্যের স্বরূপ লক্ষণ।

শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার জন্য যাঁহার যতটুকু ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়, শ্রীভগবানেরও তাঁহার বশীভূত হইবার জন্য ততটুকু কৃপার বিকাশ হয়। এই ব্যগ্রতা ও কৃপা উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রীভগবানকে ভক্তের বশীভূত করিয়া দেয়।

মা যশোদা বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং প্রেমবলে তাঁহাকে ভর্ৎসনাও করিতেছেন, কিন্তু তিনি রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। কারণ, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মাত্র দুই অঙ্গুলি পরিমিত ন্যূনতার জন্য বন্ধন নিষ্পন্ন হয় না। এইরূপে ক্রমশঃ বহুতর রজ্জু সংযোজন করিয়াও সেই দুই অঙ্গুলি ন্যূনতার পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু এখানে কৃষ্ণবন্ধনের প্রতিবন্ধক অব্যগ্রতা। কারণ, তিনি জানেন এই দুধের গোপালকে বন্ধন করা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। কাজেই তাঁহার বন্ধনের জন্য ব্যগ্রতা না থাকায় শ্রীকৃষ্ণ-কৃপারও বিকাশ হয় না। তাই শ্রীপাদ গোস্বামী স্বীয় বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"স্থিতোঽপি প্রেম্ণি বৈয়গ্র্যবিশেষ-তজ্জাত-তৎকৃপা বিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামূনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ" শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার জন্য পরিপূর্ণ প্রেম থাকিলেও যদি পরিপূর্ণ ব্যগ্রতা না থাকে এবং সেই ব্যগ্রতাবিশেষ হইতে যদি শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির বিকাশ না হয়, তাহা হইলে (এই দুই অভাবের জন্য) প্রেমবান ভক্তও শ্রীভগবানকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন না, কিছু ন্যূনতা থাকে। পরন্তু ব্যগ্রতা ও কৃষ্ণকৃপা উভয়ের মিলনেই এই ন্যূনতার পূরণ হয়।

পরে যখন বন্ধন বিষয়ে পুনঃপুনঃ প্রয়াস বা ব্যগ্রতা-হেতু মাতার গাত্র হইতে প্রভূত ঘর্ম স্রাব এবং কবরী হইতে পুষ্পদাম বিগলিত হইল, তখন মাতৃদুঃখ-দর্শনা-ক্ষম সেই কৃপালু ভগবানের কৃপাশক্তির বিকাশ হইল এবং সেই দুই অঙ্গুলি ন্যূনতার পূরণ হইয়া গেল। অর্থাৎ তাহাতেই তাঁহার বন্ধন নিষ্পন্ন হইল।

১৩০। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

মূলানুবাদ

১৩০। কাহাকেও মুক্তি, কাহাকেও বা বৈকুণ্ঠাদি লোক-প্রাপণরূপ বিমুক্তি-দানকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা পুত্র ব্রহ্মা, আত্মস্বরূপ শিব এবং নিত্যবক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩০। অহো! ভগবৎপ্রসাদমন্যেঽপি লভন্তে, ইদন্তুতিচিত্রমিতি পরমবিস্মিতা ভক্তপ্রবর-শ্রীবাদরায়ণিপাদাঃ সরোমাঞ্চিত-বাষ্পকম্পবৈয়গ্র্যম্ আহুঃ—'নেমম্' (শ্রীভা ১০।৯।২০) ইতি। যত্তৎ অনির্ব্বচনীয়ং প্রসাদং, গোপীতি প্রেমবিশেষোক্তিঃ, শ্রীনন্দগোপপত্নী শ্রীযশোদা প্রাপ প্রকর্ষেণ লেভে। ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি, ভবঃ সখাপি, অঙ্গসংশ্রয়া সদা বক্ষঃস্থিতা জগৎপূজ্যা শ্রীঃ মহালক্ষ্মীর্ব্বল্লভাপি ন লেভিরে। কুতোঽন্যে জনা ইতি শেষঃ। তেষাং পরমেশ্বরত্বাদিনা গৌরবেণ ভজনম্, অস্যাস্তু কেবলং স্নেহেন, তত্র চ পুত্রত্বেন তত্রাপি ভগবন্মহিমবিশেষাপাদক-ক্রিয়া-বিশেষেণেতি প্রসাদবিশেষলাভঃ স্বত এবং সম্পদ্যত ইতি সিদ্ধান্তঃ পূর্ব্বমুক্তো-হস্ত্যেব। নঞঃ পুনঃপুনরুক্তিশ্চ নিষেধাতশয়ার্থা। কিংবা লেভে ইতি বক্তব্যে লেভিরে ইত্যার্যত্বাৎ। কিংবা লেভিরে নান্যে কেচিদপীত্যথ্যাহার্যম্, ততশ্চ লেভ ইতি স্বতো বচনব্যত্যয়েন, পূর্ব্ববাক্যত্রয়ং সুসঙ্গতমেব। বিমুক্তিদাদিত্যনেন চ যেঽন্যেভ্যোঽপি সংসারবন্ধনাদ্‌বিমুক্তিং দদাতি সঃ অমুয়া গোপাল্যা গোপাশৈর্ব্বদ্ধ ইত্যেতদ্‌ভক্তবাৎসল্যময়ং পরমাশ্চর্যং দ্যোততে। কিঞ্চ (কিন্তু) বিমুক্তির্বিশিষ্টা মুক্তিঃ সালোক্য-সামীপ্যাদিরূপা সান্দ্রপরমানন্দময়ী। তামপি কদাচিৎ কস্মৈচিদেবাসৌ দত্তে। অহো! লভন্তাং বা কতিচিৎ, ঈদৃশঞ্চ প্রসাদং ন কোঽপান্যোঽলভতেতি সূচ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। অহো! ভগবৎপ্রসাদ অন্যেও লাভ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু শ্রীযশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা অতি বিচিত্র। শ্রীভগবানের এই ভক্তবশ্যতা গুণ স্ফুরণে পরমবিস্মিত ভক্তপ্রবর শ্রীবাদরায়ণিপাদ রোমাঞ্চিত কলেবরে ব্যগ্রতার

সহিত বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিতেছেন—'নেমম্' ইত্যাদি। 'যত্তৎ' অর্থাৎ যে অনির্বচনীয় প্রসাদ গোপেশ্বরী শ্রীযশোদা লাভ করিয়াছেন। মূলের 'গোপী'-পদ শ্রীপাদ শুকদেবের প্রেমবিশেষোক্তি বলিয়া—শ্রীনন্দগোপ-পত্নী-শ্রীযশোদা প্রকর্ষের সহিত যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন—বুঝাইতেছে। 'ইমং'—ঈদৃশ প্রসাদ নিজ পুত্র বিরিঞ্চি, সখা মহাদেব, এমন কি সদা বক্ষঃবিলাসিনী জগৎপূজ্যা বল্লভা মহালক্ষ্মীও প্রাপ্ত হন নাই। অন্যজনের কথা আর কি বলিব? আর তাঁহারাও পরমেশ্বরত্বাদিরূপে গৌরবের সহিত শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। আর এই ব্রজবাসীরা কেবল স্নেহভরে বিশেষতঃ এই শ্রীযশোদা পুত্রভাবে ভজন করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীভগবানের মহিমাবিশেষ সম্পাদক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা তদনুরূপ প্রসাদবিশেষ লাভ স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এখানে 'নঞ'র পুনঃপুনঃ উক্তি হেতু অন্যের সম্বন্ধে অতিশয় নিষেধার্থই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীযশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাহা শ্রীব্রহ্মাদি পর্যন্ত 'ন লেভিরে, ন লেভিরে, ন লেভিরে' (লাভ করিতে সমর্থ হন নাই)। এইজন্য 'নঞ'র ক্রিয়াবৃত্তি বারত্রয় উক্ত হইয়াছে। কিংবা 'লেভে'-বক্তব্যস্থলে 'লেভিরে' (লব্ধবন্ত) আর্যপ্রয়োগ বলিয়া (ন লেভিরে-পদে) অন্য কেহই তাদৃশ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই—এইরূপে বাক্যের অধ্যাহার করিতে হইবে। তাহা হইলে লেভে পদের বচন ব্যত্যয় হইয়া পূর্ববাক্য-ত্রয়ের সহিত সঙ্গতি হইবে। মূলের 'বিমুক্তিদাৎ'—পদে যিনি অন্য (কর্ম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা) ভজনকারীকেও সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিদান করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের পক্ষে সংসার বন্ধনের মোচনকর্তা এবং মুক্তিপর্যন্ত পুরুষার্থদাতা ভগবানও শ্রীযশোদা হইতে বন্ধন স্বীকার করিলেন। অর্থাৎ সেই ভগবান এই গোপালিকার গোপাশের দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিলেন—ইত্যাদি পরমাশ্চর্য লীলা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যময়ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। আরও বলিতেছেন, এই বিমুক্তিবিশিষ্টাপদের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যদিও সেই ভগবান সালোক্য সারূপ্যাদিরূপা সান্দ্রপরমানন্দময়ী মুক্তি কাহাকে কদাচিৎ দান করিলেও যে প্রসাদ এই গোপী (শ্রীযশোদা) তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অহো! এতাদৃশ প্রসাদ কাহাকেও বিতরণ করেন নাই! অর্থাৎ কেহই প্রাপ্ত হন নাই।

১৩১। পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ॥

১৩২। তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ॥

মূলানুবাদ

১৩১-১৩২। হে রাজন্! কৈবল্যাদি অখিল পুরুষার্থের প্রদানকর্তা ভগবান্ দেবকীপুত্র যে সকল গাভীর ও মাতৃতুল্য গোপীদিগের পুত্রস্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলেন তাঁহাদের, কিংবা যাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে দর্শন করিতেন, এতাদৃশ গোপীগণের যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ তাঁহাদের কিছুতেই অজ্ঞান প্রসূত সংসার বন্ধন থাকিতে পারে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩১-১৩২। ইদানীং সর্ব্বোৎকৃষ্টতরং শ্রীগোপীবর্গস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যন্নাদৌ তদন্তর্গতানাং শ্রীব্রহ্মহৃত-বৎসবৎসপরূপধারণ লীলায়াং ভগবতা পীতস্তনানাং গোপিকানাং মাহাত্ম্যং পূতনাখ্যানান্তে তদীয়পরমসঙ্গত্যা পরমবিস্মিতাঃ শ্রীশুকদেবপাদাঃ কৈমুতিকন্যায়েন তন্মাতৃণাং মাহাত্ম্যমাহুঃ—পয়াংসীতি (শ্রীভা ১০।৬।৩৯-৪০) দ্বাভ্যাম্। রাজন্ হে পরীক্ষিৎ! যাসাং গোপীনাং পয়াংসি স্তন্যানি ভগবান্ সর্ব্বথা পরিপূর্ণোঽপি দেবকীপুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অলমত্যর্থমপিবৎ, তাসাং সংসারঃ জন্মমরণাদিদুঃখং পুনঃ পশ্চান্ন কল্পতে ন ভবতি। অস্মিন্নেব জন্মনি তৎসমাপ্তেঃ। কুতঃ? অজ্ঞানেন সম্ভবো যস্য সঃ। অধুনা তাসাং পরমজ্ঞানোৎপত্তেঃ। তচ্চ কুতঃ? কৃষ্ণে সুতেক্ষণং মম সুতোঽয়মিতি জ্ঞান মবিরতং কুর্ব্বতীনাং সুতশব্দেন নিজপ্রসূত ইতি বুদ্ধ্যা কদাপি স্তন্যপানমাত্রং পুত্রেতি জ্ঞানাভাবাৎ স্নেহসম্পত্তির্বোধ্যতে। অতএব পুত্রস্নেহেন স্নুতানি স্তনেভ্যঃ স্বয়ং ক্ষরিতানি এবং ভগবৎস্নেহে জ্ঞানস্য তৎফলানামপি সর্ব্বেষামানুষঙ্গিকত্বেনান্তর্ভাবাৎ স্বত এব জ্ঞানং সম্পদ্যতে ইতি ভাবঃ। এতচ্চ পূর্ব্বমুক্তমস্ত্যেব তদেব স্পষ্টয়তি—কৈবল্যং মোক্ষঃ, তদেবাদির্যস্য তঞ্চ তমখিলঞ্চ নিঃশেষমর্থঞ্চ পুরুষার্থং দদাতীতি তথা সঃ। অলমিত্যনেন তৃপ্ত্যভাবো বোধ্যেতে। দেবকীপুত্র ইত্যনেন চ তস্যা এব স্তন্যং পাতুমর্হোঽপি তৎপরিত্যাগেনালমপিবদিত্যেবং পদদ্বয়েন তস্যাপি তাসু স্নেহাতিরেকো জ্ঞাপ্যতে। এবং হি যোঽন্যেভ্যো মোক্ষাদিকং সর্ব্বং ফলং দদাতি, সোঽপি যাসাং স্বজননীপরিত্যাগেনালমপিবৎ তাসামন্যাং প্রত্যপি মুক্ত্যাদিদানং ঘটতে,

কুতস্তু তাসামেব সংসার ইতি তাৎপর্যম্। অতস্তত্র তৈরেবোক্তম্—'পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াঽপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইতি। সতাং ভক্তানাং গতিং প্রাপ্যং ফলম্। তথা 'যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্। কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ॥' (শ্রীভা ১০।৬।৩৮) ইতি। স্বর্গমূর্ধ্বলোকং জনন্যা দেবক্যা ইব গতির্যস্মিন্ তং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বর্গং তৎফলং সুখং তত্র চ জননীগতিং তন্মাতৃপ্রাপ্যং মুক্ত্যা জন্মমরণাদি-রাহিত্যেন তন্মাতৃসদৃশগতি-প্রাপ্তেরিতি! অথবা তাদৃশী পূতনাপি তাদৃক্কর্মণা মোক্ষং প্রাপ। যত্র তৎপূতনা-মোক্ষমিতি তত্রৈবোক্তেঃ। অত এতন্মাতৃণাং স কথং যুজ্যতে, অপি তু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এবেত্যাশয়ে-নাহুঃ—পয়াংসীতি। সং সম্যক্ সারঃ চতুর্ষু অর্থেষু সারভূতো মোক্ষঃ তাসাং ন কল্পতে যোগ্যো ন ভবতি। পুনর্ব্বাক্যালঙ্কারে পূর্বাপেক্ষয়া বৈশিষ্ট্যে বা। তত্র হেতুঃ, জ্ঞানাৎ সম্ভব উদয়ো যস্য সঃ, জ্ঞানাদপি মোক্ষো লভ্যতে। আসাং পরমা ভক্তির্যস্যাং হি জ্ঞানমোক্ষাদিকমন্তর্ভূতম্। অতস্তস্যাঃ ফলং মোক্ষ ইতি নৈব ঘটত ইতি ভাবঃ। তত্রৈব হেতুং বক্তুং ভগবানপি তাদৃশভক্তানাং কদাপি মোক্ষং ন দত্তে, অপি তু কামিনামপি স্বভক্তানাং তং নিরস্যতীত্যাহুঃ—কৈবল্যমাদ্যং শ্রেষ্ঠং যেষু তানখিলান্ ন্যূনান্ শ্রীবৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াতিতুচ্ছান্ অর্থান্ সর্বফলানি দ্যতি অবখণ্ডয়তি বিঘাতয়তীতি তথা সঃ। সকামভক্তান্ প্রত্যপি ভগবতস্তাদৃগনুগ্রহাৎ কুতস্তাসাং মোক্ষপ্রসঙ্গো ঘটতাম্? অতঃ শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীগোলোকাদিপ্রাপ্তিরেবেতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্। তথা চ ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।১১।২৩) বৃত্রেণোক্তম্—'ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র। অতোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো, যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—হে শক্র! পুরুষস্য নিজজনস্য ত্রৈবর্গিকঃ ধর্মকামার্থনিমিত্তকো য আয়াসঃ সাধনশ্রমঃ ; কিংবা, শ্রমমাত্রফলত্বাদায়াস এব তস্য বিঘাতং নাশম্ অস্মাকং পতিঃ পরমরক্ষকো ভগবান্ বিধত্তে, অতোঽস্মাত্রৈবর্গিকায়াস-বিঘাতনাদেব হেতোর্ভগবতঃ পরমকারুণিকস্য তস্য প্রসাদোঽনুমেয়ঃ বিতর্ক্যঃ। ননু ভগবদ্ভক্তানামপি কেষাঞ্চিৎ ত্রিবর্গো দৃশ্যতে, তত্রাহ—য ইতি। অকিঞ্চনা নিরভিমানা ভগবদর্থং ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহা বা ; যদ্বা, ভগবতি কৃতাত্মনিবেদনেন দেহদৈহিকাদ্যশেষসমর্পণাৎ অনন্যাস্তদে-কনিষ্ঠাস্তেষাং গোচরঃ প্রাপ্যো যঃ প্রসাদঃ, অতএব অন্যৈঃ তদিতরৈর্দুর্লভঃ ; অতোঽকিঞ্চনত্বাভাবাৎ কেষাঞ্চিৎ কামিনাং কদাপি ত্রিবর্গোঽপি ঘটত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, ঈদৃশঃ প্রসাদো ভক্তেষ্বেব স্যান্নান্যেষ্বিত্যাহ—অকিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তাস্তদ্গোচরঃ, অন্যৈরভক্তৈর্দুর্লভ ; অলভ্যঃ ; অতস্তবাভক্তত্বাদিন্দ্রত্বেন স্বর্গরাজ্যং মম তুচ্ছং শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এবেতি মহেন্দ্রং প্রতি বচনাভিপ্রায় ইতি। তথা চ পঞ্চমস্কন্ধে (শ্রীভা ৫।১৯।২৬)—'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—নৃণামর্থিতং যাচিতং কৈবল্যাদি অর্থিতোঽপি সম্ ভগবান্ নৈব দিশতি, নিশ্চিতং ন দদাতীতি সত্যমেব ন তু শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-কল্পতরোঃ সকাশাৎ প্রার্থিতাসিদ্ধাসম্ভাবনাদিকং কার্য্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যতো যস্মাদস্মিন্ বা অর্থিতদ্রব্যে দত্তে সত্যপি পুনঃ পশ্চাদর্থিতা ভবেৎ, ধর্ম্মে সিদ্ধে তৎফলায়ার্থায়, তৎসিদ্ধৌ চ কামায়, পুনরপি তৎসিদ্ধ্যর্থং ধর্ম্মায়েত্যেবং তথাপি ত্রিষ্বপি সিদ্ধেষু বিচারেণ মোক্ষায়, মোক্ষেঽপি সিদ্ধে ভগবন্মহিম্না তদ্ভক্তসঙ্গতো মোক্ষতুচ্ছতা জ্ঞানেন ভক্ত্যর্থম্। যথোক্তং পদ্মপুরাণে—'মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তিঃ' ইতি। এবং প্রার্থনাদুঃখং স্যাদেবেত্যর্থ। ননু প্রার্থিতাদানেন কামধুক্ কোটিকামদ ইত্যাদিকং তদীয়মাহাত্ম্যং কিল ব্যভিচরতি, তত্রাহ—যদ্যস্মাৎ অর্থদঃ—অর্থং সদ্বস্ত্বেব, ন ত্বনর্থং দদাতীতি তথা সঃ ; যথা হি—'পিতা বালকেন প্রার্থ্যমানম-ভক্ষ্যাপেয়াদিকং ন দত্তে, তথা ভগবানপ্যনর্থাবহং দ্রব্যং ন দত্তে' ইতি ; পরমবাৎসল্যেন তস্য মহামহিমৈব সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ। ননু কোঽসৌ পরমোহর্থোঽয়ং ভগবান্ দদাতি? কুতো বা তেষাং কামিতানবাপ্ত্যাপি সুখং স্যাত্তত্রাহ স্বয়মিতি, নিজং ভগবদীয়ং পাদপল্লবং তদ্ভক্তিমনিচ্ছতাং মুক্ত্যাদিকামনয়া তদেকফলত্বেন ন বাঞ্ছতামপি ভগবান্ নিজপাদ-পল্লবমেব তেষামিচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদকং স্বয়মেব বিধত্তে, নিজচরণারবিন্দভক্তিং প্রদায় তয়ৈব তেষাং সকলকাম পরিপূর্তিং করোতীত্যর্থঃ। তস্যাং হি সর্ব্বানন্দ-কদম্বস্যান্তর্ভাবাৎ তৎপ্রাপ্ত্যান্যত্র সর্ব্বত্র নৈরপেক্ষ্যোৎপত্তেঃ। অতো নিজার্থিতা-প্রাপ্ত্যাপি কোঽপ্যসন্তোষো ন ভবেদথ চ পরমানন্দ এব জায়ত ইতি ভাবঃ। স্বয়মপি (মিতি) তেষাং তত্রেচ্ছায়া অভাবেঽপি নিজকারুণ্যমহিম্নৈব তথা বিধত্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—ভজতাং পাদপল্লবমেব সেবমানানাম্ ; যথাহি—'পিতা মৃদাদিভক্ষণরতং বালকং খণ্ডলড্ডুকাদিকমনিচ্ছন্তমপি বলাদ্ভক্ষয়ন্ মৃত্তিকাদিকং ত্যাজয়িত্বা সুখয়তি তদ্বৎ' ইতি। এবঞ্চ—'রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং, দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্যেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥' (শ্রীভা ৫।৬।১৮) ইত্যস্য শ্লোকস্য অর্থোঽয়ং দ্রষ্টব্যঃ—অঙ্গ! হে রাজন্! ভোঃ শ্রীপরীক্ষিৎ! ভগবান্ মুকুন্দো ভক্তানাং ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পত্যাদিরূপোঽলমত্যর্থং ভবতি। বো যুষ্মাকং পাণ্ডবানাং কদাচিৎ কিঙ্করঃ আজ্ঞানুবর্তাপি ভবতি। যদ্যপি ভক্তিযোগে দত্তে সতি ভক্তজনবশ্যতয়া এবমীদৃশোঽপি অস্তু ভবতু, তথাপি ভক্তিং কুর্বতাং জনানাং ভক্তিযোগঃ—ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা, সৈব যোগস্তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়স্তৎসঙ্গমরূপো বা, তমেব দদাতি 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীভা ১১।৩।৩৭) ইত্যাদৌ ভক্তেঃ ফলং ভক্তিরেবেতি ন্যায়াৎ। স্মেতি বিস্ময়ে প্রসিদ্ধৌ বা। কর্হিচিৎ কদাপি মুক্তিং ন দদাতি, জ্ঞাননিষ্ঠানামপি মুক্তিঃ সিধ্যেদতো ভক্তানামপি তদাপ্ত্যা

ভক্তৈর্বৈফল্যমেব পশ্যতীতি ভাবঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং বিস্তার্যোক্তমেবেতি। এবমপি মাতৃণামাসাং মাহাত্ম্যং পূর্ব্বপূর্ব্বত উত্তরোত্তরস্য শ্রৈষ্ঠ্যোক্তিরীত্যা শ্রীযশোদায়াঃ সকাশাদধিকং ন দ্রষ্টব্যং, যতোঽব্দমেকং যাবৎ স্তন্যদাত্রীণাং প্রায়ো যশোদাসদৃশস্নেহহীনা-নামত্রমাহাত্ম্যোক্তিঃ শ্রীযশোদামাহাত্ম্য এব পর্যবস্যতি। তাসামেবেদৃশং মাহাত্ম্যং, কিমুত তাদৃশস্নেহভরবত্যাঃ শ্রীযশোদায়া ইত্যেবং কৈমুতিকন্যায়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১-১৩২। এক্ষণে সর্বোৎকৃষ্টতর শ্রীগোপীবর্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্য প্রথমতঃ শ্রীব্রহ্মমোহন-লীলার অন্তর্গত শ্রীব্রহ্মাকৃত অপহৃত গোবৎস ও গোপবালক মূর্তি ধারণ লীলায় শ্রীভগবান যাঁহাদিগের স্তনপান করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণের মাহাত্ম্য অর্থাৎ পূতনা মোক্ষণ আখ্যানের শেষে সেই পূতনার সদ্গতি দেখিয়া পরমবিস্মিত শুকদেবপাদ 'কৈমূতিক' ন্যায়ে শ্রীভগবানের মাতৃগণের মাহাত্ম্য অর্থাৎ যে বাৎসল্যবতী গোপীগণের বেশ ও ভাবের অনুকরণ করিয়া রাক্ষসী পূতনাও জননীগতি লাভ করিতে পারে, সেই গোপীগণের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিবার কাহারও শক্তি নাই, এজন্য তাঁহাদিগের বাৎসল্যের মহিমামাত্র বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এবং সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্তি শ্রীযশোদার নামোল্লেখ না করিয়া কেবল তাঁহার অনুগৃহীত মাতৃগণের মাহাত্ম্য দুইটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, 'পয়াংসি' ইত্যাদি। ভগবান্ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা পরিপূর্ণ হইয়াও যাঁহাদের স্তন-দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণের জন্মমরণাদি দুঃখরূপ সংসার কখনও কল্পনা করা যায় না, এই জন্মেই তাহার পরিসমাপ্তি জানিতে হইবে। যেহেতু, কৃষ্ণে অজ্ঞানই এই সংসারের মূল এবং এই অজ্ঞান হইতে সংসার উৎপন্ন হয় ; কিন্তু অধুনা তাঁহাদের পরমজ্ঞানোৎপত্তির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। তাহার লক্ষণ কি? শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের সর্বদা পুত্রভাবনা—'কৃষ্ণ আমাদের পুত্র'—এই জ্ঞান অবিরত বিদ্যমান। এখানে পুত্র-শব্দে নিজ প্রসূত পুত্রবুদ্ধি—স্তনপানমাত্র (ধাত্রীর ন্যায়) পুত্রসম্বন্ধ নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণে অজ্ঞানের অভাব-হেতু কেবল স্নেহসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে। এইজন্য তাঁহাদের পুত্রস্নেহ-ক্ষরিত (স্বয়ং ক্ষরিত) স্তনদুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া তিনি অতি আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকেন। এইরূপ ভগবদ্স্নেহের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ জ্ঞান। ভাবার্থ এই যে, ভগবৎস্নেহের অন্তর্ভূত জ্ঞান বলিয়া তাঁহাদের স্বভাবত জ্ঞানফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এবিষয় পূর্বে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, কৈবল্যাদি অশেষ পুরুষার্থের প্রদানকর্তা ভগবান দেবকীপুত্র যাঁহাদের

স্নেহভরে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। এখানে 'অলম্'-শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান সর্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও অপূর্ণের ন্যায় পরম আগ্রহসহকারে তাঁহাদের স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। 'দেবকীপুত্র'-পদে জানা যাইতেছে যে, শ্রীদেবকীদেবীর স্তনপান করাই কর্তব্য, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ পূর্বক পরমলালসান্বিত হইয়া ব্রজের গো এবং গোপীগণের স্তনদুগ্ধধারা পান করিয়া থাকেন। অতএব 'দেবকীপুত্র' এবং 'অলম্' (অপিবৎ) এই পদদ্বয় দ্বারা শ্রীদেবকী হইতেও ব্রজের গো এবং গোপীগণের স্নেহাতিরেক সূচিত হইল। এইরূপে যিনি অপরের প্রতি মুক্তি-সিদ্ধি-ভুক্তি-প্রভৃতি সর্বফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান দেবকীপুত্র স্বীয় জননীকে পরিত্যাগ করিয়াও পরমাগ্রহসহকারে যাঁহাদের স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছেন (এবং তাঁহার দেহপুষ্ট হইয়াছে) তিনি কি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রভৃতি তুচ্ছ ফলদান করিয়া তাঁহাদের ঋণ শোধ করিতে পারেন? অথবা এতাদৃশ ব্রজ-গোপীগণের পক্ষে কি অজ্ঞানসম্ভূত সংসার কল্পিত হইতে পারে? এইজন্য সেইস্থলে শ্রীশুকদেবপাদ বলিয়াছেন, 'শিশুঘাতিনী রুধির পাননিরতা রাক্ষসী পূতনা, হিংসাপরবশ হইয়া প্রাণনাশের জন্য শ্রীভগবানকে বিষস্তন পান করাইয়াও সদ্গতি প্রাপ্ত হইল।' এখানে 'সদ্গতি' বলিতে সৎ ভক্তগণের প্রাপ্য ফল বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশের জন্য পুনর্বার বলিতেছেন, ''সে যখন রাক্ষসী হইয়াও জননীগতি লাভ করিয়া স্বর্গে (গোলোকে) গমন করিল তখন শ্রীকৃষ্ণের জননী-সদৃশী ব্রজের গো ও গোপীগণ (শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের স্তন পান করিয়াছিলেন) যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" এখানে স্বর্গ-শব্দে পরমসুখানুভব-স্থান ঊর্ধ্বলোক, যেখানে জননীর (শ্রীদেবকীর) গতি, সেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে—শ্রীগোলোকে বুঝিতে হইবে। অথবা স্বর্গ বলিতে তাহার ফলস্বরূপ সুখ এবং জননীগতি বলিতে মাতৃগণের প্রাপ্যস্থান অর্থাৎ জন্মমরণাদিরহিত মাতৃসদৃশগতি প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাদের মত বালগোপালের সেবাধিকার লাভ করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে অথবা রাক্ষসী পূতনা হিংসা প্রবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে বিষময় স্তনদান করিয়াও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাও সেই পূতনা মোক্ষণলীলা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। অতএব ব্রজের বাৎসল্যবতী মাতৃগণের পক্ষে তাদৃশ মুক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? প্রত্যুত শ্রীবৈকুণ্ঠলোকই সম্ভব হইতেছে। এই আশয়ে বলিতেছেন, 'পয়াংসি' ইত্যাদি। যাঁহাদের দুগ্ধ পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহ পুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সংসার বা সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সৎ—সম্যক্ সার যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থচতুষ্টয় বা তাহার মধ্যে সার যে মোক্ষ তাঁদের জন্য কিরূপে কল্পিত হইতে পারে? মূলের 'পুনঃ'-শব্দটি বাক্যের অলঙ্কার অথবা পূর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য সূচক।

তাহার কারণ, সংসার মুক্তি কামনায় জপ, যোগ, ধ্যানাদিরূপ জ্ঞান তপস্যার সিদ্ধিতে মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাদের পরমাভক্তির মধ্যেই উক্ত জ্ঞান-মোক্ষাদি অন্তর্ভূত আছে। অতএব সেই পরমাভক্তির ফলরূপে পুনর্বার মোক্ষ কিরূপে সংঘটিত হইবে? এইজন্য শ্রীভগবানও তাদৃশ ভক্তকে কদাপি মোক্ষ প্রদান করেন না। অধিক কি, যাঁহারা কামনাপরবশ হইয়াও তাঁহার ভজন করেন, শ্রীভগবান তাঁহাদের মোক্ষ বাঞ্ছা ঘুচাইয়া ভক্তিদান করিয়া থাকেন। এই প্রকার নিজ ভক্তের কৈবল্যাদি নিরসনের জন্য বলিতেছেন, 'কৈবল্যমাদ্যং' এখানে আদ্য বলিতে শ্রেষ্ঠ, অতএব যাহাদের নিকট সেই অখিল শ্রেষ্ঠ অর্থও ন্যূন অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষায় অতিতুচ্ছ ফলসমূহ খণ্ডন করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীভগবান সকামভক্তের প্রতিও যখন এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন ব্রজের বাৎসল্যবতী মাতৃগণের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষপ্রসঙ্গ কিরূপে সংঘটিত হইবে? অতএব তাঁহাদের শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীগোলোকাদি প্রাপ্তিই স্থির হইল। এ সম্বন্ধে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীবৃত্রও বলিয়াছেন—'হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু আপনার ভক্তজনকে ধর্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রৈবর্গিকের জন্য চেষ্টিত হইতে দেন না ; বরং যিনি উহার জন্য চেষ্টা করেন না, তিনিই শ্রীভগবানের প্রসাদভাজন হইয়াছেন—ইহা অনুমেয়। ফলতঃ অকিঞ্চন ভক্তগণই তাদৃশ ভগবদ্ প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা দুর্লভ।' তাৎপর্য এই যে, ভক্তের রক্ষক শ্রীভগবান নিজজনের ত্রৈবর্গিকরূপ কামাদি নিমিত্ত যে আয়াস (সাধনশ্রম) কিংবা শ্রমমাত্র ফলরূপ আয়াসাদি (ক্লেশ) বিনাশ করিয়া থাকেন। অতএব যে ভক্তের ত্রৈবর্গিক চেষ্টা নাশ হইয়াছে, সেই ভক্তই প্রভুর প্রসাদভাজন এবং তাহা প্রভুর পরম করুণাই জানিতে হইবে। যদি বল, কোন কোন ভগবদ্ভক্তের যে ত্রিবর্গ দেখা যায়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যো দুর্লভোঽকিঞ্চনা' এখানে অকিঞ্চন বলিতে অভিমানশূন্যতা অথবা ভগবানের প্রীতির জন্য সর্বপ্রকার (ভোগ্যবিষয়) পরিগ্রহ ত্যাগ। অথবা শ্রীভগবানে কৃতাত্মনিবেদন অর্থাৎ যাঁহারা দেহ ও দৈহিকাদি সমস্ত বিষয় ভগবানে সমর্পণ করিয়া অনন্যভাবে তদেকনিষ্ঠ হইয়াছেন ; সেই অকিঞ্চন ভক্তগণই তাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুর্লভ। অতএব তাদৃশ অকিঞ্চন-ত্বের অভাবে কোন কোন কামনাপর ভক্তের কদাপি ত্রৈবর্গিক বিষয় ঘটিয়া থাকে। অথবা ঈদৃশ প্রসাদ ভক্তের পক্ষেই সংঘটিত হইয়া থাকে, অন্যের পক্ষে নহে। এইজন্যই বলিয়াছেন—'অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই গোচর, অন্যের (অভক্তের) পক্ষে দুর্লভ বা অলভ্য। অতএব হে মহেন্দ্র! তুমি অভক্ত বলিয়া এই স্বর্গরাজ্য তোমারই যোগ্য ; কিন্তু আমি শ্রীবৈকুণ্ঠের অপেক্ষায় এই স্বর্গরাজ্যকে তুচ্ছ মনে করি'—ইহাই শ্রীবৃত্রবাক্যের অভিপ্রায় জানিতে হইবে। পঞ্চমস্কন্ধেও উক্ত আছে—'যদ্যপি শ্রীভগবান প্রার্থিত হইয়া সকাম ব্যক্তিদিগকে প্রার্থিত বিষয় দান করেন, কিন্তু

পরমার্থ দেন না। এইজন্য ঐ প্রকার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থী হইতে হয়, পরন্তু যে সকল ব্যক্তি কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বিষয়াদি না দিয়া কেবল সর্বাভিলাষ-পরিপূরক নিজপাদপল্লব স্বয়ংই প্রদান করিয়া থাকেন।' তাৎপর্য এই যে, সকাম মনুষ্যগণ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেও প্রায়শঃ তিনি পরমার্থ দান করেন না সত্য, কিন্তু এতদ্বারা কল্পতরু-স্বরূপ শ্রীমচ্চরণারবিন্দ সকাশে প্রার্থিত বিষয় অসিদ্ধির লক্ষণই প্রকাশিত হইল—ইহা আপাততঃ মনে হয় বটে, কিন্তু উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অর্থী প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। যেমন, ধর্ম সিদ্ধি হইলে তাহার ফলস্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিতে হয়, অর্থ সিদ্ধি হইলে কাম এবং পুনরায় তৎসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম প্রার্থনা করিতে হয়। যদি এই প্রকারে ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়, তথাপি বিচার করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। অতঃপর মুক্ত হইয়াও ভগবানের মহিমায় তাঁহার ভঙ্গসঙ্গে মোক্ষের তুচ্ছতাজ্ঞানে ভক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। এই প্রকার পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—'মুক্তসকল হরিভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।' এইরূপ প্রার্থনা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ অভীষ্টলাভের পরেও অর্থীকে প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়া ভগবান তাহাদিগকে কৈবল্যাদি দেন না। যদি বল, শ্রীমচ্চরণারবিন্দরূপ কল্পতরুর নিকট প্রার্থনার বিষয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'কামধুক্ কোটিকামদ' ইত্যাদিরূপে ভগবান সকলেরই সকল প্রকার কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, অতএব ঈদৃশ-মাহাত্ম্যের ব্যভিচার ঘটিতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'যদ্‌যস্মাৎ অর্থদঃ' বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌বস্তুই অর্থ, অনর্থ কখনও অর্থপদবাচ্য হইতে পারে না, এইজন্যই শ্রীভগবান অনর্থ দান না করিয়া কেবল সত্য বস্তুই প্রদান করেন। যেমন, স্নেহময় পিতা বালকের প্রার্থিত অভক্ষ্য-পেয়াদি কখনও দেন না, সেইরূপ শ্রীভগবানও প্রার্থীর অনর্থকর দ্রব্য দেন না। এতদ্বারা তাঁহার পরমবাৎসল্যময় মহামহিমাই সম্পন্ন হইল। যদি বল, সেই পরমার্থ কি এবং কি প্রকারেই বা ভগবান তাহা দান করেন। আর তাহার দ্বারা কি প্রকারেই বা কামীর (কামপূরক দ্রব্যের অপ্রাপ্তিতেও) সুখ হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'স্বয়ম্' ইত্যাদি। নিজ (ভগবদীয়) পাদপল্লবে ভক্তি ইচ্ছা না করিলেও (মুক্তি আদির কামনারূপ কৈতবাদি থাকিলেও) সমস্ত কামনার আচ্ছাদক এবং সর্বাভিলাষ-পরি-পূরক নিজপাদপল্লব স্বয়ংই প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজ চরণারবিন্দে ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতেই সকাম ভক্তের সকল কামনা পরিপূর্তি হইয়া থাক্। যেহেতু, ভক্তির মধ্যে সর্বানন্দকদম্ব সন্নিবেশিত আছে, এজন্য ভক্তি প্রাপ্ত হইলে স্বতঃই অন্য বিষয়ে নৈরপেক্ষ্য উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব অর্থী নিজ প্রার্থিত বিষয় না পাইলেও তাহার অসন্তোষ হয় না ; বরং ভক্তিজনিত পরমানন্দের আস্বাদনে চিরকৃতার্থ হইয়া যায়। এখানে 'স্বয়মপি'-পদের অর্থ এই যে, সেই সকাম

ব্যক্তির ইচ্ছার অভাবেও শ্রীভগবান্ স্বয়ংই নিজ কারুণ্য মহিমায় ভক্তি দান করিয়া থাকেন। যেহেতু, সেই সকাম ব্যক্তি তাঁহার পাদপল্লব ভজনা করিয়াছিল। যেমন স্নেহময় পিতা মৃত্তিকাদি অখাদ্য ভোজনরত বালককে মিষ্টসন্দেশাদি (তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও) বলপূর্বক ভোজন করাইয়া মৃত্তিকাদি ভক্ষণ ত্যাগ পূর্বক তাহাকে সুখী করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভগবানও সকাম ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত অনর্থবহ বিষয় না দিয়া সর্বাভিলাষ-পূরক নিজপাদপল্লবে ভক্তি দান করিয়া সুখী করেন। এইপ্রকার উক্তি আরও আছে—'হে রাজন্! ভগবান মুকুন্দ তোমাদের ও যাদব-দিগের পতি (পালক) গুরু (উপদেশক) দৈব (উপাস্য) সুহৃৎ ও কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি-কার্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। ভগবান তোমাদের প্রতি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অপর যাঁহারা তাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহা-দিগকে প্রায়শঃ মুক্তিই দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি কখনও কাহাকে শীঘ্র ভক্তি-যোগ প্রদান করেন না। তাৎপর্য এই যে, যদ্যপি ভক্তিযোগ দান করিলে ভক্তজন-বশ্যতা-হেতু ভক্তের নিকট এতাদৃশ অধীন হইতে হয়, তথাপি ভক্তিযাজনকারীজন সম্বন্ধে ভক্তিযোগ (ভক্তি বলিতে প্রেমলক্ষণা এবং তাহার যোগ বলিতে তৎপ্রাপ্তির উপায় বা তাহার সহিত মিলনরূপা—ভক্তিযোগ) দান করিয়া থাকেন। ''ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তিহেতু''—এই শাস্ত্রবাক্য হইতে ভক্তির ফলও যে প্রেমরূপা ভক্তি, ইহাই বুঝা যায়। এইজন্য তিনি নিজ ভজনকারীকে মুক্তিদান না করিয়া ভক্তিযোগ দান করেন। এখানে 'স্ম'-শব্দটি বিস্ময়ে বা প্রসিদ্ধার্থজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ জ্ঞাননিষ্ঠগণেরই মুক্তি সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভক্তের পক্ষেও যদি সেই মুক্তিই ব্যবস্থিত হয়, তাহা হইলে ভক্তিরই বৈফল্য দেখা যায়। এইজন্য করুণাময় ভগবান নিজ ভজনকারীকে মুক্তি না দিয়া ভক্তি দান করেন! এবিষয় পূর্বে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। এইরূপে মাতৃগণের সম্বন্ধেও পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ রীতি অনুসারে শ্রীযশোদার তুলনায় অন্যের মাহাত্ম্য অধিকরূপে দ্রষ্টব্য নহে। অর্থাৎ শ্রীভগবান ভক্তবাৎসল্য-গুণে যতদূর ভক্তাধীন হইতে পারেন, সেই বাৎসল্যবতী মাতৃগণের সহিত শ্রীযশোদার তুলনা করিলে শ্রীযশোদার বাৎসল্যপ্রেমসিন্ধুর একবিন্দুর ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে মাত্র। অতএব একবৎসরমাত্র স্তনদান করিয়া এবং প্রায় শ্রীযশোদাসদৃশ স্নেহশীলা হইলে যদি ইহাদের এতাদৃশ মাহাত্ম্য কথিত হয়, তাহা হইলে সেই মাহাত্ম্য শ্রীযশোদা-মাহাত্ম্যেই পর্যবসিত হইবে। অর্থাৎ শ্রীযশোদার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত কোন ভাষা না থাকায় তাঁহার অনুগৃহীত মাতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্তন দ্বারা মা যশোদার মাহাত্ম্য 'কৈমুতিক' ন্যায়ানুসারে স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে।

১৩৩। **গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।**
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥

মূলানুবাদ

১৩৩। গোবিন্দকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের পরমানন্দ উদ্ভূত হইল। আর তাঁহার অদর্শনে ঐ সকল গোপীর ক্ষণকালও শতযুগ বলিয়া বোধ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৩। অথেদানীং সর্বতো বিশিষ্টতমং পরমমহত্ত্বে পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তং ভগবতীনাং শ্রীগোপিকানাং মাহাত্ম্যমেকোনবিংশতিভিঃ তত্র মুঞ্জাটবী দাবানলমোচনং কৃত্বা সায়ং ব্রজমাগতে শ্রীভগবতি গোপীনাং তদ্দর্শনানন্দ মাহাত্ম্যং শ্রীবাদরায়ণিপাদা অবর্ণয়ন্—'গোপীনাম্' (শ্রীভা ১০।১৯।১৬) ইতি। পরমানন্দ আনন্দস্য পরাকাষ্ঠা; যদ্বা, পর উৎকৃষ্টশ্চ পরসীমাপ্রাপ্তো বা মায়ায়া মহালক্ষ্ম্যা য আনন্দঃ সঃ এব গোবিন্দস্য দর্শনমাত্রেঽপি সতি, অস্তু তাবৎসম্যক্ দর্শনানন্তরসম্ভাষণাদি-কেলিকলাসু গোপীনাং সর্ব্বাসামেবাসীৎ দর্শনাদিতি পাঠে স এবার্থঃ। যাসাং গোপীনাং ক্ষণমপি অত্যল্পকালোঽপি যেন গোবিন্দেন তদ্দর্শনেন বা বিনা যুগশতমিব দিবসেঽভবৎ। যথা চ তাসামেবানুগীয়তে—'অটতি যদ্‌ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্' (শ্রীভা ১০।৩১।১৫) ইতি। ইবেতি বস্তুতো যুগশতং ন ভবত্যেব, তথাপি বিরহদুঃখৌৎকণ্ঠ্যেন তাসাং তথা ভাবনাত্তন্নির্ধারমেব গময়তি। যাসাং হি যস্যাল্পতরকালবিরহেণেদৃশং দুঃখং ভবেত্তাসাং তস্য কিঞ্চিদ্দর্শনমাত্রেণাপি পরমমহানন্দো ভবিতুমর্হত্যেবেতি ভাবঃ। এতচ্চ মুঞ্জাটবীদাবানলবিমোচনং তথা গোপীগণবিরহাগ্নিমোচনমপীতি সাদৃশ্যাৎ তৎপ্রসঙ্গে কথিতম্। অন্যান্য-দিনেষ্বপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৩। অনন্তর ইদানীং সর্বতো বিশিষ্টতম পরমমহত্ত্বের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শ্রীগোপী-গণের সর্বাতিশয়প্রেম-মাহাত্ম্য প্রদর্শন-প্রসঙ্গের অন্তর্গত (মুঞ্জাটবী দাবানলমোচন করিয়া সায়ংকালে ব্রজে আগমন করিলে শ্রীভগবানের দর্শনজনিত) আনন্দ-মাহাত্ম্য (শ্রীপাদ বাদরায়ণি) বর্ণন করিতেছেন, 'গোপীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকে। তৎকালে শ্রীগোবিন্দকে দর্শনমাত্র গোপীসকলের যে আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা উৎকৃষ্ট-তার চরমসীমাপ্রাপ্ত। অথবা গোবিন্দদর্শনমাত্র তাঁহারা মহালক্ষ্মীর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। অর্থাৎ দর্শনমাত্রের যখন এমন প্রভাব তখন সম্যক দর্শনান্তর সম্ভাষণাদি-রূপ কেলি-কলাদ্বারা তাঁহারা যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? 'দর্শনাৎ' পাঠান্তর হইলে সামান্য দর্শনের পর ইত্যাদি। (ঐ প্রকারই অর্থ হইবে!) কারণ, শ্রীগোবিন্দবিরহে একক্ষণও (অতি অল্পকালও) গোপীসকলের পক্ষে শতযুগের ন্যায় প্রতীতি হইয়া থাকে। সেই ভগবতীগণই স্বয়ং বর্ণন করিয়াছেন, 'হে কান্ত! দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া ত্রুটি পরিমিতকালও শতযুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। 'ইব'কারে সূচিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ ক্ষণার্ধকাল শতযুগ হয় না, তথাপি বিরহদুঃখজনিত উৎকণ্ঠায় তাঁহাদিগের তদ্রূপ ভাবনা-হেতু এইরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দবিরহে তাঁহাদের পক্ষে অতি অল্পতরকালও এতাদৃশ দুঃখময় হয় যে, শ্রীগোবিন্দের কিঞ্চিৎ-মাত্র দর্শনেও পরমানন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দের মুঞ্জাটবী-বিমোচন এবং গোপীগণের বিরহ-মোচন উভয়লীলার সাদৃশ্য-হেতু তৎপ্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে। অন্য দিনের প্রসঙ্গ-সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

১৩৩। শ্রীগোবিন্দদর্শনে শ্রীগোপীগণের পরমানন্দ এবং বিরহে ক্ষণকাল শত-যুগের ন্যায় প্রতীতি, ইহা বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া স্বরূপতত্ত্ব নির্ধারণ করিতে কেহ সমর্থ নহেন, এজন্য প্রতিযোগীমুখে কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিক কি, শ্রীগোবিন্দদর্শনের সময় নিমেষাদি-ব্যবধানেও তাঁহাদের তাদৃশ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ, ক্ষণকাল বিচ্ছেদও তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। বস্তুতঃ ইহা রতির পরিপাকজ প্রেম-প্রণয়-মান-রাগ-অনুরাগ ও মহাভাবাখ্য সপ্তম কক্ষায় আরূঢ়াবস্থা-বিশেষ।

১৩৪। **তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।**
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥

মূলানুবাদ

১৩৪। সেই গোপীগণ সকলেই তন্মনস্কা, তাই তাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই আলাপ করিতেন ; কৃষ্ণের ন্যায় কার্য করিতেন এবং কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য সকলে শ্রীকৃষ্ণগুণসকল গান করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় আত্মা ও আগারাদি স্মরণ করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৪। ততো ভগবৎপ্রেমভরেণ তদিতরাশেষবিস্মৃতিরূপং তাসাং মাহাত্ম্যম্—'তন্মনস্কাঃ' (শ্রীভা ১০।৩০।৪৩) ইতি। রাসক্রীড়ারম্ভে শ্রীভগবত্যন্তর্হিতে পরমার্তাঃ সর্বতোঽন্বিষ্য তমলব্ধ্বা শরৎপূর্ণচন্দ্র-জ্যোৎস্নাপ্রবেশহীনান্মহান্ধকারব্যাপ্তাদ্‌ঘনবনপ্রদেশান্নিবৃত্তাঃ সত্যোঽপি গোপ্যো বা, লৌকিকব্যবহারযুক্তাঽস্তু তাবৎ, স্বস্বগৃহাণি যাস্যন্তি ; অথ চ সস্মরুরপি, তত্র হেতুঃ তস্য গুণানেব, ন তু পরিত্যাগেঽপি নৈষ্ঠুর্য্যাদিদোষান্ গায়ন্ত্যঃ ; কিঞ্চ তস্মিন্নেব মনো বিবিধসঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং যাসাম্, তস্মিন্নেবালাপো, বিচিত্রাহ্বান সঙ্কীর্ত্তনাদির্যাসাম্ ; যদ্বা, গানং রাগাদিনা গীতাদিগানাম্, আলাপো মিথো বার্ত্তেত্যেবং ভেদঃ কল্পনীয়ঃ। তদর্থমেব বিবিধা চেষ্টা—পুষ্পমালাগ্রন্থন-শয্যাস্তরণাদিরূপা যাসাম্ ; এবং মনোবাক্‌কায়বৃত্ত্যা তদাত্মিকাস্তন্ময্যঃ, তদর্পিতা আত্মানো বা সত্যঃ ; যদ্বা, গৃহেষ্বপি তদর্থকৈস্তদেকনিষ্ঠৈর্ব্বা মনোবাক্‌কায়ব্যাপারৈস্তন্ময়তয়া গৃহকৃত্যং তদনুসন্ধানঞ্চ তাসাং নাস্ত্যেবেতি, তত্র কুতো যাস্তু? অধুনা চ বিরহেণ বিশেষতস্তদ্‌গুণান্ গায়ন্ত্যো ন তানি সস্মরুরেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, বিরহার্ত্যৌৎকণ্ঠ্যাদ্‌ভগবদ্‌ভাবিনাবশেষেণ ; কিংবা, বিচিত্রলীলা মহাকৌতুকিনস্তস্য পরমাবেশেন তস্যেব ভয়দুঃখাদিরহিতং মনো যাসাম্, তস্যেব গম্ভীরস্বরনর্মভঙ্গ্যাদিযুক্ত আলাপো যাসাম্, তস্যেব বিচিত্রালিঙ্গনচুম্বনাদিরূপা চেষ্টা যাসাম্, তস্যেবাত্মা দেহঃ ত্রিভঙ্গানুকরণাদিনা যাসাম্ ; এবং তন্ময়ত্বে জাতেঽপি নির্গুণাত্মনাং যোগিনামিব তাসাং স্বাভাবিকী তদ্ভক্তির্নৈব তিরোধত্তেত্যাহ—তদ্‌গুণান্ গায়ন্ত্য এবেতি। ইত্থং তদাবিষ্টতয়া নাত্মানমপি তাঃ সস্মরুঃ, কুতস্তরাং তৎসম্বন্ধীন্যন্যানি, ইত্যাহ—নাত্মেতি। আত্মানং, ভোক্তারং, আগারাণি চ দেহগেহানি ভোগসাধনভাগ্যানীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৪। অতপরঃ সেই মহাভাববতীগণের ভগবৎপ্রেমভরে তদিতর অশেষ-

বিস্মৃতিরূপা তন্মনস্কতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন, 'তন্মনস্কা' ইত্যাদি। রাসক্রীড়া-রম্ভে শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলে পরমার্ত গোপীগণ সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত না হওয়ায় (শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নারও যেখানে প্রবেশ নাই, সেই মহান্ধকার নিবিড় বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ হইতে নিবৃত্তা হইয়াও) অন্যমনস্কা হইলেন না। এজন্য লৌকিক ব্যবহার যুক্তিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে পারেন নাই। অথচ শ্রীকৃষ্ণ গহন বনে প্রবেশ করিয়া না জানি কত দুঃখই পাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তন্মনস্কা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই নিষ্ঠুরতাদি দোষ তাঁহাদের মনে উদিত হইল না ; বরং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যাদি অশেষ গুণাবলীই উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। কারণ, সেই গোপীগণ তন্মনস্কা অর্থাৎ তাঁহাতেই তাঁহাদের বিবিধ সংকল্প বিকল্পাত্মক মন বর্তমান আছে বলিয়া 'তদালাপা' অর্থাৎ তাঁহাকেই তাঁহারা বিচিত্র সংকীর্তনাদি দ্বারা আহ্বান করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহার গুণই গান (নব নব রাগাদি সংযুক্ত গীতই গান এবং পরস্পরে আলাপ। গান ও আলাপে এইরূপ ভেদ কল্পনীয়)। 'তদ্বিচেষ্টা'—তাঁহার জন্যই হইয়াছে বিবিধ চেষ্টা যাঁহাদিগের অর্থাৎ তাঁহারা পুষ্পমালাগ্রন্থন শয্যারচনা প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'তদাত্মিকা'—সেই শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছেন আত্মা যাঁহাদিগের, এই অর্থে তদাত্মিকা অর্থাৎ তাঁহাতেই তাঁহারা মন, বাক্য ও কার্যের চেষ্টাদিবৃত্তি অর্পণ করিয়া কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা তাঁহার গুণগান করিতে করিতে আত্মা ও আগার স্মরণ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা নিজেকেই নিজে স্মরণ করিলেন না, গৃহে প্রত্যাগমনের কথা ত' তাঁহাদের স্মৃতিপথে একবারেই উদয় হইল না। অথবা যাঁহারা গৃহে অবস্থান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠায় অর্থাৎ তাঁহার নিমিত্তই সমস্ত মন, বাক্য ও কায়াদি ব্যাপার নিযুক্ত করিয়া তন্ময়ী হইয়াছেন বলিয়া গৃহকৃত্যাদিরও অনুসন্ধান নাই। কাজেই গৃহগমনাদি স্মৃতিপথে উদয় হইল না! বিশেষতঃ অধুনা বিরহ-হেতু শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে অন্য বিষয় স্মরণ করিতে পারেন নাই। অথবা বিরহজনিত আর্তি উৎকণ্ঠায় ভগবদ্ভাবনাবিশেষ হইতে কিংবা বিচিত্র লীলা-মহাকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণে পরমাবেশ-হেতু অর্থাৎ তাঁহার ভয়-দুঃখাদিরহিত মনের সহিত তাদাত্ম্যহেতু কিংবা তাঁহার বিচিত্র আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপা চেষ্টা যাঁহাদের এবং তাঁহার মত ত্রিভঙ্গিমঠামের অনুকরণাদিরূপা চেষ্টা যাঁহাদের, সেই গোপীগণ এইরূপ তন্ময়ত্বজাতেও নির্গুণাত্মা যোগীগণের মত তাঁহাদের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তির তিরোধান না হইয়া বরং উল্লাস-হেতু উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন সেই শ্রীকৃষ্ণময়ী গোপীগণের নিজ আত্মারও স্মৃতি ছিল

না, তখন তাঁহাদের আত্মসম্বন্ধীয় দেহ-গেহ-ভোগসাধন সামগ্রীর স্মৃতি হইবে কিরূপে?

সারশিক্ষা

১৩৪। শ্রীগোপীগণ ব্যগ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন। বনের যে যে অংশ ব্যাপিয়া চন্দ্রজ্যোৎস্না লক্ষিত হইতেছিল, সেই সেই অংশে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন। আর যে স্থানে চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রবেশ করে না, সেই ঘনান্ধকারযুক্ত মহাগহনবনে তাঁহার পদচিহ্নাদি দেখা যায় না বলিয়া সেই অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরূপ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন, কিন্তু মহাভাবের উন্মাদনাবশতঃ ঘরে ফিরিবার কথা আদৌ চিন্তা করিলেন না ; বরং শ্রীকৃষ্ণ গহনবনে প্রবেশ করিয়া না জানি কত দুঃখই পাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মনস্কা হইলেন ; কিন্তু এই সময়েও তাঁহার স্মরণময় সংলাপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের লীলাচিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের আন্তরিক তন্ময়তা দেহেন্দ্রিয়াদিতেও পরিব্যাপ্ত হইল বলিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের লীলানুকরণ করিতে লাগিলেন। (''প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ'' (শ্রীউঃ) প্রেমতন্ময়তাবশতঃ প্রিয়ের ভাব, বেশ ও ক্রিয়াদির অনুকরণকে লীলাখ্য অনুভাব বলে।) ব্রজদেবীগণের এই যে প্রেমতন্ময়তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলানুকরণ বা 'আমিই কৃষ্ণ' বলিয়া লীলানুকরণ, ইহা অহংগ্রহভাবমূলক বা ব্রহ্মভাব নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মতন্ময়তা ও প্রেমতন্ময়তা এক নহে। যাঁহারা সংসারমুক্তির জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্মময় হইয়া যান, তাঁহাদের পক্ষে উপাস্যের কোনপ্রকার ভাব-বেশাদির অনুকরণ সম্ভবপর হয় না ; বরং উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ বিলয় হয় বলিয়া সমুদয় ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়।

পরন্তু গোপীগণ প্রেমের উন্মাদনাবশতঃ কখন বা 'উন্মাদ' নামক সঞ্চারিভাবের প্রকাশ-হেতু বনে বনে ঘুরিয়া তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উন্মাদভাবের অভিব্যক্তিতে (শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টা হইতে) যেন তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আছেন এবং বনের তরু-লতা-পশু-পক্ষি সকলেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং নিজেদের অক্ষমতা দুর্বলতা জানাইয়া ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার জন্য গলদশ্রুধারা বিগলিত নয়নে বিরহসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

১৩৫। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥

১৩৬। যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ,
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণ মার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো,
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥

মূলানুবাদ

১৩৫। হে সখি! গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিলেন? যাহার প্রভাবে লাবণ্যের সারভূত অসমোর্দ্ধ সর্ববিলক্ষণ প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান যশঃ শ্রী ও ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের এই নবীন রূপ নিরন্তর নেত্রদ্বারা পান করেন?

১৩৬। যাঁহারা ইঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া দোহন, দুগ্ধ-আবর্তন, দধিমন্থন, অনুলেপন কিংবা বালক-রোদন সময়ে, দোলা দোলনে, সেচন-গৃহমার্জনাদি সকল সময়ে ইঁহার পবিত্র কীর্তি গান করিয়া থাকেন। অতএব এইরূপ যাঁহাদের চিত্ত উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গমন করিতেছে, সেই ব্রজস্ত্রীসকল ধন্যা।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৫। অধুনা তাসাং সর্ব্বত্রৈব সদা শ্রীভগবৎসন্দর্শন-কীর্ত্তনাদিপরমসুখানুভব-মাহাত্ম্যং রঙ্গভূমৌ প্রবিষ্টং চাণূরেণ সহ নিযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তং শ্রীভগবন্তং দৃষ্ট্বা তত্রাগতাঃ সর্বা যোষিতো মিথঃ পূর্ব্ববদাহুঃ—গোপ্য ইত্যাদিপদ্যত্রয়ম্। তত্র প্রথমশ্লোকেন সদা শ্রীভগবদ্রূপসন্দর্শন-মহাসৌভাগ্যং বর্ণয়ন্তি—'গোপ্যস্তপঃ কিম্' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ইতি প্রসিদ্ধং যদ্‌যত্তপঃ তস্যৈতাদৃশং ফলং ন শ্রূয়তে। অতঃ কিং কীদৃশং কতরৎ বা তপঃকৃচ্ছ্রাদিকং স্বধর্ম্মাচরণং বা মানসৈকাগ্র্যং বা অচরন্ কৃতবত্যঃ? যদ্ যা ইতি যেন তপসেতি বা অমুষ্য শ্রীনন্দনন্দনস্য, তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা, পূর্ব্ববদেব রূপং শ্রীমূর্তিং সৌন্দর্য্যং বা দৃগ্‌ভিঃ মাংসচক্ষুভিঃ পিবন্তি। রসনয়া অমৃতমিব নেত্রৈঃ সাদরং প্রেম্ণা পরমাসক্ত্যা সাক্ষাৎ পশ্যন্তি। কথম্ভূতম্? লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠম্ ; যদ্বা, জগতি বর্ত্তমানস্য লাবণ্যস্য সারো যস্মিন্ তৎ ;

কিঞ্চ, অসমোর্দ্ধ্বং ন বিদ্যতে অবতারদৃষ্ট্যাপি অবতারেষু সমাম্ অবতারিত্বেনাপি ঊর্দ্ধ্বমধিকং যস্য তৎ ; যদ্বা, ন বিদ্যতে অবতারাবতার্যাদিষু সমং যস্য, তচ্চ তদূর্দ্ধ্বঞ্চ অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠপরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তম্, তদপি ন অন্যেন আভরণাদিনা সিদ্ধম্ কিন্তু স্বত এব সিদ্ধম্ ; যদ্বা, অতএব ন অন্যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদন্যদা বা কদাচিৎ সিদ্ধম্ ; যথোক্ত-মুদ্ধরেন তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২।১২)—'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম' ইতি ; কিংবা, অস্যৈব ব্রজাদন্যত্র ন কুত্রাপি সিদ্ধং সম্পন্নম্, অপি চ অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণমেব নূতনবৎ প্রতীয়মানং তৃপ্ত্যনুৎপাদকস্বভাবকত্বাৎ সদা নূতনবিবিধমাধুরীভঙ্গ্যেকাস্পদ ত্বাচ্চ ; যথোক্তং মাঘে—'ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতা-মুপৈতি, তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ' ইতি। অতএব দুরাপং গোপীব্যতিরিক্তানাম-প্রাপ্যং সাক্ষাদনুভবিতুমশক্যমিত্যর্থঃ। তাসামপার-পারবশ্যাদিনা তদীয়মহাকৌতুকি-স্বভাবেন চ দুর্লভমেব বা। ন কেবলমেবং লাবণ্যাদিনা শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ ; কিন্তু পরম-গুণাদিভিরপীত্যাহুঃ—যশসঃ সৎকীর্তেরেকান্তধাম অব্যভিচারি-স্থানং তথা শ্রিয়ঃ মহালক্ষ্ম্যাঃ ; যদ্বা, সর্বশোভাসম্পদঃ, ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্যস্য ভগশব্দাদিবাচ্যস্য, এবমা-কৃত্যা চ পরমসৌন্দর্যমুক্তম্, ঈশ্বরস্যেতি পাঠে অমুষ্য বিশেষণম্ ; এবমণি ভক্তি-ভরেণেশ্বরশব্দপ্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ম্। পশ্যন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন কদাচিদপ্যয়ং তাঃ পরিত্যজতীতি, তা বা বিচ্ছেদে অপি কদাচিদেনং ন পশ্যন্তীতি, ন হীতি সূচ্যতে। অতস্তা এব পরমানির্বচনীয়পুণ্যবত্যঃ, বয়ন্ত্বিমং পশন্ত্যোঽপি স্বল্পপুণ্যা এব, যতো-ঽস্থানেঽনবসরে চ দৃষ্টোঽয়মস্মাভিঃ। কিঞ্চাস্মাকং তাদৃশপ্রেমাদরেণৈব তদীয় সৌন্দর্যামৃতপানং ন কদাচিদপি তথা সম্ভবতীতি॥

১৩৬। ভোঃ মাথুরনাগর্যঃ! কদাচিদ্বা বিদগ্ধশিরোমণেরস্য কৌতুকলীলাবৈচিত্র্যা নৈবং পশ্যন্তু নাম, তথাপ্যস্য সঙ্কীর্ত্তনেনৈব পরমপ্রেমানন্দসাগরে নিমগ্না ভবন্তী-ত্যাহুঃ—'যা দোহনে' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৫) ইতি। চকারোঽপ্যর্থে। অস্তু তাবৎ সাব-কাশসমুচ্চয়ে কৃষ্ণার্থমালাগ্রন্থনাদিকর্ম্মসু বা, দোহনাদিষ্বপি যা এনং শ্রীকৃষ্ণং গায়ন্তি, তন্নামগাথয়া সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি। যথাহ শ্রীপরাশরঃ—'কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদা-করম্। জগৌ গোপীগণাস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥ রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাব-ত্তারায়তধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুঃ॥' ইতি। তা ব্রজস্ত্রিয়ো ব্রজবাসিন্যো বন্যা অপি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ;—এতচ্চ ব্রজান্তরসাধারণ্যদৃষ্ট্যা পুরস্ত্রীণাং বচন-যুক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, ভগবৎসঙ্গত্যা বনমগচ্ছন্ত্যো ব্রজমধ্য এব বর্ত্তমানা অপি তাঃ সর্ব্বা এব তরুণ্যো বালা বৃদ্ধাশ্চ ধন্যাঃ পরমভাগধেয়-ধনবত্যঃ। অথবা ব্রজ-স্যৈব স্ত্রিয়স্তা ধন্যাঃ, নান্যত্রত্যা ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যা ইত্যাদি। তত্র দোহনাব-

হনন-মথনানি স্বাম্যাদিপরিবার-ভোগার্থকানি কর্ম্মাণি ; উপলেপঃ কুঙ্কুমচন্দনাদ্যনুলেপনং প্রেঙ্খেঙ্খনং দোলান্দোলনম্, এতে চ দ্বে স্বার্থকে। অর্ভরুদিতং চাপত্যার্থকম্, উক্ষণং সেচনং, মার্জ্জনং সম্মার্জ্জনীজলগোময়াদিনা রজআদিশোধনম্, এতে চ দ্বে সামান্যতো গৃহবিষয়কে ; আদি-শব্দেন গৃহাঙ্গনলেপন-ভিত্তিচিত্রীকরণ-পেষণরন্ধনাদিকর্ম্মাণি ; এবং সর্বেষ্বেব ব্যাপারেষ্বিত্যর্থঃ। ইত্থমাবশ্যকানি দেহদৈহিকসম্বন্ধিকর্ম্মাণি ক্রিয়মাণান্যপি তাসাং ভগবদ্ভজনানন্দস্য বিঘ্নায় ন জাতু প্রভবেয়ুঃ, অথ চ সঙ্কীর্ত্তনজনকস্বভাবকতয়ানুকূলান্যেবেতি ভাবঃ। অথবা চকারস্য সমুচ্চয়ার্থকত্বেনায়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ—যা দোহনাদৌ গায়ন্তি, দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি চ ; আবশ্যকত্বেনাভ্যাসবশেন বা তত্তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বাণা অপি তত্তদাসক্ত্যভাবাত্তত্র তত্রাপি তং গায়ন্তি পশ্যন্ত্যপীত্যর্থঃ। দর্শনঞ্চ (দর্শনে চ) ব্রজান্তঃক্রীড়ায়াং সাক্ষাদেব ভাবনাবলাদ্বা ; অথবা ব্রজে বর্তমানং পশ্যন্তি, অন্যদা দোহনাদিচ্ছলেন তত্র তত্রৈব গায়ন্তি চেতি সমুচ্চয়ঃ। অথবা যদি কদাচিদগুরুজন-লজ্জাদিনা স্বাতন্ত্র্য হান্যা তং গাতুং ন শক্নুবন্তি, তদানীং তু কেবলমুরুক্রমে মহাচিত্তাক্রান্তিকরে কৃষ্ণে চিত্তস্য যানং গমনং যাসাং তাঃ। ততশ্চ অনুরক্তা অর্থাত্তস্মিন্নেবানুরাগেণ প্রবিষ্টা ধীবিচারাত্মিকা যাসাং তাঃ সর্ব্ববিচারাচারশূন্যাঃ সত্যস্ততঃ কেবলমশ্রুকণ্ঠ্যো রোদনপরা ভবন্তীত্যর্থঃ। ইত্থমুরুক্রমেণ মহাবেগেন চিত্তস্য যানং কৃষ্ণপ্রাপ্তির্যাসাং তাঃ, অতোঽনুরক্তধিয়ো নিরন্তরা আর্দ্রচিত্তাঃ সত্যঃ অশ্রুকণ্ঠ্যো ভবন্তি। পাঠান্তরে উরুক্রমং চিন্তয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। এবং ভগবদ্দর্শন-কীর্ত্তন-চিন্তানানুরাগৈস্তা এব ধন্যা ইতি শ্লোকার্থঃ। যদ্বা, গানপ্রকারমেবাহুঃ—অনুরক্তেত্যাদিনা। ততশ্চায়মর্থঃ—ননু রাগেণৈব সর্ব্বত্র প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, কর্ম্মসু চ প্রবৃত্ত্যা কদাচিত্তত্র রাগোঽপ্যনুমীয়ত এব। তৎ কথং তদেকপ্রেমনিমগ্নতা তাসাম্? তত্রাহ—অনুরক্তা ভগবতি এনং বা ভগবন্তমনুরক্তা ধিয়ো বুদ্ধিবৃত্তয়ো যাসাম্ ; তল্লক্ষণমশ্রুকণ্ঠ্যঃ সত্য ইতি। ভগবৎপ্রীত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তত্র তাসাং প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ননু তর্হি বুদ্ধেরন্যত্রাসক্ত্যা কথং তাসাং শরীরাদ্যাবশ্যক-কর্ম্মনির্ব্বাহস্তত্রাহ—উরুক্রমে পরমাদ্ভুতশক্তৌ কৃষ্ণে যত্তাসাং চিত্তং, তেনৈব যানং যত্তদশেষকর্ম্মসিদ্ধিঃ সর্ব্ববিষয়প্রাপ্তির্ব্বা যাসাম্ ; তচ্চিত্ততয়ান্যত্র নৈরপেক্ষ্যেণ তত্তৎকৃত্যনির্ব্বাহেঽপি কিমপি মনোবৈকল্যং ন ঘটত ইতি ভাবঃ। অথবা তাসাং তত্তদ্দোহনাদিকর্ম্মণ্যপি ভগবৎপরিতোষণার্থকান্যেব তচ্চিন্তনপ্রভাবেণৈব সর্ব্বাণি স্বয়মেব সাঙ্গং সিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ। এবমত্র গানস্যৈব প্রাধান্যং, স্মরণন্তু গানে দর্শনেঽপি সর্ব্বত্র স্বত এবানুস্যূতমিতি পার্থক্যেন নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। এবং সর্ব্বথা তা এব ধন্যা ইতি অস্মাকং ত্বেতৎ কিমপি ন সম্ভবতীতি হা কষ্টমিতি তাৎপর্য্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। অধুনা ব্রজসুন্দরীগণের সর্বত্র সদা শ্রীভগবৎসন্দর্শনজনিত পরমসুখানুভব-মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্য রঙ্গভূমি-প্রবিষ্ট চাণূরের সহিত মল্লযুদ্ধক্রীড়ারত শ্রীভগবানকে নিরীক্ষণ করিয়া তত্রত্য রমণীগণ পরস্পর যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ পূর্ববৎ 'গোপ্য' ইত্যাদি পদ্যত্রয়ে বর্ণন করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথম শ্লোকে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিরন্তর শ্রীভগবৎসন্দর্শনমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন, 'গোপ্যস্তপঃ কিম্' ইত্যাদি। হে সখি! গোপীরা কি অনির্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন? অর্থাৎ প্রসিদ্ধ যে সকল তপঃ আছে, তাহার ত' এতাদৃশ ফল শ্রবণ করা যায় না। অতএব সেই তপঃ কীদৃশ এবং কি পরিমাণ? বা তপ বলিতে কি অতি কৃচ্ছ্র স্বধর্মাচরণ কিংবা মনের একাগ্রতা-সাধন? তাঁহারা যে তপস্যাদ্বারা ইঁহার (শ্রীনন্দনন্দনের গৌরববশতঃ তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেন না) লাবণ্যের সারভূত অসমোর্দ্ধ সর্ববিলক্ষণ এবং প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতনতর এই মনোহর রূপ নয়ন দ্বারা পান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ রসনায় অমৃত পানের ন্যায় সেই রূপরাশি নয়ন ভরিয়া পরম আসক্তির সহিত নিরন্তর সাক্ষাৎ অবলোকন করিতেছেন। সেই রূপ কেমন? সেইরূপ লাবণ্যের সার এবং জগতে যতপ্রকার লাবণ্য আছে, সেই লাবণ্যসমূহ ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান আছে। অতএব ইঁহার সমান বা অধিক লাবণ্যশালী কেহ নাই ; আরও বলিতেছেন, এই অসমোর্দ্ধ লাবণ্যরাশি শ্রীভগবানের অন্য কোন অবতারেও দৃষ্ট হয় না, এমন কি অবতারিত্বেও ইহার সমান দৃষ্ট হয় না ; অধিক ত' দূরের কথা। অতএব এই লাবণ্য সর্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া আভরণাদি হইতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই জানিতে হইবে ; কিন্তু ইহা অনন্যসিদ্ধ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। অথবা শ্রীমূর্তির এই সৌন্দর্য-মাধুর্য ব্রজ ব্যতীত অন্যস্থানে স্ফূরণ হয় না। যদি বা কদাচিৎ স্ফূরণ হয়, উহার উপলব্ধি হয় না। যথা তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবজীর বাক্য—"সেই মূর্তি সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ও মর্ত্যলোকস্থিত ব্রজলীলার উপযোগী। এইজন্য স্বয়ং শ্রীভগবানও নিজমূর্তির মাধুর্য অবলোকন করিয়া মোহিত হন। অধিক কি, সেই শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য ভূষণ সকলেরও ভূষণস্বরূপ!" এইজন্য কথিত হইয়াছে যে, ব্রজ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি এই মাধুর্য সিদ্ধ বা সম্পন্ন হয় না। অপিচ ব্রজবাসীদের তৃপ্তির অনুৎপাদক প্রেম-স্বভাবে প্রতিক্ষণ নব-নবায়মানরূপে প্রতীত হয়। অর্থাৎ 'সর্বদা নূতন হইতে নূতনতর বিবিধ মাধুরীভঙ্গীর আস্পদস্বরূপে সেই রূপরাশি নিরন্তর নয়ন ভরিয়া পান করিতেছেন' বলায় সেই রূপে তন্ময়ত্ব এবং সেই রূপসুধাপানে ব্রজসুন্দরীগণের অতৃপ্তি সূচিত

হইতেছে। মাঘ কাব্যেও বর্ণিত আছে, 'যে রূপশ্রী ক্ষণে ক্ষণে নবতাপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপই রমণীয়তার আস্পদস্বরূপ।' অতএব ইঁহার এই দুরাপ (দুষ্প্রাপ্য) রূপ গোপী ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুর্লভ—সাক্ষাৎ অনুভব করিতে অসমর্থ। অথবা মহা-কৌতুকীস্বভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়তমা ব্রজসুন্দরীগণের অপার প্রেম পারবশ্যতা-হেতু আমাদের পক্ষেও দুর্লভ। এতদ্বারা মথুরানাগরীগণ ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভে সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিয়া নিজেদের দুর্ভাগ্য ও দৈন্য সূচনা করিলেন। আর ইনি যে কেবল লাবণ্যাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে ; প্রত্যুত পরমগুণাদি দ্বারাও শ্রেষ্ঠত্বরূপে ব্যঞ্জিত হইতেছেন। অতঃপর তাহাই 'যশসঃ' ইত্যাদি পদে বর্ণিত হইতেছে। ইহা সৎকীর্তিসমূহের অব্যভিচারীস্থান, তথা 'শ্রিয়ঃ' মহালক্ষ্মীরও নিশ্চিত আলয়। অথবা সর্বশোভা-সম্পদ্ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতনতর যশঃ, শ্রী, ঐশ্বর্য এই সকলের একমাত্র আশ্রয়—ভগবচ্ছব্দবাচ্য-ভগবৎ-শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এইরূপে আকৃতি প্রকৃতি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের পরমসৌন্দর্যের বিষয় উক্ত হইল। আর 'ঈশ্বরস্য' পাঠান্তর হইলে উহা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ হইবে, কারণ, এখানে ভক্তিভরে ঈশ্বর-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে জানিতে হইবে। এস্থলে 'পশ্যন্তি' পদে বর্তমান নির্দেশ-হেতু বুঝা যাইতেছে যে, ইনি কখনও ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করেন না। অতএব বিচ্ছেদকালেও তাঁহাদিগের দর্শন-বিচ্ছেদ হয় না। এইজন্য সেই ব্রজস্ত্রীগণই পরম অনির্বচনীয়া পুণ্যবতী ; আর আমরা ইহাকে দর্শন করিলেও স্বল্পপুণ্যা। যেহেতু, অস্থানে অসময়ে আমরা ইঁহাকে দর্শন করিতেছি। আরও বলিতেছেন, আমাদের তাদৃশ প্রেমোদয়-সৌভাগ্য কোথায় যে তাঁহাদিগের মত ইহার সৌন্দর্যামৃত পান করিয়া ধন্য হইব? আর কখনও যে তাদৃশ সৌভাগ্য সম্ভবপর হইবে, তাহাও বলা যায় না।

১৩৬। হে মাথুরনাগরীগণ! আরও শ্রবণ কর, কখন যদি এই বিদগ্ধশিরোমণির লীলাকৌতুকবৈচিত্রী হইতে ব্রজসুন্দরীদিগের দর্শনাভাব হয়, তখন ইঁহার নাম ও গুণ-গাথা সংকীর্তন দ্বারা তাঁহারা পরম প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অদর্শনেও সাক্ষাৎকার ন্যায় স্ফূর্তি হইয়া থাকে। তাহাই 'যা দোহনে' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মাল্যগ্রন্থনাদিকার্য দূরে থাকুক, গাভী দোহনাদিকালেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ-গাথা কীর্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কখনও সাক্ষাৎ দর্শন করেন, কখন বা কীর্তনের জন্য আহুতের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া প্রত্যক্ষের মত অনুভবের বিষয় হয়েন। এজন্য কোন সময়েও তাঁহাদের দর্শনাভাব

হয় না। মহর্ষি শ্রীপরাশরও বলিয়াছেন, 'রাসক্রীড়ায় গোপীমণ্ডলের মধ্যবর্তি শ্রীকৃষ্ণ যদি শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে 'কৌমুদি-কুমুদাকরম্' ইত্যাদি গান করেন, গোপীগণ তখন পুনঃপুনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম গান করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ যদি রাস-রসনযোগ্য গীতের সহিত অনুরূপ রাগ আলাপ করেন, গোপীগণ তখন অশ্রুকণ্ঠে 'সাধুকৃষ্ণ' 'সাধুকৃষ্ণ' বলিয়া দ্বিগুণতর বেগে রাগ প্রকটন করেন।' আর মাথুরবর্তি পুরস্ত্রীগণ সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে 'ব্রজস্ত্রিয়ঃ' বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে জানিতে হইবে। কারণ, সাধারণতঃ ব্রজস্ত্রী বলিতে ব্রজবাসী প্রেয়সীবর্গ এবং বন্য পুলিন্দস্ত্রীগণও লক্ষিত হইয়া থাকেন। অথবা দিবাভাগে যাঁহারা শ্রীভগবানের সঙ্গে বনে গমন করিতে না পারিয়া ব্রজমধ্যে অবস্থান করেন, সেই সকল বালিকা, তরুণী ও বয়োবৃদ্ধা গোপীগণই ধন্যা, অন্যত্র নহে। তাহার কারণ, যাঁহারা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া অশ্রুকণ্ঠে দোহনে অবহননে (যবাদি শস্যের তুষাপহরণে) দধিমন্থনে স্বামী প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভোগসামগ্রীসাধনে, কুঙ্কুম-চন্দনাদি উপলেপনে, হিন্দোলে বা শিশুর রোদন নিবৃত্তির জন্য দোলা সঞ্চালনে (কৃষ্ণকথা গান করিতে করিতে শিশুর রোদন নিবৃত্তির উদ্যমে) সেচনে (গোময় ও জলাদি দ্বারা গৃহসংমার্জনে) বা রজ আদির শোধন কি সামান্য গৃহবিষয়ক কর্মেও কৃষ্ণকথা কীর্তন করেন। আদি-শব্দে গৃহাঙ্গনলেপন, গৃহভিত্তিতে চিত্রাঙ্কণ, যব ও গোধূমাদি পেষণ, রন্ধনাদি গৃহব্যাপার নির্বাহ অর্থাৎ এইপ্রকার আবশ্যকীয় দেহ-দৈহিক সম্বন্ধি কার্য করিবার সময়েও তাঁহাদের ভগবদ্ভজনাঙ্গের কোন বাধা হয় না ; অথচ সেই সকল কর্ম সংকীর্তনজনক স্বভাবে পরম অনুকূলই হইয়া থাকে। অথবা 'চ'-কার সমুচ্চয়ার্থে উক্ত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা দোহনাদি সমস্ত ব্যাপারে ইঁহারই গুণগান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আবশ্যকত্বরূপে বা অভ্যাসবশে তত্তৎকর্মাদি নির্বাহ সময়েও (তত্তৎকর্মে আসক্তি না থাকায়) কৃষ্ণের নাম-গুণ-গাথা গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া থাকেন। যদি বল, সেই দর্শন কিরূপ? কখন ক্রীড়া করিতে করিতে (ব্রজমধ্যবর্তি) শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলে, সাক্ষাৎ দর্শন সম্পন্ন হয়, কিংবা ভাবনাবলে সাক্ষাৎকারের মত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রজে বর্তমান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন আর অন্যসময়ে (দোহনাদিচ্ছলে) তাঁহার নাম গুণগাথা গান করিলেই স্ফূর্তিতে সাক্ষাৎকারের মত অনুভব হয়। অথবা যদি কখনও গুরুজনাদির লজ্জায় স্বাতন্ত্র্যহানির জন্য গান করিতে অসমর্থ হয়েন, তখন তাঁহাদের চিত্ত কেবল উরুক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিয়া থাকে। এইপ্রকারে এই মহাচিত্তচৌর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগের

সহিত প্রবিষ্টা ধী যাঁহাদিগের সেই গোপাঙ্গনাসকল সর্ব বিচার-আচারশূন্যা হইয়া কেবল অশ্রুকণ্ঠে রোদনপরা হইয়া থাকেন। এইরূপ উরুক্রমমাত্রে (মহাবেগভরে) চিত্তের গতি (প্রবিষ্ট) হয় বলিয়া সেই কৃষ্ণানুরাগিণীগণ 'অনুরক্তধিয়া' অর্থাৎ নিরন্তর আর্দ্রচিত্ত বলিয়া অশ্রুকণ্ঠে রোদনপরা হইয়া থাকেন। আর 'চিন্তায়না' পাঠান্তর হইলে অর্থ হইবে যে, (চিন্তন-চিন্তাশীলা) যাঁহাদের চিন্তা উরুক্রমে গমন করিয়াছে, সেই ব্রজাঙ্গনাগণ এই প্রকার ভগবদর্শন কীর্তন-চিন্তনানুরাগে বিগলিত-চিত্তা হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহারাই ধন্যা। অথবা তাঁহাদের আরও গানের প্রকার বলিতেছি শ্রবণ কর—'অনুরক্তা' ইত্যাদি। তাঁহারা সকল সময়েই ইঁহার কীর্তি গান করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের বুদ্ধি এই উরুক্রমেই অনুরক্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণানুরক্তবুদ্ধি কোন বস্তুকেই স্পর্শ করে না, সুতরাং তাঁহাদের সর্ববিষয় লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি বল, রাগ ব্যতীত কাহারও কোন কর্মে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং তাঁহাদের নানাবিধ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণও এই রাগ ; যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্নতা সিদ্ধ হয় কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'অনুরক্তা।' অর্থাৎ তাঁহাদের বুদ্ধি শ্রীভগবানে এমন আসক্ত যে, সর্বদা ইঁহারই নামোচ্চারণ পূর্বক গান করিয়া থাকেন। তাহার লক্ষণ 'অশ্রুকণ্ঠ' ইত্যাদি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অপেক্ষা করিয়াই তাঁহাদের সেই সেই কর্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি বল, তাহা হইলে বুদ্ধির অন্যত্র কিরূপে গতি হয়? অর্থাৎ তাঁহাদের শরীরযাত্রাদি আবশ্যকীয় কর্ম কিরূপে নির্বাহ হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'উরুক্রমে'—পরম অদ্ভুতশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের চিত্তের গতি প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই অশেষবিধ কর্ম স্বতঃই নিষ্পন্ন হয় ; কিংবা তাঁহাদের সর্ববিষয় লাভ হয়। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ স্বভাবতঃ সর্বত্র নিরপেক্ষ হইলেও তাঁহাদের সমস্ত কর্ম অভ্যাসবশে স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ইহাতে মনেরও কোনরূপ বৈকল্য সংঘটিত হয় না। অথবা তাঁহাদের সেই দোহনাদি কর্ম সকলও ভগবৎপরিতোষণার্থ বলিয়া তাঁহার চিন্তন প্রভাবে (অঙ্গের সহিত) স্বয়ংই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে এইরূপ গানেরই প্রাধান্য জানিতে হইবে। কারণ, গানের মধ্যেই স্মরণ অনুস্যূত আছে এবং স্মরণ-প্রভাবে দর্শনক্রিয়াও স্বতঃই নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ এই সকলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া একের দ্বারা অপরের পোষণ হইয়া থাকে ; সুতরাং এই ভাবেও ব্রজাঙ্গনাগণই ধন্যা, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদৃশ গান সম্ভবপর হইল না। হা কষ্ট! আমাদিগকে ধিক্!

সারশিক্ষা

১৩৫। সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ অনন্তধামে অনন্তস্বরূপে বিহার করিতেছেন সত্য, কিন্তু ব্রজেই তাঁহার সর্বাতিশায়ি মাধুর্যের স্ফূরণ হইয়া থাকে। যেহেতু, ব্রজবাসী-গণের অনুরাগ অসীমরূপে পরিবর্ধিত হইয়াই এই মাধুর্য বহন করে। তাহার মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণের অনুরাগ চরমসীমাপ্রাপ্ত হইয়া 'যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব' লাভ করে। সাধারণতঃ এই অবস্থাকেই 'মহাভাব' বলা হয়। এই মহাভাবের দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন হয়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের দ্বারাও মহাভাবের উৎকর্ষ অনুভব হয়।

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

অতএব গোপীগণের মহাভাবের বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য উচ্ছলিত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের প্রভাবে মহাভাবোৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের এইরূপ মহাভাবের উৎকর্ষতা বা অদ্ভুত প্রভাবই তাঁহাদিগকে স্বজন-আর্য-পথাদির দূরতিক্রমনীয় বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য দিয়াছে এবং এই প্রেমোৎকর্ষই পুরস্ত্রীগণেরও প্রশংসার বিষয় হইয়াছে।

যদিও এই মহাভাবের অনন্ত বৈচিত্রী, তথাপি শ্রীরাধাতেই সেই সমস্ত বৈচিত্রীর সমাহার। কারণ, তিনি মহাভাবের স্বয়ংরূপ। এজন্য শ্রীরাধাতে অখিল নায়িকার অখিল লক্ষণই প্রকটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অবসর মত সকল নায়কের গুণ প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সর্ব নায়িকা শিরোমণি শ্রীরাধিকার সর্ব নায়িকার গুণ প্রকাশ হয়। এইজন্য মাদনাখ্যভাববতী শ্রীরাধিকার আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্য লীলার যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি হইয়া থাকে—ইহা স্ফূর্তি দ্বারা নহে—কায়ব্যূহ দ্বারা নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাক্ষাৎভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার আলিঙ্গন চুম্বনাদি অসংখ্য প্রকার সম্ভোগাত্মিকা লীলার আনন্দানুভব মধ্যেই বহুবিধ বিরহ দুঃখেরও যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভব হইয়া থাকে। এইজন্য পূজ্যপাদ টীকাকার বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কখনও ব্রজদেবীগণকে ত্যাগ করিতে পারেন না, এমন কি বিচ্ছেদকালেও তাঁহাদের দর্শন ব্যবচ্ছেদ হয় না। সুতরাং আনন্দানুভবেরও বিরাম হয় না।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় উক্ত আছে—

রাখিতে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ
তারে শক্ত্যে আমি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি নিতি যাই মধুপুরী
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্তি॥

মোর ভাগ্যে মোর বিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে সঙ্গ করায় তোমা সনে
প্রকটেহ আনিবে সত্বর॥

শ্লোকস্থ 'অমুষ্য'-শব্দে ব্রজসুন্দরীগণ ব্রজবিহারীর যে লাবণ্যময় স্বরূপসিদ্ধ রূপ মহাভাবনেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই যেন মথুরানাগরীগণ দেখিয়াও দেখিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই এখানে অদস্ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। সাক্ষাৎ দেখিয়াও যাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না, সেইস্থানেই অদস্ শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আবার শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজে যেরূপ মধুর ঐশ্বর্যরাশি কর্তৃক সেব্যমান, তাদৃশ ঐশ্বর্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইনি সখাগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন। বিশেষতঃ এই ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাধুরীচতুষ্টয় বর্তমান। অর্থাৎ প্রিয়জনবশ্যতারূপ প্রেমমাধুরী, লীলামাধুরী, বেণুমাধুরী, শ্রীমূর্তির মাধুরী ব্রজেই বিরাজমান আছেন, অন্যত্র নহে। আর শ্রীবৃন্দাবনেই এই মহাসৌভাগ্য-সম্পত্তির আস্পদস্বরূপ মাধুরীচতুষ্টয় চিরকাল পরমোৎকর্ষের সহিত বর্তমান আছে। সেইজন্য অন্যান্য ভগবদ্ধাম হইতেও ব্রজের বৈশিষ্ট্য এবং ব্রজবিহারীর যেরূপ বৈশিষ্ট্য, তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীগণেরও বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে।

১৩৬। শ্রীভগবানের নাম-গুণ-গান চিরদিনই মিলনের মহামন্ত্র। তাই নাম-কীর্তনের সহিত তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি ভাবনার তীব্রতায় তন্ময়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় দূরস্থ বস্তুও নিকটস্থ হয়, অনাগতও আগত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী গাঢ় স্মৃতি স্ফূর্তির আকার ধারণ করে, অবশেষে সেই স্ফূর্তি সাক্ষাৎ দর্শনের মত হয়—অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়—মনোময় জগতের বিশেষতঃ ভাবরাজ্যের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য বাক্যের বহুদূরে স্ফূর্তি পায় অর্থাৎ ভাষায় সেই সকল মাধুর্য প্রকাশ পায় না ; কিন্তু অনুরাগবিশেষে যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত, তাদৃশ ভাবরসপরিষিক্ত চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য প্রকাশ সম্ভবপর—অন্য কোথাও নহে।

১৩৭। প্রাতর্ব্রজাদ্ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং,
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গত্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ,
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥

মূলানুবাদ

১৩৭। বেণুবাদন করিতে করিতে সখাগণের সহিত প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে বনগমন করেন এবং সায়ংকালে ব্রজে আগমন করেন, তখন ইঁহার বেণুরব শ্রবণে শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সেই ভূরি পুণ্যবতী অবলাগণ পথে ইঁহার সদয়-দৃষ্টি-সহিত সস্মিত শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৭। অহো ভবতু বা দুষ্টকংস-বধানন্তরমত্রাপ্যস্যৈশ্বর্যেণাস্মাকমপি সদা সন্দর্শনলাভোঽখিল-ব্যাপারেষু চ সংকীর্ত্তনমপি, তথাপি তাসামিব কুতঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—'প্রাতঃ' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৬) ইতি। গোভিরিত্যুপলক্ষণং, গাভির্গোপবর্গাদিভিশ্চ সমং প্রাতর্বনং ব্রজতোঽস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুং তন্নাদং নিশম্য তূর্ণং স্ব স্ব গৃহেভ্যো নির্গম্য পথি তদীয়গমনবর্ত্মনি স্থিতাঃ। অস্য সস্মিতং মুখং পশ্যন্তি তা এবাবলাঃ স্ত্রিয়ো ভূরিপুণ্যা মহাভাগ্যাঃ পরমকৃতার্থাঃ পরমমঙ্গলরূপা বা ; যদ্বা, অবলাঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-শক্তিহীনা অপি যাস্তথা শশ্যন্তি, তা এব ভূরিপুণ্যাঃ। কথম্ভূতস্য? ক্বণয়তো বাদয়তো বেণুমেব ; যদ্বা, নটবরগতি লীলয়া নূপুরাদিশব্দং কুর্ব্বতঃ ; এতচ্চ তূর্ণনির্গমে হেত্বন্তরম্। কীদৃশং মুখম্? দয়াসহিতোঽবলোকো যস্মিন্ তৎ ; সততকৃপাদৃষ্ট্যা পরমশোভমানমিত্যর্থঃ। ইদং সস্মিতেতি চ বিশেষণদ্বয়ং শ্রীমুখস্য স্বরূপনিরূপণমাত্রার্থকং, ন তু ব্যবচ্ছেদকং, কদাচিদপি তত্তদ্ব্যবচ্ছেদাভাবাৎ, যদ্বা, তদানীং ক্রোধাবেশলীলয়া তত্র তয়োরদৃশ্যমানত্বাৎ ; কিংবা, পশ্চাদপ্যাত্মনঃ পরমদৌর্লভ্যেণ তাদৃক্‌সন্দর্শনাসম্ভাবনাদিতি দিক্॥ নন্বহো বত বনান্তর্ব্রজনে বিচ্ছেদসময়ে দর্শনেন কিং নাম বহুপুণ্যম্? তত্রাহ—সায়ং ব্রজমাবিশতশ্চেতি তত্রাপি (অত্রাপি) গোভিঃ সমমিত্যাদি যোজ্যম্। যদ্যপি দিবাবিরহদুঃখ-বিকলানাং কুমুদিনীনামিব মৃতবন্নিজগৃহ এবাবস্থিতানাং বেণুনাদামৃত-পানেনৈব নির্গমঃ, প্রাতস্তু বিবিধচ্ছলেন শ্রীযশোদাগৃহে পূর্ব্বমেব তদ্দর্শনার্থমাগতা বনে যান্তমনুব্রজন্তি। সময়দ্বয় এব বা তদ্দর্শনাবসর-ধ্যানপরাঃ প্রথমমেব যথাকালং গৃহেভ্যো যত্নেন কিল নির্গচ্ছন্ত্যেব, তথাপি বেণুনাদ-শ্রবণেন তূর্ণং দ্রুতপদৈর্নির্গচ্ছন্তীতি তথোক্তং, অথবা বেণুং নিশম্য

অবলা ইত্যন্বয়ঃ। বেণুনাদশ্রবণাৎ কামবেগেন বলহীনতাং প্রাপ্তা অপীত্যর্থঃ। যদ্যপি বিচ্ছেদেঽপি তাসু ভগবন্মহাপ্রসাদোদয় এবেতি তাসামসাধারণং তন্মাহাত্ম্যং বিরাজমানমস্ত্যেব, পূর্বং বহুধা তন্নিরূপণাৎ, তথাপি পরমরহস্যত্বেন মহাদুর্ব্বিতর্ক্যত্বেন বা তদ্‌বর্ণয়ন্তীভির্দ্দর্শনমেব বহুমন্যমানাভিঃ পুরস্ত্রীভিস্তথোচ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। যচ্চ রাসক্রীড়াদি-পরমসৌভাগ্যাং ন বর্ণ্যতে তাভিঃ, তচ্চ ধার্ষ্ট্য-পরিহারায়। কিংবা দর্শনসৌভাগ্যমপি বর্ণয়িতুমপ্যশকম্য, কুতো রাসক্রীড়াদি-পরমমহাভাগ্যমিত্যভিপ্রায়েণেতি ঈদৃশং তস্য সন্দর্শনং ন কদাচিদপাস্মাকং সম্ভবতীত্যল্পতরপুণ্যা এব বয়মিতি তাৎপর্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৭। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশকালে তত্রস্থ মহিলাগণের স্বচ্ছন্দভাবে আবেগময় প্রেমালাপ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কোন পুরমহিলা বলিলেন, অহো! যদি দুষ্টকংসবধের পর ঐশ্বর্যলাভ-হেতু ইঁহার এখানে বাস সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে এবং আমাদেরও সর্বদা দর্শন বা অখিল কর্ম ব্যাপারে তাদৃশ সংকীর্তন সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি ব্রজসুন্দরীগণের মত সতত প্রেমভরে দর্শনাদির সৌভাগ্য লাভ হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'প্রাতঃ' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে যখন বেণুবাদন করিতে করিতে গো ও গোপবালকের সহিত ব্রজ হইতে বন গমন করেন, তখন ইঁহার বেণুনাদ শ্রবণে ঝটিতি নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে সকল অবলা পথিপার্শ্বে ইঁহার সদয় দৃষ্টির সহিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল অবলোকন করেন, তাঁহারাই পরম মঙ্গলরূপা ভূরি পুণ্যবতী (মহাভাগ্যবতী)। অথবা অবলা (স্বাতন্ত্র্যাদি-শক্তিহীনা) হইয়াও যে এইরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের সর্বোত্তম ভূরিপুণ্য। সেই গমনভঙ্গী কেমন? তিনি বেণুবাদন করিতে করিতে নটবরগতি-লীলায় নূপুরাদির সিঞ্জনে দশদিক্ মুখরিত করিয়া গমন করেন। এই বেণুর রব ও নূপুর নিক্কণ অতীব শ্রুতিমনোহর (আকর্ষক) বলিয়া সেই অবলাগণকে শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গমন করাইয়া থাকে। সেই শ্রীমুখমণ্ডল কীদৃশ? ইঁহার বেণুসংলগ্ন শ্রীমুখসম্বন্ধীয় মধুরিমাকণিকারও বর্ণন করা যায় না— অবর্ণনীয়, তথাপি দয়া সহিত অবলোকন অর্থাৎ সতত কৃপাদৃষ্টিযুক্ত পরম শোভমান নয়নযুগল ও ঈষৎহাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডলের এক কণিকাই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মাধুর্যামৃতে প্লাবিত করিতে সমর্থ। এস্থলে 'কৃপা' ও 'স্মিত' এই বিশেষণদ্বয় শ্রীমুখমণ্ডলের অতিশয় শোভাদ্যোতক বলিয়া স্বরূপ নিরূপণার্থ প্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের কখনও ব্যবচ্ছেদ হয় না। অথবা তদানীন্তন ক্রোধাবেশলীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেই মধুর মৃদুহাস্য ও সদয়াবলোকন অদৃশ্য-হেতু (এখানে 'তদানীন্তন'

বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে সময় পুরস্ত্রীগণ এই প্রকার প্রেমালাপ করিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকে সংহার করিতে মনস্থ করিলে, তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াই 'তদানীন্তন' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; কিন্তু এই সময়েও তাঁহার মধুর মৃদুহাস্য ও কৃপাবলোকন তিরোহিত হয় নাই।) কিংবা তাদৃশ মধুরলীলাবিলাস দর্শনাভাবে ব্রজসুন্দরীগণের দৃশ্যমান পূর্বোক্ত ব্রজবিলাসের প্রশংসা করিয়া নিজেদের দুর্ভাগ্য খ্যাপন করিতেছেন। অথবা পশ্চাৎ নিজেদের সম্বন্ধে তাদৃশ লীলাবিলাস সন্দর্শন দুর্লভ্য ভাবিয়া অর্থাৎ তাদৃশ মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন অসম্ভব বোধে এই উক্তি জানিতে হইবে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে বনে গমন করিতেছেন, সেই বিচ্ছেদ সময়েও কি তাঁহার দর্শনে বহু পুণ্য? তাহাতেই বলিতেছেন, সায়ংকালে যখন শ্রীভগবান্ সেইরূপ গো ও গোপবালক পরিবৃত হইয়া ব্রজে প্রবিষ্ট হন, তখন আবার তাঁহার ঈষৎ হাস্যের মাধুর্যে সকল সন্তাপ তিরোহিত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদৃশ কখনও সম্ভব হইবে না, কাজেই তাঁহারা পুণ্যবতী। যদিও দিবাবিরহদুঃখ-বিকল কুমুদিনীর ন্যায় মৃতবৎ হইয়া তাঁহারা দিবাভাগে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করেন, কিন্তু বেণুনাদামৃত পানে চৈতন্য লাভ করিয়া গৃহ হইতে নির্গমন পূর্বক স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্র দর্শন করেন। আর প্রাতঃকালেও বিবিধ ছলে পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য শ্রীযশোদা-গৃহে আগমন করেন এবং তাঁহার বনগমন সময়েও ব্রজান্ত্যসীমাপর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অবসরপ্রাপ্তা ধ্যানপরা অবলাগণ প্রথমে যত্নপূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেণুনাদ শ্রবণে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন। অথবা বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কামবেগে বলহীনতা-প্রযুক্ত 'অবলা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে জানিতে হইবে। যদ্যপি বিচ্ছেদেও তাদৃশ ভগবন্মহাপ্রসাদ উদয় হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা সেই ব্রজসুন্দরীগণেরই অনুভবগম্য। বিশেষতঃ সেই বিচ্ছেদ-দশা উদ্গমের মধ্যেই ব্রজবালাদের অসাধারণ মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ভাব বিদ্যমান, তাহা পূর্বে বহুপ্রকারে নির্ধারিত হইয়াছে। তথাপি পরম রহস্যত্ব-হেতু ও মহাদুর্বিতর্ক্য বলিয়া পুরস্ত্রীগণ তাহার বর্ণনকেই বা দর্শনমাত্র কামনাকেই বহুমানন করিয়া এই কথা বলিয়াছেন জানিতে হইবে। তবে যে রাসক্রীড়াদির পরম সৌভাগ্য বর্ণন করিলেন না, তাহা কেবল তাঁহাদের ধৃষ্টতা পরিহারের নিমিত্ত কিংবা যাঁহার দর্শন সৌভাগ্য বর্ণন করিতেও অসমর্থ, সেই রাসক্রীড়াদির চরম সৌভাগ্য কিরূপে বর্ণন করিবেন? পুরস্ত্রীগণের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আমাদের পক্ষে ঈদৃশ সন্দর্শন কখনও সম্ভবপর হইবে না ; কাজেই আমরা অল্পপুণ্যা।

১৩৮। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

১৩৯। গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাঃ মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥

১৪০। তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোক ধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥

মূলানুবাদ

১৩৮। হে গোপীগণ। আমার সহিত তোমাদের যে প্রেমময় সংযোগ—যাহার জন্য তোমরা দুষ্কর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া এবং লোকধর্মাদি অতিক্রম করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেব-পরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও বিন্দুমাত্র শোধ দিতে পারিব না, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তাহার বিনিময় হউক। অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রেমে ঋণী রহিলাম।

১৩৯। হে সৌম্য উদ্ধব! শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতা-মাতার আনন্দবর্ধন কর। আর আমার বিরহে গোপীদিগের যে আধি (মনস্তাপ) জন্মিয়াছে, আমার সন্দেশ দ্বারাই তাহা উপশমিত করিবে।

১৪০। সেই গোপীদিগের মন আমাতেই অর্পিত এবং আমিই তাঁহাদের প্রাণ। আমার নিমিত্ত তাঁহারা দৈহিক কার্যসমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি এইজন্যই বলিতেছি, যাঁহারা আমার জন্য লোকধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৮। এবমাসাং শ্রীভগবদ্বিষয়-ভাববিশেষেণ মহামাহাত্ম্যমুক্তম্। অধুনা শ্রীভগবত এব তদ্বিষয়কভাববিশেষেণ পরমাশ্চর্যতরং মাহাত্ম্যং স্বয়ং তেনৈব সাক্ষাচ্ছ্রীমুখেনোক্তং নবভিঃ। তত্র রাসক্রীড়ায়ামন্তর্ধানানন্তরং তাসাং মহার্তিরোদনাদাবির্ভূতে সুখমুপবিষ্টে তস্মিন্ প্রহৃষ্টানাং (প্রকৃষ্টানাং) তাস্যং প্রশ্নত্রয়স্য প্রত্যুত্তরান্তে সাক্ষাৎ স এব তাঃ প্রত্যাহ—'ন পারয়েঽহম্' (শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইতি। নিরবদ্যা সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ কাপট্যাদিদোষস্পর্শরাহিত্যেন্ চ অতএব নির্মলপ্রেমবিশেষেণ চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সম্যঙ্মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতালক্ষণঃ সঙ্গমলক্ষণো বা যাসাম্, ইতি স্মৃতিশাস্ত্রপরমন্যমানকামাদি দোষো নিরস্তঃ। প্রত্যুত স্ববিষয়ক-কামস্য

মহানেব গুণোঽভিপ্রেতঃ, নিরবদ্যসংযোগহেতুত্বাৎ। অতএব তস্য প্রেমপরিপাক-বিলাস-বিশেষোপকরণতা পূর্ব্বং প্রতিপাদিতৈব। তাসাং বো যুস্মাকং, বিবুধানাং দেবানাং জ্ঞানিনাং বা আয়ূষা সুচিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং, প্রত্যুপকারকৃত্যম্ ; যদ্বা, বো যৎ স্বীয়মসাধারণসাধুকৃত্যং তদহং ন পারয়ে, কর্তুং ন শক্নোমি। কথম্ভূতা-নাম্? যা ভবত্যো, দুর্জরা অচ্ছেদ্যা যা গৃহশৃঙ্খলা গেহতৎসম্বন্ধি-পতিপুত্রাদি-তদর্থ-কৃত্যাদিলক্ষণাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা মামভজন্, তাসাং মচ্চিত্তং তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং, তস্মাদ্বো যুস্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুস্মৎ-সাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু ; যুস্মৎ-সৌশীল্যেন মম আনৃণ্যং, ন তু মৎ-কৃতপ্রত্যুপকারেণেতার্থঃ। অথবা সু সুষ্ঠু অসাধুকৃত্যং মদ্‌বিষয়কনৈষ্ঠুর্যাদিকমপি, কিমুত সাধুকৃত্যমিত্যর্থঃ। ইদং তাভিঃ সহ স্বচ্ছন্দেন সদা ক্রীড়ালোভাদুক্তম্। অপারণে হেতুঃ—নিরবদ্যং নিজাঙ্গম্ আত্মানং সংযুঞ্জন্তি সমর্পয়ন্তীতি তথা তাসাম্। কিঞ্চ, দুর্জরা গেহশৃঙ্খলা নিত্যকৃত্যগোপালনাদি-দৃঢ়নিবন্ধান সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্ অহং মা ভজন্, ন সেবিতবানস্মি। তত্র দুর্জরেতি বিশেষণেন শৃঙ্খলারূপকেণ চ স্বশক্ত্যা ছেদ্যত্বং, সংশব্দেন চ আসক্তিত্যাগেঽপি বহিস্ত্যাগাসামর্থ্যম্ ; কিংবা সংছেদনে ছায়ায়ামপি সত্যাম্-অসামর্থ্যং ধ্বনিতমিতি দিক্। যুষ্মদ্‌বদাত্মার্পণেন সর্ব্বনিরপেক্ষ-ভজনেন চ বিনা প্রত্যুপকারাশক্তেঃ। অতএব 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদিনিজবচন-ব্যভিচারাপত্তেশ্চাহং যুষ্মাকমৃণ্যেবে-ত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। যদ্বা, সাধুনেতি ভাবপ্রধাননির্দ্দেশোঽয়ম্। তদ্‌যুষ্মাকং ভজনং সাধুনা যুষ্মাকমেব সাধুত্বেন প্রতিযাতু প্রত্যুপকৃতং ভবতু, ভাবঃ স এব। যদ্বা সাধু-কার্যেণাপি পুরুষঃ মদ্ভক্তবরঃ কশ্চিদ্‌বো যুষ্মান্ প্রতিযাত প্রত্যুপকারেণানুগচ্ছতু। যদ্বা, বো যুষ্মাকং তৎস্বসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু অনুবর্ততামনুকরোত্বপি, আশিষি পঞ্চমী, অহন্তু ন পারয়াম্যেবেতি পরমবিনয়োক্তিমাধুর্যম্॥

১৩৯। এবং সাক্ষাদেকেন সাক্ষাদুক্তেরপি পরোক্ষোক্তের্দার্ঢ্যবিশেষাপেক্ষয়া মহাভাগবতং নিজপ্রিয়তমং শ্রীমদুদ্ধবং পরোক্ষে চাষ্টভিঃ, তত্র শ্রীগোপিকাবিষয়কা-সাধারণপ্রসাদসম্পত্তয়ে তদনুরূপং ব্যবহরন্ ভগবান্ স্বয়ং ব্রজে ন গত্বা তত্রত্যান-পারবিরহানলদগ্ধানাত্মসন্দর্শনার্থং তদ্রক্ষণসন্দেশামৃতসেকেন (সন্দর্শনাশাতন্তুরক্ষক-সন্দেশামৃতসেকেন) সন্তর্পয়িতুং নিজপ্রিয়সেবকবরং মহামন্ত্রিণমুদ্ধবং দূতত্বেন প্রেষয়ন্নিদমাদিশৎ—'গচ্ছোদ্ধব' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩) ইতি। চতুর্ভিঃ। তত্রার্ধেন (আদ্যেন) লোকব্যবহারাপেক্ষয়া প্রথমং মাতা পিত্রোঃ সন্তোষণমাদিশ্য পশ্চাদ্-গোপীসান্ত্বনমুদ্দিশতি (মাদিশতি) তথাহি—হে উদ্ধবসংজ্ঞ! ব্রজং গচ্ছ। শ্লেষেণ জগতামুৎসবরূপ! ত্বয়ি গতে তত্র মহানুৎসবো ভবিতেত্যর্থঃ। নঃ অস্মাকমিতি

নন্দযশোদাপুত্রত্বেনাত্মানং বহুমন্বানো বহুত্বেন নির্দ্দিশতি ; যদ্বা, মম বলরামস্যাস্মৎ-সম্বন্ধেন তব চ তাদৃশামন্যেষামপীত্যেবমভিপ্রায়েণ বহুত্বম্। অতঃ পুত্রবৎ পরম-ভক্তিবিনয়াদিনা মচ্ছোকসন্তপ্তয়োঃ প্রীতিং হর্ষং নিজচাতুর্য্যা আবহ সাতত্যেন সম্পাদয়। হে সৌম্যেতি নিজসহজকোমলরীত্যৈবেতি ভাবঃ। যদ্বা, হে সৌম্যতুল্য! তব সন্দর্শনাদেব তৌ পরমানন্দং প্রাপ্স্যত ইত্যুদ্ধবপ্রোৎসাহনম্। গোপীনান্তু মম বিয়োগেন য আধিস্তঞ্চ মৎসন্দেশৈস্তন্মদীয়-বাচিকৈরেব, ন তু নিজচাতুর্যাদিনা। যদ্বা, মদীয়ৈরেবাসাধারণৈঃ সসঙ্কেতৈঃ প্রতীতিজনকৈঃ সন্দেশৈঃ ; এবং তয়োঃ প্রীতিমপি কথঞ্চিৎ কর্তুং শক্ষ্যসি, আসাঞ্চাধিবিমোচনমাত্রং, তচ্চ মৎসন্দেশৈরেবেতি তাভ্যাং সকাশাদপ্যাসাং বিরহদুঃখাধিক্যোক্ত্যা প্রেম-মহিমানং সূচয়তি। এতচ্চ পূর্ব্বমপ্যুক্ত-মস্তি॥

১৪০। তত্রৈব হেতুং তাসু চ স্বাভিমতং বিধেয়ং, দ্বিতীয়েনাভিব্যঞ্জয়ংস্তাসাং লক্ষণান্যাহ—'তা মন্মনস্কা' (শ্রীভা ১০।৪৬।৪) ইতি। ময্যেব মনো যাসাম্, অতো বহিরুন্মাদগৃহীতা ইব। কিঞ্চ, অহমেব প্রাণা যাসাম্, অতো মদ্দূরস্থিত্যা মৃততুল্যা ইতি। ন চ তাসামবলম্বনমন্যৎ কিমপ্যধুনাস্তীত্যাহ—পূর্ব্বমেব মদর্থে মদেকভক্ত্যা ত্যক্তা দৈহিকা পতিপুত্রগৃহাদয়ো যাভিস্তাঃ, তত্তৎসঙ্গবিবর্জিতাঃ ; এবং তাসাং প্রেম-মাহাত্ম্যং লক্ষণানি চোদ্দিষ্টানি। অথবা ত্বয়ি সর্ব্বং বিহায় কথমত্র ত্বৎপার্শ্বং নায়ান্তি? তত্রাহ—মদর্থে আয়াস্যামীতি মদাজ্ঞাহেতোর্মৎপ্রীত্যালোচনতো বা ন ত্যক্তা দৈহিকা দেহসম্বন্ধিনঃ পতিপুত্রাদয়োঽলঙ্কারাদয়োঽপি যাভিঃ। এবমনাসক্ত্যা পতিপুত্রাদি-সঙ্গেঽবস্থানং, গাত্রেষু মৎপ্রহিতালঙ্কারধারণঞ্চ ন কৃতমিতি লক্ষণমুক্তম্। ততঃ কিমত আহ—য ইতি। ত্যক্তৌ মন্নিমিত্তমুপেক্ষিতৌ লোকধর্ম্মৌ ঐহিকামুষ্মিক-সুখ-ভোগস্তৎসাধনজাতঞ্চ যৈর্জনৈস্তথাভূতা যে বভূবুঃ, তানহং বিভর্ম্মি বর্দ্ধয়ামি সুখ-য়ামীত্যর্থঃ। অতএব ত্বামেবমাদিশামীতি ভাবঃ ; যদ্বা, তাদৃশানামেব তত্ত্বতো ভর্ত্তা ভবামীতি ভাবঃ। তেষাং স্বভর্ত্রাদিভ্যোঽপ্যধিকং সুখং পালনাদিকঞ্চ করোমীতি যাবৎ। পুংস্ত্বন্তু যে কেচিজ্জনাঃ স্ত্রিয়ঃ পুমাংসো বা তাদৃশভাবযুক্তা ইত্যভিপ্রায়েণ ; অথবা দৈহিকশব্দেন পতিপুত্রাদয়ো লোকাস্তথা, স্ত্রীস্বাভাবিকধৈর্য্যলজ্জাদয়ো ধর্ম্মা অপি গ্রাহ্যাঃ, কিঞ্চ, দৈহিকধর্ম্মাঃ ; ততশ্চায়মর্থঃ—ননু তা যদি সর্ব্বমেব তত্য-জুস্তদা তাসাং বনমধ্য এবানিয়তালক্ষিতবাসোঽনুমীয়তে ; তত্তা ময়া কথং প্রাপ্তব্যাঃ? কিঞ্চ, দৈহিকধর্ম্মত্যাগেনোন্মাদাদি গৃহীতা ইব কথং বা প্রবোধয়িতুং শক্যাস্তত্রাহ—যে মদর্থে তাভিস্ত্যক্তা লোকা ধর্ম্মাশ্চ, তানহমেব বিভর্ম্মি, ধারয়ামি, রক্ষামীত্যর্থঃ। তাভিঃ পরিত্যক্তাঽপি তে তে ময়া লোকব্যবহার সিদ্ধয়ে তাসু সঙ্গময্য রক্ষ্যন্তে। অতস্ত্বয়া পতিপুত্রাদিমধ্যে গৃহেষ্বেব বর্ত্তমানা ধৈর্য্যাদিযুক্তা অপি তা দ্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ। অথবা তাভিস্ত্যক্তানাং পতি-পুত্রাদীনাং ভোগাদ্যসিদ্ধ্যা কথং দেহরক্ষা?

তাভিস্ত্যক্তানাঞ্চ ধর্ম্মানামাপ্তজনাদৃতত্বাৎ কথং বা লোকে রক্ষা ভবতু? তত্রাহ—তানপ্যহমেব রক্ষামি, কিমুত তাস্তদপেক্ষিতমদ্ধর্ম্মা বেত্যর্থঃ। তেষাং তত্তৎপত্ন্যাদি-রূপেণ সাক্ষাদ্ভোগসম্পাদনেন স্বশক্তিবলেন বা তেষামপি দেহান্ পুষ্ণামি, কিমুত তাসাম্ ; তথা লোকে স্ত্রীধর্ম্মাংশ্চ প্রবর্ত্তয়ামি, কিমুত তাসামভীষ্টমৎসঙ্কীর্ত্তনাদি-ধর্ম্মানিত্যভিপ্রায়ঃ। অকারপ্রশ্লেষে সতি চায়মর্থঃ—যে তু মদপেক্ষয়া তাভিরত্যক্তা লোকধর্ম্মাশ্চ, তানপি অহমেব তৎসম্বন্ধেন বিভর্ম্মি, বিশেষেণ ভর্তুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। অতো মত্তুল্যস্ত্বং তত্র গত্বা তা ইব তাসাং পতিপুত্রাদীনামপি (দীনপি) সুখায় (সুখয়), ধৈর্যং লজ্জাদিকঞ্চ পরিপোষয়েতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৮। এইরূপে শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক ভাববিশেষের মহামাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। অধুনা শ্রীভগবানের শ্রীব্রজদেবীবিষয়ক-ভাববিশেষ এবং সেই ভাববিশেষের পরম আশ্চর্যতর মাহাত্ম্য (যাহা স্বয়ংভগবান সাক্ষাৎ শ্রীমুখে বলিতেছেন) এই শ্লোক হইতে পরবর্তী নয়টি শ্লোক বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে রাস-ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীব্রজদেবীগণের মহার্তনাদে পুনঃ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত ও তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমার্চিত বসনে সুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রহৃষ্টমনা শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণের প্রশ্নত্রয়ের প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছিলেন 'ন্ পারয়েঽহম্' ইত্যাদি। হে প্রিয়াসকল! আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য। অর্থাৎ এই সংযোগ সর্বনৈরপেক্ষ্য ও কাপট্যাদি-দোষস্পর্শরহিত, সুতরাং নির্মল প্রেমবিশেষ বলিয়া নির্দোষ সংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই সংযোগ সম্যক্-রূপে মদ্বিষক চিত্তের একাগ্রতালক্ষণ কিংবা সঙ্গমলক্ষণ বলিয়া এই মিলনের কিছুতেই নিন্দা করা যায় না। এতদ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রপর (মন্যমানগণের স্বীকৃত) কামাদি দোষও নিরস্ত হইল ; প্রত্যুত নিরবদ্য সংযোগহেতুত্ব ভগবদ্বিষয়ক কাম বলিয়া মহা-গুণেই পর্যবসিত হইল। অর্থাৎ এই সংযোগ কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নির্মল প্রেমময়ত্ব-হেতু পবিত্র ও নির্দোষরূপে প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই সংযোগ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পরিপাকবিলাস-বিশেষ অর্থাৎ উপকরণস্বরূপ, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তোমাদিগের যে অসাধারণ সাধুকৃত্য, তাহাতে আমি সমর্থ নহি। অর্থাৎ আমি তৎসদৃশ প্রত্যুপকার সাধনে অসমর্থ। এমন কি আমি দেব-পরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও বিন্দুমাত্র শোধ দিতে পারিব না। যেহেতু, তোমাদের কৃত্য অসাধারণ বা স্বয়ং সাধু, সুতরাং অপর কোন সাধুত্ব উপায় দ্বারাও তৎসম প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ। সেই সাধুকৃত্য কিরূপ? কি বলিব, যে সাধুকৃত্য (প্রেমময় সংযোগ) জন্য তোমার দুর্জর (কুলবধূ বলিয়া যাহা ছেদন করা যায় না)

গৃহশৃঙ্খল অর্থাৎ গৃহ ও তৎসম্বন্ধি পতি-পুত্রাদি ও তাহাদের নিমিত্ত ঐহিক সুখকর গৃহকৃত্যাদি এবং গৃহসম্বন্ধীয় পারত্রিক সুখকর লোকধর্ম-মর্যাদা ইত্যাদিরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ এবং এই ভজনে তোমাদের চিত্ত যেমন আমাতেই একনিষ্ঠ, আমার চিত্ত কিন্তু সেরূপ একনিষ্ঠ নহে ; সুতরাং আমি তোমাদিগের প্রতি তাদৃশ সাধুকৃত্য কখনও করিতে পারিব না। অর্থাৎ আমার চিত্ত বহু বহু ভক্তের প্রতি প্রেমযুক্ত—প্রেমভরে গ্রথিত, সুতরাং বহুনিষ্ঠ, কিন্তু তোমাদের ভজন একনিষ্ঠ। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তোমাদের সাধুকৃত্য (প্রত্যুপকৃত) হউক। অর্থাৎ আমি নিজে সাধুকৃত্যের প্রতি দান করিয়া অঋণী হইতে পারিলাম না, কাজেই আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম। ভাবার্থ এই যে, তোমাদের সৌশীল্যগুণই আমাকে ক্ষমা করিয়া অঋণী করুক। অথবা মূলের 'স্ব' পদের অর্থ সু বা সুষ্ঠু অসাধুকৃত্যরূপ মদ্বিষয়ক তোমাদের 'নৈষ্ঠুর্যাদি ভাব বিদ্যমানে সাধুকৃত্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে? অর্থাৎ আমার প্রতি তোমাদের যে কঠোর ভাষণ—যেমন, তুমি একটি মহাধূর্ত, তোমার মুখে এক, মনে আর! তোমার বাক্য ঈষৎ মধুর হইলেও উহা নারীবধের বাসনাময় গূঢ় গভীর অভিসন্ধিমূলক গরলবিশেষ। ব্যাধ যেমন মধুর বংশীধ্বনি করিয়া হরিণীর চিত্ত আকর্ষণ করে এবং পরে প্রাণবধ করে, তোমার বংশীধ্বনিও সেইরূপ মধুর! বলিব কি, তুমি জন্মমাত্রই পূতনাবধ করিয়াছ। অতএব জন্ম হইতেই নারীবধ করা তোমার জীবনের ব্রত। তুমি মহাচৌরচূড়ামণি, বাল্যে গোপীগণের গৃহে গৃহে নবনীত চুরি, কৈশোরে কাত্যায়নী-ব্রতপরা কুমারীগণের বস্ত্রহরণছলে লজ্জা হরণ—মর্যাদাপ্রাপ্ত কুলললনাগণের পাতিব্রত্য ধর্মহরণ ; আরও কত কি, অর্থাৎ হে দুল্লীলশেখর! হে কিতবেন্দ্র! ইত্যাদি বচনসকল মহারসসিন্ধুর তরঙ্গমালারূপে আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। অতএব সাধুকৃত্য কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? সত্যই, আমি তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ। বাস্তবিকপক্ষে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া লোভেই এইরূপ বচনভঙ্গী বিস্তার জানিতে হইবে। সাধুকৃত্য অপারণের আরও হেতু নির্দেশ করিতেছেন, 'নিরবদ্য' অর্থাৎ যাহারা পরমানুরাগভরে আত্মসমর্পণাদি দ্বারাই দুর্জর গৃহশৃঙ্খল (গৃহ সম্বন্ধীয় নিত্যকৃত্য গোপালনাদিরূপ দৃঢ় বন্ধন) সম্যক্ ছেদন করিয়া (তোমাদের মত) সর্বনৈরপেক্ষ্য ভজন করিয়াছে। তথা 'দুর্জর' বিশেষণ এবং 'শৃঙ্খল' রূপকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কেহ আপন শক্তিতে তাদৃশ গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিতে পারে না। আর 'সং' শব্দের দ্বারাও ধ্বনিত হইতেছে যে, অন্তরে আসক্তি ত্যাগ করিয়াও বাহিরে (স্বরূপতঃ বা কার্যতঃ) ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিংবা যাহার ছায়া পর্যন্ত সম্যক্ ছেদনে কেহই সমর্থ নহে বলিয়া আমিও তোমাদের মত সর্বনিরপেক্ষভাবে সর্বাত্মা নিবেদন করিয়া ভজনের দ্বারা প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ নহি।

অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—"যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে সেই ভাবেই আমি ভজনা করি। অর্থাৎ আমার কৃত নিয়মানুসারে আমিও তাহাকে আত্মার্পণ করিয়া থাকি।" কিন্তু আজ গোপীর নিকট সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল—গোপীর প্রেমে শ্রীভগবান পরাজিত হইলেন। অতএব নিজ বচনের ব্যভিচার হওয়ায় গোপীগণের প্রেমে ঋণী হইলেন—ইহাই স্থির হইল। অথবা 'সাধুনা'-পদে ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ তোমাদের সেই ভজন 'সাধুনা' অর্থাৎ তোমাদের সাধুত্ব দ্বারাই প্রত্যুপকৃত হউক। যেহেতু, উহা ভাবপ্রধান। অথবা আমার কোন ভক্তশ্রেষ্ঠ তোমাদের প্রত্যুপকারের অনুগমন করুক, পরন্তু আমি পারিব না, ইহাই পরম বিনয়োক্তি মাধুরী জানিতে হইবে।

১৩৯। এইরূপে শ্রীভগবান নিজমুখেই ব্রজদেবীগণের প্রেমাতিশয় বর্ণন করিয়াছেন এবং এই প্রকার সাক্ষাদুক্তি হইতেও পরোক্ষ উক্তির দার্ঢ্যবিশেষ অপেক্ষায় নিজপ্রিয়তম মহাভাগবত শ্রীমদ্ উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আটটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীগোপিকা-বিষয়ক অসাধারণ প্রসাদ এবং তদনুরূপ ব্যবহার সম্পাদন নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়াই তত্রত্য অপার বিরহানলদগ্ধ ব্রজবাসীর সন্দর্শনার্থ এবং তাঁহাদের রক্ষণ জন্য সন্দেশামৃত সেচনে (নিজ সন্দর্শনরূপ আশাতন্তু-রক্ষণ সন্দেশামৃত প্রেরণে) অর্থাৎ যে আশাতন্তু অবলম্বনে তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সেই আশাতন্তু—'আমি শীঘ্র আসিব' এই সংবাদ দ্বারা সন্তর্পিত করিবার জন্য ব্রজজনের আর্তিহারী ভগবান্ কেশব একান্ত অনুরক্ত ভক্ত নিজ প্রিয় সেবকবর মহামন্ত্রী শ্রীযুক্ত উদ্ধবের হস্তে হস্তার্পণ করিয়া শ্রীমথুরা হইতে দূতরূপে (ব্রজে প্রস্থাপনকালে বলিয়াছিলেন, 'গচ্ছোদ্ধব'। (ইহা চারিটি শ্লোকে অন্বিত হইলেও প্রথমার্ধে লোকব্যবহার অপেক্ষায় প্রথমতঃ পিতা-মাতার সন্তোষ উৎপাদন, পশ্চাৎ গোপীদের সান্ত্বনার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।) হে উদ্ধবসংজ্ঞ! তুমি ব্রজে গমন কর। শ্লেষপূর্বক বলিতেছেন, তুমি জগতের উৎসব স্বরূপ। অতএব তুমি তথায় গমন করিলে মহান্ উৎসব হইবে। এইজন্য শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া আমাদের পিতা-মাতা শ্রীনন্দ-যশোদার প্রীতিবিধান কর। মূল শ্লোকে 'নঃ' এই বহু বচনান্ত শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান আপনাকে শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে ভাবনা করিয়া গৌরবে আপনাতে বহুত্ব আরোপ করিয়াছেন অথবা আমার ও বলরামের এবং আমাদের সম্বন্ধে তোমারও পিতা-মাতা, এই অভিপ্রায়ে বহুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অতএব তুমিও পুত্রবৎ পরম ভক্তি-বিনয়াদিদ্বারা আমার বিরহে শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতার প্রীতিবিধান করিবে। অর্থাৎ প্রবাহন্যায়ে প্রথমে প্রণাম করিবে, পরে চতুরতার সহিত অতি সন্তর্পণে হর্ষসম্পাদন করিবে। এখানে চতুরতার সহিত

বলিবার তাৎপর্য এই যে, 'আমি বিনা তাঁহাদের প্রীতিবিধান, অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। অতএব চতুরতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিবে। (যদি মনে কর, আমি বরাক-সদৃশ, আমার সাধ্য কি যে তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিব? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন) হে সৌম্য! (এখানে এই বিশেষণের আর একটি তাৎপর্য হইতেছে, নিজ সহজ-কোমল রীতির দ্বারাই প্রীতিবিধান করিবে। অথবা হে সৌম্যতুল্য উদ্ধব! তোমার দর্শনেই তাঁহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা দ্বারা শ্রীউদ্ধবকে প্রোৎসাহিত করা হইল। আর আমার বিরহজনিত গোপীদিগের যে আধি (মনঃপীড়া), তাহা তুমি নিজ চাতুর্য দ্বারা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিও না, উহা কেবল আমার বাচিক সন্দেশ দ্বারাই প্রশমন করার প্রয়াস কর্তব্য। অর্থাৎ আমার বিরহে গোপীদিগের যে মনস্তাপ জন্মিয়াছে, তাহা নিজ চাতুর্যদ্বারা প্রশমিত করিতে পারিবে না। কিংবা আমার অসাধারণ প্রতীতিজনক সঙ্কেতাদি দ্বারাও নাশ হইবে না। যদি বা এই সন্দেশদ্বারা পিতা-মাতা প্রভৃতির কথঞ্চিৎ প্রীতিবিধানে সমর্থ হইতে পার, কিন্তু তথাপি গোপীদিগের আধি বিমোচনে সমর্থ হইবে না। এজন্য তাহাদিগকে আকার সন্দেশমাত্রই অর্পণ করিবে। এতদ্বারা শ্রীনন্দ-যশোদা অপেক্ষাও গোপীসকলের বিরহদুঃখাধিক্যনিবন্ধন মহিমান্ প্রেমবিশেষ সূচিত হইল, ইহা পূর্বেও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৪০। তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। বিরহানলে যাহাদের সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি অভিমত বিধেয়? তাহাই পরবর্তি শ্লোকদ্বয়ে অর্থাৎ তাঁহাদের কেবল নিরুপাধি প্রেমমাহাত্ম্য লক্ষণেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাই 'তা মন্মনস্কা' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। আমিই যাহাদের মন, অতএব বাহিরে সেই গোপীগণ উন্মাদবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অথবা আমিই তাহাদিগের প্রাণ, এইজন্য (আমি দূরে আছি বলিয়া) তাহারা মৃততুল্যা হইয়াছে। অধুনা তাহাদের আশ্রয় বলিতে আর কিছুই নাই। যেহেতু, আমার ভজনা নিমিত্ত পূর্বেই তাহারা পতি-পুত্র-গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব তাহারা তত্তৎসঙ্গ বিবর্জিত। এইরূপে তাহাদের প্রেমমাহাত্ম্যের লক্ষণ ও চেষ্টাদি নির্দেশ করিলেন। অথবা তুমি মনে করিতে পার, যাহারা আপনার জন্য মন-প্রাণ-দেহ-গেহ ও সমুদয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়াছে, তাহারা বিরহজনিত তাপ শান্তির জন্য আপনার পার্শ্বে আগমন করে না কেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'মদর্থে', আমার নিমিত্তই তাহারা আমার পার্শ্বে আগমন করে নাই, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য, অর্থাৎ গোকুল হইতে মথুরা-যাত্রা করিবার সময় 'আমি শীঘ্র আসিব' এই বলিয়া তাহা-দিগকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই আশ্বাসে তাহারা আজও তথায় অতীব কষ্টেসৃষ্টে কোনরূপ প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। অথবা আমার প্রীতি পর্যালোচনা করিয়া তাহারা 'মদর্থে' দেহ সম্বন্ধীয় পতি, পুত্র ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে

নাই ; কিংবা মৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদিও ধারণ করে নাই। যেহেতু, তাহারা সর্বত্র নিরপেক্ষ, অর্থাৎ আসক্তিশূন্য বলিয়া এইরূপ পতি-পুত্রাদি সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। এতদ্বারা তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিনা দেহ-গেহ-ধর্মাদি অশেষ ব্যাপারে নৈরপেক্ষ্য লক্ষণ সূচিত হইল। তাহাতে কি হইল? শ্রবণ কর, যাহারা আমার নিমিত্ত ঐ প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ সুখ এবং তাহার সাধন-আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকি। অতএব হে উদ্ধব! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, তাহাদের ভাব সুদুর্গম। যদিও আমি তত্ত্বতঃ সকলের নিত্যকান্ত (ভর্তা) তথাপি আমাকে কোন এক অনির্বচনীয় মহাদুর্লভ রসবৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাহারা ঐ প্রকার ভর্তাদিভাবের অভিমান পোষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব ভর্তাদি এবং যাবতীয় সুখকর পদার্থ অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভালবাসে বলিয়া আমি বিনা তাহাদের প্রীতি অন্যত্র স্পর্শ করে না ; সুতরাং আমিই তাহাদের আত্মা। এইজন্যই বোধ হয়, তাহারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে ; নতুবা স্ব স্ব দেহে তাহাদের আত্মা থাকিলে এতদিন বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইত। মূল শ্লোকে 'যে' পদটি পুংলিঙ্গসূচক, ইহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী, পুরুষ যে কোন জন ; অর্থাৎ যদি স্ত্রী হয়, তাহা হইলে তাহার পতি-পুত্রাদি হইতেও ; কিংবা যদি তাদৃশভাবযুক্ত পুরুষ হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে পালন ও পোষণ করিয়া থাকি এবং সর্বপ্রকার ভয়াদি হইতেও রক্ষা করিয়া নিরুপাধি প্রেমদানে চিরসুখী করিয়া থাকি। অথবা দৈহিক-শব্দে পতি-পুত্রাদি, তথা স্ত্রীস্বভাবসুলভ ধৈর্য-লজ্জাদিরূপ ধর্মও গ্রহণীয়। অতএব আমার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ এই সমস্ত দৈহিক ধর্মাদি ত্যাগ করিয়া আমাকেই প্রিয়তম আত্মারূপে প্রাপ্ত হইয়াছে! তাৎপর্য এই যে—যদি বল, তাহারা যদি এইরূপে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে অনিয়ত—অলক্ষিতভাবে বিচরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহাদের কিরূপে দর্শন প্রাপ্ত হইব? বিশেষতঃ দৈহিক-ধর্মত্যাগের জন্য উন্মাদনী হইলে কিরূপেই বা আমি তাহাদিগকে প্রবোধদানে সমর্থ হইব? তাহাতেই বলিতেছেন, যাহারা মদর্থে এইপ্রকার সর্বত্যাগ করে, আমি তাহাদের লোক-ব্যবহার সিদ্ধির জন্য দেহ-দৈহিকাদি সর্বপ্রকার ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহাদের সহিত যথারীতি লোকব্যবহারাদি ধর্মেরও সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকি। অতএব তুমি তথায় গমন করিলে তাহাদিগকে পতি-পুত্রাদি সমন্বিত গৃহমধ্যেই অবলোকন করিবে। এবং তাদৃশ ধৈর্য-গাম্ভীর্যশালিনীগণের ভাবমুদ্রাও দর্শন করিবে। অথবা যদি মনে কর, তাহারা এইরূপে পতি-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত ভোগাদি ব্যাপার রহিত হইয়া থাকিলে দেহ রক্ষা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ ধর্মত্যাগ-হেতু স্বজন-কর্তৃক অনাদৃত অবস্থায় আপনিই বা কিরূপে

তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন? এইরূপ আশঙ্কা করিও না। কেননা, আমিই তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকি। মন্মনস্কা গোপীগণের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের সম্বন্ধে তত্তৎ পতিতেও পত্নীত্বাদি অভিমান প্রদান করিয়া স্বশক্তিবলে (যোগমায়া দ্বারা ছায়ামূর্তি নির্মাণ করাইয়া) তাহাদের সাক্ষাৎ ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকি। তথা লোকমধ্যে স্ত্রীধর্মও প্রবর্তন করিয়া থাকি। অথবা যে কোন সাধারণ ভক্ত আমার নিমিত্ত যদি সমস্ত ভোগত্যাগ করে, তাহা হইলেও আমি নিজ শক্তিবলে তাহাকে ভরণ-পোষণ করিয়া থাকি। অতএব অসাধারণ মহাভাবময়ী গোপীগণের ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে আর কি বলিব? আর ভক্তমাত্রের অভীষ্টপ্রদ যে আমার নাম-সংকীর্তনাদি ধর্ম, সেই সংকীর্তন-প্রবর্তকও আমি, অর্থাৎ সেই সংকীর্তনসামর্থ্যও আমিই প্রদান করিয়া থাকি। অথবা অ-কার বিশ্লেষ করিলে অর্থ হইবে যে, যাহারা আমার নিমিত্ত লোকধর্মাদি রক্ষা করে, তাহাদিগকেও আমি (সেই গোপীগণের সম্বন্ধে) বিশেষভাবে ভরণ-পোষণ করিয়া থাকি। অতএব হে উদ্ধব! তুমি আমার তুল্য বলিয়া ব্রজে গমন করতঃ তাহাদের দীনবৎ পতি-পুত্রাদিকে সুখী করিতে পারিবে আর ইহাতে গোপীগণেরও ধৈর্য-লজ্জাদির পরিপোষণ হইব।

সারশিক্ষা

১৪০। মোহাদি অভাবেও আপনাকে পর্যন্ত বিস্মরণ রূঢ়ভাবেরই লক্ষণ। বিরহজনিত মহাবৈবশ্য নিবন্ধন ব্রজদেবীগণের চরিত্রে ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা একমাত্র শ্রীভগবানের সমাগম ব্যতীত অন্য কোনরূপ সন্দেশকেই সুখকররূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহারা স্বীয় দেহ-গেহাদি কিছুই জানেন না। এমন কি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, কোথায় বা আসিয়াছেন এ সকলও অনুসন্ধান নাই। এইরূপেই তাঁহারা লোকলজ্জা ভয়াদি বা পরলোকধর্মের অতিক্রম করিয়া থাকেন।

লোকে যে বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে সদসৎ বিচার করে, যে চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, যে বাহুদ্বারা কার্য করে, যে প্রাণন শক্তিদ্বারা দেহকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, যে মনের দ্বারা সর্বদা সংকল্প-বিকল্প করে এবং যে বাক্যের দ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করে, এসকলই ভগবৎপ্রদত্ত ব্যবহারোপযোগী করণ মাত্র ; কিন্তু শ্রীভগবানের ঈক্ষণেই ইহারা কার্যক্ষেত্রে করণের কার্য করিয়া থাকে। অতএব ভগবৎপ্রদত্ত সামগ্রী ভগবৎ-সেবায় যথাযথ নিয়োগ করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন এবং সেই সেবায় শ্রীভগবানও তাঁহাদের সহযোগী হইয়া থাকেন। আর শ্রীব্রজদেবীগণের কৃপায় সাধারণ ভক্তগণও (তাঁহাদের ভাবের আনুগত্যে) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

১৪১। ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

মূলানুবাদ

১৪১। হে প্রিয় উদ্ধব! আমি তাহাদের পক্ষে পরম প্রিয়তম। এজন্য আমি দূরে থাকিলেও সেই গোকুলাঙ্গনাগণ আমাকে স্মরণপূর্বক উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হইয়া মুহুর্মুহু মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪১। অহো বত সখে! তাদৃশাধিশ্চ কুত্রাপান্যত্র ন দৃষ্টঃ (কুত্রাপ্যন্যজনদৃষ্টঃ) শ্রুতো বাস্তি, যতোঽনুক্ষণং তাসাং মোহং মৃত্যুঞ্চ জনয়তীত্যাহ—'ময়ি' (শ্রীভা ১০।৪৬।৫) ইতি দ্বয়েন। প্রেয়সাং প্রেষ্ঠ ইতি প্রথমং লোকে প্রিয়াঃ পতিপুত্রাদয়স্ততোঽপি দেহস্ততোঽপি প্রাণাস্ততোঽপি ধর্ম্মস্তস্মান্মোক্ষস্ততোঽপি মদ্ভক্তির্ম্মদেকপ্রেমফলেত্যেবং প্রিয়তমানামপি মধ্যে তেভ্যোঽপি প্রিয়তমে ময়ি দূরস্থে শ্রীমথুরায়ামত্রাগত্য স্থিতে তাঃ সর্ব্বা রূপগুণাদিনা অনির্ব্বচনীয়া মদেকপ্রাণা বা গোকুলস্য স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা এব বিরহেণ যদধিকমৌৎকণ্ঠ্যং মৎসঙ্গমাশা, তেন বিহ্বলা উন্মত্তা সর্ব্ববিচারাচাররহিতা এব, তত্রাপি স্মরন্ত্যঃ তেনৈব মৎসঙ্গমাদিকং বিশেষতোঽনুসন্দধানা মাং মদ্বিরহাদিকঞ্চ চিন্তয়ন্ত্যো বা বিমুহ্যন্তি, বিশেষেণ মুহুর্ম্মোহং প্রাপ্নুবন্তি, সদা মৃততুল্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। অঙ্গ হে মদঙ্গতুল্য প্রিয়মন্ত্রিবর! বিরহৌৎকণ্ঠ্যেতি পাঠেঽয়মর্থঃ—ময়ি কথঞ্চিল্লীলাকৌতুকেন তত্রৈব (তচ্চৈব) কথঞ্চিদন্তর্হিতে সতি কিঞ্চিন্মাত্রবিরহেণাপি পরমার্ত্তা ভবন্তি অধুনা চ দূরস্থে বিরহস্যৌৎকণ্ঠ্যমাধিক্যং, তেন বিহ্বলাস্তত্রাপি স্মরন্তঃ কদাচিদপি বিস্মর্তুমশক্নুবত্যঃ সদা বিমুহ্যন্ত্যেব। অন্যৎ সমানম্। ইত্থঞ্চ সূচিতমিদম্—ত্বয়া মৎসন্দেশাদিনা তাদৃশচাতুর্যেণাহং তাঃ স্মারয়িতব্যাঃ, যেন তাসাং প্রাণরক্ষা ভবেদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। উঃ কি আশ্চর্য সখে! তাদৃশ আধি (বিরহজনিত মনস্তাপ) কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ তাহারা যে বিরহতাপভোগ করিতেছে, তাদৃশ তাপ কোথাও কোনজনে দেখা যায় না, বা শুনাও যায় না। যেহেতু, সেই তাপ অনুক্ষণ বর্ধিত হইয়া তাহাদিগকে মোহ (মৃত্যুতুল্য) দশা প্রাপ্ত করাইতেছে। তাহাই 'ময়ি' ইত্যাদি

দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এসংসারে যত প্রিয়বস্তু আছে, তাহার মধ্যে প্রথম প্রিয় পতি-পুত্রাদি, তাহা হইতে প্রিয় দেহ, তাহা হইতে প্রিয় প্রাণ, তাহা হইতে প্রিয় ধর্ম, তাহা হইতে প্রিয় মোক্ষ, তাহা হইতেও প্রিয় প্রেমলক্ষণা ভগবদ্ভক্তি। এই সকল প্রিয়তম বস্তুর মধ্যেও আমি তাহাদের পক্ষে পরম প্রিয়তম। হায়! এতাদৃশ আমি দূরস্থ হওয়াতে (গোকুল হইতে মথুরা আসিয়া অবস্থান করিলে) সেই রূপ-গুণ-যৌবনসম্পন্না অনির্বচনীয়া মদেকপ্রাণা গোকুলাঙ্গনাগণ বিরহ জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হইয়া সমস্ত আচার-বিচার-রহিত উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও আমি গোকুল হইতে মথুরা-যাত্রা করিবার সময় 'আমি শীঘ্র আসিব' বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলাম, তথাপি সেই আশ্বাসবাণী স্মরণপূর্বক এবং আমার সঙ্গমাদি ভাবনা করিলেই আমার বিরহজন্য তাহারা বারম্বার মোহদশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে অঙ্গ! (আমার অঙ্গতুল্য প্রিয় মন্ত্রীবর) অতিশয় আর্তির জন্য হে অঙ্গ সম্বোধন এবং শ্লেষের দ্বারা বলা হইল যে, তাহাদের সান্ত্বনার নিমিত্ত এই মুহূর্তেই তোমার গোকুলে গমন করা কর্তব্য—ইহার দ্বারা উৎসাহিত করাও হইল। হে সখে! তাহাদের স্বভাব এইপ্রকার বিরহোৎকণ্ঠাময় যে, নিকটে অবস্থানকালেও কোনরূপ লীলাকৌতুক বশতঃ যদি আমি চক্ষুর অন্তরাল হইতাম, তৎক্ষণাৎ তাহারা আর্তিভরে বিশীর্ণা হইয়া পড়িত। অর্থাৎ কিঞ্চিৎমাত্র, বিরহেও পরমার্ত হইত। কিন্তু অধুনা দূরস্থ! বিরহজন্য উৎকণ্ঠার আধিক্যে কতই না বিহ্বল হইতেছে!! তথাপি আমাকে স্মরণপূর্বক, কখন বা বিস্মরণ জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া অধিকতর স্মৃতির উদ্গমে বিমোহিত হইতেছে। ইহার দ্বারা সূচিত হইল যে, তুমি আমার সন্দেশাদি দ্বারা এবং তদনুরূপ চাতুর্যসহকারে আমার বিষয় স্মরণ করাইবে, যাহাতে তাহাদের প্রাণরক্ষা হয়। তাৎপর্য এই যে, তাহাদের বিরহদুঃখ সুমেরুপর্বত সদৃশ, কিন্তু তাহারা যদি আমার বিরহদুঃখের (কণিকামাত্র) বার্তা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মূর্ছাপ্রাপ্ত হইবে। অতএব তাহাদের বিরহে আমি যে অনুরূপ দুঃখভোগ করিতেছি, ইহা ব্যক্ত করিও না ; কেবল তাহাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেমবিশেষই ব্যক্ত করিবে। আরও বলিবে, আপনাদের প্রেমমহিমা চিন্তা করিতে করিতে তিনি কখন কখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এজন্য আমরা কোন কোন সময়ে তাঁহাকে বিবর্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গরূপে অবলোকন করিয়া থাকি।

সারশিক্ষা

১৪১। সাধারণতঃ ব্রজপ্রেমের ত্রিবিধ স্বভাব। তাহার মধ্যে গোপীগণের প্রেম